শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

১৫ ভাগ। ১ সংখ্যা। | ১লা মাঘ, সোমবার, ১৮১১ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীর যত্নের ধন, বল তোমায় বিশ্বাস না করিয়া আর কত দিন পৃথিবীতে এরূপ অবিশ্বাসীর জীবন ধারণ করিব। না দেখিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা ধন্য, আমরা সেরূপ করিতে পারিব না বলিয়া তুমি আমাদিগকে এত দেখাইলে, অথচ দেখিয়াও তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না, এ কি ভয়ানক দুর্দ্দশা। এখন বুঝিতেছি, যাঁহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদিগের দলস্থ না হইলে আর আমাদিগের গতি নাই। দেখিয়া যাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহাদিগের পক্ষে এখন এই কর্ত্তব্য যে, তাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হউক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে তোমার প্রেরিত মহাজনগণ আপনারা অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু সেই সকল অলৌকিক ব্যাপারে তাঁহারা লোকদিগকে বিশ্বাসী করাইতে পারেন নাই। এই দেখিয়া তাঁহারা, না দেখিয়া বিশ্বাসের, ভূয়োভূয় প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তুমি আমাদিগকে অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখাইলে, কিন্তু সে সমুদায়েতে যখন আমাদিগের বিশ্বাস হইলে না, তখন এই আদেশ করিতেছ, "এত দেখাইলাম তবু যখন বিশ্বাস করিতে পারিলি না, তখন না দেখিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলে আর তোদের কিছুই হইতেছে না।" এখন বুঝিলাম দেখিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলে, তাহার দণ্ড এই হয় যে, না দেখিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। প্রভো, যদি এই দণ্ড লাভের সময় আমাদিগের সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে ইহা আমাদিগের অতীব সৌভাগ্য। এখন তোমার বিশেষ কৃপা না হইলে এই দণ্ডসমুৎপন্ন উৎকৃষ্ট ফললাভ বল আমাদিগের পক্ষে কি প্রকারে সবম্ভপর। তোমার কৃপা আসিয়া যদি আমাদিগকে বুঝাইয়া না দেয় যে, অতিসামান্য ঘটনাও তোমার সঙ্গে সংযুক্ত দেখিলে অলৌকিক, এবং তাহা হইতে অলৌকিক ফল সমুৎপন্ন হইবে, তাহা হইলে না দেখিয়া বিশ্বাস করা বল আমাদিগের পক্ষে কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে। কত সামান্য ঘটনা প্রতিদিন আমাদিগের সম্মুখে ঘটিতেছে, অথচ সেই সকল ঘটনা হইতে তুমি অদ্ভুত ফল আনয়ন করিবে, এ কথায় বল, যত ক্ষণ আমরা সেই ফল না দেখিতেছি, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? এখানে না দেখিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিলে আর বিশ্বাস করা হইল না। তাই তোমার নিকটে প্রণতহৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি, সর্ব্ববিধ ঘটনার সমাদর করিতে শিক্ষা দাও, এবং সেই ঘটনা গুলি যে অনর্থক নয়, [illegible]

তাহাদিগের ভিতর হইতে অপূর্ব্ব ফল বাহির করিবে, বিশ্বাস করিতে দাও। কোন একটী ঘটনাকে যেন, নাথ, আর অগ্রাহ্য না করি। যদি তখন তখন যে ঘটনার মর্ম্ম বুঝিতে না পারি, তবে যেন বিশ্বাস করিয়া পড়িয়া থাকি যে, এ ঘটনা অপূর্ব্ব ফল দিবার জন্য আসিয়াছে। এইরূপে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া যাহাতে তোমার স্বর্গরাজ্য মঙ্গলরাজ্য সমাগমের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

বিধাতাতে বিশ্বাস।

সাধকের নিকটে ভগবান্ যে তিনটী প্রণালী দিয়া কথা কন, ঘটনানিচয় তন্মধ্যে প্রধান। বিবেক ও প্রজ্ঞাযোগে সাধকের সঙ্গে ঈশ্বর সাক্ষাৎসম্বন্ধে কথা কহিয়া থাকেন, ঘটনাযোগে যে কথা তাঁহার নিকট হইতে আইসে, তাহা অপরের মধ্য দিয়া। অপরের মধ্য দিয়া যাহা আইসে, তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভাল মন্দ, পুণ্য পাপ, সুখদ দুঃখদ। ঈদৃশ ভাগদ্বয় আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। যখন দুর্ব্বল জীবের ভিতর দিয়া ঘটনা ঘটে, তখন ভাল মন্দ, পুণ্য পাপাদি সংসৃষ্ট থাকিবে, ইহা আর একটা বিচিত্র ব্যাপার কি? বিধাতা যখন কোন ঘটনাকে আপনার মঙ্গলাভিপ্রায়সাধনে নিয়োগ না করিয়া বিফলে যাইতে দেন না, তখন বিধাতার লীলা দেখিতে হইলে এই সকলকে ভক্তিনয়নে পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালব্যাপী ঘটনা পাঠের বিষয়। ভগবানের লীলা হইয়া গিয়াছে, হইতেছে, এবং এখনও কত অনভিব্যক্ত রহিয়াছে। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা ইতিহাসে পাঠ করি, যাহা হইতেছে তাহা বর্ত্তমান সময়ের ঘটনানিচয়ের মধ্যে অধ্যয়নীয়, যাহা এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই তাহা পাঠ করিবার জন্য উপায় নাই, কেবল এইমাত্র আমরা তৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি যে, ভবিষ্যতের গর্ভে কেবল মঙ্গল অবস্থিতি করিতেছে। কোন স্থলে ভূত ও বর্ত্তমানের মধ্য হইতে মঙ্গল নিষ্কর্ষ করা যদি কঠিন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে মঙ্গল আছে, ইহা আমরা নিঃসংশয় বিশ্বাস করিতে পারি। সমুদায় ঘটনার চরম ফল মঙ্গল, এ একটি গণিতের সিদ্ধান্তের ন্যায় সত্য। এই সিদ্ধান্তের উপরে দাঁড়াইলে নিতান্ত অনড় বৈজ্ঞানিক ভূমির উপরে দাঁড়ান হয়

আমরা ভূত কালের ভগবল্লীলার বিষয় বলিব বলিয়া অদ্যকার প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। আমরা বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে বিধাতার লীলা দেখিয়া চিত্ত ভক্তিপ্রবণ করিব, এই জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছি। আমাদিগের মধ্যে ছয় বৎসর যাবৎ যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সকল এখন ভূতকালের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এই ভূতকালের সঙ্গে বর্ত্তমানের বিশিষ্ট যোগ আছে, এমন কি বিগত ছয় বৎসরের ঘটনার সঙ্গে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরনিচয়ের ঘটনা কার্য্যকারণশৃঙ্খলরূপে সম্বদ্ধ, এবং কোন একটা ঘটনাকে অস্বীকার বা পরিহার করিতে পারা যায় না। তবে ঠিক এই কয়েক দিনের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, তাহা দৃশ্যতঃ আমাদিগের পক্ষে অনুকূল নয় বলিয়া কি জানি বা আমরা মতদৌর্ব্বল্যবশতঃ পূর্ব্বাপর ঘটনানিচয়ের সঙ্গে অনুস্যূত না করিয়া উহাদিগকে আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি, এই আশঙ্কানিরসনের জন্য আমাদিগকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে হইতেছে যে, যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে অপরাধাদির সংস্রব থাকিলেও, ঐ সকল ঘটনা সাদরে গ্রহণ করিয়া আমরা তন্মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায় পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং এই সকল ঘটনার প্রতি সমাদরবশতঃ আমাদিগকে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে, এবং ফলনিষ্কর্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কোনরূপে এ দিক্ ও দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে সমর্থ হইতেছি না।

আমরা কি বলিতেছি, পাঠকবর্গ হয় তো

ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ঘটনার প্রতি সম্মাননাবশতঃ প্রিয় হউক অপ্রিয় হউক, আমরা সকল ঘটনা আনুপূর্ব্বিক লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এ সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ না করা ভাল ছিল, বন্ধুবর্গ এরূপ হিত বাক্য আমাদিগকে বলিতে পারেন, এবং তাঁহাদিগের এই হিতকামনার জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞ; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা আমাদিগকে অসমসাহসিকতার পন্থায় আনিয়া বলপূর্ব্বক নিঃক্ষেপ করিল, সে সকল ঘটনা আমরা কি প্রকারে লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারি। এখন যাহা বর্ত্তমান, ভবিষ্যতে তাহা ইতিহাসের পত্র ভুক্ত হইবে, আমাদিগের মধ্যে মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে, সুতরাং নিন্দাবন্দনার ভয়নিরপেক্ষ হইয়া আমাদিগকে সেই সকল ঘটনার চরমানুসরণ করিতে হইতেছে।

আমরা ঘটনাচক্রে পড়িয়া যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এখান হইতে হঠাৎ আর নড়িতে পারা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল মূল হইতে এই সকল ঘটনার উৎপত্তি, সে সকল মূল যত দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া ঘটনান্তর উপস্থিত না হইতেছে, তত দিন বর্ত্তমান ঘটনাসমুত্থিত ক্রিয়াপরম্পরায় হইতে অপসৃত হইতে গেলে বিধাতার বিরোধে গমন না করিয়া আর তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা এরূপ অপরাধে অপরাধী হইতে অত্যন্ত শঙ্কিত। বিধাতার ক্রিয়ার উপরে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া মানুষ কখন কৃতকার্য্য হইতে পারে না, কেবল তাহার অপরাধই সার হয়। বিধাতার বিরোধে অপরাধ করার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ কি আছে? সকল অপরাধের ক্ষমা আছে, কিন্তু এ অপরাধের ক্ষমা হইতে পারে না।

আমরা কি বলিতেছি, আরও সুস্পষ্ট হওয়া সমুচিত। আমাদিগের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, সে সকল যে কারণ হইতে সমুত্থিত সেই কারণ নিরসন না হইলে সেই সকল ঘটনার ক্রিয়াপরম্পরা ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকিবে। কারণ নিরসন না করিয়া সেই ক্রিয়াগুলিকে অবরুদ্ধ করিতে যাওয়া বিধাতার বিরোধে অপরাধ। এরূপ করিয়া কোন ফললাভ নাই, কেন না কারণ থাকিতে তাহার কার্য্য কখন অবরুদ্ধ হইবে না। আমরা অনেক সময়ে কারণগুলিকে আচ্ছাদিত রাখিয়া মনে করি, কার্য্যও অবরুদ্ধ থাকিবে। ইহা কি কখন সম্ভবপর? এত দিন এইরূপ করিতে গিয়া আমরা অনেক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, আর যাহাতে এরূপ অপরাধ না ঘটে তদ্বিষয়ে আমাদিগকে কৃতসঙ্কল্প হইতে হইয়াছে। বর্ত্তমান ঘটনানিচয়ের অবান্তর বহু কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু একটি মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে কারণনিরসন কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব সকল কারণের মূল কারণ কি সেইটি নির্ণয় হইলে তন্নিরসনে বিধানবিরোধী কার্য্যনিচয়ের চিরনিবৃত্তি হইবেই. হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়।

প্রত্যাদেশে অবিশ্বাস, এইটি অবান্তর কারণনিচয়ের মূল কারণ। আমাদিগের মধ্যে প্রত্যাদেশে অবিশ্বাস সকল সর্ব্বনাশের মূল। ঈশ্বর সকলের সঙ্গে কথা কন, ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া প্রত্যাদেশের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন আমাদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিব্যক্তির প্রতি প্রত্যাদেশ, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রত্যাদেশ, সাধকসমষ্টির প্রতি প্রত্যাদেশ, মহাজনগণের প্রতি প্রত্যাদেশ, বর্ত্তমান বিধানে বিধান প্রবর্ত্তকের প্রতি প্রত্যাদেশ, এবং শ্রীদরবারে সমাগত প্রত্যাদেশ, এই সকল প্রত্যাদেশের প্রতি আমাদিগের মধ্যে বিশ্বাসের অল্পতা হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মুখে বিশ্বাস করি বলিলেও বস্তুতঃ সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, ইহা অল্প পরীক্ষাতেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। যত দিন প্রত্যাদেশের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আমরা দেখিতে না পাইতেছি, তত দিন বর্ত্তমান গণ্ডগোলের মূল নিরসন হইতেছে না। বৈরাগ্যাদির অভাব কারণরূপে অনেক সময়ে আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি, কিন্তু বিধানসঙ্গত প্রত্যাদেশনিচয়ের প্রতি দৃঢ়

বিশ্বাস থাকিলে এরূপ কারণ আমাদিগের মধ্যে কখন থাকিত না। আমরা আশা করি, বিধাতার প্রতি যদি আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, এই মূল কারণের নিরসন হইয়া বিধান পূর্ণ হইবে। অতএব আমাদিগকে পূর্ণ পরিমাণে বিশ্বাস রক্ষা করিতে হইতেছে।

আমাদিগের আচার্য্যদেব।

এ পৃথিবীতে যাঁহারা বিরোধ নির্ব্বাণ করিতে আইসেন পৃথিবী তাঁহাদিগকে লইয়াই বিরোধ উপস্থিত করে। বর্ত্তমান বিধানে ঈদৃশ বিরোধ না ঘটে, এ জন্য আমাদিগের আচার্য্যদেব সুবহু যত্ন করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানপ্রবর্ত্তকগণকে সাধকদিগের নিকটে তিনি যে বিশেষরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য আপনাকে তাঁহাদিগের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই লক্ষ্য তিনি গোপন রাখেন নাই, যে সময়ে মহাজন সমাগম হয়, সে সময়ে স্পস্ট বাক্যে ইহা সকলের নিকটে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় যত্ন বিফল হইয়াছে বলিয়া বর্ত্তমানে অনেকের প্রতীত হইতে পারে, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের আদেশে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কখন নিষ্ফল হইবার নহে। এক দিকে ঈশ্বরকে, অপর দিকে পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুমহাজনগণকে সাধকনিচয়ের নিকটে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপস্থিত করিয়া তিনি যে নূতন যুগের পত্তন দিয়াছেন, পৃথিবীকে ইহার প্রতি সম্মান দান করিতেই হইবে। দুই দিন গৌণে হউক আর শীঘ্র হউক, তাঁহার লক্ষ্য সংসিদ্ধ হইবেই হইবে।

আমাদিগের আচার্য্যদেব সাধুমহাজনগণের সঙ্গে সম্বন্ধ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে আত্মগোপন অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অন্য প্রকার সম্বন্ধ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আচার্য্যদেবপ্রচারিত মতই যে বর্ত্তমান যুগোচিত তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সাধুমহাজনগণের সাধক সহ অভিন্ন ভাবে স্থিতি, এবং সেই স্থিতিনিবন্ধন তত্তৎ-সাধুমহাজনোচিত বিশেষ বিশেষ ভাবে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সন্দর্শন, ইহা নবধর্ম্মের একটি বিশেষ লক্ষণ। এই লক্ষণ যিনি এই নূতন মত প্রবর্ত্তন করিলেন সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে আত্মজীবনে প্রতিফলিত করিয়া দেখান একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। যখন তিনি দেখিলেন আত্মজীবনে সকল সাধুমহাজনগণের অনুপ্রবেশ হইয়াছে, তাঁহাদিগের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়া তত্তদ্ভাবে সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শন অপ্রতিহত হইয়াছে, তখনই তিনি সাধুসমাগমের ব্যাপার বাহিরে প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই ব্যাপারে তিনি দেখাইয়াছেন, আপনাকে তিনি কেমন এই সাধুমহাজনগণেতে প্রবিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়াছেন। এই অভিন্নতাতে ঈশ্বর দর্শন ঈশ্বরের কথা শ্রবণ কেমন সহজ ও স্বাভাবিক হয়, তাঁহার জীবন তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইয়া আছে।

মহর্ষি ঈশার যোগমন্ত্র জীবনে কিরূপে সিদ্ধ করিতে হয়, এ ব্যাপারে কেবল তাহাই আচার্য্যদেব সকলকে দেখাইয়াছেন। আপনাকে সাধুমহাজনগণেতে ডুবাইয়া ঈশ্বরে নিমগ্ন হওয়া এ যোগ অতি অসামান্য কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু এই যোগের যে আর একটি বিপরীত দিকে গতি আছে, বলিতে হইবে, তাহা জগতের নিকটে এই বিধান প্রকাশ করিয়াছে। সাধুমহাজনগণসহ ঈশ্বরে মগ্ন হইয়া আবার বিপরীত গতিতে সাধকমণ্ডলীতে মগ্ন হইয়া এক ও অভিন্ন হইয়া যাওয়া এরূপ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। আচার্য্যদেব অনুলোম ও প্রতিলোম গতিতে যে যোগ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর পক্ষে অতীব নূতন, এবং নূতন বলিয়াই ইহা অনেকের পক্ষে একান্ত অবুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যাহা বলিলাম তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে যত্ন করা যাউক।

অগ্রে বাহিরে পরে ভিতরে, তৎপর বাহিরে কেবল মহাজনে, এই প্রাচীন যোগের গতি দেখিতে পাওয়া যায়। এ তিনেতেই ঈশ্বর দর্শন·

অব্যাহত থাকিলে যোগ, নতুবা যোগনামে এই ত্রিবিধ গতি আখ্যাত হইতে পারে না। প্রাচীন কালের যত যোগ আছে, এই তিনের একেতে নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। যোগাচার্য্যের সময়ে বাহির ও ভিতর এক সূত্রে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বভূতে পরমাত্মা পরমাত্মাতে সর্ব্বভূতের দর্শন প্রবর্ত্তিত হয়। পরম যোগী ঈশা ঈশ্বরেতে আপনি, আপনাতে সাধকমণ্ডলীকে এক করিয়া যোগের নূতন প্রণালী প্রদর্শন করেন। বর্ত্তমানে ঈশাতে একীভূত সাধুমহাজনগণ সহ এক হইয়া ঈশ্বরেতে প্রবেশ এবং সেই প্রবিষ্টাবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আবার বিপরীত গতিতে বহিঃস্থ সাধকমণ্ডলী সহ অভিন্ন হইয়া যোগের অবস্থায় স্থিতি এবং স্থিতিকালে ঈশ্বরদর্শনে অন্তর্ব্বহিঃ উভয়ের অভিন্নতা সম্পাদন, নূতন যোগে উপস্থিত হইয়াছে। এই যোগ আচার্য্যদেবের জীবনে প্রস্ফুট হওয়াতে ঈশ্বর, সাধুমহাজন ও বহিঃস্থ সাধকমণ্ডলীতে অভিন্ন ভাবে স্থিতিবশতঃ তিনি আপনাকে বিলীনপ্রায় তিরোহিতপ্রায় করিয়া ঈশ্বর, সাধুমহাজন ও সাধকমণ্ডলীকে সকলের সম্মুখবর্ত্তী করিয়াছেন। এ ব্যাপার বিনয়সম্ভূত নহে যোগসম্ভূত, এটি বুঝিলে আর কোন গোল থাকে না।

আচার্য্যদেব যদ্রূপ যোগে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়া অবস্থিত ছিলেন, তদ্রূপ যোগে অন্তর্হিত প্রায় হইয়া স্থিতি নববিধানস্থ প্রত্যেক সাধকের জীবনে আয়ত্ত না হইলে কাহার এই নবযোগে যোগী হইবার সম্ভাবনা নাই। এই নবযোগে যে প্রকার আত্মবিনাশের প্রকৃষ্ট উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে; এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্তরে সাধুজগৎ, বাহিরে সাধকমণ্ডলী, এ দুইয়েতে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া নিয়ত ঈশ্বরে স্থিতি, এ যোগ অতি অসামান্য। ঈশ্বরে স্থিতিবশতঃ প্রকৃতিতে ও জীবসমূহে যে দেবত্বাংশ বিদ্যমান তৎসহ অভিন্ন ভাবে অবস্থানও আসিতেছে। আচার্য্যদেব এই যোগ আত্মজীবনে দেখাইয়া সকলে সেই যোগের যাহাতে অধিকারী হয় তাহার প্রকৃষ্ট পন্থা পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর আছেন, সাধু মহাজন আছেন, পৃথিবীতে চিরদিন সাধকমণ্ডলীও আছেন, সুতরাং এ যোগ যে কোন সময়ে সাধ্য। যিনি এই যোগ পৃথিবীতে প্রদর্শন করিলেন, এই যোগ করিতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ যোগী এমনই জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিবেন যে যোগ নিষ্পন্ন হইলে তৎসহ অভিন্ন হইয়া তদ্ভাবে স্থিতি অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে চাই না, কেন না সাধারণের পক্ষে উহা অসাময়িক হইয়া পড়িবে। তবে বোধ হয় এ কথা বলাতে কিছু ক্ষতি নাই যে, আচার্য্যদেব স্বয়ং যেরূপে এই যোগ নিষ্পন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন, সেরূপে যোগ নিষ্পন্ন না করিলে তাঁহার সঙ্গে অভিন্নভাবে স্থিতি সুদূরপরাহত।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মানুষের সঙ্গে যাহাদিগের অষ্ট প্রহর বাস করিতে হয়, তাহারা ঈশ্বর সহ একত্র নিরন্তর কি প্রকারে স্থিতি করিবে? কি জানি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিলে ঈশ্বর সহবাসের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যোগিগণ এই ভয়ে মানুষ ও প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়কে অপদার্থ খোসা বলিয়া উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্মপদার্থ সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে রক্ষা করেন। এরূপ করিতে গিয়াও দৃশ্যপদার্থ অন্তরায় হয়, এ জন্য অনেক সাধক দৃশ্যপদার্থনিচয়কে পরমাত্মার শরীর অর্থাৎ অভিব্যক্তির স্থান করিয়া লইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বার উদ্ঘাটিত রাখিতে যত্ন করেন। আমরা যোগিগণের ঈদৃশ যত্নের প্রশংসা করি, কেন না এ সকল করিবার প্রধান লক্ষ্য এই যে, সংসারের প্রতিকূলতায় তাঁহারা ঈশ্বরকে না হারাইয়া ফেলেন। পূর্ব্বতন যোগিগণ যাদৃশ যত্ন করিয়াছেন, ঈশ্বরকে সর্ব্বদা আমাদিগের চক্ষুর সন্নিধানে রাখিবার জন্য আমাদিগের তদপেক্ষা সমধিক যত্নের প্রয়োজন। তাঁহারা সত্তামাত্রে বা সচ্চিন্মাত্রে ঈশ্বরকে নিয়ত সম্মুখে রাখিয়াছেন, আমাদিগকে জ্ঞানপ্রেমপুণ্যাদির আধার পরমপুরুষরূপে তাঁহাকে নিরন্তর সম্মুখে রাখিতে হইতেছে। এরূপে রাখিতে গিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, মানবজাতিমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছা সহ বিরোধবশতঃ যে সকল পাপ ও অপরাধ আছে, তাহা আমাদিগের ঈশ্বরদর্শনপথে আবরণ হইয়া পড়ে। এই আবরণ কোন প্রকারে উন্মোচন করিতে না পারিলে পূর্ব্ব যোগিগণের ন্যায় ঈশ্বরকে সর্ব্বদা নয়নগোচরে রাখা সুকঠিন। তাঁহারা পাপাদিকে মায়িক ব্যাপার স্থির করিয়া চিন্তাপথের বহির্ভূত রাখিয়াছিলেন, আমরা সত্য অতিক্রম না করিয়া এমন কি উপায়

অবলম্বন করিতে পারি, যাহাতে পাপ পাপ থাকিবে, অথচ ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায় তিরোহিত হইবে। এ প্রশ্ন অতি গুরুতর। আমরা ইহার উত্তর দিতে অনেক বার যত্ন করিয়াছি, কিন্তু পাঠকবর্গের উহা কত দূর হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিয়াছি বলিতে পারি না। এবার আমরা পূর্ব্ব কথিত একটি উপায়ের পুনরুল্লেখ করিব, সেই উপায়ে যদি সাধকমাত্রে যোগ অব্যাহত রাখিতে পারেন, বড়ই মঙ্গলের বিষয়। আমরা প্রত্যেক মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে চাই। এক ভাগ অসার অস্থায়ী, কালে উহার তিরোধান অবশ্যম্ভাবী। আর এক ভাগ সার নিত্য, কোন কালে উহার ক্ষয় নাই, কিন্তু উন্নতির পর উন্নতি আছে। যে ভাগ অসার, অবশ্য চলিয়া যাইবে, তদুপরি চিত্ত স্থাপন করিবার কিছুই প্রয়োজন করে না, কেন না তাহাতে কেবল কোন ফল নাই তাহা নহে, আমাদিগের চিত্ত তদুপরি স্থাপন করিলে উহা কলুষিত হইয়া যায়। মানুষের নিরঙ্কুশ কামক্রোধাদি হইতে যাহা হয়, তাহা অসারাংশ মধ্যে গণ্য। কাম ক্রোধাদি যেমন অস্থায়ী, তজ্জনিত অক্রিয়াগুলিও তেমনি অস্থায়ী। অতএব কামক্রোধাদি সহ তৎসম্ভূত অক্রিয়াগুলিকে চিন্তার বিষয় না করিয়া মনুষ্যের দয়াপ্রেমাদি সারাংশ গুলিকে দর্শনের বিষয় করত তন্মধ্যে ভগবান্‌কে দর্শন করিব, এ পন্থা সহজ মনে হয়। একরূপ একাংশ বাদ দিয়া অপরাংশ দৃষ্টিসন্নিধানে নিয়ত রাখা যদি কঠিন হয়, তবে অক্রিয়াগুলি জন্য যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, সেই সমুদায় ঈশ্বর কোন্ অভিপ্রায়সাধনে নিয়োগ করিতেছেন দেখিতে যত্ন করিলে ভগবদ্দর্শনে ব্যাঘাত লঘু হইয়া আসিবে। ভগবদ্দর্শন এবং তাঁহার ক্রিয়াদর্শন এ প্রভেদটুকুতে সাক্ষাৎ দর্শনের কোন প্রতিবন্ধক হয় না, কেন না যাঁহাকে দেখিতেছি, তাঁহার ক্রিয়াও তৎসঙ্গে অবশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

উপাসক মণ্ডলী-সভার সংগঠন।

বিশেষ অনুরোধক্রমে প্রেরিত স্তম্ভে যখন দুই খানি পত্র প্রকাশিত হইল, তখন এ সময়ে উপাসকমণ্ডলী ও তাহার নিয়ম প্রণালীসম্বন্ধে উপাসকমণ্ডলীসংস্থাপকের কি অভিপ্রায় ছিল, কি নিয়ম বিধি তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলেরই জানা প্রয়োজন। কেন না তাঁহার অভিপ্রায় এবং তৎস্থাপিত নিয়ম অবগত হইলে সকলে জানিতে পারিবেন; কে কে উপাসকমণ্ডলীর সভ্য হইবার উপযুক্ত, কি কি তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য, কি হইলেই বা উপাসকগণ উপাসকমণ্ডলীসভার সভ্যের অধিকার লাভ করিতে পারেন।

বিগত ১৭৯৬ শকের ৬ঠা আশ্বিন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীসভার সংগঠন হয়। সেই দিন অপরাহ্ণ ৫টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, সভাতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় চারিশত লোক উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গগত আচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক একটি বক্তৃতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। উক্ত শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সভার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সভাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। "উপাসকদিগের সভার এই উদ্দেশ্য কেবল ধর্ম্ম ও চরিত্র সংশোধন। প্রত্যেকের উপাসনা কি পরিমাণে প্রকৃত ও জীবনে বদ্ধমূল হইল উপাসক সভার সকলকেই এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত উপাসক অল্প। উপাসকদিগের মধ্যে বিশ্বাসে ঐক্য চরিত্রের পবিত্রতা না থাকিলে সামান্য মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেও তাঁহারা উপাসক বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন না। এই ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার মধ্যে যদি বিশ্বাসের একতা এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা না থাকে তাহা হইলে আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।" "এখানকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত সত্য ও সমস্ত সাধুভাবগ্রাহী। এই মন্দির কোন কালে সাম্প্রদায়িকতা হইতে জন্মগ্রহণ করে নাই।" "ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না।" "জাতিনির্ব্বিশেষে, সামান্য মতভেদ সত্ত্বেও উপাসকেরা কেবল প্রেম শান্তির উদ্দেশ্যে এখানে উপাসনা করিবেন। মূল সত্য লইয়া বিবাদ কলহ করিয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে অসম্ভব। যদি হয় ইহা ব্রহ্মমন্দির নহে। বাহিরে সামান্য সাংসারিক বিষয় কিংবা বুদ্ধিগত মত লইয়া বিবাদ কলহ হয় হউক কিন্তু তথাপি ব্রহ্মমন্দিরে সকলের সঙ্গে যোগ থাকিবে। এই যোগ স্বর্গীয় এবং পবিত্র। অবিশুদ্ধ যোগ কোন কার্য্যেরই নহে। যে যোগ পাপকে প্রশ্রয় দেয় তাহা অতি জঘন্য। তুমি আমাকে শাসন করিবে, আমি তোমাকে শাসন করিব, ইহাই যোগের প্রাণ। আমি নরহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, অথচ আমি উপাসকসভায় একজন সভ্য থাকিব ইহা হইতে পারে না। পাপীকে শাসন করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে একরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে, উপাসক সভার প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ এবং পবিত্র। সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ভ্রাতৃমণ্ডলী নহে, কেন না আমরা সকলেই দুর্ব্বল মনুষ্য। কিন্তু পাপ করিলে অনুতাপ করিতেই হইবে। পবিত্র হইতে যাঁহার ইচ্ছা নাই, তিনি এই উপাসক সভার সভ্য নহেন।" "যে শাসনে আত্মা উপাসনাশীল, এবং চরিত্র নির্ম্মল হয় তাহার অধীন হইতেই হইবে। প্রত্যেক উপাসকের পক্ষে পবিত্রতা একান্ত প্রার্থনীয়। যাহাদের চরিত্রসম্বন্ধে জঘন্য দোষ আছে তাঁহারা উপাসক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। উপাসক যত দিন ইহলোকে থাকিবেন তত দিন তাঁহাকে নিত্য সরল উপাসনা করিতে হইবে এবং চরিত্র পবিত্র করিতে হইবে।" "যাহাদের মধ্যে অল্প বিশ্বাস এবং চরিত্রের দোষ দেখা যায়, আমরা এই নিয়ম করিতে পারি না যে তাঁহারা উপাসনাসম্পর্কে কোন কথা কহিবেন।" 'সাবধান! যিনি অনন্ত কালের জন্য পবিত্র হইতে ইচ্ছুক নহেন তিনি যেন ইহার সভ্য না হন। যাহাতে উপাসনা সুমিষ্ট

হয়, চরিত্র পবিত্র হয় এবং কি প্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে আমরা নির্ম্মল হইয়া চিরকাল ব্রাহ্মসমাজে থাকিতে পারিব, এ সমুদায় বিষয় উপাসক সভাদ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। উপাসকদিগকে একটি পরিবার হইতে হইবে। মতভেদ আছে বলিয়া কাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।'' "উপাসক সভার মধ্যে যদি সম্প্রদায়িকতা কিংবা দলাদলি হইতে পারে মনে থাকে তবে উপাসকসভার প্রয়োজন নাই। যদি যথার্থ নির্ব্বিবাদ পরিবার স্থাপন করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক, তবে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হও। অপরাধীকে দণ্ড দাও, কিন্তু সাবধান, কেহই যেন বাহির হইয়া যাইতে না পারেন। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস, যে দিন এই ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল, সেই দিন সাম্প্রদায়িকতা নির্ম্মূল হইয়াছে। এই মন্দির হইতে সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন হইতে পারে না।" "আমরা প্রেমের দ্বারা পরস্পরকে বশীভূত করিব। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকসভার ভিতরে সম্প্রদায় হইতে পারে না, তেজের সহিত এই কথা বলিতেছি কেন? আমি জানি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম পবিত্র উদারতার ধর্ম্ম। বাহিরে সহস্র প্রকার বিবাদ থাকুক, কিন্তু প্রেমই উপাসকসভার প্রাণ। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিতে হইবে আজ যে প্রেম হইল অনন্ত কাল এই প্রেম থাকিবে। অনন্ত জীবনের জন্য এই পবিত্র প্রেমব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।" ইত্যাদি।

সেই দিন উপাসক সভাতে সাতটি নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। ২ য় ও ৪ র্থ এবং ৫ ম নিয়ম এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল। অন্য অন্য নিয়ম প্রকাশের প্রয়োজনাভাব।

"২। ইহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যভার আচার্য্যের হস্তে থাকিবে।"

"৪। অতি জঘন্য ও ঘৃণিত দোষবিমুক্ত যে সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন এবং নিয়মিতরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনায় যোগ দেন, তাঁহারা উক্ত মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অন্যূন।০ আনা প্রতি মাসে অথবা ৩৲ প্রতিবর্ষে দান করিতে অঙ্গীকার করিলে এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন *।

৫। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকেরা উল্লিখিত অর্থ দান না করিলেও সভ্য হইতে পারিবেন।"

---

* এই সকল বিধি বিপর্য্যস্ত না করিয়া আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর উপাসকমণ্ডলীর সভা পুনরুদ্দীপিত হয়। সুতরাং আবেদন পাঠাইয়া সভ্য হইবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যাঁহারা নিয়মিতরূপে উপাসনা করেন চাঁদা দেন, যাঁহারা প্রচারক, তাঁহারা সভ্য। তাঁহাদিগের অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করা "ব্রহ্মমন্দির কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না" এ কথার সম্পূর্ণ বিরোধী।

আচার্য্যের প্রার্থনা।

পরিবার ও দল।

১৩ ই জুন, বুধবার, ১৭৮৩।

হে পিতা, হে পরিত্রাতা, দুইটি জিনিষ ভাল হইলে তবে জগতের ভাল হওয়া আশা করিতে পারি। যদি পরিবারটি ভাল হয়, আর দলটি ভাল হয়, তাহা হইলে আশা করিব পৃথিবী নববিধানকে বলিবে ঠিক। আর এ দুইটি যদি ভাল না হয় তবে, হরি, কেন পৃথিবী এদের গ্রহণ করিবে? পিতা, যাঁরা এত দিন তোমার পূজা করিলেন তাঁরা যদি না ভাল হন তবে কি হইবে? সকলেই বলিবে যে কোন্ বাড়ীতে ভগবানের লীলা হইয়াছে, অমনি পৃথিবী চেঁচিয়ে বলিবে, এই বাড়ীতে। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে কোন্ পরিবারে পিতার নববিধানের মহিমা বেশী পড়েছে, পৃথিবী বলিবে, এদের কাছে। এ বাড়ী হরির বাড়ী, এতে কি আর ভুল আছে। মা, এ বাড়ীতে যদি পাপ, অবিশ্বাস, অধর্ম্ম ঢোকে আর এই পরিবার ছারখার হয়ে যায়, কে বলিতে পারে কি হইবে? আমার পরিবার যদি তোমার পরিবার হয়, আমার বাড়ী যদি তোমার বাড়ী হয়, তবে আমি সকলকে দেখাব, দেখ আমার সকল বস্তুতে হরি, চালে হরি, ডালে হরি, বিছানায় হরি। প্রেমের সুগন্ধ, পুণ্যের ধূপ ধুনো দেখ। আর আমার দল যদি তোমার হয় তা হলে পৃথিবীকে বলিব, দেখ কত বিভিন্ন এক হইয়াছে। আর তা যদি না হয়, পৃথিবী বলিবে, আগে আপনার দল সাম্‌লা, তবে আমাদের কাছে প্রচার করিস্। কত লোকের কাছে কত অপমান সহিব। এরা কি তোমার কাছে শুনেছে "ঘর অপরিষ্কার রেখো, খবরদার ফুল এনো না, আমি যাতে তুষ্ট হই তা করো না।" মা, তুমি কি এ বলেছ? না কখনতো বল নাই ঘর অপরিষ্কার রাখিতে। চাঁড়ালদের মতন আমাদের ঘর। অবিশ্বাসের শাস্তি বজ্রধ্বনিতে এখানেও আসিবে। এরা আর কবে ভাল হবে? এরা তো অবিশ্বাসে তোমাকে অনায়াসে বলিতে পারে, ভগবতী, এ তোমার বাড়ী নয়, এ আমাদের বাড়ী। মা ভগবতী, আমি কতবার তোমাকে আনিলাম, আর এরা তাড়িয়ে দিলে। আর দলের লোকের কাছে কত কেঁদে কেটে পায়ে ধরে তোমাকে আনিলাম আর এরা তোমাকে তাড়িয়ে দিলে। মা, যে দুটি সাক্ষী পাব মনে করেছিলাম তাহাদিগের কাহাকেও পেলাম না। ঘর আর দল। আমি পঁচিশ বৎসর সাধনের পর এদের বাবু করিলাম, আমার সম্মুখে এরা সকাল বেলা তোমাকে ঘুসি দেখায়। এদের মধ্যে এমন লোক নাই যে মঙ্গলবাড়ী পরিষ্কার করে। এরা ঝাঁট দিতে অপমান মনে করে। মা, এরা তো নীচ কাজ করে না। মা, এত দিনেও তোমার নববিধানের ফুল ফুটিল না; মা সকল নর নারী তোমার কাজ করিবে, ধর্ম্ম ঠিক রাখিবে, পরিশ্রমী হবে, তবে তো নববিধান পূর্ণ হবে। মা, একটা দল প্রস্তুত কর যা দেখিলে লোকে বল্‌বে একটু ময়লা নাই, একটু পাপ

নাই, একটু অধর্ম্ম নাই। একটি দলের লোক কেহ কর্ম্মী কেহ জ্ঞানী, প্রত্যেক প্রচারকের পরিবারের ঘর দেখ, একটু পাপ নাই। কেমন পবিত্র মেয়েগুলি হাসিতেছে। এ বাড়ীর লোকেরা যদি ভাল না হয় তবেই গেলাম। দুইটি দল প্রস্তুত করে আদালতে লইয়া গেলাম, কে বুঝি পয়সা দিয়েছে, অমনি তারা তোমাকে অস্বীকার করিল। মা, বড় বড় যোগ ভক্তি শিক্ষা দিতে বলিতেছি না, কিন্তু এরা যেন তোমার কাজকে নীচ কাজ না মনে করে। দয়াময়ি, ছেলে মেয়েদের মনে বড় অমঙ্গল ঢুকেছে। এখানে এত অমঙ্গল অন্যায় করিলে তুমি সহ্য করিতে পারিবে না। মা, তোমার লোকদের, প্রেরিত প্রচারকদের বাবুয়ানা লাথি মেরে দূর করে ফেলে দাও। আমাদের এই চামড়া গরুর চামড়ার মত, শূকরের চামড়ার মত, ইহা দিয়া যদি তোমার ঘরের সেবা করিতে পারি তবে ইহা সার্থক হয়। তোমার লোকদের, তোমার পরিবারের এত অপরিস্কার দুর্গন্ধ পাপ আর কি সহ্য হয়? মা, ইহাদের তোমার করিয়া লও। সেই আগে কথা ছিল, এই পরিবার তোমার হইবে, তাহাই হউক। হে পতিতপাবন, হে দয়াময়, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের দলটি আর পরিবারটি যেন তোমার করিয়া লই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া তোমার এই পরিবার পবিত্র হইয়া সংহিতা পড়িতেছে, এই দেখিয়া আমরা শুদ্ধ ও সুখী হইব।

গুরুনানকের জীবন বৃত্তান্ত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

গুরুনানক যাইতে২ দিল্লীর রাজধানীতে উপনীত হইলেন। তখন দিল্লীর সম্রাট্ বরহম খাঁ লোদী ছিলেন। তত্রস্থ জনৈক ক্ষত্রিয় রাজকর্ম্মচারী নানকের হিন্দুরীতিবহির্ভূত কার্য্য সকল দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি সম্রাটের নিকট নানকের নানা প্রকার নিন্দা রটনা করিয়া নানককে বন্দী করিয়া দেয়। নানক বন্দীদিগের সহিত কিছু দিন বাস করিলে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বন্দীদিগের রক্ষক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী তদ্বিষয় সম্রাট্কে জ্ঞাপন করেন, সম্রাট্ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। নানক মুক্ত হইয়াও দিল্লী পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি তথায় সাত মাস ও সতের দিবস অবস্থিতি করিয়া বন্দীদিগের মধ্যে ও অপরাপর লোকদিগের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই সময়ে বরহম খাঁ লোধি পরলোক গমন করিয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনের পর সপ্তম দিনে বাবর সম্রাট্ দিল্লীর সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে অত্যন্ত অনিয়ম ও লোকের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, কত নিরপরাধী ব্যক্তিকে যে অকারণে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, কত লোকে যে বিনা অপরাধে ভয়ানক অত্যাচার, নিপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন তাহার গণনা নাই। গুরু নানককে এই সময়ে আবার বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। নানক বন্দীদিগের সহিত কারাগারে নীত হইলেন। ভাই বালা নানকের সহিত একত্র কারারুদ্ধ হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। নানক বালাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, দেখ বালা, প্রভুর রঙ্গ ও তামাসা। আমি সে দিন এই কারাগার হইতে যাইতে না যাইতেই আবার তিনি আমাকে এখানে আনিলেন। নানকের ভাব ভঙ্গী ও জীবন দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া কারারক্ষক ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া গেলেন। সাত দিন নানক কারাগারে বন্দীদিগের সহিত অবস্থিতি করিলে কারারক্ষক ও নগররক্ষক একত্র হইয়া বাবর সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত সম্ভ্রম সহকারে নিবেদন করিল, "প্রভো, যে সমস্ত বন্দীকে এ বার কারাগারে আনা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নানকনামক এক জন ফকীর আসিয়াছেন তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধী, তিনি এক জন প্রকৃত বৈরাগী, তাঁহার জীবন অত্যন্ত উচ্চ, তাঁহাকে কখন বন্দীদিগের মধ্যে রাখা উচিত নহে।" বাবর সম্রাট্ এই কথা শ্রবণ করিয়া নগররক্ষককে আদেশ করিলেন, "তুমি এই ফকীরকে খুব সম্ভ্রম সহ লইয়া আইস।" নগররক্ষক এতদনুসারে নানকের নিকট কারাগারে গিয়া সম্ভ্রম সহ বলিলেন, "হে সত্য ফকীর, বাবর সম্রাট্ আপনাকে ডাকিয়াছেন, আপনার এখনই যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া নানক বালা সহ যাত্রা করিলেন। বাবর নানককে দেখিয়া তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্ভ্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক নানকের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নানক বলিলেন, "প্রশংসনীয় এক পরমেশ্বর, তিনি অনন্ত, কত মোহম্মদ তাহার দ্বারে তাঁহার অন্ত না পাইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। কেবল তিনিই পুণ্যের আকর আর সকলি অপুণ্য।" বাবর এই উত্তর করিলেন, "কি, আমাদিগের প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ কি পাপী ছিলেন?" নানক উত্তর করিলেন, "যে ব্যক্তি পরস্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে, সে কখন পবিত্র নহে। যে ব্যক্তি কামরিপুরূপ সয়তানের বশীভূত, সে কখন সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।" বাবর সম্রাট্ নানকের কথা ও ভাব দেখিয়া অবশেষে নিরুত্তর হইয়া গেলেন। নানক নিশ্চিন্ত মনে কেবল একমাত্র ঈশ্বরেরই প্রশংসা করিতে সম্রাট্কে অনুরোধ করিলেন। বাবর উত্তর করিলেন, "পরমেশ্বর কেবল নিশ্চিন্ত ভাবে আদেশ প্রচার করেন, চিন্তাই আমাদের ধর্ম্ম।" সম্রাট্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সাধু, তুমি কাহার শিষ্য? তোমার গুরু কে?" নানক উত্তর করিলেন, "এক নিরাকার পরমেশ্বরই আমার সদ্গুরু, আমি যাহা কিছু শিক্ষা করি তাঁহারই নিকট শিক্ষা করি।" সম্রাট্ নানকের কথা ও ভাবে মোহিত হইয়া বলিলেন, "হে নানক, তুমি কিছু অর্থ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করি।" নানক উত্তর করিলেন, "সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই বিশ্বপতি পরমেশ্বরের অর্থে পরিপূর্ণ আমি পুত্র, তাঁহাতে সকলি সমর্পণ করিয়া সেই সমস্ত অর্থের,

উত্তরাধিকারী। সকলেই সেই অর্থ সম্ভোগ করিতেছে। আমার আর কোন অর্থের প্রয়োজন নাই।" এই সমস্ত কথার পর গুরু নানক বাবর সম্রাটের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কোচবিহারে উৎসব।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত লিখিয়াছেন, "আমরা ১লা জানুয়ারি হইতে উৎসবের প্রারম্ভিক সাধন যথা নিয়ম পালন করিতেছি, তাহাতে ব্রাহ্ম ছাত্রেরা যোগ দান করিতেছে। গত ৮ই জানুয়ারি গতবৎসরের ন্যায় মন্দিরের প্রাঙ্গণে বৃহৎ সামিয়ানা খাটাইয়া তন্মধ্যে প্রাতে উপাসনা হইয়াছিল, এ দেশের একটি অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী বয়স ১৯ বৎসর উক্ত উপাসনা মধ্যে নববিধানে দীক্ষিত হইয়াছেন। অপরাহ্নে উক্ত সামিয়ানার নিম্নে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী মহাশয়গণ, জমীদার, উকীল, মহাজন, কলেজের ছাত্র এবং সাধারণ ভদ্রলোক ইত্যাদি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী অসংখ্য লোক একত্র হইয়া আমাদের আচার্য্যদেবকে সম্মান দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেওয়ান বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি সুললিত ভাষায় আচার্য্যদেব যত দূর মহৎ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহাকে সম্মান দেওয়া কিরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিয়া সভার কার্য্যারম্ভ করিলেন। জেঙ্কিন্স বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু কুঞ্জলাল মজুমদার বি, এ, বাঙ্গালা ভাষায় আচার্য্যজীবনের বিশ্বাসমূলক উৎসাহ আগ্রহ ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের বিষয় বলিয়া তিনি যে চিরদিন ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া সকল কার্য্য করিতেন, এবং অতি ক্ষুদ্র কার্য্যকেও সামান্য মনে করিতেন না, সমস্তই পবিত্র কার্য্য জানিয়া পবিত্র ভাবে তাহা সাধন করিতেন ইত্যাদি কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপর বাবু জয়কৃষ্ণ সেন এম্ এ কলেজের অধ্যাপক মহাশয় উঠিয়া সুন্দর ইংরাজী ভাষায় বহুক্ষণব্যাপী বক্তৃতা দ্বারা আচার্য্য জীবনের সারভাগ সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন। পরে সভাপতি মহাশয় আচার্য্যজীবনের অনেকগুলি মহদ্গুণ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আচার্য্যের বিনয়ের কথা বলিবার সময় ব্যক্ত করেন যে অনেকে তাঁহার অন্তরে বেদনা দিয়াছেন, কিন্তু তিনি এত দূর বিনীত ছিলেন যে কখন কাহাকেও কিছু বলেন নাই ইত্যাদি। সভাভঙ্গের পর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।"

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন, "কল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহাতে সভাপতির বক্তৃতার পরই সঙ্কীর্ত্তন আছে,সেটি ভুলক্রমে লিখিয়াছি। সভাপতির বক্তৃতার পর বাবু যদুনাথ ভট্টাচার্য্য কলেজের আইন অধ্যাপক এবং এখানকার প্রধান ব্যবহারাজীব মহাশয় চিত্তের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া এমন ভাবে আচার্য্যের গুণ সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে বোধ হইল তিনি অতি সুন্দর এবং অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া সেই জীবন অনুসন্ধান করিয়াছেন, অতি সুন্দর মহাপুরুষের লক্ষণ সকল যাহা এই জীবনে দেখিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, যাঁহার যত টুকু সাধ্য সেই মহাত্মার প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া সেই আত্মার তৃপ্তি সাধন ও কৃতজ্ঞতা দান করা উচিত।"

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি।

বর্ত্তমান বিপ্লববিষয়ে বক্তব্য যত দূর প্রকাশ করা সমুচিত প্রকাশিত হইয়াছে, এখন আর সে বিষয় লইয়া পিষ্টপেষণ করা আমরা উচিত মনে করিতেছি না। লেখকগণের স্বাধীনতার উপরে আমরা হস্তক্ষেপ করি না। এজন্য অনেক সময়ে অনেক বিষয় আমাদিগকে প্রকাশিত করিতে হয়, এবার হইতে আমাদিগের অনুরোধ যে, বর্ত্তমান বিপ্লববিষয়ে আর কেহ পিষ্টপেষণ না করেন। এবার আমরা বিশেষানুরোধে একই বিষয়ে দুই খানি প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিলাম, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আর পত্র প্রকাশ করিতে না হয়, এইরূপ আমাদিগের ইচ্ছা। ঋটিকান্তে শান্ত ভাব সমুদায় বর্ষ ব্যাপিয়া থাকে, আমাদের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা। আমাদিগের এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে কি না আমরা জানি না। উহা পূর্ণ হইবার ভার আমরা বিধাতার হস্তে রক্ষা করিতেছি।

গত বারে একজন পত্র প্রেরক আমাদিগের নিকট অতি গুরুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ভরসা করি উত্তরে পত্রপ্রেরক তুষ্ট হইবেন। ভাই উমানাথ গুপ্ত নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিয়া কি প্রকার শ্রীদরবার হইতে বেদীতে বসিবার অধিকার লাভ করিলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে, তিনি যে সকল নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ তাঁহার মতদোষ হইতে সমুত্থিত, সুতরাং লোভাদিপরবশ হইয়া চৌর্য্যাদি যে সকল নীতিবিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইতে ইহা স্বতন্ত্র শ্রেণীমধ্যে গণ্য। মতদোষ জ্ঞানদৌর্ব্বল্য হইতে সমুত্থিত হয়। যত দিন জ্ঞানদৌর্ব্বল্যে নীতিদৌর্ব্বল্য উপস্থিত না হয়, তত দিন উহা উপেক্ষার যোগ্য। আমাদিগের ভাইয়ের বর্ত্তমান কার্য্যগুলি কি কেবল জ্ঞানদৌর্ব্বল্যসম্ভূত বা তৎসহ নীতিদৌর্ব্বল্যও সংযুক্ত হইয়াছে, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। পত্রপ্রেরক যদি মনে করেন নীতিদৌর্ব্বল্য সংযুক্ত হইয়াছে, তবে তিনি যে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা অখণ্ড্য। শ্রীদরবার তাঁহার সভ্যগণকে অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিয়ত যত্ন করিয়া থাকেন। বেদীতে বসিতে দেওয়া তাঁহাকে অধিকতর অপরাধ হইতে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য হইয়াছে,অন্য কোন কারণে নহে।

ভাই উমানাথ গুপ্তের পুত্রের বিবাহসম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে আমরা নির্ব্বাক্ থাকিতে চাই। এ বিষয়ে মণ্ডলীর হৃদয়ের জ্বালা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীদরবার এ বিষয়ে নিস্তব্ধ ছিলেন না, এখনও নাই।

সংবাদ।

এবার আমাদের যেরূপ অবস্থা, উৎসবের বাহিরের ব্যাপার বিশেষ কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। অবস্থানুরূপ উৎসব হইবে। এক্ষণও তাহার প্রণালী স্থির করিতে পারা যায় নাই। বিদেশস্থ বিধানবাদী বন্ধুদিগকে যথা সময়ে উৎসবের প্রণালী বিজ্ঞাপন করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি। তবে এরূপ আশা করিতেছি যে তাঁহারা আসিলে বঞ্চিত হইবেন না।

বিগত ১৮ই পৌষ হইতে উৎসবের প্রাথমিক সাধন গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন ৫২ সংখ্যক ভবনে প্রতিদিন যথা নিয়মে হইয়া গিয়াছে। ২৫শে পৌষ আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের দিনের উৎসবে কয়েকটি ভ্রাতা ভগিনী আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দান করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ব দিন বীডন ষ্ট্রীট ৬৫।২ সংখ্যক ভবনে নিশীথজাগরণ ধ্যান প্রার্থনা ও প্রাতঃকালে স্তোত্র পাঠ হইয়াছিল। গত কল্য ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী বাবুর ভবনে অদ্য কমলকুটীরে ও মঙ্গলবাড়ীতে উষা কীর্ত্তন হইয়াছে।

ইংরেজি পত্রিকা ভিন্ন দেশ বিদেশে অনেক স্থলে নববিধান প্রচার সুকঠিন। তজ্জন্য শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে (Unity and the Minister) ইয়ুনিটি এণ্ড দি মিনিষ্টর নামক ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা গত সপ্তাহ হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই পত্রিকায় ধর্ম্মবিষয়ের সঙ্গে নববিধানমূলক সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ও লিখিত হইতেছে। উপযুক্ত লেখক সকল ইহা চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পত্রিকার আকার আপাততঃ ডবল ফুলিশকেপ দুই ফর্ম্মা করা হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য অতি সুলভ, ডাকমাশুল ব্যতীত বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র। ডাকমাসুল সহ ৫৲ টাকা। প্রতি মঙ্গলবার ৬৫।২ বীডনষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইতেছে।

১৮৯০ সালের পকেট ডাইরি বিধান যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য বৎসরের ডাইরি অপেক্ষা এবারকার ডাইরির আকার কিছু বৃহৎ হইয়াছে। পূর্ব্বতন ডাইরিতে প্রেরিত দরবারের সভ্যদিগের নামের সঙ্গে তাহার সম্পাদক ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় এইরূপ প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে। এবারকার ডাইরিতে "সম্পাদক" শব্দ এবং আচার্য্যদেবের প্রদত্ত "উপাধ্যায়" উপাধি প্রকাশিত হয় নাই।

ভাই প্রসন্নকুমার সেন গত কয়েক বৎসর প্রচার ভাণ্ডার হইতে উপজীবিকা গ্রহণ করেন নাই। সম্প্রতি তিনি আপনার ও আপন পরিবারের সম্পূর্ণ ভার ভাণ্ডারী ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল ভাই প্রসন্নকুমার সেন তাঁহার প্রতিষ্ঠিত টেক্‌নিকেল স্কুলের সাহায্যের জন্য বরোদা, ভাওনগর, জুনাগড়, পালিটানা, লাতি, গণ্ডাল,রাজকোট প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের কতিপয় স্বাধীন রাজ্যের রাজধানীতে এবং আহমদাবাদ নগরে গিয়াছিলেন। ভাই প্রসন্নকুমারের জামাতা শ্রীমান্ মন্মথনাথ দত্ত এম্, এ তৎকর্ত্তৃক ইংরেজিতে অনুবাদিত বাল্মীকি রামায়ণের গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহারা বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছেন। ভাই প্রসন্নকুমার সেই সকল দেশের রাজা, নবাব, রাজমন্ত্রী এবং শিক্ষিত বড়লোকদিগের সঙ্গে নববিধান ও আচার্য্যের চরিত্র ও জীবন বিষয়ে কথোপকথন করিয়া তাঁহাদের বিশেষ সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় ময়মনসিংহে দুইটি বক্তৃতা দান করেন,তথাকার টাউনহলে "বিরোধ বাস্থিক মিলন অবশ্যম্ভাবী" বিষয়ে এবং ইনিষ্টিটিউশন গৃহে "উনবিংশ শতাব্দীর" গৌরব বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ভাই বঙ্গচন্দ্ররায় ইনষ্টিটিউসন গৃহে "ব্রহ্মপুরাণ" বিষয়ে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। তথায় উৎসব উপলক্ষে এক দিন বিশেষ মত্ততার সহিত নগর সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া এক দিন নববিধান মন্দিরে সামাজিক উপাসনা ও এক দিন দেবালয়ে উপাসনা করেন এবং ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র সেন ও বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু বোয়ালিয়ার পারিবারিক সমাজের উৎসবকার্য্য সম্পাদন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তথায় দুই দিন বিশেষ মত্ততার সহিত নগর সঙ্কীর্ত্তন ও প্রান্তরে বক্তৃতা এবং আর এক দিন নববিধানবিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল।

বিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু আমাদের অবস্থায় বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিতেছেন। এক জন বন্ধুর পত্রের কিয়দংশ এ স্থানে উদ্ধৃত করা গেল। "আপনাদের অবস্থায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আছি। বিধাতার ইচ্ছা অবশ্যই মঙ্গলের জন্য। যাহা হউক, অনুগ্রহ করিয়া পাঁচ টাকা লইয়া বাধিত করিবেন। সমাজের উপস্থিত অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও হৃদয়বিদারক। বর্ত্তমান উপাসকমণ্ডলীদিগের কার্য্যের সহিত আমাদিগের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।"

ভাই দীননাথ মজুমদার বহরমপুরস্থ গোরাবাজারের নববিধানসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। উৎসবের বিশেষ বিবরণ এখনও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

ভাই কেদারনাথ দে রয়লপিণ্ডে গিয়াছিলেন। তথা হইতে লাহোর লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নগর হইয়া শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছেন।

মেঙ্গালোরে আরও ৭টি তৎদেশীয় ভদ্রলোক ভাই অমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক নববিধানে দীক্ষিত হইয়াছেন। এ বৎসর তথায় ৩৯ জন দীক্ষিত হইলেন। ভাই অমৃতলাল মেঙ্গালোর হইতে যাত্রা করিয়া পুনা বম্বে হইয়া স্বদেশে আসিতেছেন।

আমরা বিগত পক্ষের বিশেষ দয়ার দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন,	ঢাকা	২০৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায়,	চাঁচল	৩৲
শ্রীযুক্তবাবু কৃষ্ণকান্ত সাহা, রাজশাহি,	অর্দ্ধথান বস্ত্র ও	২৲

শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন সেন রঙ্গপুর ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ বসু, বালেশ্বর ৫৲

তাপসমালা দ্বিতীয়ভাগ অনেক দিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। হাফেজের বঙ্গানুবাদ দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রিত হইতেছে। মাঘোৎসবের মধ্যেই এই দুই পুস্তক এবং সতীনারীচরিত্র [মহারাণী শরৎসুন্দরী সংক্ষীপ্ত জীবন] নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার কথা আছে।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিধানবাদী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ইতিহাসে এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ সেন মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ মোহিতচন্দ্র সেন বিজ্ঞানে দ্বিতীয় এবং স্বর্গগত অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ মহেন্দ্রলাল কাস্তগিরি ইংরেজি ভাষায় তৃতীয় হইয়াছেন। বিধানজননী ধর্ম্ম ও চরিত্রের সৌন্দর্য্যে এই তিনটি প্রীতিভাজন যুবাকে চিরসমুন্নত ও সুন্দর রাখুন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমিপেষু।

সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন—

আপনার ১লা মাঘ তারিখের পত্রিকায় এই পত্রস্থ লিপিদ্বয় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১৫ই পৌষ। } অনুগত।
১৮১১ শক। } শ্রীঅভিমুক্তেশ্বর সিংহ।

শ্রদ্ধাস্পদ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর সভার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন—

গত ১লা পৌষ তারিখের ধর্ম্মতত্ত্বে শ্রীযুক্ত কামিনী মোহন গুহ এবং শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন নিয়োগীর স্বাক্ষরিত পত্র পাঠে জানা গেল যে, ইহাঁরা আমাদের সভার সভ্য। আপনি ইহাঁদের নিকট সভার বিজ্ঞাপন কেন পাঠান নাই তাহার কারণ জানাইয়া বাধিত করিবেন।

৫ই পৌষ। } অনুগত, শ্রীঅভিমুক্তেশ্বর সিংহ।
১৮১১ শক। } ভাঃ ব্রঃ মঃ উ সঃ সভ্য।

বিনয় ও প্রীতিপূর্ণ নবস্কারান্তর নিবেদন।

আপনার পত্র পাইলাম। বর্ত্তমান আন্দোলনসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রবৃত্তি হয় না। সংবাদপত্রসমূহে যে সকল কথা প্রকাশ হইতেছে তাহাতে অনেক অন্যায় অসত্য থাকিলেও আমার এ সময় প্রতিবাদ করা ভাল মনে হয় না। লোকের মন উত্তেজিত হইলে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। সুতরাং এমন সময় বাদানুবাদ করিলে তাহার ফল মন্দই হইয়া থাকে। তবে আপনি আমাকে সম্পাদক বলিয়া পত্র লিখিয়াছেন এজন্য প্রতি উত্তর দিতে আমি বাধ্য, সুতরাং প্রকৃত ঘটনা জানাইতেছি।

আপনার উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় সভার সভ্য নহেন। কয়েক মাস হইল ইহাঁদের নিকট আমি মন্দিরের জন্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করায় ইহাঁরা মাসে মাসে কিছু চাঁদা দিতে সম্মত হয়েন এবং এক মাস চাঁদাও দিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় গত পাঁচ সপ্তাহ ইহাঁরা মন্দিরেও আসিতেছেন না। সভ্য ব্যতীত অনেক বন্ধু এইরূপ চাঁদা দিয়া থাকেন, এবং মন্দিরেও আসেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিধানবিশ্বাসীও নহেন। নূতন সভ্য হইতে হইলে সম্পাদকের নিকট আবেদন করিতে হয়। সভ্যের একটি তালিকা আছে তাহাতে নববিধানের মূল সত্য বিশ্বাস করি বলিয়া স্বাক্ষর করিতে হয়। এ দুই বন্ধু কখন সভ্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। মধ্যে মধ্যে বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা স্থির করিবার জন্য সভ্যের তালিকা সংশোধন করা হয়। এই লিষ্ট অনুসারে বিজ্ঞাপন দেওয়া, সভ্য আহ্বান করা, মতামত লওয়া হইয়া থাকে। গত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য তালিকা শেষ সংশোধন করা হইয়াছিল। আপনি আমার কাছে আসিয়া যদি সভার কার্য্য বিবরণ পুস্তক দর্শন করিয়া যান, দেখিতে পাইবেন যাঁহাদের নাম এই লিষ্টিতে আছে তাঁহাদের সকলের নিকট বিজ্ঞাপন পাঠান হইয়াছিল। এ দুই বন্ধু সভ্য নহেন, সভ্য হইতে কখন অভিলাষ প্রকাশ পর্য্যন্ত করেন নাই, সুতরাং ইহাঁদের নিকট বিজ্ঞাপন পাঠান নিয়মবিরুদ্ধ। এতদ্ব্যতীত প্রকাশ্য সংবাদ পত্রেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। ইহাঁরা বোধ হয় উপাসকমণ্ডলীর সভা বলিয়া কোন সভা আছে তাহাও জানিতেন না। যদি সভ্য হইবার ইচ্ছা ছিল সভায় উপস্থিত হইয়া আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিতেন।

নিবেদক শ্রীরামচন্দ্র সিংহ সম্পাদক
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী।

মহাশয়, আমরা ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভার সভ্য, অথচ গত ১৩ই অগ্রহায়ণ উপাসকমণ্ডলীর যে সভা হয় আমাদিগকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করা হয় না। কি জন্য আমাদিগকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল না এ বিষয় জানিবার জন্য মন্দিরের উপাসকমণ্ডলীসভার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। যথাসময়ে তাহার কোন উত্তর না পাওয়াতে গত ১লা পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে এ বিষয় প্রকাশ করিবার জন্য এক পত্র মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। তৎপর গত ৯ই ডিসেম্বর উক্ত সম্পাদক মহাশয় আমাদের সেই পত্রের উত্তর দান করিয়াছেন। যথাঃ—"প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার, তোমরা নিয়মিত উপস্থিত থাক ও চাঁদা দিয়া থাক সত্য, কিন্তু সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে আবেদন তো কর নাই। অনেকে আসেন ও চাঁদা দেন, কিন্তু তাঁহারা সভ্য নহেন, সভ্য হওয়ার জন্য আবেদন করা আবশ্যক, এবং আবেদন করিলে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন।" ইতি

১৭৯৬ শকের ১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে পাঠে অবগত হই যে সেই শকের ৪ঠা আশ্বিন উপাসকমণ্ডলীর সভার নিয়মাদি বিধিবদ্ধ হওয়ার জন্য যে মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে শ্রীমদাচার্য্য মহাশয় চারি শত লোকের সম্মুখে উপাসকমণ্ডলীর সভ্য হইবার যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে

আবেদন করার কথার কোন উল্লেখ নাই, কেবল যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, নিয়মিত মন্দিরের উপাসনায় যোগ দান করেন এবং মাসিক অন্যূন চারি আনা চাঁদা দেন তাঁহারাই সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন এরূপ নির্দ্ধারিত হয়। তৎপর কোন আবেদন করার নিয়ম নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, কেহ আবেদন করিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, এরূপ শ্রুত হই নাই। সে দিন কৃষ্ণবিহারি বাবুপ্রমুখ ৮।৯ জন লোকে অবৈধরূপে সভা করিয়া আপনাদের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই নিয়ম করিয়াছেন এরূপ শ্রুত হইলাম। নিয়মকর্ত্তাদিগের মধ্যে বোধ হয় অধিকাংশই উপাসকমণ্ডলীর সভ্য নহেন।

উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে গত ৩১ শে অগ্রহায়ণ তাঁহার লিখিত আবেদন করার নিয়ম কোন্ সময়ে বিধিবদ্ধ হইয়াছে জানিবার জন্য আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার কোন উত্তর এ পর্য্যন্ত পাই নাই। পুলিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য আরম্ভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা চাঁদা দিয়াছি এবং নিয়মিত মত মন্দিরের উপাসনায় যোগ দান করিয়াছি। কেবল এক দিন আমাদের মধ্যে এক জন বিশেষ প্রতিবন্ধকতাবশতঃ মন্দিরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বোধ হয় মহাশয় উপাসকমণ্ডলীর সভার নিয়মসম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ। অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয় আমাদিগকে জানাইলে নিতান্ত বাধিত হইব।

বিনয়াবনত শ্রীকামিনীমোহন গুহ, শ্রীব্রজকুমার নিয়োগী।

ষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যালয়ে পুস্তক সকল আগামী ১০ই মাঘ হইতে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত নগদ স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হইবে।

বিদেশস্থ ক্রেতৃগণ স্বতন্ত্র ডাকমাশুল পাঠাইবেন।

নূতন পুস্তক।

শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম (সম্পূর্ণ)	...	১।০
হাফেজ বঙ্গানুবাদ, ১ম ও ২য় খণ্ড	...	।৵০
সতীনারীচরিত্র (মহারাণী শরৎসুন্দরীর সংক্ষিপ্ত জীবন	...	৴০

ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন ১ম ভাগ হইতে ৭ম ভাগ পর্য্যন্ত

ভাল বাঁধান	...	১৲
ঐ ঐ কাগজের মলাট	...	৸০
ঐ ঐ অষ্টম ভাগ	...	৴০
ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদ্য শ্লোকসংগ্রহ বর্দ্ধিত এবং সংশোধিত	...	৸০
উপাসনা সাধন	...	৶০
মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিত (৩ খণ্ডে সমাপ্ত)	...	২৲
নানকপ্রকাশ (অর্থাৎ নানকের জীবনচরিত) প্রথম ভাগ	...	॥০
শাক্যমুনি চরিত ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ	...	৸০
সাধু অঘোরনাথ	...	।০
মহাপুরুষ এব্রাহিম, মুসা, দাউদ এক সঙ্গে	...	॥০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ	...	।৵০
কোরাণশরিফ (তিন ভাগ)	...	৩৲
হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ	...	।৵০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	...	৸০
নীতিমালা	...	।৵০
তাপসমালা ১ম, ২য়, ৩য়, ভাগ	...	১৲
নববৃন্দাবন নাটক	...	॥০
নববিধান	...	৵০
ঈশ্বরস্তবমালা	...	।০
পরমহংসের উক্তি (২য় সংখ্যা) ও সংক্ষিপ্ত জীবন	...	৵০
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ ১। ২। ৩ ভাগ	...	১৲
উপাসনা তত্ত্ব	...	।০
রূপসনাতন	...	৴১০
ভারতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ	...	৵০
দরবেশদিগের যোগ ও প্রেম	...	৴০
দরবেশদিগের সাধনপ্রণালী	...	৴০
বিশ্বাস বিবৃতি সংস্কৃত (টীকা ও বাঙ্গালা সহিত)	...	।০
প্রবচনাবলী	...	৴১০
জীবন্ত বিশ্বাস	...	৴১০
দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ	...	৴০
তত্ত্বকুসুম	...	৴০
তত্ত্ববিজ্ঞান	...	৴০
ঈশ্বর জ্ঞান ও ঈশ্বরোপাসনা	...	৴০
নববিধান প্রেরিতগণের প্রতি বিধি	...	৴১০
নববিধান কি ?	...	৴৫
কেশব প্রয়াণ	...	৵০

		Rs. As. P.
K. C. Sen's Lecture in India Part I	...	1 0 0
Lecture on Progress of Theisn	...	0 2 0
Dtto on age of Enlightenment	...	0 2 0
God as Mother	...	0 2 0
God as King	...	0 2 0
Sermons and Essays	...	0 4 0
Lecture on the Jainas	...	0 1 0
Man the son of God	...	0 1 0
Historical Sketch of the Brahmo Somaj	...	0 4 0
Order of Service	...	0 1 0
Prayers for Different Occasions of Life	...	0 2 0
Lecture on Alcohol	...	0 2 0
Memoris of Dr. Carpenter	...	0 8 0
A Brief Exposition of the principles of the New Dispensation	...	0 4 0
God's Treasury	...	0 1 0
Will the Brahmo Somaj Last	...	0 1 0
Actitudes of the Brahmo Somaj	...	0 2 0

কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।

৬৫। ২ বিডনষ্ট্রীট কলিকাতা।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্‌।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্‌॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

২৫ ভাগ। ২ সংখ্যা। } ১৬ই মাঘ, মঙ্গলবার, ১৮১১ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবিতেশ্বর, এখনও কি পৃথিবীর মায়া আমাদিগকে ছাড়িবে না। তুমি আমাদিগের মায়া হরণ করিবার জন্য কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছ, অথচ আমরা এখনও মায়ায় জড়িত হইবার জন্য যত্ন করিতেছি। বাহিরের ঘটনানিচয় যদি অন্তরের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অক্ষম হইল, তাহা হইলে, প্রভো, এত দিনের সাধন ভজনে আমাদিগের যে কিছু হইয়াছে তাহা আর প্রমাণিত হইল না। আমরা যখন সংসারের কাজ ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তখন এখানে আসিয়া যে আবার নূতন সংসার উপস্থিত হইবে, এরূপ মনে ছিল না। আমরা জানিতাম সংসারের বিষয় কার্য্য ধর্ম্মপথের কণ্টক, সে সকল যখন গেল, তখন আমাদিগের পন্থা অতিসহজ হইল। এখন দেখিতেছি এখানে আবার নূতন সংসার নূতন মায়ার ব্যাপার উপস্থিত। সংসারাপেক্ষা এখানকার মায়িক বিষয়গুলি নিরসন করা অতীব কঠিন। এ সকলের সঙ্গে ধর্ম্মের ভাণ সংযুক্ত থাকাতে, ইহারা একপ্রকার অচ্ছেদ্য হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আমাদিগকে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছ, সেই ধর্ম্মের নামেও আমরা অনেক সময়ে মায়া পোষণ করিতে যত্ন করি। এ ধর্ম্মে কর্ত্তব্যাদিঘটিত এমন বিষয় নাই, যাহা অপরিহার্য্য ধর্ম্মের আকারে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হয় না। যখন কোন একটী ঘটনার অনুসরণ করিতে গিয়া মায়া আমাদিগের পথের অবরোধক হয়, তখনই আমরা গণনায় প্রবৃত্ত হই এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যঘটিত জটিল বিষয় আসিয়া আমাদিগের মায়ার পৃষ্ঠবল হয়। দীনজনগতি, এ সকল ইতস্ততঃ ভাব কেবল এই দেখাইয়া দিতেছে যে, আমরা এখনও অন্ধকারের ভিতর দিয়া চলিতেছি, তোমার প্রত্যাদেশের আলোক এখনও আমাদিগের পথ আলোকিত করে নাই। তাই মায়া সেই অন্ধকারের সুবিধায় আমাদিগকে পথহারা করিয়া দেয়। এই ঘোর সংকটে নিপতিত হইয়া হে নাথ, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের হৃদয় এ প্রকারে আলোকিত কর যে, আমাদিগের পরম শত্রু মায়া আমাদিগের সংশয় আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে পথভ্রান্ত করিয়া না দেয়। কি আর বলিব, হে অধমগতি, সকল ক্লেশাপেক্ষা এ ক্লেশ অতীব অসহ্য যে আমরা পথে দাঁড়াইয়াও এখনও ইতস্ততঃ করিতেছি, অক্ষুব্ধচিত্তে সেই পথে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইব, মনে কোন প্রকার ভয় বা আশঙ্কা অণুমাত্র পোষণ করিব না, ইহা আমাদিগের সম্বন্ধে ঘটিতেছে না। যাহাতে এই ক্লেশ আমাদিগের আর না থাকে,

তুমি আমাদিগের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা তোমার আদেশ বুঝিয়া তোমার আলোকে আলোকিত হইয়া মায়ার কুহক হইতে যেন বিমুক্ত হই, এই তব পাদপদ্মে আমাদিগের বিনীত ভিক্ষা।

বিধানরহস্য।

বর্ত্তমান বিধানে সমুদায় বিধান আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এ কথা বলিলে ঠিক বিধানের রহস্য প্রকাশ পায় না, সমুদায় রহস্য তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া তাহার চরম সিদ্ধান্তরূপে এইটি পরিগৃহীত হইতে পারে। এই বিধানরহস্য এক দিনে সমুদায় প্রকাশ পাইবে, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। শত শত শতাব্দী চলিয়া যাইবে, আর উহার অভ্যন্তরের এক একটি গূঢ় তত্ত্ব সাধকবৃন্দের নিকটে অভিব্যক্ত হইয়া মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে। বিধানের উচ্চতা এবং গভীরতা যখন ঈদৃশ, তখন এখন ইহার রহস্যের কথা বলিতে উদ্যত হওয়া অসাময়িক। অসাময়িক হইলেও বিধানলীলা প্রকাশের সময়ে রহস্য উদ্ভেদের উপযোগী উপকরণগুলি লিপিবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তাই আমরা আজ বিধানের রহস্যবিষয়ে কিছু বলিতে অগ্রসর হইয়াছি।

আমরা ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই বিধান পরস্পর একত্র সংযুক্ত, এক অপরের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। য়িহুদী, খ্রীস্ট ও মুসলমান ধর্ম্মের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধও প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিবীতে এই পাঁচ ধর্ম্ম বর্ত্তমানে রাজত্ব করিতেছে, সুতরাং বলিতে পারা যায়, দুই ভিন্ন জাতির ভিতর হইতে ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, এবং সেই দুই ধর্ম্ম পৃথিবীকে করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছে। এই দুই জাতির ধর্ম্মের মূল ভূমি বাহির করিয়া লইলে বর্ত্তমান বিধানে সমুদায় বিধানের সম্মিলন কিরূপে হইয়াছে, প্রত্যেক সাধকে উহা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। মূলতত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া না লইলে, তাহা হইতে যে সকল শাখাপল্লব নিঃসৃত হয়, তদ্দ্বারা লোকের চিত্ত এমনই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, সকলে মূল ভুলিয়া গিয়া অবান্তর বিষয় লইয়া ব্যাপৃত হয় এবং তাহা হইতে নানাপ্রকার অযথোচিত সংস্কার উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান বিধানে সে সকল দ্বার অবরোধ করিবার জন্য যত্ন একান্ত স্বাভাবিক, তাই জাতিদ্বয়ের ধর্ম্মের মূল ভূমি প্রদর্শন পূর্ব্বক উভয়ের সংযোগ নিষ্পন্ন করিয়া এ বিধান আপনার বিশেষত্ব জগতের নিকটে কি প্রকারে প্রকাশ করিতেছে, তাহা দেখান যাইতেছে।

প্রথমতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম। এ দুই ধর্ম্মের উৎপত্তিভূমি ভারতবর্ষ। হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সুতরাং এ দুইয়ের ঐক্য আছে, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম একটি বিধান বলিয়া তাহার বিশেষত্বও আছে। এ উভয়ের একতা ও ভিন্নতা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এখানে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা আর একটু বিশদ ভাবে প্রদর্শন করত হিন্দুধর্ম্মের পর বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া এ দেশের ধর্ম্মকে কোথায় কোন্ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে, তাহাই নির্ণয় করা যাইতেছে। এ দেশের ধর্ম্ম দর্শনপ্রধান, ঈশ্বরদর্শন ইহার প্রাণ। কিন্তু এই দর্শনের মধ্যে এই একটি বিশেষ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগৎ ও জীব হইতে ভিন্ন করিয়া লইয়া ঈশ্বরদর্শন হিন্দুধর্ম্মে বিরল। ঠিক যেমন আমরা কোন এক ব্যক্তিকে যখন দেখি, তখন তাহাকে দেহ সহ অভিন্ন ভাবে দর্শন করিয়া থাকি, দেহ ও দেহীর ভেদ আমাদের মনে অণুমাত্র প্রতিভাত হয় না; হিন্দুগণের ঈশ্বরদর্শন তেমনই ছিল। যোগিগণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেহ সহ সমুদায় দৃশ্য জগৎ উড়াইয়া দিতেন, তাঁহাদিগের জ্ঞানে এক আত্মা বস্তু অবস্থিত থাকিত। এই আত্মা বস্তু সহ অভিন্নরূপে তাঁহারা ঈশ্বর দর্শন করিতেন, সুতরাং যোগিরাও হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ ভাব পরিহার করেন নাই।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার

করে নাই, সুতরাং উহা হিন্দুধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী অল্পদর্শী লোকেরা এরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে উভয়ের স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখন এরূপ বলিতে পারেন না। গূঢ় দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্ম্মও ঈশ্বর হইতে সাধন আরম্ভ করিয়া পরিশেষে অনিত্য ঈশ্বর উড়াইয়া দিয়া নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবস্তুতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের এখানেই বিশেষ ভাব। ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞান বস্তু ঈশ্বররূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন। জগৎ ও জীব তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। সুতরাং জগৎ ও জীবে-প্রকাশমান চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়াছেন। সাধনসৌকর্য্যার্থই হউক, আর অন্য যে কারণেই হউক, ঐশ্বর্য্যের আধার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ইঁহারা ঈশ্বরস্থলে গ্রহণ করিয়া ধ্যানার্চ্চনাদি সাধন করিয়াছেন। বুদ্ধও সাধনের আরম্ভে তাহাই করিয়াছেন। জ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে বুদ্ধ প্রথমে অনুধ্যান করিয়াছেন, পরিশেষে জ্ঞানবস্তু সাক্ষাৎকার হইলে সে অবলম্বনগুলি আর তিনি রাখেন নাই, এইমাত্র ভেদ। বৌদ্ধগ্রন্থে যদিও এই সকল জ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্ববুদ্ধ বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে, তথাপি কিন্তু ইঁহাদিগকে ঈশ্বরাভিধানে অভিধেয় করিলে যে কোন দোষ পড়ে না, তাহা বুদ্ধের নিজ বাক্যেই প্রকাশ পায়। তিনি আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

> "ভেষ্যি অহং হি রাজা ত্রিভবে দিবি ভুবি মহিতো
> ঈশ্বর ধর্ম্মচক্রকরণো দশবলু বলবান্।
> শৈষ্যাশৈষ্যপুত্রনযুতৈঃ সতত সমিতমভিনতা
> ধর্ম্মরতী রমিষ্য বিষয়ৈর্ন রমতি মনঃ॥"
>
> ললিতবিস্তর, ২১ অ, ৭ গাথা।

"স্বর্গে পৃথিবীতে ত্রিভুবনে পূজিত রাজা এবং দশবলে বলবান্ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তক ঈশ্বর হইব। ধর্ম্মরত প্রণত অগণ্য শিষ্যাশিষ্য সন্তান সন্ততি পরিবেষ্টিত হইয়া চির কাল বিরাজ করিব, আমার মন বিষয়ে আমোদ লাভ করে না।" জ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্নতা লইয়া বুদ্ধ আপনার প্রতি এখানে 'ঈশ্বর' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা ঠিক হিন্দুভাবের অনুরূপ হইয়াছে। আত্মাতে অভিব্যক্ত ব্রহ্ম সহ অভেদ ভাবে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকমাত্রেই এইরূপ আপনাতে ঈশ্বরত্ব অবলোকন করিয়াছেন। বুদ্ধ এখানেই আপনার গতি স্থগিত করেন নাই, যদি এখানে তাঁহার গতি স্থগিত হইত, তাহা হইলে বৌদ্ধ বিধানকে হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণমাত্র বলা যাইত, একটি স্বতন্ত্র বিধান বলিয়া আর উহা গণ্য হইত না। বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ কি এক বার দেখা যাউক।

অভেদদর্শনে যাহা হয় বুদ্ধ কেবল তাহা আপনার সম্বন্ধে বলিয়াছেন তাহা নহে, সমুদায় জগৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন। এটি বৌদ্ধধর্ম্মের সগুণপক্ষ, নির্গুণপক্ষেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ ভাব। এই বিশেষ ভাব এমনই অসাধারণ যে, শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মোচিত নির্গুণপক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া কোন কোন সম্প্রদায় নিন্দা করিয়াছেন। নির্গুণপক্ষে বুদ্ধ সমুদায় জগৎ ও আত্মাকে অবিদ্যাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। এইরূপে সমুদায় উড়াইয়া দেওয়াতে অনেকে মনে করেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম সর্ব্বশূন্যবাদে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা ভ্রম। সমুদায় উড়িয়া গেলে কেবল এক জ্ঞানবস্তু থাকে, ইহা আকাশবৎ নির্ব্বিকল্প।

> "আকাশসম ইত্যুচ্যতেঽসঙ্গজ্ঞানবিষয়ানন্দমধাধর্ম্ম-
> ধাতুগোচরজ্ঞানাভিজ্ঞাপ্রাপ্তত্বাৎ।"

বুদ্ধকে এই অনন্ত জ্ঞানবস্তু সহকারে বৌদ্ধগণ অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বুদ্ধ এই জ্ঞান সম্মুখে আনয়ন করিয়া আত্মা সহ সমুদায় সৃষ্টি মিথ্যা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতে আত্মা ও বস্তুজাত সহ অভিন্ন ভাবে ব্রহ্মদর্শন উড়িয়া গিয়া কেবল স্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মদর্শন বুদ্ধকর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে। সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে স্বতন্ত্র করিয়া দর্শন, বলা যাইতে পারে, বুদ্ধই এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

য়িহুদী, খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম যে শ্রবণপ্রধান এ কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন করে

না। এই তিন ধর্ম্মে শব্দব্রহ্মের সমধিক সমাদর, আদেশবাদ ইহাদিগের প্রাণ। যিহুদী ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রাপ্ত আদেশনিচয়কে মহীয়ান্ করিয়া থাকে, প্রবাহক্রমে যে নিরন্তর আদেশ চলিতেছে, সকলেরই তচ্ছ্রবণে অধিকার আছে, ইহা তেমন স্বীকার করে নাই। মহর্ষি ঈশা প্রাপ্ত আদেশ নিচয়কে মহীয়ান্ করিয়াছেন, এবং আদেশপ্রাপ্তির দ্বার উদ্ঘাটিত রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ে ইহা সমাদৃত হয় নাই।

দুই ভিন্ন জাতির দুই ভিন্ন ভাবকে একত্র সমাবেশ করিয়া এক অখণ্ড বস্তু করা বর্ত্তমান বিধানের রহস্য। যিনি আদেশ করিতেছেন তাঁহাকে দেখিতেছি, যাঁহাকে দেখিতেছি, তিনি আদেশ করিতেছেন, ইহা যেমন স্বাভাবিক এমন আর কিছুই নহে। অথচ এই দুই ভাব এত পৃথক্ ভাবে জাতিভেদে গৃহীত হইয়াছে যে, স্বভাবে যাহা একত্র আছে, তাহা জীবনে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। য়িহুদী ও মুসলমান ধর্ম্ম দর্শনব্যাপারকে বিদূরিত করিয়া দেওয়াতে উহাতে আদেশসমাগমের প্রণালী পর্য্যন্ত ভিন্ন হইয়াছে। রাজা যেমন দূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করেন, রাজাধিরাজ তেমনই আত্মদূতযোগে আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন, এ দুই ধর্ম্মের এই মত। ঈশ্বরকে দর্শন করা অসম্ভব, তাঁহার জ্যোতি জীবের অসহ্য, অথচ তিনি সর্ব্বদা নিকটে থাকেন এ কথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্রহ্ম ও জ্ঞানবস্তু সাক্ষাৎকারের উপরে সংস্থাপিত, এখানে শ্রবণের ব্যাপার প্রেরণামাত্র, আদেশের আকারে অভিব্যক্ত নহে। ব্রহ্ম সদা মৌন হইয়া অবস্থিত হিন্দুগণের এই বিশেষ মত।

> "একোহহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
> নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥"
>
> মনু ৮ অ, ৯১ শ্লোক।

এখানে ব্রহ্ম মৌন ভাবে হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া জীবের পুণ্য পাপ দর্শন করিতেছেন, স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য বিবেকের ক্রিয়া কোন কালে অবরুদ্ধ ছিল না, কিন্তু এই ক্রিয়াকে হৃদয়ের প্রেরণা বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান বিধান ভিন্ন ভিন্ন বিধানকে অতি-সহজে একত্র করিয়াছেন। যে দুই মূলের পার্থক্য হইতে বিধাননিচয় ভিন্ন হইয়াছে, সে দুই মূল বর্ত্তমান বিধানে একীভূত হইয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে। যাঁহারা বর্ত্তমান বিধানের রহস্যমধ্যে প্রবিষ্ট তাঁহারা দেখিয়াছেন, এই দুই মূল হইতে ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল কেমন সহজে উদ্গত হয়। এই মূলে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা ধর্ম্মের যাহা কিছু প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং ক্রমবিকাশের প্রক্রম আপনারা প্রত্যক্ষ করেন। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে প্রথমতঃ অভিন্ন বস্তু ভিন্ন ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পূর্ণবিকাশ হইলে আবার তাহাদিগের অভিন্নতা উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান বিধানে যে তাহাই হইয়াছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

ত্রিবিধ বল।

ত্রিবিধ বলে জনসমাজ নিরন্তর পরিচালিত হইতেছে—ধনবল, জনবল এবং দৈববল। এই বলের উত্তরোত্তর বল প্রধান এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলের হেতু। সাধারণতঃ মনুষ্য ধনের বলের উপরে নির্ভর করে, ধন বিনা কিছুই হয় না, সকলের বিশ্বাস। ধনের বল এমনই প্রবল যে, যাঁহারা ধর্ম্মার্থ জীবন দান করিয়াছেন বলিয়া আপনারা মনে করেন, এবং অপরেও তদ্রূপে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করে, তাঁহারাও ইহার প্রবল পরাক্রম অতিক্রম করিতে পারেন না। অনেক সময়ে গূঢ় ভাবে ধনবলে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মের উচ্চভাবপোষণে শিথিলযত্ন হন, এবং এই শৈথিল্য হইতে ক্রমে ধনবলের অধীন হইয়া পড়েন। পৃথিবীর অনেক ধার্ম্মিক লোক প্রথমতঃ ধনস্পৃহা পরিহার করিয়া ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; কালে ধনবলে আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মজীবন হারাইয়া সংসারী

হইয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মার্থিগণের প্রথম সংগ্রাম ধনবল অতিক্রম করিবার জন্য। এই বল অতিক্রম করিলে জনবলের সহিত দ্বিতীয় সংগ্রাম উপস্থিত হয়।

পৃথিবীতে সর্ব্বোপরি ধনের প্রাধান্য দৃষ্ট হইলেও ধনবলাপেক্ষা জনবল যে শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধনের আগম জনসমূহের পরিশ্রমসম্ভূত। বিনা পরিশ্রমে ধনাগম হয় না, ধন সমুৎপন্ন হয় না। উৎপন্ন বা অর্জ্জিত ধন লোকসমূহকে কার্য্যে নিয়োগ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু লোক সকল যদি কার্য্যবিমুখ হয়, তাহা হইলে প্রচুর ধন এবং মৃত্তিকাস্তূপ, এ দুইয়ের ভিতর কিছুই ইতরবিশেষ থাকে না। ধনের উৎপাদক হইয়াও অভাবগ্রস্ত জনসমূহ বাধ্য হইয়া উহার অধীন হয়, কিন্তু এরূপ বাধ্যতা যে অনেক সময়ে কাল্পনিক অভাব হইতে সমুৎপন্ন, তাহা অতি অল্প লোকেই বিচার করিয়া দেখেন। বর্ত্তমানে জনসমাজের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে জনবল ধনবলের নিকট সঙ্কুচিত থাকিবে, এবং সময়ে সময়ে আত্মপ্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া সাময়িক বিপ্লব আনয়ন করিবে, কিন্তু ধনবলকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। ধন বল যদি ঈদৃশ অনতিক্রমণীয় হইল তবে জনবলের ধনবলনিরপেক্ষতা কোথায় এক বার দেখা সমুচিত। ইহা না দেখিলে ধনবলাপেক্ষা জনবলের গৌরব আমাদিগের নিকট কিছুতেই প্রতিভাত হইতে পারে না।

শরীরের অভাবনিচয় পরিপূরণের জন্য ধনবলের এত আকর্ষণ। যাঁহারা শরীরোপরি আত্মার অধিকার অব্যাহত রাখেন, তাঁহারা ধনের নিকট মস্তক অবনত করেন না। স্বভাবের সাক্ষাৎপ্রেরণাসম্ভূত যে অভাব গুলি তাহা এমনই সহজে নিষ্পন্ন হয় যে, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধনের অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। তাঁহারা ঈশ্বরের সন্তোষসাধনের জন্য যে পরিশ্রম করেন, তাহা হইতেই তাঁহাদিগের দৈহিক অভাব পরিপূরণ হইয়া যায়, সুতরাং ভোগস্পৃহা থাকিলে যে প্রকার ধনের জন্য কাতর হইতে হয়, সে প্রকার কাতরতা তাঁহাদিগেতে অসম্ভব। শরীরনিরপেক্ষ লোকগণ সকল সময়ে জননিরপেক্ষ হন না, তাই তাঁহাদিগের উপরে ধনবল প্রকাশ না পাইলেও জনবল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উপরে যাহা কথিত হইল, তাহা হইতে এই নিষ্পন্ন হইতেছে, ধনের বল শরীরসম্পর্কীন বিষয়ে, অধ্যাত্মবিষয়ে নহে। এই জন্য জনসমাজের সংস্কার প্রভৃতি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ধনবলের প্রয়োজন অতি অল্প, কিন্তু জনবলের অপেক্ষা সমধিক। জনসমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলে অনেক গুলি লোকের সমবেত চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। এক জন লোক একা জনসমাজের উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না, তাই তাঁহার সহিত সে বিষয়ে যে সকল লোক সহানুভূতি প্রদর্শন করেন তাঁহাদিগের মিলিত হওয়া চাই। এই মিলনের অপরিহার্য্যত্ববশতঃ সংস্কারকের জনবলাপেক্ষা অত্যন্ত প্রবল। ঈদৃশ অপেক্ষা অতি মাত্রায় রাখিতে গেলেই জনগণের নিকটে আপনাকে নিয়ত প্রণত রাখিতে হয়, এবং উহা একটি দৌর্ব্বল্যে পরিণত হয়।

যে দুই বলের উল্লেখ হইল, এ দুই বল দৈববলপ্রসূত, ইহা বিশ্বাসিমাত্রেই সহজে দেখিতে পান। যাঁহাদিগের বিশ্বাস নাই, তাঁহারা ধনবল ও জনবল পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, এবং সেখানেই তাঁহাদিগের চিন্তার গতি স্থগিত হয়। সমস্ত ঈশ্বরাধীন অধিকাংশ লোক ইহা স্বীকার করেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহারা ধনবল ও জনবলের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন, দৈববলের উপরে নহে। সাধারণ লোকে কেবল বহিরিন্দ্রিয়গণের প্রমাণে পরিচালিত হয়, ধনবল জনবল চক্ষে দেখা যায়, দৈববল অদৃশ্য এবং গূঢ়, সুতরাং ঈশ্বরাধীনতা মুখে মানিয়াও তাহারা কার্য্যকালে তদুপরি বিশ্বাস রাখিয়া স্থির থাকিতে পারে না। নিতান্ত অগতি উপস্থিত না হইলে আর তাই সাধারণ লোকে 'ভগবান্ যা করেন' বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

কিছু চক্ষে না দেখিয়া আর সাধারণে দৈববলের উপরে নির্ভর করিতে পারে না, এ জন্য যাঁহারা কিছু না দেখিয়াও একমাত্র দৈববলের উপরে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহারা অসাধারণ লোকের মধ্যে গণ্য। সর্ব্বথা ভগবানের শ্রীচরণে যাহারা আপনাদিগকে অর্পণ করেন নাই, দেহ গেহ বিত্তাদির মায়া ও আসক্তি যাঁহাদিগের আছে, তাঁহারা ধনজননিরপেক্ষ দৈববলে নির্ভর করিবেন, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। যদিও মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "স্বর্গরাজ্য এবং ধর্ম্ম অগ্রে অন্বেষণ কর, যাহা প্রয়োজন সমুদায় প্রাপ্ত হইবে" তথাপি এ কথার উপরে কয় জন নির্ভর করিতে পারে? এই বাক্য সাক্ষাৎ ভগবানের মুখবিনিঃসৃত ইহা বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা ধনজনবলনিরপেক্ষ হইয়া দৈববলের উপরে সমগ্র আস্থা স্থাপন করেন, তাঁহারাই ধন্য। নববিধান লোকদিগকে ধনবলজনবলনিরপেক্ষ করিয়া দৈববলে বলী করিবার জন্য আসিয়াছেন। যাঁহারা নববিধানে বিশ্বাসী তাঁহাদিগের এখানেই অসাধারণত্ব। এই অসাধারণত্ব আমাদিগের মণ্ডলীমধ্যে যদি আমরা দেখিতে না পাই, তবে সে মণ্ডলী নববিধানের, ইহা আমরা কোনরূপে স্বীকার করিতে পারি না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমাদিগের নবধর্ম্মে দৃষ্ট স্পষ্ট পৃথিবীর কি উপকার সাধন করিয়াছে, ইহা যদি আলোচনা করিয়া দেখা যায় তবে দৃষ্ট হয় যে, এই ধর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনা উপাসকমাত্রকে শিক্ষা দান করিয়াছে। এ সময়ে যুবা বৃদ্ধ নর নারী সকলেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা বন্দনাদি করিয়া থাকেন; দুঃখ বিপদ অশান্তির সময়ে উপাসনাযোগে তাঁহারা সান্ত্বনা ও অভয় প্রাপ্ত হন। পৃথিবীর পক্ষে ইহা নিতান্ত সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু এই ধর্ম্মের অপরাংশের সংকল এখনও পৃথিবী সম্ভোগ করিতে পারিতেছে না। সে অংশ নরনারীকে লইয়া। নরমাত্র ভাই নারীমাত্র ভগিনী, কথায় এ কথা বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু এক পিতা এক মাতার সন্তান হইলে যে একটি সুমধুর ভ্রাতৃভগিনীসম্বন্ধ হয়, তাহা উপাসকগণমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। এটি না হইলে ধর্ম্মের অপরার্দ্ধ অপূর্ণ রহিল। এ ধর্ম্ম কখন এরূপ অপূর্ণ থাকিতে পারে না। যাহা বিধানের অভিপ্রায় তাহা কোথাও না কোথা পূর্ণ হইবেই হইবে। কোথায় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বাভাস দৃষ্ট হইতেছে, সে কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এ সম্বন্ধে কি প্রকার সাধন গ্রহণ প্রয়োজন তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে যত্ন করা যাউক। ঈশ্বর ও জীব এ দুইয়ের সঙ্গে সুমধুর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে হইলে, সাধন দুইয়েতেই একই প্রকার, এ কথা যদি আমরা বলি তাহা হইলে বোধ হয় কিছু অন্যায় বলা হয় না। সাধন এক প্রকার এ কথা বলাতে কিছু ইহা প্রতীত হয় না যে, আরাধনা, উপাসনা, প্রার্থনা প্রভৃতি ঈশ্বরসম্বন্ধে যে প্রকার জীবসম্বন্ধে তাহাই। গুণদর্শন, নিকটে উপবেশন, ভাববিনিময় ইত্যাদি জীবসম্বন্ধে যাহা আছে, তাহা ঐ সকলের অনুরূপ হইলেও অনেক পৃথক্। একটি বিষয়ে কিন্তু সমধিক একতা আছে। আপনাকে অস্বীকার বা স্বার্থত্যাগ ইহা ঈশ্বরসম্বন্ধেও যেমন জীবসম্বন্ধেও তেমনি। ঈশ্বর ও জীবেতে প্রেমে একতা আত্মত্যাগ ভিন্ন কখন হইতে পারে না। ঈশ্বরে আত্মাপর্ণ ইহা তো সকলেই জানেন, কিন্তু জীবের জন্য আত্মত্যাগ ইহা অতি বিরল, সুতরাং ইহা কি প্রকারে সাধন করিতে হইবে তদ্বিষয়ে স্বভাবতঃ সকলের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে। আমরা ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, প্রেম বা আত্মার্পণ জীবের দেবাংশসম্বন্ধে হইতে পারে অপরাংশ সম্বন্ধে নহে। এ কথার বিমতে আমরা কখন সাধন লিপিবদ্ধ করিতে পারি না, কেন না, যথার্থ জীব বা ঈশ্বরপুত্র এই অংশ লইয়াই। তবে অধিকাংশ লোকেতে এই অংশ যখন আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তখন আচ্ছাদিত থাকা সত্ত্বেও কি প্রকার ভ্রাতৃপ্রেমের অধিকার তাঁহাদিগকে দিতে হইবে, সাধন করিতে হইবে, ইহাই প্রশ্ন। আমাদিগের বিশ্বাস এই, পাপী বা সাধু ইহার কোন বিচার না করিয়া সর্ব্বাগ্রে নরনারীকে ঈশ্বরপুত্রকন্যারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। এরূপ করাতে কোন দোষ পড়িতেছে না, কেন না জীবের যথার্থ স্বরূপই এই। স্বরূপান্তর যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা স্বরূপ নহে বিকার, সুতরাং শোচ্য ও চিকিৎসাযোগ্য। সহোদর ভ্রাতা বা ভগিনী যদি পাপবিকারগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে চিত্তের যে প্রকার ভাব ও ব্যবহার উপস্থিত হয়, সেইটি সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া সকল নরনারীকে বিকারাবস্থায় গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে। শারীরিক সম্বন্ধের সহোদর অপেক্ষা ঈশ্বরসম্বন্ধে সহোদর নিত্যসিদ্ধ, এ কথা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিলে সাধন অতি সহজ হইয়া পড়িবে। শারীরিক সম্বন্ধের সহোদর পৃথক্ পৃথক্ সময়ে এক উদরে বাস জন্য, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে সহোদরত্ব যুগপৎ নিত্যকাল ঈশ্বরেতে বাস জন্য, সুতরাং এটি লঘু মনে হওয়া কেবল অজ্ঞানতা জন্য। ঈশ্বরপুত্রত্ব সহোদরত্ব সর্ব্বদা মনে রাখিয়া, সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া, তৎসমুচিত ব্যবহার করিলে এ অংশের

সাধনে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। সম্বন্ধ স্থির থাকিলে যে কোন প্রকারের ব্যবহার হউক প্রেমসম্ভূত বলিয়া কখন সাধনবিরোধী হইতে পারে না।

আচার্য্যের প্রার্থনা।

সুজাতত্ব।

রবিবার ১ লা এপ্রেল, ১৮৮৬।

হে প্রেমস্বরূপ, হে নিত্যানন্দ, তোমার নববিধানের নিশানে কাদা লাগিল। ঠাকুর ঘরে টাকার ব্যবসায় হইতে লাগিল। পবিত্র বেদবেদান্তে সামান্য লোকেরা কালীর আঁচড় দিতে লাগিল। অকৃত্রিম ধর্ম্মকে অকৃত্রিম রাখ, তোমার চরণে এই ভিক্ষা। আমাদের জীবনের আঁস্তাকুড়ে ধর্ম্ম পড়ে মলিন হয়ে গেল। নাথ, তোমার ধর্ম্মকে পবিত্র রাখ, তোমার সাধু পুত্রদের চণ্ডালদের সঙ্গে বসিতে দিও না। হে শ্রীহরি, আমরা দেখিতেছি আমাদের জন্মের দোষ আছে। আমরা যে ঠিক সেই ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের বংশ তাহা নহে। আমাদের ভিতর একটু একটু চামারের রক্ত আছে। যদি ব্রাহ্মণতনয় হইতাম, ব্রাহ্মণের তেজঃপূর্ণ রক্ত এই শরীরে আছে দেখাইতাম। এ যেন মিশ্রিত রক্ত আমাদের শরীর মলিন করে রেখেছে। ব্রাহ্মণের শূদ্রের মিশ্রিত রক্ত আমাদের ভিতরে যদি থাকে আমি চণ্ডাল। আমার ভিতর ঈশা বুদ্ধের রক্ত শূদ্রের রক্তে মিশ্রিত হয়েছে। স্বর্গের পবিত্র নূতন রক্ত আমার ভিতর দাও। ঈশা মুসা তেজোময় রক্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা যাইতেছি অশুদ্ধ অপবিত্র রক্ত লইয়া। সুজাত নই আমরা, আমাদের ভিতর অপবিত্র রক্ত আছে, অবস্থু তার আমা হইতে। হে ঈশ্বর, নববিধানের পবিত্রতা রাখিতে পারিলাম না, তোমার ধর্ম্মকে শুদ্ধ রাখিতে পারিলাম না, তার ভিতর আপন বুদ্ধির মত মিশাইলাম। কৈ আমার দেববিধান? তারও জন্মের ঠিক নাই আমাদেরও জন্মের ঠিক নাই। পবিত্রাত্মজাত কর আমাদের বিধানকে। এই ক্ষত শরীর ধুয়ে ফেলি, অপবিত্র রক্ত ধুয়ে ফেলি। শরীরের বেলা দশটা পাপ খারাপ হয় যদি, আত্মার পাপ আরও খারাপ। ধর্ম্মকে ঠিক করা চাই, আত্মার পাপ ঠিক করা চাই। তোমার সাধু সন্তানগণ ধন্য, কি আশ্চর্য্য তেজোময় সুকুমার ব্রাহ্মণতনয়। ঈশা বলিলেন, আমি ঈশ্বরতনয়। তিনি বলেন, দুটো প্রভুর সেবা হয় না। আমরা অনেক প্রভুর সেবা করি, বলি, দুটো তিনটা বাপের সেবা করা যায়। ঈশ্বর, আমাদের বুকের ভিতর সব রকম রক্ত আছে। এ বিজাত আত্মা সকল রকম রং দেখাতে পারে। আমি কেবল এক পিতাকে ভালবাসিব। আমার পিতার নিকট হইতে যা আসে তাই খাব। পিতার ধন লইব, আর কারও কিছু লইব না। আমি সুজাত সন্তান। সতী যদি পাঁচ পতিতে মন দেন, তিনি যেমন গেলেন, সন্তান যদি পাঁচ পিতার মায়ায় মুগ্ধ হয়, তিনিও তেমনি গেলেন। পিতা, সুন্দর বাপের কাল ছেলেত হয় না। তুমি যে শান্ত, আমি যে রাগী। চেহারায় ত মিলিল না তোমার সঙ্গে। আমি জানিতাম, আমি তোমার ছেলে। এত দিন পরে দেখ্‌ছি তা নয়। চেহারায় মিল নাই। আমি সুজাত, পিতা, দয়া করে নববিধান এনে দাও। একটা কোন বিজাত ব্যাপার আমরা ছোঁব না। ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়ে ধর্ম্ম নষ্ট করেছি, পাঁচ রকম মত চালিয়েছি। এত দিন পরে দেখছি, রক্তের ঠিক নাই। দয়াময়ি, আমরা পরস্পরকে খুব শাসন করি, এতে যদি ভাল হই, সুজাতদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিতে পারি। আমরা তোমাকে একমাত্র পিতা বলে ভালবাসিতে পারিলাম না। এই মণ্ডলী ভিন্ন বন্ধু নাই, বিপদে সহায় নাই, ইহাঁরা আপনার লোক, আর তুমি আপনার, আর কেহ আপনার হতে পারে না। নববিধানের প্রেরিত দলের পরস্পরের নৈকট্যের সম্বন্ধ যেমন, এমন আর হতে পারে না। শ্রীহরি, তোমার কাছে এই মিনতি করি, এই কজনকে খুব মিষ্ট বলে যদি মনে না হয়, তবে এঁরা আপন আপন পথ দেখুন। এখানে তারা থাকুক, যারা বাপকে জানে, আর ভাইদের ভালবাসে। হে আদরের ঈশ্বর, এক বার আদর করে তোমাকে একমাত্র পিতা মাতা বলে ডাকি, তোমাকে ভালবাসি। আর কাউকে চিনি না, আর কাউকে জানি না। ঠাকুর, মলিন রক্ত বিদায় করে দাও, নির্ম্মল রক্ত ভিতরে দাও। এক মত, এক বিশ্বাস, এক রকম প্রণালীতে চলা, এক মা এক বাপ। হে দয়াময়, হে প্রাণনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন একমাত্র তোমাকেই পিতা মাতা বলি, এ রক্তে চণ্ডালত্ব না থাকে, অতি শুদ্ধ পরিষ্কৃত ঋষিরক্তবিশিষ্ট বলিয়া পরিচয় দিতে পারি।

অলৌকিকরূপে জীবন রক্ষা।

২য়।

অবশেষে মক্কায় হজরত মোহম্মদ ও তাঁহার অনুবর্ত্তিবর্গের প্রতি কোরেশগণ যাহার পর নাই অত্যাচার আরম্ভ করে। মুসলমানদের তথায় বাস করা দুষ্কর হইয়া উঠে, অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কতক লোক আফ্রিকায় কতক লোক মদিনায় পলায়ন করে। পরিশেষে হজরত মোহম্মদও আপন প্রচারবন্ধু আবুবেকরকে সঙ্গে করিয়া রজনীতে লুক্কায়িত ভাবে মদিনাভিমুখে প্রস্থান করেন। মক্কার কিয়দ্দূর অন্তর গারেসুর নামক একটি পর্ব্বতগুহায় দুইজনে লুকাইয়া থাকেন। ধরা বা পড়েন এই ভয়ে পর দিন দিবাভাগ তথায় প্রচ্ছন্নভাবে যাপন করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এদিকে সেই রাত্রিতেই কোরেশদলপতি আবুজহল ও অন্য কয়েক জন দুর্দান্ত লোক আবুবেকরের আলয়ে হজরতকে অনুসন্ধান করে। তথায় তাঁহাকে না পাইয়া

আবুজহল এরূপ ঘোষণা করিয়া দেয় যে, যে ব্যক্তি মোহম্মদকে ও তাঁহার সহচর আবুবেকরকে ধরিয়া আনিয়া দিতে পারিবে বা তাঁহাদের শিরশ্ছেদন করিবে, তাহাকে সে এক শত উষ্ট্র পুরস্কার দিবে। অনেক কোরেশ যুবক ইহা শ্রবণ করিয়া লোভবশতঃ অস্ত্রশস্ত্র সহ ইতস্ততঃ হজরতের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। আবুগোজরেকায়েফনামক এক ব্যক্তির এরূপ তীক্ষ্ণ অনুধাবন শক্তি ছিল যে পদচিহ্ন দেখিয়া কাহার পদচিহ্ন বলিয়া দিতে পারিত। আবুগোজর কয়েক জন সহচর সঙ্গে করিয়া হজরতের অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রাতঃকালে সেই গিরিগহ্বরের দ্বারে উপস্থিত হয়। দ্বারের নিকটস্থ ধূলিতে কয়েকটি পদচিহ্ন দেখিয়াই উক্ত ব্যক্তি বলিল এ সকল মোহম্মদ ও আবুবেকরের পদচিহ্ন, নিশ্চয় তাহারা এই গহ্বরের মধ্যে আছে। বাহির হইয়া যে আসিয়াছে এরূপ চিহ্ন দেখা যায় না। অবশ্য মোহম্মদ এই অন্ধকারপূর্ণ গর্ত্তে আছে। চল আমরা কয়েক জন গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে আবদ্ধ করি। এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছিল, গহ্বরের ভিতর হইতে আবুবেকর ইহা শুনিয়া ভীত ও ত্রস্ত হইয়া হজরত মোহম্মদকে নিবেদন করিলেন, দেব, মহাবিপদ উপস্থিত, শত্রুগণ আসিয়াছে, গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে ধরিতে উদ্যত হইয়াছে, আর প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। তখন হজরত অকুতোভয়ে বলিলেন, ভয় নাই, বন্ধু সঙ্গে আছেন, নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদের রক্ষক আছেন। বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? হজরত মোহম্মদ গারেস্থরে প্রবেশ করিলে বন্য পারাবত যাইয়া উক্ত গহ্বরের দ্বারে অণ্ড প্রসব ও উর্ণনাভ জাল বিস্তার করে। শত্রুগণ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াই দেখে অক্ষত কপোতাণ্ড দ্বারদেশে রহিয়াছে, এবং উর্ণনাভের জাল বিস্তৃত আছে। ইহা দেখিয়াই এক জন বলিয়া উঠিল, সম্প্রতি নিশ্চয় এই গুহার ভিতরে কোন লোক প্রবেশ করে নাই। মনুষ্য প্রবেশ করিলে পদস্পর্শে কপোতাণ্ড ভগ্ন এবং উর্ণনাভ জাল অঙ্গসংলগ্নে ছিন্ন হইত। এই কথা সকলেরই সঙ্গত বোধ হইল। তখন তথা হইতে তারা নিরাশ মনে ফিরিয়া যায়। যখন হজরত মোহম্মদ জানিতে পারিলেন যে, শত্রুগণ চলিয়া গিয়াছে তাহারা কেহই নিকটে নাই, তখন তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া গারেস্থর হইতে বহির্গত হন, এবং উষ্ট্রারোহণে আবুবেকরকে সঙ্গে করিয়া মদিনাভিমুখে প্রস্থান করেন। সেই দিনই আবুবেকর সত্যবন্ধু "সদ্দিক" উপাধি দান করেন।

-০০-

সামাজিক উন্নতিবিষয়ক প্রার্থনা।

(পুরাতন শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন মহাশয় হইতে প্রাপ্ত।)

হে ব্রাহ্মসমাজের পরম দেবতা, মানবজীবনকে সত্যময় শান্তিময়, উন্নত ও পবিত্র করিবার জন্যই তোমার অপার করুণাগুণে এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই সহজ উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা তোমারই আদেশে তাহাদিগের জীবন সুনিয়মিত, সুশাসিত ও পাশব প্রবৃত্তিদিগকে দেবভাবের সম্পূর্ণরূপে অধীন করিতে থাকিবে। তাহারা এই তপস্যাচরণ জন্য ফলাফলের ভার তোমার হস্তে রাখিয়া তাহাদিগের নিত্যানিত্য জীবনের সমস্ত কার্য্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে সম্পাদননিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে থাকিবে ও তোমার মধুময় ও পবিত্র সহবাস ভোগ করিবার যোগ্য হইবার হেতু অনিবার্য্য কারণ বিনা প্রতিদিন অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল তোমার পূজা অর্চ্চনাদি করিতে সযত্ন হইবে। হে সর্ব্বান্তর্যামিন্? তুমিই জান তাহাদিগের মধ্যে কয় জন এইরূপে কঠোর ব্রত পালন করিতেছে। যাহারা এই আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক হইতে প্রাণগত চেষ্টাপেক্ষা অনিত্য সামাজিক অনুষ্ঠানের অধিকতর আন্দোলন করে তাহারা কি তোমার চক্ষে যথার্থ আনুষ্ঠানিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? নিত্যাপেক্ষা কি অনিত্য পদার্থ অধিকতর আদরণীয়?

হে সর্ব্বদর্শিন্! তুমি তোমার পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছ যে ধন, মান, পরিণাম দর্শন ও আত্মীয় গুরুজনসম্বন্ধে যাহার যে পরিমাণে বিঘ্ন অল্প তাহার পক্ষে সেই পরিমাণে সামাজিক অনুষ্ঠান সহজ। কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান সকলের পক্ষে বড়ই কঠিন। রিপুকুলের উপর জয় লাভ ও আবশ্যকীয় অভ্যাসের অধীন হওয়া যে কীদৃশ কঠিন তাহা যেমন তুমি জান এমন আর কে জানে? তুমিই বলিতেছ যে, সে কাঠিন্য সত্ত্বেও প্রাণগত অনুষ্ঠান বিনা মানবাত্মার সদ্গতি হয় না। তথাপি কেন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা এই নিত্য ও শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানাপেক্ষা অনিত্য ও অশ্রেষ্ঠ সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি অধিকতর যত্ন ও মনোযোগ প্রকাশ করে? প্রভো, কবে তাহারা বুঝিবে যে পূর্ব্বোক্তটীর প্রতি যত্ন করিলে শেষোক্তটীর ফল স্বতঃই সিদ্ধ হয়। কবে তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিবে যে, প্রথমটী নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে কিন্তু শেষোক্তটী আত্মীয় স্বজন বিনা অনুষ্ঠিত হয় না। প্রাণনাথ, তুমিই দেখিতেছ যে এই নিমিত্ত তোমার পরিণামদর্শী সন্তানেরা সামাজিক অনুষ্ঠান জন্য যথোপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করে। প্রভো, তোমার বিভ্রান্ত সন্তানগণের অন্তরে তোমার মধুময় বাণী না শুনিলে কথিত বিষয়ে তাহাদিগের ভ্রম দূর হইবে না, তাহারা তৎপ্রতি উচিতরূপে সচেতন হইবে না। তাহারা আর কাহারও কথা শুনিবে না। দয়াময়, তাহাদিগের প্রতি সদয় হও, তাহারা যেন প্রতীতি করিতে পারে যে তাহাদিগের ভ্রম জন্য তাহারা আপনাদিগের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত অমঙ্গল করিতেছে। আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান বিনা সামাজিক অনুষ্ঠান অসার ও অপদার্থ, ইহা যেন তাহাদিগের মনোমধ্যে সদা জাগরূক থাকে।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারকগণ, যাহাতে ব্রাহ্মদিগের জীবনে সামাজিক অনুষ্ঠানাপেক্ষা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের প্রাধান্য হয় ইহাই কি আপনাদের উচ্চপদ ও ব্রতের একটী

বিশেষ কার্য্য নহে? তাহারা কি আপনাদিগের উপদেশ ও আচরণে এই শিক্ষা লাভ করিতেছে যে "হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টানাদি সাম্প্রদায়িক ও অনুদার ভেদজ্ঞানরহিত না হইলে কেহই ব্রহ্মোপাসক হইতে পারিবেন না। হৃদয়ের ঐরূপ অপ্রশান্ত ভাব দূর করাই ব্রহ্মোপাসনার প্রথমাবস্থা।" তাহারা কি আপনাদিগের যত্ন ও চেষ্টায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন যে "বিষয়চিন্তাপেক্ষা ঈশ্বরচিন্তা অধিককালব্যাপী না হইলে তাঁহার পূজার সময় হৃদয় ও মন প্রশান্ত ও পবিত্র হইবার বিঘ্ন ঘটিবে। সেই শান্ত ও পবিত্রস্বরূপে সদা মনঃপ্রাণ মগ্ন না রাখিতে পারিলে জীবন শান্তিময় ও পবিত্র হইবার উপায়ান্তর নাই।" ক্রমশঃ।

আকাশেশ্বর।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

"আকাশো হি বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা।"

বহুকাল হইতে যাহা আকাশ বলিয়া সকলের নিকটে পরিচিত, আজ তাহাকেই আমরা ঈশ্বর বলিব। ঈশ্বরভক্ত কর্ত্তৃক তাঁহার যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে সমস্তই যে আকাশে আছে, আজ সাধ্যমত তাহাই প্রদর্শিত হইবে। তুমি বলিতে পার যে, আকাশের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিলে কি ফল হইবে? ফল আর কিছুই না, ঈশ্বরকে আকাশ বলা ত্যাগ করিয়া আমরা যে তাঁহাকে হারাইয়াছি, সেই হারাধনকে আমরা পুনরায় প্রাপ্ত হইব। মনে কর, তোমার সম্মুখে রাম উপস্থিত, কিন্তু তুমি যদি তাহাকে শ্যাম বলিয়া ত্যাগ করিয়া রামের অনুসন্ধান কর, আর তোমার এই ভ্রম দূর না হয়, তাহা হইলে কি তুমি রামকে এ জীবনে পাইবে? কখনই না। তুমি বলিবে, রাম বলিয়া কেহই কোথাও নাই। আর যদিও কোন কালে, কোন প্রকারে তোমার সহিত রামের দেখা ও পরিচয় হয় তাহা হইলেও তুমি বলিবে, রামকে বড় কষ্টে পাওয়া যায়।

সাধু ভক্তগণ, তোমরা বল, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদা সকল স্থানে সকলের অন্তরে বাহিরে থাকিয়া তিনি সকলকে মাতা পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন। তাঁহাকে ছাড়া এই অসংখ্য জগতে অণুমাত্র স্থানও নাই। তবে আবার এ কথা বল কি জন্য যে তাঁহাকে সহজে পাওয়া যায় না; তাঁহাকে দেখিবার ও লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে হয়; জ্ঞানচক্ষু ব্যতীত চর্ম্মচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে খুজিয়া খুজিয়া দেখিতে হইবে; হারাধনকে লোকে যেমন খুজিয়া খুজিয়া দেখিতে পায় ঈশ্বরকেও সেইরূপ খুজিয়া খুজিয়া দেখিতে পাওয়া যায়; পাপীদিগকে তিনি দেখা দেন না, সাধু ও ভক্তগণকে বাছিয়া বাছিয়া দেখা দেন? তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান তিনি কি কোথাও লুকাইতে বা কোন আবরণে আবৃত হইতে পারেন? তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বত্র বিরাজমানত্ব থাকে কি? যে বস্তুকে তুমি ঈশ্বরের আবরণ বলিবে তাহার সর্ব্বত্রও যদি তিনি থাকেন তাহা হইলে উহা তাঁহার আবরণ হইবে কি প্রকারে? যাঁহার লুকাইবার স্থান ও অন্য আবরণ নাই, সীমা নাই, সর্ব্বত্র যাঁহার অবস্থিতি তাঁহাকে অবশ্যই সকলেই সহজে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। যিনি সকলের মা, তাঁহাকে অবশ্যই পাপীরাও দেখিতে পাইবে। যিনি সকল স্থানে প্রকাশমান তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষুই বা কি জন্য দেখিতে পাইবে না? ঈশ্বর লুকাইয়া থাকিবার বস্তু নহেন, কপট পিতা মাতা নহেন। পাপী, নির্ব্বোধ সন্তানের প্রতি মার যেমন দয়া অধিক, তাহা হইতে অসংখ্য গুণে অধিক দয়া সেই জগজ্জননীর। তিনি সর্ব্বদা পাপীদিগকে দেখা দিয়া উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন। আমরা সেই জগজ্জননীকে আকাশ বলা ত্যাগ করিয়া অন্তরে বাহিরে তাঁহার মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে ডুবিয়া থাকিয়া ও তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই না, এ অজ্ঞানতা ভ্রম আমাদের। যদি আমরা জানিতে পারি যে, আকাশে আর তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমাদের অতিশয় নৈকট্য সম্বন্ধ হইবে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত যে আমাদের অতিশয় মিশামিশি ভাব তাহা আমরা অতিসহজেই অনুভব করিতে পারিব, এবং সহজেই তাঁহাকে আমরা দেখিতেও পাইব, কারণ আকাশকে আমরা সকলে সহজেই দেখিতেছি। ক্রমশঃ।

গোরাবাজারে উৎসব।

গোরাবাজার নববিধান সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ তত্রত্য এক বন্ধু হইতে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই পত্রের প্রথমাংশের সার মর্ম্ম ও শেষাংশ প্রায় অবিকল নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে ভাই দীননাথ মজুমদার তথায় গিয়াছিলেন। উৎসবমণ্ডপ সুরুচি সহকারে পুষ্পপল্লবমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। ১৬ই পৌষ উৎসবের উদ্বোধন হয়, তদুপলক্ষে "হৃদয়ক্ষেত্রকে গভীররূপে নিখোদিত করিয়া সুকোমল কর, নতুবা তাহাতে বীজ বপন করিলে সুফল প্রসব করিতে সমর্থ হইবে না," এই বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ১৭ই প্রাতে উপাসনা ও উপদেশ হয়, হৃদয়ের প্রস্তুতিবিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। সেই দিন সায়ংকালে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন এবং "সংস্কারই ধর্ম্ম সাধনের একমাত্র স্থান" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ১৮ই পৌষ সমস্ত দিন ব্যাপিয়া উৎসব হয়। প্রাতঃকালের উপাসনা সুগম্ভীর ও সুমিষ্ট হইয়াছিল, "সরল হৃদয়ে সত্যের বীজ বপন" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। উপদেশে অনেক গভীর তত্ত্ব প্রকাশ পায়, উপাসকমণ্ডলী বিশেষ উপকৃত ও পরিতৃপ্ত হন, এবং কৃতবিদ্য দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়া যান। অপরাহ্নে পাঠ; প্রসঙ্গ ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা, এবং সঙ্কীর্ত্তন হয়। সায়ংকালে গম্ভীরভাবে আরতি হইয়াছিল। উপাসকগণ ও দর্শকবৃন্দ আরতি দর্শনে প্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন। অনেক গভীর তত্ত্ব সেই সময় প্রকাশ

পায়। সকলের মনে তাহা বিশেষরূপে মুদ্রিত হয়। উৎসব-মণ্ডপ লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। ১৯শে পৌষ বিধানকুটীরে উৎসব হয়। উৎসব উপলক্ষে কুটীর পুষ্পপল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। সে দিন প্রাতঃকালে "উৎসবে যাহা পাইলে তাহা জীবনগত করিবার জন্য সাধন আবশ্যক। সাধন দ্বারা ধারণ করিতে না পারিলে অপব্যয়ী পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে, যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই থাকিবে। তাঁহাতে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় নিষ্ঠা স্থাপনপূর্ব্বক যোগজীবন লাভ কর।" এই মর্ম্মে উপদেশ হইয়াছিল। সায়ংকালে মণ্ডপে সাকারবাদাদি বিষয়ে প্রসঙ্গ এবং কিয়ৎকাল কীর্ত্তনাদি হয়। "বিধান ধর্ম্ম প্রতিব্যক্তি ও পরিবারে ব্যক্তব্রহ্মকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করিয়া সংসারে সুখ ও স্বর্গ স্থাপন করে" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপাসনা গৃহ উপাসক ও দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ২০শে পৌষ শুক্রবার নিকটবর্ত্তী সাতপুকুরিয়া নামক স্থানে সাতটির মধ্যে একটি জলাশয়ের তীরে নির্জ্জন সাধন হয়। মধ্যাহ্নকালে উপাসকগণ উক্ত স্থানে সমবেত হন। সুগভীর উপাসনা সম্ভোগ করিয়া সকলে কৃতার্থ হন। বনদেবতা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া মন প্রাণ মুগ্ধ করেন। উপাসনান্তে রন্ধন ভোজন প্রভৃতির পর তত্ত্ব কথা ও বর্ত্তমান সমাজ-বিপ্লবের মধ্যে জননীর ব্যবস্থাদর্শনরূপ প্রসঙ্গকে উৎসবান্ত করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

২১শে পৌষ শনিবার প্রাতঃকালে সম্পাদক শ্রীযুক্ত গৌর বল্লভ সেন মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণধর মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা হয়। পারিবারিক ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। উপাসনান্তে নিমন্ত্রিত বন্ধুগণের পক্কান্ন খাদ্যাদির দ্বারা সাদরে সেবা হয়। ২২শে পৌষ প্রাতঃকালে গৌর বাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসনা হইয়াছিল। সায়ংকালে সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা হয়। "সত্যনিষ্ঠা" সম্বন্ধে জলন্ত উপদেশ হইয়াছিল। ২৩শে পৌষ প্রাতঃকালে গৌরবাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্নে ভাই দীননাথ বিশেষ আহ্বানে আহূত হইয়া মুর্শিদাবাদ লালবাগ ব্রাহ্মসমাজ হইতে সমাগত কোন বন্ধুর সহিত তথায় যাত্রা করেন। তত্রত্য ব্রাহ্মদিগকে লইয়া সেখানে কয়েক দিন কার্য্য হয়। ২৫শে পৌষ সন্ধ্যাকালে মুর্শিদাবাদে কুমার রণজিৎসিংহ নির্ম্মিত জুবিলি হলে "বালকের জীবন ও ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

কোচবিহার হইতে প্রাপ্ত।

ষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে কুচবিহার নববিধান সমাজে নিম্নলিখিত রূপে উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ৪ঠা মাঘ বৃহস্পতিবার, সমাজের সম্পাদক ভ্রাতা হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়।

৫ই মাঘ শুক্রবার, ভ্রাতা জয়কৃষ্ণ সেন মহাশয়ের ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়।

৬ই মাঘ শনিবার, প্রচারক মহাশয়ের বাসায় বিশেষ উপাসনা হয়।

৭ই মাঘ রবিবার, উপাসকমণ্ডলীর নিয়মিত সভায় ও মন্দিরে উপাসনা হয়।

৮ই মাঘ সোমবার, উপাসকমণ্ডলীর সাধারণ সভা। সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

৯ই মাঘ মঙ্গলবার, জেঙ্কিন্স বিদ্যালয়ের হলে "যুবকগণই ভবিষ্যতের আলোক" বিষয়ে সাধারণ বক্তৃতা হয়।

১০ই মাঘ, বুধবার, আর্য্যনারী সমাজ, তৎপরে বিশেষ ভাবে সংকীর্ত্তন হয়।

১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার, প্রাতে দীক্ষার্থীর অভিষেক, উৎসবের উপাসনা, দীক্ষা, অপরাহ্নে কোরাণান্তর্গত নববিধান বাক্য পাঠ ও ব্যাখ্যা, তৎপরে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয়।

এবারের উৎসবের দিনে আর একটি এ দেশীয় ৩১ বৎসরবয়স্ক ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী নবসংহিতা অনুসারে দীক্ষিত হইয়াছেন। আমরা উৎসবের প্রত্যেক দিনেই আশানুরূপ সুখ শান্তি উপলব্ধি করিয়াছি। আর্য্যনারী-সমাজে অনেক হিন্দু পরিবারের মহিলারাও আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন, এবং বিশেষরূপে প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

১০ই মাঘ প্রাতে ভ্রাতা হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ৫ম কন্যার নামকরণ নবসংহিতা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে, কন্যার নাম শ্রীমতী আর্য্যকুমারী রাখা হইয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর এই পরিবারকে আশীর্ব্বাদ দানে রক্ষা করুন।

হলদিবাড়ী ব্রাহ্মসমাজ হইতে তথাকার সম্পাদক বাবু শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় এখানে আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

পুস্তকপ্রাপ্তিস্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত পুস্তক সকলের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

হরিলীলা ;—১ম খণ্ড শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রণীত, কলিকাতা নবজীবন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ আনা। এই পুস্তকপাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করা যায়। হরিলীলা হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

বন্ধু! আর তোমাকে বিশ্বাস করিব না। কেন না তুমি স্বার্থপর মানব। কামিনীকাঞ্চনের লোভে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে পার। তবে বিশ্বাস করিব কাহাকে? ঈশা! তোমাকে বিশ্বাস করিব, বুদ্ধ! তোমাকে বিশ্বাস করিব, নানক! তোমাকে বিশ্বাস করিব, আর গৌর ও নিতাই! তোমাদিগকেও বিশ্বাস করিব। তোমরা সংসারের কিছুরই উপরে লোভ কর না। তোমরা সর্ব্বত্যাগী মুক্ত পুরুষ। তোমরাই আমার যথার্থ বন্ধু। আর বিশ্বাস করিব সকলের বন্ধু দীনবন্ধু শ্রীহরি! তোমাকে। তোমার মত হিতকারী বন্ধু

ইহলোকে কি পরলোকে কুত্রাপি নাই। তোমাকে প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলে চিরকালের মত উদ্ধার হইয়া যাইব।

নীতিপ্রবন্ধ;—শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস এম্ এ বি এল কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা হিন্দুপ্রেসে মুদ্রিত। এই পুস্তকে নীতিসম্বন্ধীয় যে ৬৩টি অতিসারবান্ সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আছে,তাহা বিদ্যালয়ে পাঠোপযোগী। পুস্তকের কাগজ ও ছাপা এবং বাঁধাই উত্তম। ইহা ১২ পেজি ১৫৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

তারিণী-তত্ত্ব-চিন্তা;—আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ও করকোষ্ঠী ইত্যাদির বৃত্তান্ত এই পুস্তকে বিবৃত। জ্যোতির্ব্বিদ্ শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ নিয়োগী ইহার প্রণেতা। ১২ পেজি ১৯৪ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক সমাপ্ত। ৬৫।২ নং বিডন ষ্ট্রীট দেবযন্ত্র হইতে প্রকাশিত, মূল্য ২৲।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবন;—আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে কেশব একাডেমি গৃহে যে সভা হয়, তাহাতে পণ্ডিত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই পুস্তিকা পাঠ করিয়াছিলেন।

জীবিকা;—১ম ভাগ, শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত, সিরাজগঞ্জ আর্য্যপ্রেসে মুদ্রিত। এই পুস্তিকাখানি বালকগণের পাঠোপযোগী করিয়া রচিত। জীবিকোপযোগী ব্যবসায় বাণিজ্যেও ঈশ্বরানুগত হইয়া চলা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা উহা ফলোপধায়ক হয় না, ইহা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মের দিকে প্রথম হইতে বালকগণের চিত্ত আকর্ষণ করা গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য। পুস্তিকাখানি ১ম ভাগমাত্র, অপরাপর ভাগে এই উদ্দেশ্য আরও বিশদরূপে বালকগণের নিকটে উপস্থিত করা হইবে আমাদের আশা আছে।

নূতন পুস্তক।

সতীচরিত, অর্থাৎ স্বর্গগতা সাধ্বী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

এখানি ক্ষুদ্র পুস্তক, আমাদের প্রচার কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কিছু দিন পূর্ব্বে পরিচারিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর অসাধারণ বিনয় নম্রতা ও দয়া দাক্ষিণ্য এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ১৩ বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হওয়ার পর ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্পদের অধিকারিণী হইয়াও তিনি কেমন নিষ্ঠা সহকারে পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, পাঠকগণ এই পুস্তক পড়িয়া অনেক জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমরা সতীচরিত হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই পুস্তকের মূল্য /০ মাত্র।

"তিনি সুনিয়মে দক্ষতার সহিত জমীদারী শাসন ও পরম দয়া ও বাৎসল্যসহকারে জননীর ন্যায় প্রজাপালন করিতেন। কটূক্তি ও কঠোর ব্যবহার কি তিনি জানিতেন না, গুরুতর অপরাধ দেখিয়াও তিনি কাহাকে কখন শক্ত কথা কহিতেন না, কাহারও বিত্তচ্ছেদ অন্নচ্ছেদ করিতেন না। প্রীতির শাসনে অপরাধীকে শাসিত ও সংশোধিত করিতেন। কোন কর্ম্মচারী প্রজাকে ক্লেশ দান করিল, কাহার প্রতি অত্যাচার করিল, মহারাণী ইহা শুনিলেন, দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তিনি অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, আহার বন্ধ করিলেন। অত্যাচারী কর্ম্মচারীর পক্ষে ইহাই বিষম শাস্তি হইল। তাহার দুর্ব্ব্যবহারে মহারাণী কাঁদিতেছেন, আহার বন্ধ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া সে আপন পাপের জন্য অনুতাপ সহ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মহারাণীকে সান্ত্বনা দান করিল। শরৎসুন্দরীর এই প্রকার প্রেমের শাসন ছিল। দেশের সমুদায় লোক তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন ও স্বর্গের দেবীস্বরূপ জানিয়া ভক্তি করিত। সকলের দুঃখে তাঁহার প্রাণ আকুল হইত, এমন দিন ছিল না যে, মহারাণী কাঁদেন নাই। অমুকে রোগযন্ত্রণায় অস্থির, মহারাণীর কোমল প্রাণে আঘাত লাগিল, তিনিও অস্থির হইলেন, দর দর ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অমুকে পুত্রশোক ভ্রাতৃশোক পাইয়াছে, মহারাণী শোকে কাঁদিলেন। অমুকের গৃহে অন্ন নাই, শিশু বালক বালিকা অনাহার রহিয়াছে, মহারাণীর চক্ষের জল পড়িল।

"বিধবা হওয়ার পর হইতেই তিনি আপনার কেশভার ছেদন করিয়াছিলেন, তৎপর আর কখন মস্তকে দীর্ঘ কেশ রক্ষা করেন নাই। শারীরিক সুখবিলাসে অণুমাত্র তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। সৌন্দর্য্য উদ্দীপক বস্ত্রাভরণাদি কিছুই অঙ্গে ধারণ করিতেন না। থান ফাড়া সামান্য স্থূল কাপড় পরিধান করিতেন। দিবা রাত্রির মধ্যে এক বারের অধিক খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। মা, জ্যেঠী মা এবং মামীর হস্তের রন্ধন ব্যতীত অন্য কাহার হস্তের রাঁধা সামগ্রী খাইতেন না। অনাবৃত ভূতলে বা স্থূল মাদুরের উপরে, পীড়িত অবস্থায় সামান্য নিকৃষ্ট শয্যাতে শুইতেন, শীতকালে শীতনিবারণের জন্য কম্বলমাত্র ব্যবহার করিতেন। পঞ্চাশ ষাট জন সময়ে সময়ে এক শত জনপর্য্যন্ত দুঃখিনী ব্রাহ্মণবিধবা যুবতী তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তিনি তাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতেন, একত্র আহার করিতেন। সেই দুঃখিনী বিধবাদিগের আহার্য্য সামগ্রীর অনুরূপ তাঁহার নিজের আহার্য্য সামগ্রী ছিল। ভোজ্যোপকরণ বৈরাগ্যোপযোগী আড়ম্বরশূন্য সামান্যমাত্র ছিল। মহারাণীর প্রচুর ঐশ্বর্য্য সম্পদ থাকিয়াও যেন ছিল না, বিনয় ও দীনতা তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। শ্রুত আছি যে, তিনি স্বহস্তে নিজের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতেন। মাতৃবৎ স্নেহ সহকারে সেই বিধবাদিগের লালন পালনে নিযুক্ত ছিলেন।"

হাফেজের অনুবাদ দ্বিতীয় খণ্ড, এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয় দানের প্রয়োজনাভাব, ধর্ম্মতত্ত্বে পরম প্রেমিক হাফেজের অপূর্ব্ব উক্তি অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র।

তাপসমালা ২য় ভাগ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ॥০

সংবাদ।

এবার আমাদের যেরূপ দুঃখের অবস্থা, যথারীতি প্রণালী স্থির করিয়া বা কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া আমরা মাঘোৎসব করিতে সমর্থ হই নাই। ১১ই মাঘ দুই বেলা কয়েকটি ভ্রাতা ভগিনীকে লইয়া উপাসনা করা গিয়াছে। ধনবল ও জনবলের অভাবে দৈববল প্রকাশ পায়, এই বিষয়ে প্রাতঃকালে এবং পূর্ণ বিশ্বাস বিষয়ে রাত্রিতে উপদেশ হইয়াছিল। ১৩ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে উপাসনা এবং অপরাহ্নে সৎপ্রসঙ্গ ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। পিতৃসাধন কিয়ৎ পরিমাণে হইয়াছে, ভ্রাতৃসাধন কিছুই হয় নাই, তাহা আরম্ভ করিতে হইবে, এই বিষয়ে প্রাতঃকালে ও ব্রহ্মপরিচয় ও জীবপরিচয় বিষয়ে রাত্রিতে উপদেশ হয়। জীবেতে—ভ্রাতা ভগিনীতে ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে গভীর তত্ত্ব প্রকাশ পায়। এই দুই দিনই উপাসনা ও উপদেশ সুগভীর ও সুমিষ্ট হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন ভাই উপাসনাদির কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসন্তানের সঙ্গে যোগসাধনই এক্ষণ জীবনের বিশেষ অবলম্বন হইয়াছে। ১৩ই মাঘ এবিষয়ে আচার্য্যদেবের জ্বলন্ত প্রার্থনা দুইবেলা পঠিত হইয়াছিল। আমাদের দুঃখে দুঃখী কয়েকটী ভাই ভগিনী বীডন ষ্ট্রীট ৬৫।২ নং ভবনে প্রাণের সহিত আমাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া কয়েক দিন উপাসনাদি করিয়াছেন। ১লা মাঘ হইতে কয়েক দিন বাড়ী বাড়ী উষা কীর্ত্তন হইয়াছিল।

পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভাই কেদারনাথ দে ও ভাই বলদেব নারায়ণ আসিয়া আমাদের সঙ্গে স্থিতি করিতেছেন।

বিপ্লবের জন্য এবার বিদেশ হইতে ভ্রাতারা আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন নাই। ৫। ৬ জন বন্ধুমাত্র আসিয়াছিলেন।

আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, "ইয়ুনিটী এণ্ড দি মিনিষ্টার" পত্রিকা গ্রাহকদিগের নিকটে অত্যল্প দিনের মধ্যে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছে। দুই সপ্তাহ হইতে আর এক ফর্ম্মা বৃদ্ধি করিয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পূর্ব্বরীতি অনুসারে তাঁহার নিজ ভবনে উৎসব করিয়াছেন। গত শুক্রবার অপরাহ্নে টাউনহলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আশা বিষয়ে ইংরেজিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বক্তৃতাস্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া বক্তাকে প্রশংসা করিয়াছেন। অন্য অনেক সম্ভ্রান্ত ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। টাউনহল পূর্ণ হইয়াছিল।

দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজের পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি রোগ যন্ত্রণা অত্যন্ত ভোগ করিতেছেন।

ভাই প্রসন্নকুমার সেন গুজরাটের প্রধান নগর আহমদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় রাজপুতানার অন্তর্গত আবুরোড ষ্টেসনে কয়েক ঘণ্টা স্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি সেই ষ্টেসনে পঁহুছিয়াই দেখেন যে ২১।২২ বৎসরবয়স্কা একটী যুবতী "ওয়ার ক্রাই" নামক মুক্তিফৌজের পত্রিকা আরোহীদিগের নিকটে বিক্রয় করিতেছেন। যুবতীর অতি প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, মস্তকের কেশপাশ ছিন্ন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ গৈরিকবসনে আচ্ছাদিত। তিনি কুমারী। ভাই প্রসন্নকুমার তাঁহাকে দেখিয়া নিকটে ডাকিয়া পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তিনি মুক্তিফৌজমণ্ডলীর এক জন ভগিনী, তাঁহার জন্মস্থান ইয়ুরোপের উত্তর প্রান্ত সুইডেন দেশ। মুক্তিফৌজসংক্রান্ত এক জন বাঙ্গালিপ্রচারকের সঙ্গে তিনি এ দেশে আসিয়াছেন। উক্ত প্রচারক তাঁহার ধর্ম্মপিতা। সেই খ্রীষ্টাশ্রিতা যুবতীর বর্ত্তমান নাম প্রেমবালা। তিনি বঙ্গদেশে অবস্থান করিয়া প্রচার করিবেন এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপিতাকর্ত্তৃক এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। আপাততঃ তাঁহাকে রাজপুতানায় একটি গুজরাটী কন্যার সঙ্গে আসিয়া প্রচার করিতে হইতেছে। গুজরাটী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, সামান্যরূপ ইংরেজি কথা কহিতে পারেন। সেই গুজরাটী কন্যার সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র গৃহে বাস করেন। কয়েকটি ফায়ারম্যান প্রতি মাসে এক একটি টাকা দান করেন, তাহা দ্বারা সামান্য ভাবে দুই জনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ষ্টেশনে ওয়ার ক্রাই বিক্রয় করেন, এবং বাড়ী বাড়ী যাইয়া স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। কুমারীর উৎসাহ প্রেম আশ্চর্য্য। যিশুর প্রসঙ্গে ঝর ঝর করিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বর্ষণ হয়। ভাই প্রসন্ন কুমার তাঁহার পবিত্র ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

ষ্টেটসমান সম্পাদক নাইট সাহেবের পরলোক গমনের কথা আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি। এই দুঃখজনক ঘটনা বিগত কল্য প্রাতে হইয়াছে। ভারতের প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ইংরাজ এ দেশে যে অল্পসংখ্যক সমাগত হইয়াছেন মৃত মহাত্মা তাঁহাদের একজন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু এদেশীয় লোকদিগের সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি বশতঃ তাঁহাকে সে কার্য্য ছাড়িতে হইয়াছিল। তিনি জাতিতে ইংরাজ ছিলেন, কিন্তু অন্তরের সহানুভূতিতে এক জন এদেশীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি উদারখ্রীষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের অনন্ত নরক খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি মতের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। সময়ে সময়ে যেরূপ নির্ভীকতা ও বলের সহিত এই সমস্ত ভ্রমের প্রতিবাদ করিতেন তাহাতে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মবাদীদিগের তিনি অত্যন্ত বিরাগভাজন এবং উদারধর্ম্মাবলম্বীদিগের যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা প্রচুর ফল প্রসব করিয়াছে। তিনি এরূপ উদারচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া নববিধানের এত নিকটে অবস্থিতি করিতেন। তিনি খ্রীষ্টান হইয়াও তাঁহার উদার বিশ্বাসের ভূমি হইতে নববিধান ও আমাদের আচার্য্যদেবের চরিত্রকে এরূপ আলোকে দেখিতেন যে তাঁহার লেখা দ্বারা নববিধানের উচ্চতর সত্য সকল নূতন রকমে প্রকাশিত হইত, এবং সে সমস্ত পাঠে আমাদিগের ও আমাদিগের আচার্য্যদেবের অত্যন্ত আনন্দ হইত। আচার্য্যদেবের জীবনের প্রতি তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তিনিই একবার তাঁহার সাংবৎসরিক বক্তৃতার পর লিখিয়াছিলেন যে, "যখন কেশব কথা কন, তখন সমস্ত পৃথিবী অবনত মস্তকে শ্রবণ করে।" পুষ্পহারের পুষ্পের সহিত তদভ্যন্তরস্থ সূত্রের যেরূপ সম্বন্ধ আচার্য্যদেবের সহিত অন্যান্য মহাপুরুষের সেইরূপ সম্বন্ধ,এই যে গভীর ভাবযুক্ত কথাটী লইয়া আমরা এত আমোদ করিয়াছি তাহা তাঁহারই লিখিত। তিনি বলিতেন, কেশবের জীবনের কাজ যে নিজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মহাপুরুষদিগকে একত্র করিয়া জগতে প্রকাশ করেন। যে ব্যক্তি এরূপ কথা স্বাধীন চিন্তায় বলিতে পারেন, তিনি খ্রীষ্ট বা মুসলমান যেরূপ নামধারী হউন না কেন, আমরা তাঁহাকে আমাদিগের সমবিশ্বাসী বলিয়া আলিঙ্গন করিব। এই মহাত্মার পরলোকগমনে বাস্তবিক আমরা বন্ধুহারা হইয়াছি। শ্রীহরি তাঁহার আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন; তিনি যে পরিবার ও পুত্রদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় । সম্পাদক ।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র । কার্য্যাধ্যক্ষ ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

২৫ ভাগ । ৩ সংখ্যা । — ১লা ফাল্গুন, বুধবার, ১৮১১ শক । — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০, মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে কাতরশরণ দীনবন্ধো, আজ আমরা তোমার চরণতলে বিশেষ ভাবে উপস্থিত হইতেছি। আমাদিগের ভাই তোমার শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন, ঘোরতর রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তোমার উপরে একান্ত নির্ভর রাখিয়া অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন, তিনি তোমার অমৃতধামে প্রবেশ করিতেছেন এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ করিলেন না, তোমার জাগ্রৎ জীবন্ত বর্ত্তমানতার মধ্যে নিরন্তর স্থিতি করিয়া মরণশীল সমুদায় ব্যাপার ভুলিয়া গেলেন, পৃথিবীর উপরে এ দৃষ্টান্ত সময়ে কার্য্য করিবে, আজ মণ্ডলীর উপরে ইহার কার্য্য কেন বিশেষরূপে প্রকাশ পাইবে না ? ইনি পরে আসিয়াও অগ্রে গমন করিলেন, তুমি কৃপা করিয়া ইহাঁকে আমাদিগের অগ্রগামী ভ্রাতা করিলে। ইনি যে পথে গেলেন, সেই পথে আমাদিগকে যাইতে হইবে। ইনি যে প্রকার তোমার উপরে একান্ত নির্ভর রাখিয়া সকল দুঃখক্লেশযন্ত্রণা বিনা কাতরতায় বহন করিলেন, ঐ সকলকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, আমরাও কেন সেইরূপ করিব না ? প্রায় চারি বৎসর কাল রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া কত উৎসাহ ও বিশ্বাসের সহিত তিনি তোমার কার্য্য করিলেন, সমাগত ব্যক্তিগণের নিকটে তোমার গুণের কথা প্রচার করিলেন, যাইবার বেলা কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিলেন, তুমি তাঁহাকে রোগশয্যায় যে সকল অমূল্য রত্ন দান করিলে, তাহা প্রাণ খুলিয়া জগতের নিকটে বলিয়া যাইতে পারিলেন না। হে গুণনিধান, তুমি তাঁহার প্রাণকে নিতান্ত মুগ্ধ করিয়াছিলে তাই তিনি রোগকে রোগ জ্ঞান করেন নাই, চিরদিনের জন্য শয্যাশায়ী হইয়াও তদ্বিরুদ্ধে একটী কথা বলেন নাই। হরি, তুমি তোমার সাধকগণের উপরে ঈদৃশ পরীক্ষা এই জন্য আনয়ন কর যে, তাঁহারা তোমার প্রেম সেই অবস্থায় বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন। তুমি এ বার জগৎকে দেখাইতেছ, তোমার বিশ্বাসী সন্তানগণ কেমন হাসিতে হাসিতে পৃথিবীর জরা মৃত্যু ব্যাধিকে অকুতোভয়ে আলিঙ্গন করিয়া তন্মধ্যে তোমার বিশেষ কৃপা অবলোকন করেন। হে মাতঃ, আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, যাহারা তোমার হাতে আপনাদিগকে সমর্পণ করে, তাহাদিগের সকল ভার তুমি গ্রহণ করিয়া রোগ শোক বিপদ দুঃখের মধ্যে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, শান্তি দিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাক। অন্যথা এই রক্ত মাংসের শরীর তাদৃশ ক্লেশরাজি কি প্রকারে অক্ষুণ্ণহৃদয়ে শান্তচিত্তে বহন করিতে পারে, এবং

তন্মধ্যে তোমার কৃপা দর্শন করিয়া আনন্দ করে। হে কাঙ্গালশরণ, এই সকল তোমার বিচিত্র লীলা দর্শন করিয়া তোমার নিকটে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে সেই বিশ্বাস ও নির্ভর দাও, যে বিশ্বাস ও নির্ভরে আমরা জরা মৃত্যু ব্যাধিকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া অভয়পদ লাভ করিতে পারি। হে নির্ব্বাণের অনন্ত জলধি, হে আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ, এক বিশ্বাস ও নির্ভরগুণে যাহাতে নির্ব্বাণ, শান্তি ও আনন্দে নিমগ্ন হইতে পারি, তুমি এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। তোমার কৃপায় সকলই সম্ভব, তাই এই বিশেষ সময়ে আমরা এই বিশেষ ভিক্ষা করিলাম, তুমি আমাদিগকে এই ভিক্ষা দানে কৃতার্থ কর।

——oo——

স্বর্গগত শ্রীমৎ কালীশঙ্কর দাস।

২৫ মাঘের ধর্ম্মতত্ত্বের ক্রোড়পত্রে শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত প্রেরিত শ্রীমৎ কালীশঙ্কর দাসের স্বর্গগমনের সংবাদ প্রদত্ত হয়। ক্রোড়পত্র নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

আমরা নিতান্ত শোকসন্তপ্তহৃদয়ে জ্ঞাত করিতেছি যে, প্রায় চারি বৎসর কাল রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া বিগত ২৪ মাঘ বুধবার বেলা ১১। ৪১ মিনিটের সময় শ্রদ্ধেয় প্রেরিত ভাই শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ২ টার সময়ে তাঁহার পরিত্যক্ত কলেবর কলিকাতাস্থিত সমুদায় প্রেরিত এবং ২০। ২৫ জন বন্ধুবর্গ শ্মশানে লইয়া যথানিয়ম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করতঃ সায়ঙ্কালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত হন। আমাদিগের সমবিশ্বাসী ভ্রাতমণ্ডলীকে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, এই সংবাদ শ্রবণের দিন হইতে তাঁহারা নবসংহিতার ব্যবস্থানুসারে শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন। আগামী ৩ রা ফাল্গুন শুক্রবার প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় মঙ্গলবাড়ীতে স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের গৃহে শ্রাদ্ধক্রিয়া ও ভস্মস্থাপন যথারীতি নিষ্পন্ন হইবে। শোক দুঃখে কাতরা ও অনাথ পিতৃহীন বালকবালিকাদিগকে কৃপাময় শ্রীহরি রক্ষা করুন।

১৭৫৯ শকের ভাদ্র মাসে টাঙ্গাইল সবডিবিসনের অন্তর্গত কড়াইল গ্রামে কায়স্থকুলে ভাই কালীশঙ্কর দাস জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন, অতি ক্লেশে অধ্যয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ভবিষ্যতে তাঁহাকে যে জীবন গ্রহণ করিতে হইবে, প্রথম বয়সের ঘটনা সকল তাহার অনুকূল ছিল। দেশীয় চতুষ্পাঠী সকলের অধ্যাপনরীতি সদোষ বলিয়া এক ব্যাকরণ পাঠে তাঁহাকে প্রায় দশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হয়। ঈদৃশ বৃথা সময়ক্ষেপ হইয়াছিল বলিয়া তিনি পরজীবনে অতীব আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন। ব্যাকরণ সমাধানন্তর মত্ত গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক পরলোকগত শ্রীমদ্দুর্গানন্দ সেনের নিকট তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংসারে তিনি এক মাত্র অবলম্বন ছিলেন বলিয়া তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রাধ্যয়নকার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার যে স্বাভাবিক আশ্চর্য্য প্রতিভা ছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি অল্প দিনের মধ্যে অতিসুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক হইয়া উঠেন। তিনি প্রথমতঃ চিকিৎসার্থ রঙ্গপুরস্থ কাকিনীয়ায় গমন করেন। তথায় বিদ্যোৎসাহী জমীদার পরলোকগত শম্ভুচন্দ্ররায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া বঙ্গভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে নিযুক্ত হন। ভাই কালীশঙ্কর প্রথম হইতেই গ্রন্থ প্রণয়নে কেমন সুদক্ষ ছিলেন তৎপ্রণীত "সতী চরিত্র" তাহার প্রমাণ স্থলে বিদ্যমান রহিয়াছে। যদিও তিনি সাংসারিক অবস্থায় দরিদ্র ছিলেন, তথাপি তিনি স্বাভাবিক তেজস্বিতাবশতঃ কোন প্রকার নীচতা অবলম্বন করিতে পারিতেন না। রায় শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার এই তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি এ স্থলে চিকিৎসাকার্য্যে কিছু কিছু দক্ষতা লাভ করেন। অল্প দিন রঙ্গপুর জিলায় ও মফস্বলে চিকিৎসা করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলে পরিশেষে সেই জিলার অধীন সদ্যঃপুষ্করিণীর জমীদারগৃহে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এখানে ডাক্তারী চিকিৎসার সমাদর দর্শন করিয়া তিনি আপনি নিজ প্রতিভাগুণে অল্প দিন মধ্যে ইংরেজীমতের চিকিৎসায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তাঁহার সুচিকিৎসকত্ব আজও সে প্রদেশে প্রসিদ্ধ রহি-

য়াছে। তিনি তোমাদের বিরোধী ছিলেন, প্রভুভৃত্যসম্বন্ধস্থলেও সমুচিত কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার প্রভু ও তৎপরিবারবর্গ সসম্ভ্রমে তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতেন, এবং কি জানি বা তিনি অসন্তুষ্ট হয়েন, এই ভয়ে আকুল থাকিতেন।

ভাই কালীশঙ্কর দাস কাকিনীয়া পরিত্যাগ করিয়া ভাই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী সমভিব্যাহারে বগুড়ায় গমন করেন। সেখানে গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ আলাপ হয়। গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণাশ্রমবিচারে অনাস্থা দর্শন করত ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার আস্থা সমুপস্থিত হয়। কিছু দিন তিনি বগুড়াস্থ ব্রাহ্মগণসহ বাস করেন, এবং এই উপলক্ষে তথায় কিছু দিন স্কুলপণ্ডিতের কার্য্য করেন। সেখান হইতে পুনরায় রঙ্গপুরে আসিয়া জিলায় এবং মফঃস্বলে চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যখন তিনি সদ্যঃপুষ্করিণীর জমীদার গৃহে চিকিৎসক ছিলেন, সেই সময়ে একটী অনাথ মুসলমান কন্যা তাঁহার গৃহে আশ্রয় লয়। তাঁহার প্রতি অত্যধিক আদর বশতঃ মুসলমান কন্যাটীকে ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া রটনা করিয়া দিয়া জাতিতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা হয়, কিন্তু তাদৃশ মিথ্যা রটনা তিনি আপনি খণ্ডন করিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। পল্লিগ্রামে থাকিয়াও তিনি আপন বিধবা ভাগিনেয়ীর ব্রাহ্মধর্ম্মমতে বিবাহ দেন। সদ্যঃপুষ্করিণীর জমীদারগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত। ভাই কালীশঙ্কর জাতিবিচ্যুত হইয়াও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অণুমাত্র অনাদৃত হন নাই। বরং তাঁহার স্বধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞানপ্রতিভার জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন হন। ভাই কালীশঙ্কর ঈশ্বরের রাজ্যবিস্তারের জন্য অতীব ব্যাকুল ছিলেন। তাঁহার এই ব্যাকুলতার সাক্ষী হইয়া কয়েকটি বন্ধু আজও বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি সময়ে সময়ে চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া সদ্যঃপুষ্করিণী হইতে দিনাজপুর জিলার অধীন ফুলবাড়ীতে গমন করিতেন। সেখানে মুন্‌সেফী আদালতের উকীল ও আমলাবর্গ সুরাপায়ী ও গণিকাসক্ত ছিলেন। তাঁহারা স্বগৃহে অবস্থিতি করিতেন না, কুস্থানে সর্ব্বদা বাস করিতেন। ভাই কালীশঙ্কর তাঁহাদিগের অবস্থা দর্শনে অতীব সন্তপ্ত-হৃদয় হন, এবং কিরূপে তাঁহাদিগের উদ্ধার হয়, এ জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাঁহার চিকিৎসায় সুদক্ষতানিবন্ধন এই সুরাপায়ী ব্যভিচারাসক্ত ব্যক্তিগণও তাঁহার নিকটে সসম্ভ্রমে উপস্থিত হইতেন। তিনি উপাসনা প্রার্থনাদি করিতেন, তাঁহারা গোপনে গোপনে তৎসম্বন্ধে বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সরল প্রার্থনা, উপাসনা, ব্যাকুলতা ও বিশ্বাসের সামর্থ্য অল্পে অল্পে তাঁহাদিগের উপরে ক্ষমতা বিস্তার করিল এবং সমবেত উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু তখনও তাঁহাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ হয় নাই, ভাই কালীশঙ্করের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহারা উপাসনাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যখন তাঁহারা এক বার উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আর তাঁহারা আমাদিগের ভাইয়ের প্রভাব অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবেন? তাঁহাদিগকেও তাঁহার ন্যায় সরল প্রার্থনা উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। অল্প দিনের মধ্যে তাহারা সকল প্রকার কদভ্যাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং প্রতিজন চরিত্রবান্ হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের পরিবারবর্গ ভাই কালীশঙ্করের নিকটে চিরঋণপাশে আবদ্ধ, এ কথা তাঁহারা পৃথিবীর নিকটে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। এই সকল বন্ধুর সহধর্ম্মিণীগণ তাঁহার সেবা করিবেন বলিয়াই বিগত শ্রাবণ মাসে তাঁহারা তাঁহাকে সপরিবারে ফুলবাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ভাইয়ের স্বর্গারোহণে এই সকল বন্ধু এবং তাঁহাদিগের পত্নীগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের ভাইয়ের যে নিত্যসম্বন্ধ আছে, আমরা আশা করি, তাহাই তাঁহাদিগের প্রচুর সান্ত্বনার কারণ হইবে।

ভাই কালীশঙ্কর প্রতি বৎসর মাঘোৎসবে

কলিকাতায় আসিতেন। তিনি উৎসবে কীর্ত্তন-ক্ষেত্রে কি প্রকার প্রমত্ত ভাবে সঙ্গীত ও কীর্ত্তন করিতেন, তাহা আজও সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে। আচার্য্যদেব তাঁহার সরল বিশ্বাস সহকারে কীর্ত্তন অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং তদ্বিষয়ে তাঁহাকে একান্ত প্রোৎসাহিত করিতেন। সনৃত্য সঙ্গীতে তিনি তাঁহার হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। আচার্য্যদেবের মানুষ চিনিবার যে একটী বিশেষ ক্ষমতা ছিল, তদ্দ্বারা তিনি ভাই কালীশঙ্করকে তখন হইতেই চিনিয়া লইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে তখন হইতে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন।

ভাই কালীশঙ্কর এই সময়ে ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজের প্রথম ভাগ মুদ্রিত করেন। যাঁহারাই তাঁহার এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই মনে হইয়াছে যে তিনি ইংরেজীভাষায় অতীব ব্যুৎপন্ন লোক; কিন্তু যখন তাঁহারা জানিতে পাইয়াছেন যে, ইংরাজী ভাষার সহিত তাঁহার কোন সংস্রব নাই, তখনই তাঁহারা অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিয়া যদি কেহ আত্মস্থ করিয়া থাকেন, তিনি ইনি। আমাদিগের ভাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন যে, ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহার মনের কপাট খুলিয়া দিয়াছে এবং ইংরাজী গ্রন্থাদি পাঠ না করিয়াও যে তিনি সে সকলে অতীব ব্যুৎপন্ন বলিয়া অনেক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছেন, তাহার বীজ এই অধ্যয়ন। আমরা জানি, আমাদিগের ভাই ধর্ম্মতত্ত্বের নিকটে এরূপ ঋণ স্বীকার করিলেও, ইহা কিছুই নহে। যদি তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা না থাকিত, তাহা হইলে কোন একটি বিষয়ের আভাস ধর্ম্মতত্ত্বে পাঠ করিয়া তাহা হইতে নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবন কখনই সম্ভবপর হইত না।

আমাদিগের ভাইয়ের বিলক্ষণ অর্থাগম ছিল, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য ও উদার হস্ত অর্থসঞ্চয় করিতে দেয় নাই। তিনি ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখা অবিশ্বাসসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী গোপনে গোপনে কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করত এক জন বন্ধুযোগে সেবিংব্যাঙ্কে উহা রক্ষা করিয়া স্বামীকে জ্ঞাপন করেন। ইহাতে তিনি সন্তপ্ত হইয়া বলেন, দেখিতেছি তুমি দিন দিন ঘোর সংসারী হইয়া যাইতেছ। এই কথা বলিয়া তিনি পক্ষাধিক কাল তাঁহার হস্তের অন্ন জল গ্রহণ করেন নাই। সংসারী হইয়া ঈদৃশ বৈরাগ্য অতিবিরল। যাহার হস্তে প্রচুর অর্থাগম হয়, সে ব্যক্তি কোথায় সঞ্চয় করাকে অবিশ্বাস ও সংসারাসক্তি মনে করিয়া থাকে! আমাদিগের ভাই আত্মজীবনে নিরন্তর ভগবানের বিশেষ কৃপা দর্শন করিয়াছেন। অসহায় অবস্থা হইতে ক্রমে উত্থান করিয়া কি প্রকার সাংসারিক সুখের অবস্থায় আসিলেন, অধ্যয়নাদি প্রচুর প্রমাণে না করিয়াও কি প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রে আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন, এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেন, এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি ভগবানের কৃপার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি সে কৃপার প্রতি অণুমাত্র যাহারা নির্ভর করিতে ত্রুটি করে, তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইতেন, এবং হৃদয়ে ঘোরতর আঘাত পাইতেন।

ভাই কালীশঙ্কর প্রেরিতত্বলাভের পূর্ব্বে কিরূপ ছিলেন, আমরা তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিলাম। ভরসা করি, তাঁহার সে সময়ের সঙ্গী বন্ধুগণ এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানেন, যাহা সময়ে প্রকাশিত হইবে। তবে এ স্থলে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, তাঁহার সাংসারিক জীবনে যেমন বৈরাগ্য ছিল তেমনি দয়া ছিল। তিনি অনাথ রোগীদিগকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া ঔষধ পথ্য দিয়া আরোগ্য করিয়া দিতেন। যাউক, এখন তাঁহার সাংসারিক বিষয় কর্ম্মত্যাগের পর কোন কোন ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধটির উপসংহার করিতেছি।

১৮০২ শকের ১২ চৈত্র নববিধানের প্রেরিতগণ গাজীপুর, রঙ্গপুর, বম্বে, মান্দ্রাজ এবং পঞ্জাবে গমন করেন। যিনি রঙ্গপুরে যান, তিনি সপরি-

বারে সর্ব্বপ্রথমেই ভাই কালীশঙ্কর দাসের গৃহে উপস্থিত হন। বিধাতার নিগূঢ় কৌশলে ইহাঁকে দীর্ঘকাল ভাই কালীশঙ্করের গৃহেই থাকিতে হয়, অন্য কোথাও যাইতে পারেন না। ভাই কালীশঙ্করের সহিত প্রত্যহ যে একত্র উপাসনা হয়, সেই উপাসনা তাঁহার হৃদয়ে এমনই মুদ্রিত হয় যে, প্রতিদিনের প্রার্থনার বিষয় লইয়া তিনি একএকটি সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহা পরদিন গান করিতেন। যে প্রচারের ভাব এত দিন সংসারের মধ্যে থাকিয়া কথঞ্চিৎ চরিতার্থ হইত, তাহা আর সংসারের সীমা মধ্যে তাঁহাকে অবরুদ্ধ থাকিতে দিল না। তিনি বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জীবন প্রচারে অর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিতে কেহই সমর্থ হইল না। তিনি আর চিকিৎসাকার্য্য করিবেন না বলিয়া জমীদারবর্গকে জানাইলেন। তাঁহাদিগের সুবহু অনুরোধও কার্য্যকর হইল না। অন্য এক জন চিকিৎসককে শীঘ্র আনয়ন করিয়া তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করুন, আর তাঁহারা যেন তাঁহার উপরে নির্ভর না করেন, তিনি তাঁহাদিগকে অবগত করিলেন। তাঁহারা যখন আর তাঁহাকে কিছুতেই রাখিতে পারিলেন না, তখন অন্য চিকিৎসক আনাইলেন। ভাই কালীশঙ্কর ভাদ্র মাসে সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করিলেন। তিনি এক বৎসরের জন্য পরীক্ষাস্থলে রহিলেন, এবং এই কালমধ্যে রঙ্গপুরে চিকিৎসাযোগে প্রচার করিতে আদিষ্ট হইলেন। তিনি সপরিবারে পুনরায় রঙ্গপুরে গেলেন। রঙ্গপুরে গিয়া তাঁহার পত্নী মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে ইনি প্রভূত বিশ্বাস নির্ভর ও সহিষ্ণুতা সহকারে পত্নীর সেবায় দিবারাত্রি নিযুক্ত ছিলেন। এ সময়ে তাঁহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না, আহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহাকে যথোচিত ক্লেশ বহন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার এই পরীক্ষার সংবাদ পাইয়া আচার্য্যদেব তাঁহাকে সপত্নীক কলিকাতায় লইয়া আইসেন। এখানে বৎসরান্তে যথারীতি প্রেরিতবর্গমধ্যে তিনি পরিগৃহীত হন।

ভাই কালীশঙ্করের ঈশ্বরের রাজ্যবিস্তারে স্পৃহা চিরকালই অতিপ্রবল। তিনি এক দিনও অলস ভাবে কাল কর্ত্তন করেন নাই। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া মহিলাগণের জন্য প্রকাশিত "পরিচারিকা" পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পরিচারিকায় তিনি যে সকল উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহার একটির কিয়দংশ আচার্য্যদেব পাঠ করিয়া অতীব প্রশংসা করেন। ভাই কালীশঙ্করের লেখনী অতিসতেজস্ক ছিল, তিনি অনীতি দুর্নীতির উচ্ছেদে লেখনীকে সর্ব্বদা তেজের সহিত নিয়োগ করিতেন। গ্রন্থপ্রণয়নে তাঁহার প্রজ্বলিত উৎসাহ ছিল। ধর্ম্মবিজ্ঞান বীজের দ্বিতীয় ভাগ এই সময়ে তিনি প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করেন। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর উহার তৃতীয় ভাগ প্রচার করেন, চতুর্থ ভাগ এখনও মুদ্রাযন্ত্রে অবস্থিতি করিতেছে। "নববিধান অপরিহার্য্য" "উপাসনা সাধন" তিনিই প্রণয়ন করেন। "সাধ্যসাধন প্রণালী" বলিয়া তিনি আর এক খানি গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন, তাহার কিঞ্চিদংশ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই খানি তিনি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কলেবর ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি এই গ্রন্থখানি পূর্ণ করিয়া মুদ্রিত করিতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। ইনি সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, উহা মুদ্রিত হয় নাই।

ভাই কালীশঙ্কর যে রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যবিস্তারে উৎসাহই তাহার মূল। তিনি ১৮০৭ শকের আশ্বিন মাসে প্রচারার্থ রঙ্গপুরে গমন করেন। ইনি কোন কালে পদব্রজে কোথাও যাতায়াত করেন নাই, প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়া আর তিনি কি প্রকারে পূর্ব্বাভ্যাস রক্ষা করিবেন। সুতরাং রঙ্গপুর হইতে ৯ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত কাকিনিয়ায় পদব্রজে গমন করেন, সেখানে গিয়া তাঁহার শরীর একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এ অব-

স্থায়ও ভাই কালীশঙ্কর প্রচারকার্য্যে বিরত থাকিতে পারেন নাই। তিনি ঐ অবস্থাতেই উৎসাহ সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। একদিন সংকীর্ত্তনে তাহার পৃষ্ঠদেশে (মেরুদণ্ডে) আঘাত অনুভব করেন,এবং তাহা হইতে যে ব্যথা উপস্থিত হয়,সে ব্যথা আর কিছুতেই যায় না। এই ব্যথা ও জ্বর লইয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ক্রমে তাঁহার চলিবার শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। কয়েক মাস মধ্যে একেবারে শয্যাগত হন, আর উঠিতে পারেন না। এই অবস্থায় তিনি প্রায় চারি বৎসর কাল ছিলেন। তাঁহার শরীর নানাপ্রকার যন্ত্রণার আধার হইয়া উঠিয়াছিল। ত্রিক স্থানের নিম্নে যে একখানি দূষিত ক্ষত হয় কোন ঔষধে উহা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে না। তিনি জানিতেন, যখন এই ক্ষত বাড়িতে থাকিবে, তখন আর তাঁহাকে ইহলোকে থাকিতে হইবে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শেষ সময়ে হিক্কায় তিনি অবসন্ন হইয়া কলেবর ত্যাগ করিবেন, ইহাও দেড় বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার এক জন চিকিৎসক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন। এক দিন জল পান করিয়া হিক্কা উপস্থিত হয়, এবং সেই হিক্কা দূষিত জানিয়া উহাই যে এক দিন তাঁহার প্রাণনিঃশেষের কারণ হইবে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন। এ তো গেল তাঁহার সুচিকিৎসকত্বের পরিচয়। তাঁহার ঈশ্বরের রাজ্যবিস্তারে কিদৃশ গাঢ় অনুরাগ ছিল, এই রোগের অবস্থায় তাহা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার ন্যায় রোগযন্ত্রণায় অস্থির ব্যক্তি কার্য্যবিমুখ হইয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিত, লোকে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে কেবল তাহার সঙ্গে রোগের কথা লইয়া আর্ত্তনাদ করিত, কিন্তু ভাই কালীশঙ্করের জীবনব্যয় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। অলস হইয়া ভগবানের শস্যাগার হইতে অন্নগ্রহণ তিনি ভয়ানক অপরাধ মনে করিতেন,সুতরাং শয্যাগত অবস্থাতেও তিনি যাহাতে সমুচিত পরিশ্রম ও ভগবানের নাম ও মহিমা প্রচার করিতে পারেন তাহারই জন্য ব্যস্ত ছিলেন। ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক প্রবন্ধনিচয় লেখা, গ্রন্থপ্রণয়ন করা, সমাগত ব্যক্তিগণের সঙ্গে ভগবৎ প্রসঙ্গ করা ইহাই তাঁহার নিত্য কার্য্য ছিল। যাঁহারা তাঁহার নিকটে আসিতেন, ৫। ৬ ঘণ্টা কাল তাঁহাদিগকে সৎপ্রসঙ্গে যাপন করিতে হইত। কেহ কার্য্যানুরোধে বা অন্য কারণে সত্বর উঠিয়া গেলে, তিনি ক্লেশানুভব করিতেন।

ভাই কালীশঙ্কর যে কয়েক বৎসর রোগশয্যায় ছিলেন, সে সময়ে অনেক সুচিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতিজনের নিকটে আমরা এ জন্য চিরঋণে আবদ্ধ। তাঁহার রোগ অসাধ্য ছিল, সুতরাং কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অসাধ্য রোগের যাতনায় দীর্ঘ কাল শয্যাশায়ী থাকিয়া কি প্রকারে বিশ্বাস, নির্ভর, ঈশ্বরনিষ্ঠা, ঈশ্বরে আনন্দ ও সন্তোষ নিরন্তর রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য যাঁহার জীবন, তিনি কেনই বা রোগের যাতনায় অবসাদগ্রস্ত হইবেন, কেনই বা সে রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। এই দৃষ্টান্তের চূড়ান্তাবস্থা দেখাইবার জন্যই যেন মাসৈক পূর্ব্ব হইতে তাঁহার রোগ তাঁহাকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়াছিল। পূর্ব্বেও তাঁহার কম্প দিয়া প্রায় পক্ষে পক্ষে জ্বর উপস্থিত হইত, এবার এ কম্প ও জ্বর তাঁহার যেটুকু বল ছিল নিঃশেষ করিয়া দিল, অরুচি প্রভৃতি বিবিধ উপসর্গ আনিয়া উপস্থিত করিল, ত্রিকস্থানের নিম্নের ক্ষত বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার যে শেষ সময় উপস্থিত তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অবশিষ্ট ছিল হিক্কা তাহাও সপ্তাহ পূর্ব্বে দেখা দিল। হিক্কা উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বলিলেন, এই পথ দিয়া তাঁহাকে পরলোক গমন করিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিক্কার তীব্র যাতনার অবস্থায়ও জিজ্ঞাসিত হইয়া কখন "ভাল আছি" ভিন্ন অন্য উত্তর দিতেন না। কেবল এক দিন একজন শ্রদ্ধেয় ভাই কিরূপ যাতনা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, বড়ই যাতনা। কিরূপ যাতনা হয় জানিবার জন্য আমরা নিদান খুলিয়া দেখি তাহাতে লিখিত আছে, যকৃৎ

প্লীহা অন্ত্রাদি যেন মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে এইরূপ হিক্কায় তীব্র যাতনা হয়। আমরা ভাই কালীশঙ্করের উদরোপরি হস্ত রাখিয়া দেখিয়াছি, ভিতরের যন্ত্রগুলি যেন উলট্ পালট্ হইয়া যাইতেছে। অথচ এই যাতনার ভিতর তাঁহার মুখ সদা প্রশান্ত, যিনি আসিতেছেন তাঁহাকেই প্রণামাদি করিতেছেন, বন্ধুগণের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন, কোন কোন সঙ্গীত আপনি বলিয়া দিতেছেন, কখন বা ভাবে গদ্গদ হইয়া আপনি সঙ্গীত করিতেছেন। হিক্কা কথাবরোধ করিয়া আনে, তথাপি থাকিয়া থাকিয়া সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত। লোকান্তরগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া কেবল তিনি এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, রোগের অবস্থায় তিনি যে সকল রত্ন লাভ করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীকে দিয়া যাইতে পারিলেন না। এ সময়ে তাঁহার যে ঈশ্বরদর্শন অতীব উজ্জ্বল হইয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক জন বন্ধু দর্শনবিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে এমনই সহজে তাহার উত্তর দিলেন যে, তাহাতেই সকলের প্রতীত হইল যে, জননী তাঁহার চক্ষুর নিকটে নিরন্তর ভাসিতেছেন। শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া যে এইটি তাঁহার বিশেষ লাভ হইয়াছে, একটি সঙ্গীত দ্বারা তিনি তাহা স্পষ্ট অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ভাই কালীশঙ্করের বিধানের প্রতি বিশ্বাস অটল। অবতীর্ণ সত্য ও বিধিগুলির তিনি যেমন মর্য্যাদা বুঝিতেন, আমাদিগের মধ্যে ঐ সকলের মর্য্যাদা তেমন বুঝিবার লোকসংখ্যা অল্প। তাঁহার এই সকলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস অনেক সময়ে তাঁহার বন্ধুগণের উদ্বেগের কারণ হইত। তাঁহার পত্নী যখন ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিলেন, তাঁহার ঈদৃশ কুমতি কেন উপস্থিত হইল, অন্য দশ জন সংসারীর ন্যায় তিনিও অধীর হইলেন। তিনি যেন এ সময়ে অবিশ্বাসী না হন, এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন। পরলোকগমনোদ্যত আত্মাকে যাইবার সাহায্য করিতে হইবে, ক্রন্দনাদি দ্বারা তাহার উদ্বেগ বর্দ্ধিত করিবে না, সংহিতার এরূপ ব্যবস্থা আছে বলিয়া এই নিয়ম প্রতিপালন জন্য পত্নীকে তিনি এরূপ ভৎর্সনা করেন। তিনি তাঁহার পত্নীকে বলেন, "আমি অন্তররাজ্যে যাইতেছি বিশ্বাস কর। দুঃখের ভিতরে বড়ই সুখ ইহা যেন মনে থাকে।" তিনি চরম সময় পর্য্যন্ত কেবল ঈশ্বরের কথা বলিয়াছেন, একটিও সংসারের কথা মুখে আনয়ন করেন নাই। অনীতি অধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যে ঘৃণা ছিল, তাহা এ সময়েও যে অক্ষুণ্ণ আছে, দুই এক কথায় তাহাও প্রকাশ পাইয়াছিল।

সোমবারে তিনি অন্তরে প্রবেশ করিবেন কি না আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আমরা বলি এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। মঙ্গলবারে রোগ সমধিক পরিমাণে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া ফেলে, তখন তাঁহাকে অন্তরে প্রবেশের সময় উপস্থিত বলা যায়। সেই হইতে তিনি সংযতবাক্ হইয়া বাহ্য কথা রহিত করিয়া দেন। কখন কেহ নিতান্ত ডাকিলে অস্ফুটস্বরে তাহার উত্তর দিয়াছেন। যাহা হউক, মঙ্গলবারের সায়ং হইতে রজনী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই রোগই তাঁহাকে নির্ব্বাক্ করিয়া ফেলিল; আর তাঁহার বাক্যাদি বলিবার সামর্থ্য রহিল না। রাত্রি ১০ টার পূর্ব্বে চক্ষু প্রায় পলকশূন্য হইয়া আসিল। ১১ টার পর হিক্কা ঘনশ্বাসে পরিণত হইল। পর দিন বুধবার ১১। ৪১ মিনিটের সময়ে সহজে প্রাণবায়ু তাঁহার দেহ হইতে বিনির্গত হইল। তিনি প্রশান্তভাবে চিরনিদ্রিত হইলেন, পার্থিব সকল প্রকারের দৈহিক ক্লেশ অন্তর্হিত হইল। "আমি মা আনন্দময়ীর ছেলে, কারেও নাহি ডরি" এই গান চরমে পুনঃ পুনঃ গান করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গীত অর্থযুক্ত হইল, তিনি নির্ভয়ে মার ক্রোড়ে প্রাণ সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

আমরা ভাই কালীশঙ্করের চরিত্রের বিষয় কি বলিব, তাঁহার জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইল, উহা হইতেই সকলে তাহা সঙ্কলিত করিয়া লউন। আমরা এই বুঝিয়াছি যে, দীর্ঘকালব্যাপী

রোগযন্ত্রণা ও মৃত্যুনিকষে তাঁহার বিশ্বাস নির্ভর ঈশ্বরনিষ্ঠা, ঈশ্বরে শান্তি ও আনন্দ পরীক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার যে এই সকল সম্পত্তি ছিল পৃথিবী আর তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। এ সকল যে সকলেই উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা তিনি বিলক্ষণ সকলকে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

"প্রেরিত মহাজন বিশ্বাসিগণের নিজ আত্মা অপেক্ষা তাঁহাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী" এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এ পৃথিবীতে কয় জন ব্যক্তির এরূপ সৌভাগ্য উপস্থিত হয় যে, তাঁহারা প্রেরিত মহাজনগণের সঙ্গে একত্র এ পৃথিবীতে বাস করিবেন। শত শত বর্ষ পরে এক এক জন মহাজনের অভ্যুদয় হয়, এবং যিনি আসিলেন তিনিও অতি অল্প দিন পৃথিবীতে বাস করেন। সুতরাং সাধারণ মানবগণের পক্ষে এমন এক জন আত্মার পরমাত্মীয় পাওয়া সুকঠিন, যাঁহাকে তিনি আপন আত্মাপেক্ষা আত্মার অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। পৃথিবীর এ অভাব কি প্রকারে পূরণ হইতে পারে, এইটি অন্বেষণ করিয়া বাহির করা একান্ত প্রয়োজন, অন্যথা জনসমাজকে এই গুরুতর অভাবে নিত্যকাল নিপীড়িত হইতে হইবে, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ থাকিবে। আমরা ইহা বিশ্বাস করি যে, প্রেরিত মহাজন বিশ্বাসিগণের নিজ আত্মা অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্ত্তী। অন্য কোন ব্যক্তি যত বড় কেন সাধু সচ্চরিত্র হউন না, এ স্থান অধিকার করিতে পারেন না। যদি আমাপেক্ষা আমাকে জানিবার উপায় অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রেরিত মহাজনের সান্নিধ্য নিতান্ত প্রয়োজন। এ সংসারে কোথায় সেই সান্নিধ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইটি বাহির করিতে পারিলেই আমরা সিদ্ধমনোরথ হইব। প্রেরিত মহাজনগণ এই পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবার পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রতি জগতের দৃষ্টি আজও নিপতিত হয় নাই। আসিলেন আর চলিয়া গেলেন, মহাজনগণ মধ্যে কেহই এ মতে সায় দেন নাই। তাঁহারা আসিলেন, আসিয়া আর চলিয়া গেলেন না, এই তাঁহাদের মত। রক্ত মাংসের শরীরে তাঁহাদের স্থিতি রহিল না, তবে আর তাঁহারা রহিলেন কি প্রকারে, পৃথিবী এই কথা বলে। স্বতন্ত্র শরীরে তাঁহারা রহিলেন না বটে, কিন্তু মণ্ডলীর শরীরে তাঁহারা চিরদিনের জন্য পৃথিবীতে রহিয়া গেলেন। বিস্তৃত মণ্ডলীকে আঁকড়াইয়া ধরা সাধকের পক্ষে সুকঠিন, এ জন্য তাঁহারা বলিলেন, বিশ্বাসী দুই ব্যক্তি মিলিত হইলে তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহারা থাকেন। এরূপ তাঁহারা কেন বলিলেন, এরূপ বলাতে দর্শনবিজ্ঞানে কোন দোষ পড়িল কি না, সে সকল আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, অধ্যাত্মরাজ্যে এটি যে একটি অখণ্ড্য সত্য তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই সত্য বর্ত্তমানে এমনই সুস্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, এ সম্বন্ধে আমাদিগের অণুমাত্র সংশয় নাই। আমরা এখন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যেখানে দুজন বিশ্বাসী এক হইয়াছে, সেখানে এই দুই জন আর এক জন বিশ্বাসীর আত্মা অপেক্ষা তাঁহার নিকটবর্ত্তী। এ সত্য যিনি ইচ্ছা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, আমরা নিশ্চয় জানি পরীক্ষায় এ সত্য সপ্রমাণ হইবে। তবে যিনি পরীক্ষা করিবেন, তাঁহার নিরভিমান হওয়া সমুচিত, অন্যথা অভিমান সত্য দর্শনে অন্তরায় হইবে।

অলৌকিকরূপে জীবন রক্ষা।

৩ য়।

হজরত মোহম্মদ গারেসুরে শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আবুবেকর সহ উষ্ট্রারোহণে দ্রুতগতি মদিনাভিমুখে যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে সরাকা নামক এক জন দুর্দ্দান্ত বলবান্ পুরুষ হজরতের পরমশত্রু কোরেশদলপতি আবুজহল হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় অস্ত্র শস্ত্র সহ অশ্বারোহণে তাঁহার অনুসন্ধানে ধাবিত হয়। মক্কানগর হইতে হজরত অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন, শত্রুর আক্রমণ হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া আবুবেকর সহ ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, এবং কোরাণের বচন সকল উচ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সরাকা করবাল ও বরষাস্ত্র ধারণ করিয়া মহাবেগে নিকটে উপস্থিত হইল। সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি আবুবেকরের দৃষ্টি পড়ে, আবুবেকর তাহাকে দেখিয়াই ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "দেব, ভয়ঙ্কর শত্রু উপস্থিত, আর বাঁচিবার উপায় নাই।" তখন পরমবিশ্বাসী হজরত মোহম্মদ নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, "ভয় নাই, প্রভু পরমেশ্বর সঙ্গে আছেন। তিনি আশ্রিত দাসদিগকে রক্ষা করিবেন।" ইহা বলিয়াই মনের আবেগে প্রার্থনা করিলেন। সরাকা সবেগে অদূরে পঁহুছিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে সমুদ্যত, এমন সময়ে হঠাৎ সরাকার অশ্বের সম্মুখের পদ মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, অশ্ব অধোমুখে পড়িয়া যায়। সরাকাও তৎসঙ্গে ভূতলে পতিত হয়, এবং গুরুতর আঘাত পায়। এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া তাহার চৈতন্যোদয় হয়। তখন সে হজরতকে সম্বোধন করিয়া বলে, "মোহম্মদ, বাস্তবিক তুমি ঈশ্বরের প্রেরিত, তোমার ঈশ্বর সত্য ও তোমার অবলম্বিত ধর্ম্ম সত্য, আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। আমি তোমার কোনরূপ উপকার করিতে প্রস্তুত আছি। বল, তোমার কি উপকার করিব।" হজরত বলিলেন, "আমি তোমার নিকটে অন্য কোন উপকারের প্রত্যাশা করি না, আমি যে এই পথে মদিনায় যাইতেছি, ইহা তুমি কাহাকেও

বলিও না, এই উপকার করিও।" এই কথা শুনিয়া সরাকা মক্কাভিমুখে ফিরিয়া গেল। হজরতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত যাহাদিগকে পাইল তাহাদিগকেই বলিল, "মোহম্মদ এই অঞ্চলে কোথাও নাই, আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি, কোন স্থানে তাহার চিহ্নও পাইলাম না, তোমরা বৃথা চেষ্টা করিতেছ।" এই বলিয়া সে তাহাদিগকে মক্কায় ফিরাইয়া লইয়া গেল। এ দিকে হজরত মোহম্মদ নির্ব্বিঘ্নে মদিনায় পঁহুছিলেন।

ঈশার অনুকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

ষষ্ঠাধ্যায়।

সদ্বিবেকে আনন্দ।

১। সদ্বিবেকের প্রমাণই সজ্জনের গৌরব।

বিবেক অক্ষুণ্ণ রাখ, তুমি চিরসুখী হইবে।

সদ্বিবেক সমধিক বহনে সমর্থ, এবং দরিদ্রতামধ্যেও হর্ষোৎফুল্ল হইতে সুক্ষম।

অসদ্বিবেক নিরন্তর ভয়ব্যাকুল।

তুমি মধুর শান্তি সম্ভোগ করিবে, যদি তোমার হৃদয় তোমায় অপরাধী সাব্যস্ত না করে।

কিছু ভাল না করিয়া আনন্দিত হইও না।

দুরাত্মা কখন যথার্থ আনন্দ অনুভব করে না, অন্তরে শান্তিও সম্ভোগ করে না, কারণ প্রভু বলিয়াছেন, "দুরাত্মার শান্তি নাই।"

অপিচ যদি তাহারা বলে, "আমরা শান্তিতে আছি, আমাদের কখন অমঙ্গল হইবে না, কে আমাদিগের অপচয় করিতে সাহসী হইবে?" তাহাদিগের এ কথায় বিশ্বাস করিও না, কারণ অকস্মাৎ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার উপস্থিত হইবে, এবং তাহাদিগের সমুদায় কার্য্য অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিবে, এবং তাহাদিগের মনোগত ভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

২। যাহার অনুরাগ আছে, তাহার দুঃখ বিপদে গৌরব করা কিছু কঠিন বিষয় নহে, কারণ এরূপে গৌরব করা প্রভুর ক্রুশে গৌরব করা।

মানুষে যে গৌরব দেয় ও যে গৌরব তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অতিক্ষণস্থায়ী।

বিষাদ নিরন্তর পৃথিবীর গৌরবের অনুবর্ত্তন করে। সজ্জনের বিবেকেতে গৌরব, মানুষের মুখে গৌরব নহে।

ধার্ম্মিকব্যক্তির আনন্দ ঈশ্বরেতে ঈশ্বর হইতে, সত্যেতেই তাঁহারা আনন্দ করিয়া থাকেন।

যে ব্যক্তি শাশ্বত সত্য গৌরব অভিলাষ করে, সে কখন যাহা কিছু পার্থিব তৎপ্রতি সযত্ন হয় না।

যে ব্যক্তি পার্থিব গৌরব অন্বেষণ করে, অথবা হৃদয়ের সহিত উহা ঘৃণা না করে, স্পষ্ট দেখায় যে স্বর্গীয় বিষয়ের জন্য তাহার অল্পই অনুরাগ আছে।

তাহারই হৃদয়ে সমধিক শান্তি যে ব্যক্তি প্রশংসা বা ভর্ৎসনায় কর্ণপাত করে না।

৩। সে ব্যক্তি সহজে সন্তুষ্ট এবং বিশ্রান্তচিত্ত, যাহার বিবেক বিশুদ্ধ।

তোমাকে সকলে প্রশংসা করে বলিয়া তুমি সমধিক পবিত্রহৃদয় নও, তোমাকে সকলে দোষ দেয় বলিয়াও তুমি নিতান্ত মন্দাত্মা নও।

কারণ তুমি যা, তুমি তাই। লোকে যাহা বলে তদ্দ্বারা ঈশ্বর যাহা দেখেন তাহা হইতে তুমি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পার না।

তুমি অন্তরে অন্তরে যাহা তৎপ্রতি যদি তোমার খুব দৃষ্টি থাকে, মানুষে তোমার সম্বন্ধে কি বলে তৎপ্রতি তুমি মনোভিনিবেশ করিবে না।

মানুষ মুখ দেখে, কিন্তু ঈশ্বর হৃদয় দেখেন।

মানুষ কার্য্য বিচার করে, ঈশ্বর অভিপ্রায় তৌল করেন।

নিয়ত ভাল কার্য্য করা এবং আপনার বিষয়ে কিছু না ভাবা দীনাত্মার লক্ষণ।

কোন জীব হইতে সান্ত্বনা লাভের অভিলাষ না করা সমধিক পবিত্রতা এবং আন্তরিক আশ্বস্ততার লক্ষণ।

ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি অন্য মানুষের প্রশংসা অন্বেষণ করে না, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে তাহার আপনাকে ঈশ্বরেতে অর্পণ করিয়াছে।

ধন্যাত্মা পল বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আপনাকে প্রশংসা করে সে গৃহীত হয় না, সেই ব্যক্তি গৃহীত হয় যাহাকে প্রভু প্রশংসা করেন।"

অন্তরে অন্তরে ঈশ্বরের সঙ্গে বিচরণ করা, এবং পার্থিব বস্তুনিচয় হইতে অন্তঃকরণ বিচ্ছিন্ন করা অধ্যাত্মভাবাপন্ন মানবের অবস্থা।

প্রাপ্ত।

সামাজিক উন্নতি বিষয়ক প্রার্থনা।

পুরাতন শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কানাইলাল পাইন হইতে প্রাপ্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরের নিকট যাইবার পথ নানা, কিন্তু তাঁহাকে ভোগ করিবার পথ এক। সেই পথই প্রকৃত ধর্ম্ম। তাহা অদ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় অদ্বিতীয়। সেই পথ এই;—

১। চরিত্রগত নৈতিক বিশুদ্ধতা।

২। আন্তরিক "ব্রহ্মোপাসনা" ও "প্রার্থনাশীলতা।"

৩। নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া এ সংসারে কর্ত্তব্য সাধন করা।

৪। সরল ও ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের পবিত্র সহবাস ভোগেচ্ছা।

৫। তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ চরণে আত্মোৎসর্গ করা।

৬। তাঁহার প্রেমপাথারে গভীর হইতে গভীরতর স্থলে মগ্ন হইতে থাকা। এই সমস্ত উপায়ের সমষ্টি ঐ পথ।

ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা কি ঈদৃশ অধ্যাত্ম কথা আপনাদিগের নিকট বারংবার শুনিতে পান ও তদনুরূপ আপনাদিগের ব্যবহার দেখিয়া তাহার মত আচরণ করিবার চেষ্টা করেন? এই প্রকার গভীর আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে আপনারা যদি যথোপযুক্ত মনোযোগী না হইয়া থাকেন, তবে কি তৎপ্রতি অবহেলাপরাধ জন্য ব্রাহ্মসমাজের অমঙ্গল করিতেছেন না? ঈদৃশ প্রয়োজনীয় ও বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানে শিথিলযত্ন হইয়া তদপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ সামাজিক অনুষ্ঠান লইয়া অধিক ব্যস্ত থাকা কি আপনাদিগের ন্যায় গুরুভারবহনকারী লোকের উচিত? আপনারা কি জানেন না যে, যে সকল পতিত ও পতিতারা আপনাদিগের যত্ন ও চেষ্টায় তাঁহাদিগের মঙ্গলজন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা আপনাদিগেরই কঠোর তপস্যাচরণ ও সদ্দৃষ্টান্ত দীর্ঘকাল অনুকরণ করিতে পারিলে তাহাদিগের বহুদোষে দূষিত শোণিত, চিন্তা ও হৃদয়ের ভাব অল্পে অল্পে পবিত্র হইবার সম্ভাবনা। আপনাদিগেরই ধর্ম্মবলে তাহাদিগের ধর্ম্মবল বাড়িতে থাকিবে। ঈশ্বরকৃপায় আপনারা এরূপ সচেতন ও সাবধান হইয়া চলিতে থাকুন যেন আপনারা আপনাদিগকে ও ব্রাহ্মসমাজকে নানা কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিতে পারেন। নতুবা আপনারা আচার্য্য ও প্রচারকের উচ্চপদ ও বিবিধ মঙ্গলজনক ব্রাহ্মসমাজের অবমাননা ও হীনতার কারণ হইবেন। দয়াময় ব্রাহ্মদিগকে সে দুর্গতি হইতে রক্ষা করুন।

হে নিত্য ও পূর্ণমঙ্গলাকর, আপনার প্রতিষ্ঠিত যে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজকর্ত্তৃক প্রভূত মঙ্গলের সম্ভাবনা, সেই আদরের ব্রাহ্মসমাজ কি এত দিন পরে কতিপয় বিভ্রান্ত ও পরিণামদর্শনে অযোগ্য যুবার হস্তে পড়িয়া শ্রীভ্রষ্ট ও তব তত্ত্বদর্শী ও প্রেমের প্রেমিকদিগের দুঃখের স্থান হইবে? প্রভো, তোমার প্রিয় বস্তুকে তুমি না রক্ষা করিলে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? প্রাণনাথ, যাহাদিগের অজ্ঞতাদোষে ব্রাহ্মসমাজে অমঙ্গল ঘটিতেছে তাহাদিগকে চক্ষুষ্মান্ কর। তাহাদিগকে এমন জ্ঞানালোক প্রদান কর, যাহার বলে তাহারা আপনাদিগকে পবিত্র ও ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। পিতঃ, এ বৃদ্ধ বালকের রোদন যেন বৃথা না হয়! মঙ্গলময়, তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা ব্রাহ্মদিগের জীবনে পূর্ণ হউক! তোমার জয় ব্রাহ্মসমাজে হউক!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

——০০——

আকাশেশ্বর।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

গত প্রকাশিতের পর।

তুমি বলিবে, ঈশ্বর আকাশ নহেন, তিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, তাই আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও (অর্থাৎ সহজে) তাঁহাকে দেখিতে পাই না। আমাদের চর্ম্মচক্ষুর শক্তি আকাশ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারে, ঈশ্বর আকাশেরও অতীত জন্য জ্ঞানচক্ষু ব্যতীত চর্ম্মচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আকাশের অতিরিক্ত পরম সূক্ষ্ম ঈশ্বর যে নাই তাহা আমরা পরে সপ্রমাণ করিব। এখন আমরা এই কথা বলি যে, ঈশ্বর জ্ঞান ও চক্ষুতে তুল্যভাবে আছেন কি না? যদি এই দুইয়েরই ঈশ্বরের সহিত তুল্য নিকটসম্পর্ক হয়, আর ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বাহিরে ও সর্ব্বত্র সমান ভাবে থাকেন, তাহা হইলে চর্ম্মচক্ষু দ্বারা আমরা কি জন্য তাঁহাকে দেখিতে পাইব না? আমাদের বাহিরে যদি ঈশ্বর থাকেন তাহা হইলে বাহিরের চক্ষু দ্বারা অন্ততঃ বাহিরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়—এ কথা তোমার স্বীকার করিতেই হইবে। যে চক্ষুর সর্ব্বত্র ঈশ্বর, সেই চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না এই কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে কোন প্রকার আবরণে আবৃত করিয়া কিংবা স্বয়ংই অন্য কোন আবরণে আবৃত হইয়া আমাদিগকে তাঁহা হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত সহজ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ভাব হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, এ কথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে কোন প্রকারেই তুমি দয়াময় বা ন্যায়বান্ ঈশ্বর বলিতে পার না। তুমি যাহাই কেন বল না, আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, যে দিন হইতে আমরা ঈশ্বর ছাড়িয়া আকাশ বলিয়াছি, সেই দিন হইতে ঈশ্বরের সহিত আমাদের সর্ব্বসাধারণের যে সহজ প্রত্যক্ষ ভাব, তাহা হইতেও আমরা বঞ্চিত হইয়াছি, এবং ঈশ্বরের সহিত আমরা যে নিত্য যোগে আছি আমাদের তাহা অনুভব করিবার শক্তিও লোপ হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসাধারণে ঈশ্বরকে সহজে দর্শন করিতে না পারিয়া নাস্তিকতা প্রভৃতি মহাপাপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। এখন যদি আমাদের এই ভ্রম দূর হয় এবং আমরা যদি আকাশকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে ও চিনিতে পারি, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত আর আমাদের যোগাভ্যাস করিতে হইবে না। আমরা আকাশের সহিত যে নিত্যযুক্ত তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। আমাদের মুখ, নাসিকা, কর্ণ, উদর প্রভৃতিতে বিশুদ্ধ আকাশ দেখিয়া—আমরা যে আকাশের সহিত গাঁথা তাহা যখন আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারি, আমাদের বাহিরে যে আকাশ আছে তাহাও যখন আমরা সহজেই দেখিতেছি, তখন ক্লেশ করিয়া যোগাভ্যাসের আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কেবল আকাশে ঈশ্বর জ্ঞান হইলেই আমরা যে ঈশ্বরে সর্ব্বদাই যুক্ত আছি তাহা আমরা অতিসহজেই বুঝিতে ও দেখিতে পারিব। আমরা সহজে সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করিব, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রত্যক্ষ করিব, তাঁহাকে সাক্ষাতে বর্ত্তমান দেখিয়া আমাদের সর্ব্বসাধারণের নাস্তিকতা ও পাপপ্রবৃত্তি সকল চলিয়া যাইবে। তাঁহার সাক্ষাতে পাপ করিতে আমাদের

ভয় করিবে, মিথ্যা বলিতে লজ্জা করিবে, এবং সেই নিরালম্ব ঈশ্বরে যে আমরা চিরমিশ্রিত, এই জ্ঞানের দৃঢ়ত্ব হেতু আমরা সকলেই নিত্যযোগী হইয়া দেহান্তে নিরালম্ব ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া চিরসুখী হইব।

দর্শনাদি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, আকাশ, বায়ু অগ্নি, জল ও পৃথিবীর এই পাঁচটী মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ যথাক্রমে পঞ্চ মহাভূতের এই পাঁচ প্রকার গুণ *। এই পঞ্চ মহাভূতের কোথা হইতে উৎপত্তি, তাহাও দর্শন, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে †। যথা,—আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, (অগ্নি) তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী। আত্মা শব্দে এখানে অবশ্যই পরমাত্মাকে (ঈশ্বরকে) বুঝায়। তবেই এখন বলিতে হইল যে, অনাদি অনন্ত ঈশ্বর হইতে অনাদি অনন্ত আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কখনই অনাদি অনন্ত হইতে পারে না, তাহা সীমাবিশিষ্ট হইবেই হইবে। পৃথিব্যাদি অসংখ্য জগৎকে যে আকাশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমুদায়েরই সীমা আছে। আকাশকে যদি উৎপন্ন বল, তবে এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহাকেও আদি অন্ত বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার কর। কিন্তু আকাশকে তুমি সীমা করিতে পার না, কারণ কেহ কখন আকাশের সীমা দেখিতে পায় নাই, এবং শাস্ত্রেও আকাশকে অসীম বলিয়া উক্ত হইয়াছে ‡। যদি অনাদি অনন্ত ঈশ্বর হইতে অনাদি অনন্ত আকাশের উৎপত্তি স্বীকার কর তাহা হইলে ঈশ্বরের ব্রহ্মত্ব থাকে না, কারণ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তিনিই ব্রহ্ম। যদি আকাশ আর ঈশ্বর উভয়েই অনাদি অনন্ত হন, তাহা হইলে আর তাঁহার ব্রহ্মত্ব (বৃহত্ত্ব) থাকিল কোথায়? আর তুমি যে চির কাল বলিয়া আসিতেছ, ঈশ্বরের তুলনা নাই তাহাও কথামাত্রে পরিণত হইতেছে, যেহেতু অনাদি অনন্তত্বে ও বৃহত্ত্বে আকাশ আর ঈশ্বরকে তুমিই তুল্যতা দান করিতেছ। আকাশ যে অনাদি অনন্ত তাহা তোমারও স্বীকার করিতে হইতেছে, অতএব তোমার মতেও যে আকাশ ঈশ্বরের একটি গুণে গুণযুক্ত হইতেছে তাহা তুমি বিস্মৃত হইও না। আর বৃহত্ত্বে যদি আকাশ ও ঈশ্বরের তুল্যত্ব হইল তবে স্বীকার কর আকাশের উৎপত্তি নাই; দর্শন, উপনিষদাদিতে যে ঈশ্বর হইতে আকাশের উৎপত্তির প্রসঙ্গ আছে তাহা সিদ্ধ হইতেছে না।

ক্রমশঃ।

* ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রাণীতি ভূতেভ্যঃ।
পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশমিতি ভূতানি।

ন্যায় দর্শন।

স্থূলাৎ পঞ্চ তন্মাত্রস্য। ৬২। সূত্র।

সাঙ্খ্য দর্শন।

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানামাধার ভূতানি স্থূলানামবিশেষাঃ।

সাঙ্খ্যভাষ্য।

মহাভূতানি খং বায়ুরগ্নিরাপঃ ক্ষিতিস্তথা।
শব্দস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদ্গুণাঃ॥

১ অ, শারীর স্থান, চরক সংহিতা।

তেষাং বিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্তেভ্যো ভূতানি
ব্যোমানিলানলজলোর্ব্ব্যঃ। ২ অ, শারীর স্থান, সুশ্রুত।

† আত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুঃ
বায়োরগ্নিরগ্নেরাপোঽদ্ভ্যঃ পৃথিবী।

তৈত্তিরায়োপনিষৎ।

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরঃ পরতঃ পরঃ।
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

মুণ্ডক ও কঠোপনিষৎ।

মনঃ সৃষ্টিং প্রকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জায়তে তস্মাত্তস্য শব্দগুণং বিদুঃ॥ ৭৫

১ অ, মনুসংহিতা।

তাভ্যাং স সকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং। ১৩।

ঐ ঐ

‡ তৎ পরং যোগিভির্ধ্যেয়ং ব্যোম যস্য তু মধ্যমং।
ব্যোমান্তগং যত্তু ধ্যেয়মনন্তাকাশমব্যয়ং॥

১২ অ, বৃহৎ পরাশর সংহিতা।

ঘট পটাদির ন্যায় বিভুর পরিমাণ হয় না বলিয়া নৈয়ায়িকেরা আকাশের পরম মহৎ পরিমাণ স্বীকার করিয়াছেন। আকাশের পরম মহৎ পরিমাণ যে তাঁহারা কি প্রকারে, কোথায় পাইলেন তাহা আমাদের বুঝিয়া উঠা কঠিন। তবে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহারা আকাশকে উৎপন্ন বলিয়াছেন বলিয়াই অনুমানে আকাশের পরিমাণ থাকাও প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা যে নিতান্তই কল্পনা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—০—

সংবাদ।

গয়া নববিধানসমাজে ১১ মাঘ উপলক্ষে উৎসব হয়। এই উৎসবে শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ রায় যথানিয়ম নববিধানমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছেন। টাঙ্গাইল নববিধানসমাজেও মাঘোৎসব উৎসাহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে।

টাঙ্গাইলের নববিধানসমাজের গায়ক শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তথায় বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে।

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত "মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী জিহ্বা" ও "ব্রহ্মাণ্ডপতির বংশীনাদ" সম্পাদকের সপরিবার পীড়ানিবন্ধন এত দিন বাহির হয় নাই। ঐ পত্রিকাদ্বয় যাহাতে রীতিমত বাহির হয় সম্পাদক তজ্জন্য যত্ন করিতেছেন।

ভাই রামচন্দ্র সিংহের পত্নীর পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেক

দিন যাবৎ অসুস্থ থাকায় তাঁহার শরীর দিন দিন অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যকৃতের দোষ, জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইয়াছে। এক্ষণে সুবিখ্যাত ডাক্তার হীরালাল ঘোষ মহাশয়ের পরামর্শ মতে আমাদের পরমোপকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। হীরালাল বাবু আরোগ্য হইবার আশা দিতেছেন। আমাদের ভাই ছোট ছোট ছেলে তিনটিকে লইয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষায় বড়ই বিপদাপন্ন হইয়াছেন। বিপদের সহায় দীনবন্ধু তাঁহাকে পরীক্ষাবহনের বল প্রদান করুন।

২য় ভাগ হাফেজ বাহির হইয়াছে মূল্য ।০ চারি আনা ডাকমাসুল ৴১০ অর্দ্ধ আনা।

২য় ভাগ তাপসমালা যাহা অনেক দিন নিঃশেষিত হওয়ায় অনেকে পান নাই, সকলের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, সে পুস্তক খানি পুনরায় মুদ্রিত হইয়া আমাদের কার্য্যালয়ে বিক্রয় হইতেছে, মূল্য ॥০ আনা, মাসুল ৴০ এক আনা মাত্র।

৩০ মাঘ পর্য্যন্ত স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধের ব্যয় জন্য প্রাপ্ত নিম্নলিখিত বিশেষ ভিক্ষা আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। দয়াময় ঈশ্বর দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায়	...	১০৲
„ „ মধুসূদন সেন এসেসর	...	৫৲
একটী বন্ধু কাঁচড়া পাড়া	...	৮৲
শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১৲
„ „ মধুসূদন সেন	...	১৲
„ „ হেমচন্দ্র গুপ্ত	...	১৲
„ „ শরচ্চন্দ্র সরকার	...	৮৲
„ „ দ্বারিকানাথ দাস	...	১০৲
শ্রীযুক্ত আবদুল হামিদ সাহেব	...	৫৲
„ বাবু অমৃতলাল সেন কুচবিহার	...	৫৲
„ „ বেণীমাধব মজুমদার চাঁচল	...	৫৲
„ „ লক্ষ্মণচন্দ্র আস মঙ্গল গঞ্জ	...	১৫৲

বিশেষ কার্য্যানুরোধে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন তাঁহার জন্মভূমি পাঁচদোনায় গমন করিয়াছেন। ভাই বলদেব নারায়ণ কয়েক দিবস আমাদের সঙ্গে থাকিয়া পুনরায় তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভাই দীননাথ মজুমদার বহরমপুর অবস্থান কালে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন, মধ্যে ভাগলপুর আসিয়া একটু ভাল ছিলেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, তাঁহার শরীর পুনরায় অসুস্থ হওয়ায় ভাগলপুর ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গত ২১ মাঘ শনিবার বীডন উদ্যানে ভক্তিবিষয়ে একটী প্রকাশ্যবক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রায় চারি শত লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন।

কোন একটি প্রদেশের নববিধানসমাজাশ্রিত উপাসকমণ্ডলী-সভা হইতে সর্ব্বসম্মতিমতে শ্রীদরবারে এই মর্ম্মে পত্র আসিয়াছে যে, শ্রীদরবারের প্রতি অযথা অত্যাচারে সভা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সেই অত্যাচারপ্রযুক্ত শ্রীদরবার যে এবার যথারীতি মাঘোৎসব করিয়া তাঁহাদিগকে উপকৃত করিতে পারিলেন না তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন, এবং এ বার কোন বাহ্য সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বর প্রকাশ না করিয়া দুঃখের সহিত উক্ত উপাসকমণ্ডলী ১১ই মাঘের উৎসব করিয়াছেন। ভাই দীননাথ মজুমদার ভাগলপুর হইতে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি আমাদের সহিত অন্তরে যোগ স্থাপন করিয়া বিষাদের সহিত বিনা আড়ম্বরে কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া ১১ই মাঘের উৎসব করিয়াছেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আড়ম্বরের উৎসব কোথাও করিব না সঙ্কল্প ছিল, বনে গিয়া রোদন করিবার ইচ্ছা ছিল, বিধাতা আমাকে কিছুই করিতে দিলেন না।"

সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট বিশেষ অনুরোধ।

আমরা কিছুতেই ধর্ম্মতত্ত্বের হিসাব পুস্তক আমাদের হস্তে পাইলাম না সুতরাং বিদেশস্থ গ্রাহকদিগের মধ্যে কাহার নিকট কত পাওনা কিছুই অবগত নহি। গ্রাহক মহাশয়দিগের অনুগ্রহের উপরেই এখন আমাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইতেছে। অতএব প্রার্থনা আমরা আমাদের এই বিপদের সময় সমস্ত গ্রাহকের নিকট এক বৎসরের মূল্য ভিক্ষা চাহিতেছি। যাঁহাদের হিসাব স্মরণ আছে, তাঁহারা ঐ টাকা পাঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কোন্ বৎসরের মূল্য দিলেন যেন অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দেন। যাঁহাদের হিসাব স্মরণ নাই, তাঁহাদের অভিপ্রায় মত ঐ টাকা পুরাতন কিংবা নূতন হিসাবে জমা করিয়া লওয়া যাইবে। বৎসরের আরম্ভ যখন হইয়াছে, তখন আমাদের এইরূপ ভিক্ষা চাওয়া বোধ করি কাহারও পক্ষে অন্যায় বলিয়া বোধ হইবে না। তবে আমাদের ইহা নিশ্চয় স্মরণ আছে, গত বৎসরের অধিকাংশ টাকা অদ্যাবধি আদায় হয় নাই। আমাদের প্রার্থনায় যদি গ্রাহকগণ সম্মত হন, তাহা হইলে পত্রিকা পাইয়াই যেন সকলে টাকা পাঠাইতে বিশেষ যত্ন করেন। আশা করি এ জন্য আর আমাদিগকে অর্থ ব্যয় করিয়া স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে হইবে না। আমাদের কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট ৬৫।২ বীডন ষ্ট্রীট ভবনে সকলে পত্র ও টাকা পাঠাইবেন।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৫ ভাগ। ৪ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৮১১ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দীনশরণ, অহঙ্কার নানা বেশে আমাদিগকে বঞ্চনা করিতেছে, তুমি আমাদিগের সহায় না হইলে, এ শত্রুর হস্ত হইতে আমরা কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিতেছি না। এক বার বুঝাইয়া দাও, আমরা কিছুই নই, তুমিই সকলই। 'আমি একটা কিছু করিব' মনে এই অভিমান থাকাতে দেখ, হরি, আমাদের তোমার সঙ্গে কেমন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। যেখানে 'আমি করিব' অভিমান আছে, সেখানে তুমি তোমার মুখ আচ্ছাদন কর, তোমার কথা আর আত্মার কাণে প্রবেশ করে না। আমিপশু যখন নিরন্তর 'আমি' 'আমি' চিৎকার করিতেছে, তখন সে চিৎকার মধ্যে তোমার সুমধুর মৃদুধ্বনি কি প্রকারে আমরা শুনিব? হে হৃদয়স্বামী, এক আমিপশুর চিৎকারে উদ্বিগ্ন, তাহাতে আবার যাঁহারা বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা আসিয়া তোমার কথা শুনিবার প্রতিবন্ধক হন। তাঁহারা আন্তরিক বিশ্বাস জানিয়াও তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য মোহ উৎপাদন করিতে যত্ন করেন। এক 'আমির' মায়া, তাহার উপরে বন্ধুগণের মায়া, বল আমরা আত্মরক্ষা করি কি প্রকারে? অনেক সময়ে এ জন্য ক্লেশ হয়, এবং মন বিরক্ত হইয়া পড়ে, চিত্তের স্থৈর্য্য ও শান্ত ভাব চলিয়া যায়, তখন তোমার কথা শোনা আরও কঠিন হইয়া পড়ে। হে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তুমি নিয়ত আমাদিগের ভিতরে বাস করিয়া আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছ, আমাদিগকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান দিতেছ, আমাদিগকে ভাব হইতে ভাবান্তরে উপস্থিত করিতেছ, সে সকলের ভিতরে তোমার ক্রিয়া দর্শন না করিয়া যদি নিজ নিজ কুবুদ্ধি ও অপরের পরামর্শে উহাদিগের বিরোধে চলি, তবে বল আমাদিগের কি হইল? এরূপ ভাবে চলিলে তোমার বিধান মানা তো আর হইল না। যেখানে অন্তরে বাহিরে মিল নাই, সেখানে তুমি তো এ কথা বল নাই যে, একটা কিছু করিতে হইবে বলিয়া আমাদিগকে কিছু করিতেই হইবে। এ স্থলে কিছু করা অপেক্ষা বরং না করা ভাল। কি জানি বা তোমার অভিপ্রায়ের বিরোধে কিছু করিয়া ফেলি, এই আশঙ্কায় তোমার মুখাপেক্ষী হইয়া সময় প্রতীক্ষা করা ভাল, অন্যথা যাহা করিয়া ফেলিলাম, আর তো তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিব না। শ্রীহরি, আজও তোমার প্রতি আদর না করিয়া নিজের রুচি প্রবৃত্তি ও অপরের তুষ্টিসাধন যদি লক্ষ্য থাকিল, বল তাহা হইলে আমাদের কি হইল? আমরা তো তোমার ধর্ম্ম রক্ষা করিলাম না, তোমার ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট

হইলাম। যত দিন যাইতেছে, ততই আমাদের এই ধর্ম্মভ্রষ্টতা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ভীত ও কাতর হইতেছি। দয়াময়, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা কোনরূপে নিজের বা অপরের অনুরোধে তোমার কথা না শুনিবার তোমার অভিপ্রায় মতে না চলিবার যে সকল কারণ উপস্থিত হয়, তাহার অধীন না হই। তোমা ভিন্ন অন্য কিছুরই আনুগত্য স্বীকার করিব না, আমাদিগের এ প্রতিজ্ঞায় তুমি আমাদিগের সহায় হও, এই তব চরণে আমাদিগের বিনীত ভিক্ষা।

—•—

আমি কিছু নই।

আমিত্বের উচ্ছেদে যোগধর্ম্মের আরম্ভ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু 'আমি' যদি কোন রূপে গণ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে উহার উচ্ছেদ কি প্রকারে সম্ভব? উচ্ছেদ করিবার যত্ন বিফল হইবেই হইবে, কেন না প্রকৃতিতে যাহা সত্য তাহার উচ্ছেদ কিছুতেই হয় না। যোগিগণ আমিত্বের উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের দর্শন বিজ্ঞান সাধারণের পাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু অল্প লোকেই তাহা হইতে যোগফল লাভ করিয়াছেন। আমি কিছু নই, এ কথা বস্তুতঃ সত্য। আমি থাকিয়াও যদি আমিত্ব না থাকে, তাহা হইলে আমি কিছু নই, এটি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। দেখা যাউক, আমি কিছু নই এইটি হৃদয়ঙ্গম করিবার দার্শনিক উপায় কি?

ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে দর্শনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ধর্ম্ম সত্যমূলক, যেখানে সত্য নাই, সেখানে ধর্ম্ম নাই। তত্ত্বজ্ঞানের উপরে ধার্ম্মিকগণের যে এত আনুরক্তি তাহা এই মূল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে, তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনা করিব না, কি জানি বা তাহা করিতে গেলে তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস উড়িয়া যায়, তাঁহারা বালুকাভূমির উপরে ভিত্তি স্থাপন করেন। যে ভক্তিতে তত্ত্বজ্ঞান সমুপস্থিত হয়, সেই ভক্তি সত্যের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। স্তুতরাং ভক্তিও অন্যনিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বথা দর্শননিরপেক্ষ হইতে পারেন না। যাউক, আমি কিছু নই, যোগের এই মূলমন্ত্র দার্শনিক মূলতত্ত্বের উপরে স্থাপিত, সুতরাং এখানে দর্শনকে উপেক্ষা করিয়া একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এখন 'আমি কিছু নই' ইহার দার্শনিক মূলতত্ত্ব অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

প্রাচীন ধর্ম্মমধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম 'আমি নাই' এইটি প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। 'আমি নাই' 'আমি কিছু নই' এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। 'আমি নাই' এ কথার অর্থ, আমি বলিয়া কোন পদার্থ নাই 'আমি কিছু নই' ইহার অর্থ পদার্থ হইলেও স্বতঃ মূল্যহীন পদার্থ। আমি বলিয়া কোন পদার্থ নাই, দার্শনিক পন্থা অবলম্বন করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিবার যত্ন হইয়াছে, কিন্তু এ যত্ন যে সফল হয় নাই, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ঈদৃশ যত্ন হইতে সুফল যত না হউক, কুফল সমধিক পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে, কেন না সর্ব্বত্র দুরাচার ব্যক্তিগণ এই মতের আশ্রয় লইয়া আপনাকে সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মাধর্ম্মের দায়িত্ব হইতে মুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। এইরূপে আমিত্ব উচ্ছেদের জন্য যে মত স্থাপিত হইল, তাহা হইতেই পৃথিবীতে ভয়ানক আমিত্ব প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। 'আমি নাই' এটি যখন প্রকৃতিগত সত্য নহে, তখন ইহা কোন প্রকারে যে জনসমাজে স্থান পাইবে না ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বরং ঈদৃশ চেষ্টায় এই বিপরীত ফল হইবে যে, 'আমি নাই' স্থাপন করিতে গিয়া আমির আধিপত্য আরও অধিক বাড়িয়া যাইবে।

আমি পদার্থ হইলেও স্বতঃ মূল্যহীন পদার্থ, ইহা সত্য কি না দেখা যাউক। যদি সত্য হয়, তবে এই মত পৃথিবীতে এক দিন স্থান লাভ করিবে, এবং প্রকৃতিগত বলিয়া জনসমাজে কোন বিকার আনয়ন করিবে না। আমি আছি, ইহা আমি কখন অস্বীকার করিতে পারিব না, কেন না

অস্বীকার করিতেও আমার প্রয়োজন। যদি প্রমাণ হয়, আমাকে যাহা আমি মনে করি, তাহা বস্তুতঃ সত্য নয়, তবে যিটি সত্য সেইটি প্রকৃত 'আমি' হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর বা অনন্ত জ্ঞান বিনা আর কোন পদার্থ নাই, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই ঈশ্বরই বা অনন্ত জ্ঞানবস্তুই 'আমি' বলিয়া আপনাকে জানিতেছেন। যদি এ আমিজ্ঞান অজ্ঞানতামূলক হয় তাহা হইলে জ্ঞানবস্তু ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র আর একটি পদার্থ আসিয়া পড়িতেছে। এইরূপে যে কোন দিক্ দিয়া কেন যাওয়া যাউক না, আমির পদার্থত্ব কিছুতেই অন্তর্হিত হইতেছে না, তবে পদার্থ হইয়াও স্বতঃ মূল্যহীন পদার্থ, ইহা সপ্রমাণ হইতে পারে।

'আমি' পূর্ব্বে ছিলাম না, এখন আছি, পরেও থাকিব। পরে থাকিব এ কথা এই জন্য বলিতেছি, যাঁহার জন্য আছি, তিনি যখন নিত্য কাল আছেন, তখন আমিও নিত্য কাল থাকিব। আমি ছিলাম না, হইলাম, ইহা যেমন আমার ইচ্ছামূলক নয়,আমার পরে থাকাও তেমনি আমার ইচ্ছামূলক নয়। এখানে প্রথম দৃষ্টিতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমি পদার্থ হইয়াও স্বতঃ মূল্যহীন পদার্থ, কেন না যাঁহার জন্য আমার পদার্থত্ব, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমার কোন মূল্য নাই। যদি মূল্য বাস্তবিকই নাই, তাহা হইলে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধমধ্যেও আমরা এই মূল্যহীনত্ব অবশ্য দেখিতে পাইব। প্রকাণ্ড প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করিলে আমরা যে কিছুই নই, ইহা আর বলিয়া বুঝাইতে হয় না। আমাদের প্রতিকূলে প্রকৃতির একটু পরিবর্ত্তনে কি বিনাশ উপস্থিত হয় আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি। একটী প্রবল ঝটিকা, মহামারী বা জলপ্লাবনে কত শত মানব উচ্ছন্ন হইতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ ভাবে যাহা করিতেছেন, তাহার উপরেও আমাদের কোন হাত নাই, যেন চারি দিক্ হইতে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে নিষ্পিষ্ট হইতেছি। প্রকৃতি যতই কেন আমাদের আয়ত্তাধীন হউন না, অনুগ্রহ করিয়া 'আমাদের সেবা করুন না, তথাপি তাঁহার নিকটে আমরা যে কিছুই নই, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এখানে আমাদিগের মূল্যহীনত্ব সত্য হইলেও আমরা সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে পারি না। যে স্থলে আমাদিগের মূল্যহীনত্ব নিয়ত আমাদের চক্ষের উপরে প্রতিভাত হয়, সেইটি এক বার ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

জনসমাজের সঙ্গে যখন 'আমি'র সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তখন এক এক জন আমি যে কিছুই নয়, সহজে প্রতিভাত হয়। অতি একটি সামান্য কার্য্য সহস্রাধিক আমির যোগ না হইলে নিষ্পন্ন হয় না, ইহা কে না একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারেন? একটি অতিসামান্য আহারের সামগ্রীর সঙ্গে কত ব্যক্তির পরিশ্রম সংযুক্ত রহিয়াছে। মানুষ চিন্তা করিয়া দেখে না বলিয়া এখানেও তাহার একাকীর মূল্যহীনত্ব ভাল করিয়া অবধারণ করে না। কিন্তু তাহার ইচ্ছা যে সময়ে প্রতিপদে প্রতিহত হয়, এবং একটী ইচ্ছা পূরণ করিতে গিয়া শত ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় দেখিতে পায়, তখন তাহার একার মূল্যহীনত্ব আপনার নিকটে সহজে প্রতিভাত হয়। কিন্তু মানুষের অহঙ্কার এমনই প্রবল যে, এই মূল্যহীনত্ব বিদ্যুৎপ্রকাশের মত ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পাইয়া পরক্ষণে অন্তর্হিত হইয়া যায়, মানুষ কৃতকার্য্য হইয়া আর উহার স্মরণ করিয়া রাখে না, মনে করে যেন আমিই সকল করিলাম। এই মোহ অপনয়নের জন্য যোগসাধন, যাঁহাদিগের এই মোহ অপনীত হইয়াছে, তাঁহারাই যোগী।

এই মোহ গেলে যোগ উপস্থিত হয় কেন এইটি পরিষ্কার হইলে আমির স্বতঃ মূল্যহীনত্ব বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইবে। আমি যেরূপ ঈশ্বরের জন্য সত্য, পদার্থরূপে প্রতিভাত, সমুদায় প্রকৃতি ও জনসমাজও সেইরূপে ঈশ্বরের জন্য সত্য। আমারও যেমন স্বতঃ মূল্য নাই, প্রকৃতি ও জনসমাজেরও সেইরূপ স্বতঃ কোন মূল্য নাই।

আমির ভিতরে ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়া বিদ্যমান বলিয়া উহা ক্রিয়াশীল, প্রকৃতি ও জনসমাজের ভিতর তাঁহার ক্রিয়া বিদ্যমান বলিয়া উহা ক্রিয়াশীল। যে ব্যক্তি 'আমিতে,' প্রকৃতিতে ও জনসমূহে এক ঈশ্বর ও তাঁহার ক্রিয়া অবলোকন করেন, এবং তাঁহাকে বিনা আর সকলকে মূল্যহীন জানিয়া তাহা হইতে চিত্ত প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া ঈশ্বরে অবিচলিত ভাবে স্থাপন করেন, তিনি যোগী। এ অবস্থায় আমি কিছু নই, এ জ্ঞান নিত্য প্রত্যক্ষ থাকিতে আর কোন বাধা উপস্থিত হয় না। যত দিন প্রতিব্যক্তির এই জ্ঞান নিত্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশমান না থাকিবে, তত দিন পৃথিবী যোগিগণের নিবাসভূমি হইবে না। যোগীর নিবাসভূমি না হইলেও ইহা কখন স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে না। আমিত্ব স্বর্গরাজ্য আগমনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে, ভ্রাতাকে ভ্রাতার, ভগিনীকে ভগিনীর, ভ্রাতা ভগিনীকে ঈশ্বরের বিরোধী করিয়া রাখিয়াছে। 'আমি কিছু নই' সকলে হৃদয়ঙ্গম করুন, সর্ব্বদা এই জ্ঞান হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখুন, মর্ত্ত্যভূমি দেবভূমি হইয়া যাইবে।

—০—

মতভেদ হইলে কি কর্ত্তব্য ?

যে বিধান সর্ব্বত্র শান্তি ও কুশল বিস্তার করিবার জন্য সমাগত হইয়াছে, তন্মধ্যে যদি এমন কোন ব্যবস্থা না থাকে যে, প্রতিব্যক্তির অবস্থাভেদে যে ভিন্নতা উপস্থিত হয়, সেই ভিন্নতা শান্তি ও কুশলের ব্যাঘাতক হইবে না, তাহা হইলে বিধানাগমের উদ্দেশ্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ? সে উপায় কি,যে উপায়ে মতভেদ সত্বেও ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভগিনী ভগিনীতে কুশল ও শান্তি থাকিবে। ভেদকে ভেদজ্ঞান না করিয়া মিশিয়া যাওয়া, ইহা কখন সঙ্গত নহে যদি তদ্দারা যিটি সত্য মনে হইতেছে এবং যিটি অসত্য মনে হইতেছে এ দুইকে একই জ্ঞান করিয়া সত্যাসত্যের প্রতি উপেক্ষাবশতঃ উদাসীনভাব প্রকাশ পায়। সচরাচর এইরূপ ভাবই উদারতা নামে পরিচিত। এরূপ উদারতা যে বিধানানুমোদিত নহে, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। ঠিক বিধানানুমোদিতরূপে মতভেদ স্থলে কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এক বার লিপিবদ্ধ করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মনুষ্যমাত্রে স্বাধীন, অতএব প্রতিজনের স্বাধীনতার সম্মান করিতে হইবে, ইহা অতি প্রাচীন কথা। এ কথার আমরা সমাদর করি, কিন্তু সেই স্বাধীনতার সম্মান কি, কেন, কিরূপেই বা সম্মান করিতে হইবে, সম্মান করিতে গিয়া আত্মপক্ষই বা কিরূপে রক্ষা পাইবে, এ সকল বিবেচ্য। স্বাধীনতা ঈশ্বরপ্রদত্ত, অতএব তাহার সম্মান করিতে হইবে এ কথা বলিলে বিশেষ কিছুই বলা হইল না। অনেক সময়ে যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া তাহার সম্মাননা করিতে বলা হয়, তাহা বাস্তবিক স্বাধীনতা নহে, প্রবৃত্তিপ্রভৃতির বশ্যতাবশতঃ স্বেচ্ছাচার। স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারের প্রতি সম্মাননা, ইহা কি নীতিসঙ্গত, বরং আমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি বলিবে, স্বেচ্ছাচারে প্রশ্রয় দান করিবে না ; অনুবর্ত্তনে উন্মুখ থাকিলে ভ্রাতাকে অনুযোগ করিয়া স্বেচ্ছাচার হইতে নিবৃত্তি কর। যাহা বস্তুতঃ স্বাধীনতা নহে, তাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত নহে। যাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত নহে, তৎপ্রতি সম্মাননা কি প্রকারে রক্ষা করা যাইবে। অতএব স্বাধীনতা কি তাহা নির্ণয় হওয়া সমুচিত। স্বাধীনতা নির্ণীত হইলে কেন উহার সম্মাননা করিতে হইবে তাহা স্বতই সিদ্ধ হইবে।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, স্বাধীনতা ঈশ্বরাধীনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেখানে ঈশ্বরাধীনতা নাই—সেখানে স্বাধীনতা নাই। ঈশ্বরাধীনতারূপ স্বাধীনতায় যাঁহারা জীবন অতিপাত করেন, তাঁহাদিগের জীবনের পথে প্রতিবন্ধক হওয়া মহাপরাধ। যাঁহারা ঈশ্বরাধীন হইয়া চলিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা সম্মান প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কি জানি বা যদি আমাদিগের জন্য তাঁহাদিগের ব্রতভঙ্গ হয়, এ জন্য আমাদিগের নিরন্তর অবহিত থাকিতে হইবে। কথায়,

ভাবে আচরণে এমনই সম্ভ্রম রক্ষা করিতে হইবে যে, আমাদিগের জন্য তাঁহাদিগের মন সঙ্কল্প হইতে স্খলিত না হয়। তাঁহাদিগের শুভ সঙ্কল্প রক্ষার পক্ষে সাহায্য করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য যদি আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রতিপালিত না হয়, আমরা যদি সঙ্কল্পভঙ্গে প্রলোভন হই, সে জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইব। এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে, স্বাধীন কি এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রকাশই বা কেন করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, এ প্রকারে সম্মাননা করিয়া চলিলে মিলন হইল না, কেবল সঙ্ঘর্ষণ মাত্র বারণ হইল, ইহাতে মিলনজনিত সুখ ও উন্নতি কি প্রকারে সম্ভবপর। যাহারা পৃথিবীতে এক পরীবার হইয়া স্থিতি করিতে অভিলাষী, এবং ঈদৃশ লক্ষ্য আপনাদিগের জীবনের সর্ব্বোচ্চতম আকাঙ্ক্ষার বিষয় করিয়াছে, তাহাদের এই টুকু মাত্র হইলে কি কখন কৃতার্থতা হয়? কখনই নহে। সঙ্ঘর্ষণনিবারণ বিরোধ নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে সুখের পরীবার হয় না। যদি প্রতিপরিবারে একত্ব সংস্থাপিত হইয়া সর্ব্বত্র সেই একত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইল, তবে বিধানের মহৎ উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হইল না। অতএব এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় কি আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে। যেখানে মতভেদ উপস্থিত সেখানে আমরা এমন কি কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে পারি, যাহা হইতে মতভেদ চলিয়া গিয়া আমরা একত্বরসে কৃতার্থ হইতে পারি।

আমরা জানি মতভেদ বাহিরের কারণ হইতে উপস্থিত হয়। যত দিন মানুষের মন বাহিরের বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে, অন্তররাজ্যে প্রবিষ্ট হয় না, তত দিন তাহাদিগের মন নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত থাকে বলিয়া নানা দিকে ধাবিত হয়, এবং সংস্কার রুচি মত আদি সকলই বিচিত্র হইয়া পড়ে। আমাদিগের প্রকৃতিতে বিচিত্রতাও আছে একতাও আছে। বিচিত্রতা বহিঃস্থ, একতা অন্তরস্থ। সমুদায় দেহে এক প্রাণশক্তির ক্রিয়া, এই প্রাণশক্তির ক্রিয়াতে বাহ্যদেহে নানা প্রকার বিচিত্রতা উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু ভিতরের প্রাণশক্তি ঠিক একই আছে। মানুষ যত ভিতরের দিকে যায় তত দেখিতে পায়, এক বিচিত্র শক্তিময় পুরুষ তাহার ভিতরে থাকিয়া বিশ্বাস জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাতে সমুদায় এক হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। তিনি যাহা অর্পণ করিতেছেন, তাহা বাহিরে প্রকাশের সময়ে বিচিত্র হইতেছে, কিন্তু মূলে একই আছে। বৃক্ষ শাখাপ্রশাখায় ভিন্ন কিন্তু মূলে এক, সুতরাং তাহার একত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না। এইরূপ মানবে মানবে ভেদ বাহ্যে, মূলে একতা আছে। মূলে দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়া ভেদের দিকে দৃষ্টি যতই রাখা যায় ততই ভেদ বাড়িয়া যায়। পরিশেষে মতগত এমনই পার্থক্য হয় যে, একতা ছাড়িয়া গিয়া মনুষ্য বিরোধের ভূমিতে উপস্থিত হয়।

মূলের দিকে দৃষ্টিতে ভিন্নতা থাকে না, অথচ এই দৃষ্টি অতি অল্প লোকেরই আছে। এই দৃষ্টি প্রত্যানয়ন জন্য সাধনের প্রয়োজন, বিনা সাধনে ইহাতে কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের প্রতিজনের প্রাণের মূলে যিনি অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই আমাদিগের জীবনের মূল। আমরা স্বাধীনতার সম্মাননাস্থলে দেখিয়াছি, যেখানে ঈশ্বরাধীনতা আছে, তজ্জন্য প্রাণগত যত্ন আছে, সেখানে তৎসাধনে প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, এজন্য আমাদিগের একান্ত অবধান প্রয়োজন। ঈদৃশ অবহিত হইবার কারণ এই যে, কি জানি বা আমাদিগের দোষে অপর ব্যক্তির যোগ ভঙ্গ হইলে মূল স্থান হইতে চিত্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া বাহ্যে আসিয়া পড়ে। বাহ্যে আসিয়া পড়িলে কেবল বৈচিত্র্য উপস্থিত হয় তাহা নহে, বৈচিত্র্যের মূলে যে একতা আছে, সে দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং বিরোধ বিসংবাদ মতবিদ্বেষ সমুপস্থিত হয়। এক জনের মূলে স্থিতি যেমন যোগনামে অভিহিত, দশ জনের একই সময়ে মূলে স্থিতি তেমনই যোগনামে অভিহিত। এক জনের

ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্য সম্পাদনের জন্য যেমন এই যোগের প্রয়োজন, দশজনে এক হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্য সম্পাদনের জন্য তেমনই এই যোগের প্রয়োজন। অতএব যখনই কোন বিষয়ে আমাদিগের ভিন্নতা উপস্থিত হয়,তখনই মনের কষায়িত ভাব পরিহার করিয়া একই সময়ে সমাহিত চিত্তে ভগবানের চরণ তলে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে সেখানে সকলে মিলিত হইয়া গমন করিলে যে সকল সংস্কারাদির জন্য ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকল সংস্কারাদির আবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং দৃষ্টির বৈষম্য ঘুচিয়া গিয়া ঐক্য উপস্থিত হয়। সুতরাং যখনই মতভেদ উপস্থিত হইবে, তখনই আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, ঈশ্বরাধীনতারূপ স্বাধীনতার প্রতি সম্মাননা বশতঃ মতভেদজনিত কষায়িত ভাব দূর করিয়া দিয়া যাঁহার ভিন্নতা সমুপস্থিত, তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া ভিন্নতা দূর করিয়া লই। যেস্থলে এইরূপে ঈশ্বরের চরণতলে মিলিত হইবার কোন এক পক্ষের প্রবৃত্তি নাই, বা বিশ্বাস নাই, সেখানে যত দিন তাদৃশ প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস উপস্থিত না হইবে, তত দিন আশ্বস্ত ভাবে কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। কাল প্রতীক্ষায় অসহিষ্ণু হইয়া বাহ্য উপায়ে মিলিত হইবার জন্য যত্ন কেবল যে নিষ্ফল তাহা নহে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মিল করিতে গিয়া অপরাধে নিপতন অবশ্যম্ভাবী। ঈদৃশ বিপাকের অবস্থাতে আত্মপক্ষরক্ষা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আত্মসম্বন্ধে ঈশ্বরের নিদেশ পালন ভিন্ন আত্মপক্ষ রক্ষার আর কি উপায় আছে?

—•—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্ম স্বাভাবিক, এ কথার অর্থ আমাদিগের ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। সমুদায় প্রকৃতি স্বভাবে অবস্থিত, সুতরাং তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ক্রিয়া অপ্রতিহত। আমরা যদি স্বভাবে স্থিতি করি, আমাদিগের আত্মায় ঈশ্বরের ক্রিয়া অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে। এ সময়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ যে প্রকার সহজ,দেবনিঃশ্বসিত সহকারে আমাদিগের সম্বন্ধও তেমনি সহজ হয়। আত্মার ভিতরে ঈশ্বরের ক্রিয়া যদি আমাদিগের রুচিপ্রভৃতির দ্বারা পদে পদে অবরুদ্ধ না হয়,তাহা হইলে তন্মধ্যে যে সকল বিশ্বাস, জ্ঞান ও ভাব তাঁহার ক্রিয়াজন্য উপস্থিত হয়, সে সকল দেবনিঃশ্বসিতসম্ভূত, ইহা আমরা আর কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। সে সকলের প্রতি আমাদিগের এমনই দৃঢ় নিষ্ঠা উপস্থিত হয় যে, সে সকলের বিরোধে গমন করা আমাদিগের সম্বন্ধে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। যত দিন এরূপ অবস্থা না হয়,তত দিন আমাদিগের জীবনের চাঞ্চল্য কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না, আমরা কখনও এদিকে কখনও ওদিকে ধাবিত হই, সুতরাং ক্রমিক উন্নতির সোপানে আরোহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যত দিন স্বভাবে প্রত্যাবর্ত্তন না হয়, তত দিন অতি সাবধানে সাধন করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা বিবেক কি বলেন তৎপ্রতি কর্ণপাত করিয়া থাকিলে, এবং তাঁহার কথা অত্যন্ত সাদরে অনুসরণ করিলে সংস্কারদূষিত চিত্ত ক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া আইসে। যে সকল প্রবৃত্তি সংস্কারপরবশ হইয়া বিকার সমুপস্থিত করিয়াছে, বিবেকাধীন হইয়া সে সকল শান্ত ভাব ধারণ করে। সমুদায় হৃদয়রাজ্য এই প্রকারে বিবেকের শাসনাধীন হইয়া যখন বিকার সম্যক্ নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন সহজ ভাবে দেবনিঃশ্বসিতে মানবাত্মার সমুদায় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। তখন যে সকল বিশ্বাস, জ্ঞান ও ভাব মানবাত্মা হইতে প্রকাশ পায়, সে সকলের গতি অনন্তের দিকে,কখন এক স্থানে অবরুদ্ধ এবং অনুন্নত অবস্থায় থাকিবার জন্য নহে। এ অবস্থায় আত্মা প্রমুক্ত, ঈশ্বর হইতে সমাগত কোন বিশ্বাস, জ্ঞান বা ভাবের সঙ্গে কখন উহার বিরোধ সমুপস্থিত হয় না। এই প্রমুক্তাবস্থাই আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা, এই অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন জন্য সমুদায় সাধন। এই সাধনে সিদ্ধমনোরথ হওয়া আমাদের সকলেরই আবশ্যক। যত দিন এই অবস্থায় আমাদিগের আত্মা না আসিতেছে, তত দিন আমরা যেন সাধনে শিথিলযত্ন না হই।

—•—

সম্রাট্ আক্‌বরের চরিত্র।

আক্‌বর সম্রাট্ হোমায়ুনের পুত্র। ইনি এক জন অলৌকিকপ্রতিভাসম্পন্ন পরম ধার্ম্মিক সম্রাট্ ছিলেন। ইনি মোসলমানদিগের প্রচলিত ধর্ম্মমতানুযায়ী ছিলেন না, নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে নমাজ পড়িতেন না, মোহম্মদীয় শাস্ত্রবিধির পক্ষপাতী ছিলেন না। আক্‌বর ঈশ্বরকে জ্যোতিঃস্বরূপ জানিয়া জ্যোতির্ম্মাত্রকে বিশেষ আদর করিতেন। ইনি রজনীমুখে বহুমূল্য সুবিচিত্র আধারে দীপমালা প্রজ্বলিত করিয়া একাকী বসিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। ইহাঁর ধর্ম্মমত অতিশয় উদার ও প্রশস্ত ছিল। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পণ্ডিতদিগকে সাদরে সভাতে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা পূর্ব্বক সকল শাস্ত্রের সার গ্রহণ করিতেন। ইহাঁ দ্বারাই ভারতবর্ষে মোগলসাম্রাজ্য সুবিস্তৃত ও সুদৃঢ় হয়।

সমগ্র ভারতের রাজন্যমণ্ডলী ইঁহার প্রভুত্বাধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক কর দান করিয়া ইঁহার সিংহাসনকে সম্মান করিয়াছেন। ভারতবর্ষ ব্যতীত সমগ্র কাবোল রাজ্যেও ইঁহার একাধিপত্য স্থাপিত ছিল, ইঁহার দুর্জ্জয় প্রতাপ অতুল ঐশ্বর্য্য বিপুল কীর্ত্তি ছিল। ইনি যে কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার, কত নূতন প্রণালী স্থাপন, কত বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন, কত বিষয়ে যে ইঁহার অভিজ্ঞতা ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল, সুবিস্তৃত আইন আকবরি গ্রন্থে তদ্বিষয় পাঠ করিলে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। সর্ব্ব বিষয়ে এরূপ অভিজ্ঞতা ও সুদক্ষতা কখন অন্য কোন মনুষ্যের হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইনি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সুশাসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন যে কত কাজ করিতেন ও কত বিষয় ভাবিতেন ও আলোচনা করিতেন তাহা বলিয়া উঠা সহজ নহে। ইঁহার চরিত্রের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা ছিল। এই সম্রাটের মহাপণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ পারিষদ আবুলফজল কর্ত্তৃক পারস্য ভাষায় রচিত বিখ্যাত আইন আক্‌বরী গ্রন্থ হইতে, ইঁহার নিম্ন লিখিত চরিত্র ও দৈনিককার্য্যবিবরণ সঙ্কলিত হইল।

"সাম্রাটের দয়ার্দ্র অন্তর জীবপ্রপীড়নে ও মনোবেদনা-দানে অসম্মত। তিনি সর্ব্বদা প্রাণ দান ও চিত্তের সন্তোষই বিধান করেন। তিনি মাংসহারে কুণ্ঠিত। ক্রমাগত বহুমাস মাংস স্পর্শ করেন না। ঈদৃশ সর্ব্বহৃদয়প্রিয়পদার্থমাংস তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ের নিকটে কিছুই মূল্যবান্ নয়। সাম্রাটের উন্নত চিত্ত বাহ্যিক স্বাদু বস্তুর প্রতি বীতরাগ, তিনি দিবারজনীর মধ্যে একবারের অধিক ভোজনে প্রবৃত্ত হন না। তিনি অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যে সময় যাপন করেন। রাত্রিতে অল্পক্ষণ, দিবা ভাগে কিয়ৎক্ষণ তন্দ্রাযোগে বিশ্রাম ভোগ করিয়া থাকেন। নিশাজাগরণ এই জাগ্রন্মনা সম্রাটের প্রকৃতিসিদ্ধ। অনেক সময় বিশেষ নির্জনগৃহে সুভাবী তত্ত্বদর্শী ও নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণকে লইয়া সভা করেন। তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইয়া চিত্তসন্তোষজনক কথা সকল বলিতে থাকেন। সম্রাট্ নিকটে উপস্থিত থাকিয়া ভাব গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রাচীন অভিসন্ধি সকল প্রকাশ পায়, অভিনব তত্ত্ব সকল সমুজ্জ্বল হয়। ভাগ্যা-ন্বেষী যুবকগণ স্তুতি বন্দনা করেন, এবং আনন্দে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। বিচারান্বেষী বর্ষীয়ান্ পুরুষগণ শোক-বিষাদের সঙ্কীর্ণ ভূমি অতিক্রম করিয়া যান। সেই পরিশুদ্ধ গৃহে প্রশুদ্ধভাবী জ্ঞানবান্ বৃদ্ধগণ সমবেত হন ও জ্ঞানোদ্দীপক প্রাচীন কাহিনী সকল বলেন। মহাজ্ঞানী সম্রাট্ সূক্ষ্ম তত্ত্বের সুন্দর মীমাংসা করেন, এবং মনোজ্ঞ কথা সকল বলেন। অনেক সময় রাজ্য ও রাজত্বসম্বন্ধীয় আবেদনপুঞ্জ উপস্থিত হয়, তিনি প্রত্যেক প্রয়োজনীয় কার্য্যের ব্যবস্থা করেন। যখন রজনীর যামমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন নানা প্রদেশের গায়ক-গণ সমবেত হয়, গান বাদ্য ও মহিমাকীর্ত্তনাদি হইতে থাকে। চারি দণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে সম্রাট্ মৌনাবলম্বন করিয়া, প্রেমের নিভৃত কুটীরে অন্তর্বহি সমভাবাপন্ন করিয়া স্থিতি করেন এবং তত্ত্বসাগরে সন্তরণ করিতে থাকেন। নিশাব-সানে রাজসম্ভাষণযোগ্য সৈনিক, বণিক্ কৃষক, পণ্যজীবী ও নিঃসঙ্গ প্রজাগণ উপস্থিত হয়, সকলে সম্রাট্‌কে দর্শন করিবার জন্য পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। কিঞ্চিৎ বেলা হইলেই তাহারা রাজদর্শন করিয়া রাজসম্মানদানে কৃতার্থ হয়। তৎপর সম্রাট্ অন্তঃপুরের দর্শনার্থীদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। তখন ধর্ম্ম ও সংসারসম্বন্ধীয় অনেক কার্য্য সমাধা হয়। পরি-শেষে কিয়ৎক্ষণ তিনি নির্জ্জন প্রাসাদে বিশ্রাম ভোগ করেন।"

"সেই সিংহাসনদীপ্তিকর সম্রাট্ দিবারাত্রির মধ্যে দুই বারেরও অধিক প্রকাশ্য ভূমিতে উপবিষ্ট হন। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক নয়ন মন পরিতৃপ্ত করে। প্রথ-মতঃ প্রাতঃকালীন ঈশ্বরবন্দনা সমাপ্ত হইলে তিনি সংসারী ও সংসারবিরাগী লোকদিগকে যবনিকার বাহিরে আসিয়া দর্শন দানে চরিতার্থ করেন, ভদ্রাভদ্র সমুদায় লোক বিনা বাধায় সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করে। এই ব্যাপারকে প্রচলিত ভাষায় দর্শন বলে। কখন সেই সময় অন্য কার্য্য সকলও নির্ব্বাহিত হয়। অনেক সময় দিবাভাগের প্রহরান্তে এবং কখন অপরাহ্ণে ও সায়ংকালে দর্শনের জন্য আহ্বান ধ্বনি হইয়া থাকে, কখন প্রাসাদের গবাক্ষে সম্রাট্ দর্শনদানের জন্য উপবিষ্ট হন, এবং প্রফুল্ল বদনে ও প্রশস্ত ললাটে বিচারাসনে বসেন। বাসনা, বিকার ও ঈশ্বরবিরাগরূপ মলিনতার সংস্রব-শূন্য হইয়া বিচারাদি করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা রাজকর্ম্মচারি-গণ নানা উদ্দেশ্য ও নানা প্রার্থনা আবেদন করিয়া জ্ঞাপন করেন, তিনি প্রত্যেক আবেদনের উপযুক্ত উত্তর দান করিয়া থাকেন। অত্যধিক ঈশ্বরপরায়ণতা ও মানবপ্রকৃতি বিষয়ে অভি-জ্ঞতা বশতঃ তিনি পূর্ব্বতন নরপালদিগের রীতিবিরুদ্ধ ঈশ্বরের স্বরূপ ও অস্তিত্বকে সর্ব্বদর্শনদর্পণস্বরূপ জানিয়া বাহ্যদর্শী লোকেরা যে সকল বিষয়কে সামান্য জানে ও নিকৃষ্টতর বলিয়া গণনা করে সে সমস্তকেও তুচ্ছ করেন না। প্রজাবর্গের সুখ সচ্ছন্দতাকে নিজের সুখসচ্ছন্দতা ভাবিয়া নিজ অন্তরে বিষাদ আসিতে দেন না। দর্শনদানের পূর্ব্বক্ষণে উচ্চ নহবত ধ্বনি হয়, এবং ঈশ্বরগুণানুবাদ উচ্চৈঃস্বরে হইতে থাকে, তখন সমু-দায় লোক জ্ঞাত হয়। সম্রাটের দর্শনকালে এক জন অনু-জীবী "আল্লাহু আক্‌বর" (ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) এই ধ্বনি উচ্চারণ করে, অন্য জনে "জল্ল জল্লালহু" (তাঁহার মহিমা মহান্) এই ধ্বনি করিয়া থাকে। সম্রাটের সমগ্র চেষ্টা এই যে, ঈশ্বরের বিদ্যমানতাকে যেন কখন বিস্মৃত না হন এবং পরমেশ্বরের স্মরণে যেন মন পুলকিত, রসনা সরস এবং মস্তিষ্ক সুমিষ্ট থাকে। মুমূর্ষু অবস্থায় লোকে যে তরল লঘু পথ্য গ্রহণ করিয়া থাকে, মৃত্যুস্মরণের জন্য সম্রাটের আজ্ঞাক্রমে অনুগামিগণ সুস্থ জীবনে তাহা সেবন করে, পরলোক যাত্রার পাথেয় পূর্ব্বে সংগ্রহ করে। প্রত্যেক বৎসর তাহারা তাঁহার জন্মো-ৎসবের দিন এক সভা করিয়া থাকে, এবং নানা ভোজ্য সামগ্রীতে পূর্ণ ভোজ্য পাত্র উপস্থিত করে এবং দানবিতরণে,

হস্ত প্রসারণ করে ও দীর্ঘপথের পথসম্বল প্রস্তুত রাখে, অপিচ সম্রাটের রীতি অনুসারে মাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত থাকে। অনেকে নিজের জন্মমাসে মাংসের নিকটবর্ত্তী হয় না, এবং মাংস-বিক্রয়ী মৎস্যশিকারী ও পক্ষিশিকারীদিগের সঙ্গ করে না।"

ঈশার অনুকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

সপ্তমাধ্যায়।

সর্ব্ব বিষয়ে ঈশাকে ভাল বাসা।

১। সেই ব্যক্তি ধন্য যে জানে ঈশাকে ভাল বাসা কি, এবং ঈশার জন্য আপনাকে তুচ্ছ করে।

আমাদিগের যিনি প্রিয় তাঁহার জন্য আমরা যাহা কিছু ভাল বাসি ছাড়িয়া দিব, কেন না একা ঈশাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিব, তিনি ইচ্ছা করেন।

অন্য জীবের প্রতি ভাল বাসা অস্থায়ী এবং ভ্রমসঙ্কুল, ঈশার প্রতি অনুরাগ স্থায়ী বিশ্বস্ততাপূর্ণ।

ভ্রমাত্মক জীবকে যে আলিঙ্গন করিয়া থাকে তাহার সঙ্গে তাহার পতন হয়, যে ব্যক্তি ঈশাকে আলিঙ্গন করে নিত্য কালের জন্য সে তাঁহাতে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে।

তাঁহাকে ভাল বাস, তাঁহাকেই বন্ধু স্থলে রাখ, যখন আর সকল বন্ধু ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তিনি তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবেন, এবং চরমে তোমায় বিনষ্ট হইতে দিবেন না।

তুমি ইচ্ছা কর বা না কর তুমি এক দিন সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে।

২। জীবন ও মৃত্যুতে ঈশার কাছে থাক, এবং তোমার আপনাকে তাঁহার বিশ্বস্ত যত্নাধীনে রাখ। যখন অপর সকলে অকৃতকার্য্য হন, তিনি একাই তোমাকে সাহায্য করিতে সমর্থ।

তোমার প্রিয় জনের এমনই স্বভাব যে তিনি আর এক জনের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের সমাংশী হইবেন না, তিনি সমগ্র হৃদয় অধিকার করিবেন এবং হৃদয়সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিবেন।

যদি তুমি সকল সৃষ্ট পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার, ঈশা ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সঙ্গে আসিয়া বাস করিবেন।

ঈশা ছাড়া অন্য যে কোন ব্যক্তির উপরে আশ্বস্ততা স্থাপন করিয়াছ, তুমি দেখিবে, প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে।

বায়ুতে আন্দোলিত নলের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করিও না, কারণ রক্তমাংস তৃণসদৃশ, এবং ক্ষেত্রস্থ পুষ্পের ন্যায় উহার সকল গৌরব শুষ্ক হইয়া যাইবে।

৩। যদি তুমি কেবল মানুষের বাহ্য আকারে প্রত্যয় কর, তুমি শীঘ্রই বঞ্চিত হইবে। কারণ যদি তুমি অপরের নিকট হইতে সান্ত্বনা বা লাভ অন্বেষণ কর, তুমি নিয়ত ক্ষতি দেখিতে পাইবে।

যদি সমুদায়েতে ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর, তুমি নিশ্চয় ঈশ্বরকে পাইবে।

কারণ যদি তুমি আপনাকে অন্বেষণ কর আপনাকে পাইবে, এবং সেটি তোমার আপনার বিনাশের কারণ হইবে।

কারণ সমুদায় জগৎ অপেক্ষা, সমুদায় ঘোর শত্রু অপেক্ষা সেই মানুষ আপনি আপনার পরম শত্রু যে ঈশাকে অন্বেষণ করে না।

শ্রীমোহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য।

মুসলমান ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া অনেকে মনে করেন সাদা কালর মত ভিন্ন, কিন্তু যিনি ভিতরে অনুসন্ধান করেন তিনি বুঝিতে পারেন যে, এ প্রভেদ কোন কার্য্যের নহে। এক পিতার দুইটি পুত্র। তাহার একটি গৌরাঙ্গ এবং অপরটি কৃষ্ণাঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য চরিত্র চিন্তা ক্ষমতা প্রভৃতি এক প্রকার হওয়া বিচিত্র নহে। উপরিউক্ত মুসলমান ও বৈষ্ণব ধর্ম্মও ঠিক সেইরূপ। এক জনের এক উদ্দেশ্যে উহাঁরা প্রেরিত, উহাঁদের ভাবও সম্পূর্ণ এক প্রকার, কিন্তু বাহিরের ছবি ভিন্ন প্রকার মাত্র; কেহ যদি কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে আপনার পছন্দ মত এক জনকে সম্মান করিয়া অপরকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তিনি যেমন সুবুদ্ধির পরিচয় দেন না এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করিয়া অপরটিকে যিনি ঘৃণা করেন তিনিও ঠিক তাহাই করিয়া থাকেন।

এই ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ যত প্রকার প্রভেদ আছে তাহা থাকুক, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। এই উভয় ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবনগত যিটি মূল সামঞ্জস্য রহিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এত দিন লোকে তাহাকেই পরস্পরের পার্থক্য বলিয়া আসিতেছে। ধন্য নববিধান যিনি আজ আমাদের নিকট সেই অদ্ভুত রহস্য ভাঙ্গিয়া দিয়া আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। মুসলমানগণ বৈষ্ণবদিগকে কাফের বিধর্ম্মী ও ভূতের উপাসক বলিয়া ঘৃণা করেন, ইহাঁরাও উহাঁদিগকে কদাচারী অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ যবন বলিয়া দূর হইতে ঘৃণা প্রকাশ করেন, কিন্তু এক বার মনোনিবেশ করিয়া যদি দেখেন, অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন উভয়েই এক ভাবের ভাবুক।

যে প্রেমের আবেগে ভক্ত মোহম্মদ বিহ্বল ও মূর্চ্ছিত হইতেন, সেই প্রেমেই শ্রীচৈতন্য নৃত্য করিতেন, মূর্চ্ছিত হইতেন, আত্মহারা হইয়া সমুদ্রে পতিত হইতেন, অধিক কি সেই প্রেমের আবেগ সামলাইতে না পারিয়াই তিনি সেই প্রেমোন্মত্ততাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চিরপ্রেমনিকেতনে প্রবেশ করিলেন। যে প্রেমে উন্মত্ত হজরত মোহম্মদ কৃপাণহস্তে কাফেরের পশ্চাতে ধাবিত হইতেন, সেই প্রেমেই মহাত্মা চৈতন্য "মারিব পাষণ্ডী আজি" বলিয়া পাগলের ন্যায় দৌড়াইতেন।

এখন দেখা যাউক এই উভয় ধর্ম্মের মূল কোথায় এবং এই দুইটি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবন কোন্ ভাবমূলক। এক জন পতি এক জন প্রভু ভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন, আপাত দৃষ্টিতে এরূপ প্রতীত হইলেও উভয়েরই ঈশ্বর সহ সখ্যনিবন্ধন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বুঝা যায়, ইহাঁরা উভয়েই ঈশ্বরকে স্বামিভাবে ভাল বাসিতেন। পৃথিবীতে যত প্রকার ভালবাসা আছে, সতীর পতির প্রতি অহেতুক প্রেমই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই প্রেমের নিকট কোন ব্যবধান দাঁড়াইতে পারে না। ভীমরুলের চক্রে কেহ আঘাত করিলে যেমন তাহার কুত্রাপি অব্যাহতি নাই, এই বিশুদ্ধ প্রেমে সেইরূপ কাহাকেও আঘাত করিতে দেখিলে অবলা ভীমমূর্ত্তি ধারণ করেন। তিনি পতির প্রতি অভিমানিনী হইয়া আপনি তিরস্কার করিবেন, কটু কাটব্য বলিবেন, যাহা ইচ্ছা যাইবে তাহা করিবেন, কিন্তু অপর কেহ আসিয়া যদি তাঁহারই কথায় পোষকতা করিয়া স্বামীর কিছু মাত্র নিন্দা করে, সতী তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সতীর নিজের স্বাধীন মত নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই, যাহা স্বামী ভাল-বাসেন স্বভাব তাঁহাকে তাহাই ভালবাসাইয়া দেয়। আপনার পিতামাতা ভ্রাতা প্রভৃতি যাঁহারা প্রকৃত অন্তরের সহিত মঙ্গল কামনা করেন, পতির অনুরোধে সতী অনায়াসে তাঁহাদের সকলকে উপেক্ষা করিয়া পতির ইচ্ছারই অনুগামিনী হয়েন। যত কেন আত্মীয় এবং উপকারী হউন না, সতীর নিকট পতির নিন্দা করিলে তাঁহার নিস্তার নাই, অমনি সতীর দুই চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুরূপ গোলাবর্ষিত হইয়া নিন্দাকারীর হৃদয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবে। এই যুদ্ধে সুবিধা পাইলে সতী ব্রহ্মাস্ত্ররূপ আপনার প্রাণকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে ও কাতর হয়েন না।

শ্রীমোহম্মদ ও শ্রীচৈতন্য উভয়ে এই সতীত্বধর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক, কেহ ইহাঁদের স্বামীর নিন্দা করিলে কখনই সহ্য করিতেন না, অমনি সেই নিন্দুকের সমুচিত প্রতিফল দিবার জন্য ব্যস্ত হই-তেন। এই প্রতিফল দিবার সময় যিনি যে প্রকার দেশ ও জাতি-মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাতে তদনুরূপ প্রকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকাশ দর্শন করিয়াই লোকে উভয় ধর্ম্মকে এত পৃথক্ ভাবে দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু উপরিউক্ত সতী-দিগের দৃষ্টান্তে এখানেও আমরা দেখাইতে পারি যে, একটী নিরীহপ্রকৃতির অবলা পতিনিন্দা শুনিয়া নির্জ্জনে বা সজনে কেবল অশ্রুপাত আত্মনিগ্রহ করিয়া প্রতিশোধ দেয়, আবার নিন্দুক তেমন নারীর নিকট পতিনিন্দা করিলে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসে না।

চৈতন্যদেব নিরীহ বঙ্গদেশে শান্তির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং হরিভক্তিবিহীন লোকদিগের মুখে ধর্ম্মের নিন্দা অবমাননা দেখিয়া কাঁদিতেন, এবং আপনার সমস্ত সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণপূর্ব্বক ঐ সাধা-রণ লোকের পাপাচারের প্রতিশোধ দিয়াছিলেন। অপর দিকে আরবের দস্যুসম কোরেশ জাতির মধ্যে হজরত মোহম্মদ জন্ম-গ্রহণ করিয়া অস্ত্র ধারণে সুপটু হইয়া তাঁহার প্রাণেশ্বরের নিন্দার প্রতিশোধ কেবল অশ্রুপাতে না দিয়া নিন্দাকারীর হৃদ-য়ের শোণিত যত ক্ষণ না দর্শন করিতেন, তত ক্ষণ কিছুতেই নিরস্ত হইতেন না। বিশেষরূপে যতই আলোচনা করিয়া দেখা যায়, ততই বুঝিতে পারা যায় মূলে ইহাঁদের কোন প্রকারে পার্থক্য নাই, কেবল দেশ, কাল ও প্রকৃতিভেদে ভাব প্রকাশের উপায় বিভিন্ন প্রকার দেখাইতেছে মাত্র।

—•—

গুরু নানকের জীবন বৃত্তান্ত।

(গত প্রকাশের পর)

গুরু নানক বাবর সম্রাটের নিকট বিদায় লইয়া আসিতে আসিতে পথ মধ্যে একটি গ্রামে মালোনামক একজন সূত্রধারের গৃহে উপনীত হন, তথায় উবারা খাঁ নামে এক জন এবং অপর অনেক গুলি মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হন, গুরু নানক তথায় একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম প্রচার করেন। তিনি হিন্দুকে হিন্দুর মত এবং মুসলমানকে মুসলমানের মত অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, হিন্দুগণ কৃষ্ণের পূজা করিতেছে এবং মুসলমানেরা মহম্মদকে মানিতেছে, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে কি হিন্দু কি মুসলমান কেহই মানিতেছে না। সকলেই তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা উভয় জাতি সমান, ঈশ্বরের সন্তান। গুরু নানকের ধর্ম্মপ্রচারে এই গ্রামে অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। নানক এই গ্রাম হইতে বিদায় লইয়া পক্ককারান্ধাবে গ্রামে উপনীত হইলেন। এই গ্রামে তাঁহার শ্বশুরভবন, তিনি গ্রামের প্রান্তরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তত্রস্থ ভূস্বামী অজিত নান-কের এক জন পুরাতন সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি নানকের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া অস্তে ব্যস্তে আসিয়া নানকের পদতলে পতিত হইয়া বিবিধ প্রকারে তৎপ্রতি অনুরাগ ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানক তাঁহাকে নানা সান্ত্বনা ও উপদেশ দান করিয়া পক্ককারন্ধাবে ত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে নানক সিন্ধুদেশে গমন করেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, নানক সিন্ধুদেশে কখন গমন করেন নাই। সিন্ধু দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার শিখ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, তথাকার লোকদের মনে শিখগ্রন্থসাহেবের প্রতি যে প্রকার বিশ্বাস ও শিখ পুরোহিতদিগের প্রতি যেরূপ ভক্তি অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে নানক যে উক্ত প্রদেশে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ হয় না। বাস্তবিক তথায় শিখ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। নানক সিন্ধুদেশে অনেক লোককে উপদেশ দিয়া সৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি গৃহে গৃহে অকাল পুরুষ পরব্রহ্মের নাম প্রচার করেন; তথায় অনেক সাধু ভক্তের সহিত ধর্ম্মালাপ করেন। সেখ ফরিদ নামে যে প্রসিদ্ধ সাধুর বাণী গ্রন্থসাহেবের কলেবরভুক্ত করা হইয়াছে, তিনি এই দেশীয় সাধু। তাঁহার বংশের বহিরাম নামে

এক জন পরম সাধুর সহিত নানকের ধর্ম্মালাপের কথা জন্মসাক্ষী গ্রন্থে উল্লেখ আছে। নানকের সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া তিনি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলেন। শিখদিগের আদি গ্রন্থে আশাবাক্য (আশাদি বার) নামে যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ শব্দনিচয় আছে, কথিত আছে তাহা গুরু নানক এই স্থানে বহিরামের সহিত প্রসঙ্গ উপলক্ষে উচ্চারণ করেন। নানক সিন্ধুদেশ হইতে কর্ত্তারপুর আগমন করেন। কর্ত্তারপুরে গৃহস্থের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া উপদেশ দ্বারা শত শত লোকের উপকার করিতে লাগিলেন। দূরদেশ হইতে দলে দলে লোক সকল তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। যে সকল লোক নানকের নিকট আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে লহিনা নামে এক জন ক্ষত্রিয়তনয় ছিলেন। লহিনার রূপ লাবণ্যে এমন একটি জ্যোতিঃ নানকের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল, যদ্দারা তিনি তাঁহাকে আপনার অন্তরের স্ত্রী পুত্র পরিবার হইতেও আত্মীয় বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। শ্রীচৈতন্য যেরূপ নিত্যানন্দকে দেখিবামাত্র পরমাত্মীয় বলিয়া একেবারে বুঝিয়া লইয়াছিলেন; ধীবর জেবিডি তনয়দ্বয় জেম্‌স ও জনকে দেখিবামাত্র যিশু খ্রীষ্ট যে প্রকার আপনার লোক বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন, লহিনা ক্ষত্রিয়কে দেখিবামাত্র গুরু নানক তদ্রূপ আপনার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকল অপেক্ষা নিকটস্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অন্য সকল লোক হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া লহিনা তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হইলেন। ধর্ম্মরাজ্যের ব্যাপার সকল তৎপ্রদেশের লোকেরাই বুঝিতে পারেন। লহিনাও নানকের কথাবার্ত্তা, ভাব ভঙ্গী, রূপ লাবণ্যের মধ্যে এমন একটী মোহিনী শক্তি অনুভব করিলেন যে নানককে দেখিবামাত্র একটি অব্যক্ত আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি নানকের প্রেমে চিরবন্দী হইয়া পড়িলেন, আর গৃহ স্ত্রী পরিবার তাঁহার নিকট আকর্ষণের পদার্থ বলিয়া বোধ হইল না। লহিনা নানকেরই নিকট অবস্থিতি করিলেন। দেহ মন প্রাণ দিয়া নানকের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। এই লেহিনা নানক কর্ত্তৃক শিখদিগের দ্বিতীয় গুরুর পদে অভিষিক্ত হইবেন, এবং নানকের দেহ ত্যাগে তিনিই শিখদিগের নেতা হইবেন।

আকাশেশ্বর।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

(গত প্রকাশিতের পর।)

যদি এই আপত্তি কর যে, কিছুই উৎপন্ন হয় নাই, ঈশ্বরের মধ্যে এ সকলই এমনই (আমরা যে প্রকার দেখিতেছি সেই রূপই) আছে, তাহা হইলে তুমিই আকাশকে নিত্যত্ব দিতেছ। ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, নিত্য; আকাশও অনাদি, অনন্ত ও নিত্য হইল। ঈশ্বরে আকাশ আছে, এ কথা না বলিয়া আমরা যদি বলি, আকাশেই ঈশ্বর আছেন তবে তুমি কি বলিবে? ঈশ্বরকে যদি আকাশের আশ্রয় (আধার) বলিতে চাও, তাহা হইলে আকাশ হইতে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার বৃহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ ও স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সমুদায় নিত্য এ কথা স্বীকার করিলেও তুমি আকাশকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিতে পারিতেছ না, আকাশ আর ঈশ্বর তোমার মতেই এক হইতেছেন।

ভূতপূর্ব্ব অনেক পণ্ডিতই আকাশকে নিত্য বলিয়াছেন * এবং আমরাও বলি। সূর্য্যকে উড়াইয়া দেও—অন্ধকার হইবে, তার পরে পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎকে উড়াইয়া দেও, আলো আঁধার কিছুই থাকিবে না, কিন্তু আকাশ যেমন তেমনই থাকিবে। তোমার শরীরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্নি দ্বারায় ভস্মীভূত করিয়া ফেল, পৃথিব্যাদি সমুদায় পদার্থকে অসংখ্য বার প্রজ্বলিত হুতাশন দ্বারা দগ্ধ কর, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড কর, তাহাতে আকাশের কিছুই হইবে না, আকাশ যেমন তেমনিই থাকিবে। তুমি যদি অনাদি অনন্ত কাল চিন্তা করিয়া তোমার মস্তিষ্ককে জল কর, তাহা হইলেও তুমি আকাশের ধ্বংসের কল্পনাও করিতে পারিবে না। কেহ কখন আকাশের কোন রূপান্তর দেখেন নাই, এবং শত যুগ চেষ্টা করিয়াও যে কেহ কখন আকাশের কোন প্রকার রূপান্তর সাধন করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা মানবীয় বিশ্বাস ও কল্পনার সম্পূর্ণ অতীত। তুমি যে বিষয়ে যত দূর কেন অগ্রসর হও না, আকাশের নিকট গিয়া তোমাকে হারিতেই হইবে। ঐখানেই তোমার সমস্ত শক্তির সীমা অবস্থিতি করে, ইহা আকাশের ঈশ্বরত্বের প্রধান লক্ষণ।

আকাশ সর্ব্বব্যাপী †। এই অসংখ্য জগতে এমন কিঞ্চিৎ স্থানও তুমি দেখাইতে পার না যেখানে আকাশ নাই। তুমি যেখানে যাইবে তোমার ভিতরে বাহিরে এবং সমুদায় জগতের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র আকাশকে ওতপ্রোত ভাবে দেখিবে। সে ভাবকে তুমি কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। সমুদায় জগৎ ছাড়া অনন্ত আকাশ আছে, কিন্তু আকাশ ছাড়া এই অসংখ্য জগতে অণুমাত্র স্থানও নাই। যে দিকে চাই সেই দিকেই দেখি, অসংখ্য জগতের আশ্রয় অনন্ত আকাশ; কিন্তু আকাশের আর আশ্রয় দেখিতে পাই না। তুমি হয়ত আবার এখানেও ঈশ্বরকে অনাদি অনন্ত আকাশের আশ্রয় বলিবে, কিন্তু তাহা পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে।

---

* গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী কৈলাস নগর।
কাল অষ্ট দিক্ শূন্য শুন মুনিবর।
প্রকৃতি পুরুষ নারায়ণ মৃত্যুঞ্জয়।
এই দশ নিত্য হয় বেদ শাস্ত্রে কয়।
ব্রহ্মখণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। বঙ্গানুবাদ।

† আকাশস্য ব্যতভেদাত্তদনুপপত্তিঃ।
আকাশস্য সর্ব্বগতত্বং বা। মূর্ত্তিমতাঞ্চ
সংস্থানোপপত্তেরবয়ব সদ্ভাবঃ। সংযোগোপ
পত্তেশ্চ। ২ আ, ৪ অ, ন্যায়দর্শন।

আকাশ সকল পদার্থেই ওতপ্রোত ভাবে আছে, আকাশ হইতে কিছুই বাছিয়া বাহির করা যায় না এবং কোন পদার্থের ধ্বংসেই আকাশের এমটুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। আকাশ এত সূক্ষ্ম যে আমাদের সর্ব্বত্র আকাশ আছে তথাপি গমনাগমনে আকাশ আমাদিগকে কোন বাধা দেয় না, আকাশের সহিত আমাদের ঘাতপ্রতিঘাতজনিত কোন শব্দেরও উৎপত্তি হয় না। এই সকল কারণে আকাশকে অবশ্যই পরম সূক্ষ্ম বলিতে হইবে। যদি আকাশের উৎপত্তি ধ্বংস, পরিবর্ত্তন, হ্রাস, বৃদ্ধি, আদি অন্ত ইত্যাদি তুমি দেখাইতে পারিতে, তাহা হইলে আকাশের অতিরিক্ত পরম সূক্ষ্ম পদার্থ স্বীকার করিতে কোন ক্ষতি ছিল না।

আকাশ নিত্য শুদ্ধ, আকাশের মত নির্ম্মল আর নাই। অতিশয় দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত রাশি রাশি পদার্থ আকাশের সহিত অনন্ত কাল হইতে মিলিত আছে, কিন্তু তাহার কিছুতেই আকাশ অশুদ্ধ (পূতিভাবাপন্ন) হয় না। আকাশ এমনি আশ্চর্য্য পদার্থ যে, উহা সৃষ্ট সকল পদার্থের সহিতই এককালীন মিশ্রিত, কিন্তু অনন্ত কালেও কোন সৃষ্ট পদার্থ আকাশকে আপনার ভিতরে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। ইচ্ছা করিলেই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে আকাশের ভিতর দিয়া যেখানে সেখানে লইয়া যাইতে পারা যায়, ইহাও আকাশের অস্পৃষ্টত্বের ও ঈশ্বরত্বের প্রধান লক্ষণ। আকাশ অপাপবিদ্ধ। তুমি জীবশোণিতে পৃথিবীকে কর্দ্দমপ্রায় কর, ভীষণ বজ্রাগ্নিতে সমস্ত জগৎ ভস্মীভূত কর, আকাশে এই পাপশোণিতের, পাপভস্মের বিন্দুমাত্র দাগও লাগিবে না; কিন্তু তোমার সর্ব্বাঙ্গ সেই পাপশোণিতে সেই পাপভস্মে অভিষিক্ত হইবে। তোমার এই পাপ কার্য্য হইতে তুমি আকাশের একটুও পরিবর্ত্তন দেখিবে না, অথচ সেই পাপাগ্নির উত্তাপে ক্রমেই তোমার সমুদায় শুষ্ক ও পরিশেষে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। আকাশ পাপী হইলে, এ সকল লক্ষণ তাহাতেও তুমি অবশ্য দেখিতে।

আকাশ মঙ্গলময়। এই দণ্ডে পৃথিবী কাটিয়া খণ্ড ২ কর কিন্তু তাহাতে আকাশের বিন্দুমাত্র ও ক্ষতি হইবে না, এবং তদ্দারায় তুমি ঈশ্বরের সৃষ্টির একটুও অবনতি করিতে পারিবে না। আকাশ শান্ত। তুমি এই মুহূর্ত্তে মহাপ্রলয় উপস্থিত কর, দেখিবে তখনও আকাশ শান্ত। তখনও আকাশের কোন প্রকার চঞ্চলতার চিহ্ন তুমি দেখিতে পাইবে না। আকাশের মধ্যে বায়ু সদাসর্ব্বদা ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি জল ও বায়ু প্রভৃতি হইতে কত প্রকার ভীষণ কাণ্ডের উৎপত্তি হইতেছে, পৃথিব্যাদি অসংখ্য জগৎ কত কাল হইতে ভীষণ বেগে আকাশের মধ্যে ঘুরিতেছে, তাহাতে কি তুমি কখন আকাশকে একটুও নড়িতে দেখিয়াছ? ইহা একান্তই আকাশের নিশ্চলতার প্রতিপাদক।

আকাশ অদ্বৈত, কারণ আকাশ সকলের আশ্রয় কিন্তু আকাশের আশ্রয় নাই। সকল ছাড়া আকাশ আছে, আকাশ ছাড়া কিছুই নাই। আকাশ পরম সূক্ষ্ম, আর সকলই পরম স্থূল। আকাশ অনাদি অনন্ত, আর সমুদায়ই আদি অন্তবিশিষ্ট। আকাশ নিত্য, আর সকলই অনিত্য। সকল পদার্থেরই বিকার ও বিকল্প আছে, আকাশের তাহা নাই, আকাশ নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প। বিবেচনা করিয়া দেখিলে আকাশের সহিত এ ব্রহ্মাণ্ডের কাহারই একতা দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং বলিতে হইবে আকাশ অদ্বৈত। আকাশ চিরবিদ্যমান জন্য আকাশকে সত্য বলিতে হইবে। "আনন্দরূপমমৃতম্" ইত্যাদি ঈশ্বরীয় লক্ষণ (মহিমা) যাহা ২ তুমি চাও অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তৎ সমস্তই আকাশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে।

যদি স্থূল পদার্থের সহিত বায়ুর আঘাত ব্যতীত আকাশের কেহ কোন দিন কোন প্রকার শব্দ শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিব যে, আকাশ সশব্দ, অন্যথা আকাশ অশব্দ। দার্শনিকেরা আকাশকে উৎপন্ন বলিয়াছেন জন্যই উহাকে সশব্দ ও বলিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি কণাদ আকাশকে সশব্দ বলেন নাই *। যদি কেহ আকাশের সীমা দেখিয়া থাকেন, তবেই আমরা আকাশকে সরূপ (সাকার) বলিব, তাহা না হইলে আকাশ অরূপ অর্থাৎ নিরাকার। ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা আকাশের স্পর্শানুভব হয় না, অথবা হস্তাদি দ্বারাও আকাশকে ধরা যায় না, অতএব আকাশ অস্পর্শ।

সংবাদ।

ভাই অমৃত লাল বসু মাঙ্গালর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতেছেন। পথে বাঙ্গালোর, ধারওয়ার বেলগম, মিরাজ ও সাতারা প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের বিখ্যাত স্থান সকলে তিনি খুব উৎসাহের সহিত ইংরাজি ও হিন্দী ভাষায় আমাদের বিধান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। সকল স্থানের লোকেরাই তাঁহার বক্তৃতা প্রভৃতি খুব আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেছেন ও তাঁহাকে আদর ও সম্মান দিতেছেন। আমাদের ভাই কবিরাজ মহাশয়ের স্বর্গারোহণসংবাদে বিশেষ দুঃখিত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার ভাগলপুর হইতে ২৫ শে ফেব্রুয়ারি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে, "এখন শরীর একটু ভাল বোধ হইতেছে, নিঃশেষ হইতেছে না, কাল মনে করিতেছি বাঁকিপুর যাইব, স্থান পরিবর্ত্তনেই ওটুকু যাইতে পারে, ঔষধ সেবন করিতেছি।"

১১ ই ফাল্গুন শনিবার হইতে শ্রীদরবার 'সুলভ সংবাদ' নামক একখানি এক পয়সা মূল্যের পত্রিকা বাহির করিয়াছেন।

---

* স্পর্শবান্ বায়ুঃ। তেজোরূপস্পর্শবৎ। রূপরসস্পর্শবত্য আপোদ্রবাঃ। রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী। তথা স্পর্শশ্চ বায়োর্লিঙ্গং। তেজসোরূপম। অপাং রসঃ। পৃথিব্যা গন্ধঃ।
কণাদ দর্শন।

ইহার প্রধান লক্ষ্য আচার্য্য কেশবচন্দ্রের এ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ছিল সেই পথের অনুসরণ করা। আমরা জানি, এরূপ একখানি পত্রিকার এখনও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গত বারে আমরা গ্রাহকদিগের নিকট যে আবেদন করিয়াছি সে সম্বন্ধে গ্রাহকদিগের অভিপ্রায় কি কৃপা করিয়া শীঘ্র জানাইলে আমরা উপকৃত হইব।

ফুলবাড়ী সমাজের বিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভাই কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ সত্যপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ও তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরদা সুন্দরীকে বিগত ৩রা ফাল্গুন তারিখে মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনাদি করিয়া ভাই কেদারনাথ বসু কর্ত্তৃক বিদ্যারম্ভ করান হইয়াছে। স্নেহময়ী জননী শ্রীমান্ শ্রীমতীকে সুবিদ্যা ও সুমতি প্রদান করুন।

বালেশ্বর হইতে কোন একটি বন্ধু লিখিয়াছেন; "বিগত ৭ই ফাল্গুন সোমবার বালেশ্বরে একটি অসবর্ণ বিবাহ নবসংহিতামতে অতিসমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ সাহ, জাতিতে রাজু অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বয়স ২৮ বৎসর। পাত্রীর নাম শ্রীমতী রাজকুমারী দেবী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। এ বিবাহে ১০।১২ জন সাহেব ও বিবি, হাকিম, সরকারি কর্ম্মচারী ও ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রায় ২০০ শত লোকের অধিক স্ত্রী ও পুরুষে সে রাত্রে ভ্রাতা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারক মহাশয়ের বাটীতে আহার করিয়াছিলেন। বাটী সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। বালেশ্বরে এ একটী নূতন ব্যাপার। দলে দলে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বিবাহ দেখিয়াছিল। এখন প্রতিদিন বর ও কন্যাকে দেখিতে স্ত্রীলোকেরা আসিতেছে।" দয়াময় ঈশ্বর নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাদের স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর দাসের স্বর্গারোহণ সংবাদে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে এবং তাঁহার অনাথিনী বিধবাকে সান্ত্বনাসূচক পত্র লিখিতেছেন, আমরা স্থানাভাবে এবার সেই সকল পত্র পত্রিকাস্থ করিতে পারিলাম না।

চট্টগ্রাম ফেনোয়া চা বাগানের ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুমুদিনী কান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সস্ত্রীক এবং সবান্ধবে প্রত্যহ উপাসনা করিবার জন্য রবিবার ১৬ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার বাসস্থানে "প্রেমকুটীর" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি এক জন নববিধানবিশ্বাসী। ইঁহার প্রতিবাসী বাগানের কেরাণী শ্রীযুক্ত বাবু নবকুমার বসু মহাশয় বিশেষরূপে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। ভাই প্যারীমোহন উপাসনা করিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। "ঈশ্বর পবিত্র প্রেমের আধার" সেবকের নিবেদন হইতে এই উপদেশটি পঠিত হইয়াছিল।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীমৎ কালীশঙ্কর দাস মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সংবাদে আমরা সকলেই নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। এ স্থানের কোন কোন হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতারাও তাঁহার অভাবে বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন। যদিও বাহ্যিক সম্বন্ধ রহিত হওয়ায় তাঁহার সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হইবে না, তথাপি তাঁহার বাহ্যিক অভাব সহ্য করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইয়াছে। তিনিই বিধানালোক হস্তে লইয়া আমাদিগকে ব্যাভিচাররূপ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আবর্জ্জনাপূর্ণ নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমরা নিতান্ত দীন হইয়াও তাঁহা হইতেই অনেক রত্নের তত্ত্ব লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট আমরা যে ঋণপাশে আবদ্ধ তাহা কিছুতেই পরিশোধিত হইবার নহে। বিধানজননীর নিকট কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রার্থনা যে, স্বর্গীয় ভ্রাতা আমাদিগকে যে অমূল্য নিধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা রক্ষা ও যে সকল রত্ন আমাদের সম্মুখে ছড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা গ্রহণ ও যে গুপ্ত ভাণ্ডারের খোঁজ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা লুণ্ঠন করত তাঁহার সহিত আরো ঘনিষ্ঠ যোগে আবদ্ধ হই; এবং সেই লুণ্ঠিত রত্ন সাধারণে বিতরণ করিয়া যেন মানবজন্ম সফল করিতে পারি।

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার স্বর্গারোহণে ফুলবাড়ীর ব্রাহ্মগণ নিম্ন লিখিত প্রণালী মত অশৌচ গ্রহণ ও শোক চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন।

১। সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর দিন হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মগণের মধ্যে যাঁহারা মৎস্য মাংস ভোজন করেন, তাঁহারা নিরামিষান্ন এবং যাঁহারা নিরামিষ ভোজী তাঁহারা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কর্ত্তন করিয়াছেন।

২। সকলেই আড়ম্বর ও বিলাসশূন্য হইয়া বৈরাগ্যের ভাবে ঐ সময় কাটাইয়াছেন।

৩। বাহ্যিক শোক চিহ্নস্বরূপ অনেকেই কোন না কোন প্রকারে গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন।

৪। ৩রা ফাল্গুন শুক্রবার সকাল বেলায় স্নানান্তে মন্দিরে সকলে সমবেত হইয়া শ্রীহরির নিকট বিশেষ প্রার্থনা ও ভিক্ষা করত অশৌচ ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রণত দাস—

শ্রীআনন্দনাথ চৌধুরী।

ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজ।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৫ ভাগ। ৫ সংখ্যা। — ১লা চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৮১১ শক। — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি, তোমার সন্তানগণকে ক্রমে এক এক জন করিয়া তুমি অমরধামে ডাকিয়া লইতেছ। সেই সুন্দর অমরধাম সাজাইবার জন্য তোমার ব্যস্ততা সমুপস্থিত। তুমি ক্রমান্বয়ে আমাদিগকে বলিতেছ, পৃথিবীর কাজ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ল, আর অধিক বিলম্ব করিস্ না, পৃথিবীতে অভিনয় শেষ করিয়া অবিলম্বে অমরলোকে তোদের অভিনয় করিতে হইবে। তুমি যখন এ কথা কহিতেছ, তখন যাহাতে আমরা সত্বর মর্ত্ত্যধামের অভিনয় তোমার মনের মত করিয়া সমাধা করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হই, তাহার উপায় করিয়া দাও। এত দিন কতক আত্মার কতক সংসারের বিষয় লইয়া আমরা জীবন কাটাইলাম, এখন, হরি, কেবল আত্মা লইয়া পৃথিবীতে বাস করিতে পারি, তাহার উপায় কর। আমাদিগের মধ্য হইতে কয়টি আত্মাকে তুমি অমরালয়ে উড়াইয়া লইয়া গেলে। আত্মা কি সুন্দর মনোহর, তোমার হাতে লালিত পালিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া কেমন তাহার সৌন্দর্য্য বাড়ে, ইহা তুমি বিলক্ষণ সেই কয়টি আত্মার দৃষ্টান্তে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছ। এ সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়া যদি আমাদের আত্মাগুলিকে তোমার হাতে সম্পূর্ণ সমর্পণ না করি, বল তাহা হইলে আমাদিগের প্রতি তোমার এত করুণা প্রকাশ করিয়া কি হইল? আমরা তোমার, তুমি আমাদের, এ সকল দেখিয়াও কি আমরা বুঝিব না? হে সচ্চিদানন্দ, এই ক্ষুদ্র সচ্চিদানন্দ খণ্ডগুলিকে আপনার ক্রোড়ে কেমন আদরের সহিত তুমি সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছ, একবার তোমার কৃপায় আমরা ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করি। আমাদিগের সুখ সৌভাগ্য কত, যদি দেখিতে পাই, এবং বুঝিতে পারি, তাহা হইলে, হে নাথ, মনে হয় যে, আমরা সব ভুলিয়া আত্মার সেবায় ভাল করিয়া মগ্ন হইতে পারি। আর শরীরের সেবায় কালযাপন শোভা পায় না। আত্মায় ভুলিয়া শরীর লইয়া থাকা, এ যে প্রভো, অতিবিপরীত। যাহার জন্য তাহার আদর, তাহাকেই অনাদর? যত দিন আত্মা শরীরে আছে, তত দিন শরীরের আদর, অন্যথা সে তো কীটের ভক্ষ্য, অগ্নিতে দাহ্য, অথবা জলে নিঃক্ষেপ্য। দীনবন্ধো, আত্মা তোমার অতি আদরের সামগ্রী, আত্মার জন্য দেহকে তুমি কেমন করিয়া সাজাইয়াছ। যাহার জন্য তোমার এত আদর তাহাকেই চিনিলাম না! চিনাইয়া দাও তোমার সন্তানকে। যখন এখানকার অভিনয় শেষ হইয়া আসিল, সেখানে গিয়া শরীরহীন আত্মাকে লইয়া অভিনয় করিতে

হইবে, তখন শরীরকে সজ্জিত করা ছাড়িয়া দিয়া আত্মাকে ভাল করিয়া ভূষিত করি। কৃপানিধান পরম দেব, তুমি এই বিষয়ে সহায় হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

আমি কি? আমি কে?

আমি কি? আমি কে? এ প্রশ্নের মীমাংসা সকলেরই সর্ব্বাগ্রে করা সমুচিত। যাহার জন্য আমাদের সকল অনুষ্ঠান, তাহাকে ভুলিয়া আয়োজন অনুষ্ঠানে মগ্ন থাকা, ইহা অতীব বিপরীত। বরের জন্য উদ্যোগ, কিন্তু বরকে ভুলিয়া সকলে সাজ সজ্জা লইয়া ব্যস্ত; বর ঘরে আসিল, অথচ কেহ তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না, এরূপ বিসদৃশ ব্যবহার লোকে প্রতিমুহূর্ত্তে আপনার প্রতি আপনি করিতেছে। এ কথা শুনিলে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পৃথিবীর সকলে এরূপ ব্যবহারে কাল যাপন করিতেছে, ইহা কে না দেখিতেছেন। এই জনকোলাহলপূর্ণ নগরীতে লক্ষ লক্ষ লোকের অধিবাস, কিন্তু ইহার মধ্যে কয় জন লোক আছেন, নির্জ্জনে অর্দ্ধ হোরাও 'আমি কে?' এইটি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখেন। সকলেই বলিতেছে, আমি আমার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু সে আমি কে তাহার অনুসন্ধান নাই, কি অদ্ভুত রহস্য। আমি কি? আমি কে? আমরা আজ এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখি। সময় অনুকূল, কেন না এক মাসের মধ্যে আমাদের একটি জ্যেষ্ঠ ভাই, এবং একটী কনিষ্ঠা ভগিনী, নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করিলেন; যাইবার বেলা আত্মার দেহনিরপেক্ষতা ভাল করিয়া বুঝাইয়া গেলেন। এই সময়ে 'আমি কি?' 'আমি কে?' আমরা ভাল করিয়া দেখিয়া লই।

আমি কি? আমি শরীর নহি। শরীর জড়, আমি জড়ের অতীত। শরীর অচেতন, আমি চৈতন্য। আমি দ্রষ্টা, সে দৃশ্য। আমি সেব্য, সে সেবক। আমি নিত্য, সে অনিত্য। কত প্রভেদ, অথচ একটি আর একটিকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, যেন দুটি নয় একটি। শরীর যাহার জন্য এত সজ্জায় সজ্জিত, দু দিনের জন্য হইলেও যাহার প্রতি আদরবশতঃ আত্মার জনক জননী উহাকে কত শোভায় শোভান্বিত করিয়াছেন, কত অদ্ভুত যন্ত্রনিচয়ে উহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন, একটি মনোহর রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা শতগুণ কৌশলে উহার নির্ম্মাণকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, উহার সমুদায় ক্রিয়া অপরের সাহায্য বিনা স্বতঃ নির্ব্বাহিত হইতে পারে, প্রাণসঞ্চার দ্বারা তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন, সেই আমি, সেই জনক জননীর আদরের আমি, বাসগৃহের চাকচিক্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছি। অট্টালিকার অধিবাসী রাজতনয় আপনি আপনাকে ভুলিয়া যায় না, যদিও অপরে প্রাসাদের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া থাকিতে পারে, অথবা দৌবারিক দ্বারা অবরুদ্ধগতি হইয়া ইচ্ছা থাকিলেও রাজতনয়ের অনুসন্ধান লইতে না পারে। আমি রাজতনয়, অথচ আমি আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, আমি আমার প্রাসাদকেই আমি মনে করিতেছি, কি আশ্চর্য্য, কি মোহ! এ মোহ ভঙ্গ হইবে কবে? 'আমি কি' জানিয়া 'আমি কে' ইহার অনুসন্ধান না করিলে আর চলিতেছে না। 'আমি কি' বুঝিলাম, 'আমি কে একবার দেখি। দেখি আমি কত মহান্, আমার কত গৌরব।

আমি কে? আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি রাজাধিরাজের তনয়। তনয় হইলে পিতার অনুরূপ হয়, পিতার গুণে গুণবান্ হয়। আমি জড় নই চৈতন্য, আমার পিতা মহাচৈতন্য। আমি জড়পিণ্ড নই, আমি নিরাকার আকাশস্বরূপ, আমার পিতা জড় নহেন, নিরাকার আকাশস্বরূপ। আমি দেহে স্থিত, অথচ দেহে বদ্ধ নই, আমার গতি অব্যাহত, আমি মুহূর্ত্তে দিব্যধামে ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারি, স্বর্গের দেবগণের সঙ্গে বিরলে বসিয়া আলাপ করিতে পারি, পলকে ত্রিভুবনে বিচরণ করিবার আমার সামর্থ্য।

আমার পিতা জগতে প্রকাশিত, অথচ জগৎ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, তিনি জগতে থাকিয়া জগতের অতীত, দ্যুলোক ভূলোক উভয়ই তাঁহার পাদপীঠ, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার পদতলে সর্ষপসদৃশ গড়াইতেছে, তাঁহার গতির অবরোধক কিছুই নাই, তিনি সকলের গতির হেতু। তবে আমি তাঁহারই সন্তান। তিনি বড়, আমি ছোট; তিনি পূর্ণ, আমি পূর্ণতার যোগ্য; তিনি অনন্ত-সচ্চিদানন্দ, আমি অণু-সচ্চিদানন্দ। আমি তাঁহাতে তিনি আমাতে। শরীরের নিয়তি ভূতসমূহে বিলীন হইয়া যাওয়া, আমার নিয়তি আমার পিতা আমার মাতা ত্রিভুবনসম্রাট্ সহ নিত্য বাস করা। আমি তাঁহার জ্ঞান প্রেম পুণ্যে নিত্য কাল বর্দ্ধিত হইব, আমি দেবগণসহ তাঁহাতে বাস করিব, দিন দিন দেবত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব।

আমি কি? আমি কে? যখন স্থির হইল, তখন আমরা কি? আমরা কে? তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া গেল। যাহা স্থির হইল, তাহা কিছু সামান্য নহে। আমি চারি দিকে কি দেখিতেছি? সচ্চিদানন্দের খণ্ড, সচ্চিদানন্দের সন্তান। আমি কাহাকেও দ্বেষ করিতে পারি না, আমরা সকলে স্বরূপে, ভাবে, জন্মে, জনকে জননীতে এক। আমি কাহাকে আঘাত করিব? সচ্চিদানন্দখণ্ডকে আঘাত করিতে গিয়া মহান্ সচ্চিদানন্দের প্রতি আঘাত পড়ে। ক্ষুদ্র সচ্চিদানন্দ ও মহান্ সচ্চিদানন্দ আঘাতের অতীত সত্য, কিন্তু হইলে কি হয়, আমি যে এতদ্দ্বারা ঘোর অপরাধে অপরাধী হই, যোগভ্রষ্ট হই। আমি এবং আমরা এ দুইয়ের পার্থক্য অবান্তর, পার্থিব, শরীরঘটিত, এবং শরীরের বৃত্তিঘটিত। শরীর আমাদের একতানুভবের পথের প্রতিবন্ধক। শরীর ছাড়িয়া যখন আত্মাকে দেখি, তখন আমরা সকল বিরোধ ভুলিয়া যাই। ঈশ্বর ও জীব সহ যোগের জন্য 'আমি কি?' 'আমি কে?' ইহা ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন। এ দুই প্রশ্ন যাঁহাদিগের নিকট চির দিনের জন্য মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে তাঁহাদিগের পক্ষে যোগসুলভ। আমরা ভরসা করি, সকলে এই দুই প্রশ্ন এ সময়ে আর অমীমাংসিত রাখিবেন না। কেন না এই মীমাংসার উপরে তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবন যোগজীবন নির্ভর করিতেছে।

ভয় ও ভক্তি।

সকলেই জানেন ধর্ম্মের আরম্ভ ভয়েতে এবং ভক্তিতে উহার পর্য্যবসান। একের তিরোধানে অপরের সমাগম, ইহাই সকলের বিশ্বাস। ভয়ের বিষয় চলিয়া গেলে আর ভয় থাকে না, সুতরাং ভয়ের আরম্ভ ও শেষ আছে, কিন্তু ভক্তির বিষয় নিত্যকাল স্থায়ী সুতরাং ভক্তিও নিত্যকালস্থায়ী। ভয়ের নিবৃত্তিতে ভক্তির আরম্ভ এ কথা তত ঠিক নয়, কেন না ভয় ও ভক্তি যুগপৎ একই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে। ভক্তির আধিক্যস্থলেও ভয়ের স্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়, ভক্তির সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য হইলেও, অনুগামিত্বরূপে ভয়ের অবস্থান বিরোধী নহে। আমরা ভয় ও ভক্তির বিষয় বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

অনেকে মনে করেন, ভয়েতেই যে ধর্ম্মের আরম্ভ হয়, তাহা ঠিক নহে। এমন লোকও আছেন, যাঁহারা প্রথম হইতে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবশতঃ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ইহাঁরা জন্মসাধু, পাপ হইতে ইহাঁরা স্বভাবতঃ নিবৃত্ত। ঈদৃশ লোক একেবারেই অসম্ভব আমরা এ কথা না কহিলেও, ইহা বলিতে পারি যে, ইহাঁরা অসাধারণ লোক, সুতরাং কোন সাধারণ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইহাঁদিগকে গণনায় না আনাই বিজ্ঞানসঙ্গত। তবে এই সকল অসাধারণ লোক যে, একেবারে ভয়বর্জ্জিত ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করিলে বোধ হয় কোন দোষ উপস্থিত হয় না। তাঁহাদিগেতে অনুরাগের প্রাধান্য হইলেও অনুরাগের পাত্রের অসন্তোষের কার্য্য কি জানি বা অনুষ্ঠিত হয়, ইহা মনে করিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হওয়া অত্যধিক অনুরাগের লক্ষণ। ঈদৃশ আশঙ্কা বা ভয়ে অনুরাগ সঙ্কুচিত

হয় না, বরং উহার শোভা সমধিক বর্দ্ধিত হয় ইহাই সত্য কথা।

যেখানে ভয় হইতে ধর্ম্মের আরম্ভ হয়, সেখানে ভয়ের প্রাধান্য হইলেও অনুরাগ একেবারে নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। অনুরাগ বিনা কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ জন্মে না, কেবল পরিহার করিবার উপায় অন্বেষণ হয়। পাপভয়ে সংসারভয়ে ভীত হইয়া মনুষ্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু যাঁহার শরণাপন্ন হয় তাহাতে আকর্ষণযোগ্য গুণ দর্শন করিয়া অনুরক্ত না হইলে কেন শরণাপন্ন হইবে? এখানেই আমরা স্পষ্ট ভয় ও অনুরাগের বিষয় বিভাগ দর্শন করিতেছি। পাপ বা ঈশ্বরের বিরোধী সামগ্রীর সংসর্গে ভয় এবং কল্যাণগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ইহাই মনুষ্যের স্বভাবগত ভাব।

উপনিষৎ ব্রহ্মকে মহৎ ভয়ের কারণ উদ্যতবজ্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সম্প্রদায়বিশেষ তাহাদিগের উপাস্যদেবতাকে ভয়ঙ্কর আকার দান করিয়াছে। ইহাতে আমরা ঈশ্বরসম্বন্ধে যাহা উপরে বলিলাম তাহা পূর্ণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পাইতেছে না। ঈশ্বরের উদ্যতবজ্রত্ব আমাদিগের দৃষ্টিনিবন্ধন, তাঁহাতে কোন বিকার সমুপস্থিত হয় নাই, ইহা আমরা অনেকবার পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। আমাদিগের পাপ আমাদিগের মনে ভয় ও আশঙ্কা উৎপাদন করে, এবং সে জন্য অতিমনোহরগুণসম্পন্ন পুণ্যজ্যোতির দিকে নয়ন তুলিতে আমাদিগের আশঙ্কা হয়, ইহা আমরা এই পৃথিবীতেই পাপী ও সাধু সজ্জনের সম্বন্ধমধ্যে দেখিতে পাই। পাপ ও পুণ্য এ দুই পরস্পরবিরোধী সামগ্রী, এক স্থানে সন্নিবিষ্ট হয় না। ইহাতে পাপ যদি ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পুণ্য হইতে দূরে পলায়ন করিতে যত্ন করে, তাহা হইলে পুণ্যের বিকারিত্ব ঘটে না। পাপাধিকৃত ব্যক্তিরই পাপজনিত দৃষ্টিবৈষম্য ঘটিয়াছে, ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত।

ভয়ের সঙ্গে পাপের যোগ আছে বলিয়া ভয়োৎপাদনের মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়া নাই, এ কথা আমরা কখন কহিতে পারি না। পুণ্য দেখিয়া পাপের যে ভয় হয়, তাহাতে এই বলিতে হইবে, পুণ্য আপনি ভয়ঙ্কর না হইয়াও ভয়ের কারণ হইয়া থাকেন। ভয়ঙ্কর না হইয়া ভয়ের কারণ হওয়া ইহা অতি বিরুদ্ধ কথা; কিন্তু যেখানে মূলে ভয় আছে, সেখানে ভয়ের কারণ না থাকিলেও ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার। পাপাচরণের সঙ্গে সঙ্গে মনে ভয় সমুৎপন্ন হয়, সাধু সজ্জনের সম্মুখে যাইতে শঙ্কা উপস্থিত হয়। নিরন্তর তাঁহাদিগের সদয় ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়াও পাপ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে উদ্যত হইলে ভয় আসিয়া পথ অবরোধ করে। পাপের মূলে ভয় আছে, পাপ মনে অকারণ আশঙ্কা উৎপাদন করে, যেখানে সৌম্য মূর্ত্তি সেখানে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করে। পাপে ভয় আছে, সেই ভয়ের উদ্দীপন পুণ্যস্মরণে হইয়া থাকে, ইহাই সত্য কথা। পুণ্য সৌম্যমূর্ত্তি হইলেও এইরূপে ভয়ের উদ্দীপক কারণ।

পাপের সঙ্গে ভয়ের স্থিতি যত দিন থাকে, তত দিন, বুঝিতে পারা যায়, মনুষ্য স্বভাব পরিহার করে নাই। যখন পাপও করে, অথচ ভয় উদ্রিক্ত হয় না, তখন ঘোর বিকার সমুপস্থিত। এই অবস্থায় গুরুতর বিপদ্ বিনা আর সেই বিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির চৈতন্যোদয় হয় না। এ সকল অবান্তর কথা, মূল কথা এই যে, পাপ করিতে গিয়া যে লোকভয়, জনভয়, বন্ধুভয়, উপস্থিত হয়, তাহা স্বভাববিহিত। যাহা কিছু স্বভাববিহিত তন্মধ্যে ভগবানের ক্রিয়া স্থিতি করিতেছে। অগ্নিতে অঙ্গুলি অর্পণ করিবামাত্র দাহ জন্য যেমন ক্লেশ সমুপস্থিত হয়, পাপ করিতে গিয়া তেমনি ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। উভয় স্থলেই তত্তদ্ব্যাপার হইতে নিষ্কৃত করিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া মানিতে হইবে। পাপভয়কে ঈশ্বরপ্রণোদিত জানিয়া ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকা ধর্ম্মের আরম্ভ। এ স্থলে ভয়কে অতিক্রম করিবার জন্য যত্ন বিনাশের হেতু। যদি ভয় করিবার কোথায় স্থল থাকে, তবে ইহাই প্রকৃত স্থল।

পুণ্যানুষ্ঠানে ধর্ম্মানুষ্ঠানে লোকভয় জনভয়, বন্ধু-ভয় সর্ব্বথা পরিহার করিতে হইবে। কেন না সে স্থলে ভয়ের কোন কারণ নাই, সেখানে ভয় করা ভীরুতা এবং ঈশ্বরের বিরোধে গমন। পুণ্যানুষ্ঠানে সাহস ও উদ্যম ঈশ্বর হইতে অবতরণ করে, ভীরুও সাহসী হয়, দুর্ব্বলও মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে।

পাপকে আমরা ভয়ের স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, এখন ভক্তির স্থল নির্দ্দেশ সহজ হইয়া পড়িল। প্রথমতঃ পাপের বিপরীত পুণ্যের প্রতি অনুরাগ, ইহা স্বভাবসঙ্গত সকলকেই মানিতে হইবে। পুণ্যের ভিতরে একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে, যে সৌন্দর্য্য সহজেই চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। সাধুর সৌম্যমূর্ত্তি যদি জনচিত্ত হরণ করে, তাহা হইলে অনন্তপুণ্যস্বরূপ ভগবানের পুণ্য যে সমধিক পরিমাণে হৃদয়াকর্ষণ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ঈশ্বরের কল্যাণ গুণের সৌন্দর্য্য সহজে মনে প্রতিভাত হয়, কেন না দয়া স্নেহ যে কোন ব্যক্তি সহজে বুঝিতে পারে। কল্যাণগুণ এবং পুণ্য এমনই অভিন্ন সামগ্রী যে, এ দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ লৌকিক, বাস্তবিক নহে। পাপকে ভয় করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের দিকে চিত্তের আকর্ষণ আছে, সহজে বুঝিতে পারা যায়। অন্যথা পাপ পরিহার্য্য, অন্য কিছু আশ্রয়ণীয় এই গূঢ়ভাব যুগপৎ মনে উদিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভয় ভক্তি উভয়েই এইরূপে একই সময়ে মনুষ্যহৃদয়ে স্থিতি করে। ভিন্ন বিষয় অবলম্বন করিয়া উদিত হয় বলিয়া মনে হয় যেন একটির কার্য্য শেষ হইলে অপরটির উদয় হয়। বস্তুতঃ পাপে ভয় উপস্থিত হওয়া, পুণ্যের দিকে মন আকৃষ্ট হওয়া একই সময়ে হয়, ইহাই ঠিক কথা।

ভয় ও ভক্তির বিষয় বিভাগ প্রদর্শিত হইল। ভক্তি যে চিরকালই থাকিবে, এতো নির্ব্বিবাদ কথা। এখন দেখা উচিত, ভক্তির সঙ্গে ভয়েরও থাকিবার অবকাশ আছে কি না? ভক্তি গাঢ় হইবার পূর্ব্বে পাপের সঙ্গে লোকভয়, জনভয় ও বন্ধুভয় সংযুক্ত ছিল। ভক্তির অভ্যুদয়ে তাদৃশ ভয়ের কারণ বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে যে, ভয় ও আশঙ্কা সংযুক্ত থাকে তাহা আসিয়া চিত্তকে অধিকার করিল। এ ভয় ও আশঙ্কা প্রেমের মধ্যে নিহিত, ইহাতে প্রেমের মাধুর্য্য প্রকাশ পায়। কি জানি বা কখন আমার আচরণে আমার প্রেমাস্পদের অণুমাত্র অসন্তুষ্টি হয়, এই আশঙ্কা বা ভয় পাপভয়ের ন্যায় নরকোচিত যন্ত্রণাযুক্ত নয়, উহা প্রেমসুখাস্বাদবর্দ্ধক। সুতরাং পাপের সঙ্গে যে ভয় থাকে, সেই ভয় যখন আসিয়া প্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন প্রেমের সংস্পর্শে উহার ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, এবং পূর্ব্বে যাহা নরকের যন্ত্রণা ছিল, তাহাই সুখাস্বাদের কারণ হয়। যদি আমরা মনে করি যে, আমরা লোকভয়, জনভয় এবং বন্ধুভয়ের অতীত হইয়াছি, তাহা হইলে ঈশ্বরে অনুরাগ বশতঃ যে ভয় হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের সন্তোষসাধনে তৎপর রাখে, সেই ভয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা প্রেমের আশ্চর্য্য মাধুর্য্য আস্বাদনে যেন সমর্থ হই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সমুদায় তত্ত্বের মূলতত্ত্ব যদি ঈশ্বর হন, তাহা হইলে তিনি যথার্থ তত্ত্ববিৎ যিনি নিরন্তর ঈশ্বরেতে অধিবাস করিবার জন্য যত্নশীল। যিনি সকল তত্ত্বের মূলে আপনার চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিলেন, তিনি আলোকের উৎসের সন্নিধানে উপস্থিত; যে কোন তত্ত্বের অনুসন্ধানে তিনি প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাতেই তিনি কৃতকার্য্য হইবেন। বেদান্ত সকলেতে এই সত্য স্পষ্ট নিবদ্ধ আছে, কিন্তু অধিকারিভেদে সেই সত্যগ্রহণের উপযুক্ততা লোকে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া নিতান্ত ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে। মনুষ্যের জ্ঞাতব্য বিষয় মনুষ্যসমাজের মধ্য দিয়া নিরন্তর সমাগত হইতেছে। সমুদায় মনুষ্য-সমাজে ঈশ্বরের ক্রিয়া নিয়ত চলিতেছে। এই মনুষ্য সমাজ একটি মনুষ্য, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসমষ্টি তাহার অঙ্গ, মূলতত্ত্ব ঈশ্বর হইতে এক এক অঙ্গ সমগ্রমনুষ্যসমাজের কুশলার্থ যাহা যাহা লাভ করিবে, তাহা সেই সেই ব্যক্তিসমষ্টিতে ঈশ্বরের ক্রিয়াজন্য। যে ব্যক্তিসমষ্টিকে ভগবান্ যে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাঁহারা আলোক লাভ করেন, অন্য বিষয়ে নহে। আমরা যে তত্ত্ববিৎ হইতে চাই, তাহাতে অজ্ঞাতসারে আমরা ঈশ্বর কর্ত্তৃক

পরিচালিত হইবে, ইহা আমরা আকাঙ্ক্ষা করি না। আমাদিগের হৃদয় মন প্রাণ ও দেহ পর্য্যন্ত নিরন্তর ঈশ্বরে পূর্ণ আমরা অনুভব করিব, ইহাই আমাদিগের লক্ষ্য। আমাদিগের হৃদয় মন প্রাণের মূলে যিনি নিয়ত স্থিতি করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের প্রথম পরিচয় হইবে, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় না করিয়া আমরা কিছুই করিতে চাই না। আমরা দেখিব, আমাদের হস্ত যে কার্য্যে নিযুক্ত, সে কার্য্য আমরা নিজ শক্তিতে করিতেছি না, শক্তির শক্তি ভগবানের প্রেরণায় তাহা নিষ্পন্ন হইতেছে। আমাদিগের রসনা কথা কহিতেছে, কিন্তু সে সেই কথা কহিতেছে যাহা বাক্‌শক্তির শক্তি হইতে নিঃসৃত। আমার প্রাণের প্রতি যখনই দৃষ্টি পড়িবে, তখন আমার প্রাণের প্রাণকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। আমাদিগের শরীর মন প্রাণ ব্রহ্মাবির্ভাবে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত থাকিবে। আমাদিগের তত্ত্ববিশ্ব ইহাই, এই তত্ত্ববিশ্বের আমরা অভিলাষী, ইহাতেই আমাদিগের কৃতার্থতা।

—•—

রোগ শয্যা। *

আমার রোগশয্যার কথা শুনিয়া হয় ত কাহারও কিছু উপকার দর্শিতে পারে, তাই ইহা ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। আমি প্রায় দুই বৎসর হইল রোগাক্রান্ত হইয়াছি। ইহার মধ্যে দেড় বৎসরের অধিক কাল যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন শয্যাতে শয়ন করিয়া আছি। পরিবর্ত্তনের মধ্যে কখন কখন বহু কষ্টে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন ও উপবেশন করিতে পারি। আমার রোগ পক্ষাঘাতই বলা যায়, কেন না কটি হইতে শরীরের নিম্ন ভাগ সমুদয় অচল। কেবল অচল নহে ঐ অংশে যদি অগ্নি লাগান যায়, কিংবা মাংস কর্ত্তন করিয়া লওয়া যায় তবুও টের পাই না। কিন্তু আমার পক্ষাঘাত সাধারণ লোকের পক্ষাঘাতের অনুরূপ নহে। অন্যের পক্ষাঘাতে চলচ্ছক্তিমাত্র থাকে না, কিন্তু তাহারা কোন যন্ত্রণা ভোগ করে না, আমার যন্ত্রণা অসীম। আমি এই যন্ত্রণার প্রকৃত অবস্থা বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতেও পারি না। পদ হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত একপ্রকার খেচুনী আছে, ইহার প্রকৃতি ঠিক মৃগীরোগের অনুরূপ। যখন আকর্ষণ করিতে থাকে তখন বোধ হয় প্রাণ যায়। তার পর শীত বোধ, জ্বালা, চিমচিম, ঝিমঝিম, কত প্রকার করে তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। যখন জ্বালা হয়, বোধ হয় যেন জ্বলন্ত অগ্নিতে ধরিয়া রাখিয়া কেহ পোড়াইতেছে, শীত এত প্রবল, বোধ হয় যেন কেহ অনবরত বরফ ঢালিয়া দিতেছে। যেমন শীত কষ্টপ্রদ, জ্বালাও তেমনি। কখন কেবল শীত, কখন কেবল জ্বালা। কখন কখন শীত ও জ্বালাতে মিশ্রিত একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়া কষ্ট দেয়।

তার পর আমার মল মূত্রাদি পরিত্যাগের সময় বোধ নাই, অর্থাৎ ঐ সকল যন্ত্রাদিতে সাড় না থাকাপ্রযুক্ত অজ্ঞাতসারে মলাদি নির্গত হইয়া পড়ে। রাত্রিতে ও দিনে ১৫। ১৬ বার প্রস্রাব হয়, ইহার প্রায় প্রত্যেক বারেই কাপড় নষ্ট হইয়া যায়। ৮। ৯ খানি কাপড় কাছে থাকে। তাহাতেও অনেক দিন কুলায় না। এমন কি, সমুদায় ছেঁড়া নেকড়া পর্য্যন্ত ভিজিয়া যায়, শীত ও বর্ষাতে ভয়ঙ্কর ক্লেশ। বর্ষাতে শীঘ্র কাপড় শুকায় না। এই জন্য কখন কখন উলঙ্গাবস্থায়ও থাকিতে হইয়াছে। শয্যাতে খাই, শয্যাতে শুই, শয্যাতে মলমূত্র ত্যাগ করি, শৌচ আচমন বর্জ্জিত অবস্থায় কিরূপ ক্লেশে থাকি তাহা ভগবান্ জানেন।

ইহা ব্যতীতও সাময়িক কষ্ট যন্ত্রণা আছে। সে সকলও নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু ধন্য দয়াময় শ্রীহরি! ধন্য মা আনন্দময়ী! তাঁহার কৃপাতে আমি এই ঘোরতর দুঃখের ভিতরেও সুখী। আমি যখন প্রথম এই দুরারোগ্য রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হই, তখন এক দিন মনে হইয়াছিল যে আমার যেপ্রণালীর রোগ উপস্থিত হইল, যদি দীর্ঘ কাল এই অবস্থায় থাকিতে হয়, জানি না কত কষ্ট পাইতে হইবে। হয় ত ঔষধ ও পথ্যও পাইবার সুবিধা হইবে না। কিন্তু এই কথা চিন্তা করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, কি করিলাম! এ যে ঘোরতর অবিশ্বাসের কথা!! আমি যাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি—তাঁহার ত কোন অভাব নাই তবে আমি এমন অসঙ্গত ভাবনা ভাবিতেছি কেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া সে চিন্তাকে বিদায় দিলাম, কিন্তু সত্য সত্যই আমি অতি দীর্ঘ কালের জন্য রোগশয্যায় শয়ন করিলাম। সেই যে শয়ন করিলাম আর উঠিলাম না। ভক্তবৎসল ভগবান্ অল্পবিশ্বাসীকে পূর্ণবিশ্বাসী করিবার জন্যই বোধ হয় এরূপ করিলেন। সুদীর্ঘ কাল রোগ ভোগ করিতেছি, কিন্তু কোন অভাব বুঝিতে পারিতেছি না। অতি বড় বড় মাননীয় চিকিৎসকগণ ক্রমাগত আমার চিকিৎসা করিতেছেন। বড় বড় রাজা জমিদারগণ অর্থ দ্বারাও সহসা যে সকল চিকিৎসক পাইতে পারেন না, আমি বিনা অর্থে সেই সকল সুবিজ্ঞ সুচিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়াছি, এবং কত জানিত অজানিত বন্ধুগণ অর্থ দান করিয়া আমার পথ্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। যখন এই অবস্থার মধ্যেও ঔষধ ও পথ্যের তাদৃশ সুব্যবস্থার কথা চিন্তা করি, যখন ক্ষুধার সময় হইলে সুমিষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি সম্মুখে দেখিতে পাই, তখন সন্তানবৎসলা জননীর অপার করুণা স্মরণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। পূর্ব্বে যে অবিশ্বাসের কথা মনে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া এই সময়ে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বে জ্বালা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছি ক্রমে সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্যবল বাড়িতে লাগিল। যত যন্ত্রণা বাড়ে তত যেন জননীর অমৃতপূর্ণ ক্রোড় নিকটে দেখিতে পাই। ক্রমে ক্রমে

* স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর দাস ধর্ম্মতত্ত্বে দেওয়ার জন্য এটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন পত্রিকাস্থ করেন নাই। তাঁহার অন্যান্য লিপি মধ্যে এটি পাওয়া গিয়াছে।

যাতনা সহ্য করিবার অধিকার জন্মিল, এবং দুঃখের ভিতরেও জননীর অভয়পদ আশ্রয় পাইব বলিয়া নিশ্চিত সংবাদ আসিতে লাগিল। যিনি পরীক্ষা দিবার জন্য ডাকেন, পরীক্ষা সহ্য করিবার অধিকারও তিনিই দেন। তার পরে এত দূর হইয়াছে যে আমি পত্রিকাদিতে অনেক গদ্য পদ্য প্রবন্ধ লিখিয়া সাহায্য করিতে পারি এবং এই যন্ত্রণার মধ্যেও অনুমান ১২।১৪ ফরমার একখানি পুস্তকও লিখিয়াছি। পূর্ব্বে যখন সুস্থ ছিলাম আমার নিকটে কেহ কথা বার্ত্তা বলিলে আমি কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারিতাম না, মনোযোগ দিয়া লিখিতেও পারিতাম না। সেই আমি এখন ঘোর যাতনার মধ্যেও অনেক চিন্তাপূর্ণ বিষয় লিখিয়াছি।

তার পর মনে করুন, আমার যে অবস্থা তাহাতে প্রতিদিন মলমূত্রাদি পরিষ্কৃত হওয়া কত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমার পত্নী অপরাজিত ও অবিরক্ত চিত্তে সেই সকল পরিষ্কার ও আমার যথোচিত সেবা করিতেছেন। যদি আমার পত্নী অন্য নারীদিগের ন্যায় বিরক্তচিত্তা হইতেন, আমার দুঃখের ইয়ত্তা থাকিত না। ইহা ভগবানের সাক্ষাৎ করুণা।

প্রতিদিন ভাল করিয়া উপাসনা করিতে পারি না, কেন না অনেক ক্ষণ ব্যাপিয়া এক ভাবে বসিয়া থাকিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু স্মরণ মননাদি সর্ব্বদাই করিতে পাই, ইহাও তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন। আমার রোগ ভাল হয় নাই কি হইবে না ইহা ভাবিয়া আমার আর কোন ক্লেশ বোধ হয় না। প্রতিদিন সাত ঘণ্টা পরিশ্রম না করিয়া অন্ন খাইলে সে চোর বলিয়া গণ্য, কিন্তু আমি দুই ঘণ্টাও রীতিমত খাটিতে পারি না; অথচ আমার জন্য যথোচিত খাদ্য প্রতিদিনই জননীর কৃপায় আসিতেছে। চোর বলিয়া এক দিনও অন্ন বন্ধ হয় না, ইহা ভাবিয়া আমি আনন্দ আর ধরিয়া রাখিতে পারি না। ধন্য মা আনন্দময়ী।

ঈশার অনুকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

অষ্টম অধ্যায়।

ঈশার সহিত নিকট বন্ধুত্ব।

১। যখন ঈশা নিকটে, সকলই ভাল এবং কিছুই কঠিন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ঈশা যখন অনুপস্থিত; প্রত্যেক বিষয় কঠিন হইয়া পড়ে।

যখন ঈশা আত্মার নিকটে কথা কহেন না, অন্য সকল সান্ত্বনা নিষ্ফল।

কিন্তু যদি ঈশা কেবল একটী কথা বলেন, মহাশক্তি অনুভব হয়।

মার্থা যখন মেরি ম্যাক্‌ডালেনীকে বলিল, "আচার্য্য আসিয়াছেন এবং তোমায় ডাকিতেছেন" মেরি ম্যাকডালেনী যেখানে বসিয়া কান্দিতেছিল সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসিল।

যখন ঈশা তোমাকে অশ্রুপাত থেকে অধ্যাত্ম আনন্দে ডাকিয়া লন, সেই সুখের সময়।

ঈশা ছাড়া কেমন সকলই নীরস ও কঠিন তোমার প্রতীত হয়, ঈশা ছাড়া আর কিছু যখন অন্বেষণ কর, কেমন তোমায় নির্বুদ্ধি এবং শূন্য বোধ হয়। সমুদায় পৃথিবী হারান অপেক্ষা এটি কি অধিক ক্ষতি নয়?

২। ঈশা ছাড়া পৃথিবীর তোমায় দেবার আর কি আছে?

ঈশা ছাড়া হওয়া অতীব দুঃখকর নরক এবং ঈশার সঙ্গে থাকা আহ্লাদকর বৈকুণ্ঠ।

ঈশা যদি তোমার সঙ্গে থাকেন, কোন শত্রু তোমায় আঘাত করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি ঈশাকে পায় সে অতি উৎকৃষ্ট সম্পদ্ পায়, হাঁ সমুদায় সম্পদ্ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্পদ্।

অপিচ যে ব্যক্তি ঈশাকে হারায়, সে সমধিক হারায়; হায়, সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক হারায়।

সে ব্যক্তি বড় দরিদ্র যে ঈশাহীন হইয়া জীবন ধারণ করে, সে ব্যক্তি বড় ধনী যে ঈশাকে তাহার বন্ধু পাইয়াছে।

৩। ঈশার সঙ্গে কথোপকথন কেমন করিয়া করিতে হয় জানা বড় কৌশল, এবং তাঁহাকে আত্মার ভিতরে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিতে হয় জানা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

বিনীত এবং বিশ্রান্তচিত্ত হও, ঈশা তোমার সঙ্গে থাকিবেন।

শান্ত ও উপাসনাশীল হও, ঈশা তোমার সঙ্গে থাকিবেন।

তুমি শীঘ্রই ঈশাকে দূর করিয়া দিতে পার, এবং তাঁহার অনুগ্রহ হারাইতে পার, যদি তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া বাহিরের বিষয়ে মগ্ন হও।

যদি তুমি তাঁহাকে তাড়াইয়া দাও এবং তাঁহাকে হারাও তবে তুমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং বন্ধু বলিয়া কাহাকে অন্বেষণ করিবে?

তুমি বন্ধু ছাড়া জীবনধারণ করিতে পার না, এবং সর্ব্বোপরি ঈশা যদি তোমার বন্ধু না হন, তবে তুমি অতীব বিষণ্ণ এবং সান্ত্বনাহীন হইবে।

অতএব তোমার নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে যদি অপর কাহারও উপরে নির্ভর কর, এবং অপরেতে আনন্দিত হও।

ঈশার নিকটে অপরাদ্ধ হওয়া অপেক্ষা সমুদায় পৃথিবী যদি তোমার প্রতিকূল হয়, তাহাও ভাল মনে করা তোমার উচিত।

তোমার যাহারা প্রিয় তাহাদের সকলের চেয়ে বিশেষ অনুরাগের সহিত ঈশাকে ভাল বাস।

৪। ঈশার জন্য সকলকে ভাল বাস, ঈশাকে ভাল বাস তাঁহার আপনার জন্য।

খ্রীষ্ট ঈশাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসা ভাল মনে কর, সকল বন্ধু অপেক্ষা একা ইনি বিশ্বস্ত এবং কল্যাণবর্দ্ধন।

তাঁহার জন্য এবং তাঁহাতে বন্ধু ও শত্রু আমাদিগের নিকটে প্রিয় হইবে, এবং তাহাদের সকলের জন্য আমরা প্রার্থনা করিব যে তাহারা তাঁহাকে জানিতে ও ভাল বাসিতে পারে।

কাহার প্রশংসা অথবা অনুরাগের একমাত্র পাত্র হইবার অভিলাষ করিও না। কারণ এটি ঈশ্বরের প্রাপ্য অধিকার, যাঁহার তুল্য আর কেহ নাই।

কখন অভিলাষ করিও না যে, তোমার অনুরাগে কোন ব্যক্তির হৃদয়, কাহারও অনুরাগে তোমার হৃদয় গ্রস্ত থাকিবে। তোমার এবং প্রতিসজ্জনের ভিতরে ঈশা থাকুন।

৫। দরিদ্র হও এবং অন্তরে স্বাধীন হও, কোন জীবের প্রতি যেন পরিমাণাতিরিক্ত অনুরাগ না থাকে।

যদি তুমি বিশ্রান্তি চাও এবং দেখিতে চাও প্রভু কিরূপ সুমধুর, সমুদায় ছাড়িয়া পবিত্র হৃদয়ে ঈশার নিকটে আসিতে হইবে।

অপিচ তাঁহার অনুগ্রহে বাধ্য না হইলে, (বিপরীত ব্যাপার হইতে) প্রতিরুদ্ধ না হইলে ইটি তুমি লাভ করিতে পারিবে না, অতএব সমুদায় ছাড়িয়া তুমি এক কেবলমাত্র ঈশ্বরেতে সংযুক্ত হইতে পার।

কারণ যখন মানুষের নিকটে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আইসে তখন সে সমুদায় বিষয়ে সমর্থ। যখন এই অনুগ্রহ তাহাকে ছাড়ে তখন সে দরিদ্র এবং দুর্ব্বল হয় এবং কেবল শাসনের জন্য যেন রক্ষিত হইয়াছে মনে হয়।

এ সময়ে তুমি নিরাশ হইও না বা অবসন্ন হইও না, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় অনুসরণ কর, খ্রীষ্ট ঈশার গৌরবার্থ তোমার উপরে যাহা আইসে শান্তভাবে বহন কর, কারণ শীতের পর গ্রীষ্ম, রাত্রির পর দিন, ঝড়ের পর স্থির শান্তভাব আসিয়া থাকে।

পাণ্ডুওয়াস্থ মোক্‌বরা ও আদিনা মস্‌জেদ।

মস্‌জেদ ও মোক্‌বরা নির্ম্মাণে মোসলমানগণ মুক্তহস্ত ও অসাধারণ উৎসাহশালী। তাহাদের উপাসনামন্দিরকে মস্‌জেদ এবং সমাধিমন্দিরকে মোকবরা বলে। এক এক জন সম্পন্ন মোসলমান ঈশ্বরভক্তি ও পরলোকগত আত্মীয় গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিবশতঃ মস্‌জেদ ও মোকবরানির্ম্মাণে অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ধর্ম্মমন্দির ও সমাধিমন্দির নির্ম্মাণে অন্য কোন জাতিকে এরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। শত সহস্র বৎসর হইতে তাঁহাদের অতুল কীর্ত্তিস্বরূপ শত সহস্র বিচিত্র বিশাল মন্দির বিদ্যমান থাকিয়া লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। নগরের যে পল্লীতে ১০। ২০ জন মোসলমান বাস করে সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায় নমাজের জন্য অন্ততঃ একটি মস্‌জেদ বিদ্যমান। সকল কার্য্য অপেক্ষা ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মস্‌জেদ স্থাপন তাঁহারা বিশেষ আবশ্যক মনে করেন। কলিকাতা মোসলমানপ্রধান নগর নহে, হিন্দুর সঙ্খ্যাই এখানে অধিক। ধনসম্পত্তিতে হিন্দুদিগেরই সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য। অপিচ এ নগর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী রাজার রাজধানী। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা সর্ব্বোপরি। মোসলমান সম্প্রদায় এখানে এই দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেকাংশে হীনকল্প। তথাপি হিন্দু ও খ্রীষ্টবাদীদিগের ধর্ম্মমন্দির অপেক্ষা মোসলমানদিগের ধর্ম্মমন্দির (মস্‌জেদ) এখানে দশগুণেরও অধিক হইবে, কেবল সংখ্যায় অধিক তাহা নয়, তাহার বহুমন্দিরই সুবৃহৎ ও অত্যধিক অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত। প্রতিদিন সেই সকল মন্দিরে নমাজের জন্য মোসলমানদিগের ভিড় হইয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যেক নগর ও মোসলমানপ্রধান গ্রাম এ কথার সাক্ষ্য দান করে। মোসলমানদিগের ধর্ম্মোৎসাহ কেমন জীবন্ত ও প্রবল মস্‌জেদ ও মোক্‌বরা তাহার সাক্ষী। কোন নগরে একটি মাত্র ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের জন্য বৎসরাবধি ৫। ৭ জন লোক গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে পরিশ্রম করিলেও হাজার টাকা চাঁদা তোলা দুষ্কর হইয়া উঠে। পাঁচ শত টাকা যে ব্রাহ্মের মাসিক আয় তিনি পাঁচ টাকা এই সৎকার্য্যে দান করিতে কুণ্ঠিত। অনেকে দানপত্রে অঙ্কপাত করিয়া প্রায় আর তাহা প্রদান করেন না। এরূপ অবস্থাপন্ন একজন বিশ্বাসী মোসলমান অন্যের দাননিরেপেক্ষ হইয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন, ইহা অপেক্ষা আমাদের লজ্জার বিষয় আর কি আছে?

দিল্লির জুম্মা মস্‌জেদ, আগ্রার তাজমহল মোক্‌বরা পৃথিবীতে আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। মালদহ নগরের ন্যূনাধিক তিন ক্রোশ দূরে পাণ্ডুওয়াস্থ আদিনা মস্‌জেদও সামান্য কীর্ত্তি নহে। সম্প্রতি আমরা কতিপয় বন্ধু মিলিয়া পাণ্ডুওয়ার ভগ্নাবশেষ সকল দেখিতে গিয়াছিলাম। মালদহ জিলার অন্তর্গত পাণ্ডুওয়া ও গৌড় এক সময় বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। বোধ-হয় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নবাব উপাধিধারী মোসলমান সুবাদার পাণ্ডুওয়ায় বাস করিতেন। পাণ্ডুওয়ার ক্রোশাধিক স্থান ব্যাপিয়া স্থানে স্থানে ইষ্টকস্তূপ, ভগ্নপ্রাচীর এবং অট্টালিকার ভিত্তি বিদ্যমান। এতদ্দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে পাণ্ডুওয়া এক সময় একটি জনাকীর্ণ নগর ছিল। প্রথমতঃ আমরা একটি তোরণের ভিতর দিয়া এক পুরাতন মোক্‌বরার সম্মুখে উপস্থিত হই। সেই মোকবরার সম্মুখস্থ দ্বারের উপরি ভাগে প্রস্তরফলকে আরবী কয়েকটি শব্দ লিখিত আছে, তৎপাঠে জানা গেল যে, ১০৭৫ হিজরি সালে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, এই মন্দিরে শাহ জলাল মখদুম নামক ধার্ম্মিক ব্যক্তির সমাধি। ইটি একটি বৃহৎ মোক্‌বরা, ইতস্ততঃ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোক্‌বরা আছে। এক পার্শ্বে বাঁধা ঘাটযুক্ত মণ্ডলাকার একটি গভীর জলাশয় বিদ্যমান। পাণ্ডুওয়াস্থ লোকেরা উপরি উক্ত মোক্-

বরাকে বড় দরগা বলে। ইহার কিয়দ্দূর অন্তর ছোট দরগা। ছোট দরগা কুতুবশাহ নামক একজন ফকিরের আস্তানা বিশেষ। যিনি আমাদিগকে দরগার বিশেষ বিশেষ স্থান প্রদর্শন করিতেছিলেন তিনি বলিলেন যে কুতুবশাহ একজন মহাসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। মন্দিরটি বহু পুরাতন, মন্দিরের অভ্যন্তরে উত্তর পার্শ্বে কুতুব শাহের আসন বিস্তৃত রহিয়াছে, এক পার্শ্বে একটি বৃহৎ আসা (যষ্টিবিশেষ) স্থাপিত। উহা কুতুব শাহের হস্তের যষ্টি। উক্ত মন্দিরের সম্মুখে অনাবৃত প্রাঙ্গণে ইষ্টক ও প্রস্তরে সম্বদ্ধ বহু সংখ্যক সমাধিবেদিকা আছে, মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ কবর বিদ্যমান। সেই সমাধিবেদিকার উপরে শুভ্র চন্দ্রাতপ, উহা কুতুব শাহের সমাধি। ইতস্ততঃ তাঁহার পরিবারস্থ লোকের সমাধিবেদিকা সকল বিদ্যমান, লোকে এরূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু কোন কবরের উপর কোনরূপ লিপি দৃষ্ট হইল না। এই সমাধিক্ষেত্রের পূর্ব্বাংশে চারি কূল ইষ্টকে বদ্ধ একটি জলাশয় আছে। সেই জলাশয়ের উত্তর কূলে চন্দ্রাতপের নিম্নে অপর একটি বৃহৎ সমাধিবেদিকা বিদ্যমান, ইহা নাকি নবাব সাহেবের সমাধি। তাহার ইতস্ততঃ অনেক গুলি কবর আছে। এই দরগার বহিরঙ্গণের পার্শ্বে দ্বারদেশে দুইটি বৃহৎ তাম্রনির্ম্মিত নহবৎ আছে। ইহার কিয়দ্দূর উত্তরাংশে একটি সুরম্য মোকবরা বিদ্যমান। এই মোকবরাটি চতুঃষ্কোণ, দীর্ঘে ও প্রস্থে তুল্য; তাহার চারিপার্শ্বে চারিটি দ্বার আছে। উহা নবাব সেকন্দর শাহের মোকবরা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমরা এখান হইতে প্রায় এক মাইল অন্তর প্রসিদ্ধ আদিনা মসজেদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলাম। আদিনা শব্দের অর্থ শুক্রবার, এই মসজেদে শুক্রবারে সাধারণ মোসলমান সমবেত হইয়া নমাজ পড়িতেন। মোসলমানদিগের সাধারণ উপাসনামন্দিরকে জুমা মসজেদ বলে। এই আদিনা মসজেদ এ দেশে এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। কোন্ সময়ে কাহাকর্ত্তৃক এই মহামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে,তাহার প্রকৃত তত্ত্ব সেখানে কেহ বলিতে পারিল না। আয়তনে ইহা দিল্লির প্রসিদ্ধ জুমা মসজেদ অপেক্ষাও বৃহৎ হইবে। তবে দিল্লিনগরের জুমা মসজেদ অত্যুচ্চ ভিত্তির উপরে স্থাপিত, তাহার দ্বার ও গুম্বুজশ্রেণী অতিশয় উচ্চ। আদিনা মসজেদ তাদৃশ উচ্চ নহে, কিন্তু এই মসজেদও প্রাচীন স্থাপত্যবিদ্যার আশ্চর্য্য নিদর্শন। এই মন্দিরটি দ্বিতল, প্রকাণ্ড পাষাণময় শত শত স্তম্ভশ্রেণী সুবিস্তৃত খিলান করা ছাদ মস্তকে বহন করিয়াছে, ঝড় বৃষ্টি ও ভূকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক উৎপাত শত শত বৎসর সহ্য করিয়া ৮। ৯ বৎসর হইল ছাদের অধিকাংশ ও বহু স্তম্ভ ভূতলশায়ী হইয়াছে। ইতস্ততঃ স্তম্ভ ও ছাদের প্রস্তররাশি স্তূপাকার পড়িয়াছে। মসজেদের মধ্যস্থলে অতিসুন্দর উচ্চ মম্বর (উপদেশবেদিকা) রহিয়াছে। তাহার উপর হইতে এমাম সাধারণকে উপদেশ দান করিতেন। এই মন্দিরটি যেমন সুবিশাল তদ্রূপ আরব্য প্রবচন ও সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত; দর্শন করিলে মন বিস্ময়রসে আপ্লুত ও স্তম্ভিত হয়। কত কালে কত অর্থব্যয়ে যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে নির্ণয় করা সুকঠিন। ইষ্টক ও প্রস্তরযোগে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। নিকটে কোন পর্ব্বত নাই, হস্তী নাড়িতে অসমর্থ এরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড কোথা হইতে কিরূপে যে আনা হইল বিস্ময়ের ব্যাপার। সম্ভবতঃ এই মসজেদের অভ্যন্তরে ৫। ৬ সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়িতে পারে। এক সময়ে পাণ্ডুওয়া অত্যন্ত জনাকীর্ণ নগর ছিল, এবং বহুসহস্র মোসলমানের বাস ছিল, তাহাতেই সাধারণের উপাসনার জন্য ঈদৃশ বৃহৎ মসজেদের প্রয়োজন হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয়। এক্ষণ চতুষ্পার্শ্বে এক মাইলের মধ্যে একটি লোকালয় আছে কি না সন্দেহ। ইতস্ততঃ ঘোরারণ্য বিদ্যমান। কালের তীক্ষ্ণ দন্তের আঘাতে সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন ও বিলুপ্ত হইয়াছে। মসজেদের পূর্ব্বাংশে চারি কূল বাঁধা পুরাতন বৃহৎ সরোবর এবং একটি বৃহৎ ইন্দারা ও ইতস্ততঃ অন্য অনেক ভগ্নাবশেষ, কিঞ্চিৎ দূরে একটি মনিউমেণ্ট দৃষ্ট হইল। কোথাও জনপ্রাণীর সম্বন্ধ নাই। মসজেদটিও ঘোরারণ্যে আচ্ছন্ন হইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসস্থান হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের যত্নে উহা কিছু কাল হইতে অরণ্যমুক্ত হইয়াছে।

আকাশেশ্বর।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

গত প্রকাশিতের পর।

ঈশ্বরকে যে অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ অর্থাৎ নিরাকার ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহার অর্থ তাঁহাতে কিছুমাত্র শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদি নাই এমন নহে। প্রকৃত পক্ষে এই সকল কথার তাৎপর্য্য অন্য প্রকার। যখন সাধু, ভক্ত, জ্ঞানী ও যোগিগণ, ঈশ্বরকে অনন্ত মুখে সর্ব্বদা কথা বলিতে শুনিতেছেন, যেখানে সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহার সহবাস করিতেছেন, তাঁহার সহিত যোগে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন কেমন করিয়া আমরা ঈশ্বরকে অশব্দ অস্পর্শ ও অরূপ বলিব? ঈশ্বর অনন্ত, তাই অনন্তকাল অসংখ্য শব্দ করিতেছেন, সেই অসংখ্য শব্দ শুনিতে, বুঝিতে মনুষ্যের শক্তি নাই। অনাদি অনন্ত কাল তাঁহার সহিত সমুদায় পদার্থই চিরযোগে (স্পর্শে) অবস্থিত, কিন্তু সেই স্পর্শ সম্পূর্ণরূপে অনুভব করা মনুষ্যের একান্ত সাধ্যাতীত। তুমি যাহার সীমা না দেখিতে পাও তাহার মানচিত্র (মূর্ত্তি) আঁকিয়া কি তুমি কাহাকেও দেখাইতে পার? উহা দীর্ঘ কি গোল কি বক্র কি সরল তাহা কি তুমি বলিতে পার? মনুষ্যেরা এই সকল বিষয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরের সমুদায় অবস্থা ও মহত্ত্বের সীমা নির্ণয় করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিয়াই শেষ কাণ্ডে তাঁহাকে অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ইন্দ্রিয়ের এবং সকল প্রকার গুণ ও পদার্থের অতীত ইত্যাদি নানা কথা বলিয়াছেন। আকাশও সেই প্রকার অশব্দ অস্পর্শ অরূপ ইত্যাদি। মনুষ্যগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি দ্বারায় ঐশ্বরীয় মূর্ত্তির মহত্ত্বের গভীরতা নির্ণয়

করিতে না পারিয়া যে তাঁহাকে সমুদায় গুণ ও সকল পদার্থের অতীত বলিয়াছেন তাহাতেই যদি তাঁহাকে নির্গুণ, অপদার্থ ইত্যাদি বল তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্বই থাকে না।

হে সাধু, ভক্ত, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ, আপনারা আর চিদানন্দময় আকাশকে জড় পদার্থ মনে করিবেন না। আকাশই ঈশ্বর, আকাশই ব্রহ্ম। আপনারা অনুসন্ধান করিলেই আকাশে ঈশ্বরের সমুদায় মহত্ব দেখিতে পাইবেন। আকাশকে কেবল আজ আমরাই ঈশ্বর বলিতেছি না, বহুকাল হইতেই শাস্ত্রকারেরা আকাশের ঈশ্বরত্বের আভাস দিয়া আসিতেছেন, * আকাশকে তাঁহারাও অনাদি অনন্ত, চিন্ময়, অব্যয়, নিত্য নিশ্চল ইত্যাদি বলিয়াছেন †। হে সাধুগণ, আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঈশ্বরকে আকাশ বলিয়া তাহার অতিরিক্ত ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছেন জন্য ঈশ্বরপ্রাপ্তি সকলেরই দুর্লভ হইয়াছে। ঈশ্বরের উপাসনা বড়ই কঠিন হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে আকাশ অর্থাৎ জড় জ্ঞানের দৃঢ়ত্ব হওয়াতে সকলেই নাস্তিক, পাপী হইয়াছে। অতএব আপনারা আকাশকে ঈশ্বর ও আকাশের মধ্যে যে সকল অলৌকিক কার্য্য হইতেছে তৎসমুদায়কে ঈশ্বরের কার্য্যরূপে দর্শন করুন। যে দিন আপনারা আকাশকে পরমারাধ্য ঈশ্বর মনে করিয়া তাঁহার ধ্যানে বসিবেন, সেই দিন তিনি অবশ্যই সুসাধ্য হইবেন, সেই দিন ঈশ্বরের সমুদায় কার্য্য মানবগণ দেখিতে পাইবেন; সেই দিন ভবের পূর্ণ মঙ্গল হইবে; সেই দিন হইতে প্রতিমুহূর্ত্তেই মনুষ্যগণ প্রত্যেক সৎকার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি ও কর্ত্তৃত্ব অতিসহজে অনুভব করিতে পারিবেন; সেই দিন পৃথিবী নাস্তিকশূন্য হইবে।

আকাশ যে মনুষ্যের সমুদায় শরীর ও আত্মা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, আকাশ যে মনুষ্যের সমস্ত শক্তির মূল, তাহা কোন্ মানুষ, কোন্ নাস্তিক, কোন্ মহাপাপী জানে না? কোন্ মহাপাপী তাহা স্বীকার করিবে না? যে আকাশে মানবগণ অসংখ্য জগতের অবস্থিতি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেই আকাশই ঈশ্বর, সেই আকাশই সকলের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কর্ত্তা, সেই আকাশই সকলের রক্ষাকর্ত্তা ইত্যাদি জানিতে বুঝিতে পারিলে কোন্ মানুষ বলিতে সাহসী হইবেন, ঈশ্বর নাই? কোন্ মানুষ লুকাইয়া পাপ করিতে সাহসী হইবেন? সাক্ষাৎ পিতা মাতাকে দেখিয়া কোন্ নাস্তিকের মনে ভয় হইবে না? কোন্ নাস্তিক বলিতে সাহসী হইবে যে, আমাদের মা, বাপ নাই, আমরা এমনই হইয়াছি?

হে ব্রাহ্ম, ঈশ্বর বহু দূরে এই কথা কি আপনাদেরও? তাঁহাকে যদি আপনারাও আকাশ আবরণে আবৃত করেন তাহা হইলে আপনারাও যে ঈশ্বর হইতে সর্ব্বসাধারণকে বহু দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? *

---

* যা সা মাহেশ্বরী শক্তির্জ্ঞানরূপাতিলালসা।
অনন্যা নিষ্কলে তত্ত্বে সংস্থিতা তু স্বতেজসা।
ব্যোমসংজ্ঞা পরাকাষ্ঠা সেয়ং হৈমবতী সতী।
শিবা সর্ব্বগতানন্তা গুণাতীতা সুনিষ্কলা।
একানেকবিভাগস্থা জ্ঞানরূপাতিলালসা।
স্বাভাবিকী চ তন্মূলা প্রভা ভানোরিবামলা।
সেয়ং করোতি সকলং তস্যাঃ কার্য্যমিদং জগৎ॥
কূর্ম্মপুরাণ।

† তৎপরং যোগিভির্ধ্যেয়ং ব্যোম যস্য তু মধ্যমম্।
ব্যোমান্তগং যত্তু ধ্যেয়মনন্তাকাশমব্যয়ম্।
১২ অ, বৃহৎপরাশর সং।

ত্রৈলোক্যং গগনাকারং নভস্তল্যং বপুঃ স্বকম্।
বিয়দ্গামি মনোধ্যায়ন্ যোগী ব্রহ্মৈব গীয়তে।
সাঙ্খ্যভাষ্যধৃত স্মৃতি বচন।

মনোমহত্ত্বাদখিলান্তঃকরণং বিয়দ্গামি চিদাকাশে লীনম্।
সাঙ্খ্যভাষ্য।

অবকাশমশেষাণাং ভূতানাং যঃ প্রযচ্ছতি।
অনন্তমূর্ত্তিমান্ শুদ্ধস্তস্মৈ ব্যোমাত্মনে নমঃ॥
৩২। ১৪ অ, ১ অং বিষ্ণুপুরাণ।

গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ।
১৫ স্বত্র, সাঙ্খ্যদর্শন।

যা চ গতিশ্রুতিরপি পুরুষেহস্তি সা বিভুত্বশ্রুতিস্মৃতিযুক্ত্যানুরোধেন আকাশস্যেব উপাধিযোগাদেব মন্তব্যা ইত্যর্থঃ। তত্র চ প্রমাণং
ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোগতঃ।
সাঙ্খ্যভাষ্য ও তদ্ধৃত বচন।

* আমাদিগের বন্ধুর প্রেরিত প্রবন্ধটি যথাযথ আমরা মুদ্রিত করিলাম। ইনি ঈশ্বর ভিন্ন আকাশ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, থাকিতেও পারে না, এইটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ মধ্যে অনেকে আকাশকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। পদার্থ না হইলেও আকাশ অপরিহার্য্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদিগের বন্ধু আকাশ এবং ঈশ্বর এ উভয়কে এক পদার্থ করিয়া লৌকিক ভাবে গৃহীত আকাশকে উড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাতে বিশেষ আপত্তি না তুলিয়া আমরা আকাশের স্থলে সত্তা শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। এরূপ ব্যবহার করিবার কারণ এই যে, আকাশ চিন্তাসম্বন্ধে অপরিহার্য্য কেন, তাহার মূল অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সত্তাজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অপরিহার্য্য। মন হইতে আর সমুদায় উড়াইয়া দেওয়া যায়, কেবল এক সত্তা উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। যে উড়াইয়া দিবে সে যখন আপনি আছে, তখন সত্তা বা থাকা, এ জ্ঞান কি প্রকারে উড়িয়া যাইবে। তবে সেই সত্তাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারে যে, তাহার সত্তা আপেক্ষিক সত্তা। সমুদায় চলিয়া গেলে যে সত্তাটী তাহার জ্ঞানে বিদ্যমান থাকে তাহার আদি অন্ত সে কিছুই কল্পনা করিতে পারে না। সুতরাং এক অনন্ত সত্তা তাহার জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। এই অনন্ত সত্তাতে তাহার ক্ষুদ্র সত্তা নিত্য প্রোথিত। এই অনন্ত সত্তা আর কিছুই নহে, স্বয়ং ঈশ্বরের বিদ্যমানতা। এই সত্তা আকারবর্জ্জিত, বা আকাশস্বরূপ। ঈশ্বরের সত্তাতে সমুদায় জগৎ প্রোথিত। বস্তু চিন্তা করিতে গেলেই তাহার আধাররূপে এই সত্তা বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞান ঈশ্বরশব্দ বহির্ভূত রাখিয়া এই সত্তার আকাশ নাম অর্পণ করিয়াছে। ধর্ম্মবিজ্ঞানে আমরা এই আকাশকে

প্রস্তাবিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠন।

প্রকাশ্য সংবাদপত্র পাঠে বোধ হইতেছে যে, অবিলম্বেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠন চেষ্টা হইবে। আমাদিগের মণ্ডলীতে অনেক গুলি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, আমাদিগের বোধ হয় যে এ চেষ্টা আর একটী পরীক্ষা ও অশান্তির কারণ হইবে। যত দিন আমাদিগের প্রচারকদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকিবে, যত দিন সকলে শ্রীদরবারে মিলিত না হইবেন, এবং সমবেত প্রচারকগণ বদ্ধপরিকর হইয়া সমাজগঠনের চেষ্টা না করিবেন, তত দিন সমাজগঠনের চেষ্টা ও সমাজ বিভক্ত করার চেষ্টা একই হইবে। আমরা জানি না, আমাদিগের মফস্বলস্থ ভ্রাতাদিগকে কিরূপ বুঝান হইতেছে। আমরা ইহা বলিতেছি যে, বর্ত্তমান ব্যাপারে অধিকাংশ প্রচারকের মত বা সহানুভূতি নাই, তাঁহারা এরূপ কার্য্যকে অনিষ্টকর মনে করেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের মতকে উপেক্ষা করিয়া যদি কোন সভা হয়, তাহা আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজ হইবে না, তাহা একটি সম্প্রদায়বিশেষ হইবে, এবং যে সমস্ত প্রচারকের মতকে উপেক্ষা করিয়া এরূপ কার্য্য করা হইবে, তাঁহাদিগের সহিত তাঁহাদিগের অপর প্রচারক ও অন্যান্য ভ্রাতাদের বিচ্ছেদ ঘনতর করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা আরও অবগত হইলাম যে, এই আন্দোলনের কর্ত্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছেন যে, যে সমাজ গঠিত হইবে তাহা হইতে ও কিয়ৎপরিমাণে প্রচারের কার্য্য হইবে, অর্থাৎ শ্রীদরবার হইতে এত দিন যে সকল কার্য্য হইয়া আসিতেছে তাহার কোন কোন কার্য্য তাহা হইতে হইবে। যদি এরূপ কথা সত্য হয়, তবে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীদরবারের কার্য্যে এইরূপে হস্তক্ষেপ করিয়া শ্রীদরবারের সহিত প্রতিযোগিতা সাধন করা হইবে। আমাদিগের কলিকাতা ও মফস্বলস্থ ভ্রাতাদিগের নিকট এই সময়ে বিশেষ অনুরোধ যে, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নামে এরূপ দলাদলিতে হস্তক্ষেপ করিয়া আরও অনিষ্ট না করেন। যত দিন প্রচারকগণ শ্রীদরবারে একত্র না হন, তত দিন এরূপ সমাজ সঙ্গঠন করিবার কোন চেষ্টার প্রয়োজন নাই। ভগবান্‌কে কার্য্য করিতে সকলে দিন এবং অপেক্ষা করুন। মনুষ্যের অধীরতা ও ব্যস্ততা যেন ভগবানের কার্য্যে ব্যাঘাত না দেয়। তিনি যখন জীবন্ত ও জাগ্রৎ, তখন এরূপ ব্যস্ততার প্রয়োজন কি? যথাসময়ে তিনি আপনার লোকদিগকে এক করিয়া দিবেন। সকল প্রচারক শ্রীদরবারে একত্র হইলে শ্রীদরবাররূপ ভিত্তির উপর আমাদিগের মণ্ডলী স্থাপিত হইলে তাহা অখণ্ড নববিধানমণ্ডলী হইবে। আমরা বিশ্বাস করি দরবারকে না লইয়া এবং উপেক্ষা করিয়া যদি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হয় তাহা হইলে নববিধান ধর্ম্ম থাকিবে না এবং যে সভা হইবে তাহা কখন নববিধানসমাজ হইবে না। অধিকাংশের মতে আমাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় সকলের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে নববিধানসমাজকে ছাত্র সভা ও অপরাপর পার্থিব সভার সহিত একভূমিতে আনা হইবে। আমরা আমাদিগের বিধানবিরোধী ভ্রাতাদিগের কার্য্যপ্রণালীকে যে এত দিন এত ঘৃণা করিয়া আসিলাম শেষটা কি আমাদিগেরও তাঁহাদিগের পথেই দাঁড়াইতে হইবে। সত্য বটে আমাদিগের সমাজের শৈশবাবস্থায় যখন শ্রীদরবার স্থাপিত হয় নাই তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা কার্য্য করান হইয়াছে, কিন্তু শ্রীদরবারকে না লইয়া পূর্ব্বমত কেবল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ করা আর আত্মহত্যা করা একই। পরিণত বৃদ্ধাবস্থা হইতে পশ্চাদ্‌গমন করিয়া অজ্ঞান বালকের অবস্থায় অবনত হইবার চেষ্টার সঙ্গে এ চেষ্টা কি সদৃশ নয়? এরূপ আন্দোলন হইতে শ্রীদরবারই মহিমান্বিত হইবেন, ইহা যদি কেহ মনে করেন, উহা ভ্রান্তি। আমরা করজোড়ে ভাই প্রতাপচন্দ্র ও অপরাপর ব্রাহ্মদিগকে অনুনয় করিতেছি যে তাঁহারা এরূপ চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হউন।

অনন্ত সত্তারূপে গ্রহণ করিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সর্ব্বাধাররূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। সৎ।

গ্রন্থ প্রাপ্তি।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা—এই গ্রন্থখানি নূতন কলিকাতা যন্ত্রে মুদ্রিত এবং শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে গীতার সমগ্র মূল আছে, এবং অনুবাদ স্বর্গগত কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই অনুবাদের মধ্যে বন্ধনীযোগে অর্থ সম্বন্ধে মতান্তর গুলি, এবং মূল শ্লোকের অন্বয় প্রদর্শন জন্য শ্লোকোপরি অঙ্ক নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি অনায়াসে পকেটে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মূল্য ।।০ আনা। গীতার অন্বয় কঠিন না হইলেও অন্বয়প্রদর্শক অঙ্কপাতে যে সাধারণের শ্লোকগুলি বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। প্রকাশক অপরের অনুবাদ দিয়া যখন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তখন বিখ্যাত মহাভারতানুবাদকের অনুবাদ দিয়া ভালই করিয়াছেন, কেন না এ অনুবাদের প্রশংসা লোকপ্রসিদ্ধ। বন্ধনীমধ্যস্থ অর্থ প্রকাশক কথা গুলি বা মতান্তর গুলি নিম্নে টিপ্পনীর আকারে দিলে আমাদের বিবেচনায় ভাল হইত।

সংবাদ।

১৬ পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে এক জন প্রচারকের ব্যবহারে আসাম ও উত্তর বাঙ্গালার অনেকের অসন্তুষ্টি হইবার বিষয়ে যে সংবাদ বাহির হয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক জন পত্রপ্রেরক আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। ঘটনার প্রকৃত অবস্থা তৎ তৎ স্থানিও বন্ধুদিগের নিকট অবগতির জন্য আমরা পত্রের মূলাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

"লেখকগণ কিম্বা তাঁহাদের সংবাদদাতা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা অপবাদ রটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন আমি ইহা বলিতেছি না, কিন্তু কোন কোন বিশেষ ঘটনা অবলম্বন করিয়া অনুমান বা কল্পনাযোগে ঐরূপ অপবাদ রচিত হওয়া এক কালে অসম্ভব নহে। আপনিও উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিলে এইরূপ বলিবেন সন্দেহ নাই। আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, স্পষ্টাক্ষরে যে তিনটি দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক অথবা অতিরঞ্জিত। কোনটীর মূল একবারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কোন কোনটী

অন্যের অনুষ্ঠিত কার্য্যবিশেষ অবলম্বন করিয়া অনুমান দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র। উত্তর আসামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্রতি সাধারণের মধ্যে যে অশ্রদ্ধার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে, কেন না তথায় প্রচারক যাইবার জন্য বার বার অনুরোধপত্র আসিতেছে।"

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত শুক্রবার দ্বিতীয় প্রহর রাত্রির সময় আমাদের ভগিনী ভাই রামচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী কুমুদিনী সিংহ দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব প্রকাশ পূর্ব্বক পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। এবার স্থানভাবে বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতে পারিল না।

বিগত ১৮ই পৌষের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ভাই উমানাথ গুপ্ত লিবারলে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, নগেন্দ্রচন্দ্র সেই পত্রের প্রতিবাদ আমাদের নিকটে প্রদান করিয়াছেন, এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না। এইরূপ পত্র লিবারলে প্রদান করাই উচিত।

বিগত ১৮ই ফাল্গুন শনিবার শ্রীমান্ মন্মথনাথ দত্তের প্রথম পুত্রের নামকরণ ক্রিয়া উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। নবকুমার মনীন্দ্রনাথ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বর কুমারকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১৬ই ফাল্গুন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা এবং ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল সঙ্গীত করিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ প্রায় সমুদায় প্রেরিত ও কয়েকটি বিধানবিশ্বাসী তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন।

গত ২০ শে ফাল্গুন ঢাকানিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের আহ্বানানুসারে তাঁহার জমীদারীস্থ কাওরাইদের কাছারি বাড়ীতে ভাই গিরিশচন্দ্রসেন এবং ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার দুর্গাদাস রায় এবং শ্রীমান্ দুর্গানাথ প্রভৃতি ১২।১৩ জন ভ্রাতা গিয়াছিলেন, ময়মনসিংহ হইতে দীননাথ কর্ম্মকার ও চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার ও আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দান করিয়াছিলেন। উক্ত কাছারী বাড়ীতে দুই দিন প্রজাদিগকে লইয়া উপাসনা কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। মঙ্গলবারের দিন অপরাহ্ণে তাঁহারা কাছারির প্রায় এক মাইল দূরে ঘোরারণ্যের মধ্যে গুপ্ত মহাশয়ের অসভ্য প্রজা গারোদিগের পল্লীতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে গারো স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা তাঁহাদের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হয়। শ্রীমান্ দুর্গানাথ একটি সরল সঙ্গীত করেন, তাহারা অনেকেই তাহা যে বুঝিতে পারিয়াছিল এমন বোধ হইল না।

বসন্ত উৎসব উপলক্ষে অনুরুদ্ধ হইয়া ভাই গিরিশচন্দ্র ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন। পূর্ণিমার দিন প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে ব্রহ্মপুত্রনদে নৌকারোহণে কিয়দ্দূর ভ্রমন করিয়া ১০।১২ জন ব্রাহ্ম মিলিয়া নদীতটে তরুরাজিপরিবেষ্টিত একটি রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যাকালে উপাসনা কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীমান্ মন্মথনাথ দত্ত শুভকর্ম্ম উপলক্ষে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

চন্দননগরের ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনস্মরণার্থ সম্প্রতি তৃতীয় সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। ভ্রাতা কালীনাথ ঘোষ এবং শ্রীমান্ অন্নদাপ্রসাদ দত্তের স্ত্রী শ্রীমতী নারায়ণী নববিধানে দীক্ষিত হইয়াছেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভগলপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গিয়াছেন।

কেশব একাডেমি স্কুলে নীতিশিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত স্কুলের রেক্‌টর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্ত শ্রীদরবারে আবেদন করিয়াছেন। ২।৩ জন প্রেরিত সেই ভার গ্রহণে প্রস্তুত আছেন।

স্বর্গগত কালীশঙ্কর দাস মহাশয়ের চিকিৎসা ও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি।

গত প্রকাশিতের পর।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস কলিকাতা	২৲
" " গোপীকৃষ্ণ সেন ঢাকা	১০৲
" " কান্তিমণি দত্ত রঙ্গপুর	১৲
" " প্রাণধারণ মিত্র	২৲
" " ব্রজকুমার নিয়োগী কলিকাতা	৪৲
" " শ্রীমন্ত দাস ফুলবাড়ী	২৲
" " জগদীশচন্দ্র গুপ্ত কুষ্টিয়া	৫৲
রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী কাকিনিয়া	২৫৲
শ্রীমতী সরলা ঘোষ ছাপরা	১০৲
একটি ছাত্র	১৲
ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজ	১০৲
	৭২
পূর্ব্ব স্থিতি—	৭৪
মোট—	১৪৬

টাঙ্গাইলস্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার নিজের গৃহ ও উপাসনালয় নবসংহিতার বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সেই প্রতিষ্ঠাকার্য্যে তথায় বহু ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন; সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়।

আগামী সোমবারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠন উদ্দেশে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছেন। তিনি উক্ত বিজ্ঞাপন অবশ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সম্পাদক বিশ্বাসে দিয়াছেন। আমরা সকলেই জানি আমাদিগের আচার্য্যদেব ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র উঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। আমার স্মরণ হইতেছে ১৮৮৬ সালের উৎসবের সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে সাধারণ সভা হয় তাহাতে ভাই প্রতাপচন্দ্র সেই বৎসরের জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সম্পাদক হন। সেই বৎসরের শেষে উক্ত পদে তিনি আর অবস্থিতি করেন নাই।

শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্রের ভারতবর্ষীয়ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে এখন যে কি পদ তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। এরূপ স্থলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সম্পাদক বলিয়া শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্রের বিজ্ঞাপনে কোন সভা আহুত হইলে তাহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভা কিরূপে হইতে পারে? আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা এরূপ ভুল যে কেন করিলেন তাহা বলিতে পারি না।

জনৈক বিধানবাদী।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৫ ভাগ। ৬ সংখ্যা। | ১৬ চৈত্র, শুক্রবার, ১৮১১ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফঃস্বল ঐ ২৲

প্রার্থনা।

হে দীনশরণ,বল আমাদিগের এ কুবুদ্ধি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল যে, আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তুমি যে আশ্চর্য্য ধর্ম্ম আমাদিগের জন্য এবার প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমাদিগের সকলের উপযোগী নয়। আমরা সংসারী জীব,আমাদিগের পক্ষে এত বড় উচ্চ ধর্ম্ম সাধন কি সম্ভবপর? প্রভো, যাহাদিগের জীবনে এক সময়ে এই উচ্চ ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত ও প্রতিভাত হইয়াছিল, তুমি দেখিতেছ তাহারাই এখন এ কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহা জীবনে এক বার সম্ভব হইয়াছিল, তাহা চিরকালই কেন সম্ভব থাকিবে না? আমরা নিজ নিজ অহঙ্কারে যে বস্তু পাইয়া হারাইয়াছি, সে বস্তু কি সেই অহঙ্কার দূরে পরিহার করিয়া পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারি না? এ কথা ঠিক যে তোমার কৃপাবায়ু বহিয়া যাহারা অনুপযুক্ত তাহাদিগকেও উপযুক্ত করিয়া লইয়াছিল, তৎপর এই জন্য পরীক্ষা আসিয়াছে যে, আমরা সাধন দ্বারা কৃপালব্ধ বস্তুর উপযুক্ত হইব। ভিতরের পাপকলুষ দূরে পরিহার না করিলে লব্ধ বস্তু কিছুতেই রক্ষা করিতে পারা যায় না। পরীক্ষার সময়ে অনেক লোকে দাঁড়াইতে অক্ষম হয়। কিন্তু পড়িয়া যদি পূর্ব্ব সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া সেই সৌভাগ্য লাভের জন্য সদা ব্যাকুল থাকে তাহা হইলে পুনরায় উহার সমাগম কখন অসম্ভব হয় না। হে দীনগতি, আমরা তোমার কৃপা লাভ করিয়া তাহার যথোপযুক্ত আদর করি না, তাই আমাদিগের উপরে পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই তোমার কৃপার আদর বুঝে, যখন সাধনের কঠোর পরিশ্রমের সময় সমাগত হয়, সে সময়ে যে ব্যক্তি প্রাণপণ যত্নে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, কৃপালব্ধ ফলের পুনর্লাভ জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। হে দীনবন্ধু, কৃপার পর যে পরীক্ষা সমাগত হয় তাহা আমাদিগের সমূহ কল্যাণের জন্য। আমাদিগের ভিতরে যে সকল পাপ থাকে, সে সকল সংশোধিত করিয়া লইবার জন্য যে বিধান, তাহাতে কি কখন আমাদিগের অমঙ্গল হইতে পারে? যে ব্যক্তি তোমার প্রেরিত পরীক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিল না, সে যদি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তজ্জন্য দায়ী কে? তুমি আমাদিগকে কত সৌভাগ্য দান করিবে, কৃপা আসিয়া দেখাইয়া দেয়। কিন্তু সেই সৌভাগ্য রক্ষার জন্য যে সাধন ও পরিশ্রম প্রয়োজন, সেই সাধন ও পরিশ্রম না করিলে যে কেহ তৎপ্রাপ্তির উপযুক্ত হইতে পারে না, ইহা তোমার অখণ্ড ন্যায়বিচার আমাদিগকে পরীক্ষার শাসনে কেনই বা বুঝাইয়া দিবে না? হে অগতির গতি,এখন আমরা

পরীক্ষায় পড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তুমি আমাদিগকে যে ধর্ম্ম দিলে তাহা অতি উচ্চ আমরা জীবনে উহা কেমন করিয়া সাধন করিব? এই বলিয়া দেখ আমরা নিজবুদ্ধি কৃত নীচ ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছি। হে ধর্ম্মরাজ, তুমি এই সময়ে তোমার লোকদিগকে শাসন কর, বল, 'যে আমি আমার কৃপাযোগে তোদের জীবনে যাহা প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছি, তাহাই তোদের নিকটে চাহিতেছি, এক বার তোদের জীবনে যাহা হইয়াছিল, সাধন যোগে তাহাই আবার তোদের জীবনে পুনরানয়ন কর্, দেখিবি, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার তোদের জীবনে আমি সিদ্ধ করি।' হে প্রভো, আমরা তোমাঁর এই শাসনবাক্যে ত্রস্ত হইয়া যাহাতে শীঘ্র আমাদিগের পূর্ব্ব জীবন লাভের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হই, এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে অযত্নে যাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি পুনরায় জীবনে তাহা আনয়ন করিতে পারি, তুমি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যে কৃপায় অপূর্ব্ব সৌভাগ্য পূর্ব্বে লাভ করিয়াছিলাম, সেই কৃপায় সাধনে কৃতকৃত্য হইব এই আশা করিতেছি, তুমি আমাদিগের আশা পূর্ণ করিয়া সফলমনোরথ কর, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

উপাসনাতত্ত্ব।

উপাসনা দ্বিবিধ;—নির্জ্জন ও সামাজিক। নির্জ্জনে একাকী ঈশ্বরের নিকটে গিয়া উপবেশন, এবং সজনে উপাসকগণ সহ একচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট উপবেশন, এ দুইয়ের মধ্যে প্রণালীগত পার্থক্য থাকিলেও মূলে একতা আছে। উপাসনা সিদ্ধ হইবার পক্ষে যাহা প্রয়োজন, তাহা উভয়েতে এক না হইলে উহা কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। নির্জ্জন ও সামাজিক উপাসনা এ দুইয়ের প্রণালীগত ভিন্নতা মধ্যেও কোথায় একতা আছে তাহা প্রদর্শন করিয়া এ দুইতেই যে সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, অথচ দুটির সিদ্ধির তারতম্য আছে, ইহা আমরা দেখাইতে যত্ন করিব।

আমরা নির্জ্জনে একাকী যখন ঈশ্বরের সন্নিধানে যাই, তখন আমরা কি লইয়া যাই? আমাদের হৃদয় মন ও আত্মা, এই তিনকে সঙ্গে লইয়া আমরা তাঁহার নিকটে গমন করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয় মনের বৃত্তি ও আত্মা এ তিন অপর যত মনুষ্য আছে, তাহাদিগের বৃত্তি ও আত্মার অনুরূপ। কোন বৃত্তি আমাতে প্রবল কোন বৃত্তি অল্প প্রবল থাকিতে পারে, কিন্তু প্রবল ও অপ্রবল এ দুটি গণনায় না আনিলে সকল মনুষ্যের সঙ্গে বৃত্তিসাম্য অবশ্য মানিতে হইবে। ঈশ্বরের নিকটে গিয়া হৃদয় মনের বৃত্তি সমুদায় তাঁহার নিকটে বিবৃত করিয়া আত্মা সেই সকল বৃত্তির যথাযথ নিয়োগ ও তাহাদের বিশুদ্ধি পরিপুষ্টি ও পরিবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ঈশ্বরের শক্তি তাহাদিগের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া তাহাদিগকে বিশুদ্ধ সমুন্নত ও আত্মানুরূপ করিয়া তুলে। উপাসনা ব্যতীত এই কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাই উপাসক প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক ঈশ্বর সন্নিধানে উপনীত হন।

উপাসক এবং উপাস্য নিয়ত একত্র অবস্থিত, এমন ঘনিষ্ঠ যোগে অবস্থিত, যে যত্ন করিয়া স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে না। উপাস্য এবং উপাসকের এরূপ সম্বন্ধ হইলেও উপাসনাকালে এককে অপর হইতে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আত্মা এবং পরমাত্মা একত্র মিলিত ভাবে অবস্থিত, কিন্তু আত্মা আপনার হৃদয় মনের বৃত্তি সমুদায় তাঁহার দিকে উন্মুখীন না করিলে বিষয়ান্তরে অভিনিবেশ জন্য তাঁহাকে বিস্মৃত হয়, এবং তাঁহা হইতে বৃত্তিনিচয়ের শুদ্ধি পুষ্টি বৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা গ্রহণে অসমর্থ হয়। ঈশ্বরের দিকে উন্মুখাবস্থায় বৃত্তিনিচয়ে তাঁহার শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ, পুষ্ট, প্রশস্ত ও উন্নত করে। এরূপাবস্থায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, বৃত্তিনিচয়ে ঈশ্বরের শক্তিসঞ্চারণ উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যে কোন উপায়ে এই ব্যাপার সংসিদ্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত উপাসনা। উপাসনাকে যদি এই অংশে বদ্ধ রাখা

যায়, তাহা হইলে নির্জ্জন ও সজন উপাসনায় কেমন মূলে একত্ব আছে, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

সজন উপাসনার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এই দেখিতে পাওয়া যায়, নির্জ্জন উপাসনায় যাহা সঙ্কুচিত ভূমিতে আবদ্ধ ছিল, তাহাই সজন উপাসনায় বিস্তৃত ভূমি অধিকার করিয়াছে। সজন উপাসনায় এক জন উপাসনা করেন, দশ বা শত জন তাঁহার সহিত এক হইয়া ঈশ্বরসন্নিধানে উপনীত হন। এক আত্মা হৃদয় মনের বৃত্তি-নিচয়কে ঈশ্বরের নিকটে বিবৃত করিলেন, তাহার সঙ্গে দশ বা শত ব্যক্তির আত্মা ঈশ্বরের নিকটে বিবৃত হইল। ঈশ্বর যুগপৎ সকল আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত করিয়া একই সময়ে তাহাদিগকে শুদ্ধ পুষ্ট প্রশস্ত উন্নত করিলেন। বৃত্তিনিচয়ের বিবৃতির পরিমাণানুসারে শক্তিসঞ্চারের আধিক্য ও অল্পতা এবং সেই আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে শুদ্ধি পুষ্টি বৃদ্ধি ও উন্নতির তারতম্য হইতে পারে, কিন্তু ফলে প্রতিজনের নির্জ্জন উপাসনায় যাহা হইত, তাহা এ উপায়েও সম্পন্ন হয়, কেন না নির্জ্জন ও সজনে বিবৃতির পরিমাণ সমানই থাকে। এ কথা সত্য যে নির্জ্জনোপোসনা করিলে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রাবল্য অনুসারে সজনপোসনাপেক্ষায় নির্জ্জন উপাসনায় তত্তদ্ভাবের সহিত সংযুক্ত বৃত্তিনিচয়ের বিশেষ বিকাশ বা বিবৃতি হয়, কিন্তু এরূপ হইলেও অন্য দিকে সজনোপাসনার যে উৎকৃষ্ট ফল আছে তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া কেবল নির্জ্জনোপাসনায় আমরা বদ্ধ থাকিতে পারি না। যে গুলির প্রাবল্য, নির্জ্জেনোপাসনায় সেই গুলি আরও প্রবল হইতে লাগিল, কিন্তু যে গুলি দুর্ব্বল সে গুলি আর সবলতা লাভ করিতে পারিল না, বরং প্রবল গুলির যতই প্রাবল্য বাড়িতে লাগিল, ততই সেগুলি দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতে চলিল। কালে এ গুলি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়া সাধককে আংশিক করিয়া তুলে, তাঁহার পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। আজ পর্য্যন্ত যত নির্জ্জন সাধক হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই দোষের অধীন দেখিতে পাওয়া যায়। সজন উপাসনায় এই দোষ অপনীত হইয়া থাকে। অপরের প্রবলাংশের সহিত আত্মবৃত্তিনিচয়ের বিবৃতি উপস্থিত হইয়া নির্জ্জনে যে সকল বৃত্তি সঙ্কুচিত ছিল, তাহারা এই সময়ে স্বস্ব বিষয় লাভ করিয়া সংশুদ্ধ পুষ্ট প্রশস্ত ও উন্নত হইতে থাকে। এইরূপ সজন ও নির্জ্জন উভয়বিধ উপাসনা একত্র হইয়া পূর্ণতা সাধন করিয়া দেয়। নির্জ্জনে আংশিক, সজনে সমুদায় বৃত্তির সমঞ্জস ভাবে উন্নতি, উভয়বিধ উপাসনায় ইহাই সিদ্ধির তারতম্য।

সজনোপাসনাসম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহা পৃথিবীতে অনেকটা অসিদ্ধ অবস্থায় আজও আছে। অনেকে সজনেও নির্জ্জনোপাসনা করিয়া থাকেন, তাই ঈদৃশ ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়। শত আত্মার এক আত্মার সহিত বৃত্তিসাম্য থাকিলেও এক আত্মার সঙ্গে আর শত আত্মার মিশিয়া গিয়া এক হইয়া যাওয়া, ইহা কিছু আর সামান্য যোগ নয়। সজনোপাসনা এই যোগ বিনা কখন সিদ্ধ হয় না। এ যোগ স্বাভাবিক নিয়মে সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব, যাহারা আপনার প্রবল বৃত্তিনিচয়কে নিবৃত্ত করিয়া অপরের সঙ্গে একত্বে স্থিতি করিতে পারে। কিন্তু সচরাচর লোকে সজনোপাসনা করিতে আসিয়া আপনার হৃদয় ও মনের প্রবল বৃত্তিগুলিকে প্রবল রাখিয়াই উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, ইহার ফল এই হয় যে, সজনোপাসনার যে কথা গুলি যে ভাবগুলি সেই প্রবল বৃত্তিসমূহের উপযোগী সেই গুলি গৃহীত হয়, অপর গুলি পরিত্যক্ত হয়। ইহাতে ফলে এই দাঁড়ায় যে, সজনেও সে সকল ব্যক্তির নির্জ্জনোপাসনা হয়। সজনোপাসনায় অপ্রবল বৃত্তিগুলির দৌর্ব্বল্য নিবারণ এবং তাহাদিগেতে যে শক্তি সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা হইল না; অন্য দিকে প্রবল বৃত্তি গুলিও পূর্ণ প্রমাণে উপযোগী উপাদান লাভ না করিয়া অপরিতৃপ্ত থাকিল। ঈদৃশ অবস্থায় আর অধিক দিন সজন উপাসনা করিতে

প্রবৃত্তি থাকে না, উপাসক সজনোপাসনায় বীতরাগ হইয়া নিৰ্জ্জনোপাসক হইয়া পড়েন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে সহজে প্রতীতি হইবে আমরা সজন নির্জ্জন উভয়বিধ উপাসনার পক্ষপাতী; আমাদের মতে কোনটি ছাড়িলেই চলে না। আমরা পক্ষপাতী না হইলেও সজনোপাসনার প্রতি আপাততঃ কথঞ্চিৎ আমাদিগকে পক্ষপাত প্রদর্শন করিতে হইতেছে, কেন না আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে সজনোপাসনা বাস্তবিক ভাবে প্রচলিত হয় নাই। নিৰ্জ্জনোপাসনায় যেমন মনোভিনিবেশ হয়, সজনোপাসনায় তেমন হয় না, এ কথা সকলেই বলিবেন। ইহার কারণ নির্জ্জনে প্রবল ভাবের অনুসরণ করাতে মনোভিনিবেশ সহজ হইয়া পড়ে। সজনে প্রবল ও অপ্রবল ভাবের মিশ্রাবস্থা উপস্থিত হইয়া একটি সাম্যাবস্থা উপস্থিত হয়, সেই সাম্যাবস্থায় মন সংলগ্ন করা সুকঠিন, কেন না মনের স্বভাব এই যে সে প্রবল ভাবের অনুসরণ করিবে। মন কেমন প্রবল ভাবের অনুসরণ করে, একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। যদি আমার যোগের ভাব প্রবল এবং ভক্তির ভাব দুর্ব্বল হয়, মৃদুভাবে যে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে তাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ নিবারণ করিতে পারে না, কিন্তু যদি দেখি বহুলোক সমবেত হইয়া প্রমত্তভাবে কীৰ্ত্তন ও নৃত্য করিতেছেন, তাঁহাদের প্রবল ভাবের স্রোতে আমার মন মিশিয়া যায়, এবং কিছুক্ষণের জন্য প্রমত্ত ভক্তের অবস্থা ধারণ করে। যদিও এ ভাব স্থায়ী হয় না, কিন্তু উপর্য্যুপরি এইরূপ অবস্থায় মনকে আনয়ন করিলে তাহাতে ভক্তির সঞ্চার হয় এবং পরিশেষে মৃদু সঙ্কীর্ত্তনেও ভক্তি ভাবের উদ্রেক হইতে থাকে।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে নির্জ্জন ও সজন উপাসনার বিষয়ভেদ, ঐক্য এবং লক্ষ্য কথঞ্চিৎ প্রকাশ পাইল, কিন্তু একটি মূল বিষয় এখনও স্পষ্ট প্রতীত হইবার অবশিষ্ট আছে। উপাসনাকালে আমরা আমাদিগের বৃত্তিগুলিকে বিবৃত করিয়া ঈশ্বরের নিকটে ধরিলাম, ইহাতে আমাদিগের দিক্‌টা প্রকাশ পাইল, ঈশ্বরের দিক্ হইতে ক্রিয়া ইহাতে ভাল করিয়া প্রকাশ পাইতেছে না। ঈশ্বর বহির্ব্বস্তু না হইয়াও আমাদিগের উপরে যখন তাঁহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখন বহির্ব্বস্তুর ন্যায় তিনি আমাদিগের উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করেন স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

উপাসনার ভিতরে দুইটি ব্যাপার স্থিতি করিতেছে,—এক আমাদিগের পক্ষ হইতে বৃত্তিগুলিকে বিবৃত করিয়া ঈশ্বরের নিকট ধরা, ঈশ্বরের পক্ষ হইতে সেই বিবৃত বৃত্তিগুলির উপরে ক্রিয়া প্রকাশ করা। বৃত্তিগুলিকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিলেই আমাদিগের কার্য্য শেষ হইল, ঈশ্বরের কার্য্য আরম্ভ হইল। আমরা বৃত্তিগুলি উপস্থিত করিয়া নিবৃত্তি অবলম্বন করিলাম, পরিশেষে বৃত্তিগুলিতে ঈশ্বরের সান্নিধ্য প্রতিভাত হইয়া যে ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহা ঈশ্বরের সংস্পর্শে; সেখানে আমাদিগের কর্তৃত্ব আসিয়া উপস্থিত হইলেই প্রকৃত উপাসনা ভঙ্গ হইয়া যায়। এই তত্ত্ব অনেকে অবগত নন, এ জন্য তাঁহারা আত্মভাবের প্রাবল্যে আগা গোড়া উপাসনা করিয়া চলিয়া যান, তাহাতে ভাবের চরিতার্থতা হয়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট হইতে পাইবার বিষয় প্রাপ্ত না হইয়া তাঁহারা জীবনে শুদ্ধ পুষ্ট ও উন্নত হইতে পারেন না। এই সকল লোক নির্জ্জনোপাসনানুরক্ত, সজনোপাসনায় বীতরাগ, কেন না এখানে নিবৃত্তির প্রয়োজন, আত্মভাবের অনুসরণ এখানে চলে না। সজনোপাসনায় নিবৃত্তি শিক্ষা হয় বলিয়া আমরা উহাকে প্রাধান্য অর্পণ করিতেছি। যখন নিবৃত্ত না হইলে ঈশ্বরের ক্রিয়ার অবকাশ হয় না, তখন সজনোপাসনায় নিবৃত্তি অভ্যাস সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। অপরের উচ্চারিত শব্দ ও তন্নিষ্ঠ ভাবের সঙ্গে একতা সাধন নিবৃত্তি অবলম্বনে হয়, এই নিবৃত্তির অবস্থায় সেই সকল শব্দ ও তন্নিষ্ঠ ভাব ঈশ্বরের ক্রিয়া প্রকাশের প্রধান সাধন হইয়া পড়ে। যখন সাধকের সজনোপাসনায় নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়, তখন নির্জ্জনেও সর্ব্ববিধ ভাবপ্রাবল্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া

ঈশ্বরের সাক্ষাৎক্রিয়ার উপস্থিত শব্দ ও ভাবের অধীন হইয়া সাধক উন্নত শুদ্ধ প্রশস্ত ও পুষ্ট হন।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাতে উপাসনায় একটি অঙ্গ আমরা গণনায় আনয়ন করি নাই, এটি প্রার্থনা। আপনার বিষয় ঈশ্বরকে জ্ঞাপন প্রার্থনা, সুতরাং এখানে নিবৃত্তি নাই প্রবৃত্তি। এখানে আমরা ভিতরে কি অভাব আছে তাহা দেখিয়া ঈশ্বরের নিকটে উহা জ্ঞাপন করি, জ্ঞাপনান্তে ফললাভের জন্য প্রতীক্ষায় নিবৃত্তির আরম্ভ। অনেকের উপাসনা এই প্রার্থনাতে আবদ্ধ আছে, তাই তাঁহারা অপরের উপাসনায় প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন না। যেখানে আত্মপ্রাবল্য সমধিক, সেখানে সামাজিক উপাসনা সিদ্ধ হওয়া সুদূরপরাহত। আমাদিগের প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, আরও অনেক বিষয় এ সম্বন্ধে বক্তব্য থাকিলেও, এখানেই নিবৃত্ত হইতে হইতেছে। যাহা বলা হইল তাহাতেই ভরসা করা যাইতে পারে, উন্নত প্রার্থনা উপাসনার সঙ্গে নিত্য যোগদান কেমন সৎফল বহন করে।

আমাদের মণ্ডলী মনুষ্যকৃত নহে।

মনুষ্যসমাজে প্রত্যেক মনুষ্য আপনার আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত। তাহারা যে প্রকার ভাবে কার্য্য করে তাহাতে সহজে মনে হয়, মনুষ্যই সকল বিষয়ে কর্ত্তা, সে যেরূপ কার্য্য করিতেছে, জনসমাজে ফলও সেই প্রকার হইতেছে। এ দৃষ্টি সাধারণ লোকের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, কেন না তাহাদিগের দৃষ্টি বহির্ব্বিষয়েই সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ ক্রিয়ার সঙ্গে যখন দায়িত্ব আছে, তখন সাধারণ লোকের ঈদৃশ দৃষ্টি যে একান্ত ভ্রমসঙ্কুল ইহা বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞানে অপ্রবিষ্ট লোক সকল এক একটি করিয়া যাহা ঘটিতেছে, তৎপ্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখে, সমষ্টি হইতে কি ফল জনসমাজের উপরে উপস্থিত হইতেছে, তাহা তাহাদিগের দেখিবার সামর্থ্য নাই। যাঁহাদিগের বিজ্ঞানদৃষ্টি তাঁহারাই কেবল সম্মুখস্থ ঘটনার অতীত ভূমিতে গিয়া মূল কর্ত্তা যিনি তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারেন।

বিস্তৃত মনুষ্যসমাজের মধ্যে যদি বিজ্ঞানচক্ষু ভগবানের ক্রিয়া দর্শন করে তাহা হইলে যে স্থলে ভগবান্‌কে লইয়া সকলই, সেখানে যদি আমরা ভগবানের ক্রিয়া দর্শন না করিয়া মনুষ্যের ক্রিয়া দর্শন করি, তাহা হইলে ধর্ম্মসমাজ বলিয়া যে আমাদিগের একটি বিশেষ ভাব আছে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমাদিগের মণ্ডলী মনুষ্যকৃত নহে স্বয়ং ঈশ্বরকৃত, এখানে ঈশ্বরের ক্রিয়ার ব্যবধায়ক কিছু আছে আমরা স্বীকার করি না। আমরা এরূপ কেন বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করা কিছু একটা কঠিন বিষয় নহে। দু একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই উহা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

আমরা ক্রমান্বয়ে যে সকল ক্রমিকোন্নতির মধ্য দিয়া আসিয়াছি, তাহা কোন ব্যক্তির বুদ্ধিকৃত নহে। সেই সেই সময়ে মণ্ডলীগত ব্যক্তিমাত্রে সেই একই ভাব বিচরণ করিয়াছে। যদি এ কথা বলা যায় যে,কোন এক ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন একটি ভাবকে প্রবল করিবার জন্য নিজের বাগ্মিতা প্রভৃতি উপায়ে তাহা কতকগুলি লোকের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন, আর তাঁহারা সেই ভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাও আমাদিগের মণ্ডলীর ইতিহাস অপ্রমাণ করিয়া দিবে। যুক্তি ও স্বাভাবিকক্রিয়া অবলম্বনে বিচার করিয়া দেখিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি আপনার ভাব অপরেতে সঞ্চারিত করিয়া দিবে, প্রথমতঃ তাহাকে সেই ভাবের একান্ত অধীন হইতে হয়, অন্যথা সে ভাণ করিয়া ভাব অপরে সঞ্চারিত করিতে পারে না। যদি পারে, তবে উহা ক্ষণিক হয়, কেন না যখনই প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, সে ব্যক্তি বাস্তবিক ভাবাধীন নহে, ইহা ভাণ মাত্র, তখনই ক্ষণিক সঞ্চারিত ভাব তিরোহিত হইয়া যায় এবং ঘৃণানিবন্ধন আর তাহার ফিরিয়া আসা অসম্ভব হয়। যে ব্যক্তিগণের সঙ্গে অষ্টপ্রহর একত্র

বাস তাহাদিগের নিকটে কোন একটি ভাব কার্য্য-কালে সমানে রক্ষা করা সুকঠিন, যদি থাকে তবে সকলকেই কোন স্বার্থসাধনের জন্য সেই ভাব আশ্রয় করিতে হয়, ইহাতে সেই ভাবের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

আমাদিগের মধ্যে এক সময়ে বিবেকের রাজ্য সর্ব্বোপরি অতীব প্রবল ছিল। বিবেকের আদেশে কর্ত্তব্যপালন, পাপকুসংস্কারবর্জ্জন, এটি এত প্রবলতর ছিল যে, এ জন্য প্রাচীন সমাজের সঙ্গে সকলকে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। পিতা পুত্রে, স্ত্রী স্বামীতে, বন্ধু-স্বজন আত্মীয়ে বিরোধ উপস্থিত হইয়া বিবেকিগণ বিবেকের আধিপত্য সে সময়ে বিস্তার করিয়াছেন। এই সংগ্রামে জয় লাভ হইলে, আত্মীয়-গণ বিরোধ ছাড়িয়া অনুকূল ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বিবেকিগণের তীব্র ভাবও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মন্দীভূত হইয়া আসিল। কালে আবার যখন ভক্তির তরঙ্গ উঠিল, তখন মণ্ডলীর সকলে সেই ভক্তিতে মাতিয়া উঠিলেন। ভক্তি আসিয়া 'ডাঙ্গা ডহর' সব এক করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। এই বেগ মন্দীভূত হইতে না হইতে কর্ম্মশীলতার আধিক্য আসিয়া সকলকে অধিকার করিল, পূর্ব্বে যাঁহারা অলস ভাবে দিন যাপন করিতেন, তাঁহারা উদ্যমশীল পরিশ্রমী পরোপকারপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। এমন কি সেই উদ্যমে কাহার কাহার শরীর এমন ভগ্ন হইয়া পড়িল যে, আজও সে ভগ্ন শরীর আর পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারে নাই। এই সকল ভাবের আগম ও বিগম দেশব্যাপী মহামারীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। উহা বাহির হইতে আসিয়া বহু লোককে এক সময়ে অধিকার করিয়া বসে, এবং যখন চলিয়া যায় তখন যে কখন আসিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। আমরা যে কয়েক ভাবের সমাগমের কথা বলিলাম, অনেকের সম্বন্ধে উহারা আসিয়া চলিয়া গিয়াছে, যাইবার বেলা দৃষ্টতঃ কোন চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই।

আমাদিগের মধ্যে দেবনিঃশ্বসিতে যে সকল মহাব্যাপার সমুপস্থিত হইয়াছে, আমরা তাহার বিস্তৃত বর্ণনা করিতে চাই না। আমাদের অদ্য এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা এক বার দেবনিঃশ্বসিতের ক্রিয়ার অধীন হইয়া ভাব হইতে ভাবান্তরে সংক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন এখন সেই সকল ভাবের পুনরাগম জন্য সমধিক যত্ন ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। যাহা এক বার তাঁহাদিগেতে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদিগের সম্বন্ধে চিরদিনই সম্ভবপর ইহা জানিয়া, যাঁহার কৃপায় সেই সকল ভাব আবিষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার কৃপার প্রতি আস্থাশীল হইয়া পূর্ব্বাপর ভাবনিচয়কে নিজ নিজ জীবনে একসূত্রে বদ্ধ করিতে যেন তাঁহারা যত্ন করেন। ইহা হইলে তাঁহাদিগের জীবনে নববিধান পূর্ণ হইবে, এবং তাঁহারা ইহ পরলোকে কৃতকৃত্য হইবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সকলই অসার সকলই অনিত্য এ কথা বলিতে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। আমরা নিত্য অসার অনিত্যে পরিবৃত, চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, নিমেষের মধ্যে সমুদায় উড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এ অবস্থায়ও একটি বিষয় উড়াইয়া দিতে পারা যায় না, সেটি আত্মা বা আমি। ইহাকে যখন কোন উপায়ে উড়াইয়া দিতে পারি না, তখন আমার সম্বন্ধে উহাকে নিত্য ও স্থায়ী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে, কেন না উহাকে না লইয়া কোন চিন্তাই আমার অগ্রসর হয় না। এই আমি যদি আমার সম্বন্ধে নিত্য হইল, তাহা হইলে ইহার ভিতর সার ও অসার এ উভয় আমার অন্বেষণ করিতে হইতেছে। আমার বাহিরে যাহা কিছু অসার ও অনিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিলে সে সকল উড়িয়া গেল, এখন অবশেষ অসার ও অনিত্য আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিল। সুতরাং প্রয়োজন হইতেছে, আমার আত্মনিষ্ঠ অসারাংশ দূরে পরিহার করিয়া সার নিত্য বিষয় লইয়া স্থিতি করি। ধন মান যশঃ প্রভৃতির চিন্তা আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, আমি যখন পৃথিবীর আর সমুদায় বিষয়ের চিন্তা পরিহার করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলাম, তখন এই সকল বিষয়ের চিন্তা আসিয়া আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। কিন্তু এ সকল অসার, কেন না ইহারা কেহই আমার আত্মনিষ্ঠ বিষয় নহে, আগন্তুক। এ সকলকে দূরে পরিহার করিলাম, কিন্তু শরীরের চিন্তা আমায় পরিত্যাগ করিল না, কেন না

আহার বিহার প্রভৃতি শরীরের প্রয়োজন আত্মার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, সে সকলের নির্ব্বাহ না হইলে উহা আপনি স্থির থাকিতে পারে না। এই সকলেরও আরম্ভ আছে ও নিবৃত্তি আছে। উহারা যথাকথঞ্চিৎ বিষয় লাভ করিয়াই নিবৃত্ত হয়। যত দিন শরীরে আছি, তত দিন উহাদের অধিকার বিস্তৃত হইতে না দিয়া কথঞ্চিৎ আয়োজনে নিবৃত্ত রাখিলে, উহারা আর আমার বিক্ষোভের হেতু হইতে পারে না, সুতরাং উহাদিগকে অসার অনিত্যের মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া, যাহা কিছু আমার আত্মনিষ্ঠ তাহার পরিপুষ্টিসাধনে আমি বিলক্ষণ নিযুক্ত থাকিতে পারি। আমার আত্মনিষ্ঠ নিত্য বিষয় কি? চরিত্র। চরিত্রমূলক আমি। এই চরিত্র আমার সঙ্গে ইহলোকে থাকিবে, আমার সঙ্গে পরলোকে যাইবে। আমি এবং আমার চরিত্র অভিন্ন এবং একই সামগ্রী, আমার চরিত্র যেমন আমি তেমনই। এই চরিত্র যাহাতে বিশুদ্ধ হয় পবিত্র হয় উন্নত হয়, ইহাই তবে আমার জীবনে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। আমার সমুদায়ের প্রতি উপেক্ষা করিলে চলিতে পারে, কিন্তু চরিত্রের প্রতি উপেক্ষা করিলে কিছুতেই চলে না। আমি আমার চরিত্র দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে, আমার নিকটে, পরীবারের নিকটে, প্রতিবেশীর নিকটে, সমুদায় মনুষ্যমণ্ডলীর নিকটে পরিচিত। যদি দেহ ছাড়িয়া গিয়া এ পৃথিবীতে অশরীরী হইয়া থাকিতে বাসনা থাকে, তবে তাহা চরিত্রযোগে। যদি জীবিতাবস্থায় আত্মকল্যাণ পরের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতে বাসনা হয় তবে চরিত্রযোগে। যদি পরলোকে উন্নত স্থান অধিকার করিতে বাসনা থাকে তবে চরিত্রযোগে। যে দিক্ দিয়া যাওয়া যাউক না কেন, সচ্চরিত্রের ন্যায় স্থায়ী সার বস্তু আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সমুদায় সম্পদ অস্থায়ী, এক চরিত্রসম্পদ্ স্থায়ী। ধন্য সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি চরিত্রসম্পন্ন হইবার জন্য আপনার সকল যত্ন নিয়োগ করে, দুর্ভাগ্য সে যে অনিত্য বিষয়ের প্রলোভনে আপনার চরিত্র বিনষ্ট করে।

হজরত মোহম্মদের প্রেম ও ক্ষমা।

একদা এক জন আরব্য মূর্খ যাযাবর দণ্ডায়মান হইয়া মস্‌জেদের ভিতরে প্রস্রাব করিয়াছিল। কতকগুলি লোক ইহা দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাকে ধরিয়া শাস্তি দানের জন্য হজরত মোহম্মদের নিকটে উপস্থিত করে। তিনি বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন, ইহাকে ছাড়িয়া দাও, এবং তাহার মূত্রে কয়েক ডোল জল ঢাল। সদ্ভাব করিবার জন্য তোমরা জন্মিয়াছ, ক্লেশ দানের জন্য তোমাদের এ পৃথিবীতে আগমন নহে।

ওন্‌স নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, হজরতের সঙ্গে আমরা এক দিন মস্‌জেদে ছিলাম, এমন সময়ে এক উদ্ধত যাযাবর আসিয়া দাঁড়াইল, এবং মন্দিরে প্রস্রাব করিতে লাগিল। তখন হজরতের পারিষদগণ ইহাকে বারণ কর, বারণ কর, বলিয়া চেঁচিয়া উঠিলেন। তখন হজরত মোহম্মদ বলিলেন, ইহার প্রস্রাবে বাধা দিও না, ইহাকে ছাড়িয়া দাও। তাহাতে প্রস্রাব সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে বাধা দিল না। পরে মহাপুরুষ মোহম্মদ তাহাকে নিকটে ডাকিলেন এবং বলিলেন যে, "ইহা ঈশ্বরের মন্দির, ইহা মলমূত্রত্যাগের স্থান নয়। ঈশ্বরের গুণানুবাদ ও উপাসনা এবং কোরাণ পাঠের স্থান।" এই বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অবশেষে তাঁহার আদেশক্রমে এক ব্যক্তি জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্র লইয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রস্রাব প্রক্ষালন করিল।

প্রেমেই বিদ্বেষ।

এ সংসারে যখন কোন ব্যক্তি কাহার প্রতি স্নেহ মমতা বা ভালবাসা দেখায় তখন পার্শ্ববর্ত্তী অপর কতকগুলি লোক, যাহারা সেই স্নেহ মমতাদির অংশ পাইবার প্রত্যাশা করে, বিরক্ত হয়। কেবল মাত্র যে বিরক্ত হয় তাহা নহে, তাহারা প্রতিবেশীর সেই প্রিয় ব্যক্তিকে শত্রু মনে করে, এবং নানা প্রকারে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। অতি মনোযোগ দিয়া তাহার কথা কার্য্য ও ভাবাদির ভিতরে ছিদ্রান্বেষণ করে, এবং তাহার চরিত্রকে কলঙ্কিতরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করে। তাহার চরিত্রে যদি কোন ছিদ্র না থাকে তথাপি তাহারা মিথ্যা কল্পনা দ্বারা তাহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে, এবং প্রীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে সেই সকল মিথ্যা কল্পিত কলঙ্কের কথা শোনায়। তাহাতেও যদি তাহার মনে বিশ্বাস জন্মাইতে না পারে, পরিশেষে দলবদ্ধ হইয়া বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হয়, এক জন প্রস্তাবস্বরূপ করিয়া কথাটী উপস্থিত করে, আর পাঁচ জন সাক্ষী হইয়া সাক্ষ্য দান করে। তাহারা এরূপ দৃঢ়তা ও ভাব ভক্তির সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় যে প্রীতিপ্রবণ চিত্তের পরিবর্ত্তন উপস্থিত না করিয়া ছাড়ে না! সংসার স্বার্থপূর্ণ, এস্থলে স্বার্থের জন্য সকলেরই চিত্ত চঞ্চল হয়! অথবা পুনঃ পুনঃ শুনিতে শুনিতে বিশ্বাসের ভিতরে সংশয় উৎপন্ন হয়। কিছু দিন এই সংশয় দ্বারা আন্দোলিত হইতে থাকে, পরিশেষে একদিকে নিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। যাহার বিরুদ্ধে এই সকল অনুষ্ঠিত হয় সে যদি প্রতীকারের যত্ন না করে, এবং যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইবার অসম্ভাবনা দেখিয়া যদি উদাসীন থাকে, তাহা হইলে, এই পরিবর্ত্তন যেরূপ সম্ভব, স্নেহের স্থানে বিদ্বেষ, মমতার স্থানে দূরতা এবং প্রীতির স্থানে শত্রুতা কার্য্য করিতে থাকে। কাজেই এ সংসারে প্রেমেই বিদ্বেষ উপস্থিত করে, ইহা সত্য।

যদি বল এরূপ হয় কেন? সংসারের প্রেম সংসারের জন্য, কিন্তু স্বর্গের জন্য নহে। সেই জন্য এক সময়ে যাহা প্রেম হইয়া ভালবাসে অন্য সময়ে তাহাই আবার শত্রু হইয়া বিনাশ সাধন করে। প্রেমবস্তু স্বর্গের, ইহা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতারিত

হয়। ইহা পৃথিবীর বস্তু নহে, পৃথিবীতে ইহার আদর্শ নাই। চন্দ্রালোক যেমন আচণ্ডাল সকলের গৃহকে স্নিগ্ধ ও শীতল করে, বৃষ্টি যেমন সকল স্থানে পতিত হইয়া উত্তাপ নিবারণ করে, স্বর্গের প্রেম সেইরূপ। পাপী পুণ্যবান্ ধনী দরিদ্র ও জ্ঞানী মূর্খের বিচার করে না, সকলকে স্নিগ্ধ ও শীতল করিয়া সুখী করে। এই প্রেম স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে যখন অবতীর্ণ হয় তখন মানুষের নীচ সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ভাব অনুসারে ইহা ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখন ইহা এক জনকে ভালবাসে আবার আর পাঁচ জনকে ঘৃণা করে, আজ একজনকে যে কারণে ভালবাসিল, কাল সেই কারণ চলিয়া গেলেই সেই ব্যক্তিই আবার তাহাকে ঘৃণা বিদ্বেষ করে। কিন্তু মানুষ না জানিয়াও এই প্রেমাবমাননার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়।*

আচার্য্যের প্রার্থনা।

সোমবার ২৭ সেপ্‌টেম্বর ১৮৮২।

হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমের ঠাকুর, প্রথমে তুমি ভাঙ্গ; তার পরে তুমি গড়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ধর্ম্ম প্রথমে তুমি প্রকাশ কর, তার পর সমুদায় নববিধানে তুমি গড়। তবে দয়াময়, আমাদের জীবনেও তা কর না? আমরা এক সময়ে ভক্ত হয়েছিলেম, এক সময়ে সত্যবাদী হয়েছিলেম, এক সময়ে যোগী হয়েছিলেম এক সময়ে প্রেমিক হয়েছিলেম, তবে এই সব খণ্ড ধর্ম্ম আমাদের জীবনে এক সময়ে জমাট কর না কেন? সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, এখনকার নববিধানের ভাব এই বিজ্ঞান, এই তিন এক কর না কেন? এই তিন এক হইলে সোণায় সোহাগা হয়। আমি খুব বড় বড় ভিক্ষা কচ্ছি না, আমাদের পরিবারের মধ্যে, আমাদের জীবনে যা এক সময়ে হয়েছিল, তাই দাও না কেন? তবে সে চারি সময়ে চারি ছিল, এখন এক সময়ে চারি দাও না। এক সময়ে সব ভাব এনে করে দাও না? হে মঙ্গলময়ী, বড় সুখ পেয়েছি সেই সেই সময়। নীতি সাধন করে তোমার সঙ্গতে বড় সুখ ও উপকার পেয়েছি। আর মুঙ্গেরে কত সুখী ছিলাম, তাও তুমি দেখেছ। আর এখন নববিধানের নিশান উড়িয়ে নূতন ধর্ম্ম লাভ করে, কত সুখ পেয়েছি তাও তুমি জান। হরি, মেলাও তিনকে। জ্ঞান ভক্তি নীতি, নীতি, ভক্তি জ্ঞান তিনকে মেলাও। তিনকে তিন সময়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা খণ্ড খণ্ড করে দেখাইয়াছিলে, এখন সেই গুলি মিলিয়ে গড়। এক কর যেন নববিধানের রঙ্গে সুন্দর ধর্ম্ম পাই। হে মঙ্গলময় হে কৃপাময়, কৃপা করে এই আমাদের জীবনে খণ্ড খণ্ড সব ধর্ম্মের ভাব গুলি জমাট করে মিলায়ে দাও। না, আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

*স্বর্গগত শ্রীমৎ কালী শঙ্কর দাস মহাশয়ের লিখিত। এইরূপ অপূর্ণাকারে প্রাপ্ত।

প্রাপ্ত।

ধনীর সৌভাগ্য।

সে দিন একটি বন্ধুর মনে এই প্রশ্ন উঠিল—মালক্ষ্মী যা'র ঘরে তা'র ঘরে পাপ থাকিবে কেন? তাই তো 'একই সময়ে এক বস্তু দ্বারা অধিকৃত স্থানে আর এক বস্তু থাকিতে পারে না', যে পরিমিত স্থান বা পাত্র একটি কোন পদার্থে পূর্ণ হইয়া আছে, সেটি না সরাইলে সে স্থানে আর কোন সামগ্রী রাখা যায় না, এ কথায় বিজ্ঞান এবং সহজ জ্ঞান উভয়েরই এক মত; তবে যা'র ঘর স্বয়ং লক্ষ্মী আসিয়া অধিকার করিয়া, পূর্ণ করিয়া, আলো করিয়া আছেন, তা'র ঘরে আবার পাপ অন্ধকার থাকিবে কিরূপে? সত্য বলিতেছি, আমরা ধনীর গৃহে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছি রাজরাজেশ্বরী জগজ্জননী মহালক্ষ্মী অপরূপ সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন, মার তেমন রূপ তেমন শোভা আর কোথাও দেখি নাই। রত্নগর্ভা পৃথিবীর চারিদিক্ ব্রহ্মধনে পূর্ণ, দেখিতে দেখিতে চক্ষু সার্থক হয়, আবার সেই ধন যখন মানুষ যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া আপনার গৃহ পূর্ণ করে, গৃহে মালক্ষ্মীর চমৎকার উজ্জ্বল রূপ দর্শনে মন মোহিত হয়, এবং সহজে এই প্রশ্ন উত্থিত হয়, দরিদ্রের শূন্য ঘরে পাপাসুর প্রবেশ করিবার পথ পাইতে পারে, ধনীর পূর্ণ ঘরে তাহার স্থান পাইবার সুযোগ কোথায়? কিন্তু পৃথিবীতে ইহার বিপরীত কথা শুনিতে পাই; ধনধান্যপূর্ণ লক্ষ্মীর বাসস্থান গৃহ ছাড়িয়া নাকি লক্ষ্মীছাড়ারাই চিরকাল ব্রহ্ম ধন লাভ করিয়াছে! সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, বৈরাগী ব্রহ্মানুরাগী সাধকেরা ধনীর সংস্পর্শ পর্য্যন্ত দূষিত জানিয়া আপনাদিগকে দূরে রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট; কথিত আছে যে পুরীর রাজা শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তাঁহার নির্ম্মল বৈরাগ্যে দাগ লাগিবার ভয়ে তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। আর শ্রীঈশাচন্দ্র কি বলিয়াছেন, শুন—"বরং সূচের ছিদ্র দিয়া উষ্ট্র চলিয়া যাওয়া সহজ, কিন্তু ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা তত সহজ নয়।" আহা! ধনীর এত অপমান? সকলে স্বর্গে যাইবে কেবল ধনী যাইতে পাইবে না? ধনীর প্রতি ঈশ্বর এত নিষ্ঠুর হইবেন এতো কখন সম্ভব নয়; তবে কেন ঈশ্বর-পুত্র ঈশা ধনীর প্রতি এই নিদারুণ অভিসম্পাৎ করিলেন? অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় ভাবার্থ আছে। ধনী কে? ঈশ্বর। যা'র ঐশ্বর্য্য তিনিই তো ঈশ্বর? ধনকেই না লোকে ঐশ্বর্য্য বলে? তবে ধনী আর ঈশ্বরে প্রভেদ কি? ঈশ্বর ভিন্ন আর ধনী কে? যে বলে আমি ধনী সে অহংকারী সয়তান, ঈশ্বরকে সংহার করিয়া তাঁহার স্থানে সে আপনি বসিতে চায়। সেই সয়তানই স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত এবং বঞ্চিত। ব্রহ্মতনয় ঈশাচন্দ্র উক্ত বাক্যে ধনিশব্দে এই অহঙ্কারীকেই উল্লেখ করিয়াছেন; তার পর এই অহঙ্কার কি কেবল পার্থিব সম্পদ, মণি কাঞ্চন টাকা কড়ি লইয়া? ধন কি? পৃথিবী এবং স্বর্গে যে কোন বস্তু, শক্তি, রূপ গুণ যাহা কিছু

আছে সকলই ব্রহ্মধন। যে বলে আমি বলী, যে বলে আমি ধার্ম্মিক, আমি প্রেমিক, আমি বিনয়ী, ইহাদের প্রত্যেকেই এক এক জন অহঙ্কারী ধনী, এবং ঈশার শাস্ত্রে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ। টাকার অহঙ্কার অপেক্ষা জ্ঞানের অহঙ্কার, জ্ঞানের অহঙ্কার অপেক্ষা ধর্ম্মের অহঙ্কার আরো ভয়ঙ্কর। কোন প্রকার অহঙ্কার এক বিন্দু থাকিতে স্বর্গে যাই-বার যো নাই, যাইবার ইচ্ছাও হইবে না, কেন না যাহার যত ক্ষণ কিছু আপনার বলিবার থাকে, সে তত ক্ষণ তাহাতে এমনি মত্ত যে কোন মতে তার স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না, আর যাই দেখে যে ত্রিভুবনে তা'র আপনার বলিবার কিছুই নাই, সকল ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, অমনি তার অন্তরে বাহিরে স্বর্গরাজ্য উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত, তখন প্রত্যেক টাকার মুখে লক্ষ্মীর মুখ, প্রত্যেক নরনারীর মুখে লক্ষ্মীর শ্রী, প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্ম পদার্থ, ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে সে দেখে, অতএব ঈশা বলিলেন "দীনাত্মারা ধন্য কেন না স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই"। এখন প্রকৃত দীনাত্মা কে? যে সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কারবিবর্জিত, যে সর্ব্বত্র সকল ঐশ্বর্য্যে ঈশ্বরকে দেখিয়া অহংবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর কি বিড়ম্বনা; যাই লোক কিঞ্চিৎ ধন লাভ করে, কি ঐহিক ধন, কি জ্ঞানধন, কি পুণ্যধন, অমনি অহঙ্কারে স্ফীত হয়, এবং তখনই স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া নরকের অগ্নিকুণ্ডে পুড়িতে থাকে। অহঙ্কার হইতেই মানুষের পতন, অহঙ্কারই সকল পাপের মূল; এই অহঙ্কারকে কাটিতে পারিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, হিংসার শাখা প্রশাখা সকল শুকাইয়া যায়। এক অহঙ্কারই মানুষের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহারই রূপক নাম শয়তান বা শমন; ইনি না যান এমন স্থান নাই, ইনি না মারেন এমন লোক নাই। রাজার রাজ-প্রাসাদ, কৃষকের কুটীর, পণ্ডিতের পাঠশালা, কর্ম্মীর কর্ম্মক্ষেত্র, পুণ্যার্থীর পুণ্যতীর্থ, তপস্বীর তপোবন, যোগীর যোগাশ্রম, ইনি সকল স্থান হইতেই লোক বাঁধিয়া আনিয়া নরকের আগুনে ফেলিয়া দেন, ইহাঁর হাতে অব্যাহতি কাহারও নাই। কেবল দীনাত্মা, যে ধন আর ধনপতি, ঐশ্বর্য্য আর ঈশ্বর, দুই এক দৃষ্টিতে অভেদরূপে দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইয়াছে সেই দীনাত্মাই ধন্য, কেন না অহঙ্কার তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। ধনের অপরাধ কি? ধনকে অবহেলা করিও না, ধন যে স্বয়ং ব্রহ্ম লক্ষ্মীরূপে অধমের ঘরে অবতীর্ণ। ব্রহ্মতনয়, মা লক্ষ্মীকে পা দিয়া ঠেলিয়া তুমি কোন্ বনে ব্রহ্ম অন্বেষণে যাইবে? ব্রহ্মজ্যোতিতে তোমার ঘর আলোকময়, তুমি কেন অন্ধকারে 'দয়াল এস হে' বলিয়া চীৎকার করিবে? এক বার কলিকাতার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মাতা তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে আমাদের স্বর্গীয় আচার্য্যদেবের উপাসনা শুনিয়া যথেষ্ট প্রীতি লাভ হওয়াতে নিজ বাড়ীতে এক দিন কেশবচন্দ্র উপাসনা করেন এই ইচ্ছা পুত্রের নিকট প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র আর এক ভায়ের কাছে নাকি বলিয়াছিলেন 'যা'দের ঘরে টাকা নাই তা'রাই ঈশ্বর ঈশ্বর করুক্‌গে, আমরা কেন করিব?' তাইতো ভাই ধনিসন্তান, কি বলিয়াছ, তুমি কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করিবে? ঈশ্বর যে তোমার ঘরে আসিয়াছেন, কেবল চক্ষু খুলিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার অপরূপ দর্শন কর, ভক্তির সহিত প্রচুর পরিমাণে তাঁহার ঐশ্বর্য্য উপভোগ কর, এবং প্রাণপণ যত্নে তাঁহাকে গৃহে রক্ষা কর; সাবধান, অপব্য-য়ের দ্বার দিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়া কখন গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিও না, আর 'আমি ধনী' এ অহঙ্কার প্রাণান্তেও পলকের জন্য মনে আসিতে দিও না; রাজলক্ষ্মীকে রাজসিংহা-সনে বসাইয়া চিরদিন তাঁহার সেবক হইয়া থাক।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

পরম ভক্তিভাজন প্রেরিতদেব শ্রীমৎ কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের স্বর্গারোহণসংবাদ ধর্ম্মতত্ত্বপত্রিকাপাঠে অবগত হইয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইলাম। শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় যে কিরূপ উপকারী বন্ধু সহায় ও আত্মীয় ছিলেন তাহা আমি আর কি বলিব? আপনারা সকলেই আমার প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন, কিন্তু শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের দয়া এ দাসের প্রতি যে কত গভীর ও প্রাণস্পর্শী ছিল তাহা আমার লিখিবার সাধ্য নাই। আমি বিধানবিরোধিদলের অগ্রণী ছিলাম। জানি না বিধানবাদী হইয়াছি কি না, কিন্তু জীবনের বর্ত্তমান অবস্থার নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট সমধিক ঋণী। প্রায় ৪।৫ বৎসর হইল স্বর্গীয় প্রেরিত দেব টাঙ্গাইলে আসিয়াছিলেন, তখন আমি অন্তরে অন্তরে বিধানবিরোধী ছিলাম। কিন্তু বাহিরে অনেকটা বিধানবাদীদিগের সপক্ষতা প্রদর্শন করিতাম। আমি শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে নানা প্রকার কথোপকথন করিলাম ও প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলাম; মনে হইল তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। পরে তাঁহার সঙ্গে কোন স্থানে যাইতেছি, তখন তিনি আমার ভাবাপন্ন লোকের ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বলিলেন, কতকগুলি লোক সংসারে বড় চতুর। এই কথায় আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল তিনি আমাকে চিনিয়াই সঙ্কেতে আমার সম্বন্ধে এইরূপ ভাবের কথা ব্যক্ত করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার প্রতি আমার মন নিতান্ত অনুরক্ত হইল। তিনি যেন আমার প্রতি সদয় হইয়া পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন, এবং আমিও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে প্রেরিত মণ্ডলীর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা সংক্রামিত হইয়া পড়িল।

শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয় অতি সদালাপী ছিলেন। তিনি বৃথা আড়ম্বরের অনুরোধে দেশাচার উল্লঙ্ঘন করিতেন না। আমারপ্রতি তাঁহার এমনই দয়াছিল যে রোগজীর্ণ দেহে তিনি এ দাসের অনুবাদিত পদ্য নবসংহিতা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তিনি সংশোধনের ভার গ্রহণ না করিলে এই পুস্তক কদাচ আপনাদিগের তথায় প্রেরিত হইত না।

এ প্রদেশে যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারাই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।

আমড়াগড়ির উৎসব বৃত্তান্ত।

আমড়াগড়ির সাংবৎসরিক উৎসবের বৃত্তান্ত আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, বিস্তারিত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে না পারিয়া তাহার সার প্রকাশ করা গেল।

১লা ফাল্গুন হইতে উৎসব আরম্ভ হয়। সে দিন উৎসবের উদ্বোধন হইয়াছিল। ২রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমড়াগড়ি গ্রামের প্রকাশ্য স্থানে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। ৩রা শুক্রবার অপরাহ্নে সঙ্গত সভার অধিবেশন এবং নিশীথ সময়ে উপাসনা হইয়াছিল। নিশাবসানকালে স্থানীয় উপাচার্য্য ও উৎসাহী যুবকগণ গৈরিক বসনে আচ্ছাদিত হইয়া গ্রামবাসীদিগের গৃহের দ্বারে দ্বারে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাবতরণ ও পবিত্র নববিধানের জয় মত্ততার সহিত ঘোষণা করেন। ৪ঠা শনিবার অপরাহ্নে কেশব লাইব্রেরি ও দাতব্য বিভাগের অধিবেশন হয়। ৫ই রবিবার সমস্ত দিন ব্যাপিয়া উৎসব হইয়াছিল। রাত্রি দশটার সময় কার্য্য হয়। স্থানীয় উপাচার্য্য দুই বেলা উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন, অপরাহ্নে শাস্ত্রপাঠ, ধ্যান, প্রার্থনা, তত্ত্বালোচনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। প্রায় দুইশত স্ত্রী পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই উৎসবে ব্রহ্মকৃপা সম্ভোগ করিয়া বিশেষ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। ৬ই সোমবার প্রাতে অসম্পূর্ণ মন্দিরের সম্মুখে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় উপাচার্য্যের পিতৃভবন হইতে সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া গ্রামের পথে পথে দ্বারে দ্বারে মহামত্ততা ও নৃত্যের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করেন। রাত্রি ১০ টার সময় উপাচার্য্যের ভবনে কীর্ত্তন শেষ হয়। ৭ই মঙ্গলবার অপরাহ্নে উপাসকমণ্ডলীসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সে দিন ৭টি বন্ধু সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন, রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। ৮ই বুধবার পূর্ব্বাহ্নে নারীসমাজের উৎসব হইয়াছিল, এই উৎসবে একটী মহিলা নববিধানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। নারী সমাজে ৫০। ৬০ জন হিন্দু মহিলাও যোগ দান করিয়াছিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে জয়পুরস্কুলের ছাত্রগণকে নীতিবিষয়ে উপদেশ দান করা হয়। ৯ই বৃহস্পতিবার আমতা গ্রামে প্রচারযাত্রা হইয়াছিল। ১৬ জন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবা দলবদ্ধ হইয়া তথায় প্রচারার্থ যাত্রা করেন। আমতা মোন্‌সেফ চৌকি। মোন্‌সেফি বিচারালয়ের প্রাঙ্গণে ২। ৩ শত লোকের সম্মুখে নববিধানের যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও অন্তে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। পরে বাজারে কীর্ত্তন হইয়াছিল, কোন কোন পদস্থ ভদ্রলোক কীর্ত্তনের দলকে নিজভবনে আহ্বান করিয়া সাদরে ভোজন করান। পর দিন উষা কালে ব্রাহ্ম যুবকগণ তাজপুর অভিমুখে চলিয়া যান। তাঁহারা উক্ত গ্রামে পঁহুছিয়া অপরাহ্নে প্রকাশ্য স্থানে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করেন। "ঈশ্বরের নাম সকল দুঃখ হরণ করে" এ বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতাস্থলে ৩। ৪ শত লোক উপস্থিত ছিল। ১১ই শনিবার খালনা গ্রামে প্রচারযাত্রিদল উপস্থিত হন। সেখানে জমাট কীর্ত্তন উপাসনাদি হয়। গ্রামস্থ কোন ভদ্র লোক বিশেষ আদর ও অভ্যর্থনা করিয়া যুবা ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে ভোজন করান। অন্য অন্য গ্রামবাসীদিগের দ্বারাও তাঁহারা বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিলেন। ১২ই ফাল্গুন তাঁহারা সকলে আমড়াগড়িতে ফিরিয়া আইসেন। সেখানে শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায়ের প্রথমা কন্যার নামকরণ নবসংহিতানুসারে হয়। সে দিন সায়ংকালে সামাজিক উপাসনা হইয়াছিল। ১৩ই ফাল্গুন সোমবার সাধনবটতরুমূলে যোগ সাধন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করত উপাচার্য্যের ভবনে যাইয়া সকলে উৎসব সমাপ্ত করেন। উৎসবান্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা, মোহনভোগভোজন ও পরস্পর প্রেমালিঙ্গন হয়।

পত্রাপত্রি।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নাম দিয়া যে সভা আহূত হয়, সেই সভার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া সর্ব্বপ্রথমে শ্রীদরবারে প্রেরিতগণের মিলিত হইবার জন্য শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে যে পত্রাপত্রি হয়, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। ইহাতে দৃষ্ট হইবে যে, শ্রীদরবারকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠন বিষয়ে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করাতে শ্রীদরবার সে কার্য্য অনুমোদন করেন নাই, এবং শ্রীদরবারের পক্ষ হইতে কেহ সে সভার যোগ দিতে পারেন নাই।

সশ্রদ্ধ নমস্কারানন্তর নিবেদন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠনজন্য আপনি প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, এবং অদ্য তজ্জন্য অধিবেশন হইবে। সমুদায় প্রেরিতমণ্ডলী একত্র হইয়া পুনর্গঠনের কার্য্য না হইলে, আমাদিগের অখণ্ড মণ্ডলী এতদ্দ্বারা খণ্ডিত হইয়া পড়িবে, গৃহমধ্যে বিরোধ বিচ্ছেদ একটি স্থায়ী আকার ধারণ করিবে। ঈদৃশ অনিষ্ট না হয়, এ জন্য শ্রীদরবার ইচ্ছা করেন যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠনের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া সমুদায় প্রেরিতবর্গ শ্রীদরবারে একত্র হন। শ্রীদরবারে সকলে একত্র হইয়া সর্ব্বসম্মতিতে পুনর্গঠনের কার্য্য যেরূপ হওয়া নির্দ্ধারিত হইবে, সেইরূপে তৎকার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

বিনত
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়,
শ্রীদরবারের সম্পাদক।

শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়

শান্তিকুটীর
১১ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট সংখ্যক সভ্যদিগের দ্বারা সভা আহ্বান করিবার আবেদন পাইলে আমি এই অধিবেশনের বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য। এ জন্য উক্ত সমাজের প্রচারকদিগের সম্মতি বা অন্য সভার সম্মতির প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এরূপ সম্মতিগ্রহণের দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় না। তথাপি বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি দুই মাস কাল আপনাদের মুখাপেক্ষা করিয়াছি ও আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই সভায় যোগ দিতে একান্ত ব্যাকুলতার সহিত মিনতি করিয়াছি। তৎপ্রতি কর্ণপাত না করিয়া আপনারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন সভায় সংস্রব রাখিবেন না, এই প্রতিজ্ঞাই ক্রমাগত প্রকাশ করিয়াছেন; এখন "বিরোধ, বিচ্ছেদের" বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন। সমুদয়

প্রচারকগণের অদ্যকার সভায় যোগ দেওয়া অত্যন্ত প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। অতএব আবার বিনীতভাবে অনুরোধ করি, সভার পূর্ব্বে সকল প্রচারক ভাইগণ নবদেবালয়ে মিলিত হইয়া একমনে ও এক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ছয়টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুনঃসঙ্গঠন কার্য্যে যোগ দিবেন, ও মণ্ডলীকে উপকৃত করিবেন।

অনুগত

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

সশ্রদ্ধ নমস্কারানন্তর নিবেদন,—

আপনকার পত্র পাইয়া বিবরণ অবগত হইলাম। নব-দেবালয়ে প্রেরিত ও প্রচারকবর্গকে মিলিত হইতে বলিয়াছেন, যদি দেবালয়ে মিলিত দরবার হওয়া স্থির করিয়া থাকেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে এখনই বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতে পারে।

বিনত

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়,

শ্রীদরবারের সম্পাদক।

সবিনয় নিবেদনমিদং,

যদি মতভেদ বিষয়ক কোন কথা না তোলেন ও কোন ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে সকলে এখনই নব-দেবালয়ে একত্র হইবেন, ভারতবর্ষীয় সমাজের সংগঠন বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইবে,

অনুগত

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

১৭ মার্চ্চ

সংবাদ।

ভাই কালীশঙ্কর দাসের পরলোক গমনের এক মাস গত না হইতেই ভাই রামচন্দ্র সিংহের প্রিয়তমা পত্নী শ্রীমতী কুমুদিনী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ভগিনী কুমুদিনী প্রচারক পত্নীদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা ছিলেন। কুমুদিনী স্থির ও শান্তস্বভাবা। তাঁহার অন্তরে যাহা কিছু ধর্ম্মভাব ছিল আড়ম্বরের সহিত তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে তিনি ভালবাসিতেন না। আমাদিগের ভগিনী অনেক দিন হইতে নানা প্রকার রোগে কাতরা ছিলেন, অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হইল না। মৃত্যুশয্যায় তিনি পরলোকবিশ্বাসের বিশেষ পরিচয় দিয়া যান। মৃত্যুর দুই দিন পুর্ব্বে তিনি ভাই কান্তিচন্দ্রকে সঙ্গীত করিতে অনুরোধ করেন। "হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী" অনুরাগের সহিত এই গানটি গাইতে বলেন, যত ক্ষণ গানটি সঙ্গীত হইতে লাগিল, তিনি এমনি উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দান করিলেন যেন বোধ হইল মৃত্যুঞ্জয় তিনি তখন তুচ্ছ করিতে লাগিলেন। গত ২৪ ফাল্গুন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়। পর দিন বেলা ১১টার সময় কলিকাতাস্থ প্রায় সকল প্রচারক ও কয়েক জন আত্মীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে তাঁহার মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া গিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নবসংহিতামতে সম্পন্ন করেন। দয়াময় আমাদিগের পরলোকগতা ভগিনীর আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন, এবং তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও কয়েকটি সন্তান ও ভাই রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

গত ৪ঠা চৈত্র রবিবার ভগিনী কুমুদিনীর শ্রাদ্ধ হইয়াছে। কলিকাতাস্থ সমুদায় প্রেরিত তাহাতে যোগ দান করিয়াছিলেন।

গয়ানগরে এক এক জন মহাপুরুষের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে। বিগত ২৩ শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যের জন্ম তিথি উপলক্ষে গয়া নগরস্থ ব্রহ্মযোনি পর্ব্বতের পাদদেশে উৎসব হইয়াছিল।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ঢাকা অঞ্চলে গমন করিয়াছেন।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র আসের কন্যার নামকরণ উপলক্ষে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল মঙ্গলগঞ্জে গিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অবৈধ পুনর্গঠন সংবাদ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া মফস্বলের অনেকগুলি নববিধান সমাজের উপাচার্য্য ও সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ আমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। টাঙ্গাইলের প্রতিবাদপত্র সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইল, রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ এবং অপর কোনও স্থান হইতেও আমরা প্রতিবাদসূচক পত্র পাইয়াছি।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নামে আহূত সভার কার্য্যবিভাগে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও গৌরগোবিন্দ রায়ের নাম নিবিষ্ট হওয়াতে ঐ দুই নাম সেই সভার সংস্রবে ব্যবহৃত না হয় এ জন্য প্রকাশ্য পত্রিকায় পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রেরিত।

১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় জানিতে পারিলাম যে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠন জন্য ঘোষণা করিয়াছেন। তাহাতে নাকি সকল প্রেরিতের যোগ অথবা শ্রীদরবারের সহানুভূতি নাই। হায়! হায়! এত দিনে কেশবচন্দ্র পূর্ণ গ্রাস হইতে চলিলেন। আমাদিগের বিশ্বাস আচার্য্য দেব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীদরবারে বর্ত্তমান থাকিয়া এখনও আচার্য্যের কার্য্য ও নব বিধান প্রচার করিতেছেন। তিনি দল ছাড়া কখনও নহেন, তাঁহার সহিত প্রেরিতগণের এবং নববিধানবিশ্বাসিগণের নিত্যসম্বন্ধ। সেই শ্রীদরবারের ভগ্নাবস্থাতে আমরা যৎপরোনাস্তি মনঃক্ষুণ্ণ আছি। আবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে পুনর্গঠিত হইবে তাহা দরবার অথবা সমস্ত প্রেরিতমণ্ডলীর মিলিত ভাবে নহে। এযে বড় নিদারুণ সংবাদ, ইহা হইতে মনস্তাপের বিষয় আর কি আছে? দরবার ছাড়িয়া মাননীয় ভাবে যথেচ্ছ কার্য্য চলিলে আচার্য্য দেব, শ্রীদরবার এবং নববিধান সকলই বিলোপ হইয়া যাইবে। যদি শ্রীদরবারে ভারতবর্ষীয় সমাজের পুনঃস্থাপনের চেষ্টা না হয় এবং ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে দরবারের আধিপত্য থাকে, পরন্তু প্রেরিতগণের মধ্যে পরস্পর কাটাকাটি হইতে থাকে তবে আচার্য্য দেব কোথায় থাকিলেন? তিনি বিলুপ্তপ্রায়, কিংবা তিনি খণ্ড খণ্ড ভাবে রহিলেন। তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য এবং নববিধান একরূপ রহিত হইয়া যাইবে। এত দিনে কি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্রকে মসীলিপ্ত করিবেন এবং নববিধানে জলাঞ্জলি দিবেন? এযে অতি অসম্ভব ও অস্বাভাবিক এবং মহানিষ্টকর। এ ব্যাপারে প্রেরিতমণ্ডলী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে, এবং বিচ্ছেদক্রমে ঘনীভূত হইয়া আরো দলাদলি বৃদ্ধি করিবে। দরবার ভিন্ন নববিধানসমাজ কদাচ পুনর্গঠিত হইতে পারে না, এবং মন্দিরের কোন নিয়ম কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না। বর্ত্তমান

আন্দোলন অত্যন্ত ভয়াবহ। আমাদের ন্যায় মফস্বলস্থ বিধান-বিশ্বাসিগণকে ইহার কোন বিষয় বুঝান ও জানান হয় নাই। মজুমদার মহাশয় কিরূপ সমাজ পুনর্গঠন করিবেন তাহা কিছুই জানি না। সকল প্রেরিত মিলিত হইবেন না, দরবার উল্লঙ্ঘিত হইবে, অথচ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠিত হইতে পারে ইহা এককালে বিধানবিরোধী কথা। আমরা কোন্ প্রাণে প্রস্তাবিত পুনর্গঠিত সমাজে যোগ দিতে যাইব; যদি সমাজ পুনর্গঠন করাই প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে সকল প্রেরিত সমবেত ভাবে দরবার করিয়া সমাজ সংস্কার করিতে পারেন, এক জন অতি দীন প্রেরিতও উপেক্ষিত হইতে পারেন না, যদি হন তবে সেখানে আচার্য্যদেব এবং নববিধান নাই। দরবার ভিন্ন আমরা কাহাকেও বড় জানি না, যিনি যত বড় কেন হউন না, দরবার অগ্রাহ্য করিয়া যে কার্য্য করিবেন তাহা কার্য্যই নয়, বরং এরূপ কার্য্য বিধানবিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেন না শ্রীদরবার একতাসংস্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত, যদি একতার বিরুদ্ধ কার্য্য কি কোন ভাব পোষণ করা হয় তাহাই বিধান-বিরোধী। অতএব মাননীয় ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় যেন প্রেরিতের এক জনকে ছাড়িয়াও সমাজ সংস্করণে প্রবৃত্ত না হন, ইহা আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

১২৯৬। ৫ চৈত্র প্রণত—

শ্রীদুর্গাদাস বসু।

টাঙ্গাইল নববিধান ব্রাহ্মসমাজ।

মাননীয়

শ্রীযুক্ত ধৰ্ম্মতত্ত্বপত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।—

মহাশয়,

প্রেরিতদেব শ্রীমৎ কালীশঙ্কর কবিরাজ মহাশয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।

১

প্রভুর প্রেরিত, সেবক সন্তান,
প্রচারি জগতে, নূতন বিধান,
ছিঁড়ি দেহপাশ, মায়ার নিদান,
অমরসমাজে, চলিল আজ।
শোক কালিমায় বিধানগগনে,
ঘনঘটাপ্রায়, হলো আচ্ছাদন,
না দেখি ভ্রাতার, প্রশান্ত বদন,
ভকতহৃদয়ে, পড়িল বাজ॥

২

যথা'ক্রুশ' পরে যীশু গুণধর,
দারুণ যাতনা সহি নিরন্তর,
বিশ্বাস বাধ্যতা, দেখায়ে বিস্তর,
পিতার চরণে, সঁপিল প্রাণ।
তেমতি হে তুমি, রোগযাতনায়,
পুড়ি দিবা নিশি, তুষানল প্রায়,
প্রেম সহিষ্ণুতা, দেখায়ে ধরায়,
চলিলে আনন্দে, অমরধাম॥

৩

নূতন বিধানে, প্রেরিত জীবন,
বিশ্বাস বিনয়ে, কিবা সুশোভন,
সেবা ভক্তি কৰ্ম্ম, তাহার কেমন
দেখালে এসব, জীবন দিয়ে।
নিশ্চিন্ত বৈরাগী, বিহঙ্গম প্রায়,
সদানন্দে কাল, কাটালে ধরায়,
উৎসর্গি জীবন, প্রভুর সেবায়,
ব্রহ্মসহবাসে, ডুবালে হিয়ে।

৪

দাসের উপাধি, করিয়া-ধারণ,
দাসত্বের ব্রত, করি উদ্‌যাপন,
যীশু-দাস সনে, লভিলা মিলন,
আনন্দে মায়ের, মধুর গেহে।
পৃথিবীতে নাই, দাসের সম্মান,
কিন্তু স্বর্গধামে, দাস-মহীয়ান্,
তাই তুমি সেথা, লভি উচ্চ স্থান,
সুখে থাক সদা, মায়ের স্নেহে॥

৫

যাও তুমি যাও, শান্তিনিকেতনে,
যথায় আচার্য্য, অঘোরের সনে,
ব্রহ্ম কোলে বসি, ব্রহ্মানন্দ পানে,
বিভোর হইয়া, রয়েছে দোঁহে।
স্বর্গের প্রেরিত, মণ্ডলী মাঝারে,
মায়ের পবিত্র, খাস দরবারে,
বিভূষিত হয়ে, প্রেম পুণ্য হারে,
যাও ভাই যাও, আপন গেহে।

৬

চিনিতে নারিনু, তুমি কিবা ধন,
তাই করিলাম, কত অযতন,
নাহি সেবিলাম তব ও চরণ
নাহি দেখিলাম, যাবার কালে।
বড় সাধ হয়, তোমার জীবনে,
মিশাইয়া আমি, দেহ প্রাণ মনে,
দীপশিখাজাত, দীপের মতনে
সদা যেন জ্বলি, সমাজভালে॥

৭

জ্বলন্ত পাবক, তিনটি প্রেরিত,
একে একে সবে, হলো স্বর্গগত,
তবু সম্মিলন, হলোনা আগত,
প্রভুর বিধানমণ্ডলী মাঝে।
যাও তুমি যাও, পিতার দুয়ারে,
বলগে সেথায়, বিধানকুমারে,
যে অনৈক্য স্রোত, মণ্ডলী মাঝারে
বহিছে সতত, অসীম লাজে॥

৮

ওহে দয়াময়, যেন এ হৃদয়,
সদা অনুরক্ত ভক্ত প্রতি রয়,
ভক্ত সনে সদা দেখিয়া তোমায়,
জুড়ায় পাপীর তাপিত প্রাণ।
কুশলে রাখহে ভক্ত-পরিবারে,
অন্ন বস্ত্র জ্ঞান দাও সবাকারে
যেন তাঁরা সবে, প্রেমে অকাতরে,
পালেন সতত, তব বিধান॥

চিরদাস

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৫ ভাগ। ৭ সংখ্যা।

১লা বৈশাখ, রবিবার, ১৮১২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে জীবনের অনন্ত উৎস, দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল, পরলোকের দিকে আর এক পদ অগ্রসর হওয়া গেল, ইহ লোকের গণনাপুস্তকে বর্ষ বৃদ্ধি হইল, আয়ুঃসংখ্যা হ্রাস হইল, এখন বৎসরান্তে আমাদিগকে ভাবিতে দাও, কি করিয়া আমরা এক বৎসর শেষ করিলাম, এবং আর একটি নূতন বৎসর আরম্ভ করিতে যাইতেছি। শ্রীহরি, দেখিতে দেখিতে মাথার উপর দিয়া অনেক বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু তুমি যে কাজে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলে, সে কাজে আমরা আলস্য শৈথিল্য ও অযত্ন প্রকাশ করিলাম। তুমি বলিয়াছিলে, পৃথিবীতে আমাদিগকে তোমার রাজ্যের সূত্রপাত করিতে হইবে, এমন একটি প্রেমপরীবার স্থাপন করিতে হইবে, যেখানে সকলে এক-হৃদয় একমন একপ্রাণ হইয়া প্রতিদিন তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবে। পরীবার মধ্যে কুশল, শান্তি, একতা, ভক্তি, বিশ্বাস, বিনয়, যোগ সর্ব্বদা বিরাজ করিবে। প্রভো, তুমি যে কার্য্যের সূত্রপাত করিতে বলিলে আমরা যে তাহার কিছুই করি নাই। আমরা পরিশ্রম করি, কিন্তু আমাদের সে পরিশ্রমের যে কোন মূল্য নাই। তুমি যাহা করিতে বলিলে তাহা না করিয়া যদি আমরা অস্থানে আমাদের পরিশ্রম যত্ন নিয়োগ করি, তাহা হইলে সে পরিশ্রমে আমাদের লাভ কি? তাদৃশ পরিশ্রম পুরস্কার আনয়ন না করিয়া যে কেবল দণ্ডই আনয়ন করিবে। হে বিশ্বপতি, আমাদের দিন চলিয়া যাইতেছে, কবে আমাদিগের চৈতন্য হইবে? আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের সংগ্রাম শেষ হইল না, রাজ্যস্থাপন যে অনেক দূরে। যদি অধর্ম্মের বিরুদ্ধে, স্বার্থের বিরুদ্ধে, পাপের বিরুদ্ধে আমরা ক্রমান্বয়ে সাহস বিক্রম ও উদ্যমের সহিত সংগ্রাম করিতাম, এত দিন অন্তরে বাহিরে তোমার রাজ্য স্থাপন হইত। আমরা ক্রমে ভীরু কাপুরুষের ন্যায় সংগ্রামবিমুখ হইয়া সংসারের ছায়ায় জীবন কাটাইতে চলিয়াছি; আর এ দিকে অন্তরে বাহিরে পাপরিপু সকলের অত্যাচার বাড়িতেছে, তোমার রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে। হে প্রভো, তুমি দাসদিগকে শাসন কর, যাহাতে তাহারা শীঘ্র শীঘ্র সংগ্রাম শেষ করিয়া তোমার রাজ্যের পত্তন দিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক নিয়োগ কর। পুরাতন বৎসর গিয়া নূতন বৎসর আসিল, এ বৎসর যাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় তোমার রাজ্যস্থাপনবিষয়ে অলসভাবে কালযাপন না হয়, তাহার জন্য তোমার

বল ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। এ বার আর সমুদায় ছাড়িয়া কেবল আমাদিগের মধ্যে তোমার রাজ্যস্থাপনে আমাদিগের সমুদায় বল উদ্যম উৎসাহ ব্যয় করিব এই আশা করিয়া বৎসরের প্রারম্ভে তব পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি, তুমি আমাদিগের সহায় ও অবলম্বন হও, এই তব শ্রীচরণে বিনীত ভিক্ষা।

সিদ্ধাবস্থা।

আমরা পূর্ব্বে এ কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি,আমাদিগের ধর্ম্মসাধন ও সিদ্ধি উভয়ই যদিও আছে, তথাপি সিদ্ধি আপেক্ষিক ভিন্ন একান্ত স্বীকৃত হইতে পারে না। কেন না আমরা কোন বিষয়ের উন্নতির চরম স্বীকার করি না। আপেক্ষিক সিদ্ধি কখন সিদ্ধ নহে, এ কথা বলা যাইতে পারে না, কেন না যত দূর হইয়াছে, তাহা হইতে যদি আর বিচ্যুতি বা পশ্চাদ্‌গমন না হয় তাহা হইলে তাহা সিদ্ধি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যত দূর হইয়াছে তাহা সিদ্ধি হইলেও সেখানেই যদি আমাদিগের গতি স্থগিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, অনন্ত ঈশ্বর সহ আমাদিগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, আমরা আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে প্রবৃত্ত হই, সিদ্ধত্ব লোকের নিকটে অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিপন্ন রাখিবার জন্য অনেক সময়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করি। যাহাতে প্রকৃত সিদ্ধির সীমা অবগত হইয়া আমরা সিদ্ধির নিশ্চিন্তাবস্থা এবং আরব্ধ বিষয়ের সিদ্ধির জন্য যত্ন প্রয়াস যুগপৎ একত্র রক্ষা করিতে পারি তাহার উপায় উদ্ভাবন একান্ত প্রয়োজন, অতএব কোথায় কোথায় সিদ্ধাবস্থা না হইলে চলে না, আমরা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমতঃ আমরা যে পথে চলিতেছি, সে পথ সিদ্ধিপ্রদ কি না ইহা সর্ব্বপ্রথমে জানা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সংশয় অতীব মারাত্মক। সকল প্রকারের প্রযত্ন প্রয়াসের মূল কোন একটি বিষয়ের সিদ্ধির পক্ষে একান্ত আস্থা। যে পরিমাণে এ সম্বন্ধে আস্থা দুর্ব্বল সেই পরিমাণে প্রয়াস প্রযত্নও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যদি অনাস্থা বশতঃ আমাদিগকে নিরন্তর পথ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে জীবনের অধিকাংশ সময় কেবল বৃথাক্ষেপ হয় তাহা নহে, জীবনে কোন দিন সিদ্ধমনোরথ হইব, এ সম্বন্ধে বিশ্বাসের শৈথিল্য বশতঃ আমাদিগের সমগ্র জীবন শিথিল হইয়া পড়ে, উহাতে কোন প্রকার বল বা তেজের সমাগম দৃষ্ট হয় না। যে জীবন গতানুগতিক ভাবে অতিবাহিত হয়, সে জীবনে জীবনের লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে না। জড় বস্তুনিচয় যেমন অপরের বলে পরিচালিত হয়, তেমনই সামাজিক অবস্থা দ্বারা উহা ইতস্ততঃ নীত হয়। যে পথে চলিলে পথের গুণে আমরা গম্য স্থানে গিয়া সমুপস্থিত হই, সেই পথই প্রকৃষ্ট পথ। নানা বক্রগতির পর যদি যে স্থানে যাইবার সে স্থানে না গিয়া অলক্ষিত প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হই, তাহা হইলে আমাদিগের সমুদায় পরিশ্রম কেবল বিফল হয় তাহা নহে, পুনরায় সেই বক্র পথে ফিরিয়া আসিয়া সুপথে গমন আমাদিগের সম্বন্ধে অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং যে পথে চলিতেছি সে পথে সিদ্ধি অদূরে, ইহা আমাদিগের বিদিত থাকা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক।

যে পথে যাইতেছি, সে পথসম্বন্ধে নিঃসংশয় বিশ্বাস যে প্রকার প্রয়োজন, তেমনি যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে সে সকল উপায়ের প্রতি একান্ত আস্থাবান্ হওয়া আবশ্যক। উপাসনা সাধন ভজন সকলই বৃথা যদি সে সকল আমাদিগকে লক্ষ্য সহকারে একত্র সংযুক্ত করিয়া দিতে না পারে। আমাদিগের প্রত্যেক ক্রিয়া প্রত্যেক চেষ্টা পূর্ণ আশ্বস্ততা সহকারে নিষ্পন্ন হওয়া চাই, তাহা না হইলে কেবল লক্ষ্যসাধনে আমরা অকৃতকৃত্য হই তাহা নহে, লক্ষ্যের দিকে আমাদিগের সোৎসাহ গতিই একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়। যে পথে চলিতেছি, যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছি, সে সমুদায় ভগবানের সঙ্গে

অব্যর্থ যোগে আমাদিগকে বদ্ধ করিবে, এই পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে সমুদায় অনুষ্ঠান বিহিত হইলে সিদ্ধিসম্বন্ধে আমাদিগের আশা শীঘ্র সুসিদ্ধ হয়। পথ ও উপায়ের সহিত যে সিদ্ধাবস্থার একান্ত যোগ ইহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক।

অস্খলিত ভাবে একই পন্থায় স্থিতি ইহা যদি জীবনশূন্য ভাবে নিষ্পন্ন না হয়, তাহা হইলে ইহাকে পথসম্বন্ধে সিদ্ধাবস্থা বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের মন নিরন্তর চঞ্চল, কখন একই পথে অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিতে প্রস্তুত নহে। মনের চাঞ্চল্য-নিবন্ধন সরল পথে গমনকালেও বিবিধ বক্রগতি সমুপস্থিত হয়। এই সকল বক্রগতি বারণ করিয়া সাধক যদি ঋজু গতিতে একই পথে চলিতে পারেন, তাহা হইলে পথসম্বন্ধে তিনি সিদ্ধ হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। সরল পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়া বিপরীত পথে লইয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে বিবিধ প্রলোভন আমাদিগের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা যে পথে চলিতেছি, কখন কখন মনে হয়, এ পথে চলা নিরাপদ নহে, এ পথে চলিলে অনেক পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হইবে, অনেক ব্যক্তির সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে, পরিশেষে এমন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে যে, সংসারের সহিত সম্বন্ধ অত্যন্ত দূরতর হইয়া পড়িবে। অনেকে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পথ হইতে বিপথে আসিয়া পড়েন, ক্রমান্বয়ে সহজ পন্থা বাহির করিবার জন্য যত্নশীল হন, আপাতসহজ মনোরম ও অদ্ভুত বলিয়া যে পথ প্রতীত হয় তাহাই কতক দিনের জন্য আশ্রয় করেন, সেখানে স্থির থাকিতে পারেন না, আবার অন্য পথ অন্বেষণ করেন। এইরূপ নানাবিধ অস্থিরতা দেখাইয়া দেয়, সাধকের এখনও পথসম্বন্ধে স্থিরতা সমুপস্থিত হয় নাই।

পথসম্বন্ধে যাহা বলা গেল, উপায় সমুদায় সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। উপায়-সম্বন্ধে অস্থিরতা সিদ্ধির পক্ষে প্রতিবন্ধক, কিন্তু এই সকল উপায়সম্বন্ধে সিদ্ধাবস্থা উপস্থিত না হইলে ঈদৃশ অস্থিরতার হস্ত হইতে আত্মাকে রক্ষা করা কিছুতেই সহজ নহে। আমাদিগের নিত্য উপাসনায় যদি সিদ্ধত্ব উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে এক এক দিনের উপাসনা চিত্ত সরস ও আর্দ্র করে, আবার এক এক দিনের উপাসনা শুষ্ক কঠোর ভাবে নিষ্পন্ন হয়, উপাসনায় কোন দিন ভগবৎসান্নিধ্য সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, কোন দিন অভাসমাত্র, কোন দিন কেবল অন্ধকার দেখা যায়। এইরূপ উপাসনায় অসিদ্ধাবস্থা বিদূরিত না হইলে, প্রতিদিন ঠিক ভাবে উপাসনা নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে সাধক কখনই নিরাপদ নহেন। প্রতিদিনের উপাসনা এমন হওয়া চাই, যাহাতে সর্ব্বপ্রথমে ভগবৎসান্নিধ্য স্পষ্ট অনুভূত হইবে, আলোক, সত্য ও বলের সমাগম অব্যাহত থাকিবে। যদি এতৎসম্বন্ধে স্থিরতা না থাকে, তাহা হইলে সাধকের জীবন যে ক্রমিক উন্নতির পথে আরোহণ করিবে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

আমরা যে সিদ্ধাবস্থার কথা বলিতেছি, তন্মধ্যে এই সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধাবস্থা প্রয়োজন। এই সকলের সঙ্গে অনেক গুলি বিষয়ের যোগ আছে, যাহাতে সিদ্ধ না হইলে উপাসনাদিতে সিদ্ধত্ব অসম্ভব। যত দিন পর্য্যন্ত ক্রোধাদির আবেগের উপরে সাধকের ক্ষমতা বিস্তার না হয়, সে সমুদায় স্ববশে না আসে, তত দিন মনের চাঞ্চল্য নিবারণ হয় না, মনের চাঞ্চল্য নিবারণ না হইলেও উপাসনাদিতে নিত্য সান্নিধ্য অনুভব, আলোক সত্য ও বল লাভ অসম্ভব। যেখানে মানসদোষে পদে পদে পাপের সম্ভাবনা সেখানে তো কথাই নাই। অতএব আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, যদিও আমরা তাদৃশ সিদ্ধি মানি না, যাহাতে সাধক একেবারে পূর্ণ হইয়া যান, আর তাঁহার সাধনের প্রয়োজন থাকে না, তথাপি সিদ্ধি শব্দ আমরা কতকগুলি বিষয়ে ব্যবহার করিতে পারি, যে গুলিতে সিদ্ধি না হইলে আমাদিগের জীবনের পত্তন পর্য্যন্ত হয় না। পত্তন সুদৃঢ় না হইলে তদুপরি স্থায়ী গৃহ কি প্রকারে নির্ম্মিত হইতে পারে?

নূতন পরিত্রাণবিধি।

বিধান আসিবার অর্থ এই যে, জনসমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিত্রাণবিধির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অন্যথা নূতন বিধান আসিল এ কথা কখনই উঠিতে পারে না। নূতন বিধানের অর্থ নূতন পরিত্রাণের বিধি। বর্ত্তমান সময়ে কি নূতন পরিত্রাণের বিধি উপস্থিত হইয়াছে, সুস্পষ্ট নিবদ্ধ হওয়া সমুচিত। নববিধান যখন অনেক দিন হইতে সমাগত হইয়াছেন, তখন এত দিন নূতন পরিত্রাণের বিধি জনসমাজের নিকট প্রচারিত হয় নাই, এ কথা আমরা কহিতেছি না, ধর্ম্মতত্ত্ব আজ নূতন সংবাদ দিতেছেন না, যাহা বিবিধ আকারে বিবিধ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই সুস্পষ্ট আকারে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিতে প্রবৃত্ত।

আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বিধান আসিয়াছে, সকলেতেই সাধকের সহিত ঈশ্বরের গৌণসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কোন না কোন একটি অবলম্বন আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মসাধন, ইহা সর্ব্বত্র সমান। কর্ম্মানুষ্ঠানে মুক্তি, এখানে ঈশ্বরের সহিত গৌণসম্বন্ধ সুস্পষ্ট। জ্ঞানে মুক্তি, এখানে গৌণসম্বন্ধের কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান বলিতে গেলেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরসম্বন্ধীয় জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এখানেও অভেদ গ্রহণ জন্য সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে, এ কথা কহিলে বোধ হয়, প্রাচীন সাধকগণের প্রতি কোন প্রকার ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার হয় না। জগৎসহ বা আত্মা সহ ব্রহ্মবস্তুকে অভেদে গ্রহণ ইহা কখন সাক্ষাৎ জ্ঞান নহে, এখানেও অবলম্বনবিশেষ সুস্পষ্ট বিদ্যমান। ভক্তি পরোক্ষে হইতে পারে। ভক্তিসাধনেও যে পরোক্ষ ভাব অবলম্বিত হইয়াছে, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। নাম ও নামী উভয়কে অভেদ ভাবে গ্রহণ করিয়া ভক্তির সাধন আরম্ভ হয়, এবং শেষ পর্য্যন্ত নামেরই প্রাধান্য রক্ষিত হইয়া থাকে। ভক্তিপথের অবলম্বন সহজ, এ জন্য এই পথের প্রশংসা সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ। স্ত্রী শূদ্র পতিতগণ এই পথে সহজে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে বলিয়া শাস্ত্রে ইহার সমধিক সমাদর।

প্রাচীন কালের কথা না বলিয়া যদি জনসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে আমরা যাহা উপরে বলিলাম, তাহার অতিরিক্ত কিছু সম্প্রদায়বিশেষে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য আমরা যখন কাল বিভাগ করিয়াছি, তখন পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বা অসাক্ষাৎ ও সাক্ষাৎ এইরূপে কাল বিভাগ করিয়াছি। পূর্ব্বে পরোক্ষ বা অসাক্ষাৎ সাধনে পরিত্রাণের সম্ভাবনা ছিল, এখন আর তাহা নাই, এ কথা বুঝিলে প্রাচীন বিধান ও নূতন বিধান এ দুইয়ের মধ্যে কি পার্থক্য সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। এরূপ পার্থক্য আমরা পূর্ব্ব হইতে দেখাইয়া আসিতেছি, এ বার বিশেষ ভাবে রেখা টানিবার অভিলাষ। এই রেখা 'নূতন পরিত্রাণ বিধি' বলাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

পরিত্রাণ বিধি বলিলেই এই বুঝায় যে পাপী তাপী সাধু সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিত্রাণ, এ কথা বলাতে সহজেই এই সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, একটি অসম্ভব ব্যাপারকে পরিত্রাণের উপায়রূপে পৃথিবীর নিকটে উপস্থিত করা হইতেছে। নামাদি অবলম্বনে পরিত্রাণ ইহা সকল লোকেরই সহজ অনুসর্ত্তব্য পন্থা, যোগী বিনা ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রথম হইতে কেহ অনুভব করিবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? কালের কি এমনই মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, যে সে ব্যক্তি প্রথম হইতে যোগীর পদবী লাভ করিয়া ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করিবে? পাপীর পরিত্রাণ বিধানের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য, সেই বিধান যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ এক মাত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে পাপী সে বিধানের নিকটবর্ত্তীও হইতে পারে না। এ স্থলে নূতন বিধানের নূতন পরিত্রাণবিধি ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? আমরা বুঝিতে

পারিতেছি, এইটি একটি বিধান গ্রহণের মহান্ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জানি না, আমরা এই অন্তরায় কি প্রকারে অন্তরিত করিব। কিন্তু যখন বিধানের এই বিধি প্রচার করিতে আমরা বাধ্য তখন সাধারণের গ্রহণীয় যাহাতে হইতে পারে তজ্জন্য আমাদিগকে যত্ন করিতে হইতেছে। আমাদের কথায় ব্যক্তিভেদেও যদি সম্ভবপরতা প্রতীত হয়, তাহা হইলেও আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইল না আমরা মনে করিব। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকগুলি ব্যক্তি বিধানে পদার্পণ করিয়া ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশ্বাস স্থির রাখিতে না পারিয়া পশ্চাদ্গামী হইয়া পড়িতেছেন। এ সময়ে বিধানকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সকলেরই প্রাণপণ যত্নের একান্ত প্রয়োজন।

আমরা যদি বলি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিনা আর পরিত্রাণের উপায় নাই, তাহা হইলে অনেকে এই বলিয়া প্রতিবাদ করিবেন, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে আজও যে সকল অসাক্ষাৎসম্বন্ধের প্রণালী বর্ত্তমান আছে, তাহাতে জীবের পরিত্রাণ নাই, ইহা কি আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি? এ কথা সাহস করিয়া বলিতে কিন্তু বিশেষ সাহসিকতা প্রকাশ পায় না, কে বলে যে কোন উপায় কেন সাধক অবলম্বন করুন না, সেই উপায়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া তিনি পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকেন। তবে পূর্ব্বকালে যিটি পরে হইত সেইটিকে আমরা প্রথমে আনয়ন করিতেছি, এই মাত্র ভিন্নতা। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান বিধানে উপায় ও লক্ষ্য একত্র মিলিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ হওয়া অদ্ভুত হইলেও যখন লক্ষ্যের অনন্তত্বনিবন্ধন পরিত্রাণও অন্তহীন হইয়া পড়িয়াছে, তখন আর কিছুই এ স্থলে যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না। সাক্ষাৎসম্বন্ধ বলিলে প্রারম্ভ ও উজ্জ্বল ও উজ্জ্বলতর সকলই বুঝায়। সাক্ষাৎসম্বন্ধ বিনা বর্ত্তমানে আর উপায়ান্তর নাই যখন বলা হয়, তখন সাক্ষাৎসম্বন্ধের প্রারম্ভ বুঝায়, উজ্জ্বলতা বা উজ্জ্বলতরত্ব নহে। পূর্ব্বে এই প্রারম্ভ হইতে জীবন আরব্ধ না হইয়া উপায়ান্তর অবলম্বিত হইত, সেই উপায়ান্তর হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া সাধকে পরিত্রাণ উপস্থিত হইত। বর্ত্তমানে সাক্ষাৎসম্বন্ধের প্রারম্ভেই জীবনের আরম্ভ।

সকল লোকসম্বন্ধে এরূপে ধর্ম্মসাধন কিরূপে সম্ভবে, ইহাই প্রশ্নের বিষয়। ব্রাহ্মসমাজে যে সকল দৃষ্টান্ত আছে, তাহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধের দৃষ্টান্ত অতিবিরল। উহাতে পরোক্ষ বা অসাক্ষাৎ জ্ঞান হইতেই সাধনের আরম্ভ। ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধানের এই জন্যই পার্থক্য। ব্রাহ্মসমাজে অসাক্ষাৎসম্বন্ধের প্রাধান্য যত দিন ছিল, তত দিন উহা নববিধানের ভাবের অনুরূপ ছিল না। উহার মধ্যে যখন নববিধানভাবাপন্ন লোকের প্রবেশ হইল, তখন হইতে অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধ প্রবর্ত্তিত হইল। যে দিন হইতে এই নূতন ভাবের প্রবেশ হইয়াছে, সেই দিন হইতে প্রাচীন বিধানের অপগম হইয়া নূতন বিধানের প্রারম্ভ বলিতে হইবে। এখানে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু না জানা, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহারই নিকটে সকল কথা বলা ও তাঁহা হইতে উত্তর লাভ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা এবং যত ক্ষণ উত্তর প্রাপ্ত না হওয়া যাইতেছে তত ক্ষণ প্রতীক্ষা হইতে নিবৃত্ত না হওয়া, এই সকল লক্ষণ সর্ব্বদা প্রবলতর। ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন কিছু ভিতরে আসিতে দিলেই ঈশ্বর সহ সাক্ষাৎসম্বন্ধের ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং নূতন পরিত্রাণ বিধির বিপরীত আচরণ হয়।

পাপীর সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ অসম্ভব এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে পরিত্রাতা না বলিয়া আর কাহাকেও পরিত্রাতা বলেন। প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায়মাত্রে পরিত্রাণার্থীর পরিত্রাণ ঈশ্বরের উপরে না রাখিয়া সাধুমহাজন প্রভৃতির উপরে রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান বিধানের সময়ে ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই পরিত্রাতা

বলিয়া স্বীকৃত হন না। যিনি পরিত্রাতা হইবেন, তাঁহাকে পাপীর নিকটে আসিতে হইবে। পাপীকে দূরে পরিহার করা তাঁহার কার্য্য নহে। ঈশ্বর পাপীর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করেন, ইহা আর এখন মতের কথা নহে, অনেক পাপীর জীবনের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ কথা। বর্ত্তমান বিধানের পরিত্রাণের বিধি ঈশ্বরের এই প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার সহিত সম্বদ্ধ। ঈশ্বর পাপীকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহার সঙ্গে কথা কহেন, ইহা যদি প্রত্যক্ষ ব্যাপার হয়,তবে তাহার সঙ্গে তাঁহার নিত্য একত্র বাস, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? পাপী ঈশ্বরের কথা শুনিয়া যখন চমকিয়া উঠে, তখনই আপনার আত্মার ভিতরে তাঁহার বিদ্যমানতা সে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে। পাপীর জীবনে এক বার এইটি প্রত্যক্ষ হইলেই ঈশ্বর সহ তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধের আরম্ভ হয়। এখানেই সাক্ষাৎসম্বন্ধের পর্য্যবসান হয় না, দিন দিন উহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। বর্ত্তমান বিধান ঈশ্বরকে পরিত্রাতা বলিয়া যখন ঈশ্বরকে পাপীর নিকটস্থ করিয়াছেন, তখন পাপীর সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কখন সম্ভবপর নহে, এ কথা আর থাকিতেছে না। অনেকে পরিত্রাতৃত্ব সম্বন্ধ ঈশ্বরসম্বন্ধে আজও বিশ্বাস করিতে না পারিয়া অসাক্ষাৎসম্বন্ধের ঘোরে নিপতিত রহিয়াছেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা যখন প্রথম হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও পরিত্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিব না, তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহারও নিকটে আমাদিগের নিবেদ্য বিষয় নিবেদন করিব না, তখন সেই প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা পাপী হই, আর সাধু হই, ঈশ্বরের নিকটে যাইব, এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহা হইতে সকল গ্রহণ করিব। এ প্রতিজ্ঞা আমাদিগের হৃদয়ে স্বয়ং ঈশ্বর যখন উদ্দীপিত, এবং পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন তখন তিনি যে আমাদিগের নিকটে আপনাকে কখন আচ্ছাদন করিয়া রাখিবেন না, ইহা নিশ্চয় কথা। আমরা ঈশ্বরের অঙ্গীকারের উপরে নির্ভর করিয়া এই নূতন পরিত্রাণের বিধি স্বীকার করিয়াছি, এবং ইহাতে কখন আমরা বঞ্চিত হইব না এই বিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমাদিগের ধর্ম্মজীবন সংগ্রামে আরব্ধ হইয়াছিল, আমরা বীরের ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতেছিলাম। এখন দেখা সমুচিত, আমাদিগের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে, অথবা সংগ্রাম শেষ না করিয়া ভীরু কাপুরুষের ন্যায় সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া আমরা পুনরায় সংসারের আশ্রয় লইতেছি। পাপ অধর্ম্মের উচ্ছেদ না করিয়া আমাদিগের কোন দিন সংগ্রাম শেষ হইবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আমরা জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, এখন সে প্রতিজ্ঞা আমাদিগের কোথায়? আমাদিগকে শিথিলযত্ন দেখিয়া অন্তরে বাহিরে যে সকল শত্রু আমাদিগের সঙ্কল্পব্যাঘাত জন্মাইতে দণ্ডায়মান হইয়াছে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম না করিয়া আমরা এখন পলায়ন করিতেছি, সন্ধিবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারাও সময় পাইয়া আমাদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতেছে। আমরা আত্মবঞ্চনার জন্য মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেছি, বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আজও শত্রুগণ সহ সংগ্রাম নিবৃত্ত হয় নাই, এ কথা বলিলে পৃথিবী কি বলিবে? চতুর্দ্দিকের লোক সকল আমাদিগকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করিবে, আমাদিগের সংগ্রামপ্রিয়তা-দর্শনে আমরা বিরোধ বিবাদ বিসংবাদ ভালবাসি বলিয়া আমাদিগকে নিন্দা করিবে, এই ভয়ে আমরা শান্তির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। পাপ অধর্ম্মের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া শান্তিস্থাপন ইহা তো বীরধর্ম্মের একান্ত বিরোধী। ইহাতে না আপনার পরিত্রাণ, না অপরের পরিত্রাণ। মনুষ্যস্বভাবমধ্যে যে সংগ্রামপ্রিয়তা আছে, তাহার যথাযথ নিয়োগ যদি আমরা নবধর্ম্মে শিক্ষা না দি, তাহা হইলে আমাদিগের প্রতি যে ভার তাহা কোথায় সম্পাদিত হইল? আমরা শান্ত স্থির ও ধীর প্রকৃতি হইব। আমাদিগের বিরোধিগণও আমাদিগকে কখন ক্রোধাদির অধীন দেখিতে পাইবেন না। যদি আমরা ক্রোধাদির অধীন হইলাম, তবেতো ক্রোধাদি আমাদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিল। শান্ত স্থির ধীর অথচ সংগ্রামকুশল, পৃথিবীতে এই দৃশ্য আমাদিগকে রাখিয়া যাইতে হইবে। ধর্ম্মের অধর্ম্ম সহ, পুণ্যের পাপ সহ সংগ্রাম, এখানে ক্রোধ মোহ

আসিবে কি প্রকারে? তবে দুর্জ্জয় সত্যের বল ধর্ম্মের বল পুণ্যের বল এমনই বিক্রম প্রকাশ করিবে যে, হুঙ্কারেই শত্রু পলায়ন করিবে। অসত্য, অধর্ম্ম, পাপের প্রতি বাণ নিঃক্ষেপ করিলে ভ্রাতার প্রতি প্রেমের অভাব হইবে না, বরং তাহাতে সমূহ প্রেমই প্রকাশ পাইবে। রোগীর রোগবিকার বিদূরিত করিবার জন্য তীব্র ঔষধ বা শস্ত্র প্রয়োগ দয়া স্নেহ প্রকাশ করে, নিষ্ঠুরতা নহে। যাহারা রোগ বাড়িতে দেয়, তাহারাই স্নেহশূন্য। আমরা যে দিক্ দিয়া দেখি, ধর্ম্মযুদ্ধ আমাদিগের অননুমোদনীয় কোনরূপে আমরা নির্দ্ধাণ করিতে পারি না। এই সংগ্রামে নৈপুণ্য প্রকাশ জন্য আমাদিগের মধ্যে সংগ্রামপ্রিয়তা স্থিতি করিতেছে, ধর্ম্মের অনুকূলে এই বৃত্তি নিয়োগ করিয়া তাহার চরিতার্থতা সাধন অতীব কর্ত্তব্য।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

দয়া ভিক্ষা।

৯ ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৪ শক।

হে দীননাথ, হে উজ্জ্বল ব্রহ্ম, প্রার্থনা কি করিব তবে? এক দিন এক রাত্রির মধ্যে ত ফল দেখাইতে হইবে? এমন বিষয় প্রার্থনা করা উচিত তবে যাহাতে মন সায় দেয়। খুব গোলমালের প্রার্থনায়, কপট প্রার্থনায় যোগ দেওয়া আজ কাল বড় কঠিন। যা চাই, পাব না তো। কারণ যা মনের সহিত চাব না, তুমি দেবে না। হে পিতা, আমাদের নববিধানের প্রথম প্রার্থনা এই হওয়া উচিত যে, "ঈশ্বর আমাদিগকে দয়ালু কর।" দয়া প্রথম ধর্ম্ম, প্রেম সনাতন ধর্ম্ম। যে প্রেম স্বর্গ হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাই, তাহার কিয়দংশ বিলাই ভাইদের। হরি, জিহ্বাকে সতর্ক কর, চাব এবার, প্রার্থনা আস্‌বে এবার। ভিখারীর ধন, ভিখারী এবার তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিবে। প্রেম চাই তোমার কাছে। আমাদের প্রত্যেকের দ্বারা ধনদান,ঔষধদান, উপাসনাদান,সান্ত্বনাদান,—প্রত্যেকের প্রতি তোমার এই বিধি।শ্রীহরি, দয়াধন দাও। দয়া কমাও, পুণ্য বাড়াও, মরিব আমরা। আমাদের পরিত্রাণের অধিকার তোমার দয়ার উপর। যে দয়া এত বড়, তা আমাদের দাও। মহর্ষি ঈশা বলেছেন, "যে দয়া যে ক্ষমা আমি অন্যকে করি, সেই দয়া সেই ক্ষমা আমাকে দাও।" তবে সকলকে দয়া করে দয়া দাও আমাদের অন্তরে। ভাইদের কষ্টে মনে যেন সহানুভূতি হয়। দয়াধন দান কর, আর নির্দ্দয় হইতে দিও না। আর আমাদের ব্যবসা এক রকম, দয়া করিবার ভার আর পাঁচ জনের উপর এটা মনে করিতে দিও না। লুকিয়ে লুকিয়ে দয়া করিতে দিও। দুঃখী দুঃখিনীদের দুঃখমোচন করে নিজের জন্য স্বর্গে একটু স্থান প্রস্তত করিতে পারিব না? মাতঃ, তোমার দয়া না থাকিলেতো স্বর্গে যেতে পারিব না। তোমার কাছে বারংবার আস্‌ছি, আর দয়া শিখিব না? তুমি কত সহ্য করিতেছ, কত প্রেম তোমার। প্রেম করিতে শিখি যদি, তোমার সন্তান বলে পরিচয় দিতে পারি। তোমার এত দয়া সন্তানেরা বুঝিতে পারিয়া এখন যাতে তাদের সেইটি হয়, এমন উপায় কর। এবার কার শিক্ষার দয়াটা প্রধান শিক্ষা হোক্। হে দয়াসিন্ধু, হে মঙ্গলময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যথার্থ খাঁটি দয়াধন লাভ করিয়া জীবের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হই। প্রেম আস্বাদন করি, আর প্রেম বিলাইয়া শুদ্ধ ও সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশার অনুকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

নবম অধ্যায়।

সমুদায় সান্ত্বনার অভাব।

১। দেবসান্ত্বনা থাকিলে মানবীয় সান্ত্বনা তুচ্ছ করা এ আর একটা বড় বিষয় নহে।

ঈশ্বরপ্রেমের জন্য আহ্লাদের সহিত আন্তরিক অশান্তি স্বীকার করিয়া, কখন আপনার স্বার্থ অন্বেষণ না করিয়া এবং আপনার গুণের বিষয় না ভাবিয়া দেব ও মানবীয় উভয় সান্ত্বনার অভাব বহন করিতে পারা, ইহা বড়, অতীব বড় বিষয়।

এটা আর একটা বড় বিষয় কি, যখন দেবানুগ্রহ উপস্থিত হয় তখন যদি তুমি উজ্জ্বলকান্তি এবং উপাসনাশীল থাক। দেবানুগ্রহের সময় সকলেরই আহ্লাদকর।

দেবানুগ্রহ যাহাকে বহন করিয়া লইয়া যায়, সে সহজে আরূঢ়াবস্থায় চলিতে থাকে।

অপিচ যে ব্যক্তিকে এক জন সর্ব্বশক্তিমান্ বহন করিতেছেন, এবং সর্ব্বাধিপতি পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন, সে যদি ভার অনুভব না করে, সেটা আর আশ্চর্য্য কি?

২। আমরা কোন না কোন সান্ত্বনা অভিলাষ করি, এবং আপনাকে আপনি পরিহার করা কঠিন দেখিতে পাই।

সাধু লরেন্স প্রধান যাজক সহকারে সংসারকে জয় করিয়াছিলেন, কারণ সংসারে যাহা কিছু সুখ আনয়ন করে বোধ হয় তাহা তিনি তুচ্ছ করিতেন। ঈশ্বরের প্রধান পুরোহিত সিক্‌ষ্টস্, যাঁহাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন তাঁহাকে তাঁহার নিকট হইতে অপসারিত করিলে খ্রীষ্টের প্রতি অনুরাগের জন্য তিনি তাহাও ধৈর্য্যসহকারে বহন করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি স্রষ্টার প্রতি অনুরাগবশতঃ মানুষের প্রতি অনুরাগনির্জ্জিত করিয়াছিলেন, এবং মনুষ্যের সান্ত্বনা সম্ভোগাপেক্ষা ঈশ্বরের সন্তোষসাধন অধিক মনোনীত করিয়াছিলেন।

অতএব তুমিও ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের জন্য কোন স্বজন বা প্রিয় বন্ধুকে পরিহার করিতে শিক্ষা কর।

অপিচ কোন বন্ধু তোমাকে ত্যাগ করিলে তুমি উহা ক্লেশ-

কর মনে করিও না, কারণ তুমি জান এক দিন তোমাদিগের পরস্পরে ছাড়াছাড়ি হইতে হইবে।

৩। আপনাকে জয় করিয়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরে হৃদয় অর্পিত হইয়াছে ইহা বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বে মানুষকে আপনাকে লইয়া অনেক আয়াস পাইতে হয়, এবং সে আয়াসও দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া।

মানুষ যখন আপনার উপরে ভর দেয়, সে সহজেই পশ্চাদ্গামী হইয়া মানুষের সান্ত্বনায় মগ্ন হয়।

কিন্তু যে ব্যক্তি খ্রীষ্টকে যথার্থ ভালবাসে, এবং উদ্যমসহকারে ধর্ম্মানুসন্ধান করে তাদৃশ সান্ত্বনায় সে নিপতিত হয় না, অথবা তাদৃশ বাহ্য মধুরতা অন্বেষণ করে না, কিন্তু খ্রীষ্টের জন্য কঠিন পরীক্ষা বহন, এবং শ্রম স্বীকার করিতে বরং ইচ্ছা করে।

৪। অতএব ঈশ্বর যখন অধ্যাত্মসান্ত্বনা অর্পণ করেন কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ কর, এবং ইটি বুঝ যে ইহা তোমার কোন গুণে নহে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রমুক্ত দান হইতে সমাগত।

অনুগ্রহের দানের জন্য স্ফীত হইও না, অতিমাত্র হৃষ্ট হইও না, অথবা বৃথা প্রগল্ভ হইও না, কিন্তু বরং আরও অধিক বিনীত হও, কার্য্যে আরও অবহিত এবং সমাহিত হও, কারণ অনুগ্রহের সময় চলিয়া যাইবে এবং প্রলোভনের সময় উপস্থিত হইবে।

যখন সান্ত্বনা অপনীত হয় একেবারে নিরাশ হইও না, কিন্তু বিনয় ও ধৈর্য্য সহকারে অনুগ্রহের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাক, কারণ পর সময়ে ঈশ্বর তোমায় পূর্ণ সান্ত্বনা দিতে পারেন।

যাহারা অধ্যাত্মজীবন অতিবাহিত করে তাহাদিগের পক্ষে এ আর একটা নূতন অনুভবের বিষয় নহে; কারণ প্রাচীন কালের বড় বড় সাধু মহাজনেরা অনেক সময়ে তাদৃশ পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়াছেন।

৫। যখন এক জন অনুগ্রহের বিদ্যমানতা সম্ভোগ করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছেন "সৌভাগ্যের সময়ে আমি কখনও বিচলিত হইব না।"

কিন্তু অনুগ্রহের অভাব কালে তিনি কি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন "তুমি তোমার মুখ আমাহইতে প্রচ্ছন্ন করিয়াছিলে এবং আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

কিন্তু তবুও তিনি কিছুতেই নিরাশ হয়েন নাই, কিন্তু সমধিক ব্যাকুলতা সহকারে প্রভু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "প্রভু পরমেশ্বর, আমি তোমারই নিকট চীৎকার করিতেছি, এবং প্রভু পরমেশ্বরের নিকটেই আমার প্রার্থনা জানাইতেছি।"

অবশেষে তিনি তাঁহার প্রার্থনার ফল বর্ণন করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রার্থনা যে গৃহীত হইয়াছে এই বলিয়া তাহার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন, "প্রভু পরমেশ্বর আমার কথা শুনিয়াছেন এবং আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, প্রভু পরমেশ্বর আমার সহায় হইয়াছেন।" কিন্তু কি ভাবে? তিনি বলিয়াছেন, "তুমি আমার শোককে নৃত্যে পরিণত করিয়াছ এবং আহ্লাদে আমায় সজ্জিত করিয়াছ।"

অপিচ যদি বড় বড় সাধুর সম্বন্ধে এইরূপ হইয়া থাকে আমরা দুর্ব্বল ক্ষীণ জীব, যদি আমাদের ভিতর কখন উৎসাহ কখন শীতলতা উপস্থিত হয়, আমাদের অবসন্ন হওয়া উচিত নয়। কারণ ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছানুসারে পবিত্রাত্মার আগম ও অপগম হইয়া থাকে। জোব এইরূপ বলিয়াছেন "তুমি খুব প্রত্যূষে তাহাকে সাক্ষাৎ দান কর, আবার হঠাৎ তাহাকে পরীক্ষা কর।"

৬। তবে কেবল ঈশ্বরের মহতী করুণা এবং তাঁহার স্বর্গীয় অনুগ্রহ ব্যতীত আমি আর কিসে আশা ও আস্থা স্থাপন করিতে পারি?

কারণ আমার সঙ্গে সজ্জনগণই থাকুন, উপাসনাশীল ভাইগণই থাকুন, অথবা বিশ্বস্ত বন্ধুনিচয়ই থাকুন, আমার নিকটে পবিত্র গ্রন্থ, সুন্দর ব্যাখ্যান, সুমধুর সঙ্গীত ও স্তবই থাকুক, যখন দেবানুগ্রহ আমা হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমায় নিজ দারিদ্র্যে রাখিয়া যায়, এ সকলেতে অল্প সাহায্য বা সন্তোষ আনয়ন করে।

এ সময়ে সহিষ্ণুতা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সম্যক্ আত্মসমর্পণ এতদপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট প্রতিকারক ঔষধ নাই।

৭। আমি এমন ধর্ম্মপরায়ণ লোক দেখি নাই, যাঁহারা দেবানুগ্রহের অন্তর্ধান অথবা উৎসাহের ক্ষয় জন্য ক্লেশানুভব করেন নাই।

কোন সাধু কখন এমন গভীর আনন্দমগ্ন অথবা আলোকপূর্ণ ছিলেন না যে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কদাপি প্রলোভন কি জানেন নাই।

কারণ যে কোন ব্যক্তি কখনও মহান্ উদ্বেগ সহ্য করে নাই সে ঈশ্বরের গভীর অনুধ্যানের উপযুক্ত নয়।

কেন না সান্ত্বনার পূর্ব্বে সান্ত্বনার আগমনের পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ উদ্বেগের আগম নিত্যসিদ্ধ। যেহেতুক যাহারা প্রলোভন বহন করে তাহাদিগের নিকটে স্বর্গীয় সান্ত্বনা আসিবার অঙ্গীকার—তিনি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি জয় করে তাহাকেই আমি জীবনতরু হইতে [ফল] ভক্ষণ করিতে দিব।"

দারিদ্র্য ভার বহন জন্য মনুষ্যকে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত দেবাগত সান্ত্বনা অর্পণ করা হইয়া থাকে এবং অধ্যাত্মবিষয়ে অহঙ্কার নিবারণ জন্য সান্ত্বনার পর প্রলোভন আসিয়া থাকে।

পাপদৈত্য নিদ্রিত নয়, রক্তমাংসও মরে নাই। অতএব সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে নিবৃত্ত থাকিও না। কারণ তোমার দক্ষিণে বামে শত্রু যাহাদের কখন বিরতি নাই।

তত্ত্বজ্ঞান।

হজরত মোহম্মদের উক্তি।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসীর সামান্য সাংসারিক ক্লেশ উন্মোচন করে, পরমেশ্বর বিচারের দিবসে তাহার গুরুতর ক্লেশ বিমোচন করেন। যে ব্যক্তি কোন সঙ্কটাপন্ন লোককে নিরাপদ করেন, ঈশ্বর ইহ পরলোকে তাঁহাকে নিরাপদ করেন, এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসীর দোষ গোপন করে, ঈশ্বর ইহ পরলোকে তাহার দোষ গুপ্ত রাখেন। পরমেশ্বর স্বীয় দাসের সাহায্যে প্রবৃত্ত, কিন্তু দাস স্বীয় ভ্রাতার সাহায্যে প্রবৃত্ত নহে। যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় যে ব্যক্তি সেরূপ পথ অবলম্বন করে ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে সেই পথ সহজ করিয়া থাকেন। যে সকল লোক ঈশ্বরের মন্দিরে ঐশ্বরিক গ্রন্থ অধ্যয়ন ও পরস্পরকে তাহা শিক্ষা দান করে তাঁহাদের অন্তরে শান্তি অবতীর্ণ হয়, ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করে, দেবতারা আসিয়া তাহাদিগকে আবেষ্টন করেন, ঈশ্বর আপনার নিকটস্থ দেবতাদিগের নিকটে তাহাদের প্রসঙ্গ করেন।

লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছিল বিচারের দিনে সে ঈশ্বরের নিকটে প্রথমতঃ উপস্থিত হইবা আপনার সম্বল তাঁহাকে প্রদর্শন করিবে। ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহা দ্বারা তুমি কি কাজ করিয়াছ? সে বলিবে, আমি তোমার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছি। তিনি বলিবেন, অসত্য বলিতেছ, যেন বীর বলিয়া বিখ্যাত হও এ জন্য তুমি সংগ্রাম করিয়াছ। সত্য সত্য তাহাই। পরে ঈশ্বরের অনুজ্ঞায় যমদূত সকল তাহাকে টানিয়া নরকানলে বিসর্জ্জন করিবে। তৎপর যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল ও শিক্ষা দিয়াছিল এবং কোরাণ অধ্যয়ন করিয়াছিল সে আপন সম্বল লইয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে তুমি ইহা দ্বারা কি কার্য্য করিয়াছ? সে বলিবে আমি তোমার উদ্দেশ্যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি ও শিক্ষা দিয়াছি এবং কোরাণ পাঠ করিয়াছি। ঈশ্বর বলিবেন, তুমি অসত্য বলিতেছ, তুমি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছ বিদ্বান্ বলিয়া এবং কোরাণ পাঠ করিয়াছ অধ্যেতা বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য। তৎপর তাঁহার আদেশে যমকিঙ্কর তাহাকে অধোমুখে টানিয়া নরকানলে বিসর্জ্জন করিবে। পরিশেষে যে ব্যক্তি প্রচুর ধনশালী ছিল, এবং নানা বিষয়ে দান করিয়াছিল, সে উপস্থিত হইয়া নিজের সম্বল প্রদর্শন করিবে। ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি ইহা দ্বারা কি কার্য্য করিয়াছ। সে বলিবে, তোমার যে বিষয়ে দানে প্রীতি সে বিষয়ে দান করিতে আমি কোন ত্রুটি করি নাই, আমার দান তোমার উদ্দেশে হইয়াছে। তিনি বলিবেন, অসত্য বলিতেছ, তুমি বদান্য বলিয়া বিখ্যাত হইবার জন্য দানকরিয়াছ। তখন যমদূতগণ তাহাকে অধোমুখে টানিয়া নরকানলে নিঃক্ষেপ করিবে।

স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর দাসের বাল্য জীবন।

আমাদের স্বর্গগত ভাই শৈশবকালে মাতৃহীন হইলে তাঁহার পিতৃব্যপত্নী মাতৃস্থানীয় হইয়া তাঁহাকে প্রতি পালন করিয়াছিলেন। সেই খুড়ী মার মুখে শুনিয়া তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা দ্বারকা নাথ দাস আমাদের অনুরোধে তাঁহার বাল্য জীবনের নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

ভাদ্রমাস কৃষ্ণাষ্টমী সোমবার * (এই বার সম্বন্ধে একটু গোল আছে, তিথি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই) অগ্রজ মহাশয় জন্মিয়াছিলেন।

যখন ৫।৬ বৎসর বয়স তখন তাঁহার সমবয়স্ক অন্যান্য বালকেরা কলার খোলাদ্বারা কালীপ্রতিমা প্রস্তুত করিয়া কঁচুর গাছ আদি বলিদান পূর্ব্বক খেলা করিত তিনি কিন্তু তাহাতে যোগ দিতেন না। খেলাস্থলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান বা যোগ করিতেন।

তিনি বাল্যাবধি হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। অন্যান্য পূজা পার্ব্বণে তিনি তত আমোদিত বা উৎসাহী ছিলেন না; হরিসঙ্কীর্ত্তনে একান্ত উদ্‌যোগী উৎসাহী ছিলেন। যেখানে সঙ্কীর্ত্তন হইত, সেইখানে যাইয়া কীর্ত্তন করিতেন।

পূর্ব্বাবস্থায় প্রায় টোলে থাকিতেন। তখনকার কথা বিশেষ জানা নাই। তাঁহার টোলের আহারীয় চাল্ দাউল আদি বাড়ী হইতে খরিদ করিয়া দেওয়া হইত। এক দিন বাড়ী হইতে স্নানাহার করিয়া ভাদগ্রাম বৈষ্ণবপাড়ার টোলে রওয়ানা হইয়াছেন, রাধাকান্ত নামক একটি চাকর চাল ডাইলাদি লইয়া সঙ্গে গিয়াছিল। বাড়ী হইতে রাস্তায় কুল্লি গ্রামের নিকট একটি বৃক্ষতলে কয়েক জন [illegible] বৈরাগী বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে দেখিলেন। তখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর হইয়াছিল। তিনি ও সঙ্গী চাকরটি সহ সেইখানে বিশ্রামার্থ বসিয়াছিলেন, বৈরাগীদের ভজন গান সমাপ্ত হইলে এক জন বৈরাগী তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিকটে কোন স্থানে অতিথিশালা আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন, এবং পূর্ব্ব দিন তাঁহাদের খাওয়া হয় নাই, সে দিনও সেই [illegible] পর্য্যন্ত কোন স্থানে খাইতে পান নাই বলেন, কুল্লি গ্রামে কোন ভদ্র লোকের বসতি ছিল না। গৃহস্থ মুসলমান জাতিই অধিক। সুতরাং সেখানে কাহারো বাড়ী [illegible] থাকা দূরে থাকুক, হিন্দুদিগের এক গণ্ডূষ জল পাওয়া কঠিন। নিকটে কুল্লির খাল নামক একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল। তাঁহাদের আহারের জন্য সুবিধা না দেখিয়া তাঁহারা বাজার হইতে কিছু পয়সা ও সঙ্গের চাল, দাল, লবণ তৈলাদি সমস্ত তাঁহাদিগকে প্রদান-পূর্ব্বক চাকরটিকে বাড়ীতে ফেরত পাঠাইয়া তিনি টোলে

---

* ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী ১৭৫৯ সালে ১০ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার গণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব রজনীতে কৃষ্ণাষ্টমীর আরম্ভ। রজনীতে জন্ম হইলে ৯ই ভাদ্র বুধবার জন্ম দিন স্থির হইতে পারে।

যান। রাধাকান্ত বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মার কাছে সমস্ত প্রকাশ করেন। রাধাকান্ত অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে; আমি তাহার নিকটও ইহা শুনিলাম।

আর একদিন টোলে যাওয়ার পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাস অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। আমাদের বাড়ীর দক্ষিণ দিকে একটি বট গাছের নীচে একটি পথিক শুইয়া আছে, তাহার জ্বর বোধ হইয়াছিল। সঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র আর এক খানি সামান্য গামছা মাত্র ছিল, শীতে কাঁপিতেছে দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় নিজের গায়ের কাপড় খানি, তাহাকে দিয়া বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এরূপ অনেক সময় নিজের কাপড়, এবং মার নিকট হইতে পয়সা লইয়া দুঃখী কাঙ্গালীকে দিতেন।

কোন ব্যক্তি কোন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কাতর হইলে নিজের সাধ্য মত, তাহার তত্ত্বাবধারণ ও শুশ্রূষা এবং পথ্যাপথ্যের সাহায্য করিতেন। এই সমস্ত কার্য্য তাঁহার বাল্যকাল হইতে স্বভাবসিদ্ধ ছিল। পরে যখন চাকুরী দ্বারা নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তখন ইচ্ছা মত যে কোন লোকের উপকারার্থ ধন ব্যয় করিয়াছেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন,হাতে একটী পয়সা রাখিতেন না,বাড়ীর অভাব পূর্ণ হইত না। তাঁহার আত্ম পর জ্ঞান ছিল না। সংসারের সকল লোককেই আপনার ন্যায় দেখিতেন, কাহারও কোন কষ্ট দেখিলে নিজে কষ্ট অনুভব করিতেন। ঘৃণা দ্বেষ তাঁহার অন্তঃকরণে বালককাল হইতেই স্থান পায় নাই। তিনি যাহা করিতেন, তাহা পরিবারস্থ কাহাকেও বলিতেন না সুতরাং তাঁহার সমস্ত কার্য্য পরিবারস্থ কেহ জানিতে পারিতেন না।

সংবাদ।

কেশব একাডমির ছাত্রদিগকে প্রতিশনিবার নীতিবিষয়ে উপদেশ দান করা হইতেছে। সমুদায় উচ্চশ্রেণীর ছাত্র একত্র সম্মিলিত হইয়া উপদেশ শ্রবণ করিয়া থাকে।

সম্প্রতি একটি বাইবেল শ্রেণী খোলা হইয়াছে। কয়েকটি ব্রাহ্ম যুবা বাইবেল শিক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেক রবিবার ও বুধবার অপরাহ্নে সুসমাচারের ইংরেজিতে ব্যাখ্যাদি হইয়া থাকে।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম পুস্তক প্রথম মুদ্রিত পাঁচ শত খণ্ড অত্যল্প কালের মধ্যে প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। তাহার পুনর্মুদ্রাঙ্কনের আবশ্যক হইয়াছে। অধিক মূল্যের বৃহদাকার ধর্ম্মপুস্তক ৮।৯ মাসের মধ্যে বিশেষ চেষ্টা ব্যতীত পাঁচশত প্রায় বিক্রয় হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয়। এই পুস্তকের বিশেষ আদর হইয়াছে, চারিদিক হইতে লোকে তাহা চাহিয়া পাঠাইতেছে।

পাঁচমাস যাবৎ আমরা মন্দির প্রভৃতি হইতে তাড়িত হইয়াছি, তদবধি প্রেরিত পরিবারের উপজীবিকাস্বরূপ নিয়মিত মাসিক দান ৮০৲ ভাণ্ডারীর হস্তে আর আসিতেছে না। তথাপি বিধাতার কৃপায় অতগুলি বৃহৎ পরিবার শিশু বালক বালিকা রোগী ও বিধবাদিগের কোনরূপ অন্ন কষ্ট হয় নাই, বরং সচ্ছলরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়াছে। অযাচিতরূপে নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ কৃপা করিয়া দান পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিধান জননী আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার সন্তানদিগের জীবন রক্ষা করিতেছেন। ধন্য তিনি।

এই সময়ে প্রচারক পরিবারের অনেকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। ভাই গৌর গোবিন্দ রায় কয়েক দিন শয্যাগত ছিলেন,অনেক বালক রোগ যাতনা ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন, ভাই প্রসন্ন কুমার সেন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আমাদের যন্ত্রালয়ের অনেক কর্ম্মচারী বাড়ীর চাকর চাকরাণী ও রাঁধুনী রোগাক্রান্ত হওয়াতে কাজ কর্ম্ম চালাইতে আমাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইতেছে।

আমরা ১লা চৈত্রে পাণ্ডুয়াস্থ আদিনা মসজেদের বিবরণ লিখিয়াছিলাম। পাণ্ডুয়ার প্রকৃত নাম পাণ্ডবী। গৌড়নগর ধ্বংস হওয়ার অনধিককাল পূর্ব্বে গণেশ নামক একজন হিন্দু বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। তিনি গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়াতে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র মোসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহা কর্ত্তৃক আদিনা মসজেদ নির্ম্মিত হয়। তৎপূর্ব্বে সে স্থানে বৌদ্ধ বিহার ছিল। এখনও অনেক বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি আদিনা মসজেদের ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র বৌদ্ধ বিহারেরই আকার পরিবর্ত্তন করিয়া আদিনা মসজেদে পরিণত করিয়াছেন এরূপ অনুমিত হয়। পাণ্ডুয়ার পশ্চিমাংশে অনতিদূরে একটি সুবৃহৎ প্রাচীন দীর্ঘিকা আছে। উহা দীর্ঘে অর্দ্ধ মাইলেরও অধিক হইবে। এই বৃহৎ সরোবরটী উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ, সুতরাং পাণ্ডুয়ার কোন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক খাত বলিয়া প্রতীত হয়।

ভাই অমৃতলাল বসু সপরিবারে সুকুশলে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি মেঙ্গালোর হইতে সেতারা পুনা প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত বড় বড় সভায় উপাসনা উপদেশ বক্তৃতা ও সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়া লোকদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন। সেতারার মহারাজ নববিধান বিশ্বাসী, তিনি আমাদের ভাইকে পরম শ্রদ্ধা ও সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাই অমৃতলাল পথে জব্বলপুর, মঙ্গলসরাই, গাজিপুর, আরা ও বাঁকিপুরে কিছু কিছু কার্য্য করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই চৈত্র মঙ্গলগঞ্জে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লক্ষণচন্দ্র আসের যমজ কন্যাদ্বয়ের শুভ নামকরণ হইয়াছে। একটী কন্যা গায়িত্রী, অপরটী মৈত্রিয়ী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কলিকাতা, আমড়াগাছি ও বাগআঁচড়া হইতে অনেকটী বন্ধু যাইয়া অনুষ্ঠানে যোগ দান করিয়াছেন। বিধানজননী উভয় কুমারীকে কুশলে রাখুন। ভ্রাতা লক্ষণচন্দ্র শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২৩ শে ফাল্গুন বসন্ত পূর্ণিমা যোগে আমাদের টাকা-

টাঙ্গাইলের বন্ধু শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষ সস্ত্রীক এক সাধনকুটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই কুটীরের আনন্দকুটীর নাম রাখিয়াছেন। টাঙ্গাইলের অনেক বন্ধু সেই প্রতিষ্ঠাকার্য্যে যোগ দান করিয়াছেন। কুটীরপ্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রকাশের যোগ্য সার সংবাদ সংক্ষেপে যেন বন্ধুগণ লিখিয়া পাঠান, তাহা না হইলে ধর্ম্মতত্ত্বের কলেবরে স্থান হইয়া উঠে না।

আমড়াগড়ির ব্রাহ্ম যুবা শ্রীমান্ আশুতোষ রায় ও শ্রীমান্ অখিল চন্দ্র রায় নিম্ন লিখিত পত্র খানা প্রকাশ করিবার জন্য প্রদান করিয়াছেন।

"আমাদিগের ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায় উপাচার্য্য মহাশয় প্রচারব্রতগ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে কোন আত্মীয় ধনাঢ্য পরিবারের প্রজাস্বরূপে যে বাটীতে আজ পাঁচ বৎসরকাল বাস করিয়া আসিতেছিলেন,এক্ষণে সেই বাটীর সত্ত্বাধিকারী বাবুদিগের আদেশ মতে তাঁহাকে অচিরে ঐ বাটী ত্যাগ করিতে হইতেছে। সম্মুখে কি ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড রৌদ্র,এমন সময়ে তাঁহাকে এক প্রকার নিরাশ্রয় হইতে হইল। সুতরাং তাঁহার বাস জন্য সামান্য কুটীরাদি নির্ম্মাণের আয়োজন করা হইতেছে, কিন্তু ঐ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহসম্বন্ধে দয়ার্দ্রচিত্ত ভক্তবন্ধু এবং দানশীল মহাশয়গণের দয়াব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে এমত অবস্থায় তাঁহার প্রতি আমাদিগের গুরুতর কর্ত্তব্যবোধে সহৃদয় জনসাধারণ সমীপে এই বিষয়টি নিবেদন করিলাম। এতচ্ছ্রবণে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া যদি কেহ যৎকিঞ্চিৎ দয়া প্রকাশ করেন, আমরা বিশেষ ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা মস্তকোপরি গ্রহণ করিব।"

প্রেরিত।

মহাশয়, সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুনর্গঠন বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীদরবারের সম্পাদক মহাশয়ের যে পত্রাপত্রি হইয়াছে বিগত ধর্ম্মতত্ত্বে তাহা পাঠ করিয়াছি। মজুমদার মহাশয়ের পত্রে স্পষ্ট প্রকাশ পাইল যে তিনি দরবার স্বীকার করেন না। শ্রীদরবারের সম্পাদক শ্রীদরবারে সকল প্রেরিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পুনঃ সঙ্গঠন বিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য বিশেষ বিজ্ঞাপন দিতেও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু মজুমদার মহাশয় স্বীয় পত্রে দরবারের নামও করেন নাই, এবং বিশেষ বিজ্ঞাপন দিতেও বলেন নাই, যথোচিত ভাবে দরবারের সম্পাদককে পত্রও লিখেন নাই। তিনি শ্রীদরবারকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজ পুনর্গঠনে প্রেরিতগণকে মিলিত হইতে লিখিয়াছেন। এমতাবস্থায় শ্রীদরবারের অনুগত বিশ্বাসী প্রেরিতগণ কেমন করিয়া তাঁহার সেই অবৈধ প্রস্তাবে যোগ দান করিতে পারেন। মজুমদার মহাশয় অধিকাংশ প্রেরিতকে ও দরবারকে উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হওয়াতে বিরোধ অমিলনই বাড়িল এবং নববিধানে একটি সাধারণতন্ত্র সমাজের সূত্রপাত হইল। শুনিয়াছি আচার্য্যদেব স্বর্গারোহণের প্রাক্কালে তাঁহার অনেক আত্মীয় বন্ধুর সম্বন্ধে কয়েকটি ভবিষ্যৎ বাণী বলিয়াছেন। তাহার একটি কথা এই যে দরবারকে মানিবে না, উচ্চধর্ম্ম নব বিধানকে নষ্ট করিবে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নামে মণ্ডলী চালাইবে। তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী যাহা তিনি আপন লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইতে চলিল। পুরাতন কালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ দ্বারা কিছু কিছু কাজ চলিয়াছিল, কিন্তু বিরোধী সমাজের উৎপত্তি অবধি সমুদায় কার্য্য ভার শ্রীদরবার গ্রহণ করেন। তদবধি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা কোন কার্য্য হয় নাই, বিশেষ চিঠি পত্র পর্য্যন্ত প্রায় লিখা হয় নাই। সম্বৎসর অন্তে উৎসবের সময় এক দিন শ্রীদরবারের নির্দ্ধারিত প্রগ্রামানুসারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের একটি সাধারণ সভা মাত্র হইত। ধর্ম্মের অপূর্ণ অবস্থায় শৈশবাবস্থায় যাহা ছিল এখন আবার তাহাতে ফিরিয়া আসিতে হইল, রঘুবংশের শ্রেণী ছাড়িয়া এক্ষণ শিশুশিক্ষার শ্রেণীতে নামিতে হইল। সমবেত প্রত্যাদেশে নববিধান রক্ষা পায় না, বিষয়ীদিগের বুদ্ধিতে—অধিকাংশের হাত তোলার নিয়মে নববিধানের কাজ চলিবে, কি বিড়ম্বনা! কি দুর্গতি! মজুমদার মহাশয় কোন্ ক্ষমতাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ডাকিলেন, বিজ্ঞাপনে তিনি নিজে তাহার কোন পরিচয় দান করেন নাই। এ কিরূপ সভা আহ্বান? শ্রীদরবারকে ও অপর প্রেরিতগণকে উপেক্ষা করিয়া মজুমদার মহাশয় নববিধান মণ্ডলীতে স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিতে চাহেন বলিয়াই চিরকাল সমাজমধ্যে কত গোল ও অশান্তি চলিতেছে।

কয়েক জন প্রেরিত শ্রীদরবারে মিলিত হইতে চাহেন না, ইহার গূঢ় কারণ কি? কেহ কেহ বলেন শ্রীদরবারে মিলিত হইতে গেলেই আত্মাভিমানযুক্ত স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত পড়ে, সকল প্রেরিত প্রচারকের সঙ্গে সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে হয়, স্বাধীন কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতা রক্ষা পায় না; ইহাই প্রধান কারণ। এদিকে আচার্য্যদেব পর্য্যন্ত শ্রীদরবারে অন্য কোন প্রেরিতের মত অপেক্ষা আপন মতের প্রাধান্য কখন স্বীকার করেন নাই। এ বিষয়ে সকল প্রচারকের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হইয়া তিনি কার্য্য করিতেন।

প্রেরিতদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে বিধানাচার্য্যের লিখিত কয়েকটী কথা এক বার রিপোর্টে বাহির হইয়াছিল। তাহা নাকি তিনি ঘোর যন্ত্রণার সময়—এই পৃথিবী হইতে প্রস্থান করিবার সময় পেন্সিলযোগে এক টুকরা কাগজে ইংরাজিতে লিখিয়া কোন বন্ধুর হস্তে প্রকাশ করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহা এই;— ১ আত্মাভিমানযুক্ত স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের বৃদ্ধি; ২ প্রত্যাদেশের অবনতি প্রেরিত ভাবের হ্রাস; ৩ বৈরাগ্য বদ্ধমূল হয় নাই; ৪ চরিত্রে সামঞ্জস্য নাই ৫ যোগে অবহেলা। প্রেরিতদিগের চরিত্রে এই কয়েকটি গুরুতর দোষের কথা আচার্য্য স্বর্গারোহণের

প্রাক্‌কালে পৃথিবীতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। হায়! জীবনের সেই সকল দোষ কিসে যাইবে তাহার সাধন ভজন নাই, বরং যাহাতে তাহার বৃদ্ধি হয় সেই পন্থাই অবলম্বন করা হইতেছে। শ্রীদরবার ছাড়িয়া সাধারণতন্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক প্রেরিত প্রচারক দিগের জীবনে নববিধানের স্বর্গীয় ভাব পরিস্ফুট হইবে, তাঁহারা পরস্পরে স্বতন্ত্র থাকিয়া প্রেরিত জীবনের উচ্চব্রত সাধন করিতে পারিবেন ইহা কে মনে করিতে পারে? আপন ঘরে স্বীয় প্রেরিত ভ্রাতাদিগের মধ্যে ঐক্য স্থাপন না করিয়া বাহিরে উদারতা প্রকাশ ও মিলন করিতে যাওয়া ইহা অপেক্ষা উপহাসের ব্যাপার আর কিছুই নাই। ইহাদ্বারা কেবল বিচ্ছেদ আনয়ন ও মণ্ডলীকে খণ্ড খণ্ড করা হইতেছে। যাঁহারা কোন স্বর্গীয় বিধি ও নিয়মের অধীন না হইয়া স্বেচ্ছানুসারে স্বতন্ত্র ভাবে বাহিরে বিচরণ করিতে একান্ত অভিলাষী, তাঁহারা বলিয়া বেড়ান যে শ্রীদরবার নাই, বা দরবার অপূর্ণ। কোন্ যুক্তিতে তাহা নাই বা অপূর্ণ তাহা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত। শ্রীদরবার একটি স্বর্গীয় ইনিষ্টিটিউশন, একটি ইনিষ্টিটিউশনের বা সভার ২৫ জন মেম্বর, নিজের কুবুদ্ধি বা ভ্রমবশতঃ যদি ২।৪ জন ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে কি সেই ইনিষ্টিটিউশন খণ্ডিত হয়? ২।৪ জন লোকের যদি মৃত্যু হয় তজ্জন্য কি ইনিষ্টিটিউশন অপূর্ণ বা বিনষ্ট হয়। শারীরিক মৃত্যুর ন্যায় আধ্যাত্মিক মৃত্যুও আছে। শ্রীদরবার কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই, উপস্থিত হইয়া যোগ দিবার জন্য সকল প্রেরিতকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। দরবারের বিধি ব্যবস্থানুগত হইয়া এত দিন কার্য্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়া বেড়ান যে, আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর হইতেই শ্রীদরবার নাই। অসত্য বলিতে একটু সঙ্কোচ নাই; কি আশ্চর্য্য! কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, তিন জন লোকের জন্য তাঁহারা দরবারে উপস্থিত হইতে পারেন না, তাঁহারা কর্ত্তৃত্ব করেন ও অনুচিত নির্দ্ধারণ করেন। সেই তিন জন লোক মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমাদের কোন দোষ হইয়া থাকিলে দরবারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহারা তাহার বিচার করুন, আমরা শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, বিচারিত হইবার সময় আমাদের কোন মতামত থাকিবে না। তাহা হয় না কেন? তাঁহারা বলেন এ সকল কেবল মিথ্যা অপবাদ রটনা হইতেছে। এক জন সভ্যের মত না পাইলে যখন শ্রীদরবারে কোন নির্দ্ধারণ হইতে পারে না তখন এত ভয় কেন? দরবারে আসিয়া মিলিত হউন। এবার প্রচার কার্য্যালয়ে ও প্রকাশ্য মন্দিরে যেরূপ অধর্ম্ম অত্যাচার চুরি ডাকাতি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে সেরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। দরবারাশ্রিত কয়েকটি লোকের কি অপরাধ ছিল যে তাঁহাদের উপর এরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইল। এবারের পরীক্ষায় বিশেষ জানা গেল যে ন্যায়ের পক্ষপাতী বিবেকের অনুগত প্রকৃত সত্যপ্রিয় লোক মণ্ডলীতে ২।৪টীও পাওয়া ভার। যাঁহারা এরূপ অন্যায় অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া স্বকর্ণে শুনিয়া অত্যাচারীকে প্রশ্রয় দেন, কিছু মাত্র প্রতিবাদ করেন না, বরং তাঁহাদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন তাঁহাদের ধর্ম্ম আছে, না হৃদয় আছে বলিতে পারি। মণ্ডলীর বাস্তবিক অস্তিত্ব সন্দিগ্ধ, অন্যথা বিচার হইত।

এক জন ব্যথিত।

মহাশয়, আমি ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মমন্দিরের গোলযোগ ও দ্বিতীয় দরবার স্থাপনসম্বন্ধে কৃষ্ণবিহারী বাবুদিগের যে কথোপকথন ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম, এত কাল পরে লিবারাল পত্রে শ্রদ্ধেয় উমানাথ বাবু তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া যার পর নাই বিস্ময়ান্বিত হইলাম। শ্রদ্ধেয় উমানাথ বাবু কর্ত্তৃক সত্যের অবমাননা দেখিয়া বিলক্ষণ মর্ম্মাহত হইয়াছি। যাহা হউক আমি প্রতিবাদে আশ্চর্য্য ভাবিয়া শ্রদ্ধেয় উমানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কিরূপে আমার ধর্ম্মতত্ত্বে লিখিত বিষয়কে অসত্য বলিয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন?" তাহাতে তিনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহার সার এই;— ধর্ম্মতত্ত্বের ন্যায় অস্পৃশ্য কাগজে তুমি কি লিখিয়াছ তাহা আমি পড়ি নাই। পড়া পাপ মনে করি, সমস্ত কথা জানি না, জানিতে ইচ্ছা করি না, তোমাদের কথা আমি গ্রাহ্যও করি না, আমি ধর্ম্মতত্ত্বপত্রকে *** অগ্নিতে দগ্ধ করি। সাধারণে এই কথা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন উমানাথ বাবু আমার প্রকাশিত পত্র না পড়িয়াই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রদ্ধেয় উমানাথ বাবুর পত্র পাঠ করিয়া যদি কাহারও মনে সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা ভঞ্জন করিয়া দিবার জন্য আমি শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্য বাবু, রাম বাবু ও দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে কেবল নিম্ন লিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর উত্তর প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

(১) কৃষ্ণ বিহারী বাবু বলিয়াছিলেন কিনা—"দুইটা দরবার না হইলে গৌর বাবুদের দরবার কে মানিতে হইবে।"

(২) ত্রৈলোক্য বাবু বলিয়াছিলেন কি না—"দরবার ত নাই, দরবারের যখন moral existence নাই তখন দরবার মানিবেন কেন?"

(৩) কৃষ্ণ বিহারী বাবু বলিয়াছিলেন কি না—"দরবারের একটা Legal existence আছে, দুটা দরবার হইলে তবে উহা অস্বীকার করা যায়।"

(৪) রাম বাবু বলিয়াছিলেন কি না—"উমানাথ বাবু যে দুইটা দরবার করিতে রাজি হন না।" *

নিবেদক
শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

* এই পত্রখানি দীর্ঘকাল হইতে আমাদের হস্তগত হইয়াছে, স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাই। সং।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা ২রা বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২১ ভাগ। ৮ সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ, সোমবার, ১৮১২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে জীবন্ত শ্রীহরি, আজও আমরা জীবনের মিশ্রভাব পরিহার করিতে পারিলাম না, এখনও তোমার এবং সংসারের যুগপৎ সেবা করিবার বাসনা আমাদিগের যায় নাই। সংসার যদি সংসার থাকে তবে তাহার সেবাতে আমরা তোমার সেবা করিতেছি, ইহা কি প্রকারে মনে করিব। তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যাহার বিরোধ, তাহা তোমার বলিয়া কি প্রকারে আমরা মনকে সান্ত্বনা দিব? প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত আমরা আমাদের নিজের ইচ্ছা ও রুচির মত কাজ করিয়া গেলাম, এক বারও তোমার ইচ্ছা জানিবার জন্য তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, যদি তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আপনি কোন বিষয়ে অননুমোদন প্রকাশ করিলে, অমনি আমরা দু চারিটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তোমাকে চুপ করাইয়া দিয়া আমাদের নিজের ইচ্ছা ও রুচির অনুবর্ত্তন করিলাম। বল, প্রভো, এই রূপে তোমার সঙ্গে বিরোধ রাখিয়া যদি আমরা বলি, আমরা ভগবানের কার্য্য করিতেছি, আমরা তাঁহারই লোক, তাহা হইলে যে ভয়ানক মিথ্যাচরণ হইল। এরূপ মিথ্যাচরণে যে আমাদের সমস্ত জীবন কলঙ্কিত হইতেছে, তোমার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ দূরতর হইয়া পড়িতেছে, আমাদের জীবনের লক্ষ্য অন্যথা হইয়া যাইতেছে, তোমার অনুগত সাধু সজ্জনগণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম করিয়াছে, ইহা কি এখনও আমরা সময় থাকিতে বুঝিব না? তোমার ইচ্ছার অনুসরণ না করিয়া যদি আমরা সংসারের সেবায় দেহপাত করি, তাহাতে আমাদের লাভ কি? যে সংসারের উপরে তোমায় পূর্ণ অধিকার আমরা অর্পণ করি নাই, সে সংসার তোমার সংসার বলিয়া কখনতো, হে মাতঃ, আমাদিগের মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। জননি, যদি তোমার এবার সাধ হইয়া থাকে, তুমি সংসারে জননী হইয়া বিরাজ করিবে, সকল সন্তান গুলি তোমার বাধ্য হইয়া তোমার কথা শুনিয়া চলিবে, গৃহস্থ ও গৃহিণী, বালক ও বালিকা, যুবক ও যুবতী, সকলে তোমায় গৃহের লক্ষ্মী বলিয়া তোমার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করিবে, তবে সর্ব্বাগ্রে তোমায় আমাদিগকে তোমাতে একহৃদয় একমন একপ্রাণ করিতে হইতেছে। যদি আমাদের প্রতিজনের প্রাণ তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তবে আমাদের পরস্পরের প্রাণ যে সর্ব্ব প্রকারে মিলিত হইবে, সে সম্বন্ধে তো কিছুই সন্দেহ নাই। তোমাতে আমাদের সকলের মিলন, এই তো আমাদের শান্তি। তোমায়

ছেড়ে আমরা কিছুতেই মিল করিতে পারিব না, মিল করিতে না পারিলেও এ সংসার তোমার সংসার হইবে না, তোমার সংসার না হইলে তাহার কাজে জীবন ক্ষয় করিলে তোমার কাজ কিছুই করা হইবে না, তুমি সে সকল কাজকে আপনার বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিবে না। তাই তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে এই ভিক্ষা করি ; আমাদের প্রাণ তোমার সঙ্গে মিলিত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হউক, এই মিলিত ভাবে যে কার্য্য হয়, সেই কার্য্য আমাদের জীবনের সফলতা সম্পাদন করুক, হে দীনজননী, আমাদিগকে এই ভিক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ কর, তব চরণে এই প্রার্থনা।

আমরা বদ্ধ নই মুক্ত।

যে দিন নববিধান এ পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন, সেই দিন আমরা বন্ধনমুক্ত হইয়াছি, এ কথা শুনিয়া সকলে অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। যে ধর্ম্মে সিদ্ধি আপেক্ষিক অথচ সিদ্ধি আছে, সে ধর্ম্মে মুক্তি আপেক্ষিক হইলেও মুক্তি আছে, সকলকে মানিতে হইবে। নববিধানগ্রহণমাত্র যে এক প্রকার বন্ধন বিমোচন হয়, সেখান হইতে আমাদিগের মুক্তির আরম্ভ, অতএব সেইটি আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম আলোচ্য বিষয়।

এ পৃথিবীতে মানুষ জন্মমাত্র কোন না কোন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়া থাকে, এবং তদনুসারে আত্মজীবন নিয়মিত করে। এই ধর্ম্ম তাহার বন্ধন মোচন করে না, বরং তাহার বন্ধনের কারণ হয়। সকল সম্প্রদায়ের লোক এই প্রকারে আত্মসম্প্রদায় মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে। কবে তাহাদিগের এই বন্ধনমোচন হয়? যে দিন তাহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের নিদেশ শুনিয়া চলিতে প্রবৃত্ত হয়। নববিধানের আরম্ভ কোন্ দিন? যে দিন মনুষ্যের এই নিদেশশ্রবণসৌভাগ্য উপস্থিত। এখন দেখা যাউক, জীবনে নববিধানের আরম্ভ হইতে মুক্তির আরম্ভ কি না? আমরা যখন বলি, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়া তদনুসরণ করিলে মুক্তি হয়, তখন এই বুঝাইতেছে, মুক্তি সময়ে বদ্ধ নহে, উহা অনন্তকালের ব্যাপার। উহার আরম্ভ এবং ক্রমোন্নতি আছে। আরম্ভ সেই দিন যে দিন আমরা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলিতে আরম্ভ করি। তাঁহার কথা শুনিলে সর্ব্বপ্রথমে আমরা যে সকল বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, তাহার ছেদন হয়। ইতঃপূর্ব্বে লোকপরম্পরাগত আচারব্যবহারাদিতে আমরা আবদ্ধ ছিলাম, এখন ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিতে গিয়া তাহাদিগের বিরোধে দণ্ডায়মান হইতে হইল, সর্ব্বপ্রথমে সেই সকলের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে হইল, যখন শৃঙ্খল ভগ্ন হইল, তখন আমাদিগের মুক্তির আরম্ভ। এক বার যখন শৃঙ্খল ভাঙ্গিল তখন আর সে শৃঙ্খল আমাদিগকে কি প্রকারে বদ্ধ করিয়া রাখিবে? পৃথিবী নূতন নূতন শৃঙ্খল গঠন করিয়া পরাইয়া দিতে যত্ন করে, কিন্তু সাধক যদি নববিধানভ্রষ্ট না হন, অর্থাৎ যদি ক্রমে ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলেন, তবে পৃথিবী কোন প্রকার শৃঙ্খলে আর তাঁহাকে বদ্ধ রাখিতে পারে না।

আচারব্যবহারাদি অপেক্ষা সম্প্রদায়রূপ নিগড় অতিশয় দৃঢ়। এই নিগড় ভাঙ্গা অত্যন্ত কঠিন। পৃথিবী এই স্থলে নূতন নূতন শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিয়া মনুষ্যকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। যে একটি প্রাচীন সম্প্রদায়ে আমরা বাল্যকাল হইতে লালিত পালিত, ঈশ্বরের নিদেশের সঙ্গে তাহার আচারব্যবহারাদির ঐক্য না হওয়াতে আমরা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম। আমরা যত গুলি লোক বিচ্ছিন্ন হইলাম, বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রকৃতির নিয়মে একত্র দলবদ্ধ হইলাম। এখানে যদি নববিধান চির দিন অক্ষুণ্ণ থাকেন অর্থাৎ ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়া চলা একটি সময়ের জন্যও নিরস্ত না হয়, বন্ধনে বদ্ধ থাকিবার কোন ভয় নাই। কেন না ঈশ্বর সেই সকল সাধককে এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেন না, ক্রমান্বয়ে উন্নতির সোপান হইতে সোপানান্তরে লইয়া গিয়া

উপস্থিত করেন। ঈশ্বরের কথার প্রতি উপেক্ষা করিয়া লোকাপেক্ষা করিলে বন্ধন উপস্থিত হয়। বন্ধু হউন, আত্মীয় হউন, স্বজন হউন, যিনি হউন, কেহই আমাদিগকে ঈশ্বরের কথা হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না, ইহা যদি স্থির থাকে, তাহা হইলে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।

সহসাধকগণের পরস্পরের যোগ ঈশ্বরের নিদেশে। এখানে সে সম্বন্ধ চলিয়া গিয়া যদি পার্থিব সম্বন্ধ সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলেই বিপদের সম্ভাবনা। যেখানে সহসাধকত্ব গিয়া সংসারের সম্বন্ধ সমুপস্থিত, সেখানে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরের নিদেশ শুনিয়া পূর্ব্ব সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই নিদেশশ্রবণ-ব্যাপারকে আপনাদের জীবনের নিয়ামক করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, তবে আর তাঁহাদিগকে বন্ধনে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। নিদেশানুসরণ ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য লক্ষ্য স্থলে আসিলেই তাঁহাদিগের সহাবস্থান অমঙ্গলের নিদান হইয়া পড়ে। ঈশ্বরকে ছাড়িলে পরস্পরের সম্বন্ধ সাংসারিক হইয়া যায়, সাংসারিক সম্বন্ধ উন্নতির হেতু না হইয়া অবনতির কারণ হয়। অনন্ত ঈশ্বর জীবকে অনন্ত উন্নতির দিকে ক্রমান্বয়ে আকর্ষণ করিতে থাকেন, সুতরাং তাহার এক স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার অবসর থাকে না। এক স্থানে স্থির হইয়া না থাকিলে সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন হয় না। সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন না হইলে অনেক ব্যক্তির একত্র সম্মিলনে যে বদ্ধাবস্থা উপস্থিত হয়, তাহার সম্ভাবনা থাকে না।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া পাঁচ ব্যক্তি মিলিতে পারে কি না বর্ত্তমানে এই একটি গুরুতর প্রশ্ন। পৃথিবীতে কোন একটি লক্ষ্যে যাহাদের একতা আছে, তাহারাই একত্র বাস করে, এবং মিলিত ভাবে কার্য্য করে, কিন্তু ইহাদের এই একতা সাংসারিক ভাবে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া স্থায়ী হয় না, অল্প দিনের মধ্যে পুরাতন হইয়া পড়ে, বিশেষ স্বার্থ একত্র মিলিত না রাখিলে মিলিত ভাবে একত্র বাস পর্য্যন্ত হয় না। পৃথিবীতে অনেক সময়ে এই মিলনে লোকে মুগ্ধ হয়, কিন্তু এ মুগ্ধত্বও অস্থায়ী, কেন না যেখানে ঈশ্বরসম্বন্ধ নাই, সেখানে এমন সকল আচার ব্যবহার আসিয়া পড়ে, যাহা অল্প দিনের মধ্যে বিকৃতি উপস্থিত করিয়া দেয়। স্বার্থ-বন্ধনে একত্র আবদ্ধ ব্যক্তিগণ সুদৃঢ় নিগড়ে বদ্ধ, কেন না এখানে স্বার্থানুরোধে আত্মবিক্রয় করিতে হয়।

যেখানে একত্ব নাই, সেখানে বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। পরস্পরে কেবল অবিরোধিভাবে স্থিতি নহে এক হইয়া স্থিতি, ইহা মুক্তির প্রধান লক্ষণ। একের সহিত সকলের একতা ভিন্ন এই একত্ব উপস্থিত হয় না। পৃথিবীর কোন একটি স্বার্থ লক্ষ্য স্থলে রাখিয়া লোকে মিলিত হয় ইহাতে এই দেখাইয়া দিতেছে, যে কোন প্রকারের মিলন হউক না কেন, মিলনে চিত্তের গতি একটি বিষয়ের দিকে হওয়া চাই। স্বার্থে বিরোধ আছে, ঈর্ষা আছে, অবসর পাইলে পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া যাইবার গূঢ় অভিপ্রায় আছে, সুতরাং এখানে বাস্তবিক মিলন নাই মিলনাভাস আছে, মিলন কেবল এক ঈশ্বরে চিত্ত রাখিয়া সম্ভবপর; এ মিলন অস্থায়ী নহে স্থায়ী, ইহকালপরকাল-ব্যাপী। পৃথিবীতে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে মতাদিবিষয়ে সমধিক অমিলন দেখিয়া স্বার্থানুরোধে মিলিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জানে না, এখানে ঈশ্বরদর্শনশ্রবণের ভূমিতে তাঁহারা দণ্ডায়মান নন বলিয়া ঈদৃশ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। কেবল ঈশ্বর মানিলে হয় না, এক সময়ে ঈশ্বরের চরণতলে মিলিত হইয়া এক হৃদয়ে এক কথা শুনিয়া চলা চাই, তাহা হইলে শত হৃদয়ে একত্ব নিষ্পন্ন হয়, এবং সাম্প্রদায়িকতার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়া যায়।

আমরা বদ্ধ নই মুক্ত, এ কথা বর্ত্তমানাবস্থায় বলা অত্যন্ত সাহসিকতা। সাহসিকতা হইলেও সত্য প্রকাশ করিয়া বলা একান্ত প্রয়োজন। আমরা

প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া বহু কাল সেই সম্প্রদায়মধ্যে আবদ্ধ ছিলাম। ঈশ্বরানুগ্রহে সে সম্প্রদায়ের আচারব্যবহারাদিতে আমরা আমাদিগকে বদ্ধ রাখিতে পারিলাম না, আমাদিগকে উহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইল, কিন্তু আমরা যে জন্য বাহির হইয়া আসিলাম কাল পূর্ণ না হইলে তাহা কখন পূর্ণাকারে প্রকাশ পাইতে পারে না, এজন্য আর একটি নবীন বিশুদ্ধ সম্প্রদায় আমাদিগকে আশ্রয় দান করিল। যখন কাল পূর্ণ হইল, তখন নববিধানের অভ্যুদয় হইল এবং সকল সাম্প্রদায়িক বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। আমরা নববিধানে নূতন জন্মগ্রহণ করিয়াছি এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা সাম্প্রদায়িকবন্ধনবিমুক্ত এ কথা বলিতে লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই। আমরা কোন গ্রন্থাদিতে বদ্ধ নহি, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলা আমাদিগের জীবন, অনন্ত উন্নতি আমাদিগের জীবনের নিয়ামক, বিশ্বব্যাপী আমাদিগের ধর্ম্ম যাহার মধ্যে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অন্তর্ভূত হইয়া রহিয়াছে, সকল শাস্ত্র, সকল জ্ঞান বিজ্ঞান, সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধু মহাজনগণের সঙ্গে আমাদিগের অভেদ্য সম্বন্ধ, ইহা যদি হইল, তাহা হইলে প্রমুক্তাবস্থা হইতে আমাদিগের নূতন জীবনের আরম্ভ হইয়াছে, ইহা আমরা কেনই বা গোপন করিয়া রাখিব?

বৈরাগ্য অপরিহার্য্য।

বৈরাগ্য স্বভাবসিদ্ধ অথবা লোকে বলপূর্ব্বক উহার অনুসরণ করে। যদি উহা স্বভাবসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহাকে কখন অপরিহার্য্য বলা যাইতে পারে না, আর যদি উহা স্বভাবমধ্যে নিহিত থাকে, তাহা হইলে কোন না কোন আকারে জীব উহার শরণাপন্ন থাকিবেই থাকিবে। যেখানে অনুরাগ আছে, সেখানে ছায়া ও আতপের ন্যায় বিরাগও আছে, এ কথা সহজে সকলে বুঝিতে পারেন। বিরাগ ও অনুরাগ এ দুই নিয়ত একত্র বাস করে, কোনটিকে ছাড়িয়া কোনটি পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। আত্মবিরাগ না থাকিলে অপরের প্রতি অনুরাগ অসম্ভব। যেখানে আপনার প্রতি অনুরাগ প্রবল, সেখানে অপরের সম্বন্ধে বিরাগ অবশ্যম্ভাবী। এ অবস্থায় আত্মসুখসম্পাদক বিষয় সমুদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন তত্তদ্বিষয়ের প্রতি অনুরাগ বশতঃ নহে, কেন না সেই সেই বস্তুর সুখদানে অসামর্থ্য উপস্থিত হইলেই লুক্কায়িত বিরাগ সহজে সকলের চক্ষুর সন্নিধানে প্রতিভাত হয়। আপনি এবং আপনার সুখসাধন বস্তু, এ দুইয়ের অভেদপ্রতীতি হইতে পূর্ব্বে যে অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছিল, সুখদানসামর্থ্য চলিয়া গেলে আর তাহা রহিল না, আপনা হইতে এ সকল বস্তু যে স্বতন্ত্র তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়া আত্মা সে সমুদায় হইতে বিরক্ত হইয়া নিবৃত্ত হইল। এখানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সেই সকল বস্তুর প্রতি অনুরাগ বশতঃ অনুরাগ প্রদর্শিত হয় নাই, কিন্তু আপনার প্রতি অনুরাগ বশতঃ সেই অনুরাগ তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল বস্তুতঃ তাহারা বিরাগের বিষয়, অন্যথা সুখসাধনে অসমর্থ হইবামাত্র কেন বিরাগের বিষয় হইবে।

আত্মসুখকামিগণের বিরাগানুরাগের গতি যে প্রকার, পরসুখকামিগণের বিরাগানুরাগের সেই প্রকার গতি কি না, আলোচনা করিয়া দেখা সমুচিত। আত্মসুখকামিগণের অনুরাগ বিরাগ বিকার হইলেও বিকারের মধ্যেও প্রকৃতির অপরিহার্য্যত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বিকারের গতিও নিয়মে আবদ্ধ, নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাওয়া উহার পক্ষে অসম্ভব। এই নিয়মাধীনতা বশতঃ প্রকৃতির ক্রিয়া বিকার হইতে নিবৃত্ত হয় না। স্বভাবমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, পরার্থ সমুদায় সৃষ্টি, আত্মার্থ যাহা কিছু স্বভাবসঙ্গত তাহা কেবল পরের জন্য আপনাকে উপযুক্ত করিবার জন্য। যেখানে স্বভাবের এই অধ্যবসায় অনুসৃত না হইয়া আপনাকে সর্ব্বস্ব করা হয়, সেখানে

বিকার সমুপস্থিত হয়। বৈরাগ্য আত্মনিষ্ঠ, পরনিষ্ঠ নহে, প্রকৃতির এই ব্যবস্থা অতিক্রম বিকারের হেতু।

বিকারের ভিতরে আমরা দেখিতে পাই, বৈরাগ্য আত্মনিষ্ঠ না হইয়া পরনিষ্ঠ। এ স্থলে অপরের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ পায় তাহা পরের জন্য নহে তাহাও আপনারই জন্য। আপনার সীমার বাহিরে যাহারা অবস্থিত, তাহাদের প্রতি স্পষ্ট বিরক্তি বা ঔদাসীন্য। আপনার জন্য যাহাদের প্রতি অনুরাগ তাহারাও যত দিন সুখদানে সমর্থ তত দিন অনুরাগের পাত্র থাকে। এই বিকারের মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি, অনুরাগের সঙ্গে সুখের সম্বন্ধ আছে। পরের প্রতি অনুরাগ স্থাপন করিবার পক্ষে যে সকল আত্মনিষ্ঠ অন্তরায় আছে সেই সকলকে বিনাশ করিবার জন্য বৈরাগ্য আত্মনিগ্রহে প্রবৃত্ত করে, বিষয়ের সহিত যে প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে গেলে সেই সকল অন্তরায় আরও প্রবল হইয়া উঠে, সে প্রকার সম্বন্ধ হইতে বিরত করে। এই নিগ্রহের ব্যাপার লোকে অত্যন্ত কষ্টকর মনে করিয়া থাকে, কিন্তু নিগ্রহপরায়ণ ব্যক্তি পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ যে সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে তাহার বৈরাগ্য কষ্টসাধ্য নহে সুখকর।

মানুষ আত্মসুখে সুখী বা পরসুখে সুখী হউক উভয় স্থলেই বৈরাগ্যের অপরিহার্য্যত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এক স্থলে উহা প্রকৃতির ব্যবস্থাবিরোধী বলিয়া ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত নহে, উহা হইতে বিবিধ অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। আত্মনিষ্ঠ বৈরাগ্য পরনিষ্ঠ অনুরাগ, ইহাতে প্রথমতঃ এই বুঝিতে হইবে যে, আত্মা—জীব এবং তাহা হইতে অন্য পরমাত্মা; পরমাত্মার প্রতি জীবের অনুরাগ স্বাভাবিক, সেই অনুরাগস্থাপনে সে যে সকল প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয় তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বৈরাগ্যানুসরণ করে। এখানে ঈশ্বরের সন্তোষসাধনে জীব সুখী। ঈশ্বরে অনুরাগ স্থাপন হইলে অপর জীব লক্ষ্য স্থলে নিপতিত হয়, কেন না ঈশ্বরের সন্তোষ সাধন করিতে গিয়া অপর জীবের সুখবর্দ্ধনে জীবকে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

আমরা বৈরাগ্যের অপরিহার্য্যত্ব যে প্রকারে প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে এই দোষ পড়িতেছে যে, বৈরাগ্যশব্দ চিরকাল ধর্ম্মমধ্যে গণ্য হইয়া আসিয়াছে, আমরা অধর্ম্মপক্ষেও যেন উহার প্রয়োগ করিতেছি। যাহা কিছু ধর্ম্মমধ্যে গণ্য উহাই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে নিয়োগে অধর্ম্মমধ্যে নিপতিত হয়, ইহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা ঈদৃশ প্রয়োগ অযুক্ত বলিয়া কখন মনে করিবেন না। মনুষ্যপ্রকৃতিমধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সকলগুলি ধর্ম্মের অনুকূল। মনুষ্য সেই সকলকে অযথা নিয়োগ করিলেই তাহারা ধর্ম্মের প্রতিকূল হইয়া পড়ে। বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই ধর্ম্মের অনুকূল হইয়া থাকে। বৈরাগ্যশব্দ কেবল ধর্ম্মপক্ষে বদ্ধ রাখিলেও বিরাগশব্দ আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয় পক্ষে সমান ভাবে ব্যবহার করিতে পারি। অনুরাগের বিরোধী সামগ্রীতে বিরাগ অপরিহার্য্য হইলে বিরাগের ভাব বৈরাগ্যও সুতরাং অপরিহার্য্য হইতেছে। ব্যবহার শব্দপ্রয়োগের মূল। ব্যবহারে বৈরাগ্য যখন ধর্ম্মপক্ষে মাত্র ব্যবহৃত, তখন অন্যত্র আমরা 'বিরাগের ভাব' বলিয়া তৎসমতুল্য শব্দ যদি ব্যবহার করি তাহাতে কোন দোষ আইসে না।

যে কোন প্রকারে হউক, বৈরাগ্য অপরিহার্য্য হইলে নরনারীর বৈরাগ্যের প্রতি বিরাগ কখন প্রকৃতিসঙ্গত নহে। সেই যদি তাহাদিগকে কোন না কোন দিকে বিরাগ পোষণ করিতেই হইবে, তাহা হইলে যথাস্থানে বিরাগ ও অনুরাগ স্থাপন [illegible]র নিদান। আত্মনিগ্রহে রত হইয়া আপনাকে ঈশ্বরানুরাগের উপযুক্ত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা না করিলে অল্প দিনের মধ্যে ঘোর বিকার সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ কদর্থনার অধীন হইতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী বিষয়ে বৈরাগ্য সমুপস্থিত হইলে আধ্যাত্মিক সামাজিক উভয়বিধ সম্বন্ধ অতিমধুর ও সুখপ্রদ হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমরা কি জন্য জীবন ধারণ করিতেছি, ইহা যদি আমাদিগকে এখন কেহ জিজ্ঞাসা করে, আমরা তাহার উত্তরে এই কথা বলিব, একত্বসাধনজন্য আমাদিগের বর্ত্তমান জীবন ধারণ। অন্যের অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আমরা কি প্রকার একত্ব সাধন করিতে চাই, ইহা জ্ঞাতব্য বিষয়। প্রধান যন্ত্রীর হস্তের যন্ত্র সহ অন্যান্য যন্ত্রিগণ তাহাদিগের যন্ত্রের স্বর মিলাইয়া সমতানে যন্ত্রবাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করে, কোনটির সুরের সহিত কোনটির সুরের একটু অমিল অনুভূত হইলে, অমনি তাহার সুর মিলাইয়া লয়, একটুও ব্যতিক্রম হইতে দেয় না, আমরা তেমনি ঈশ্বরের স্বরের সঙ্গে আমাদিগের সকলের স্বর মিলাইয়া লইব, কাহারও একটু স্বর ব্যতিক্রম হইলে যত ক্ষণ স্বরের মিল না হয়, প্রযত্ন হইতে শিথিল হইতে দিব না। যত জন এ কার্য্যে মিলিত হইবেন, আমরা বিনীত ভাবে তাঁহাদিগের সঙ্গে স্বর মিলাইয়া লইব। আমাদিগের সমুদায় কার্য্য এই স্বরের ঐক্যে নিষ্পন্ন হইবে। স্বরের একতাসম্পাদনের জন্য প্রয়াস প্রযত্ন ত্যাগ স্বীকার যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার অনুসরণে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। আমরা জানি অন্য কোন কার্য্যে আমাদের পরিশ্রম কেবল ফলপ্রদ নহে তাহা নহে, তাহাতে আমাদের পরিত্রাণের ব্যাঘাত। যে কার্য্য করিবার জন্য ভগবান্ ইচ্ছা করেন সে কার্য্য না করিয়া যদি আমরা অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ কেন প্রতিরুদ্ধ হইবে না। ভগবানের সহিত ক্রিয়ানুষ্ঠায়িগণের সকলের সম্মিলনে যে কার্য্য হয়, সেই কার্য্য করা আমাদের পরিত্রাণের সহিত সংযুক্ত। ক্রিয়ানুষ্ঠায়িগণের যাহাতে মিলন নাই, মিলন সম্পাদন করিয়া না লইয়া সে কার্য্য আমরা করিতে পারি না। সকলেই জানেন আমাদের যত অমিলন কার্য্যক্ষেত্রেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কার্য্যক্ষেত্র যদি শান্তি এবং সম্মিলনের স্থান না হইল, তাহা হইলে মিলন কথার কথা। কার্য্যক্ষেত্ররূপ নিকষে আমরা আমাদিগের মিলন পরীক্ষা করিয়া লইব। এখানে সঙ্কর্ষণ উপস্থিত হইলে আমরা সকলে গিয়া ভগবানের চরণতলে বসিব, তিনি সে সম্বন্ধে যাহা বলিবেন তাহার অনুসরণ করিয়া মিলন করিয়া লইব। ফলতঃ ভগবান্‌কে মিলনের ভূমি রাখিয়া আমরা মিলিতভাবে জীবনের কার্য্য নিষ্পন্ন করিব, ইহাই আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য করিয়া লইয়াছি। এই লক্ষ্যে সিদ্ধ হইলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হইল আমরা বিশ্বাস করিব।

তত্ত্বজ্ঞান।

হজরত মোহম্মদের উক্তি।

কসির নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, "একদা আমি দেমস্ক নগরের সাধারণ ভজনালয়ে আবু দরদা নামক এক সাধু পুরুষের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিল, আবু দরদা, আমি এক বিষয় জানিবার জন্য মদিনা হইতে তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি নাকি হজরতের সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা বলিয়া থাক। আমি তাহাই শুনিবার জন্য আসিয়াছি, অন্য কোন প্রয়োজনে আসি নাই। তখন আবু দরদা বলিলেন, "হজরতকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এমন পথ আশ্রয় করিয়াছে যাহাতে তত্ত্ববিদ্যার অনুসন্ধান হয়, ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে স্বর্গের পথ সহজ করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞানানুসন্ধায়ীর নিকটে দেবগণ অবতীর্ণ হন। সমুদায় জীব তত্ত্ববিদের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে যেমন পূর্ণ চন্দ্রের শ্রেষ্ঠতা, তদ্রূপ তপস্বিগণের মধ্যে তত্ত্ববিদের শ্রেষ্ঠতা। তত্ত্ববিদ্ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের উত্তরাধিকারী। নিশ্চয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ মুদ্রাধনের অধিকারী নহেন, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। অতএব যে ব্যক্তি তাহা লাভ করেন তিনি প্রচুররূপে সেই অংশ প্রাপ্ত হন।"

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন;—সমুদায় বিশ্বাসীর পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানচর্চ্চা বিধেয়। অযোগ্য পাত্রে সেই জ্ঞান প্রদান করা আর শূকরের গলায় মণিমুক্তা ও সুবর্ণহার অর্পণ করা তুল্য।

গুরু নানকের জীবন বৃত্তান্ত।

(গত প্রকাশের পর।)

গুরু লহিনার সহিত গুরু নানক যে কয়েকটি কথা কহিলেন তাহাতে লহিনা বুঝিতে পারিলেন যে, নানক তাঁহার অন্তরের সমস্ত বৃত্তান্ত, অভাব ও অবস্থা সকলই অবগত হইয়াছেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে নানকের প্রবেশ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, নানক তাঁহার নিজ আত্মা অপেক্ষা অন্তরে। নানক জিজ্ঞাসা করিলেন "হে পুরুষ তোমার নাম কি?" "আমার নাম লহিনা" এই কথা লহিনা উত্তর করায় নানক বলিলেন (ভাই তু গাথো লাহনা আগা তেরা লেনা) তুমি গ্রহণ কর আমি তোমাকে দান করি। এই কথা কহিয়া গুরু বলিলেন "এখন হইতে তোমার নাম অঙ্গদ হইল। আমার অঙ্গ হইতে তোমার এখন জন্ম হইল। তুমি অদ্য গমন কর, আবার আসিও।" লহিনা গুরুর এই আজ্ঞা পাইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া সঙ্গীদিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন "আমি আর তোমাদিগের সহিত একত্রে দেবী দর্শন করিতে যাইব না, আমি গৃহে গমন করি।" এই বলিয়া লহিনা একটি গৃহে গমন করিলেন, তাঁহার হৃদয় নানকেরই স্মরণ ধ্যানে নিযুক্ত রহিল, গুরুকে আর ভুলিতে পারিলেন না। তিনি পরিবার ও স্বজনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সত্বর কর্ত্তারপুরে নানকের নিকট

উপনীত হইলেন। তিনি গুরুর চরণে প্রণাম করিলে গুরু তাঁহার মস্তকে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সময় হইতে লহিনা নানকের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং দেহ মন প্রাণ দিয়া গুরুর সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। নানক ও সমস্ত শিষ্যদিগকে এরূপ বুঝিতে দিলেন যে লহিনাই তাহাদিগের দ্বিতীয় গুরু হইবেন। যাহাতে সমস্ত মণ্ডলীর লহিনার প্রতি তদনুরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি হয় তিনি তাহা করিতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নানক লহিনার সমভিব্যাহারে রেবতীনদীতীরে উপনীত হইয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া ভগবানের ধ্যানে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন "হে রাজার রাজা, আমি তোমার প্রজা, হস্তনির্ম্মিত জীব, তোমার অন্ত কে পায়। যে সমস্ত ভক্ত তোমাকে তাঁহাদিগের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন জানিয়া দেহ মন দিয়া সমস্ত আশ্রয় ছাড়িয়া তোমার উপর নির্ভর করেন, তোমার স্তব স্তুতি করেন, তাঁহারা ধন্য! যাঁহারা রাত্রির শেষভাগে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার অনন্ত নাম জপ করেন আমি তাঁহাদের দাসানুদাস। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তই তোমাকে স্মরণ করিবার ও তোমাতে আত্মসমর্পণ করিবার প্রকৃত সময়। এ সময়ের প্রকৃত মহত্ত্ব কে বর্ণনা করিতে পারে? যাঁহারা প্রতিদিন এইরূপ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই মুক্তপুরুষ হন। যোদ্ধৃগণ এক দিন যুদ্ধ করিয়া পরে বিশ্রাম করেন, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বাস্তবিক ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে এক প্রহর প্রতিদিন সংসারের সহিত যে সংগ্রাম করেন তাহার বিশ্রাম নাই। যাঁহারা ব্রহ্মমুহূর্ত্তে ভগবানের চিন্তা করেন তাঁহাদিগের সমস্ত দিন পবিত্র ভাবে অতিবাহিত হয়, তাঁহাদের অষ্টাদশ তীর্থে স্নান করার ফল হয়।" এই সকল কথা গুরু অঙ্গদ শুনিয়া নানকচরণে প্রণাম করিলেন, এবং বলিলেন, "হে মহারাজ, মনুষ্যের পক্ষে এক প্রহরের ভজন সাধনই যথেষ্ট। দিবসের প্রথম যে হরিচরণ চিন্তায় অতিবাহিত করে সে ব্যক্তি পুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি অষ্ট প্রহর শ্রীহরির পাদপদ্মচিন্তায় রত থাকে তাহাকে আমি প্রণাম করি।" এই কথা শুনিয়া নানক অঙ্গদের মনের গূঢ় বাসনা বুঝিলেন, তিনি তাঁহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অঙ্গদ বলিলেন "হে সদ্‌গুরু আপনি পূর্ণ গুরু, যে ব্যক্তি আপনাকে লাভ করিয়াছে সে পূর্ণ কাম হইবে না তো কে হইবে? সেরূপ ব্যক্তিকে অষ্ট প্রহর শ্রীহরির চরণপদ্মচিন্তাব্যতীত কি আর অন্য কিছু ভাল লাগে? তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভগবান্ তাঁহার অনন্তরূপ প্রকাশ করেন, তাঁহার চক্ষু তাহা দেখিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া যায়।" গুরু অঙ্গদ জিজ্ঞাসা করিলেন "হে সদ্‌গুরু, পরমেশ্বর কোথায় বাস করেন?" নানক উত্তর করিলেন "হে বৎস, এই পৃথিবী অষ্টখণ্ড ও মনুষ্যদেহ নব খণ্ড, ঈশ্বর ইহারই মধ্যে বাস করেন। যে সাধক তাঁহাকে ভক্তিসহকারে অন্বেষণ করে, সেই তাঁহাকে এই স্থানে দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। তুমি প্রত্যক্ষরূপ পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করিবে। হে বৎস, তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, পরে জগৎ তোমার নাম মহীয়ান্ করিবে। যাঁহারা ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহারা তাঁহার অধীন ও পরোপকারী হন। তুমি শব্দপাঠ, দয়া, সংযম, শীলতা সাধন কর।"

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

পূর্ব্বাঞ্চল হইতে শিক্ষালাভ।

২৮ শে নবেম্বর, ১৮৮২ শক।

হে পিতা, হে সুন্দর ঈশ্বর, কে আমাদের, কি লক্ষণ থাকিলে মানুষ আমাদের হয়? যে ভালবাসাতে সমস্ত পৃথিবীকে আয়ত্ত করা যায়, আত্মীয় করা যায়, আপনার করা যায়, যে ভালবাসাতে সমুদায় ধর্ম্ম এক করা যায়, সমুদায় জাতির মিলন করা যায়, সকলকে এক করা যায়, সেই ভালবাসা যাদের, তারা আমাদের। প্রেমিক যিনি, শুদ্ধচরিত্র যিনি, তিনি আমাদের। হে হৃদয়েশ্বর, এই প্রধান লক্ষণ তোমার নববিধানে, সকলকে এক করা—প্রেমেতে সকলকে এক করা। এই ভাবে ভাবুক যাঁরা, তাঁরা আমাদের। তোমার এই ভাব একটু একটু দেখা যাইতেছে পূর্ব্বাঞ্চলে, সেখানকার মনোহর সংবাদ এই কষ্টের সময় মনকে সুখী করিতেছে! তোমার চরণ ধরে বলি, তোমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ তাদের মস্তকের উপর অবতরণ করুক। ক্ষুদ্র, অলক্ষিত, মান্যভ্রষ্ট, অত্যন্ত নীচাবস্থায় কাল কাটাইতেছেন, কিন্তু প্রেমিকের চিহ্ন তাঁদের জীবনে দেখা যাইতেছে। এখানকার যে সকল বিষয় লইয়া আমরা আক্ষেপ করি সেই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে তা নাই কেন? জন কতক লোক একত্র হইয়া পরস্পর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া দলপতির সহিত একমত হইয়া এক হইয়া জীবন কাটাইতেছেন। তাঁদেরও পাপ আছে বটে, কিন্তু যে যে বিষয়ের জন্য আমরা আক্ষেপ করি তা তাঁদের মধ্যে নাই। শ্রীহরি, দীনাত্মাদের দ্বারা তুমি অনেক কাজ করাইয়া লইলে। দুঃখীকে তুমি বুকে করে রাখ। এই ক্ষুদ্র ভাইয়ের দলকে যেন তুমি তোমার নববিধানে বিশেষ আশ্রয় দিয়া আমাদের শিক্ষাগুরু করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছ। বলিতেছ, দেখরে কলিকাতার প্রচারকগণ, এদের বিনয় নম্রতা শান্তি এত বাড়িতেছে কেন? এরাই বা এদের দলপতির কথা এত শুনে কেন, তোরাই বা শুনিস্ না কেন? এদেরই বা পরস্পরের প্রতি এত প্রেম কেন, তোদেরই বা নাই কেন? ঠাকুর, আমরা নেবে যাই, ওরা উপরে উঠুক। যেখানে সরলতা, নাগ, সেখানেই পুরস্কার। এর ভিতর যদি একটি একটি প্রচারক একটি একটি স্থানে [illegible] প্রস্তুত করিয়া দলপতির প্রতি কিরূপ করিতে হয়, [illegible] হইতে হয় দেখাইতেন, আর প্রেমবাক্য স্থাপন করিতেন, কত ভাল হইত, আমার মনে কত সুখ হইত। ইহাও আমার পক্ষে সুখের সংবাদ, এক জায়গাও তো আমার পিতার কীর্ত্তি স্থাপিত হইল। মা, তাদের কাছে চিরকাল থেকো।

তারা বড় গরিব, বড় মধুর ভাব তাদের, হৃদয়ের সাধ খানিক তারা মিটাইতেছে। প্রেমের ধর্ম্ম কি তাঁরা দেখা লেন। নববিধানের প্রধান লক্ষণ ওখানে দেখা দিচ্ছে। এখনো বলি না যে পূর্ণ পরিবার হয়েছে, কিন্তু আমাদের চেয়ে তো ভাল। দলপতির প্রতি কিরূপ ভক্তি ভালবাসা দেখাতে হয় তাঁরা আমাদিগের শিক্ষা দিন, কেমন করে গরিব হতে হয়, কেমন করে পরস্পরকে ভাল বাসিতে হয় শিক্ষা দিন। একটা প্রেমের দুর্গ হলো, একটা দীনাত্মাদের আশ্রয় স্থান হলো, এ আশার কথা, বড় সুখের সংবাদ। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে পরিত্রাণের সংবাদ আসিবে? তাই হউক। ওঁদের উপরে আমাদিগকে শিক্ষা দিবার ভার? তবে তাই হউক। যাতে আমরা ভাল হই তাই কর। প্রেমের রাজ্য বিস্তার হউক, ভারতের আশা হউক। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যে সূত্রে হউক তোমার প্রেমের রাজ্য স্থাপিত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশার অনুকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

দশম অধ্যায়।

ঈশ্বরানুগ্রহ জন্য কৃতজ্ঞতা।

১। যখন পরিশ্রম করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন বিশ্রাম কেন অন্বেষণ করিতেছ। সান্ত্বনাপেক্ষা ধৈর্য্য, আনন্দাপেক্ষা ক্রুশ বহনে আপনাকে প্রস্তুত রাখ।

এমন সংসারী লোক কে আছে যে নিরন্তর সান্ত্বনা এবং অধ্যাত্ম আনন্দ পাইতে পারিলে তাহাতে আহ্লাদিত না হয়। কারণ সংসারের সমুদায় আনন্দ এবং শারীরিক সুখাপেক্ষা অধ্যাত্ম সান্ত্বনা অধিক সুখপ্রদ।

কারণ সাংসারিক আনন্দ হয় লুকোচুরির নয় শূন্যগর্ভ। অধ্যাত্ম আনন্দই কেবল সুমধুর, নির্দোষ, ধর্ম্মজনিত, এবং স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ চিত্তান্তরে সংক্রামিত।

কিন্তু কোন মানুষ আপনার ইচ্ছামত নিরন্তর দেবাগত সান্ত্বনা সম্ভোগ করিতে পারে না। কেন না প্রলোভন হইতে বিমুক্তি অধিক দিন থাকে না।

২। মনের বৃথা স্বাধীন ভাব এবং আপনার প্রতি সমধিক প্রত্যয় এই সকল স্বর্গীয় কৃপাগমের বিরোধী।

ঈশ্বর সান্ত্বনারূপ অনুগ্রহ দান করিয়া ভালই করেন, কিন্তু মানুষ কৃতজ্ঞতা সহকারে সমুদায় প্রত্যর্পণ না করিয়া মন্দ করে।

অপিচ এই কারণেই অনুগ্রহের দান সমুদায় আমাদের ভিতরে প্রবাহিত হইতে পারে না, কেন না আমরা দাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ি এবং যে মূলপ্রস্রবণ হইতে দান আসিয়াছে, সেখানে সমুদায়গুলিকে ফিরিয়া যাইতে দি না।

কারণ ঈশ্বরানুগ্রহ তাহারই প্রাপ্য যে ধন্যবাদ অর্পণ ও প্রত্যর্পণ করে। বিনম্রকে যাহা নিয়ত প্রদত্ত হয় তাহা অহংকৃত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।

৩। আমি সেরূপ সান্ত্বনা অভিলাষ করি না, যাহাতে আমা হইতে পাপোপলব্ধির ভাব অপনীত হয়, আমি সেরূপ প্রার্থনার বলও চাই না, যাহাতে আমাকে অহঙ্কারে লইয়া যায়।

কারণ যাহা কিছু উচ্চ তাহাই যে পবিত্র তাহা নহে, যাহা কিছু সুমধুর তাহাই যে ভাল তাহাও নহে। প্রতি অভিলাষও পবিত্র নহে, প্রতি ভালবাসার বিষয়ও ঈশ্বরের প্রিয় নহে।

আমি সেই ঈশ্বরানুগ্রহ চাই, যাহাতে আমাকে আরো বিনীত করে, পবিত্র সঙ্কোচ অর্পণ করে, এবং আত্মত্যাগে সমধিক অভিলাষী করে।

উপাসনাশীলতা এবং উহার তিরোধানের কারণ যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা আপনাতে কিছু ভাল আরোপ করিতে সাহসী হইবে না, বরং তাহারা আপনারা যে দরিদ্র এবং সম্বলহীন ইহাই স্বীকার করিবে।

ঈশ্বরের যাহা তাহা ঈশ্বরকে দাও, এবং যাহা তোমার আপনার আপনাতে আরোপ কর, অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, এবং আপনার সম্বন্ধে কেবল অপরাধ অনুভব কর, যে অপরাধের জন্য তুমি দণ্ডের উপযুক্ত।

৪। সর্ব্বদা আপনাকে অতীব নিম্ন পদে রাখ, অতীব উচ্চ পদ তোমাকে অর্পিত হইবে, কারণ অতীব উচ্চ অতীব নিম্ন বিনা দাঁড়াইতে পারে না।

যাঁহারা আপনাদের চক্ষে অতীব নীচ, ঈশ্বরের নিকটে তাঁহারা উচ্চতম সাধু, এবং যতই তাঁহারা আরো গৌরবান্বিত হন, ততই তাঁহারা আপনারা বিনীত হন।

তাঁহারা কোনরূপে নিন্দিত হইতে পারেন না, কারণ তাঁহারা সত্য এবং স্বর্গীয় গৌরবে পূর্ণ, তাঁহারা বৃথা গৌরবাভিলাষী নন, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরেতে প্রতিষ্ঠিত।

যে কোন কল্যাণ প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরেতে যাঁহারা তাহা অর্পণ করেন তাঁহারা পরস্পরের কাছে গৌরব অন্বেষণ করেন না, কিন্তু যাহা ঈশ্বর হইতে সমাগত কেবল তাহা আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা এই অভিলাষ করেন যে আপনাতে এবং সাধুগণেতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। তাঁহারা নিয়ন্তর এই লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করেন।

৫। তবে যাহা যৎসামান্য তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হও, সমধিক দান পাইবার যোগ্য হইবে।

অতি সামান্য আশিষ তোমার নিকটে মহৎ হউক এবং একটি তুচ্ছ দান বিশেষ মূল্যবান্ হউক।

যদি দাতার মহত্ত্ব বিচার করা হয় তাহা হইলে কোন দান ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ মনে হইবে না, কারণ তাহা কখন সামান্য হইতে পারে না যাহা সর্ব্বোচ্চ ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

হাঁ, যদি তিনি দণ্ড দেন, কষাঘাত করেন, আমাদিগের

কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ যাহা কিছু তিনি সমাগত হইতে দেন আমাদিগের পরিত্রাণের জন্য বিধান করিয়া থাকেন।

যে বক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাহাতে রক্ষা হয় করিতে চায়, ঈশ্বর যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তজ্জন্য তাহার কৃতজ্ঞ হওয়া, যখন অনুগ্রহ অপসারিত হয় তখন ধৈর্য্যধারণ করা, পুনঃপ্রাপ্তি জন্য প্রার্থনা করা, আবার পুনরায় না হারাইতে হয় এজন্য বিনীত ও জাগ্রৎ থাকা সমুচিত।

কি দুঃখকর পরিবর্ত্তন !

আমরা আমাদের ভাইদিগকে শ্রীদরবারে একত্র হইয়া কার্য্য করিতে বার বার অনুরোধ করিতেছি। আমরা বিশ্বাস করি শ্রীদরবারের অধীনে থাকিলে যদিও আপাততঃ আমাদিগের স্বাধীন রুচির বিরুদ্ধাচরণ জন্য আমাদিগকে একটু কষ্ট পাইতে হয়, কিন্তু ইহা নিশ্চয় সত্য যে, দেবপ্রসাদে অপর দিকে দরবারের বাধ্যতা স্বীকার করিলে আমাদের পরিত্রাণের পথের অনেক কণ্টক চলিয়া যায়, ইহা আমরা স্পষ্ট অনুভব করিতে সমর্থ হই। শ্রীদরবারে বসিয়া দেবপ্রসাদ ভিক্ষা করা হয়। পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে মনের অসরল ভাব সকল অন্ততঃ তৎকালের জন্য চলিয়া যায়। বহুকাল হইতেই আমরা এ সকলের স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া আসিতেছি। শ্রীদরবারের বাহিরে থাকিলে আমাদিগের কোন্ উন্নতি হইতে পারে কি না আমরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর এখন দিতে চাহি না। দরবারের বাহিরে গিয়া আমাদের একটি ভ্রাতার বিশ্বাস ও মতসম্বন্ধে যে সমুদায় কথা আমরা শ্রবণ করিতেছি, তাহাতে আমরা নিতান্তই মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমরা জানি না, আমাদের ভাই এরূপ বিশ্বাস পোষণ করিয়া কত দিন আপনার জীবনকে ঠিক পথে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন। আমরা আমাদের ভাইয়ের সম্বন্ধে উত্তর বঙ্গ হইতে নিম্ন লিখিত আক্ষেপোক্তিপূর্ণ সংবাদ যাহা পাইয়াছি তাহা যথাযথ প্রকাশ করিলাম। "নূতন ভারতবর্ষীয় সমাজের অন্তর্গত কোন প্রচারক সম্প্রতি উত্তর বঙ্গে যাইয়া তথাকার কোন কোন বিধানবিশ্বাসী বন্ধুর নিকটে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মকে নীচু করা আবশ্যক, ঘি ভাত খাইলে পেটের অসুখ হয়, সাদা ভাত খাওয়া উচিত। ইহা শুনিয়া উক্ত বিধান-বিশ্বাসী বন্ধুগণ মর্ম্মান্তিক দুঃখিত হইয়াছেন, কেহ তাঁহার কথার উত্তরে বলিয়াছেন, মিছরির টুকরা ভাল, ময়লা গুড় ভাল নয়। প্রচারক ভ্রাতা আরও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরদর্শন কাহারও হয় না,একমাত্র আচার্য্যদেবেরই হইয়াছিল। এই সকল ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া বন্ধুগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ নববিধানবিরুদ্ধ কথা। বিধানবিরোধী সমাজের লোকেরাও সচরাচর এরূপ বলে না। পাপীরও ঈশ্বর দর্শন হয় নববিধানের এই বিশেষত্ব। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা আরও বলিয়াছেন,আচার্য্যের স্বর্গারোহণের পর হইতে দরবার নাই। তাহা শুনিয়া উত্তর বঙ্গস্থ কোন বন্ধু বলিয়াছেন, বর্ত্তমান গোলযোগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আপনি সর্ব্বদা শ্রীদরবারকে মান্য করিয়া আসিয়াছেন, এখন এরূপ কথা কেমন করিয়া বলেন! তাহাতে ভাই নীরব থাকেন। এক্ষণ যে অবৈধভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পুনঃসঙ্গঠিত হইয়াছে তাহা অবনতির প্রমাণ এ বিষয়ে কোন কোন বন্ধু অনেক কথা বলিলে ও প্রশ্ন করিলে আমাদের প্রচারক মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন, কোন সদুত্তর করিতে পারিলেন না, এবং অনেক কথাতেই তিনি অত্যন্ত অপদস্থ হইলেন, বড়ই দুঃখের বিষয়।"

বিধানের গূঢ় শক্তি।*

যখন এই ভারতভূমিতে প্রথম বিধানের অভ্যুদয় হয়, প্রথম বিধানশব্দ লোকের কর্ণগোচর হয়, তখন একদল লোক ইহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তৎকালে কেহ "বিধান" এই শব্দটি উচ্চারণ করিলেই ঐ সকল বিরুদ্ধাচারীরা মারিতে আসিত, এবং কুসংস্কারাবিষ্ট ডেবিল বলিয়া গালাগালি দিত। ভগবানের কৃপায় এক্ষণে সেই বিরোধিগণ অনেকে কুসংস্কারাবিষ্ট ডেবিল হইয়াছেন। তাঁহারা এখন বিধান মানেন, বিধানের পক্ষসমর্থন করেন, ইহা বিধানেরই গূঢ় শক্তি। বিধানের গূঢ় শক্তি মানুষের মনকে তাহার অজ্ঞাতসারে আক্রমণ করে, সে তাহা জানিতে ও বুঝিতে পারে না। কি কৌশলে তাহার মনে বিধানের বীজ অঙ্কুরিত হইল তাহা সে জানে না। বিধানশব্দ মুখে উচ্চারণ করিতেও যাঁহাদিগেরে ভয় হইত, এখন তাঁহারাই বিধান সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত? ইঁহারা নানা দলে বিভক্ত, তাহার একদল বলেন, বিধান সমাগম মানবের ইচ্ছাসাপেক্ষ, কেবল মাত্র বিধাতৃত্ববলে ইহা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এ আপত্তির উত্তর তাঁহারা আপনারাই। যাঁহারা বলিয়াছিলেন বিধান মানিব না, বিধানের কথা মুখে আনিব না, তাঁহাদিগকে সে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত করিল কে? অবশ্যই ঈশ্বরই ইহার কারণ, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই, কেন না তাঁহারাত মানিব না বলিয়া সচেতন ছিলেন, তবে আবার অচেতন হইলেন কেন?

বিরুদ্ধবাদীদিগের এক দল ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া স্বীকার করিতে ভয় পান। বিধাতা বলিলেই ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পায়, ক্রিয়াশীলতা পরিবর্ত্তনের পরিচয় দেয়, পরিবর্ত্তন আবার অপূর্ণতার জ্ঞাপক। সুতরাং পূর্ণ ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব অসম্ভব এই তাঁহাদিগের মত।

এ স্থলে বক্তব্য এই—ঈশ্বরের ক্রিয়াশীলতা তাঁহার অপূর্ণতা প্রকাশ করিতে পারে না। ঈশ্বর এই জন্যই ঈশ্বর যে মানুষ ক্রিয়াশীলতা দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর চিরকাল সকল

---

* স্বর্গগত শ্রীমৎ প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস এই প্রবন্ধটি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যতটুকু লিখিত ছিল, তাহাই প্রকাশিত হইল। সং।

অবস্থাতে অপরিবর্ত্তিত। ঈশ্বরকে নিষ্ক্রিয় বলিবার উপায় নাই, কেন না তিনি বিশ্বরাজ্যের স্রষ্টা, পাতা ও সর্ব্বসুখদাতা। আবার ক্রিয়াশীলতাও পরিবর্ত্তনের পরিচায়ক। তবে এখন উপায় কি? উপায় ঈশ্বর। ঈশ্বর মানুষ নহেন সুতরাং তিনি ক্রিয়াশীল হইয়াও অপরিবর্ত্তিত। এই কথা গুলি একটু বিষদ হওয়া উচিত। সৃষ্টিতে যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহা ঈশ্বর-সম্বন্ধে নূতন নহে, নূতন প্রকাশ সৃষ্টিতে। মানুষ অপূর্ণ, সৃষ্টি অপূর্ণ, সুতরাং সৃষ্টিতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা অপূর্ণ ভাবেই প্রকাশ পায়। যাহা পূর্ব্বে প্রকাশ পাইবার অবশিষ্ট ছিল তাহা অদ্য প্রকাশ পাইল, সুতরাং সৃষ্টিসম্বন্ধে ইহা নূতন হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে নহে। ঈশ্বরেতে এই সকল নিত্য বিদ্যমান ছিল, পরে সেইটি জগতে প্রকটিত হইল মাত্র। ইহা দ্বারা ঈশ্বর পরিবর্ত্তিত হইবেন কেন?

ব্রহ্মস্তোত্র।

স্বর্গগত শ্রীমৎকালীশঙ্করদাসনিবদ্ধ।

বিশ্বং সৃষ্টমিদং বিনোপকরণৈর্যেনেচ্ছয়া কেবলং
ব্যাপ্তং যেন পরাত্মনেদমখিলং সৌরং জগৎ কোটিশঃ।
যচ্ছক্ত্যা বিধৃতং চ তিষ্ঠতি সদা স্বে স্বে চ কক্ষাপথে
দেবং তং পরমং ভজেহহমনিশং সত্যং শিবং সুন্দরম্ ॥ ১ ॥

যে সত্যস্বরূপ মঙ্গলময় ঈশ্বর উপকরণ ব্যতীত কেবল ইচ্ছামাত্র উপায়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন—যে পরমাত্মা কোটি কোটি সৌরজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—এবং যাহার শক্তিবলে সেই সকল জগৎ বিধৃত হইয়া আপন আপন কক্ষাপথে স্থিতি করিতেছে—সেই সুন্দর সত্য স্বরূপ পরম দেবতাকে প্রণাম করি। ১ ॥

মাতুর্গর্ভপুরে তমিস্রবহুলে সংকীর্ণদুঃখাস্পদে
স্থিত্বা যেন দয়ালুনা বিরচিতং প্রাণৈঃ সমস্তং বপুঃ।
তেজোবারিসমীরণাদিকরণৈঃ পুষ্টঞ্চ তত্রাহৃতৈ-
র্বন্দে তং সুহৃদং সদা সহচরং সত্যং শিবং সুন্দরম্ ॥

যে দয়ালু ঈশ্বর, অতিসংকীর্ণ দুঃখের স্থান অন্ধকারপূর্ণ জননীর গর্ভগৃহেতে অবস্থিতি করিয়া প্রাণ মন ও শরীর রচনা করিয়াছেন, এবং তেজ বারি বায়ু ভ্রূণের জীবনোপযোগী পদার্থ সকল সেই গর্ভগৃহে সঞ্চিত করিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন, সেই নিত্য সহচর মঙ্গলময় সত্যস্বরূপ সুন্দর ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

বাল্যে ক্রীড়নসঙ্গিনং প্রবিলসৎসারল্যভাবাশ্রিতং
বোধক্ষান্তিশমার্জবাদিসহিতং মৎসঙ্গিনং যৌবনে।
বার্দ্ধক্যে চ জরাবিপত্তিবহুলে চিন্তাসখীসঙ্গিনং
বন্দে শান্তশিবং স্বভাবসুহৃদং প্রাণেশ্বরং সুন্দরম্ ॥ ৩ ॥

যে ঈশ্বর স্বভাবোদিত সারল্য আশ্রয় করিয়া বাল্যকালে আমার খেলার সঙ্গী ছিলেন, বোধ ক্ষমা শান্তি ঋজুতা প্রভৃতির সঙ্গে যৌবনে আমার সঙ্গী ছিলেন, এবং জরাবিপত্তিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়সে চিন্তাসখীর সহিত যিনি আমার সঙ্গী আছেন, সেই স্বাভাবিক সুহৃদ মঙ্গলময় সুন্দর ঈশ্বরকে বন্দনা করি। ৩।

রোগা ভীমপরাক্রমেণ সকলান্ বিশ্লিষ্য সন্ধীন্ যদা
ভীতীর্ভূরিতরাঃ প্রদর্শ্য বিষমাঃ প্রাণান্ হরিষ্যন্তি মে।
যস্ত্বং তত্র দয়ার্দ্রতঃ পরিভবে শান্তিং স্বয়ং দাস্যসি
ত্বামীশং তমহং ভজে সহচরং প্রাণেশ্বরং সুন্দরম্ ॥ ৪ ॥

বিষম রোগ সকল যখন নানাপ্রকার ভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক আমার দেহের সন্ধি সমস্ত বিশ্লিষ্ট করিয়া প্রাণ হরণ করিবে, সেই বিপদসময়ে দয়াতে আর্দ্র হইয়া যে দয়ালু ঈশ্বর তুমি স্বয়ং শান্তি দান করিবে, সেই সহচর সুন্দর প্রাণারাম তোমাকে প্রণাম করি।

মাং দৃষ্ট্বা ভ্রষ্টসন্ধিং বিকৃতবদনমাম্ভ্রবিভ্রান্তদৃষ্টিং
মূকং মিল্মিল্যযুক্তং বিবশকরপদং ভীমশব্দৈরুদন্তঃ।
সর্ব্বে মে প্রেষ্ঠবর্গা হৃদি পরিজনয়িষ্যন্তি ভীতিং যদা ত্বং
শান্তিস্তভীতিহন্ত্রীং পতিতজনগতে দাস্যসি ত্বাং নমামি ॥ ৫ ॥

যখন আমার প্রিয়তম বন্ধুবর্গ আমাকে ভ্রষ্টসন্ধি বিকৃতাস্য ভ্রান্তদৃষ্টি, বাক্যরহিত, অথবা স্খলিতবাক্য ও হস্ত পদ বিকল দর্শন করিয়া ভয়ানক চিৎকারশব্দে রোদন করিয়া আমার হৃদয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মাইয়া দিবেন, তখন যে তুমি সেই ভীতি-হরী শান্তি দান করিবে, হে পতিতের গতি, সেই তোমাকে প্রণতি করি।

কালে ত্যক্ততনুং ত্যজন্তি মনুজং সর্ব্বে যদা বান্ধবাঃ
প্রেষ্ঠা পুত্রকলত্রমিত্রনিবহা নাবস্পৃশন্তোহশুচিম্।
মৃত্যুগ্রস্তমমং মমত্ববিবশো যস্ত্বং স্বয়ং রক্ষসি
ত্বামীশং তমহং ভজে সহচরং প্রাণেশ্বরং সুন্দরম্ ॥ ৬ ॥

কালে যখন পুত্র কলত্র ও মিত্র প্রভৃতি প্রিয়তমগণ মৃত ব্যক্তিকে অশুচি বলিয়া পরিত্যাগ করেন সেই সময়ে যে মমতাবশীভূত তুমি সেই মৃত্যুগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং রক্ষা কর, সেই সুন্দর প্রাণারাম চিরসহচর ঈশ্বর তোমাকে প্রণতি করি।

যেনান্নৈরমৃতোপমৈশ্চ বিবিধৈ সূপোপযোজ্যাদিভিঃ
প্রেম্নৈতৎ ফলমূলপত্রকুসুমৈঃ সর্ব্বৈর্জগৎ পূরিতং।
রোগান্মুক্তিবিধায়কৈবহুবিধৈর্ভৈষজ্যজাতৈরিদং
ত্বামীশং তমহং ভজে সহচরং প্রাণেশ্বরং সুন্দরং ॥ ৭ ॥

যে ঈশ্বর প্রীতিপরিচালিত হইয়া অমৃতোপম বিবিধ ভোজ্য, ব্যঞ্জন দ্রব্য ও ফল মূল পত্র পুষ্প দ্বারা এই জগৎ পূর্ণ করিয়াছেন এবং রোগ হইতে মুক্তিদায়ক বহুবিধ ভৈষজ্য দ্রব্যে সৃষ্টি করিয়া জগৎ পূর্ণ করিয়াছেন সেই সুন্দর চির-সহচর প্রাণারাম ঈশ্বর তোমাকে প্রণতি করি।

সর্ব্বে ভাস্করচন্দ্রতারসহিতা জ্যোতিষ্কবর্গা ইমে
যেনৈকেন ধৃতাশ্চরন্তি নিয়তা বেগাৎ সদা ব্যোমনি।
যস্মিন্ তিষ্ঠতি সন্তি সুস্থিরতয়া ন স্থানতো বিচ্যুতা-
স্তং বন্দে সুহৃদং তমেব জগতামীশং পরং সুন্দরম্ ॥ ৮ ॥

ভাস্কর চন্দ্র ও তারাগণ সহ এই জ্যোতিষ্কবর্গ যে একমাত্র

ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া বেগে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতেছে, এবং যিনি আছেন বলিয়া ইহারা স্থির ভাবে অবস্থিতি করিতেছে স্থানচ্যুত হইতেছে না, সেই সুন্দর সুহৃৎ জগতের প্রভু তোমাকে বন্দনা করি।

বিশ্বেষাং জননী বিশোককরণী তাপত্রয়োন্মূলনী
ক্রোড়ীকৃত্য সদৈব রক্ষসি জগন্মাতেব রাগানুগা।
যা রোগেষু নিশং দদাসি সুরুচিং পাপেষু পুণ্যপ্রদাং
শোকে দুঃসময়ে চ শান্তিমিহমাং ত্বম্পাহি বিশ্বেশ্বরী ॥ ৯ ॥

যিনি সকলের জননী শোকনাশিনী, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়ের উন্মূলনী হইয়া পার্থিব জননীর ন্যায় অনুরাগাকৃষ্ট হইয়া ক্রোড়ে করিয়া সকলকে রক্ষা করেন, যিনি পাপরূপ রোগেতে নিয়ত সুরুচি প্রদান করেন এবং পুণ্যরূপ ঔষধ প্রদান করেন এবং শোক ও দুঃসময়ে শান্তি দান করেন, সেই তুমি বিশ্বেশ্বরী আমাকে রক্ষা কর।

সর্ব্বং গুপ্তমনোগতঞ্চ বিজনে যংকিঞ্চ সঙ্কিন্তিতং
ভূতং ভব্যমদোভবঞ্চ সততং জানাসি যো বিশ্বদৃক্।
দৃষ্টির্যস্য পুনঃ প্রবিশ্য বিলসত্যেকৈকশোহণুনমূনু
ত্বাং দেবং বিভজে তমেব জগতাং দ্রষ্টারমেকং পরম্ ॥ ১০ ॥

যে সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর সমুদায় গোপনীয় মনোগত ও নির্জ্জনে সঙ্কিত বিষয় সকল অবগত আছেন, এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও এই বর্ত্তমান কালকেও যিনি জানিতেছেন, যাঁহার দৃষ্টি প্রত্যেক পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া বিলাস করিতেছে, সমস্ত জগতের একমাত্র দ্রষ্টা সেই তোমাকে প্রণতি করে।

ক্রমশঃ।

প্রচার বৃত্তান্ত।

উত্তরবঙ্গ।

বিগত ১ লা বৈশাখ রংপুরস্থ নববিধানসমাজের উৎসব হইয়াছে। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন তদুপলক্ষে তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। প্রাতঃ সন্ধ্যা উপাসনা, এবং অপরাহ্নে আশালতা নামক মাদকনিবারণী সভায় উপদেশ হইয়াছিল। ৩রা বৈশাখ সন্ধ্যার পর মহারাণী স্বর্ণময়ীর কাছারী বাড়ীতে "একত্ববাদ' বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ৬ই বৈশাখ ভ্রাতা মদনমোহন সেনের এবং ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র দাসের পুত্রের শুভ নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন সেনের নবকুমার বিজয় কুমার এবং শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাসের পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বিধানজননী কুমারদ্বয়কে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন। ৭ই শনিবার ভাই গিরিশচন্দ্র দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত ফুলবাড়ীতে চলিয়া যান। সেই দিন রাত্রিতে ফুলবাড়ীস্থ একটি বন্ধুর আত্মীয় উৎকটরোগগ্রস্ত বালকের ইচ্ছানুসারে তাহার শয্যার পার্শ্বে উপাসনা কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গাদি হয়। স্থানীয় মোনসেফ বাবু এবং ১০।১২ জন বন্ধু তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পরদিন উপাসনামণ্ডপে সামাজিক উপাসনা ও ঈশ্বরদর্শন বিষয়ে উপদেশ হয়। অপরাহ্নে কিয়ৎক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। রাত্রিতে মোসলমান ভ্রাতা ডাক্তার মোহম্মদ মোস্তফার গৃহে তাঁহার আহ্বানানুসারে উপাসনা হইয়াছিল। তিনি সস্ত্রীক উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। ফুলবাড়ীর ভ্রাতারা "জাগো জগতবাসী ঘুমাইবে কত কাল! দেখ নববিধানের প্রেমলীলা চমৎকার, যিনি গড খোদা হরি, জিহোবা জগদীশ্বরী" ইত্যাদি সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মোনসেফ বাবুও প্রায় সমুদায় আমলা উকীল আরও ২।৪ মোসলমান উপাসনা স্থানে উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃত নমাজ ও মোসলমান ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। মোসলমান ভ্রাতাটি ফুলবাড়ীর ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া থাকেন। শুনিয়া সুখী হইলাম তাঁহার ধর্ম্মপত্নী একটী সতীলক্ষ্মী। ফুলবাড়ী হইতে ভাই গিরিশচন্দ্র পুঁটিয়া হইয়া বোয়ালিয়া নগরে গমন করেন। নাটোর হইতে গোশকটে ১২ মাইল পুঁটিয়ায়, পুঁটিয়া হইতে মহিষশকটারোহণ করিয়া ১৮ মাইল বোয়ালিয়ায় যাইতে হইয়াছিল। তথায় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত শাহার ভবনে গত ১২ই বৈশাখ সন্ধ্যার পর পারিবারিক সমাজের বিশেষ উপাসনা হয়। ২৫।৩০ জন ভদ্রলোক ভ্রাতার আহ্বানানুসারে আসিয়া উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন। "উপাসানাতে মুক্তি" এই বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। নগরের সমুদায় লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত বলিয়া সেখানে অন্য কোন কার্য্যের সুবিধা হইয়া উঠিল না। গত শুক্রবার মধ্যাহ্নে আমাদের ভাই বাষ্পীয়পোতে বোয়ালিয়া হইতে দামোগদিয়া অভিমুখে যাত্রা কয়েন, সে দিন অপরাহ্ণ ৫ টার পর দামোগদিয়া পঁহুছিবার কথা ছিল। ৪ টার সময় পদ্মার চড়ায় জাহাজ ঠেকিয়া থাকে। রাত্রিতে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হয়। ঈশ্বর কৃপায় জাহাজ রক্ষা পাইয়াছিল। আরোহীদিগের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতা ঝড় বৃষ্টি ভোগ করিয়া আর্দ্র বসনে ও আর্দ্র শয্যায় রাত্রি যাপন করেন। পরদিন অনেক কষ্টে সৌভাগ্যক্রমে জাহাজ চালিত হয়, দামোগদিয়ায় আসিয়া ভাই গিরিশচন্দ্র বেলা ১০ টার ট্রেইণ প্রাপ্ত হন এবং কুশলমতে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন।

সংবাদ।

ভাই অমৃতলাল বসু কাঁথি গিয়াছেন। ভাই দীননাথ মজুমদার দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি ছাপরায় যাইয়া সুস্থ হইয়াছেন।

বালীনিবাসী শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত চন্দ্রনাথ মজুদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিহারীলাল মজুমদার নবসংহিতার ব্যবস্থানুসারে স্বীয় পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়াছেন। উপাধ্যায় গৌর-

গোবিন্দ রায় উক্ত অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পৌরোহিত্যের কার্য্য করেন। চন্দ্র বাবু আমাদের আচার্য্যদেবের শ্বশুর ছিলেন। ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য পত্নীও স্বীয় পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য নবদেবালয়ে নবসংহিতামত সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীদরবারের ব্যবস্থানুসারে উপস্থিত সভ্যগণ প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় এক একটি বিশেষ বিশেষ স্থানে যাইয়া উপাসনা কিংবা উপদেশ দ্বারা কলিকাতায় নববিধান প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রতিশনিবার সন্ধ্যার সময় বিডন উদ্যানে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইতেছে। শ্রীদরবারের বর্ত্তমান উপস্থিত সভ্যগণ প্রায় সকলেই তথায় উপস্থিত থাকেন। আমরা সর্ব্ব সাধারণকে উক্ত সময়ে উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রশস্ত স্থানে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করি।

সিমলা বিডন ষ্ট্রীটস্থ আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু শ্রদ্ধেয় তারকচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভবনে প্রতি বুধবার রাত্রি ৭৷৷০ টার সময় উপাসনা ও প্রার্থনা নিয়মিতরূপে হইয়া থাকে। উপাসনার জন্য একটি অতি সুন্দর গৃহ স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা পারিবারিক উপাসনাগৃহ হইলেও, উপাসক মাত্রেরই এখানে আসিয়া উপাসনায় যোগদানে বাধা নাই। শ্রীদরবারের উপরেই তথাকার কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে।

যে দিন হইতে শ্রীদরবারের হস্ত হইতে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার ভার বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে, সেই দিন হইতেই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়া ১৩। ১৪ জন মাত্র হইয়াছে। আমরা শুনিয়া নিতান্তই দুঃখিত হইলাম যে, গত রবিবারের পূর্ব্ব রবিবার কেবল মাত্র ৫ জন লোক মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী নারদের আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া একটি মৌখিক উপদেশ দিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্য দেবের উপদেশ পাঠ করা ভিন্ন মৌখিক বক্তৃতা বন্ধ হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের রক্তে নির্ম্মিত ব্রহ্মমন্দিরকে আর কত দিন এই রূপ লজ্জাকর ব্যাপার করিয়া রাখা হইবে?

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ঢাকা ও ময়মনসিংহ ভ্রমণ করিয়া গত কল্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঢাকায় এক দিন বিধানপল্লীর দেবালয়ে উপাসনা এবং এক দিন বৈকালে ঢাকা সুরাপাননিবারিণী সভায় রেভরেণ্ড হে ও ভাই বঙ্গচন্দ্রের অনুরোধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহের বিধানাশ্রমে কয়েক দিন পারিবারিক উপাসনা এবং ব্রহ্মমন্দিরের নব বর্ষের উৎসব সম্পন্ন করেন। ময়মনসিংহে সূর্য্যকান্ত হলে এক রাত্রিতে "বর্ত্তমান সভ্যতা ও ধর্ম্ম" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রথম মুন্সেফ বাবু কিশোরীমোহন সিকদারের বাসায় এবং জমীদার বাবু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর গৃহে ও অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের বাসায় উপাসনাদি করিয়াছিলেন।

গ্রাহক মহাশয়দিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বার বার পত্রিকার মূল্য পাঠাইতে অনুরোধ করা হইল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা অধিকাংশ গ্রাহকেরই অনুগ্রহ পাইলাম না। সুতরাং আমরাও বাধ্য হইয়া সকল স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আশা করি পত্রের উত্তর দানে ও মূল্য প্রেরণে কেহ যেন সৈথিল্য না হন।

প্রেরিত

বাঁ্যাটরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব বৃত্তান্ত।

বিগত ৩০শে চৈত্র শুক্রবার হইতে ২রা বৈশাখ সোমবার পর্য্যন্ত বাঁ্যাটরা ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাংবৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে অতিসুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

৩০শে চৈত্র শুক্রবার উৎসব আরম্ভ হয়। সে দিন রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন হইয়াছিল। ৩১ শে শনিবার সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়। ঐ দিবস প্রাতে শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্যাদি করেন। অপরাহ্ণে ধর্ম্মালোচনা ও সংকীর্ত্তন হয় এবং রাত্রে প্রচারক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপাসনাদি করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ অনেক নরনারী মনোযোগ পূর্ব্বক উপাসনা ও সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১লা বৈশাখ রবিবার প্রাতে আমড়াগড়ী ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায় মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে নগরসংকীর্ত্তন বাহির হয়। সংকীর্ত্তন এত মধুর হৃদয়গ্রাহী ও এত মত্ততার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল যে অনেক ভদ্র পরিবার অত্যন্ত যত্ন ও আগ্রহ সহকারে নিজ নিজ ভবনে আহ্বান করিয়া সংকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন। সে দিনকার সংকীর্ত্তনে অনেক পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। প্রায় ৫।৬ ঘণ্টাকাল অতি মত্ততার সহিত সংকীর্ত্তন হয়। ২রা বৈশাখ সোমবার প্রাতে উপাসনা ও অপরাহ্ণে হাওড়ার মাঠে বক্তৃতা হয়। আমড়াগড়ী ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য মহাশয় "সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া কার্য্য করিলে মনুষ্যের বিপদ থাকে না" এই বিষয় উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতান্তে ভক্তদল সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উপাসনাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত উৎসব উপলক্ষে চন্দন নগর, শ্রীরামপুর, চক্রবেড়, অমর পুর, খিদিরপুর, কলিকাতা ও আমড়াগড়ী প্রভৃতি অন্যান্য স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ আসিয়া যোগ দিয়াছেলেন।

দক্ষিণ বাঁ্যাটরা
১০ই বৈশাখ ১২৯৭

একান্ত বশংবদ
শ্রীশরৎকুমার দাস।

এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা ২রা বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৫ ভাগ। ৯ সংখ্যা। } ১লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৮১২ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে সত্যস্বরূপ, আমাদিগের জীবন সত্যমূলক করিয়া দাও। বুঝিয়াছি, দেব, সত্য অতিক্রম করিয়া আমরা কিছুতেই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিব না। তুমি সমুদায়েতে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত; তুমিই সত্য, সত্য ছাড়িয়া তবে আমরা তোমায় পাইব কি প্রকারে? তুমি আসিয়া আমাদের চক্ষুর আবরণ উন্মোচন করিয়া দাও, তুমি আমাদের চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত হও, তোমার নয়নে আমরা সমুদায় দর্শন করিয়া অসত্য মিথ্যা ও অবিদ্যার হাত হইতে মুক্ত হই। প্রাচীন সাধকগণ অসত্যের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, তাঁহারা তোমা বিনা আর সকলকেই মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহাতে বীতরাগ হইতেন, সংসার ও সংসারের সমুদায় সম্বন্ধ মিথ্যা জানিয়া তাহা হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বথা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। এরূপে তাঁহারা সাধনের পথ অনেকটা সহজ করিয়া লইতেন, কিন্তু, হে শ্রীহরি, তোমার অধিষ্ঠানভূমি এই সংসার যখন অধিষ্ঠানের গুণে আপেক্ষিক সত্য এবং ইহার মধ্যে তোমার ক্রিয়া নিত্য প্রত্যক্ষ, তখন আমরা নিজে আপেক্ষিক সত্য হইয়া অন্য আপেক্ষিক সত্য সহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে যে তোমায় অনেক অংশে বুঝিবার আমাদের অবশিষ্ট থাকিবে। আমরা সত্য চাই, পথ সহজ হইল কি অসহজ হইল তাহাতো আমাদিগের ভাবিবার বিষয় নয়। যাহারা সত্য আশ্রয় করে, তুমি আপনি তাহাদিগের সহায়। তুমি যাহাদিগের সহায় তাহাদিগের নিকটে কিছুই কঠিন থাকিতে পারে না। আমরা আর কিছু বুঝি না, তোমায় বুঝি তোমায় জানি। সত্য ছাড়িলে যদি তোমায় ছাড়া হয়, তবে অণুমাত্র সত্যেরও আমরা অনাদর করিতে পারি না। সংসারের প্রতি তোমার নিত্য ব্যবহার সত্য, সেখানে তোমার জ্ঞান প্রেম পুণ্য শক্তি নিত্য প্রকাশ পাইতেছে। আমরা তোমার নয়নে যদি সংসারকে দেখিতে পারি তাহা হইলে, উহা কখন আমাদিগের বন্ধনের কারণ হইবে না, আমাদিগকে তোমার প্রতি ভক্তিযুক্ত করিয়া কৃতার্থ করিবে। সত্য আশ্রয় না করিয়া তোমার সঙ্গে যখন কোন প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করা যাইতে পারে না, তখন তোমার দ্বারে আমরা সর্ব্বপ্রথমে সত্যের ভিখারী হইয়া উপস্থিত হইতেছি। হে সত্যের অনন্ত প্রস্রবণ, তুমি আমাদিগের প্রাণে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের দৃষ্টিশক্তি সুতীক্ষ্ণ করিয়া দাও। সংসার আপনাকে চাকচিক্যে আবৃত করিয়া আপনার স্বরূপ ঢাকিয়া রাখে, সে আপনি কি আমাদিগকে বুঝিতে দেয় না, আমরা

বাহিরের দৃশ্যে ভুলিয়া যাই, এবং মিথ্যার ঘোরে পড়িয়া তোমা হইতে দূরে গিয়া পড়ি; তুমি আমাদিগেতে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের শক্তি সতেজ করিয়া দিলে, আর এ প্রকার বিপদে পড়িবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীহরি, ধর্ম্মের নামেও অনেক মিথ্যা আসিয়া জোটে, সে সকল যে তোমায় পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকটে ভাবান্তর করিয়া ফেলে, তুমি যেমন ঠিক তেমন ভাবে আর তোমায় কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারা যায় না। হে প্রভো, কি ধর্ম্ম, কি সংসার, কোথাও যেন মিথ্যার সংস্রব না থাকে। তোমার এবং আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, মিথ্যা মিথ্যা হইয়াও ব্যবধান করিয়া ফেলিয়াছে। অতএব হে দীনশরণ, এমন ভয়ানক শত্রুর সঙ্গে যেন আমাদিগের কখন সন্ধিবন্ধন না হয়। বিন্দুমাত্র মিথ্যা আমাদিগের জীবনে সাধন ভজনাদিতে প্রবেশ করিতে না পারে, তুমি আমাদিগের মনকে এমনই জাগ্রৎ করিয়া দাও। আজ আমরা সকলে বিনীতভাবে তব চরণে পড়িয়া সত্য ভিক্ষা করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সত্যবান্ কর, আমরা সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হই।

সত্য সাধনের প্রাণ।

সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সাধনে যাঁহারা প্রবৃত্ত, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সত্য আশ্রয় করিবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। এ সম্বন্ধে শৈথিল্য এই দেখায় যে, তাঁহাদের হৃদয় ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল নহে। আমি ঈশ্বরের সাধন করিতেছি অথচ আমার সত্যের প্রতি আদর নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না। এ পৃথিবী এমনি আশ্চর্য্য স্থান যে, এখানে সাধনে প্রবৃত্ত অনেক লোককে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কিসে সাধন সিদ্ধ হইবে, সাধনের প্রাণ কি, কি না থাকিলে সহস্র বর্ষ সাধন করিলেও সিদ্ধমনোরথ হইবার উপায় নাই, এ সকল বিষয়ে মনোনিবেশ অতি অল্প লোকের আছে। আমরা দেখাইতে চাই, সর্ব্ববিধ সাধনের সঙ্গে সত্য কি প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ।

প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক আমি কি জন্য সাধনে প্রবৃত্ত? সাধন না করিলে কি আমার চলে না? আমরা যাদৃশ অবস্থাপন্ন তাহাতে সাধন ভিন্ন আমাদিগের এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। আহার, বিহার, বিদ্যা প্রভৃতি সকলই চেষ্টাসাধ্য, আয়াস সাধ্য। যাহা কিছু চেষ্টা ও আয়াসসাধ্য, তাহাতেই সাধনের প্রয়োজন। সামান্য জীবগণের সামান্য জীবনোপযোগী বিষয়সমূহের অনুসরণ করিতে হয়, তাহাদিগেরও চেষ্টা করিতে হয়, আয়াস গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তাহাদিগের জীবন আহার ও বিহারে আবদ্ধ, সুতরাং সে চেষ্টা ও আয়াস অতি সামান্য, এজন্য উহা সাধন বলিয়া গণ্য নহে। মানুষ কেবল আহার বিহারে বদ্ধ নহে, তাহাদিগের উপার্জ্জনের বিষয় উচ্চ, সুতরাং তাহাদিগের চেষ্টা ও আয়াস সাধন নামে প্রসিদ্ধ। যে কোন বিষয়ে সাধন হউক, সত্যানুসরণ না করিয়া তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইবার উপায় নাই।

মিথ্যাময় জগতে মিথ্যার অনুসরণ না করিলে অনেক বিষয়ে সিদ্ধকাম হওয়া যায় না, ইহা সাধারণ লোকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে অনেক লোক মিথ্যা ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া সংসারে উন্নতি সাধন করিতে যায়। ঈদৃশ যত্নে অনিত্য বিষয়ের জন্য নিত্য আত্মার বিনাশ সাধিত হয়, সুতরাং অসত্যানুসরণে লোকে যে আপাত কৃতার্থতা মনে করে, তাহা কৃতার্থতা নহে, ইহা স্মরণে রাখিলে আর ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। আত্মার কল্যাণ সর্ব্বাগ্রে সাধন করিতে হইবে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, তাহা না করিয়া যে সকল ব্যক্তি পার্থিব বিষয়নিচয়ের নিকটে আত্মাকে বলিদান করে, তাহারা যদি তদ্দ্বারা প্রচুর পার্থিব সুখ সম্পদ্ও প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহারা অতি দীন কৃপাপাত্র। চরিত্রের হীনতা তাহাদিকে এমন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করে যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের

কেবল পারত্রিক অকল্যাণ উপস্থিত হয় তাহা নহে, ইহলোকে তাহারা বিবিধ প্রকারের শোক দুঃখ ক্লেশে নিপতিত হয়। যেখানে অধিকাংশ লোকের একই প্রকারের অবস্থা, সেখানে এই শোক দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা লোকে গণনায় আনয়ন করে না। যাঁহারা সত্যপথে বিচরণ করিয়া যথার্থ তত্ত্ব অবগত, তাঁহারা গোপনে এই সকল লোকের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, কিন্তু কয় জন লোকে তাহা দেখিয়া থাকে। লোকে দুঃখ ক্লেশ পাইয়া মনে করে, এ সংসার এই প্রণালী-তেই গঠিত, সুতরাং নিজকৃত দোষ প্রকৃতির উপরে আরোপ করিয়া আপনারা সর্ব্বপ্রকার নিন্দা ও ভৎর্সনা হইতে বিমুক্ত হয়। মিথ্যার অনুসরণ করিয়া যখন লোকদিগের ঈদৃশ অবস্থা তখন আমরা ইহাই নির্দ্ধারণ করিব সাংসারিক বিষয়সাধনে লোকে সত্যের অবহেলা করিয়া থাকে, এই জন্য তাহাদিগের এ প্রকার দুর্দ্দশা।

কেহ কেহ মনে করিবেন, আমরা এ কথা বলপূর্ব্বক বলিতেছি, সুখদুঃখাদির সঙ্গে সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই। যাঁহারা এরূপ মনে করিবেন তাঁহাদিগের সন্তুষ্টির জন্যও, এ সম্বন্ধে আমা-দিগকে কিছু বলিতে হইতেছে। সকলেরই মনে রাখা উচিত, মানুষ মানুষ, মানুষ পশু নহে। পশুর সময় এক মাত্র শরীর সাধনে অতিপাত হয় শরীরই তাহার সর্ব্বস্ব, মানুষেরও তাহাই, ইহা যদি কেহ নির্দ্ধারণ করেন, তবে তিনি সত্যের সীমা অতিক্রম করিলেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা বলি, অধিকাংশ লোক মুখে না বলুন কার্য্যতঃ এই সুস্পষ্ট সত্য প্রতি-মুহূর্ত্তে খণ্ডন করিতেছেন। শরীর ছাড়া তাঁহা-দের যে আত্মা আছে, এবং সেই আত্মার কল্যাণই যে, মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে গণনীয়, ইহা তাঁহারা এক বারও ভাবেন না। এই চিন্তাহীনতা তাঁহা-দিগকে শরীর ও ইন্দ্রিয়নিচয় এবং বিষয়সমূহ সহ এমনি জড়িত করিয়া ফেলে যে সে সমুদায় ছাড়া তাঁহাদিগের আর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এক বার এই সকলের জালে জড়া-ইয়া পড়িলে আর তাহা হইতে উদ্ধার হওয়া সুকঠিন। শরীরাধীনতা বশতঃ তাঁহাদিগের দুঃখ ক্লেশ শোক উপস্থিত হয়, ইহা যাঁহারা অস্বী-কার করেন, তাঁহারা অতিস্পষ্ট প্রমাণ অস্বীকার করেন। যদি তাঁহারা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া তাহাকে প্রাধান্য অর্পণ করিতেন, এরূপ কদর্থনায় তাঁহাদিগকে নিপতিত হইতে হইত না। এখানে সর্ব্বপ্রথমে সত্যের অবমাননা করিয়া বিষয়সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া হইয়াছে বলিয়াই সুখের স্থলে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

সাধনসম্বন্ধে এ সকল অবান্তর কথা। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যত্ন, চেষ্টা, প্রয়াসকেই সকলে সাধন বলিয়া জানেন। ধর্ম্ম যখন মুখ্য সামগ্রী, তখন ধর্ম্মসাধনই যে মুখ্যসাধন তাহাতে আর সন্দেহ কি? এখানে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সত্য আশ্রয় না করিলে কিছুই হয় না।

> "সত্যং সৎসু সদা ধর্ম্মঃ সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
> সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ॥
> সত্যং ধর্ম্মস্তপো যোগঃ সত্যং ব্রহ্ম সনাতনম্।
> সত্যং যজ্ঞঃ পরঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই নমস্য, সত্যই গতি, সত্যই তপস্যা, সত্যই যোগ, সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই যজ্ঞ, যাহা কিছু সকলই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, মহাভারত এ কথা কহিয়া কিছু অত্যুক্তি প্রকাশ করেন নাই, যাহা অত্যন্ত সত্য তাহাই বলিয়াছেন। যোগ তপস্যাদি সমুদায় সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত, এমন কি যে সকল বিধি নিয়ম এ সকলেতে অনুসৃত হয় তাহাও সত্যমূলক, কেন না সত্যই এক অবি-নশ্বর শাস্ত্র (সত্যমেকাক্ষরং শ্রুতম্)। সমুদায় সত্যে প্রতিষ্ঠিত কেন, আমরা সংক্ষেপে দেখা-ইতে চেষ্টা করিব, ইহাতেই প্রকাশ পাইবে সত্য কেন সাধনের প্রাণ।

প্রথমতঃ আমরা যে বস্তুর অনুকরণ করিব তাহা সত্য হওয়া চাই। মিথ্যা স্বয়ং অপদার্থ তাহার অনুসরণ নিষ্ফল। সমুদায় সত্যের মূল ঈশ্বরকে আমরা আশ্রয় করিলাম, ইহাতে আর কোন দ্বৈধ উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু

এখানেও দেখা সমুচিত, ঈশ্বরকে ঠিক যথাযথ আশ্রয় করিয়াছি কি না? যদি ঠিক যেমন তিনি তেমনি ভাবে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া না থাকি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকিবেন। ঈশ্বরসম্বন্ধে এমন একটি নির্ব্বিবাদ সত্য আশ্রয় করিয়া আমরা সাধন আরম্ভ করিব, যাহা কোন সম্প্রদায়ের লোক অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ঈশ্বরের সমুদায় স্বরূপের মধ্যে সত্যস্বরূপ নির্ব্বিবাদের ভূমি, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণও এই স্বরূপ উড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়েন নাই। সমুদায় উড়িয়া গেলে একটি অস্তিত্ব থাকিয়া যায়, যে অস্তিত্ব কোন উপায়ে অপসারিত করা যায় না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমুদায়ের বিলোপ সাধন করিলে এক অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে, এ অস্তিত্ব আমাদিগের অস্তিত্বের সহিত এমনই অচ্ছেদ্যযোগে আবদ্ধ যে নিজ অস্তিত্ব ভোলা যেমন অসম্ভব, এ অস্তিত্ব ভোলাও তেমনি অসম্ভব। যদি কেহ বলেন, যে অস্তিত্ব অবশেষ থাকে তাহা আমাদিগেরই অস্তিত্ব, আর এক অস্তিত্বের ভিতরে আমাদিগের অস্তিত্ব অনুভব এ কথা ঠিক নয়। এ সংশয়ের উত্তর অতিসহজ। যে অস্তিত্ব অবশেষ থাকে, আমরা তাহার কোন সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, উহা আমাদিগের নিকটে অনন্ত অস্তিত্বরূপে প্রতিভাত হয়, সেই অনন্তের ভিতরে আমরা কোথায় বিন্দুপ্রায় স্থিতি করিতেছি, তাহা খুজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব এই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অনন্ত সত্তাতে চিত্তস্থাপন, অত্যন্ত বিশুদ্ধ ভূমি, যোগিগণ এই জন্য এই সত্তাতে চিত্ত স্থাপন করিয়া থাকেন।

উপাস্য সহ সত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া পরিশেষে উপাসকের আপনার প্রতি দৃষ্টিনিঃক্ষেপ অতীব প্রয়োজন। উপাসককে সর্ব্বাগ্রে আপনি যাহা তাহা যথাযথ জানিতে হইবে। আপনাকে না জানিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকে পদে পদে অকৃতার্থ হইতে হইবে। আমি কি, আমার সামর্থ্য কি, আমার স্বরূপ কি, আমার প্রাপ্য কি, ইহা জানিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সমুচিত। যখন উপনিষৎ আপনাকে আপনি বিশেষরূপে জানিবার জন্য উপদেশ দিল, এবং আপনাকে জানিলে পরব্রহ্মকে জানা যায় নির্দ্দেশ করিল, তখন উহা একটি নিগূঢ় সত্য প্রকাশ করিল। আপনাকে স্বরূপতঃ না জানিলে ঈশ্বরকে কেহ জানিতে পারে না। যাহারা হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহ ছাড়া আত্মা বস্তু ধারণ করিতে পারে না, তাহারা ঈশ্বরকেও দেহাদিবিশিষ্ট ভিন্ন অন্য প্রকারে মনন করিতে সমর্থ হয় না। আত্মাকে দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র ধারণ করিয়া যদি উহার স্বরূপ ও সামর্থ্য অবিদিত থাকে তাহা হইলে বিপরীত বা অনুপযোগী সাধন অবলম্বন করিয়া বিফল যত্ন হইতে হয়। আমি কি চাই, লক্ষ্য কি, ইহা স্থির না করিয়া সাধন বৃথা সময় ও সামর্থ্য ব্যয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে গিয়া পরমাত্মার সহিত উহার ঘনিষ্ঠ হইতেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আত্মা সর্ব্বপ্রথমে আপনার সত্তা অনন্ত সত্তার মধ্যে প্রোথিত দেখিতে পায়। এই অনন্তের ক্রোড় ভিন্ন তাহার আর স্থিতির দ্বিতীয় স্থান নাই, ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করে। এই সত্তার সঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে শক্তি তেজ বিক্রম অনুভূত হয়। আপনার শক্তি তেজ বিক্রম এই অনন্ত সত্তা হইতে প্রসূত হইতেছে সহজে বিশ্বাস করে। এই অনন্ত শক্তি অন্ধশক্তি নহে, জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আধার, বরং ইহা হইতেই জ্ঞান প্রেম ও পুণ্য আপনার ভিতরে সঞ্চারিত হইতেছে, ইহা বুঝিতে আর অবশিষ্ট থাকে না। আত্মা তখন সত্তা শক্তি জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের জন্য সর্ব্বথা অনন্তের মুখাপেক্ষী, ইহা বুঝিতে পারে। আত্মা তখন অনায়াসে বলে, আমি কিছুই নই আমার ঈশ্বরই সকল। যখন আত্মা এই সত্যসম্বন্ধে ঈশ্বরকে অবলোকন করে, তখন তাহার যোগ সহজ হইয়া পড়ে।

ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ সত্যমূলক হইলে বিষয়নিচয় সহ তাহার যথার্থ সম্বন্ধ সহজে

স্থির হইয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বর সহ সত্য সম্বন্ধ প্রতীত হইবার পক্ষে বিষয়নিচয় সর্ব্বপ্রথম অন্তরায়। আত্মা ইহাদিগের দ্বারা এমনই আবৃত হইয়া পড়ে যে, সে বিষয়মধ্যে ঈশ্বরকে হারাইয়া ফেলে। বিষয় সহ শরীরের সম্বন্ধ; শরীর প্রথম হইতে একান্ত অভাবগ্রস্ত। স্বভাবের প্রেরণায় এই অভাব পূরণ করিতে গিয়া শারীরিক বৃত্তিনিচয় ক্রমে এমনই প্রবল হইয়া উঠে যে, আত্মা তাহাদিগের দ্বারা সর্ব্বথা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আত্মা যখন তাহাদিগকে লইয়া অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়, তখন আপনাকে ভুলিয়া যায়, আপনাকে ভুলিয়া গেলে ঈশ্বরকেও তাহার সঙ্গে বিস্মৃত হইতে হয়। সাক্ষাৎ উপলব্ধি থাকে না বলিয়া আত্মা ও ঈশ্বর তখন কেবল শব্দমাত্রে স্থিতি করেন। বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যায় বলিয়া ঈদৃশ ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়। এই ব্যতিক্রম নিবারণ করিতে হইলে বিষয়ের স্বরূপ, প্রয়োজন, তাহাদিগের যথার্থ মূল্য সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় হওয়া আবশ্যক। সেই সমুদায় জানিয়া তাহাদিগের সহিত যতটুকু সম্বন্ধ সত্য তাহা রক্ষা করিলে সাধকের সাধনে কোন প্রকার অন্তরায় উপস্থিত হয় না।

ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়ের পরিচালনে সুখ আছে, অন্যথা তাহাতে মনুষ্যের প্রবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল না। এই সুখের ক্ষণস্থায়িতা নিত্য প্রত্যক্ষ। ক্ষণিক সুখের পর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই দুঃখ আবার সেই সুখের আগমনের প্রতীক্ষায় লোকে বহন করে। এখানে সুখপ্রাপ্তি অপেক্ষা দুঃখেরই আধিক্য। কালে সুখপ্রাপ্তির সামর্থ্য চলিয়া যায়, দুঃখই কেবল অবশিষ্ট থাকে। অনেক স্থলে এমনও হয় যে, সুখসম্ভোগের সামর্থ্য সত্ত্বেও সমূহ অন্তরায় উপস্থিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন দুঃখেতে জীবকে নিঃক্ষিপ্ত রাখে। এ স্থলে সুখ তো হয়ই না, দুঃখ ভয়ানক তীব্র হইয়া পড়ে। বিষয়সুখের এই স্বরূপ জানিয়া যাঁহারা নিত্য সুখের জন্য প্রয়াস যত্ন ও চেষ্টা নিয়োগ করেন, তাঁহাদিগের নিকটে অচিরে আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই স্বরূপানুসারে সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে বিষয় আর সুখের অন্তরায় হইতে পারে না। ঈশ্বরের নামগুণকীর্ত্তনাদিতে অবিচ্ছিন্ন সুখ সমুপস্থিত হইয়া সাধকের সাধন ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে সত্যই যে সাধনের প্রাণ ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইল, সর্ব্বত্র এইরূপ সত্যের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যাহা কিছু সৎ বলিয়া গণ্য, সে সমুদায়ই সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত, সত্যই তাহাদিগের প্রাণ।

বাক্য সামান্য নয়।

চীন দেশীয় শাস্ত্রে কথিত আছে, "প্রাচীনগণ তখন তখনই কেন বাক্য উচ্চারণ করিতেন না তাহার কারণ এই, তাঁহারা ভয় করিতেন, কি জানি বা তাঁহাদের কার্য্য তদনুরূপ না হয়।" এতদ্দারা বাক্য উচ্চারণের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইতেছে। এ কথা বলা কিছু অত্যুক্তি নহে যে, আমাদিগের বাক্যের উপরে আমাদিগের পরিত্রাণ নির্ভর করে। আমাদের বাক্য আমাদিগের হৃদয়ের অনুরূপ। আমরা কি, আমাদের কথা তাহা প্রকাশ করিয়া থাকে। যদি কেহ বলেন, মানুষ আপনি যাহা নহে, শিক্ষিত বাক্য ব্যবহার করিয়া লোকের নিকটে অনেক সময়ে তাহা দেখাইয়া থাকে; এস্থলে বাক্য হৃদয়ের অনুরূপ কি প্রকারে বলা যাইবে?

মানুষ অপরকে বঞ্চনা করিবার জন্য যাহা করিয়া থাকে, তাহা তাহার হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত নহে। এই বঞ্চনার ব্যাপারে বহু প্রয়াস স্বীকার করিয়া তবে তাহার আপনাকে গোপন রাখিতে হয়। কিন্তু এই যত্ন কখন তাহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। যিনি ধীর, নিয়ত বাক্যে ও আচরণে সত্যের অনুসরণ করেন, তিনি সে ব্যক্তির সেই সকল বাক্য ঠিক হৃদয় হইতে প্রসূত

কি অভ্যস্ত ভাষামাত্র, বুঝিয়া ফেলিতে পারেন। সময়ে সকল লোকেই তাহাকে ধরিয়া ফেলেন। এক ব্যক্তির নিরন্তর সাবহিত থাকা কখনই সম্ভবপর নহে, এমন কথা তাহার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হয়, কথা ও আচরণের এমন বৈষম্য উপস্থিত হয় যে, লোকে আর তাহার কথায় শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারে না।

পূর্ব্বতন কালের সাধকগণ বাক্য উচ্চারণের দায়িত্ব অনুভব করিয়া তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে বাক্যসংযমে প্রবৃত্ত হইতেন। যাহারা বৃথা নানা কথা কহিয়া সময় অতিপাত করে, তাহাদিগের কেবল মিথ্যা জীবনক্ষয় হয় তাহা নহে, তাহাদের ঈশ্বর পরলোক প্রভৃতি অধ্যাত্ম বিষয়সমূহে যে আস্থা নাই, তাহা তাহাদিগের এইরূপ বৃথা কথায় সময়ক্ষেপে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। বৃথা নিষ্ফল কথায় যতটুকু সময় অতিপাত হয়, ততটুকু আত্মহননের ব্যাপার বলিয়া গণ্য, কেন না সে সকল কথায় আত্মা বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না হইয়া ক্ষীণবল হয়, বিষয়প্রবৃত্তিনিচয়ের অনুগত দাস হইয়া পড়ে, পরলোকের জন্য সম্বল সঞ্চয় করিতে না পারিয়া একান্ত নিঃস্ব ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। কথার সঙ্গে এক দিকে যেমন নীচতা ক্ষুদ্রতা হিংসা, দ্বেষ ও পশুত্ব, আর একদিকে তেমনি প্রেম, পুণ্য, শক্তি, উৎসাহ, উদ্যম, মহত্ত্ব ও দেবত্ব সংযুক্ত আছে। অসার প্রসঙ্গ, পরাপবাদ, কুপ্রবৃত্তি সমূহের উত্তেজক আলাপ, এ সমুদায় আত্মার দৌর্ব্বল্য ও বিনাশের হেতু, সুতরাং এ সকল আত্মহনন ব্যাপার মধ্যে গণ্য। সৎপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরপ্রসঙ্গে প্রেম পুণ্যাদির পরিবৃদ্ধি, সুতরাং ইহাতে আত্মার পরিপুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়। অসার প্রসঙ্গাদির সঙ্গে দেবাবির্ভাব নাই, কেবল পশুত্বের ও আসুরিকত্বের যোগ, তাই উহার অনিষ্টকারিতা। সৎপ্রসঙ্গ ঈশ্বরপ্রসঙ্গের মধ্যে দেবাবির্ভাব স্পষ্ট বিদ্যমান, তাই দেবত্ব সঞ্চারিত করিয়া সকলকে কৃতার্থ করে। এই দ্বিবিধ কথার কোনটীতে কাহার অনুরাগ তদ্দারা লোকের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যেখানে বন্ধুগণের একত্র সমাগম হয়, সেখানেই কথা প্রবৃত্ত হয়। এখানে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকে না, সুতরাং ঠিক হৃদয়ানুরূপ প্রসঙ্গ অবাধে চলে। যে যে প্রকারের লোকের সঙ্গ রাখে, সেই সঙ্গ দ্বারা তাহাকে চিনিতে পারা যায়, এই যে একটী লোকপ্রসিদ্ধ কথা আছে, তাহার মূলে কথাপ্রসঙ্গের বিশেষ যোগ আছে। লোকে আপনার হৃদয়ের অনুরূপ লোক খুঁজিয়া লয়, কেন না যে ব্যক্তির নিকটে হৃদয় খুলিয়া কথা কহিতে না পারা যায়, তাহার সঙ্গ কেহ অন্বেষণ করে না। বিষয়ের প্রতি অনুরাগী লোক বিষয়ীর অন্বেষণ করে, কেন না তাহার সঙ্গে সে বিষয়ের আলাপ করিবে, বিষয়ের তথ্য সমুদায় অবগত হইবে। ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণ বিষয়ীর সঙ্গে অধিক ক্ষণ থাকিতে পারেন না, বিষয়ের প্রসঙ্গে তাঁহারা একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়েন, সুতরাং তাঁহারা ব্যাকুলতার সহিত ঈশ্বরপ্রেমিক লোকদিগের সঙ্গ অন্বেষণ করেন। সঙ্গ দেখিয়া লোক চিনিতে পারিবার কারণ ইহাই। বন্ধুগণের সম্মিলনস্থলে কথার দ্বারা লোকের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাঁহারা আপনাদের জীবনের গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করেন, তাঁহারা বাগ্ব্যবহারবিষয়ে কিছুতেই উদাসীন হইতে পারেন না। কোন্ প্রকার কথায় তাঁহাদের রুচি, কোন্ প্রকারের প্রসঙ্গ করিতে তাঁহারা ভালবাসেন, তদ্দারা তাঁহারা আপনাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা বুঝিতে পারেন। তাঁহারা সাধনে প্রয়াসবান্ হইলেও বন্ধুগণের সঙ্গে প্রসঙ্গকালে অলক্ষিতভাবে হৃদয়ের গুপ্ত আসক্তির প্রসঙ্গে প্রমত্ত হইয়া পড়েন, এবং অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়া শেষে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা তাদৃশ প্রসঙ্গে কি প্রকার আত্মার ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। মানুষ কোন না কোন প্রকারের প্রসঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু সেই প্রসঙ্গ যদি তাহার আত্মার অধোগতিসাধনে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকাই শ্রেয়স্কর এই মনে করিয়া মুনিগণ মৌন-

ব্রত বিষয়প্রসঙ্গের সম্বন্ধে বদ্ধ রাখিয়া, পরমাত্ম-প্রসঙ্গস্থলে তাঁহারা আপনাদিগের এই ব্রত শিথিল করিতেন।

সংসারে অবস্থান করিলে কখন কখন বিষয়-সম্বন্ধে কথা কহিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকগণ এই জন্য সংসারের সম্বন্ধ পরিহার করিতেন। আমরা সংসারে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মসাধন করি-তেছি, এ জন্য কখন কখন বিষয়ের কথা অপরি-হার্য্য। এখানেও আমরা বিষয়রসে রসিক অথবা ধর্ম্মরসে রসিক, ইহা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারি। যদি আমরা দেখিতে পাই, বিষয়ের আলাপে আমাদের বিলক্ষণ রসানুভব হয়, তাহা হইলে আমাদের মন বিষয়ের প্রতি গূঢ়ভাবে আকৃষ্ট তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে যাহা অন্তরের সহিত ভালবাসে, তাহারই প্রসঙ্গ করিতে সে ব্যাকুল, এ কথা বিস্মৃত না হইলে আর ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা নাই। আমরা বাক্য-প্রয়োগসম্বন্ধে অল্প যাহা কিছু বলিলাম তাহাতেই বাক্য যে সামান্য নয়, ইহা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। বাক্যপ্রয়োগের দায়িত্ব স্মরণে রাখিয়া যে বাক্যে দেবাবির্ভাব থাকে, তাদৃশ বাক্য কথন ও শ্রবণে প্রবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নূতন বিধান ধর্ম্মসম্বন্ধে একটি নূতন যুগ আনয়ন করিয়া-ছেন, এ কথার অনেক বার উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু উহার গুরুত্ব সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে কি না সন্দেহ? ঈশ্বরের সাক্ষাদ্দর্শন শ্রবণ নববিধান, তদ্ভিন্ন নববিধান হইতে পারে না, এখন এ কথা অনেকের নিকটে মতেতেও দাঁড়াইয়াছে কি না সন্দেহ। যখন আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন যে, আচার্য্যদেব ভিন্ন আর কাহার দর্শন শ্রবণ হয় না, অথচ এই সকল ব্যক্তি নববিধানভুক্ত, তখনই বুঝা যাইতেছে নব-বিধান দর্শনশ্রবণের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন না। তাঁহারা বলিবেন, (১) এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক মণ্ডলী; (২) আত্মার অনন্ত উন্নতি; (৩) ঋষি ও সাধু মহাজনগণের সঙ্গে যোগ; (৪) ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব, মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব এবং এবং নারীর ভগিনীত্ব (৫) জ্ঞান এবং পবিত্রতা, ভক্তি ও কর্ম্ম যোগ এবং বৈরাগ্যের উচ্চতম পরিণতিতে সামঞ্জস্য; (৬) রাজভক্তি; কৈ এই সকল নব-বিধানের মতের ভিতরে দর্শনশ্রবণের প্রাধান্য কোথায়? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহারা আজও এই সকল মত গ্রহণ করেন নাই, গ্রহণের উপযুক্ত হন নাই, তাঁহাদের কথাই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। তাঁহারা জানেন, একত্ব ও সামঞ্জস্য নববিধান, কিন্তু এই একত্ব ও সামঞ্জস্য কিসে সমুপস্থিত হয়? জ্ঞান এবং পবিত্রতা, ভক্তি ও কর্ম্ম, যোগ এবং বৈরাগ্যের উচ্চতম পরিণতিতে। জ্ঞানের উচ্চতম পরিণতি কি? দর্শন। কর্ম্ম ও পবিত্রতার উচ্চতম পরিণতি কি? শ্রবণ। ভক্তির উচ্চ-তম পরিণতি কি? দেখিয়া সমগ্র হৃদয় অর্পণ। বৈরাগ্যের উচ্চতম পরিণতি কি? ঈশ্বর ভিন্ন অন্য সমুদায়ের প্রতি আসক্তি নির্ব্বাণ। যোগের উচ্চতম পরিণতি কি? ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে নিত্য একত্র বাস। এখন জিজ্ঞাসা এই, এই সকল মত কি আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে নববিধান গ্রহণ করা হয়, না এই সকল মতের কার্য্য জীবনে আরম্ভ হইলে নব-বিধান গ্রহণ করা হয়? যদি জীবনে আরম্ভ না হইলেও কেবল মানিলেই হয়, তাহা হইলে নববিধান ও অন্যান্য ধর্ম্মে কোন ইতর বিশেষ নাই, কেন না সকল ধর্ম্মেতেই এ সকলের সমাদর আছে, এবং মতের মধ্যেও গণ্য। যদি জীবনে আরম্ভ হইলে নববিধান গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে কখন ইহার আরম্ভ হইল কিরূপে জানিতে পারা যায়। অবশ্য যখন ঈশ্বর দর্শন হয় এবং তাঁহার কথা শুনিয়া লোকে চলিতে থাকে। যিনি নব-বিধান পৃথিবীর নিকটে অভিব্যক্ত করিলেন, তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই নববিধান ছিলেন। কিরূপে ছিলেন? সাক্ষা-দ্দর্শনশ্রবণরূপে। দর্শনশ্রবণ ভিন্ন যখন সমুদায়ের সামঞ্জস্য কখন হইতে পারে না, দর্শনশ্রবণই যখন প্রবর্ত্তকের জীবনের প্রথম হইতে মূল উপাদান, তখন দর্শনশ্রবণ ভিন্ন নববিধানের স্থিতি, কি প্রকারে সম্ভব? নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান, এ কথা বলার অর্থই থাকে না, যদি দর্শন ও শ্রবণ বাদ দেওয়া হয়।

হদিস।

মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের মধ্যে কোরাণশরিফ সর্ব্ব-প্রধানরূপে গণ্য, তাহার পরই হদিস সম্মানিত। সহিহ মোসলেম, সহিহ বোখারি, মেশকাতোল্ মসাবিহ প্রভৃতি অনেকগুলি সম্মান্য হদিস গ্রন্থ আছে। এই সকল হদিস আরব্য ভাষায় নিবদ্ধ। এস্লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদ যখন যে বিষয়ে যে কথাটী বলিয়াছেন বা যে কার্য্য করিয়াছেন, হদিসে সেই সমুদায় শ্রেণীবদ্ধরূপে বিবৃত। স্নান ভোজন শয়ন ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় বিষয়ে হজরত মোহম্মদ কখন কিরূপ আচরণ করিয়াছেন এবং কি কি কথা বলিয়াছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁহার বিশ্বাসী সহ-চরগণ দর্শন শ্রবণ করিয়া মনে রাখিয়াছিলেন, পরে যথোপ-যুক্ত প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হদিস প্রকাণ্ড গ্রন্থ,

কোরাণ অপেক্ষা সুবৃহৎ। আমরা মেশকাতোল্ মসাবিহ হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি উপযুক্ত সময়ে উহা বঙ্গীয় গ্রন্থে নিবদ্ধ হইবে। কোরাণের ন্যায় ইহার আক্ষরিক অনুবাদ অনাবশ্যক বোধ করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলে আরব্য বাক্যের ভাবমাত্র গ্রহণ করা গেল। হজরতের অনুগামীদিগের মধ্যে যে যে ব্যক্তি হজরতের ক্রিয়া ও উক্তি সম্বন্ধে যে যে কথা বলিয়াছেন সেই সেই বাক্যের নিম্নে তাঁহাদের নাম অঙ্কিত হইল।

নমাজ।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, প্রতিদিন পাঁচবার নমাজ পড়া বিধি, প্রতি শুক্রবারে বিশেষ ব্রত, প্রতি রমজান মাসে উপবাস ব্রত পালনীয়। গুরুতর পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিলে লঘু পাপের ইহাতেই প্রায়শ্চিত্ত। (আবুহুরায়ার উক্তি।)

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা কি দেখিয়াছ যদি তোমাদের কাহারও দ্বারদেশ দিয়া জলপ্রণালী প্রবাহিত হয়, এবং সে তাহাতে প্রতিদিন পাঁচবার স্নানাবগাহন করে, তবে কোন ক্লেদ কি তাহার শরীরে থাকে? বিশ্বাসিগণ এক বাক্য বলিলেন, কিছুই থাকে না। তখন তিনি বলিলেন, পাঁচবার নমাজের এই দৃষ্টান্ত, পরমেশ্বর ইহা দ্বারা পাপ সকল বিলুপ্ত করেন। (ঐ)

কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক ব্যক্তির স্পর্শদোষ হইয়াছিল। সে হজরত মোহম্মদের নিকটে আসিয়া তাহা জ্ঞাপন করিল। তাহাতে তিনি এই প্রত্যাদেশ লাভ করেন, দিবার বিভিন্ন ভাগে, এবং রজনীতে কিয়ৎক্ষণ নমাজ পড়িবে, নিশ্চয় পুণ্য পাপকে দূর করে। তখন সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, প্রেরিত পুরুষ, শুদ্ধ আমার প্রতি কি এই বিধি? হজরত বলিলেন, আমার মণ্ডলীস্থ সমগ্র লোকের প্রতি এই বিধি। (মসউদের পুত্র)

এক ব্যক্তি আসিয়া হজরতকে বলিয়াছিল, প্রেরিত পুরুষ, আমি বেত্রাঘাত পাইবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছি, আঘাত করুন। তখন এ বিষয়ে হজরত তাহাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না, নমাজের সময় হইয়াছিল, নমাজ পড়িতে লাগিলেন। সেই ব্যক্তিও হজরতের সঙ্গে নমাজে যোগ দান করিল। হজরত নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে সেই লোকটি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, প্রেরিত পুরুষ, আমি বেত্রাঘাত পাইবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছি, যথাবিধি প্রহার করুন। তখন হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নিশ্চয় আমার সঙ্গে নমাজ পড় নাই? সে বলিল, হাঁ পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় ঈশ্বর তোমার অপরাধ অথবা বেত্রাঘাত দণ্ড ক্ষমা করিয়াছেন। (১) (ওন্স)

প্রেরিত মহাপুরুষকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন্ কার্য্য ঈশ্বর অধিকতর ভালবাসেন? তিনি বলিলেন, যথাসময়ে নমাজ পড়া। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোন্ কার্য্য? বলিলেন, পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কি? বলিলেন, ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা। (মসউদের পুত্র)

হজরত বলিয়াছেন, ঈশ্বরকিঙ্করেতে নমাজ আছে, কাফেরগণে নমাজ নাই, উভয়ের মধ্যে এই ভিন্নতা। (জাবের)

হজরত বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর পাঁচ বার নমাজ পড়িবার বিধি দিয়াছেন, যে ব্যক্তি যথাসময়ে নমাজের অজু করে ও স্তুতি প্রার্থনা করে, এবং তাহার রকু সকল পূর্ণ করে (১) এবং তাহাতে দীনতা কাতরতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে পাপ ক্ষমার অঙ্গীকার আছে, এবং যে তাহা করে না, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকটে অঙ্গীকার নাই, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহার পাপ ক্ষমা করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তিদান করিতে পারেন। (এবাদা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, তোমরা পাঁচ বার নমাজ পড়িতে থাক, এবং এক মাস রোজা পালন কর ও ধনসম্পত্তির জকাত দান কর, (২) দলপতি যখন আদেশ করেন তাহা মান্য কর, তাহা করিয়া ঈশ্বরের স্বর্গে প্রবেশ কর।

(আবু এমামা)

হজরত বলিয়াছেন, সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তোমাদের সন্তানদিগকে নমাজ পড়িতে অনুমতি করিও, দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাহাদিগকে নমাজের জন্য তাড়না (শারীরিক দণ্ড বিধান) করিও, এবং শয্যাতে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য বিধান করিও। (শয়িবের পুত্র ওমরের পিতাপিতামহ পরম্পরাগত উক্তি।)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, আমাদের সম্বন্ধে ও সেই কপটদিগের সম্বন্ধে বিশ্বাসের দৃঢ়তাবিষয়ে যে অঙ্গীকার আছে তাহা নমাজ, যে ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছে নিশ্চয় সে কাফের হইয়াছে। (বুরিদা)

এক ব্যক্তি হজরত মোহম্মদের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল যে, হে প্রেরিত পুরুষ, আমি মদিনা নগরের দূরতর প্রদেশে একটি স্ত্রীলোকের প্রতি বল প্রকাশ করিয়াছি, সম্পূর্ণ ব্যভিচার করি নাই। আমি তো এই আপনার নিকট উপস্থিত। অতএব আমার প্রতি আপনি যেরূপ ইচ্ছা হয় দণ্ডাজ্ঞা করুন। ইহা শুনিয়া হজরতের প্রচারবন্ধু ওমর বলিলেন, সত্যসত্যই যদি তুমি নিজের চরিত্রদোষ গুপ্ত রাখিতে ঈশ্বরও তোমার এবিষয় গুপ্ত রাখিতেন। সেই সময় মহাপুরুষ মোহম্মদ কিছুই বলিলেন না। পরে সেই লোকটি দাঁড়াইল ও

১ হজরত মোহম্মদ যখন গুরুতর অপরাধীকে অনুতপ্ত হইয়াছে ও আপনা হইতে অপরাধ স্বীকার করিতেছে দেখিতেন, তখন আর তাহাকে অন্য কোন দণ্ড বিধান করিতেন না। কেবল নিয়মিত উপাসনার বিধি তাহাকে দান করিতেন, কেন না কেবল তাহাতেই সে রক্ষা পাইবে, এই তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

১ নমাজের অঙ্গ বিশেষ শেষ হইলে যে মস্তক অবনত ও পৃষ্ঠদেশ কুব্জ করা হয় তাহাকে রকু বলে।

২ নির্দ্দিষ্ট আয়ের ন্যূনকল্পে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধর্ম্মার্থ দান করাকে জকাত বলে।

চলিয়া গেল। তখন হজরত এক ব্যক্তিকে তাহার অনুসরণে পাঠাইলেনও তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং তাহার নিকট এই প্রবচনটি পাঠ করিলেন, যথা ;—দিবসের বিভিন্নভাগে এবং রজনীর কিয়ংক্ষণ নমাজকে প্রতিষ্ঠিত কর, নিশ্চয় পুণ্য অপুণ্যকে দূর করে। উপদেশ প্রার্থীর জন্য এই উপদেশ।" মণ্ডলীরএক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, প্রেরিত পুরুষ, এই বিধি কি বিশেষ ভাবে এই ব্যক্তির জন্য? তিনি বলিলেন, না, বরং সমুদায় মনুষ্যের জন্য।

(মস্‌উদের পুত্র আবদুল্লা)

হজরত মোহম্মদ শীতকালে বাহিরে গিয়াছিলেন। তখন বৃক্ষের পত্র সকল ঝরিয়া পড়িতেছিল, তিনি একটি বৃক্ষের শাখা হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন, ইহা হইতে দেখ কেমন পত্র সকল ঝরিতেছে। অনন্তর আবুজরর্‌ বলিয়া ডাকিলেন। আবুজরর্‌ বলেন, আমি বলিলাম, হে প্রেরিত পুরুষ, আমি আপনার পদতলে উপস্থিত আছি। তখন তিনি বলিলেন,এক জন বিশ্বাসী দাস ঈশ্বরের আননকে লক্ষ্য করিয়া যখন নমাজ পড়েন তখন এই শাখার পত্রের ন্যায় তাহা হইতে পাপ সকল ঝরিয়া পড়ে।

(আবুজরর্‌)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নমস্কার (সেজ্‌দা) দ্বয় পর্য্যন্ত নমাজ পড়ে, তাহাতে ভুল করে না, ঈশ্বর তাহার পূর্ব্বতন পাপ সকল ক্ষমা করেন। (খালেদের পুত্র জয়দ)

হজরত মোহম্মদ এক দিন নমাজের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহা আয়ত্ত করিয়াছে তাহার জন্য জ্যোতিঃ, স্বর্গীয় প্রমাণ, এবং বিচারের দিনে পরিত্রাণ আছে, এবং যে ব্যক্তি তাহা আয়ত্ত করে নাই তাহার জন্য জ্যোতিঃ নষ্ট, স্বর্গের প্রমাণ নাই, এবং পরিত্রাণ নাই। সে পুনরুত্থানের দিনে কারুণ, ফেরওণ ও হামান এবং আবুজহলের সঙ্গে থাকিবে। (১) (ওমেরের পুত্র আবদুল্লা)

আবু দর্দা বলিয়াছেন, আমার বন্ধু (হজরত মোহম্মদ) আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন, যদি তুমি অস্ত্রে ছিন্ন ও অগ্নিতে দগ্ধও হও তথাপি কোন বস্তুকে ঈশ্বরের অংশী করিও না ; বিধিনির্দ্দিষ্ট নমাজ পরিত্যাগ করিও না ; যে ব্যক্তি তাহা পরিত্যাগ করে নিশ্চয় ঈশ্বরের প্রতি, প্রেরিত পুরুষের প্রতি তাহার ভারাপর্ণ আর থাকে না, এবং তুমি সুরাপান করিও না, নিশ্চয় ইহা সমুদায় পাপের মূল। (আবুদর্দা)

ঈশার অনুকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

একাদশ অধ্যায়।

ক্রুশানুরাগীর সংখ্যা অল্প।

১। ঈশা তাঁহার স্বর্গীয় রাজ্য ভালবাসার অনেক লোক পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ক্রুশবাহক অতি অল্প লোকই লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার সান্ত্বনার অভিলাষী অনেক, কিন্তু তাঁহার যন্ত্রণার অভিলাষী অল্প।

তাঁহার ভোজনের সঙ্গী তিনি অনেক পান, কিন্তু তাঁহার উপবাসের সঙ্গী অল্প।

সকলেই খৃষ্টের সঙ্গে আমোদ করিতে চায়, কিন্তু তাঁহার জন্য কিছু বহন করিতে চায় না।

অনেকে রুটিকা ভঙ্গ পর্য্যন্ত ঈশার অনুবর্ত্তী হয়, কিন্তু অল্প লোকে তাঁহার যন্ত্রণার পানপাত্র হইতে পান করিয়া থাকে।

অনেকে তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়ার সম্ভ্রম করে, কিন্তু অল্প লোকে তাঁহার ক্রুশের অবমাননার অনুবর্ত্তন করে।

যত দিন সব ভাল চলে, তত দিন অনেকে ঈশাকে ভাল বাসে। যত দিন তাঁহা হইতে কোন প্রকারের সান্ত্বনা লাভ করে, তত দিন তাঁহাকে অনেকে প্রশংসা করে এবং ধন্যবাদ দেয়।

কিন্তু ঈশা যদি তাঁহাদিগের হইতে মুখ লুক্কায়িত করেন, এবং কিছু কালের জন্য ত্যাগ করেন, তবে তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, অথবা উদ্যমহীন হইয়া পড়ে।

২। কিন্তু যাহারা আপনাদের সান্ত্বনার জন্য নয় ঈশ্বরের জন্য ঈশাকে ভাল বাসে, তাহারা উচ্চতম সান্ত্বনা মধ্যে যেমন তেমনই সর্ব্ববিধ আপদ্বিপদ এবং হৃদয়ের যন্ত্রণার মধ্যে তাঁহাকে ভাল বাসে এবং প্রশংসা করে।

অপিচ যদি কখনও তিনি সান্ত্বনা না দেন, তবু তাহারা তাঁহাকে প্রশংসা করিবে, এবং ধন্যবাদ দিবে।

৩। যখন আপনার লাভালাভ বা আপনার প্রতি ভাল বাসা মিশ্রিত না থাকে, তখন ঈশার প্রতি বিশুদ্ধ ভালবাসা কি প্রবল!

যাহারা সর্ব্বদা সান্ত্বনা অন্বেষণ করে তাহারা কি বেতনভুক্ মধ্যে গণ্য নহে?

যাহারা নিরত আপনাদের লাভ সম্মুখে রাখে, তাহারা ঈশা অপেক্ষা স্পষ্ট আপনাদিগকে কি ভাল বাসে না?

সে ব্যক্তিকে কোথায় পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি স্বার্থবিরহিত সেবা ঈশ্বরকে দিতে ইচ্ছুক?

৪। এরূপ আধ্যাত্মিক লোক কদাপি পাওয়া যায় যে সমুদায়বিষয়স্পৃহাশূন্য।

কারণ এমন মানুষ কোথায় পাওয়া যায় যে ব্যক্তি যথার্থ দীনাত্মা, এবং সমুদায় সৃষ্ট পদার্থ হইতে সর্ব্বদা নির্লিপ্ত। "দূর থেকে, পৃথিবীর প্রান্ত থেকে (আনীত বস্তুর ন্যায়) তাহার মূল্য।"

মানুষের যাহা আছে তাহার সমুদায় দিলেও তবু কিছুই নয়।

যদি সে অধিক কৃচ্ছ্র সাধন করে, তবুও সামান্য।

যদিও সমুদায় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, তবুও সে অনেক দূরে

(১) কারুণ নামক ব্যক্তি ধনাসক্ত মহাধনী ছিল। ফেরওণ মেসরের রাজা ছিলেন। তিনি আমিই ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাপন পূর্ব্বক নিজের মূর্ত্তি পূজাতে প্রজাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন,হামান তাঁহার মন্ত্রী তাঁহার মতাবলম্বী ছিলেন। আবুজহল, একেশ্বরবাদের ও হজরত মোহম্মদের পরম শত্রু ছিল।

অপিচ যদিও তাহার খুব ধর্ম্ম থাকে, সমগ্র উপাসনা শীলতা থাকে, তবুও তাহার অনেক অভাব আছে।

"একটি বিষয় প্রয়োজনীয়" এবং তাহার পক্ষে সেইটি সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক আবশ্যকীয়।

এটি কি? এটি সমুদায় ছাড়িয়া দিয়া আপনাকেও ছাড়িয়া দেওয়া ও সম্পূর্ণরূপে আপনাকে অহন্তাব বিমুক্ত করা, এবং কিছু অবশিষ্ট না রাখিয়া আপনাকে অস্বীকার করা।

অধিকন্তু যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহার সমুদায় করা হইলেও সে মনে করে কিছুই করা হয় নাই।

৫। যাহা লোকে বড় বলিয়া মনে করে সে যেন তাহাকে বড় বলিয়া মনে না করে। সত্যতঃ সে আপনাকে অকর্ম্মণ্য দাস বলিয়া প্রকাশ করুক, যেমন সত্য বলে "যাহা তোমাকে আদেশ করা হইয়াছে তাহার সমুদায় করিয়া বল, আমরা অকর্ম্মণ্য দাস।"

তখন সে দীনাত্মা এবং সর্ব্বশূন্য হইতে পারে যখন সে ঋষির সঙ্গে বলিতে সমর্থ হয় "আমি সম্পূর্ণ অসহায় এবং দীন।"

তবু যে ব্যক্তি আপনাকে এবং সমুদায় বিষয়কে ছাড়িয়া দিতে জানে, এবং অতি নিম্ন স্থান অধিকার করে, সে ব্যক্তির ন্যায় কেহ সমধিক ধনীও নয়, মুক্তও নয়, সমর্থও নয়।

ব্রহ্মস্তোত্র।

স্বর্গগত শ্রীমৎকালীশঙ্করদাসনিবন্ধ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মাতুর্দৃষ্টিরিবানুরাগতরলা স্নেহেন শশ্বদ্রতা
ধ্যায়ন্ত্যা নিজরক্ষণাক্ষমশিশোর্নিত্যং পতৎসঙ্কটম্।
বদ্ধ দৃষ্টির্ব্বিচরত্যতন্দ্রিতগতিঃ প্রত্যেকজীবাদিষু
ত্বাং দেবং বিভজে তমেব জগতাং দ্রষ্টারমেকং শিবম্॥ ১১॥

আপনাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ শিশুর নিত্য পতনশীল বিপদের চিন্তাকারিণী জননীর সতত স্নেহাকৃষ্ট অনুরাগচঞ্চল দৃষ্টির ন্যায় যাঁহার দৃষ্টি প্রত্যেক জীবাদিতে অনলস ভাবে বিচরণ করিতেছে, সেই একমাত্র জগতের মঙ্গলময় দ্রষ্টা দেবতা তোমাকে প্রণতি করি।

মাতেবাতিমমত্বসিক্তহৃদয়স্তিষ্ঠংশ্চ পার্শ্বে সদা
যো জাগর্ত্তি চরাচরেষু সততং সুপ্তেষু কারুণ্যভূঃ।
অর্থান্ যো বিদধাতি নিত্যমখিলান্ স্থিত্বা স্বয়ং সন্নিধৌ
তং দেবং বিভজে সদা শিবকরং ত্বামেকমন্তশ্চরম্॥ ১২॥

যখন সমস্ত চরাচর নিদ্রা যায়, তখন মমতাবশতঃ আর্দ্র-হৃদয় হইয়া যে করুণানিধান জননীর ন্যায় সর্ব্বদা পার্শ্বে থাকিয়া জাগরণ করেন এবং সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া যিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সকল বিধান করেন, সেই অন্তর্যামী মঙ্গলময় দেবতা তোমাকে প্রণতি করি।

জ্ঞানং তে সূর্য্যতুল্যং প্রচরতি হৃদয়ে মানবানাং যদৈষাং
হিংস্রাস্তেজোহসহন্তো হৃদয়বিলশয়াঃ সত্বরং বিদ্রবন্তি।
গুপ্তাঃ পাপাভিলাষা মনুজমনসিজা গূঢ়রূপাশ্চরন্তো
যস্য ত্বাং দেবমেকং কুমতিপরিহরং জ্ঞানরূপং নমামি॥ ১৩॥

যখন তোমার সূর্য্যতুল্য প্রখর জ্ঞানজ্যোতি এই সকল মানবহৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন সেই হৃদয়ের গহ্বরশায়ী গুপ্ত পাপাভিলাষ, যাহারা হিংস্র পশুদিগের ন্যায় তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ, যাহারা মানবহৃদয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া গূঢ়রূপে বিচরণ করিতে থাকে, তাহারা সত্বর পলায়ন করে। সেই কুমতি-বিনাশক জ্ঞানস্বরূপ রমণীয় তোমাকে প্রণতি করি।

পত্রঞ্চৈকং ন হি বিগলিতং দর্শনাভাবতো বা
ক্ষুদ্রাঃ কীটা অপি ন হি মৃতাঃ খাদ্যমপ্রাপ্য কেচিৎ।
রক্ষত্যেবং সকলমভিতো যস্য দৃষ্টিঃ প্রশস্তা
দ্রষ্টারং ত্বাং সকলজগতাং নৌমি তং দিব্যরূপম্॥ ১৪॥

যাঁহার দর্শনাভাবে একটি পত্রও বিগলিত হয় না এবং ক্ষুদ্র কীট সকলও আহার্য্য অভাবে প্রাণত্যাগ করে না, এই প্রকার যাঁহার প্রশস্ত দৃষ্টি সকল জগৎকে রক্ষা করে, সেই দিব্যরূপী ঈশ্বর তোমাকে প্রণতি করি।

বিশ্বং সঞ্চরতীব নিত্যমখিলং সংস্কুর্ব্বতী সর্ব্বতো
দৃষ্টির্যস্য সুদর্শনাস্তমিতি যচ্চক্রং ত্রিলোকশ্রুতং।
নো মেয়ং ন চ লঙ্ঘনীয়মপরৈর্দেবাসুরৈর্ব্বা নরৈ-
রার্ত্তানাং ভয়হৃন্নমামি পরমং ত্বামেকমন্তশ্চরম্॥ ১৫॥

যাঁহার প্রখর দৃষ্টিশক্তি লোকে সুদর্শন চক্র নামে বিখ্যাত আছে, যাহা সতত সমস্ত দিক্‌দেশ সংস্কার করিয়া যেন সঞ্চরণ করিতেছে, যাহার পরিমাণ করা যায় না, এবং দেবাসুর নর বা অপর কাহারও কর্ত্তৃক লঙ্ঘনীয় নহে, অথচ আর্ত্ত ব্যক্তির ভয় হরণ করে, সেই অন্তশ্চর তোমাকে প্রণতি করি।

রক্ষোযক্ষোরগাণাং বিবিধগুণবতাং কিন্নরাণাং নরাণাং
দেবানাং দানবানাং গগনচরবহুজ্যোতিষাঞ্চৈক এব।
শাস্তা যঃ স্বান্তসংস্থোহনলসসকলভূৎ সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী
তং ভক্ত্যা দেবমেকং বিভুমনিশমহং জ্ঞানরূপং নমামি॥ ১৬॥

যক্ষ রাক্ষস পন্নগ গুণবান্ কিন্নর নর দেবতা দানব সতত আকাশচারী জ্যোতিষ্কবর্গের একমাত্র হৃদয়স্থ শাস্তা অনলস সর্ব্বাধার ও সর্ব্ববৃত্তান্তদর্শী জ্ঞানরূপ বিভু, তোমাকে আমি ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা প্রণতি করি।

অনন্ত।

বিশ্বং সর্ব্বমিদং দিগন্তমভিতো বেগেন বায়ুশ্চরন্
যদ্বার্ত্তামপি নো চিরাদলভতাপ্যন্বিষ্যমাণঃ সদা।
সর্ব্বে শূন্যচরাশ্চরন্তি সততং যৎপ্রাপ্তয়ে সংযতা-
স্ত্বাং দেবং বিভজে তমেব শিবদং ভূমানমীশং পরম্॥ ১৭॥

সমস্ত বিশ্বরাজ্য দিগন্ত ব্যাপিয়া বেগে বিচরণ করত বায়ু চিরকাল অন্বেষণ করিয়াও যাঁহার বার্ত্তামাত্র প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, এবং সমস্ত শূন্যচরগণ যাঁহাকে পাইবার জন্য সংযত হইয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতেছে, সেই মঙ্গলময় ভূমা ঈশ্বর তোমাকে প্রণতি করি।

জন্মাদ্যা ন পরিস্পৃশন্তি যমনাদিস্থাদবস্থাশ্চ ষট্
দেশো যং সকলাশ্রয়ং ন হি পরিচ্ছেত্তুং সমর্থো ভবেৎ।
কালো যৎপরিবর্ত্তনং ঘটয়িতুং শক্যো ন কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ
তং ভক্ত্যা বিভজেহমেকমনিশং বিশ্বম্ভরং ত্বাং পরম্॥ ১৮॥

জন্ম মৃত্যু বাল্য যৌবন কৈশোর ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি ছয়টি অবস্থা যাঁহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে, যে সকলাশ্রয়কে দেশ ব্যবচ্ছিন্ন করিতে পারে না, কাল যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সমর্থ নহে, সেই একমাত্র পরম পুরুষ বিশ্বম্ভর তোমাকে প্রণতি করি।

পারং গন্তুং তবৈতে কতি কতি পুরুষাশ্চেষ্টমানা অশক্তা
বিদ্বাংসোজালতুল্যং বিষয়মভিবিশন্তো হি ভূয়োমহিম্নঃ।
কেচিন্নাস্তীতি কেচিৎ পরিমিতদৃগিতি প্রাহুরেকে সুদুর্গং
যস্ত ত্বাং নৌমি দেবং শিবমমিতমহং ভূরিধামানমীশম্॥ ১৯॥

তুমি ভূমা,—তোমার মহিমার পার প্রাপ্ত হইবার জন্য কত কত বিদ্যাবান্ পুরুষেরা চেষ্টা করিয়াও সমর্থ হন নাই—যেহেতু তাঁহারা জালসদৃশ বিষয়ে জড়িত হইয়া—কেহ নাই—কেহ আছে কিন্তু পরিমিত, কেহ দুর্জ্ঞেয় বলিয়া তোমায় নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই মহাতেজের আধার মঙ্গলময় প্রভু তোমাকে প্রণতি করি।

পরিশ্রান্তং স্বান্তং সততমনুসন্ধাননিরতং
যমপ্রাপ্যাসীদত্যজ মতিমতাং বা সুমনসাম্।
অথাপ্যেষাং ব্রাহ্মী গুণকথনচেষ্টাং হৃতবতী
নমামি ত্বামীশং শিবদমমিতং বিশ্বনিলয়ম্॥ ২০॥

হে অজ হে অনাদি, মতিমান্ লোক বা দেবতাদিগের সতত অনুসন্ধানপটু মনও যাঁহাকে না পাইয়া অবসন্ন হইয়া থাকে, এবং ইহাদিগের বাক্য গুণকথনচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হয়, সেই বিশ্বাশ্রয় মঙ্গলময় অপরিমিত তোমাকে প্রণাম করি।

আনন্দ।

যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বতেজোবিভবপরিভবং কান্তরূপং প্রশান্তং
যোগী যোগং প্রযুঞ্জন্নবিচলিতহৃদি দ্রষ্টুমন্যন্ন শক্তঃ।
সংসারে লোভনীয়ে ব্যসনিহৃদয়হৃৎ দ্রব্যসারঞ্চ কিঞ্চিৎ
তং ভক্ত্যানন্দরূপং বিষয়বিষহরং ত্বাং নমামীষ্টদেবম্॥ ২১॥

যোগী জনেরা আপনাদিগের যোগযুক্তহৃদয়ে যাঁহাকে দর্শন করিয়া আর কোন পদার্থ, যাহা এই লোভনীয় সংসারে বিষয়াসক্ত লোকদিগের হৃদয়কে আকর্ষণ করে, তাহা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না, সেই সমস্ত তেজময় ঐশ্বর্য্যের পরাভবকারী মনোজ্ঞ কমনীয় বিষয়বিষহারী আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর তোমাকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রণতি করি।

যস্ত শ্রীবিশ্বভর্ত্তুঃ পদকমলপরিস্পর্শমাসাদ্য চিত্তে
গায়ন্ নৃত্যন্ হসন্ বা বিচরতি বিজনেহ সঙ্গএকোহি ভক্তঃ।
চিত্রং বক্তি প্রণৌতি স্বমভিলষিতমাবেদয়ন্ সঙ্গকাম-
স্তং ভক্ত্যানন্দরূপং বিষয়বিষহরং দিব্যরূপং নমামি॥ ২২॥

যে বিশ্বভর্ত্তার পদকমলের সংস্পর্শ চিত্তে লাভ করিয়া ভক্ত নিঃসঙ্গ হইয়া নির্জ্জনে গান করিয়া নৃত্য করিয়া হাসিয়া বিচরণ করেন, সঙ্গকাম হইয়া আপনার অভিলাষ জ্ঞাপন করত বিচিত্র কথা সকল বলেন, প্রণাম করেন, সেই বিষয়ের বিষহারী দিব্যরূপী তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণতি করি। ক্রমশঃ।

সংবাদ।

বীডন উদ্যানে নিয়মিতরূপে প্রতি শনিবার অপরাহ্নে সঙ্গীত ও বক্তৃতা হইতেছে। আমাদের দুই জন ভাই বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় নববিধানের মূল তত্ত্ব, ভারতের প্রাচীন আর্য্যদিগের সরল ধর্ম্মভাব ইত্যাদি বিবৃত হয়। বহুলোক আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করেন।

গত শনিবার আমাদের এক জন ভাই বেঁটরার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

লাহোর ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন স্মরণার্থ বিগত বৈশাখ মাসে ব্রহ্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবে পাঠ আলোচনা আরতি উপাসনা ইত্যাদি হইয়াছিল।

আচার্য্যদেবের যে ২। ৩ খানা জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমপ্রমাদযুক্ত। ঠিক জীবনচরিত এমন একখানাও হয় নাই যাহা পড়িয়া লোকে আচার্য্যজীবনের প্রকৃত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লাভ করিয়া উপকৃত হইতে পারে। জীবনচরিত লেখকদিগের ক্ষিপ্রকারিতাদোষে বিষম প্রমাদ ঘটিয়াছে। তাঁহারা আচার্য্যের চিরসঙ্গী অন্য প্রচারক ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে সেই স্বর্গীয় জীবনবিষয়ে কোনরূপ আলোচনা ও তাঁহাদের কোনপ্রকার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া আপনাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, রুচি ও মত সেই জীবনের অনেক স্থলে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার স্বর্গীয়তা নষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে অসত্যের পোষণ হইয়াছে। এ জন্য অনেক লোক অত্যন্ত দুঃখিত আছেন। বিধানপ্রবর্ত্তকের একখানা প্রকৃত জীবনচরিত পাঠ করিবার জন্য বহু লোক লালায়িত, মফস্বলস্থ অনেক ব্রাহ্মবন্ধু এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব শ্রীদরবার আচার্য্যচরিত লিখিয়া প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আশা করা যায় আগামী সাংবৎসরিক উৎসবের মধ্যে সমগ্র জীবন না হউক, অন্ততঃ তাহার একাংশ প্রকাশিত হইবে।

বহু কাল পূর্ব্বে স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর দাস কাকিনিয়ায় ও ফুলবাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া কার্য্য করিয়াছেন। তথাকার তাঁহার তৎসাময়িক বন্ধুদিগকে আমরা সানুনয়ে অনুরোধ করি যে, ভাইয়ের জীবনসম্বন্ধে তাঁহারা যাহা যাহা জানেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়া বাধিত করেন।

বীডনষ্ট্রীটস্থ ৬৫।২ সংখ্যক ভবনে প্রতি বুধবার ও রবিবার অপরাহ্নে বাইবেল শ্রেণীতে আমাদের এক জন ভাই রীতিমত বাইবেল শিক্ষা দিতেছেন। শিক্ষার্থী যুবকগণ উক্ত

দুই দিবস বেলা ৪ টার পর আসিলে সে বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর দাসের প্রণীত ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ ৪ র্থ খণ্ডের শেষাংশ মুদ্রিত হইতেছে। তিনি ইহার মুদ্রাঙ্কন সমাপ্ত দেখিতে পারেন নাই, তাঁহার জীবদ্দশায় প্রথম কয়েক ফর্ম্মামাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। আশা করি সত্বরই উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের ফুলবাড়ীস্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ চৌধুরীর ৯। ১০ বৎসর বয়স্ক ভাগিনেয় বহু কাল জ্বর প্লীহা যকৃৎ ইত্যাদি রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছে। বালকটির ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আস্থা ও অনুরাগ ছিল। ভাই কালীশঙ্কর দাস যখন ফুলবাড়ীতে ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে উপাসনায় যোগ ও তাঁহার মুখে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিবার জন্য বালকটি বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিত। তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া এক জন আত্মীয় প্রতিদিন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া গিয়া ভাই কালীশঙ্কর দাসের নিকটে বসাইয়া রাখিতেন। সে স্থির ভাবে তাঁহার মুখে সৎপ্রসঙ্গাদি শুনিত, তাহাতে রোগযন্ত্রণা যেন একেবারে ভুলিয়া যাইত। কিছু দিন হইল ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ফুলবাড়ী গিয়াছিলেন, এক দিন বৈকালে অন্য এক বাড়ীতে তাঁহার উপাসনা করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তখন সেই বালকটির রোগযন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে তাহার শয্যার পার্শ্বে উপাসনা কীর্ত্তনাদি করিবার জন্য আগ্রহের সহিত অনুরোধ করাতে তিনি সেখানে উপাসনাদি করিতে বাধ্য হন। বিশ্বজননী বালকটিকে রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া আপন অমৃতক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাহার শোকার্ত্তা বিধবা মাতাকে সান্ত্বনা দান করুন।

সম্প্রতি পিঙ্গনাস্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগীর নবকুমারের নামকরণ হইয়াছে। পিতাই কুমারকে প্রফুল্লকুমার নাম প্রদান করিয়াছেন।

প্রায় সকল স্থানেই ব্রাহ্ম বন্ধুগণ ইনফুলুয়েঞ্জা জ্বরে সপরিবারে কষ্ট পাইয়াছেন এবং অনেকে এখনও পাইতেছেন। আমরা নানা স্থান হইতে এ বিষয়ের দুঃখজনক পত্র সকল পাইয়াছি। ভাই কেদার নাথ দে কয়েক দিন জ্বরে অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছেন, এক্ষণ এক প্রকার সুস্থ হইয়াছেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে ভাই মহেন্দ্র নাথের, সাধু অঘোর নাথের, ভাই উমানাথ গুপ্তের গৃহে চুরি হইয়াছে। তিন গৃহ হইতেই শেষ রাত্রিতে ঘটি বাটী ইত্যাদি চুরি গিয়াছে। মইয়ের সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সাধু অঘোর নাথ গুপ্তের গৃহে চোর প্রবেশ করিয়াছিল। প্রথমতঃ ভাই মহেন্দ্র নাথ বসুর গৃহে চুরি হওয়াতে সাধু অঘোর নাথের সহধর্ম্মিণী বিশেষ সাবধান হইয়া দুই দ্বারে শক্ত কুলুপ ও সিন্দুকে কুলুপ সংলগ্ন করিয়াছিলেন। তৈজস পাত্রাদি সমুদায় নিম্নতলে বদ্ধ ছিল। চোর দ্বারের কুলুপ ভাঙ্গিয়া উক্ত গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সিন্দুকের কুলুপ ভাঙ্গিয়া দুই তিন খানা থালা ব্যতীত সমুদায় বাসন লইয়া গিয়াছে। পরে খিড়কি দ্বারের কুলুপ ভগ্ন করিয়া চোর দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এইরূপ চুরি মঙ্গল বাড়ীতে আর কোন কালে হয় নাই।

কোচবিহারস্থ একটি যুবক ব্রাহ্ম শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দ চক্রবর্ত্তী কিছুকাল হইল নববিধানে দীক্ষিত হইয়াছেন। ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের কোচবিহারে অনুপস্থিতিকালে একজন হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক তথায় যাইয়া বক্তৃতাদি করেন। কৃষ্ণানন্দ সেই বক্তৃতার সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, কখন কখন সেই প্রচারক মহাশয়ের নিকটে গিয়াছিলেন। তাহাতে তখনই সে দেশে ও নানাস্থানে জনরব উঠিয়াছে এবং তৎপর অনেক হিন্দুধর্ম্ম পরিপোষক পত্রিকায় মহা আস্ফালন ও আড়ম্বরের সহিত লিখা হইয়াছে যে,উক্ত দীক্ষিত ব্রাহ্ম যুবা প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বক উপবীত গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়াছে। আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, শ্রীমান্ কৃষ্ণানন্দের পরিবর্ত্তন হয় নাই, এখনও তিনি যথারীতি ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনাদিতে যোগ দান করিতেছেন। লেখালিখি ও জনরব মিথ্যা। উপরিউক্ত জনরবে ব্যথিত হইয়া ভাই প্রাণকৃষ্ণকে সেই ব্রাহ্ম যুবাটী যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "মনে নানা প্রকার ভাব হয়, উপাসনা করিতে বসি তাহাতে কেবল আপনার চিন্তা হয়, মন্দিরে যাই সেখানেও ভাল লাগে না, বাটীতেও থাকিতে ইচ্ছা করে না। তাহাতে আবার লোকদিগের কত তিরস্কার সহ্য করিব। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের বক্তৃতা আগাগোড়া শুনিয়াছি, এবং তাঁহার কাছে বরাবর যাই। তাহাতে লোক সকল আমায় হিন্দু বলিয়া তিরস্কার করে। কি করি আমি কি কোন লোকের নিকটও যাইতে পারিব না। একবার ইচ্ছা হয় কলিকাতায় যাইয়া আপনার কাছে থাকি, তাই বা কি প্রকারে হইবে?"

আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে দাতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া স্বীকার করিতেছি যে, গত এপ্রেল মাসে প্রচারভাণ্ডারে নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেব,	দেবীগঞ্জ	১০৲
ভাই প্রসন্নকুমার সেন,	কলিকাতা	২৭৲
শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন,	ঐ	॥০
„ „ অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল,	মোকামা	২৲
„ „ কৈলাসচন্দ্র বসু,	রঙ্গপুর	৫৲
„ „ হেমেন্দ্রনাথ বসু,	বোয়ালিয়া	১৲
„ „ কান্তিমণি দত্ত,	রঙ্গপুর	১৷০
„ „ প্রেমচাঁদ বড়াল,	কলিকাতা	২৲
„ „ বিহারীলাল মজুমদার,	ঐ	১০৲
„ „ বিপিনবিহারী সরকার,	ঐ	১৲
„ „ কুঞ্জবিহারী দেব,	ঐ	১৲
„ „ ব্রজগোপাল নিয়োগী,	গয়া	১৲
„ „ নরেন্দ্রনাথ সেন,	কলিকাতা	১৲
„ „ রাধাগোবিন্দ শাহা,	কুমারখালি	৩৲
„ „ বেণীমাধব মজুমদার	চোপা	১৲

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের পাথেয় হিসাবে প্রাপ্ত।

রঙ্গপুর ব্রাহ্মসমাজ—		১০৲
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু,	ফুলবাড়ী	২৲
„ কৃষ্ণকান্ত শাহা,	বোয়ালিয়া	২৶০

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৫ ভাগ।
১০ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৮১২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু অনাথ শরণ, তোমার পুত্র সাধনের বিষয় গুপ্ত রাখিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। সর্ব্বত্রই এই উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। নাথ, আমাদের কি এক রোগ জন্মিয়াছে যে, আমরা কোন বিষয়ই গোপন রাখিতে পারি না। এই সর্ব্ব বিষয় প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে এত দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে যে, এখন আমাদের যাহা জীবনে নাই, কেবল কথায় আছে, তাহা লইয়াও আমরা এত আড়ম্বর করি যে, লোকের সহজে মনে হয়, আমার যেন সেই সকল বিষয়ে সিদ্ধ। হে দেব, এ অপরাধ যে অত্যন্ত গুরুতর। কোথায় আত্মবিষয় সমুদায় গোপন রাখিব, তাহা না হইয়া যাহা আমাদের নাই, তাহা পর্য্যন্ত যেন আমাদের আছে, এইরূপে জগতের ভ্রান্তি উৎপাদনে উদ্যত। এ কি ভয়ানক অপরাধ! দেখ, ঈশ্বর, আমাদের অন্তরে তোমার ও তোমার ভক্তগণের সঙ্গে আমাদের আজও মিল হয় নাই; অথচ আমরা সর্ব্বদা এমনই ভাবে বাহিরে মিল লইয়া আড়ম্বর করি যেন আমাদের জীবনে মিলনের কার্য্য সমুদায় শেষ হইয়া গিয়াছে, অপরে মিলনের ব্যাঘাত জন্মায় বলিয়া কেবল তাহারাই অপরাধী। আমাদের ধর্ম্ম মিলনের ধর্ম্ম, যদি বলি মিল নাই, তাহা হইলে অপদস্থ হইব, এই বলিয়া কি আমরা এরূপ করি না? প্রভো, মিলনের অনেক দেরি। কোন কোন হৃদয়ে ইহার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত মিলন এখনও অনেক দূরে। মিলন ও পরিত্রাণ একই কথা। পূর্ণ মিলন হয় নাই, এ কথা কহিলে পরিত্রাণ হয় নাই বুঝায়, বলিয়া আমরা আমাদের দোষ লঘু করিতে চাই, কিন্তু হে জ্ঞানময় দেব, তুমি দেখিতেছ, এটা কেবল আমাদের দোষ আচ্ছাদন করিবার জন্য হেতুবাদমাত্র। তুমি অনন্ত ঈশ্বর, তোমায় কে আয়ত্ত করিতে পারে, তাই বলিয়া কি তোমার সঙ্গে জীবের যোগ হয় না? যদি তোমার সঙ্গে যোগ সম্ভব হইল, তাহা হইলে তোমার সন্তানগণের সঙ্গে যোগ কেন অসম্ভব হইবে? হে দেবাদিদেব, যোগ সম্ভব মিলন সম্ভব, ইহা জানিয়া যেন আমরা কথায় মিলন না রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে অন্তরে অন্তরে মিলন এবং বাহিরে তাহার স্বতঃ প্রকাশ যাহাতে সিদ্ধ হয় তজ্জন্য প্রাণগত যত্ন করি। তোমার কৃপা বিনা এ বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই, এ জন্য তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করি যে, মুখে মিলনের কথা না তুলিয়া আমরা যেন হৃদয়ে মিলন শীঘ্র শীঘ্র সাধন করিয়া লই যে, তাহাতে আমাদের জীবনে তোমার

বিধানের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। মিলনেই আমাদের পরিত্রাণ ইহা জানিয়া তোমার নিকটে তোমার ও তোমার ভক্তগণের সঙ্গে মিলন ভিক্ষা করিতেছি, তুমি এই ভিক্ষা দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

সম্মিলন সাধনের বিষয়।

ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি মিলনের অভিলাষী নহেন। এটি বর্ত্তমান বিধানের একটি প্রধান লক্ষণ। এ বিধানে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ভাব এমনই প্রবল যে, ইহার মধ্যে দলে বিভক্ত হইয়া কেহ যে আত্মদলকে অপর দলের বিরোধে প্রবল রাখিয়া সুখী হইবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। যত ক্ষণ সকল দল ভাঙ্গিয়া এক দল না হইতেছে, তত ক্ষণ মন কিছুতেই বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে এক অখণ্ড দল হইতে অনেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন। হউন কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, বিচ্ছিন্ন অঙ্গসমূহ অবয়বে সংলগ্ন না হইলে কেহই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারিবেন না। সম্মিলন চাই, সম্মিলন না হইলে আমাদিগের চলে না, এ জন্য সময়ে সময়ে সম্মিলনের জন্য বিবিধ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু তাহাতে সম্মিলন সাধিত না হইয়া, মনে হয়, দিন দিন অসম্মিলনই বাড়িতেছে। কেন এরূপ হইতেছে, সকলেরই চিন্তনীয় বিষয়। আমাদের বিশ্বাস, সম্মিলনের মূল কি তাহা বিস্মৃত হইয়া সকলে বাহ্য উপায়ে সম্মিলন সাধন করিতে চান, ইহাতেই এ প্রকার পদে পদে অকৃতার্থতা উপস্থিত। কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে এই শিক্ষাদান করিতেছে, সম্মিলন সাধনের বিষয়, বাহ্যিক যত্নের বিষয় নহে। আমাদিগের বিশ্বাসের মূল কি, এক বার প্রকাশ করিয়া বলা যাউক।

সর্ব্ব প্রথমে দেখা সমুচিত আমাদের বিধান এবং অন্যান্য বিধানের বিশেষ লক্ষণ কি? অন্যান্য বিধান খণ্ডসম্ভূত, আমাদের বিধান অখণ্ড। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান কি না? অনেকের মনে প্রশ্ন সমুপস্থিত হয়। ঈদৃশ প্রশ্ন সমুপস্থিত হওয়া বিশ্বাসের অল্পতা বিনা আর কিছু প্রকাশ করে না। কোন মানুষ ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপক, বিশ্বাসী ব্যক্তি কখন এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন না। স্বয়ং ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের প্রবর্ত্তক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাও খণ্ড বিধানসমূহের অন্তর্ভূত, অখণ্ড বিধান নহে। এ কথা সত্য যে সমুদায় একেশ্বরবাদের সহিত ইহার একত্ব আছে, কিন্তু একেশ্বরবাদের সহিত যোগ থাকিলেও খণ্ড বিধানসমূহের সহিত ইহার একত্ব নাই। সর্ব্বপ্রথমে যাঁহাকে দিয়া ভগবান্ ব্রাহ্মধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তিত করিলেন, তিনি হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়া তত্তদ্ধর্ম্মের সহিত আপনার ঐক্য রক্ষা করিলেন, কিন্তু হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান, এ তিনকে তিনি যেমন স্বতন্ত্র তেমনই স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলেন। তিনি এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মকে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবং অংশ বিশেষে শূদ্রের অনধিকারও স্থির রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পরে যিনি আসিলেন, তিনি বেদের সীমামধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আর বদ্ধ রাখিতে পারিলেন না, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের অধিকার ভেদও তিরোহিত হইয়া গেল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহারই মধ্যে বদ্ধ রহিল। তৎপর যিনি আসিলেন, তিনি সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিলেন, সর্ব্বত্র হইতে সত্য গ্রহণ আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই ব্যাপার অন্তর্ভূত ছিল বলিয়া তখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের খণ্ডভাব তিরোহিত হইল না। কেন হইল না, বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মকে গ্রহণ করিল, তৎসহ তাঁহার সন্ততিগণ গৃহীত হইলেন না। প্রাচীন কালে সন্তানগণ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অখণ্ড ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে গিয়া সন্তানগণকে পরিহার করিল, কেন না তাহা না করিলে ঈশ্বরের অংশাংশ ভাব হইতে

উহা আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারিত না। ঈশ্বরের সন্তানগণ গৃহীত না হওয়াতে তাঁহাদিগের সঙ্গে যে বিধানসমূহ গ্রথিত রহিয়াছে সে সমুদায়ও গৃহীত হইল না। এ সময়ে বিধান সমূহ গ্রহণের আরও একটি মহান্ অন্তরায় বিদ্যমান ছিল। বিধানসমূহের প্রবর্ত্তকগণ যে যে বিশেষ ভাব লইয়া সমাগত, সেই সেই ভাবসম্বন্ধে তাঁহারা অভ্রান্ত; তাহার বাহিরে তাঁহারা দেশকালাদির প্রভাবাধীন। যাহা দেশকালাদির অতীত, আর যাহা দেশকালাদিসম্ভূত, এ দুইয়ের সংমিশ্রণে বিধানের ইতিহাস নিবদ্ধ। ঈশ্বর হইতে সমাগত বিশেষ বিশেষ ভাব এবং তৎসমুচিত সত্যাদি এই সংমিশ্রণ হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া আত্মস্থ করা মনুষ্যবুদ্ধির ক্ষমতাতীত। এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আলোকের প্রয়োজন। এই আলোকের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড বিধান অবতরণ করিল, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্যান্য খণ্ড বিধান শ্রেণীতে অবস্থিত ছিল বলিয়া সেই সকল খণ্ডবিধান সহ অখণ্ড বিধানের অন্তর্ভূ্ত হইয়া গেল।

সমুদায় বিধান দেশকালাদির বিষয়সমূহে আচ্ছন্ন হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিল, যখন স্বর্গ হইতে সেই আলোক অবতরণ করিল যদ্দারা সেই বিভেদক বিষয় গুলি তিরোহিত হইল, তখন উহাদিগের পরস্পরের সামঞ্জস্যের ভূমি আবিষ্কৃত হইলে সেই অবতীর্ণ আলোক তাহাদিগকে একত্বে পরিণত করিল। এই যে অবতীর্ণ আলোক, ইনি আর কেহ নহেন, পবিত্রাত্মা। পবিত্রাত্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ড বিধান বা নববিধানের সমাগম। দর্শন ও শ্রবণের উপরে এই অখণ্ড বিধান বা নববিধান দণ্ডায়মান কেন, এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। যে সকল হৃদয়ে পবিত্রাত্মার সংস্পর্শ হয় নাই, সে সকল হৃদয় বিধানসমূহগ্রহণে অক্ষম, খণ্ড বিধান ছাড়িয়া অখণ্ড বিধানে প্রবেশে অসমর্থ। যদি প্রবেশই না হইল তবে সামঞ্জস্যদর্শন এবং একত্বসাধন কি প্রকারে হইবে?

আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা হইতে মিলনের অন্তরায় সহজে আবিষ্কৃত হইতে পারে। যাঁহাদিগের মধ্যে আলোক অবতরণ করিল, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের খণ্ড ভাব পরিহার করিয়া অখণ্ডভাবে প্রবেশ সেই সকল ব্রাহ্মের পক্ষে সম্ভব হইল যাঁহাদিগের হৃদয় এই আলোকে সংস্পৃষ্ট হইল। যাঁহাদিগের হৃদয় আলোকস্পৃষ্ট হয় নাই, তাঁহারা প্রাচীন ব্রাহ্মধর্ম্মে রহিলেন, যাঁহারাও বা আলোকস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইলেন, তাঁহারা পরীক্ষার সময়ে পশ্চাদ্গমন করিলেন। আজও এ পরীক্ষার শেষ হয় নাই, পশ্চাদ্গমনেরও বিরতি নাই। বর্ত্তমানে আমাদিগের মধ্যে যে অসম্মিলন দৃষ্ট হইতেছে, তাহার কারণ প্রাচীন ও নূতনের বিরোধ। এ কথা ঠিক যাঁহারা অখণ্ড বিধানের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটে সামঞ্জস্যের ভূমি প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু একত্ব সংঘটিত হয় নাই। যে পবিত্রাত্মা সামঞ্জস্য দেখাইয়া দিলেন, সেই পবিত্রাত্মাই একত্ব সঙ্ঘটিত করেন। প্রতিজনের আত্মাতে এই একত্ব সংঘটিত হওয়া চাই, তাহা হইলে একত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী।

যাহা বলা গেল তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বাহ্যিক উপায়ে মিলন সাধন করিতে যত্ন করিবার পূর্ব্বে প্রতি ব্যক্তির আত্মাতে সম্মিলনসাধন প্রয়োজন। ঈশ্বর সহ মিলন না হইলে তিনি হৃদয়ে পবিত্রাত্মা হইয়া আবির্ভূ্ত হয়েন না, পবিত্রাত্মা হইয়া অবির্ভূ্ত না হইলে বিধানসমূহ সে হৃদয়ে একীভূত হয় না, বিধান সমূহ হৃদয়ে একীভূত না হইলে তৎপ্রবর্ত্তক সন্তানগণের সে ব্যক্তিতে মিলন সাধন হয় না, এই মিলন সাধন না হইলে বাহিরে সহসাধকগণের সঙ্গে মিল করিতে গেলে মিল না হইয়া অমিল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভিতরে মিল নাই, অথচ বাহিরে মিল করিতে যাওয়া, এইরূপে কপটাচরণ হইয়া পড়ে। কেননা অন্তরে যাহা তাহারই বাহিরে কথঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়া থাকে, অন্তরে যাহা নাই বাহিরে

তাহার প্রকাশ বৃথা আড়ম্বর ও ভাণ মাত্র, অসত্য বলিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। আমাদের মধ্যে সকলেই মিলনপ্রার্থী অতএব আমরা সর্ব্বাগ্রে এই জন্য সাধনে প্রবৃত্ত হইব যে, আমাদের অন্তরে হইলে সর্ব্বাঙ্গীণ মিলন হয়। অন্তরে সর্ব্বাঙ্গীণ মিলন বাহিরে তাহার প্রকাশ ও স্থিতি অবশ্যম্ভাবী।

হৃদয়, অনুভূতি, বিবেক ও বাণী।

দর্শন ও শ্রবণ স্বাভাবিক ব্যাপার। যদি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়, তাহা হইলে কোন না কোন আকারে প্রাচীন কাল হইতে ঐ দুইটি ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে এবং জনসমূহের মধ্যে কথান্তরে নিয়ত প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৈদিক সময় হইতে দর্শনের ব্যাপার কিরূপ লিপিবদ্ধ আছে, সে বিষয়ের বিচার পরিত্যাগ করিয়া অদ্য শ্রবণের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনার জন্য আমরা হৃদয়, অনুভূতি, বিবেক ও বাণী, এই চারিটি শব্দ একার্থে গ্রহণ করিলাম, এবং এতন্মধ্যে ইহার প্রতিশব্দ গুলিও গৃহীত হইল।

মনু বলিতেছেন,

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধ মে॥

২অ, ১ শ্লো।

বেদোঽখিলধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেবচ॥

২অ, ৬ শ্লো।

এখানে মনু মনুষ্যের পথ প্রদর্শক তিনটি বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বেদ, সদাচার, ও হৃদয়। এই তিন যে একেরই সমষ্টি ও ব্যষ্টি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বেদপ্রণেতা ঋষিগণ হৃদয়োত্থিত বিষয়নিচয় স্তোত্রে পরিণত করিয়াছেন, এজন্য ভাগবত হৃদয়কেই বেদের উদ্ভব স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগবত এ কথা আপনি কহেন নাই, বেদান্তসমূহের অনুসরণ করিয়াই ইহা বলিয়াছেন। সদাচার যে হৃদয়সম্ভূত তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। যাঁহারা সজ্জন, তাঁহারা অন্তরাত্মার অনুমোদন বিনা কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। এই অন্তরাত্মা হৃদয় নামে লোকতঃ বিদিত, মনু সেই লোকসিদ্ধ সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, হৃদয় কর্ত্তৃক যাহা অনুমোদিত হয় তাহার অনুষ্ঠান করিবে। এখন বিবেচ্য এই, বেদ, সদাচার, ও হৃদয়, এ তিনের অগ্রবর্ত্তী দুইটি যদি হৃদয়েরই প্রকাশের তারতম্য হইল, তাহা হইলে এক হৃদয় না বলিয়া তিনটি স্বতন্ত্ররূপে বিন্যস্ত হইল কেন?

আমাদের বিবেচনায় মনু অন্তরাত্মার প্রেরণায় বাণীসম্বন্ধে একটি প্রকাণ্ড সত্য, বেদ, সদাচার ও হৃদয় এই তিনেতে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং প্রমাণ মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের এ কথা শুনিলে আপাততঃ প্রতীত হইবে, আবার যেন আমরা পশ্চাদ্গামনে প্রবৃত্ত। বেদ যদি সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ হইল, তৎপরে সদাচার, তৎপরে হৃদয়, তাহা হইলে বেদে যাহা কিছু আছে, তাহাই সকলের মান্য হইতেছে, এবং এখন আমরা যাহা করিতেছি, তৎ সমুদায় ছাড়িয়া দিয়া আবার ঋগ্বেদ ও কঠোপনিষদাদির প্রমাণ মত চলিতে হইতেছে। একটু ধীরতা সহকারে বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সন্দেহ মনে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আর থাকিবে না। মনু যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি কালদেশে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উক্তির ভিতরে যাহা আছে তাহা নিত্য, কালদেশের অতীত। বেদ বলিতে তিনি তাহার বাহ্যিক ব্যাপার সমুদায় গ্রহণ করিয়াছেন, বস্তুতঃ বেদের প্রতিপাদ্য কি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। যাহার যাহা প্রতিপাদ্য তাহাই গ্রহণীয়* অন্য সমুদায় পরিহার্য্য, কেন না সে গুলি কালদেশসম্ভূত, এই মূলসূত্র অনুসরণ করিয়া আমরা বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রহণে বাধ্য, অন্য কিছু নহে। বেদ প্রকৃতিতে ঈশ্বরদর্শন, বেদান্ত

* নিরীশ্বর সাংখ্য দর্শন ঈশ্বরসম্বন্ধে প্রমাণ নহে, কেন না ঈশ্বর উহার প্রতিপাদ্য নহে, প্রতিপাদ্য পুরুষ ও প্রকৃতি। ইহার প্রমাণ পুরুষ ও প্রকৃতি বিবেক বিষয়ে। "যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ।" অতএব যাহার যাহা প্রতিপাদ্য তাহা হইতে তাহাই গ্রহণীয়।

আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন প্রতিপন্ন করিয়াছে, এতৎ সম্বন্ধে উহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য, অন্য বিষয়ে নহে। ঈশ্বরের স্বরূপলক্ষণাদি বেদবেদান্তপ্রতিপাদ্য এবং উহা আমরা প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ঈশ্বর প্রেরণায় উদ্দীপ্তহৃদয় ঋষিসম্প্রদায় হইতে আমরা ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিয়াছি, এ বিষয়ে যদি কেবলমাত্র আমাদিগের প্রতিজনের হৃদয়ের উপর নির্ভর থাকিত, তাহা হইলে আজ আমরা এ সম্বন্ধে যত দূর অগ্রসর হইয়াছি, কিছুতেই তত দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম না।

সদাচার সজ্জনগণের আচরণের সমষ্টি। বহুসজ্জনের অন্তরাত্মার অনুমোদনে যাহা হয়, তাহা এক জনের হৃদয়ের অনুমোদনাপেক্ষা সমধিক প্রামাণিক; কেন না প্রেরণা যথাযথ উপলব্ধি করিতে এক ব্যক্তির ভ্রমের সম্ভাবনা, বহুজনের নহে। এখন দেখা যাইতেছে, বেদ, সদাচার ও হৃদয় এক শ্রবণের ব্যাপারই প্রদর্শন করিতেছে। বেদ ও সদাচার ভূতকালের এবং হৃদয় বর্ত্তমানকালের শ্রবণব্যাপার। মনু যেমন হৃদয়কে শ্রবণব্যাপারে অবরুদ্ধ রাখিয়াছেন, বশিষ্ঠ তেমনি অনুভূতি ও বিবেককে হৃদয়ের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের লোকেরা কখন চিত্ত, কখন মন, কখন প্রাণ শব্দ ব্যবহার করিয়া হৃদয় অনুভূতি ও বিবেকে যাহা বুঝায় তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। চিত্তে লয় না, মন চায় না, প্রাণ চায় না ইত্যাদি কথায় লোকে অন্তরাত্মার অননুমোদন ভাষান্তরে ব্যক্ত করে। ভূতকালে যাহা স্বভাবের প্রেরণাবশতঃ অস্ফুট কথায় কথিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানেও সেইরূপে কথিত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান বিধান তাহা ঈশ্বরের বাণীরূপে উপস্থিত করিয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন, আমাদের এই ব্যাখ্যা ঈশ্বরবাণীর গৌরব ও মহত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে। যাঁহারা এরূপ মনে করিবেন তাঁহারা জানেন না যে নিত্য সিদ্ধ বিষয় ভিন্ন কিছুই আমরা প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ঈশ্বর সহ যোগ যেমন নিত্যসিদ্ধ বিষয়, কেবল অন্তরায় বশতঃ অননুভূত, শ্রবণব্যাপার তেমনি না হইলে তল্লাভের আশা আমরা কখনই করিতে পারি না। শ্রবণের ব্যাপার ভূতকালে ও বর্ত্তমানে আছে, কেবল লোকে তাহার পরিচয় পায় নাই বলিয়া তাহার গৌরব ও মহত্ব বুঝে নাই। আমরা বেদ কি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। সকলে যদি বুঝিয়া উহার অনুসরণ করিতে পারেন প্রকৃষ্ট প্রমাণের উপরে তাঁহাদিগের জীবন স্থাপিত হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বিচার ও বিবেক এ দুইয়ের পার্থক্য সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগ্রৎ রাখা কর্ত্তব্য। যখন মানুষ বলে 'এটি বিচারসিদ্ধ নয়' তখন সে ফলাফল চিন্তা করিয়া কোন একটি বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছে। বিচারের ক্রিয়া অতি আস্তে আস্তে নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু বিবেক বিদ্যুৎপ্রকাশবৎ চিন্তানিরপেক্ষভাবে হৃদয়ে সমুদিত হইয়া থাকে। এরূপে সমুদিত হইয়া উহা সমুদায় হৃদয় মনকে অধিকার করিয়া বসে। যদি উহার বিরুদ্ধে কিছু অনুষ্ঠান করা হয়, তবে অত্যন্ত বল প্রকাশ করিয়া করিতে হয়। কিন্তু এরূপ করিয়া অন্তরের শান্তি চলিয়া যায়, ক্রমান্বয়ে ভিতরে এক প্রকার বিষাদ অনুভূত হয়, মুখের প্রসন্ন ভাব বিলুপ্ত হয়, একটি অস্বাভাবিক কঠোরতা আসিয়া মন প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মানুষ যে এরূপ করিয়া স্বর্গের দেবতার নিকটে অপরাধী হইল, তৎসম্বন্ধে তাহার চেতনার উদয় হউক আর না হউক, তাহার ভিতরে ক্রমিক এমন একটী অশান্তির অগ্নিশিখা জ্বলিতে থাকে যে, সে উহা অতিক্রম করিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হয় না। পাপ হইতে পাপের সমাগম এই প্রণালীতেই হইয়া থাকে। এক বার বিবেকের কথা বলপূর্ব্বক অবহেলা করিলে চিত্তের যে প্রসন্নতা হারাইয়া যায়, আর তাহা পুনরায় লাভ করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই অপ্রসন্নতার অবস্থায় নীচবৃত্তি সমুদায় সে ব্যক্তির উপরে কার্য্য করিতে অবসর পায়। কেন পায়, তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা কিছু কঠিন নহে। যখন মন অপ্রসন্ন তখন উহা একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতার অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ নানা বিষয় আনিয়া উপস্থিত করে। মন অন্তরে আমোদ না পাইয়া এই সকল বিষয়ে আমোদ লাভ করিবার জন্য প্রয়াস পায়। এই প্রয়াসে শরীর তাহার অনুকূল হয়। শরীরের অনুকূলতায় প্রমুগ্ধ হইয়া মন আপনার গৌরব ও মহত্ব ভুলিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের উপরে মনের আর কোন ক্ষমতা থাকে না, অবশ ভাবে তাহাদিগের দ্বারা চালিত হয়। যাঁহারা মানবগণের প্রথম স্খলনের ঈদৃশ বিষময় [illegible]

প্রত্যাখ্য করিয়াছেন, তাঁহারা বিবেকের বিরোধে গমন করিতে কখন সাহসী হয়েন না।

হদিস।

২য়।

নমাজের নির্দ্দিষ্ট কাল।

মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন, "যখন সূর্য্যমণ্ডলের অবস্থান্তর হয়, এবং লোকের ছায়া তাহার দেহের অনুরূপ দীর্ঘ হয়, অসর (অপরাহ্ণ) উপস্থিত নহে, তখন জোহরের নমাজের সময়, (১); সূর্য্যের পীতাভাধারণের পূর্ব্বে অসরের নমাজের সময় (২); যেপর্য্যন্ত আকাশের রক্তবর্ণ বিদূরিত হয় না মগরবের নমাজের সময় (৩); নিশীথ কাল ব্যতীত প্রথম অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত এশার নমাজের সময় (৪); উষার উদয় হইতে সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ফজরের নমাজের সময় (৫); পরে যখন সূর্য্য প্রকাশিত হয় তখন আমি নমাজ হইতে নিবৃত্ত হই। কেন না সেই সময় আমার অভিমুখে শয়তানকে প্রকাশিত করে (৬)।" (ওমরের পুত্র অবদোল্লা)

এক ব্যক্তি নমাজের নির্দ্দিষ্ট সময়বিষয়ে হজরত মোহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহাতে তিনি তাহাকে বলেন যে, তুমি এই দুই দিন আমার সঙ্গে নমাজ পড়। যখন সূর্য্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি আজানদাতা বেলালকে আজান দিতে আদেশ করিলেন, তদনুসারে আজান দান হইল, তৎপর তিনি সেই ব্যক্তিকে নমাজ পড়িতে অনুমতি করিলেন, তখন জোহরের নমাজ হইল। তদনন্তর তাহাকে নমাজ পড়িতে বলিলেন, পরে অসরের নমাজ পড়া হইল; সেই সময় সূর্য্যমণ্ডল উন্নমিত পরিষ্কৃত অগুবৎ হইয়াছিল। তৎপর তাহাকে নমাজ পড়িতে আদেশ করিলেন, তখন মগরবের নমাজ পড়া হইল। সেই সময় সূর্য্যমণ্ডল পশ্চিম প্রান্তে একান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তৎপর তিনি তাহাকে নমাজের জন্য আজ্ঞা করিলেন, আরক্তিম আভা বিলুপ্ত হইয়া রজনীর অন্ধকার হইলে সে এশার নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইল। তৎপর তাহাকে নমাজ পড়িতে বলিলেন, সে উষার উদয়কালে নমাজ পড়িতে লাগিল। অনন্তর যখন দ্বিতীয় দিবস হইল, তখন তাহাকে জোহরের নমাজ পড়িতে আদেশ করিলেন। এইরূপ সে ক্রমান্বয়ে পুনর্ব্বার ফজরের নমাজ পর্য্যন্ত পড়িল। অবশেষে হজরত ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নমাজের নির্দ্দিষ্ট সময়বিষয়ে প্রশ্নকারী কোথায়? সেই লোকটি বলিল, হে প্রেরিত পুরুষ, এই তো আমি আছি। তিনি বলিলেন, যাহা তোমরা দর্শন করিলে তাহাতেই জানিও তোমাদের নমাজের সময়। (বোরিদা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, মন্দিরের নিকটে জেব্রিল (১) আমাকে দুইবার এমাম করিয়াছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে সূর্য্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তির সময়ে জোহরের নমাজ পড়েন, এবং যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তাহার অনুরূপ হয় তখন অসরের নমাজ পড়েন, রোজাব্রতে ব্রতীদিগের রোজা ভঙ্গ করিবার সময় আমার সঙ্গে মগরবের নমাজ পড়েন, এবং আরক্তিম আভা বিলুপ্ত হইলে আমার সঙ্গে এশার নমাজ পড়েন, এবং যখন রোজা ব্রতীদিগের সম্বন্ধে অন্ন জল অবৈধ, তখন আমার সঙ্গে ফজরের নমাজ পড়েন। পরে অন্য দিবস হইলে যখন দেহের অনুরূপ ছায়া হইল তখন তিনি আমার সঙ্গে জোহরের নমাজ পড়েন। যখন দেহের দ্বিগুণ ছায়া হইল তখন আমার সঙ্গে অসরের নমাজ পড়েন, রোজা ব্রতীদিগের রোজা ভঙ্গ করিবার সময় আমার সঙ্গে মগরবের নমাজ পড়েন, এবং রজনীর তৃতীয় ভাগে আমার সঙ্গে এশার নমাজ পড়েন, এবং আমার

---

(১) এস্থানে জোহর অর্থে অবস্থান্তর হওয়া, অর্থাৎ সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক তেজের প্রখরতার লাঘব হওয়া। সূর্য্য ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে এরূপ সময়ে জোহরের নমাজের নির্দ্দিষ্ট কাল।

(২) অসর শব্দের অর্থ অপরাহ্ণ।

(৩) মগরব শব্দের অর্থ পশ্চিম বা অস্তভূমি।

(৪) এশা অর্থে রজনীর অন্ধকার, প্রথম রাত্রি এশার নমাজের নির্দ্দিষ্ট সময়।

(৫) ফজর অর্থে উষা, উহা দিবালোকের আরম্ভ হইতে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত।

(৬) সূর্য্যোদয় হইলে এবং সূর্য্যের অস্তগমনের প্রাক্‌কালে সূর্য্য দর্শন করিয়া সূর্য্যোপাসকগণ তাহার পূজা বন্দনা ও তদুদ্দেশ্যে নমস্কারাদি করিয়া থাকে। তজ্জন্য সেই সময়ে নমাজ পড়া ও তদুপলক্ষে নমস্কারাদি করা হজরত মোহম্মদ কর্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। মোসলমানগণ কাবাভিমুখে নমাজ পড়েন, সূর্য্যোদয়ের সময়ে সূর্য্যাভিমুখে প্রণামাদি করা ভারতবর্ষবাসী মোসলমানদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, যেহেতু কাবা ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে স্থিত, তাঁহারা পশ্চিমাভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়েন, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে সমুদিত হয়, কিন্তু যে দেশের পূর্ব্বাংশে মক্কা তীর্থ ও কাবা মন্দির সেই দেশের মোসলমানদিগের নমাজ পড়িতে সূর্য্যাভিমুখেই নমাজ পড়িতে হয়! তাহাতে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক মোসলমানগণ জড়োপাসক ও পৌত্তলিক বলিয়া অপবাদগ্রস্ত হইতে পারেন, এজন্য হজরত সাধারণ ভাবে সেই সময় নমাজ পড়িতে লোককে নিষেধ করিয়াছেন।

(১) জেব্রিল প্রত্যাদেশবাহক স্বর্গীয় দূতবিশেষ। কোরাণের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শাহ্ আবদুল কাদের জেব্রিলকে পবিত্রাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধকগণ জেব্রিলযোগে অন্তরে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করেন। "এমাম" অগ্রণী বা আচার্য্য, যাঁহার অনুসরণ করিয়া মোসলমানগণ নমাজ পড়েন, তাঁহাকে এমাম বলে।

সঙ্গে যখন ফজরের নমাজ পড়েন,তখন দিবালোক হইল। অবশেষে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, মোহম্মদ, তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের উপাসনারও এই সময়, এবং পূর্ব্ব পশ্চাৎ এই দুই সময়ের মধ্যবর্ত্তী সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। (১) (আব্বাসের পুত্র)

অবদোল্ আজিজের পুত্র ওমরকে অরওয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জেব্রিল কি অবতীর্ণ হইয়া হজরত মোহম্মদকে এমাম করিয়া নমাজ পড়েন নাই? তাহাতে ওমর তাঁহাকে বলিলেন, অরওয়া, তুমি যাহা বলিতেছ আমি তাহা জানি, বশির বলিয়াছেন যে আবু মসুউদ এরূপ বলিতেছেন শ্রবণ করিয়াছি যে, হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, জেব্রিল অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাকে এমাম করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছি, তৎপর আমি তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছি, তৎপর আমি তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছি, তৎপর আমি তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়িয়াছি। পাঁচ অঙ্গুলি যোগে এরূপ পাঁচ নমাজ গণনা করিয়াছিলেন। (শহাবের পুত্র)

খলিফা ওমর স্বীয় কর্ম্মচারীদিগকে লিখিয়াছিলেন যে, আমার নিকটে তোমাদের অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য নমাজ। যে ব্যক্তি তাহা রক্ষা করে ও তদ্বিষয়ে নিপুণ হয়, সে স্বীয় ধর্ম্মকে রক্ষা করে, এবং যে ব্যক্তি তাহা নষ্ট করে সে তদ্ব্যতীত অন্য সমুদায়ও নষ্ট করে। তৎপর লিখিয়াছেন, যখন তোমাদের এক জনের ছায়া এক হস্ত পরিমাণ হইতে দেহের অনুরূপ পর্য্যন্ত থাকে সে পর্য্যন্ত জোহরের নমাজের সময়। যখন সূর্য্যমণ্ডল উন্নমিত পরিষ্কৃত অওবং হয় এবং এক জন সোওয়ার যে সময় হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব পার্য্যন্ত ছয় মাইল বা নয় মাইল পথ চলিতে পারে, তাহা অসরের নমাজের সময়, সূর্য্য যখন অস্তমিত হয় তখন মগরবের নমাজ এবং আরক্তিম বর্ণ যখন বিলুপ্ত হয় সেই সময় হইতে নিশার তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত এশার নমাজের সময়। অনন্তর যে ব্যক্তি শয়িত হয়, তখন তাহার নেত্রদ্বয় যেন নিদ্রিত না হয়, অনন্তর যে ব্যক্তি শয়িত হয়, তাহার নেত্রদ্বয় যেন নিদ্রিত না হয়, অনন্তর যে ব্যক্তি শয়িত হয় তাহার নেত্রদ্বয় যেন নিদ্রিত না হয় (আশীর্ব্বাদ সূচক বাক্য)। যখন তারকামালা প্রকাশিত আছে, তখন উষার নমাজ হইবে। (মালেক)

হজরত মোহম্মদ গ্রীষ্মকালে তিন পদ হইতে পাঁচ পদ পরিমাণ (ছায়া) পর্য্যন্ত এবং শীতকালে পাঁচপদ হইতে সাত পদ পরিমাণ (ছায়া) পর্য্যন্ত জোহরের নমাজের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। (মস্উদের পুত্র)

সেলামতের পুত্র সইয়ার বলিয়াছেন যে, আমি পিতার সঙ্গে আবু বরজার নিকটে গিয়াছিলাম। পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রেরিত পুরুষ বিহিত নমাজ কি প্রকারে করিতেন? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "সূর্য্য মধ্য আকাশ হইতে পশ্চিমে ঝুঁকিয়া পড়িলে হজরত মাধ্যাহ্নিক নমাজ অর্থাৎ প্রথম নমাজ পড়িতেন, এবং পরে অসরের নমাজ পড়িতেন, তৎপর আমাদের এক জন মদিনার দূরতর স্থানে স্বীয় গৃহে চলিয়া যাইতেন, তখন সূর্য্যমণ্ডল শুভ্র পরিষ্কৃত। তিনি মগবরের নমাজের বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। হজরত এশার নমাজে (এত্মায়) বিলম্ব করিতে ভাল বাসিতেন, সেই নমাজের পূর্ব্বে নিদ্রাগত হওয়া ও তাহার পরে কথোপকথন করা অসঙ্গত মনে করিতেন। এশার নমাজে রজনীর তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যে পর্য্যন্ত এক জন লোক তাহার সমীপোপবিষ্ট ব্যক্তিকে চিনিতে না পারে সে পর্য্যন্ত ফজরের নমাজ পড়িতেন।

(১) অসর ও মগরব এই দুইটি মধ্যবর্ত্তী সময়। এশা অতিরিক্তের মধ্যে গণ্য।

ওমরের পুত্র মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, আমি অবদোল্লার পুত্র জাবেরকে হজরত মোহম্মদের নমাজের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছেন যে, হজরত অত্যন্ত উত্তাপের সময় জোহরের নমাজ পড়িতেন, যখন সূর্য্যমণ্ডলের বর্ণের ব্যত্যয় হয় নাই, তখন অসরের নমাজ পড়িতেন, এবং সূর্য্যাস্ত গমন কালে মগরবের নমাজ পড়িতেন, এবং যখন অধিকাংশ লোক ব্যস্ত হইত এবং বলিত বিলম্ব হইল তখন এশার নমাজ পড়িতেন, শেষ রাত্রির অন্ধকারে ফজর বা সবার নমাজ পড়িতেন।

ওনস্ বলিয়াছেন, যখন আমরা হজরতের অনুসরণক্রমে জোহরের নমাজ পড়িতাম তখন ভূমি অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়া স্বীয় বস্ত্রের উপর সেজ্দা (নমস্কার) করিতাম।

গুরু নানকের জীবন বৃত্তান্ত।

গুরু অঙ্গদ দেহ মন দিয়া গুরু নানকের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন গুরু সেবার জন্য তিনি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শীত গ্রীষ্ম তাঁহার পথে কিছু মাত্র বিঘ্ন প্রদর্শন করিতে পারিত না। গুরু নানক রেবতী নদীতে তৃতীয় প্রহর রজনীতে স্নান করিতে যাইতেন। অঙ্গদ তাঁহার বস্ত্রাদি লইয়া সঙ্গে গমন করিতেন এবং গুরুকে স্নান ও বস্ত্রাদি পরিধান করাইতেন। যতক্ষণ গুরুর প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ না হইত তত ক্ষণ তিনি নদীকূলে প্রতীক্ষা করিতেন এবং কার্য্যশেষে গুরুকে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া আসিতেন। পঞ্জাব প্রদেশ শীতের জন্য বিখ্যাত, কথিত আছে তিনি এই শীতে সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। গুরু নানক তাঁহার নিষ্ঠা দেখিয়া এক দিন বলিলেন "বৎস, আজ তুমি আমার যেরূপ সেবা করিতেছ এজন্য তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। তোমার পুণ্যগুণে সমস্ত শিখমণ্ডলীর সদ্গতি হইবে। বাস্তবিক গুরুর অমোঘ বাক্য ফলবতী হইতেছে। যেখানে শিখধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তথায় দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন এবং শিখদিগের যে এত বিনয়, এত আধ্যাত্মিকতা,

এত পরসেবার ভাব তাহা অঙ্গদের জলন্ত দৃষ্টান্ত ও পুণ্যবলে সঞ্চিত হইয়াছে। এই সময় গুরু নানকের নাম অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া পড়িল। লোক সকল বহুদূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। নানক যেখানে গমন করিতেন, সেইখানে তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু লোক সকল একত্র হইত। অবশেষে এরূপ হইয়া উঠিল যে ঈদৃশ লোকের জনতা নানকের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। যথা তথা লোকের কৌতূহল দৃষ্টি তিনি বিষবৎ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে এ অবস্থা হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে এত দূর হইয়া উঠিল যে, দিবসে তিনি গৃহের বাহির হওয়া অসম্ভব মনে করিলেন। এই সময়ে পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ গুরু গোরখনাথ নানককে দেখিবার জন্য প্রান্তরে আগমন করিলেন। লোকের কৌতূহল দৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি নিশীথ সময়ে ভাই বালা ও গুরু অঙ্গদকে সঙ্গে লইয়া গোরখের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তথায় গোরখ নাথের সঙ্গে অনেক সৎপ্রসঙ্গ হইল। গোরখ নাথ নানককে বলিলেন "হে গুরু, তুমি অত্যন্ত বৃথা আড়ম্বর করিয়া বসিয়াছ, তুমি যেখানে গমন কর, এত লোক তোমার সঙ্গে কেন ভ্রমণ করে? তুমি বল দেখি এত লোকের মধ্যে কয় জন মনুষ্যকে তুমি মনের মত পাইয়াছ? আমি এত দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিলাম,কিন্তু এক জন মনুষ্যও মনের মত পাইলাম না।" নানক উত্তর করিলেন "মনের মানুষ কাহাকে বলে?" গোরখ নাথ বলিলেন, "যাহার সঙ্গে অন্তরের মিল হয়, গুরু যেরূপ ঠিক তদ্রূপ শিষ্য হইবে। যে শিষ্য গুরুকে প্রকৃতরূপে জানে না, সেরূপ বৃথা শিষ্য রাখা অনেক দোষের কারণ। এই জন্য আমি একাকী থাকি, কোন শিষ্য নিকটে রাখি না।" গোরখ নাথের কথা গুলি নানকের অন্তরে প্রবেশ করিল। তিনি অঙ্গদকে বলিলেন, "বৎস অঙ্গদ, গুরু গোরখ নাথকে নমস্কার কর।" অঙ্গদ নমস্কার করিলে "বৎস, সুখী হও, তুমিও এক জন মহাপুরুষ হইবে," এই বলিয়া তিনি অঙ্গদকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। নানক গোরখকে বলিলেন, "লোকের জনতা আমি কিরূপে পরিহার করিব,আপনি কিছু সদুপায় বলিতে পারেন?" গোরখ বলিলেন, "লোকদিগকে এক বেলা মাত্র আহার দিও তাহা হইলে তাহারা আপনাপনি তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।" এই কথার পর নানক গোরখ নাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যদিগকে প্রথমে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রত্যক্ষে আদেশ করিলেন যে, যত শিখ তাঁহার নিকট থাকিবে সকলের জন্য কেবল এক বেলা অন্ন প্রস্তুত হইবে,অপরাহ্ণে কেহ আহার পাইবেন না। শিখদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎসগণ, তোমাদিগকে পরিশ্রম সহকারে অন্ন আহরণ করিতে হইবে, সকলের কৃষিকার্য্য করিতে হইবে। আহারান্তে ক্ষেত্রকর্ষণ করিতে সকলেই প্রান্তরে বহির্গত হও।" এই কথা শুনিবামাত্র অনেকগুলি শিষ্য উঠিয়া চলিয়া গেল। অল্প মাত্র শিষ্য অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে গুরুর নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গুরু নানক পরে কহিলেন "বৎসগণ, শস্য সকল প্রান্তরে সুপক্ক হইয়াছে এখন শস্য সকল কর্ত্তন করিয়া শস্যাগারে রক্ষা কর।" শিখগণ যেরূপ পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে গুরুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন তাহাতে গুরু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যখন সমস্ত শস্য শস্যাগারে সঞ্চিত হইল তখন গুরু নানক বলিলেন "বৎসগণ, অগ্নি দ্বারা শস্যাগার দগ্ধ করিয়া দেও। আমি আসক্তির পরবশ হইয়া শস্য সকল উৎপন্ন করি নাই।" শিখগণ বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "হে গুরু, আমরা অশেষ দুঃখ সহকারে এই সমস্ত শস্য উৎপন্ন করিয়াছি, এখন আপনাদের হস্ত দ্বারা এই শস্য কিরূপে অগ্নিসংলগ্ন করিব?" এক জন শিখ গুরুর আদেশমত শস্যাগারে অগ্নি সংলগ্ন করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া যে অল্পসংখ্যক শিখ গুরুর নিকট অবস্থিতি করিতেছিল তাহাদিগের মধ্য হইতে আবার অনেকে চলিয়া গেল। এখন শিষ্যদল নিতান্ত সূক্ষ্ম হইয়া উঠিল। শিখগণ গুরুর পদতলে গিয়া বার বার পতিত হইতে লাগিল। গুরু দেখিলেন, এখন যে সকল শিখ রহিয়াছে তাহাদিগকে কঠিনতর পরীক্ষায় নিপতিত করিতে হইবে। তিনি স্বহস্তে ছুরিকা লইয়া উন্মাদের ন্যায় শূকর ও কুকুর সকল তাহাদিগের সম্মুখে কাটিতে লাগিলেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া যে কয় জন শিখ নিকটে ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। "তপস্বী নানক উত্তম সাধু ছিলেন, এখন তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছেন," এই বলিয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে চারিদিকে লোক আক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় নানক একটি শব্দ দ্বারা এইরূপ বলিলেন, "আমি নিজে কুকুর, আশা ও আসক্তি দুই কুকুরীর সহিত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি পাপী মৃতবৎ হইয়া আছি, আমি বিকৃত হইয়া আছি, হে ঈশ্বর, তোমার নামেতে সমস্ত সংসার তরিয়া যায়।" এই শব্দ শ্রবণ করিয়া যে অতি অল্পসংখ্যক শিখ ভগ্নহৃদয় হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিল, সকলেই উৎসাহান্বিত হইয়া "গুরু গুরু" শব্দ বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল। গুরু নানক শিষ্যদিগকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ড সকল কুড়াইয়া লইয়া তাহা সজোরে তাঁহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এরূপ ব্যাপার করিয়া তুলিলেন যে, এক জন শিষ্যও আর নিকটে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না,কেবল ভাই বালা ও গুরু অঙ্গদ দুই জনে তথায় রহিলেন। এই সময়ে গুরু নানক আপন কটিদেশে কৌপীন, মস্তকে টুপি, গায়ে লম্বা জামা পরিধান করিয়া এবং যষ্টি হস্তে লইয়া উন্মাদের ন্যায় বাহির হইলেন, রাজপথে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি শিখ হইলে সজোরে যষ্টির দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। প্রায় সকল শিখ পলায়ন করিল, কেবল জন কয়েক মাত্র শিখ নিকটে রহিয়া গেল। ইহাদিগকে প্রহার করিতে আসিলে তাহারা বলিয়া উঠিল, "বাবাজী,

আমাদিগকে বধ করিলেও আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিব না।" গুরু নানক বলিলেন,"তোমরা কয় জন শিখ আমার নিকট আছ?" শিখগণ বলিল, "গুরু, আপনার ভাবনা কি? আমরা অনেক লোক এখন আছি।" নানক বলিলেন, "যদি তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য হও, তবে আমার কথা শুন।" শিখগণ বলিয়া উঠিল, "আপনি আমাদিগের প্রতি যেরূপ আদেশ করিবেন আমরা তাহাই করিব।" নানক সকলকে সঙ্গে লইয়া প্রান্তরে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, একটি স্থানে কর্দ্দমের মধ্যে একটি মৃত দেহ পড়িয়া আছে। এই শরীরে এরূপ গন্ধ হইয়াছিল যে, সে তল্লাটে লোক অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইয়াছিল। নানক শিখদিগকে তথায় আনয়ন করিয়া আদেশ করিলেন, "আমার প্রকৃত শিখ ইহার মধ্যে যদি কেহ থাকে অবিলম্বে এই মৃত দেহ ভক্ষণ কর।" এই নিদারুণ কথা শুনিবা মাত্র শিখগণ পরস্পরের মুখাবোলকন করিতে লাগিল এবং ক্রমে একে একে সকলেই পলায়ন করিল, কেবল গুরু অঙ্গদ ও ভাই বালা তথা দাঁড়ায়া রহিলেন। নানক তাঁহাদিগকে কহিলেন,"তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও।" ভাই বালা এবং গুরু অঙ্গদ কহিলেন, "আমরা আপনার শিষ্য আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?" নানক তাহাদিগকে যষ্টি দ্বারা প্রহার করিয়া বলিলেন, "আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেছ,কিন্তু আমার আদেশ পালন করিবে না? এখনই এই মৃত দেহ ভক্ষণ কর।" ভাই বালা ও গুরু অঙ্গদ অমনি মৃত দেহের নিকট বসিলেন। গুরু অঙ্গদ বলিলেন, "আমরা এখনই ভক্ষণ করিব, কিন্তু ইহার কোন অংশ প্রথমে আহার করিব?" নানক উত্তর করিলেন, "পদদ্বয় অগ্রে ভক্ষণ কর।" মৃতদেহ বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। কথিত আছে, যেমন বস্ত্র উত্তোলন করিয়া গুরু অঙ্গদ তাহা ভক্ষণ করিতে যাইবেন, অমনি দেখেন বস্ত্রের মধ্যে মৃত দেহ নাই, উৎকৃষ্ট ভক্ষ্য সামগ্রী রহিয়াছে। ভাই বালা ও গুরু অঙ্গদ ইহা দেখিয়া গুরু নানকের চরণে বার বার অবলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। গুরু নানক গুরু অঙ্গদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, যাহা ভগবান্ আমাকে দিয়াছেন, সে সমস্ত তোমার, এখন হইতে আমি যাহা তুমিও তাহা এবং তুমি যাহা আমিও তাহা। তুমি শিখদিগের দ্বিতীয় গুরু হইলে, জগৎ তোমার শিষ্য হইবে, যেখানে তুমি থাকিবে আমিও তথায় অবস্থিতি করিব। তুমি সমস্ত শিখদিগের ভার গ্রহণ কর। যে তোমার নাম জপ করিবে আমি তাহাকে ধন্য করিব।" গুরু নানক এই সমস্ত কথা সমস্ত শিখমণ্ডলীমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

৩০শে সপ্টেম্বর, ১৮৮২।

হে পিতা, হে মুক্তিদাতা, রোগপ্রতিকারের উপায়ও যদি রোগ হইয়া যায় তবে রোগীর বিষম দায়। পৃথিবীতে জীবের বাঁচিবার প্রধান উপায় প্রার্থনা, প্রার্থনা যদি বিফল হয়ে যায়, অসরল হয়, তবে জীবের বাঁচিবার উপায় থাকে না, স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়। তোমার প্রসাদে ফল পাব এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কেহ প্রার্থনা করিতে পারিল না। প্রার্থনা করিলে ফল পাওয়া যায়, নিশ্চয় কার্য্যসিদ্ধি হয়, ইহা যদি জানিতাম তবে প্রার্থনা করিতাম,—তোমার দলে প্রেম আনিয়া দাও, বিশ্বাস আনিয়া দাও। এ সেবকদের আর সেই আগেকার বিশ্বাস নাই। প্রার্থনা কর দ্বার খুলিবে না, বারবার চাও পাইবে না, পিতা পিতা বল উত্তর দিবেন না, প্রেম চাও বারবার দিবেন না, এই কথা আমরা ঐ ঘরের দরজায় লিখে রেখেছি। এ ঘরে সকলে মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিলে পরস্পর হইতে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই সব কথা আমরা জীবনের কালি দিয়া লিখিলাম। এর পরে লোকে এসে পড়িয়া দেখিবে ও জানিবে যে প্রর্থনায় কিছু হয় না। মা দয়াময়ী, কৈ তোমাকে ডাকি? বিশ্বাস নাই, শ্রীহরি, প্রার্থনার জোর কমেছে। এখন আমরা সভা করিব, নিয়ম করিয়া ব্রত লইব। প্রেম শুকাইলে এই রকম হয়। শুষ্ক অপ্রেমের রাজ্য আনিয়া বিধি নিয়ম স্থাপিত করিয়া ঈশার পর মুষাকে বসাইলাম। উল্টা হইল, মুষার পরে ঈশা আসিলেন, বিধির পরে প্রেম আসিল, আমরা প্রেমের পর বিধি নিয়ম আনিলাম। মা, যত্ন করে এ ঘরে বন্ধু বান্ধব লইয়া কত সাধন করিলাম, তোমাকে ডাকিলাম, শেষে কি এই হইল? প্রার্থনা কেন পূর্ণ হয় না? মা, প্রার্থনা করিলেই বড় বড় জগাই মাধাই তরে যায়, আর আমরা কেন প্রার্থনার ফল পাব না? দয়াল প্রভু, এক বার তুমি কি জোর করে প্রার্থনাকে রক্ষা করিবে না? এমন আদরের জিনিষ, যার দ্বারা নরক এক দিন স্বর্গ হবে! আমাদের প্রার্থনা কি শুনিবে না তবে? হে প্রেমস্বরূপ, স্বর্গ থেকে আর দান কি আসিবে না? আমরা উপার্জ্জন করে খাব? শ্রীহরি, তোমার প্রেমে আকুল হয়ে খুব মত্ত হয়ে যদি বলি, আমি আর ঈর্ষান্বিত হব না, রাগ করিব না, প্রেমে মত্ত হয়ে ভাইয়ের মুখচুম্বন করিব, কেন না আজ আমি প্রার্থনা করিয়াছি, তা কি হয় না? মা, প্রার্থনার বল লাভের জন্য যদি ইচ্ছা থাকে আমরা এইরূপ করিব, নতুবা নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে যাইব। দীননাথ দয়াময়, কৃপা করিয়া অধীন সন্তানদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া প্রধান উপায় যে প্রার্থনা তাই অবলম্বন করিয়া তোমার পায়ের তলায় পড়িয়া প্রেম যাচ্ঞা করিয়া তোমার হাত হইতে তাহা লাভ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুস্তকপ্রাপ্তি।

পারের নৌকা—ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক,শ্রীযুক্ত বাবু চুনিলাল মিত্র প্রণীত, মূল্য দুই আনা মাত্র। গ্রন্থকার ভবসাগর হইতে পরিত্রাণের আটটি খেয়ার কথা লিখিয়াছেন। প্রথম খেয়া

ঈশ্বর জ্ঞান, ২য় প্রকৃত বৈরাগ্য, ৩য় প্রকৃত যোগ, ৪র্থ সরল বিশ্বাস, ৫ম প্রকৃত সাধুতা, ৬ষ্ঠ বিশুদ্ধ ভক্তি, ৭ম অমূল্য ধন, ৮ম প্রার্থনায় বিশ্বাস। প্রত্যেক খেয়া পুস্তকের এক একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়স্বরূপ। এক একটি গল্প দ্বারা খেয়ার বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুস্তক খানা সুপাঠ্য। পুস্তকের সর্ব্বপ্রথমে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর আছে। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার? এই প্রশ্নের উত্তরে "সাকার ও নিরাকার কিন্তু কল্পনার অতীত" বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের সাকারত্ব বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারের সঙ্গে ঐক্য হইতে পারি না। সাকার হইলেই ঈশ্বর ক্ষুদ্র পরিমিত ও সীমাবদ্ধ হইলেন, তাঁহার আর অনন্তত্ব কোথায় রহিল? অনন্তত্ব না থাকিলে ঈশ্বরত্বই থাকিল না।

হলদিবাড়ী ও ফুল বাড়ীর উৎসব।

কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত হলদিবাড়ীর নববিধান বিশ্বাসী মোসলমান্ ভ্রাতাদিগের বিশেষ আহ্বানে এবং ফুল বাড়ীর বিধানবাদী ভ্রাতাদিগের নিমন্ত্রণে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় সেই স্থানে গিয়াছিলেন।

বিগত ৪ঠা বৈশাখ শনিবার হইতে পাঁচ দিন যাবৎ হলদী বাড়ীস্থ নববিধানসমাজের উৎসব হয়। কয়েক দিনের সাধারণ কার্য্য সায়ং প্রাতঃ উপাসনা, উপদেশ, আলোচনা ও কীর্ত্তন। এতদ্ব্যতীত এক দিন নগরকীর্ত্তন, এবং ইদের দিনে প্রান্তরে বক্তৃতা হইয়াছিল। ৯ বৈশাখ হইতে ফুলবাড়ী নববিধান সমাজের উৎসব হয়। সায়ং প্রাতঃ উপাসনা, আলোচনা উপদেশ এবং ১৩ই বৈশাখ রবিবারে দরিদ্রদিগকে চাউল ও পয়সা দান, নগর সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা ও উপাসনা হইয়া উৎসবের কার্য্য সমাধা হয়। এক দিন প্রান্তরগত একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর ধারে প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়, অকাল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াও কোন বিঘ্ন জন্মায় নাই। দেবীগঞ্জ হইতে কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ সাহেব আসিয়া হলদিবাড়ী উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। যে ভাবে যে প্রণালীতে এই দুই স্থানের উৎসবের কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে এইটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে নববিধানের জীবন্ত ভাব কোন বিঘ্নেই প্রতিহত হইতে পারে না। সকলেই জানেন, হলদীবাড়ীর নববিধানসমাজের উপাসক মণ্ডলী মুসলমান সম্প্রদায় হইতে সঙ্গঠিত। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবিধানে মুসলানাগ্রগণ্য শ্রীমদ্ হরিদাস হরিনামের মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারই স্বশ্রেণীস্থ ভ্রাতৃবৃন্দ এখন সেই হরিনাম উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহা দেখিলে অত্যন্ত অহ্লাদ হয়। সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িকতার এমনই প্রভাব যে ঈশ্বরের নামেও বিদ্বেষ। হিন্দু "আল্লা" নাম গ্রহণ করিলে যেমন আপনি অপবিত্র হইলেন মনে করেন, মুসলমানগণও তেমনি হরিনাম গ্রহণ করিলে আপনাদিগেকে পতিত মনে করিয়া থাকেন। ঈদৃশ কুসংস্কারসত্বে এরূপ পরিবর্ত্তন নববিধানের বিশেষ মহত্ব ও প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। সুখের বিষয় এই যে, ফুলবাড়ীতেও সৈয়দবংশীয় একজন মুসলমান ভ্রাতা নবধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাঁহার পত্নীর আগ্রহে ১৪ই বৈশাখ সোমবার সায়ংকালে তাঁহার গৃহে উপাসনা হয়। আমড়াগড়ি নিবাসী শ্রীমান্ ফকির দাস রায় ও তাঁহার সহকারী শ্রীমান্ আশুতোষ ফুলবাড়ীতে আসিয়া উৎসবে যোগ দান পূর্ব্বক বিশেষ মত্ততার সহিত মধুর সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রংপুর ও নিলফামারী হইতে কোন কোন ভ্রাতা আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন।

সংবাদ।

ভাই বলদেব নারায়ণ ত্রিহুত প্রদেশের প্রধান নগর মজঃফর পুরে স্থিতি করিয়া নববিধান প্রচার করিতেছেন। তদ্দেশীয় কয়েক জন যুবা বিধান গ্রহণ করাতে প্রাচীন শ্রেণীর লোকেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার ও অপমান করিতেছে। গালাগালি ভর্ৎসনা তো আছেই, সম্প্রতি আমরা কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে সে দেশের কোন এক জন প্রধান ব্যক্তির বাড়ীতে কয়েক ব্যক্তি তাঁহার মুখে চুনকালী মাখিয়া ও গলে জুতার মালা অর্পণ করিয়াছে। আমাদের ভাই শরীরে কোন বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। তিনি শান্ত ভাবে সমুদায় অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিয়াছেন। যাঁহারা প্রভুর নামে উৎপীড়ন সহ্য করেন তাঁহাদের জীবন ধন্য।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে ত্রিহুত প্রদেশের অন্তর্গত সীতামারির কতিপয় বিহারী ভদ্রলোক উপাসনাদিতে যোগ দান করিতেছেন।

আনন্দের বিষয় যে আমড়াগড়ির ব্রহ্মমন্দির ইত্যাদি নির্ম্মাণের ব্যায়ানুকুল্যার্থ কুচবিহারের মহারাজ পাঁচশত টাকা এবং কাকিনিয়ার রাজা শ্রীযুক্ত মহিমা রঞ্জন রায় পঞ্চাশ টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন।

গত শনিবার আমাদের পরমভক্তিভাজন মহারাজ্ঞী শ্রীশ্রীমতী ভিকটরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে বিডন উদ্যানে ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু রাজভক্তি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পারিবারিক উপাসনালয়ে সে দিন এ বিষয়ে বিশেষ প্রার্থনাও হইয়াছিল।

তিন মাসের কিঞ্চিৎ অধিক হইয়াছে, আমাদের বিধান বিশ্বাসী প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত কালী কুমার বসু বরিশাল হইতে ফরিদপুরে কলেক্টরীর সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। তথায় আগমনের কিয়দ্দিন পর হইতে প্রতিসপ্তাহে নিয়মিতরূপ সন্ধ্যার পর তিনি পাঁচটি বাসায় উপাসনা এবং প্রতি রবিবার দ্বারে দ্বারে উষাকীর্ত্তন করিয়া তিনি নববিধান প্রচার করিতেছেন। কয়েক দিন হইতে তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ পীড়িত থাকাতে কার্য্যের ব্যাঘাত হইয়াছে। ইতিমধ্যে তিনি গবর্ণ-

মেণ্ট স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাজকুমার চন্দ্রের পুত্রের এবং আপন দৌহিত্রের নামকরণ নবসংহিতা অনুসারে করিয়াছেন। প্রমথ কুমারের নাম প্রফুল্ল কুমার দ্বিতীয়টির নাম উৎসবানন্দ রাখিয়াছেন। ফরিদপুরে কোন উচ্চপদস্থ লোক আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সঙ্গে আগ্রহের সহিত ধর্ম্মালোচনাদি করিয়া থাকেন। বন্ধুর বৃদ্ধ বয়সের ধর্ম্মোৎসাহ যুবকদিগকে উৎসাহিত করুক।

যে সকল গ্রাহক আমাদের প্রেরিত পত্র পাইয়াও আজও তাহার উত্তর কিংবা মূল্য পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে আমরা বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি, যেন তাঁহারা ত্বরায় পত্রোত্তর দানে আমাদিগকে বাধিত করেন। যাঁহারা আমাদের প্রতি নিতান্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন, আমরা অতিদুঃখের সহিত তাঁহাদের নিকট পত্রিকা পাঠাইতে ক্ষান্ত হইব।

১৬ই বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে "কি দুঃখকর পরিবর্ত্তন" শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কোন প্রচারকের মত ও ভাবের পরিবর্ত্তন বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে কোনবন্ধু তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছেন। তিনি অনুমানে সেই প্রচারক মহাশয়কে স্থির করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনপূর্ব্বক বিস্তারিত অবগত হইয়া লিখিয়াছেন। এই পত্র প্রকাশ করিলে পত্রপ্রেরকের এবং উক্ত প্রচারক মহাশয়ের অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। ধর্ম্মতত্ত্বে যাহা লিখিত হইয়াছে স্বতন্ত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়া তাহার সমুদায় কথাই প্রকারান্তরে প্রচারক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। উত্তর বাঙ্গালার যে যে বন্ধু, অন্যের ঈশ্বর দর্শন হয় না, ধর্ম্মকে খর্ব্ব করা আবশ্যক ইত্যাদি বিষয়ক প্রচারক মহাশয়ের যে উক্তি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিয়াছেন ও লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা প্রচারক মহাশয়ের মুখে শুনিয়াই লিখিয়াছেন ও বলিয়াছেন। সে অঞ্চলের এক জন ভ্রাতা শ্রীদরবারে পর্য্যন্ত এ সকল বিষয় লিখিয়া অভিযোগ জানাইয়াছেন। বর্ত্তমান পত্রপ্রেরকের প্রতি আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস তদপেক্ষা অধিক ভিন্ন অল্প নহে। "নূতন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া কোন সভা নাই, উহা পত্রপ্রেরকের মনঃ কল্পিত," বর্ত্তমান পত্রপ্রেরকের একথা সত্য নহে। অধিকাংশ প্রেরিত প্রচারককে উপেক্ষা করিয়া অল্প দিন হইল আল্‌বার্টহলে সেই সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহার সভ্য জোটাইবার জন্য পত্রপ্রেরক যাহার পক্ষসমর্থন করিতেছেন, সেই প্রচারক মহাশয়ও বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতেছেন।

বিগত ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৩ই জৈষ্ঠ সোমবার পর্য্যন্ত বাঁকিপুর নববিধান সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শমস্তিপুর ও মজঃফরপুর এবং খগোল হইতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ আসিয়া সেই উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন।

প্রেরিত।

শ্রীদরবারতত্ত্ব।

ইহা সাম্প্রদায়িকতাবিনাশের মহৌষধ।

পৃথিবী এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্মকে নানা রঙ্গে খণ্ডিত কল্পনা করিয়া বহু দেববাদ আনয়ন করিয়াছে, এবং এক অখণ্ড ধর্ম্ম সমাজকে নানা অংশে বিভক্ত করিয়া সাম্প্রদায়িকতা উৎপাদন করিয়াছে। ঈশ্বর যেমন এক, তাঁহার সমাজও তেমনি এক। বহুদেববাদ এবং সম্প্রদায়িকতা ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মসমাজেরই বিকৃতি। এই বিকৃতি দূর করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য নব বিধান এবং ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন জন্য শ্রীদরবার সমাগত হইয়াছে। কিরূপে শ্রীদরবার সমাগত হইয়াছে, কিরূপে শ্রীদরবার কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িকতা অপনীত হইয়া যথার্থ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবে, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমি তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবীর সমুদয় এক মনুষ্য। এই একত্ব সংখ্যাগত একত্ব নহে, ঈশ্বরের সন্তানজনিত একত্ব। এই ঈশ্বরসন্তান লইয়াই তাঁহার পরিবার। এই পরিবার তাঁহার অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ ও শাসিত। এই মানবপরিবার জ্ঞাতসারে ব্রহ্মের ইচ্ছা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ে পালন করিবে, তাঁহাকে রাজা গুরু পিতা মাতা নেতা প্রতিপালক সখা স্বামী এবং জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া ব্যক্তিগত ভাবে ও সমষ্টিতে তাঁহার একান্ত অধীন হইয়া চলিবে, এবং ব্রহ্মপ্রেমের অনুসরণে ভ্রাতা ভগ্নীর প্রতি প্রেম বিনিময় করিবে এই তাঁহার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা সাধিত হইলেই ব্রহ্মের প্রেমপরিবার স্থাপিত হয়। ব্রহ্ম ইচ্ছার অনুসরণ এবং ব্রহ্মপ্রেম প্রদর্শন, ইহাই প্রেমপরিবার স্থাপনের মূলসূত্র। ব্রহ্ম ইচ্ছা পালন না করিলে ব্রহ্মপ্রেম জীবনে সমাগত হইতে পারে না। ব্রহ্মপ্রেম না হইলে কে ভাঙ্গাঘর ভাল করিবে? ব্রহ্ম ইচ্ছাই প্রত্যাদেশ। এই প্রত্যাদেশ ঈশ্বর ও মানবের সহিত মনুষ্যের সম্মিলনের একমাত্র নিশ্চিত ভূমি। তদ্ভিন্ন সম্মিলনের আর কোন ভূমি নাই। এখন দেখা যাউক সাম্প্রদায়িকতা কি প্রকারে উৎপন্ন হইল। প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে ইচ্ছা রুচি ও বাসনার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাবল্য হইতে আমিত্ব উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে নিরতিশয় অহঙ্কৃত করে। এই অহঙ্কার মনুষ্যে মনুষ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে। মনুষ্যের নিজের ইচ্ছা রুচি ও বাসনার প্রাবল্য হয় কেন? ব্রহ্ম ইচ্ছার অপালন জন্য। ব্রহ্ম নিরন্তর আদেশ করিতেছেন। দেহ মন আত্মা পরিবার প্রতিবেশী জগৎ প্রত্যেক বিষয়ে যথোপযুক্ত আদেশ যথাকালে মনুষ্যহৃদয়ে সমাগত হয়। এই আদেশের অনুসরণ না করিলে দেহে রোগ, মনে অশান্তি, আত্মায় পাপ, পরিবারে জগতে অনৈক্য অপ্রেম এবং বিদ্বেষ আসিয়া পড়ে। কেবল যে ইহাই হয় তাহা নহে, ভ্রান্তি ও বিকার আসিয়া মানবহৃদয়কে অধিকার করে। এই প্রকারে চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থার বিলোপ হইলে আর সম্মিলনের সম্ভাবনা থাকে না। যে কারণে তোমার সহিত আমার অসম্মিলন হইয়া উহা বিরোধ ও শত্রুতায় পরিণত

হয়, সেই কারণেই সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন হয়। মনে কর তোমার সহিত আমার অসম্মিলন উপস্থিত। যদি আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া অথবা স্বতন্ত্র ভাবে ঈশ্বরকে আমাদিগের অসম্মিলনের কারণ জিজ্ঞাসা করি এবং তিনি যাহা বলেন তাহা প্রতিপালন করি, তাহা হইলে আমাদিগের মধ্যে অসম্মিলন কত ক্ষণ থাকিবে বল? সাধারণতঃ লোকে ব্রহ্মের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিরোধ আনয়ন করে, ক্রমাগত স্বেচ্ছারুচির বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া তাহা প্রবর্দ্ধিত করে, শেষ যখন দেখে বিরোধ তাহার নিজেরই অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহার সুখস্বচ্ছন্দতার পথে কণ্টক স্থাপন করিতেছে, তখন পুনরায় স্বেচ্ছারুচির বশবর্ত্তী হইয়া এ বিরোধ মিটাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে। পাপ পাপকে নিরসন করিতে পারে না, স্বেচ্ছারুচির সঙ্ঘাতে যে গরল সমুৎপন্ন হইল, স্বেচ্ছারুচি বিসর্জ্জন দিয়া একান্ত ব্রহ্ম ইচ্ছার অনুসরণ না করিলে তাহা কি প্রকারে বিদূরিত হইবে? জগতে মনুষ্যে মনুষ্যে বিরোধের অভাব কি? সাম্প্রদায়িকতা এই বিরোধেরই নামান্তর। জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ধনগত, মানবিদ্যাবুদ্ধিসম্ভূত যাবতীয় ভেদজ্ঞানের মূল জীবের ব্রহ্মের অবাধ্যতা, তাঁহার ইচ্ছার অপালন। যে বিরোধ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুসরণ না করায় উৎপন্ন হইল, তাহা কি তাঁহার আদেশ পালন ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে দূরীভূত হইতে পারে? যদি তাহা না হইল, তবে সম্প্রদায়িকতা দূর করিতে হইলে ব্রহ্ম ইচ্ছার একান্ত অধীন হইয়া চলিতে হইবে। এই অনুসরণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় ভাবেই করিতে হইবে। যখন সামাজিক ভাবে ব্রহ্ম ইচ্ছার অনুসরণের কার্য্য চলে, তখনই শ্রীদরবার অবতীর্ণ হন।

পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মপ্রণালীই সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীরে আবদ্ধ। এই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সত্যের প্রমুক্ত স্থানে বিচরণ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা এক এক সম্প্রদায়রূপ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে পৃথিবীর অপর জনসমাজ হইতে পৃথক্ মনে করেন। এই পৃথক্ত্ববোধ হইতে ঈর্ষা ঘৃণা অপ্রেম প্রভৃতি নানা প্রকার মানসবিকার তাঁহাদিগের মধ্যে সমুৎপন্ন হয়। অবশ্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ে অসাম্প্রদায়িক প্রেমিক সাধক দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরের ইচ্ছা অপালন জন্য এই সাম্প্রদায়িকতা জন্মে। ব্রাহ্মসমাজ এই সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িকতা বিনাশ করিবেন, তাহা বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজে ভক্তগণ নিরন্তর ব্রহ্মদর্শন তাঁহার বাণীশ্রবণ এবং ইচ্ছাপালন করিয়া জীবনে ব্রহ্মপ্রেম ও ব্রহ্মচরিত্র প্রদর্শন করেন। এই ব্রাহ্মসমাজ প্রেমপরিবার শান্তিনিকেতনের নামান্তর। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, কিন্তু অল্পে অল্পে সাম্প্রদায়িকতার বিষ যে ইহার দেহে প্রবেশ করিতেছে তাহা কি কেহ লক্ষ্য করিতেছেন না? প্রবেশ করিতেছে কেন বলি? ইহার ভিতরে ঐ বিষ প্রচুর পরিমাণে অবাস্থিতি করিতেছে। ইহার প্রমাণের জন্য আমাদিগকে বহু প্রয়াস পাইতে হইবে না। ব্রাহ্মসাধারণ শ্রীদরবারের প্রতি যে ব্যবহার করেন, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িকতার অমোঘ প্রমাণ। নববিধানের বহির্ভূত ব্রাহ্মসমাজতো শ্রীদরবারকে গ্রাহ্যই করেন না, বিধানবাদীদিগের মধ্যেই বা কয় জন ব্রাহ্ম প্রাণ মনে শ্রীদরবারের প্রতি অনুরক্ত? শ্রীদরবারের অপরাধ কি? তিনিতো কেবল প্রত্যাদেশমূলক সম্মিলন চান। ব্রাহ্মসমাজ বহু ভাগে বিভক্ত বলিয়া অনেক ব্রাহ্ম আক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা সম্মিলন সংস্থাপনের জন্য প্রয়াস পান, কিন্তু শ্রীদরবারের আদেশ লইয়া সামাজিক ভাবে ভগবানের আদেশ ও আলোক ভিক্ষা করিয়া কার্য্যে কয় জন প্রবৃত্ত হন? অনেক স্থলে দেখা যায়, যাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে অসম্মিলনের বীজ বিস্তৃত হইয়াছে, তাঁহারাই আবার এই প্রকার পার্থিব সম্মিলনসাধনে অধিকতর অগ্রসর। এই সমুদয় ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ে বাস করিলে অবশ্যই প্রশংসা ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। যেখানে প্রত্যাদেশই ধর্ম্ম সেখানে ঈদৃশ চেষ্টা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। কেহ যেন মনে না করেন, এই প্রকার কাল্পনিক সম্মিলনচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজে যথার্থ সম্মিলন সমাগত হইবে। আর ব্রাহ্মসমাজ যদি অসাম্প্রদায়িক হইতে না পারেন, তবে আপনাকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া ঘোষণা করিলে কি ফল হইবে? এইজন্য আমি নিতান্ত নির্বন্ধাতিশয় সহকারে যাবতীয় ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা সম্মিলনের অন্যবিধ চেষ্টা পরিহার করিয়া সকলে শ্রীদরবারের অধীন হইয়া জীবনে সমাজে ও পরিবারে যাহাতে প্রত্যাদেশস্রোত প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যাদেশপ্রভাবে সমাজে সম্মিলন সমাগত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন করেন। শ্রীদরবারভ্রষ্ট প্রেরিতগণ শ্রীদরবারে মিলিত হউন। ব্রাহ্মগণ এই শ্রীদরবারের অধীনতা গ্রহণে সামাজিক বিবেক যোগে প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত হউন; নচেৎ দেখিবেন অচিরাৎ শ্রীদরবারসম্পর্কশূন্য ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িকতার ক্রীড়াভূমি হইয়া দাঁড়াইবে। এখানে বিভিন্ন মত বিভিন্ন সাধনপ্রণালী বিভিন্ন আচার পদ্ধতি জাতি বিদ্যা ও ধনগত অভিমান এমনই প্রবল হইবে যে, ইহা পৃথিবীর অন্য দশটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে। ইতিমধ্যে আমরা এই সকল ভয়ের পূর্ব্বাভাস দেখিয়া ভীত হইতেছি। এখনই ব্রাহ্মসমাজসমূহে মত এবং সাধনপ্রণালীগত এতই ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে যে, তাহাতে উল্লিখিত সত্য আমাদিগের নিকট অতি সুস্পষ্ট বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। হে বিধানপতি পরমেশ্বর, তোমার প্রত্যাদেশ ও প্রেম শ্রীদরবারকে পূর্ণ করুক এবং তৎপ্রতি আমরা চিরদিন অনুগত থাকি।

টাঙ্গাইল
১২৯৭, ৪ই জ্যৈষ্ঠ। চিরদাস
শ্রীশ——।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রী গৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রী কান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৫ ভাগ।
১১ সংখ্যা।

১লা আষাঢ়, শনিবার, ১৮১২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥৹
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দেব, তোমার বিধানে বিশ্বাস করে জগতে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। তোমার বিধানে বিশ্বাস করিতে গেলে লোকের অনেক ত্যাগ করিতে হয়। রুচি, সংস্কার, মত, ভাব কিছুই তোমার বিধানের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। তোমার বিধান নিত্য নূতন। মানুষ পুরাতন ভাল বাসে, পুরাতন লইয়া থাকে, পুরাতন কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। যাহা অনেক দিনের পরিচিত তাহার প্রতি কেমন একটা মমতা জন্মে, তাহার ক্রিয়াকারিত্বের উপরেও মানুষের একটা প্রত্যয় আছে। যাহা নূতন, তাহা অপরিচিত, তাহা হইতে কি ফল আসিবে, তাহা অবিদিত, সুতরাং, হরি, মানুষ তোমার নিত্য নূতন বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া, নূতন বিধান্ ছাড়িয়া পুরাতন বিধানের দিকে ধাবিত হয়। হে বিধানপতি, আর সকল লোকের এরূপ পশ্চাদ্‌গতি হইবে ইহা সম্ভবপর, কিন্তু তোমার বিধানের লোকদিগের মধ্যে এরূপ পশ্চাদ্গমন দেখিয়া যে অত্যন্ত ক্লেশ সমুপস্থিত হয়। আমরা তোমার এত করুণা সম্ভোগ করিয়া, তোমার এত মহিমা দর্শন করিয়া আজও তোমার বিধানে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা আর লজ্জা ও অপরাধের বিষয় কি আছে? অন্য লোকের জ্ঞানের অভাব আছে, তোমার করুণা তাহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই, তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহাতে তাহাদের অপরাধ তেমন হয় না, যেমন আমাদের। আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার মত রুচি ও ভাব সব চলিয়া গিয়াছে, এখন যে আমরা বলিব সেই সকল আমাদিগের পথের প্রতিবন্ধক, ইহা আমরা কখন বলিতে পারি না। যদি বলি আমাদের সংসারের প্রতি মায়া ও আসক্তি বাড়িয়াছে, তাহা হইতে এই প্রকার বিষময় ফল উপস্থিত, তাহা হইলে আমাদিগের স্থির করিতে হইতেছে, সংসারের যে মায়া ও আসক্তি আমরা ছাড়িয়াছিলাম সেই মায়া ও আসক্তি আবার কেন ঘুরিয়া আসিল। অবশ্য তোমার বিধানের প্রতি আমাদের তেমন বিশ্বাস নাই বলিয়াই যে আমাদের ঈদৃশ দুর্দ্দশা সমুপস্থিত তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। হে দীনবন্ধু হরি, বিষম রোগ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, আমরা দিন দিন নীচ হইতে নীচতর অবস্থায় গিয়া পড়িতেছি, অথচ সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধশক্তিই নাই। যখন কারণ বুঝিতে পারিয়াছি, তখন তোমার নিকটে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করি, হে নাথ, তোমার বিধানকে দৃঢ়মুষ্টিতে আমাঃ

দিগকে ধারণ করিতে দাও। এখন বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তোমার বিধানাশ্রয় ভিন্ন আমাদের সংসারের দিকে পশ্চাদ্গতি কিছুতেই নিবারণ হইবার নহে। তাই তব পাদপদ্মে পড়িয়া প্রার্থনা করি, হে নাথ, আমাদিগের বিধানবিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ় কর; প্রেম বা উদারতার নাম দিয়া যাহাতে আমাদিগের দৃঢ়তা ভঙ্গ করিতে কেহ সমর্থ না হয় এরূপ বল বিধান কর।

বিধান ও সৃষ্টি।

বিধান ও স্বষ্টি, এ দুয়ের পার্থক্য শব্দগত যত, বস্তুগত তত নহে। বিধানশব্দ মনুষ্যসমাজ-সম্পর্কে আবদ্ধ রহিয়াছে; সাধারণতঃ যত প্রকারের অসদবস্থা হইতে নূতন বিষয়ের সমাগম হয়, স্বষ্টিশব্দ তাহাতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র গ্রহাদি সমুদায়ই ঈশ্বরের বিধান, কেন না ঐ সকলেতে ঈশ্বরেরই লীলা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আমরা অদ্য বিধান ও স্বষ্টি, এ দুইশব্দ অভিন্ন ভাবে গ্রহণপূর্ব্বক বিধান-শব্দ যে স্থলে আবদ্ধ আছে, সেখানেও স্বষ্টির ব্যাপার প্রদর্শন করিতে যত্ন করিতেছি, ভরসা করি পাঠকগণ এতদ্দ্বারা বিধানের মর্ম্ম ভাল করিয়া পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন।

স্বষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় পরব্রহ্মে শক্তিরূপে অনভিব্যক্ত ছিল, ইহা এখন সকলেই স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্বষ্টি আর কিছুই নহে, পরব্রহ্মে নিদ্রিত শক্তির বাহ্য প্রকাশ। যেখানে শক্তি, সেখানে ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তবে শক্তির বিকাশ ও সঙ্কোচ পুরুষাধীন, এজন্য যে সময়ে পরব্রহ্ম আপনাতে শক্তিসঙ্কোচ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে সময়ে স্বষ্টি হয় নাই; যখন ইচ্ছা করিলেন, শক্তির বিকাশ হইল, আর বিবিধ স্বষ্টি নয়নগোচরে আসিল। অনন্ত শক্তির নিঃশেষরূপে বিকাশ অসম্ভব, সুতরাং বিকাশের অতীত স্থলে সঙ্কোচাবস্থায় স্থিতি সহজে আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। স্বষ্টির কতক প্রকাশ পাইয়াছে, কতক এখনও পরব্রহ্মে অব্যক্ত ভাবে স্থিতি করিতেছে, ইহাই ঠিক কথা। স্বষ্টির আরম্ভ নাই, এ কথা যেমন চিন্তা করিতে পারা যায় না, যাহা আছে তাহার আরম্ভ আছে, অর্থাৎ অসৎ হইতে সদবস্থাপ্রাপ্তি, ইহাও তেমনই কল্পনাতীত। বুদ্ধির এই তটস্থাবস্থা, এই সত্য প্রকাশ করে যে, স্বষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় ঈশ্বরেতে কালাতীতাবস্থায় * শক্তিরূপে অবস্থিত ছিল, এজন্য তাহারা কখন ছিল না, মন ইহা চিন্তা করিতে পারে না, আবার অনভিব্যক্তের অভিব্যক্তি হইল, অতএব কালে তাহার আরম্ভ নয়নগোচর হইল, এজন্য স্বষ্টি অর্থাৎ শক্তিবিকাশের আরম্ভ আছে, ইহা না ভাবিয়া থাকিতে পারা যায় না। স্বষ্টি-সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, বিধানসম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে।

প্রাকৃতিক স্বষ্টির সঙ্গে জনসমাজের স্বষ্টি হইল, কিন্তু দৃশ্যমান স্বষ্টির মধ্যে নব নব স্বষ্টির ব্যাপার চলিতেছে। যাহা ছিল না, অর্থাৎ যাহা শক্তিরূপে অনভিব্যক্ত ছিল, তাহার বিকাশ যদি স্বষ্টি হয়, তাহা হইলে স্বষ্টি মধ্যে যাহা শক্তিরূপে অনভিব্যক্ত ভাবে অবস্থিত, তাহার অভিব্যক্তি স্বষ্টিনামে পরিচিত হইতে পারে। কিন্তু এখানে শাস্ত্রকারেরা সর্গ ও প্রতিসর্গ, অন্য কথায় স্বষ্টিও প্রতি সৃষ্টি, এইরূপ স্বষ্টির দুই প্রকার প্রভেদ করিয়াছেন। আদিতে যাহা ব্রহ্মেতে অনভিব্যক্ত ছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়া স্বষ্টি হইল। এই স্বষ্টিমধ্যে আবার যাহা অনভিব্যক্ত ছিল, তাহার অভিব্যক্তিতে প্রতিস্বষ্টি হইল। এরূপ প্রভেদ করিবার অর্থ আছে, কিন্তু দুইই স্বষ্টিমধ্যে গণ্য, কেন না স্বষ্টির পর যে সকল নব নব অভিব্যক্তি তাহাও পরব্রহ্মের মানসানুসারে ঘটিয়া থাকে। জনসমাজের যে প্রথমবিকাশ তাহাই স্বষ্টি, তৎপর উহার মধ্যে যে সকল গূঢ় অনভিব্যক্ত শক্তি আছে, তাহার ক্রম-

* পদার্থের স্থিতি হইতে দেশ এবং পরিবর্ত্তন হইতে কাল সমুপস্থিত হয়। যখন আকারবিশিষ্ট কিছু ছিল না, এবং পরিবর্ত্তন ছিল না, তখন দেশ ও কাল উভয়ের অতীতাবস্থা।

বিকাশ প্রতিসৃষ্টি। কিন্তু এই প্রতিসৃষ্টি বাস্তবিক সৃষ্টিই, কেন না পরব্রহ্মে নিগূঢ় যে সমস্ত অভিপ্রায় আছে, তদনুসারে সেই সকল অনভিব্যক্ত শক্তি প্রকাশ পাইয়া জনসমাজের নব নব অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক সৃষ্টির মধ্যে পরব্রহ্মের অভিপ্রায়ানুযায়ী নব নব শক্তির অভিব্যক্তিকে বিধান বা ঈশ্বরের লীলা বলা যেমন সঙ্গত, জনসমাজের মধ্যে তাঁহার অভিপ্রায় অনুবর্ত্তন করিয়া নব নব শক্তির অভিব্যক্তিও তেমনি বিধান নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। পরব্রহ্মের অভিপ্রায় ও শক্তি অনাদিকাল হইতে তাঁহাতে আছে, সে সকল যখন অভিব্যক্ত হয়, আমরা কেবল তখনই তাহা জানিতে পারি। এইরূপে আমাদিগের নিকট কতক প্রকাশিত কতক অজ্ঞাত চির দিনই থাকে। এখানে 'আমাদের' এই শব্দে সৃষ্টির যেখানে যে কোন জ্ঞানসম্পন্ন জীব আছে, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। কেন না মানবই হউন আর তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ জীবই হউন, সকলের নিকটেই ঈশ্বরের সমগ্র বিদিত নহে, যত দূর তিনি সৃষ্টি প্রক্রমে আত্মপ্রকাশ করেন, তত দূর তিনি বিদিত।

প্রাকৃতিক সৃষ্টিতে যেমন বহুবিধ উপকরণের সৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়, মানবসমাজ সৃষ্টির মধ্যেও তাহাই দেখা গিয়া থাকে। তবে এখানে মানবীয় আভ্যন্তরীণ নব নব শক্তির বিকাশ যেমন হয়, তেমনই প্রাকৃতিক সৃষ্টির উপকরণ সমুদায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া অত্যন্ত বিশেষ। আভ্যন্তরীণ নব নব শক্তি মুখ্য হইলেও তদনুরূপ বাহ্যোপকরণের ব্যবহারকে উপেক্ষা করিতে পারি না, কেন না তদ্রূপে বাহ্যে প্রকাশ না হইলে অনভিব্যক্তপ্রায় ঐ সকল আভ্যন্তরীণ নব নব শক্তি জগতে অপ্রকাশ থাকিয়া যাইত। কেবল এই পর্য্যন্ত নহে, বিকাশপ্রাপ্ত আভ্যন্তরীণ নব নব শক্তি বাহ্যে অনুরূপ উপকরণ না লইয়া কখনই থাকিতে পারে না, কেন না শক্তির বিকাশকালে উহা বাহিরের দিকে ধাবিত হইবেই হইবে, এইরূপে ধাবিত হইয়া আত্মপ্রকাশের উপযোগী কতকগুলি বিষয় লইয়া উহা বাহ্যে প্রকাশ পায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাকৃতিক সৃষ্টি মধ্যে ক্রমান্বয়ে নব নব শক্তির বিকাশের মধ্যে পরব্রহ্মের অভিপ্রায়ের অনুসরণ আছে। এই অনুসরণ ব্যাপার অচেতন প্রকৃতির ক্রিয়ারূপে অভিহিত হইয়াছে, বাস্তবিক এখানে চৈতন্যময় পুরুষ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ ক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, অন্যথা অচেতন প্রকৃতির সচেতনবৎ অনুসরণক্রিয়া সম্ভবপর নহে। যাঁহারা বলেন, আদিতে শক্তিকে এমনই নিয়োগ করা হইয়াছে যে সেই শক্তি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়া পর পর বিকাশ উপস্থিত করিতেছে, তাঁহারা শক্তিমান্ হইতে শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া মূলশূন্য করেন, উৎপন্ন শক্তির সর্ব্বতোমুখীন সামর্থ্য সিদ্ধ করিতে গিয়া যাঁহা হইতে সেই শক্তি উৎপন্ন তাঁহাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য এবং না থাকিলেও চলে এইরূপ করিয়া তোলেন। ঈশ্বরের যে মানবীয় ভাব অপনয়ন করিবার জন্য এইমত স্থাপন, এতদ্দ্বারা সেই মানবীয় ভাবই দৃঢ়ীকৃত হয়, কেন না মানুষ যেমন আপনার বল নিয়োগ করিলে সেই বল তাহা হইতে বিনিঃসৃত হইয়া ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক উপাদান অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে, ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহাই করা হয়। মনুষ্যের বলাতিরিক্ত প্রকৃতি আছে, ঈশ্বরের শক্ত্যতিরেক যদি প্রকৃতি থাকিত তাহা, হইলে উহা সম্ভব ছিল।

আমরা যে কথা বলিব মনে করিয়াছি তাহা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। দূরে পড়িলেও আমরা যাহা বলিলাম প্রকৃতিসম্বন্ধে যদি তাহা ঠিক হয়, জনসমাজে প্রকাশিত বিধানরূপ সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাহা ঠিক। বিধাননিচয় অভিপ্রায় ও অনভিব্যক্ত শক্তিরূপে বিধাতাতে অবস্থিত। ক্রমান্বয়ে তাহারা পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হইতেছে এবং এই অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজের সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

অভিব্যক্তিকালে উহারা কতকগুলি বাহ্য উপকরণ লইয়া অভিব্যক্ত হয়। মানুষ উহাদের অভিব্যক্তিস্থল। মানুষের অন্তরে যাহা অভিব্যক্ত হয় তাহার বাহ্যে বিকাশ প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ের মধ্য দিয়া হইয়া থাকে। মানুষ সর্ব্বপ্রথমে শব্দ ব্যবহার করে। এই শব্দে বায়ুতরঙ্গের প্রথম ব্যবহার, দ্বিতীয় ব্যবহার কল্পিত অক্ষর নিচয়ের, তদনন্তর প্রাকৃতিক বিবিধ উপকরণ,—যেমন সঙ্গীতের সহায়ক বিবিধ যন্ত্র, বৈরাগ্যাদির অভিব্যক্তি জন্য গৌরিক বসনাদি, এতদ্ব্যতীত বিবিধ ব্যবস্থা প্রণালী। এ সমুদায়ই এক একটি বিধানের অঙ্গীভূত। ইহাদিগের একটিকেও খণ্ডিত করিলে বা উড়াইয়া দিলে সেই সেই বিধানের অভিব্যক্তিস্থল অবরুদ্ধ হইয়া গিয়া অঙ্গহীন হইয়া পড়ে। যাঁহারা বাহ্য বিকাশের উপকরণ গুলিতে আসক্ত তাঁহারা যেমন ভ্রান্ত, যাঁহারা কেবল আন্তরিক ভাবসমূহের পক্ষপাতী, তাঁহারাও তেমনি ভ্রান্ত। একের অপরের প্রয়োজন আছে। যেখানে একটি আছে অপরটি নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে বিধানগ্রহণে পরাঙ্মুখীন ভাব আছে। অনেকে এটি বোঝেন না, তাহাতেই বিবিধ প্রকারের মতভেদ ও গণ্ডগোল সমুপস্থিত হয়।

আমরা জানি বাহ্য উপকরণনিচয় অস্থায়ী। যত দিন শরীর আছে, ইন্দ্রিয়নিচয় আছে, বাহিরে ভাব অভিব্যক্তির প্রণালী আছে, তত দিন এই সকল থাকিবে। অস্থায়ী হইলেও যে বিধাতা আমাদিগকে এই সকল দিয়াছেন তিনি বুঝিয়াই দিয়াছেন; আত্মাকে পরিপুষ্ট এবং পরিশেষে পরমস্বতন্ত্র করিবার জন্য শিক্ষার্থ এ সমুদায়ের মধ্যে রাখিয়াছেন। যত দিন দেহে আছি, বাহ্য উপকরণনিচয়ের মধ্যে আছি, তত দিন বিধাতার অভিপ্রায়ানুসারে এ সকলের যথোচিত ব্যবহার করিয়া আত্মাকে পরিপুষ্ট করিয়া লইতে হইবে। আত্মা পরমস্বাতন্ত্র লাভ করিয়াছে ভাণ করিয়া যাঁহারা বিধাতার অভিপ্রায় অতিক্রম করিতে যান, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব, ইহা যে কেবল তাঁহাদিগের অহঙ্কারবিজৃম্ভিত তাঁহাদিগের জীবনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ অর্পণ করিবে। আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই, আমরা যত দিন পৃথিবীতে আছি, তত দিন সর্ব্বথা বাহ্যোপকরণনিরপেক্ষ হইবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে বিধাননিচয়ের ব্যবস্থা যে ব্যক্তি অতিক্রম করে, তাহাকে আমরা অপরাধী মনে করি, এবং আপনার আত্মার উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে বিশ্বাস করি।

ঈশ্বরে মানবীয় ভাবারোপ।

মানুষ আপনার ভাব ঈশ্বরে আরোপ না করিয়া থাকিতে পারে না, এই দৌর্ব্বল্য লইয়া বর্ত্তমান সময়ের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহারা এ কথা বলিতে গিয়া এটি দেখেন না যে মানুষ যে কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করুক না কেন, তাহাকে তাহার সঙ্গে আপনাকে গ্রথিত করিতেই হইবে। যে দেখিবে শুনিবে বুঝিবে, সে আপনার প্রতিবোধানুসারে সেই সকল দেখিবে শুনিবে ও বুঝিবে, সুতরাং আপনার ছায়া তাহাতে না পড়িয়া তাহার দেখিবার শুনিবার বুঝিবার কোন উপায় নাই। বিজ্ঞান ও দর্শনের কার্য্য এই যে, প্রতিবোধযন্ত্রটি এমনই নির্ম্মল ও পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যে যন্ত্রের দোষে প্রতিফলিত বস্তুনিচয় অন্যথা দৃষ্ট না হয়। বিজ্ঞানের বাহ্য উপকরণ যন্ত্রগুলির ব্যবহারে যে প্রকার সাবধানতার প্রয়োজন, এই আত্মপ্রতিবোধরূপ যন্ত্রটির ব্যবহারে ততোধিক সাবধানতার প্রয়োজন। এই যন্ত্রটি যাহাতে বিকার দূষিত না হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহাই করিতে হইবে।

বাহ্যবস্তুনিচয় আমার প্রতিবোধে যদ্রূপ প্রতিভাত হয়, উহারা আমার নিকটে তদ্রূপ, এ কথা সত্য, কিন্তু যদি আমার প্রতিবোধ বিকারদূষিত হইয়া থাকে, তবে অপর সহস্র ব্যক্তির প্রতিবোধের সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহাদিগের প্রতিবোধের

বিপরীত হইলে, আমার প্রতিবোধ বিকারদূষিত ইহা বুঝিতে পারি। কোন একটি প্রতিবোধের বিষয়কে এইরূপে সংস্কৃত করিয়া লওয়া বিজ্ঞানসিদ্ধ-প্রণালী। বাহ্যবস্তুসম্বন্ধে যেমনঅধ্যাত্ম বিষয়-সম্বন্ধে সে প্রকার প্রমাণ গ্রাহ্য কি না, এ সম্বন্ধে সুমহান্ সংশয় করিবার কারণ আছে। বাহ্য-বিষয়নিচয়গ্রহণবিষয়ে সর্ব্বসাধারণের অবিকৃত ইন্দ্রিয়প্রণালী আছে, অধ্যাত্মবিষয়সম্বন্ধে সে প্রকার নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাল্যকাল হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বাধ্য হইয়া পরিচালন করিতে হয়, কিন্তু মানসিক অনেকগুলি বৃত্তির চালনা উচ্চাবস্থায় উত্থান না করিলে আরম্ভই হয় না। যাঁহারা উচ্চাবস্থায় উত্থান করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সাধারণ লোকে গ্রহণ করে, তাহারা তৎসম্বন্ধে আপনারা কোন চিন্তাও নিয়োগ করে না। চিন্তা নিয়োগ করা দূরে থাকুক্, আপনাদের বিকৃত বুদ্ধি যোগে সেই সকল সিদ্ধান্ত কলুষিত করিয়া ফেলে। এই জন্য অনেক অধ্যাত্ম উচ্চ সত্য, যাহা প্রথমতঃ উচ্চপ্রকৃতির লোকগণের নিকটে অতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল, সাধারণ লোকের হাতে পড়িয়া তাহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এই প্রতীতি হইতেছে যে, বাহ্যবস্তুনিচয়সম্বন্ধে প্রমাণাপেক্ষা আধ্যাত্মিক বিষয়নিচয়ের প্রমাণসংগ্রহ সুকঠিন। এখানে সহস্র সহস্র ব্যক্তির অনুভব একত্র করিয়া বিকৃত জ্ঞানের সংস্করণ সম্ভবপর নহে। এ কথা সত্য যে, এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা জ্ঞানী অজ্ঞানী সাধু অসাধু সকলেরই সাধারণ, যেমন সাধারণ নীতি ও ধর্ম্মবোধ, কিন্তু উচ্চ উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে এ কথা কখন বলিতে পারা যায় না। কেহ যে বলিবেন, বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান অধ্যাত্ম জ্ঞানাপেক্ষা প্রমাণবিষয়ে সুলভ, ইহা বলিবার উপায় নাই। অধ্যাত্মবিষয়ে জীবনো-পযোগী স্থূল জ্ঞান যেমন সকলেরই আছে, কিন্তু, সূক্ষ্মজ্ঞান অল্পসংখ্যক জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, বাহ্যবিজ্ঞানবিষয়ক সত্য ও স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে ঠিক অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুরূপ সুতরাং সূক্ষ্ম সত্যগুলির আবিষ্কার বিজ্ঞানবিধানগণের হস্তগত।

এ সকল যাহা বলা হইল তাহা অবান্তর কথা, অথচ মূলবিষয়ের পরিষ্কারবোধসম্বন্ধে অত্যাব-শ্যক। আমরা বাহ্যবিজ্ঞানসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করি, তন্মধ্যে আমাদের মনের মূল-তত্ত্ব সংযুক্ত হইয়া তবে আমরা ঐ সকল হৃদয়ঙ্গম করি। যদি আমরা একথা বলি যে, বাহ্যবিষয়-সমূহে আমাদের মনের মূলতত্ত্বের অনুরূপ কিছুই নাই, বুঝিবার জন্য কেবল আরোপ মাত্র, তাহা হইলে সমুদায় বাহ্যবিজ্ঞান মানবকল্পনাসম্ভূত হইয়া পড়ে; উহার বাস্তবিকতা কিছুই থাকে না। দেশ, কাল, বল, শক্তি প্রভৃতি বাহ্যবিষয়নিচয়ে যাহা অনুভূত হয়, সে সমুদায় এই প্রকারে মিথ্যা হইয়া যায়, এবং ঐ সকল মিথ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যবিষয়নিচয়ের বস্তুত্বের প্রতি সংশয় আসিয়া পড়ে। কতকগুলি দার্শনিক এই প্রকারেই বাহ্যবস্তুসমূহের বাস্তবিকতাবিষয়ে সংশয় উৎপাদন করিয়াছেন। এ কথা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত যে, মনকে যখন সকল বিষয় জানিতে হইবে, তখন বস্তুনিচয় কথঞ্চিৎ তাহার জ্ঞানের অনুরূপ না হইলে সে উহাদিগকে জানিবে কি প্রকারে? যিনি মন ও বস্তুনিচয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তিনি উভয়কে কতক দূর অনুরূপ করিয়াই সৃজন করিয়াছেন, অন্যথা পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন বিফল হইয়া যায়।

এখন দেখা সমুচিত মন যেমন এক দিকে বাহ্যবিষয়সমূহের সঙ্গে সম্বদ্ধ, অন্য দিকে তেমনই অধ্যাত্মরাজ্যের সহিত সম্বন্ধে গ্রথিত। বাহ্য-বিষয়ের জ্ঞানলাভসম্বন্ধে যদি অনুরূপতা চাই, অন্যথা তদ্বিষয়ের জ্ঞানলাভ অসম্ভব, তাহা হইলে অধ্যাত্মরাজ্যের বিষয় সহকারেও মনের অনুরূপতা চাই, অন্যথা তৎসম্বন্ধে জ্ঞানই বা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। মন যদি ঈশ্বরের সত্তা উপ-লব্ধি করিতে গিয়া জ্ঞান প্রেম পুণ্যাদি স্বরূপ অনুভব করে, তাহা হইলে এ কথা বলা কখন

যুক্তিসঙ্গত নয় যে, যেহেতুক জ্ঞানপ্রেমপুণ্যাদি জীবে আছে, অতএব সে গুলি ঈশ্বরেতে আরোপ করিয়া ঈশ্বরকে জীববৎ করা হইল। জগৎ ও ঈশ্বরের অনুরূপ স্বরূপে জীবসৃষ্টি না হইলে যখন তদুভয়ের জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহার প্রমাণ জগৎসম্বন্ধে গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরেরর সম্বন্ধে অগ্রাহ্য করা, ইহা একান্ত বিসংবাদী। যাহার যে প্রকৃতি, যে প্রকারে যে ভাবে সৃষ্ট, তাহাকে সেইরূপে গ্রহণ করা বৈজ্ঞানিক রীতি। যাঁহারা তাহা না করেন, তাঁহাদিগের তদ্ঘটিত কোন জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মানুষ যাহাই করুক না, সে আপনার প্রকৃতি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারে না। যে সকল বিষয়ের জ্ঞান তাহার অত্যাবশ্যক, সে আত্মপ্রকৃতি ও ভাবানুসরণ করিয়া তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। দার্শনিক বিরোধ ও বিবাদ এখানে স্থান পায় না। যাঁহারা জগৎসম্বন্ধে আত্মনিষ্ঠ মূলতত্ত্বের অনুসরণ করিয়া তাহার তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অধ্যাত্মজগৎসম্বন্ধেও তাহাই করিতে হয়। ঠিক সত্যানুসরণ করিয়া জ্ঞানাদি আরোপে ঈশ্বরে মানবীয় ভাবারোপ দূষণীয় হয় না, মানুষের দুর্ব্বলতা—যাহা তাহার সম্বন্ধেও কখন স্থায়ী নহে —আরোপ করিলে দূষণীয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মানবীয় দৌর্ব্বল্য ঈশ্বরে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া দার্শনিকগণের মনে ভয় প্রবেশ করিয়াছে, অন্যথা আত্মার প্রকৃতি ও ভাবানুসারে ঈশ্বরের স্বরূপবিষয়ে জ্ঞানলাভ, ইহা কোন প্রকারে অযুক্ত বা দোষ দুষ্ট নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না' এই মতটির অর্থ এখন অনেকে এইরূপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, 'চিন্তা করিও না' ইহা বলাতে এরূপ বুঝায় না যে ধনাদি আগমের জন্য কোন চিন্তা করিবে না, কিন্তু এই বুঝায় যে তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হইবে না। যাঁহারা এরূপ অর্থ করেন তাঁহাদের এরূপ অর্থ করিবার অধিকার আছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, এ কথা কহিবার পূর্ব্বে যে কয়েকটী কথা আছে, তাহাতেই ইহার যথার্থ অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। "ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর" এই বাক্যটিতে 'কল্যকার জন্য চিন্তা করিও না, ইহাতে যে দোষ পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, তাহার সমস্ত নিরস্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম যাঁহারা অন্বেষণ করেন, তাঁহাদিগের ন্যায় কর্ম্মশীল, চিন্তাশীল, ধ্যানশীল উদ্যম ও উৎসাহপূর্ণ আর কে আছে? আমি কি আহার করিব কি পান করিব তাহা ভাবিব না, কেন না আমার আহার পান ঈশ্বরের হস্ত হইতে সমাগত হয়, কিন্তু আমি তাঁহার রাজ্য ও ধর্ম্ম অন্বেষণ করিব। কিরূপে অনুসরণ করিব? ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিয়া। তিনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। যখন যে কার্য্যে তিনি আমায় নিয়োগ করিবেন, তাহার সম্পাদনবিষয়ে উপায়সমূহ আমি তাঁহারই নিকট হইতে লাভ করিব। তাঁহার কাজ করিতেছি, অথচ তাঁহার কাজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে চালাইব, এরূপ হইলে চিন্তা ভাবনা উদ্বেগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রত্যেক কাজ কিরূপে করিতে হইবে, তাহার প্রণালী ও উপায় ভগবানের নিকটে জিজ্ঞাসা করি, এবং তিনি সে সমুদায় বলিয়া দেন, যখন তিনি এইরূপ পদে পদে সহায় তখন উদ্বেগ চিন্তা মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাকে আর কলুষিত করিতে পারে না। মানুষ যখন বুঝিল এটি ঈশ্বরের কার্য্য, উৎসাহের সহিত তৎসম্পাদানে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সেই কার্য্য কি প্রকারে কি উপায়ে সাধন করিবে, তাহা জানিবার জন্য ঈশ্বরের দিকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিল না, আপনার বুদ্ধিবল নিয়োগ করিয়া কার্য্য করিবে মনে করিল, এরূপ অবস্থায় চিন্তা উদ্বেগ নিরাশা বিরক্তি ও অধীরতা আসিয়া যদি তাহাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে আর একটা বিচিত্র ব্যাপার কি? যাহার মনে ঈদৃশ অবিশ্বাস আছে,—ঈশ্বর কি আর পদে পদে সব কথা বলিয়া দেন, তিনি কি আবার কার্য্যের প্রণালী উপায়াদি বুঝাইয়া দেন, তিনি আদেশ দিয়া মুক্ত হইলেন, তোমায় বুদ্ধি বিচার শক্তি দিয়াছেন তুমি তাহার সদ্ব্যবহার করিবে, তিনি সে সকল বিষয়ে নিস্তব্ধ থাকিবেন,—সে নিরন্তর আপনার অবিশ্বাসজালে আপনার চিত্ত আচ্ছাদন করিয়া রাখিবার জন্য যত্ন পায়। তোমার প্রত্যেক বল যাহা ঈশ্বর দিয়াছেন, তাহার যেমন তিনি ব্যবহার করিয়া লইবেন, তেমনি তোমার বুদ্ধিবৃত্তিও তাঁহার হাতে রাখিয়া দিলে তিনি পূর্ণমাত্রায় খাটাইয়া লইবেন, সে জন্য তোমার চিন্তা কি? তুমি তোমার অবিশ্বাস পরিত্যাগ কর, দেখিবে "ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্ম অন্বেষণ" করিতে গিয়া তুমি "কল্যকারজন্য চিন্তা" বর্জ্জিত হইয়াছ এবং তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন এক তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালনে নিত্য তাহা লাভ করিতেছ।

হদিস।

নমাজের সময়।

৩য়।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে যখন উত্তাপ প্রবল হয় তখন জোহরের নমাজেতে তোমরা দৃঢ় বদ্ধ হও। (কথিত আছে,) যখন বিস্তৃত নরক লোকে উত্তাপের প্রাবল্য হইল, এবং অগ্নি স্বীয় প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইয়া আত্ম অবস্থা নিবেদন করিল তখন পরমেশ্বর তাহার সহায়রূপে দুইটি বায়ু নিরূপণ করিলেন। একটি গ্রীষ্মকালে এবং একটি শীতকালে নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রীষ্মকালে যাহা অত্যধিক উত্তপ্ত ও প্রাণ নাশক তাহাকে সমুম বলে, এবং শীতকালে যাহা অত্যধিক শীতল তাহাকে জম্‌হরির বলিয়া থাকে।

হজরত মোহম্মদ যখন অসরের নমাজ পড়িতেন তখন সূর্য্য উন্নমিত ও পরিষ্কৃত থাকিত। সেই সময়ে কোন কোন ব্যক্তি ওয়ালি অঞ্চলে চলিয়া যাইত, এবং সেই স্থানের লোকদিগকে লইয়া অসরের নমাজ পড়িত, তখনও সূর্য্য উন্নমিত অবস্থায় থাকিত। ওয়ালি প্রদেশের কোন কোন অংশ মদিনা হইতে চারি মাইল দূরে। (ওন্স)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, যাহার অসরের নমাজ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার পরিজন ও ধন সম্পত্তি যেন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। (ওমরের পুত্র)

মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অসরের নমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে প্রকৃত পক্ষে তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। (বুরদি)

রাফেয়া বলিয়াছেন যে, আমরা হজরতের সঙ্গে যখন মগরবের নমাজ পড়িতাম তখন আমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ চলিয়া যাইত, সেই সময় শরের লক্ষ্যভূমি নিশামুখের অন্ধকারপ্রযুক্ত দৃষ্ট হইত না।

আয়াশা বলিয়াছেন, হজরতের পারিষদগণ আকাশের আরক্তিম আভা বিলুপ্ত হইবার পর হইতে প্রথম রজনীর তৃতীয়াংশের মধ্যে এশার নমাজ পড়িয়াছেন।

তিনি আরও বলিয়াছেন, হজরত মোহম্মদ যখন ফজরের নমাজ পড়িতেন, তখন স্ত্রীলোকেরা আপন বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া চলিয়া যাইত। শেষ নিশার অন্ধকারপ্রযুক্ত তাহাদিগকে কেহ চিনিতে পারিত না।

ওন্‌স নামক হজরতের এক জন পারিষদ হইতে শ্রবণ করিয়া কেতাদা নামক ব্যক্তি বলিয়াছেন, একদা হজরত মোহম্মদ ও সামেতের পুত্র জয়দ নিশান্তভাগে ভোজন করেন, যখন নিশান্তভোজন হইতে তাঁহারা দুইজনে অবসর গ্রহণ করিলেন তখন হজরত নমাজ পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, এবং নমাজ পড়িলেন। আমরা ওন্‌সকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের উভয়ের নিশান্তভোজনের শেষ ও নমাজের আরম্ভ পর্য্যন্ত মধ্যে কত সময় ব্যবধান ছিল? ওন্‌স বলিলেন? এক ব্যক্তির পঞ্চাশটি আয়ত পড়িতে যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ সময়।

আবুদর বলেন, হজরত মোহম্মদ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যখন তোমার নিকটে আমির লোকেরা নমাজে ক্ষান্ত থাকে, অথবা সময়ে নমাজ পড়িতে বিলম্ব করে তখন তোমার কি প্রকার ভাব হয়? আমি বলিয়াছিলাম, এ বিষয়ে আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? তিনি বলিলেন, তুমি যথাসময়ে নমাজ পড়িও, পরে যদি তাহাদের সঙ্গে নমাজ পড়িতে পার তবে পড়িও, উহা তোমার জন্য অতিরিক্ত হইবে।

মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নিশান্ত নমাজের এক অঙ্গও যিনি পড়িতে পারেন তিনি নিশান্তনমাজ পড়িলেন স্বীকার করিতে হইবে, এবং সূর্য্যাস্ত গমনের পূর্ব্বে যিনি অসরের নমাজের একাঙ্গও পড়িতে পারেন তিনি পূর্ণরূপে অসরের নমাজ পড়িলেন বলিতে হইবে। (আবুহরেরা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যিনি সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বে অসরের নমাজের সেজদা (নমস্কার) করিয়াছেন তিনি যেন স্বীয় নমাজ পূর্ণ করেন, এবং যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ফজরের সেজদা করিয়াছেন তিনি যেন স্বীয় নমাজ সমাপ্ত করেন। (ঐ)

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নমাজ ভুলিয়া যায়, বা ঘুমাইয়া পড়ে, যখন স্মরণ হইবে তখন সে নমাজ পড়িবে। ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। (ওন্‌স)

হজরত বলিয়াছেন, নিদ্রা হইলে অপরাধ নাই। যখন জাগরণ অবস্থায় তোমাদের কেহ নমাজ বিস্মৃত হয়, এবং নমাজ না পড়িয়া নিদ্রিত হয় তাহাতে অপরাধ, তদ্ভিন্ন নহে। পরে যখন স্মরণ হইবে, তখন যেন নমাজ পড়া হয়। যেহেতু ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, "নমাজ স্মরণ হইলে নমাজ পড়।" (আবু কেতাদা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, তিনটি বিষয়ে বিলম্ব বিহিত নহে। নমাজ যখন উপস্থিত হয় এবং শবের সৎকার যখন সমুপস্থিত ও কুমারের পক্ষে বিবাহার্থিনী সমতুল্যা কুমারী যখন উপস্থিত। (আলি)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, নমাজের প্রথম সময়ে সাধকের প্রতি ঈশ্বরের প্রশংসা অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের ক্ষমা হয়। (ওমরের পুত্র অবদোল্লা)

হজরতকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কার্য্যের মধ্যে কোন্ কার্য্য শ্রেষ্ঠ? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন যে যথা সময়ে নমাজ পড়া। (ওম্ম ফরওয়া)

আয়াশা বলিয়াছিলেন—হজরত শেষ জীবনে দুই বার যথা সময়ে নমাজ পড়িতে পারেন নাই, তৎপর তাঁহাকে ঈশ্বর ইহ লোক হইতে গ্রহণ করেন।

হজরত বলিয়াছেন যে, আমার মণ্ডলী সর্ব্বদা কল্যাণযুক্ত, অথবা বলিয়াছেন স্থির বিধিতে স্থিত, তাহারা তারকামালা

প্রকাশ পাওয়া পর্য্যন্ত মগরবের নমাজ পড়িতে বিলম্ব করে না। (আবু আয়ুব)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যদি আমার মণ্ডলীসম্বন্ধে দুঃসাধ্য না হইত তবে আমি রজনীর তৃতীয় ভাগ অথবা অর্দ্ধ নিশা পর্য্যন্ত এশার নমাজে বিলম্ব করিতে তাহাদিগকে আদেশ করিতাম। (আবুহরেরা)

প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন যে, এই নমাজের সঙ্গে তোমরা এশার নমাজ পড়, নিশ্চয় ইহা দ্বারা তোমরা সমুদায় মণ্ডলীর উপর গৌরবান্বিত হইয়াছ। বাস্তবিক তোমাদের পূর্ব্বে কোন মণ্ডলী এই এশা নমাজ পড়ে নাই। (মাজ)

বশিরের পুত্র নেমান বলিয়াছেন, আমি এই নমাজের সময় জ্ঞাত আছি। এশার নমাজই শেষ নমাজ। চন্দ্রমার ষষ্টি দণ্ড পরিক্রমণ হইলে হজরত এশার নমাজ পড়িতেন।

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা ফজরের নমাজ পড়িয়া দিবালোকে প্রবেশ কর, যেহেতু ইহা পুরস্কার লাভসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ। (রাফেয়া)

রাফেয়া বলিয়াছেন যে, আমরা হজরতের সঙ্গে অসরের নমাজ পড়িয়াছিলাম, তৎপর উষ্ট্র জব করা হইয়াছিল, এবং তাহা দশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, তৎপর রান্ধন: হইয়াছিল, পরে সূর্য্যাস্ত গমনের পূর্ব্বে আমরা রান্ধা মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলাম।

ওমরের পুত্র অবদোল্লা বলিয়াছেন যে, এক রাত্রিতে আমরা শেষ এশার নমাজের জন্য হজরতের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করিতেছিলাম, তিনি রজনীর তৃতীয় ভাগ গত হইলে বা তাহারও পরে আমাদের নিকটে আগমন করেন। আমরা জানিতাম না তাঁহার পারিবারিক কোন ব্যস্ততা ছিল কি অন্য কিছু। তিনি যখন উপস্থিত হইলেন তখন বলিলেন, নিশ্চয় তোমরা এশার নমাজের প্রতীক্ষা করিতেছ। তোমরা ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী ইহার প্রতীক্ষা করে নাই। যদি আমার মণ্ডলীসম্বন্ধে কষ্টকর না হইত তবে অবশ্য আমি তাহাদের সঙ্গে এই সময়েই নমাজ পড়িতাম। তৎপর তিনি আজান দান করিবার জন্য আজানদাতাকে আদেশ করিলেন। পরে নমাজে দণ্ডায়মান হইলেন ও নমাজ পড়া হইল।

জাবেরনামক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, হজরত মোহম্মদ তোমাদের নমাজ পড়ার সময়েই প্রায় নমাজ পড়িতেন, কিন্তু প্রথম রাত্রির নমাজে তোমাদের নমাজের পর কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতেন, এবং নমাজ সেই সংক্ষেপে পড়িতেন।

আবু সয়িদ বলিয়াছেন, আমরা হজরতের সঙ্গে এশার নমাজ পড়িয়াছিলাম, প্রায় অর্দ্ধরাত্রি গত না হইলে তিনি বাহির হন নাই। পরে তিনি বলিলেন, তোমরা নিজ নিজ স্থান গ্রহণ কর। তখন আমরা স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিলাম। পরন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় লোকসকল নমাজ পড়িয়াছে, এবং আপন আপন শয্যা গ্রহণ করিয়াছে, এ দিকে তোমরা নমাজে অবিশ্রান্ত রত আছ, এবং নমাজ প্রতীক্ষা করিতেছিলে। বাস্তবিক যদি বৃদ্ধকে দুর্ব্বল ও রোগীকে কাতর না করিত, তবে আমি এই নমাজে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বিলম্ব করিতাম।

হজরতের সহধর্ম্মিণী ওম্মসোলমা বলিয়াছেন, তোমাদের অপেক্ষা হজরত জোহরের নমাজে অধিকতর সত্বর, এবং তোমরা অসরের নমাজে তাঁহা অপেক্ষা সমধিক সত্বর।

যখন উত্তাপ প্রবল হইত তখন হজরত মোহম্মদ নমাজে দৃঢ়বদ্ধ হইতেন, এবং যখন শীত প্রবল হইত তখম শীঘ্র নমাজ পড়িতেন। (ওনস)

সামেতের পুত্র এবাদা বলিয়াছেন যে, আমাকে হজরত মোহম্মদ বলিয়াছিলেন, আমার অন্তে তোমাদের নিকটে অনেক আমির লোকের স্থিতি হইবে, সাংসারিক বিষয় সকল যথা সময়ে নমাজ পড়িতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিবে। তাহারা সময় অতীত হইলে নমাজ পড়িবে। তোমরা নমাজের উপযুক্ত সময়ে নমাজ পড়িও। তখন এক ব্যক্তি বলিল, প্রেরিত পুরুষ, তাহাদের সঙ্গেও কি আমরা নমাজ পড়িব? তিনি বলিলেন, হাঁ।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, আমার অন্তে তোমাদের উপর এমন আমির সকল নিযুক্ত হইবে যে, তাহারা নমাজ পড়িতে বিলম্ব করিবে, কিন্তু সেই নমাজ তোমাদের ও তাহাদের জন্য। অতএব কাবাভিমুখীন হইয়া তাহারা যে নমাজ পড়িবে তাহাদের সঙ্গে সেই নমাজে তোমরাও যোগ দান করিও। (কবিজা)

হজরতের সহচর প্রচারক ওস্মান যখন বন্দীর অবস্থায় ছিলেন তখন অদির পুত্র ওবেদুল্লা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, নিশ্চয় আপনি প্রকৃত এমাম, যাহা দেখিতেছেন, আপনার প্রতি তাহা ঘটিয়াছে, এখন অযোগ্য এমাম আমাদের জন্য নমাজ পড়েন এবং আমরা ধৈর্য্য ধারণ করি। তখন তিনি বলিলেন, লোকে যে সমস্ত সদনুষ্ঠান করে তন্মধ্যে নমাজ শ্রেষ্ঠ। অতএব লোকের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে। যখন তাহারা পাপ করে তোমরা তাহাদের পাপ হইতে দূরে থাকিও।

মোজাফর পুর স্কুলের সমক্ষে।

মঙ্গলবার ২৬ কার্ত্তিক ১৮০১ শক।

আচার্য্যের হিন্দি বক্তৃতার সার।

ভাইয়োঁ, আপলোগোঁকো ধরমকী সহজ আওর ছোটী ছোটী দো চার বাৎ বোলনেকে ওয়াস্তে মেরা এবাদা হ্যায়। ঈশ্বর এক হ্যায়। ঈশ্বর কাঁহা? ভীতর ইয়া বাহের? ঈশ্বর সব জাগমে হ্যায়, পরন্ত ইন্‌সান্‌কে দিলমে উন্‌কী রোশনী আচ্ছেতরহে মালুম হোতী হ্যায়। অগ্নিময় বিশ্বাসকেসাথ বোলনা চাহিয়ে কে পরমেশ্বর ইহাঁ মোজুদ হ্যায়। বিশ্বাস এক স্বতন্ত্র পদার্থ হ্যায়। অনুমান চিন্তা ভিন্ন পদার্থ হ্যায়। জেয়সা ইয়ে টেবেল আওর হিয়ো পেড় প্রত্যক্ষ দেখতেহেঁ, বিশ্বাসকী আঁখসে পরমেশ্বরকো ওয়সা প্রত্যক্ষ দেখসকতেহেঁ।

ক্রোড় ক্রোড় আদমী বোলতেহেঁ কে এক ঈশ্বর বর্ত্তমান হ্যায় পরন্তু দুনিয়ামে পূরা বিশ্বাসী দো চার হ্যাঁয়। এয়সা আদমী কাঁহা জো কহসকতেঁ হ্যায় কেময়ঁনে ভগবান্‌কো দেখা আওর ভগবান্‌কী বাৎ শুনী। হরেক ইনসান্‌কে ভীতর ঈশ্বর হ্যায়। অগর ঈশ্বর আপনী শক্তি খেঁচলে, ইয়া প্রত্যাহার করে, তো কোই জীতা ন রহে। ভগবান্ 'প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষ শ্চক্ষু শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্' হ্যায়। পরমেশ্বর নিরাকার, পরন্তু এক তেজোময় দীপ্যমান পুরুষ হ্যায়। এক আদি পুরুষ হরেক ইনসানকে ভীতর বৈঠা হ্যায়। জ্ঞান আওর বিশ্বাস উজলা হোনেসে ভীতর এক অপূর্ব্বকান্তিবিশিষ্ট পুরুষ মালুম হোগা। ভীতর জব পরা বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা আ জাগী, জব ভক্তি একাগ্রতা আওর চিত্তকা স্থিরতা হোগা তব দুনিয়াকা বন্ধন ছুট্ জাগা। ব্রহ্ম আপনা হাতসে হরেক ইনসানকে ভীতর আপনা মন্দির বানায়া। ভক্তিকি আঁখসে উও মন্দির মালুম হোতা হ্যায়। পরমাত্মাকা রোশনীসে পরমাত্মাকে দর্শন করনে হোতা হ্যায়। বিশ্বাসকী জ্যোতি আওর প্রেমনয়নসে ঈশ্বরকা প্রত্যক্ষ দর্শন হোতা হ্যায়। ব্রহ্মসাধক কহ সকতে—ব্রহ্ম ইহাঁ আওর দশ দিক মোজুদ হ্যাঁয়। প্রস্ফুটিত ফুলকা মওয়াফিক পরম লাবণ্যযুক্ত হরি সব জগে মোজুদ হ্যায়। দিল পাক করো। দুনিয়াকে ভীতর রহকর হরিকো ধ্যান করো। পাপ ভীতর হ্যায়, হাতমে পাপ নেহি, রোপেয়ামে পাপ নেহি। পাপ হৃদয়মে হ্যায়। হৃদয়মে পাপ আচরণ রহনেসে পুণ্যময় ঈশ্বরকা দর্শন নেহিঁ মিলেগা। আবরণ রহেনেসে দর্শন অসম্ভব হ্যায়। মোহ আবরণ, স্বার্থপরতা, আওর অহঙ্কার ইয়ে সব ছোড়না চাহিয়ে। জব ভীতর খাটী হোজাগা তব ভীতর ভগবান্ আওর সব সাধু আওর ভকত লোগোঁ মালুম হোগা। সব্ সাধুয়োঁকা মনোহর চরিত্র ভীতর মালুম হোগা। তমাম ভকত হামারে হ্যায়। শঙ্করাচার্য্য নারদ গুরুনানক কবীর আওর সব সাধু সন্তন দিলকা ভীতর মোজুদ হ্যায়। কিত্নী শতাব্দী চলে গয়ে। পরন্তু সব ভক্ত ব্রহ্মকে ভীতর মোজুদ হ্যায়। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যময় আপনা ভকত লোগোঁকো লেকর আত্মস্বরূপ প্রকাশ করতেহেঁ। হরিসে লাগি রহ রে ভাই হরিসে লাগি রহ রে ভাই, হরিসে লাগি রহনেসে ঝগড়ি মিট জাগী। দো রোপেয়াকে ওয়াস্তে কিত্নে তকলিফ লেতেহোঁ, আওর ধরম কে ওয়াস্তে কুছ নেহি করোঁগে। সরল হৃদয় হোকর প্রার্থনা করো, তমাম জীবনকা পাপ ছুট জাগা। বিনা প্রার্থনা হাজার বার গঙ্গা সিনান করো লাখোঁ বার কাশীধাম জাও কুছ নহিঁ হোগা। বৈরাগ গৈরিক বসন পহন্‌কে হরিগুণ কীর্ত্তন করো। ছোড় কপট, চতুরাইমে কুছ ফয়দা নেহি। কপটকে ওয়াস্তে স্বরগধামকা দরওয়াজা বন্ধ হ্যায়। ক্ষুদ্র বালককা মওয়াফিক সরল হোকে ব্রহ্ম সাধন করো। ব্রহ্মসহবাস খাটী বৈকুণ্ঠ হ্যায়। উয়ো বৈকুণ্ঠমে বৈঠনেসে ত্রিহুত কৃতার্থ হোগা। ধন্য ব্রহ্ম!!

ঈশার অনুকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পবিত্র ক্রুশরূপ প্রশস্ত রাজবর্ত্ম।

১। "তোমার আপনাকে অস্বীকার কর, ক্রুশ বহন কর, এবং ঈশার অনুসরণ কর' এ কথা অনেকের নিকটে বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এ চরম দণ্ডাজ্ঞা শুনা আরও কঠিনতর হইবে, "রে অভিশাপগ্রস্তগণ, তোরা আমার নিকট হইতে অপসৃত হইয়া চিরপ্রজ্বলিত হুতাশনে * প্রবেশ কর।"

কারণ যে সকল ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রুশের বিষয় শ্রবণ করে, এবং যাহা শুনে তাহা কার্য্যে পরিণত করে, তাহাদিগকে অশেষ নরকযন্ত্রণার দণ্ডাজ্ঞার ভয় প্রদর্শন করা হইবে না।

যখন প্রভু বিচারে আসিবেন তখন স্বর্গে ক্রুশের চিহ্ন থাকিবে।

তখন যে সকল ক্রুশসেবক ক্রুশবিদ্ধের অনুরূপ জীবন যাপন করিয়াছে, তাহারা তাহাদের বিচারক খ্রীষ্টের নিকটে অতি আশ্বস্ত চিত্তে উপস্থিত হইবে।

২। ক্রুশ গ্রহণ করিতে তোমরা কেন ভীত হও, যখন উহা তোমাদিগকে সেই রাজ্যে লইয়া যাইবে।

ক্রুশতেই পরিত্রাণ, ক্রুশতেই জীবন, ক্রুশেতেই আমাদের রিপু হইতে রক্ষা, ক্রুশেতেই স্বর্গীয় মধুরতা সমাবিষ্ট, ক্রুশেতেই মনের বল, ক্রুশেতেই আত্মার আনন্দ, ক্রুশেতেই ধর্ম্মের উচ্চতা, ক্রুশেতেই পবিত্রতার পূর্ণতা।

ক্রুশ ভিন্ন অন্যত্র আত্মার জন্য পরিত্রাণ অথবা অনন্ত জীবনের আশা নাই।

অতএব ক্রুশ গ্রহণ কর এবং ঈশার অনুসরণ কর, এবং তুমি অনন্ত জীবনে প্রবিষ্ট হইবে।

তিনি ক্রুশ বহন করিয়া অগ্রে গমন করিয়াছেন, এবং তোমাদের জন্য ক্রুশোপরি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন যে তোমরাও তোমাদের ক্রুশ বহন করিতে পারিবে, এবং ক্রুশোপরি প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবে।

কারণ তাঁহার সঙ্গে যদি তোমরা মর, তাঁহার সঙ্গে তোমরা জীবন লাভ করিবে; যদি তাঁহার ক্লেশবহনের সঙ্গী হও, গৌরবেও তাঁহার সঙ্গী হইবে।

৩। দেখ, ক্রুশেতেই সব আছে, এবং ক্রুশোপরি প্রাণত্যাগ করার উপরে সমুদায় নির্ভর করিতেছে, এবং প্রাত্যহিক আত্মসংযম এবং পবিত্র ক্রুশের পন্থা ব্যতীত যথার্থ আন্তরিক শান্তি এবং জীবনের অন্য পথ নাই।

---

* চিরপ্রজ্বলিত হুতাশন—নরকাগ্নি। নরকের অগ্নি কখন নির্ব্বাণ হয় না; এ কথা বলাতে ইহা বুঝায় না প্রত্যেক পাপীকে তন্মধ্যে অনন্ত কাল থাকিতে হইবে।

তোমার ইচ্ছা ও অভিলাষানুরূপ সমুদায় বিষয় সুশৃঙ্খল করিয়া লও, তবু তুমি কোন কোন বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহার জন্য ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তোমার ক্লেশ পাইতে হইবে, অতএব নিরন্তর তুমি ক্রুশ দেখিতে পাইবেই।

কারণ হয় শরীরে ক্লেশানুভব করিবে, নয় আত্মাতে অধ্যাত্ম যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইবে।

৪। কখন কখন তুমি ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, কখন তোমার প্রতিবেশী তোমায় পরীক্ষায় ফেলিবে, এবং যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মন্দ—আপনি আপনার পরীক্ষার কারণ হইবে।

যত দিন ঈশ্বর ইচ্ছা করেন তত দিন ক্লেশবহন করা ভিন্ন তুমি তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে না, অথবা কোন প্রকার প্রতীকার বা সান্ত্বনায় ক্লেশ লঘুভার হইবে না।

কারণ ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, তুমি সান্ত্বনাবিরহিত হইয়া ক্লেশ বহন করিতে শিক্ষা করিবে এবং সম্পূর্ণরূপে তুমি তাঁহার অনুগত হইবে, এবং পরীক্ষাবশতঃ অধিকতর বিনীত হইবে।

যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের ক্লেশানুরূপ ক্লেশ অনুভব করিয়াছে সে যেমন তাঁহার ক্লেশবহনব্যাপার সাক্ষাৎসম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে পারে এমন আর কেহ নহে।

ক্রুশ তবে সর্ব্বদা নিকটস্থ, এবং সর্ব্বত্র তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে।

যেখানে কেন তুমি পলায়ন কর না, তুমি উহাকে অতিক্রম করিতে পার না। কারণ তুমি যেখানে যাও, তুমি আপনাকে লইয়া যাও, এবং নিরন্তর আপনাকে দেখিতে পাইবে।

তোমার উর্দ্ধে, তোমার অধোতে, তোমার বাহিরে, তোমার ভিতরে তুমি দেখ, সর্ব্বত্র তুমি ক্রুশ দেখিতে পাইবে। যদি তোমার আন্তরিক শান্তি রক্ষা এবং নিত্যকালস্থায়ী কিরীট উপার্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বত্র তোমার সহিষ্ণুতা অভ্যাস প্রয়োজন। (ক্রমশঃ)

"হে ঈশ্বর আমাকে সাহায্য কর।"

ইংলণ্ডের গাডসবি নামক এক জন খ্রীষ্টীয় প্রচারক এই ভাবে বলেন যে, আমি প্রচারব্রত গ্রহণ করার পূর্ব্বে বিষয় কর্ম্মাদিতে অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলাম, এক সময় উত্তমর্ণ দ্বারা আমি বিশেষরূপে আক্রান্ত হই। অন্ততঃ বিংশতি পাউণ্ড পরিশোধ করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। আগামী সোমবার টাকা পরিশোধ করিব বলিয়া আমি উত্তমর্ণের নিকটে অঙ্গীকারে বদ্ধ হই। এই অঙ্গীকারের পর কয়েক জন বন্ধু হইতে কিছু কিছু করিয়া ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করিব স্থির করিয়াছিলাম। বন্ধুদিগের নিকটে গেলাম ও আপন অবস্থা জানাইলাম, কাহারও নিকটে কিছুই পাইলাম না, মহাভাবনাগ্রস্ত হইলাম। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া পুনঃ পুনঃ এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "হে ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য কর।" এক দিন পারিবারিক উপাসনার সময় অত্যন্ত কাতর ভাবে এই প্রকার প্রার্থনা করিতেছিলাম, তাহা দেখিয়া আমার সহধর্ম্মিণী আমাকে বলেন, আজ তোমাকে যেরূপ ব্যাকুল ও কাতর প্রার্থনা করিতে দেখিলাম, অন্য কোন দিন এরূপ দেখি নাই, কি হইয়াছে? ব্যাপার কি? সবিশেষ তাঁহাকে জানাইয়া বলিলাম যে আমি এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি। সোমবার দিন ২০ পাউণ্ড না দিতে পারিলে আমি মিথ্যাবাদী শ্রেণীভুক্ত হইব, এক জন প্রচারকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্গতি আর কি হইতে পারে? পত্নী বলিলেন, তুমি অনেক সময় বিশ্বাসের কথা বল, এবার জীবনে স্বীয় বিশ্বাসের পরিচয় দান কর। শুক্রবার গেল, শনিবারও চলিয়া গেল টাকার কোন উপায় হইল না। তখন অন্তরে বাহিরে স্ত্রী পুত্রের মুখে গৃহের প্রাচীরে ২০ পাউণ্ড যেন লেখা দেখিতেছিলাম, এবং ভয়ে ও কাতর ভাবে 'হে ঈশ্বর আমাকে সাহায্য কর' এইরূপ বলিতেছিলাম। রবিবার দিন তিনটি গিরজায় আমি প্রকাশ্য উপাসনা ও উপদেশ দান করি। "ঈশ্বর আমাকে সাহায্য কর," এই উক্তিটি অবলম্বন করিয়া সমুদায় উপদেশ দিয়াছিলাম। তাহাতে মনের ভাব খুলিয়া যায়, অনেক নূতন নূতন সত্য প্রকাশ পায়। রবিবার সকালে উপদেশে এক জন লোকের স্বীয় পরলোকগত পিতার ধনের অপব্যবহার করা এবং তদ্দ্বারা অত্যন্ত দুশ্চরিত্র হইয়া উঠার কথা বিবৃত হইয়াছিল। রাত্রিতে উপাসনার পর যাই আমি পুলপিট হইতে নামিয়াছি, একটি যুবক আসিয়া আমাকে বলিল, মহাশয়, আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে আমার কিছু কথা আছে। তখন আমি যুবাকে লইয়া এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গেলাম। তখন যুবা বলিল আমার জননী মৃত্যু সময়ে কতকগুলি টাকা আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, একটি বিধবাকে পাঁচ পাউণ্ড এবং আপনাকে ২০ পাউণ্ড দিতে বলিয়াছেন। বিধবাটিকে পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া গিয়াছে। আপনাকে টাকা দিব না, তাহা নিজের সুখভোগের জন্য ব্যয় করিব কুবুদ্ধি বশতঃ স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু সকালে আপনার উপদেশে পিতৃধনের অপব্যবহার করিয়া এক যুবার ভয়ানক অধোগতি হওয়ার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। সেই টাকা আর আমি রাখিতে পারি না, এই বলিয়া যুবা ২০ পাউণ্ড আমার হস্তে অর্পণ করিল। প্রার্থনা পূর্ণ দেখিয়া আমি ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিলাম এবং পর দিন ২০ পাউণ্ড পরিশোধ করিলাম।

প্রাপ্ত।

মঙ্গলালয়প্রতিষ্ঠা।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র আস স্বীয় জন্মভূমি খাঁটুরা গ্রামে আপন স্বর্গগত পিতা মঙ্গল চন্দ্র আসের নামচিরস্মরণার্থ খাটুরা ব্রহ্মমন্দিরের পার্শ্বে প্রমুক্ত স্থানে মঙ্গলালয় নামক একটী

পরম সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিগত ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার মহাসমারোহে তাহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা আমড়াগড়ি বাগআঁচড়া প্রভৃতি স্থান হইতে ৩০। ৪০ জন ব্রাহ্ম তদুপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ছয় জন প্রচারক, এলবার্ট কলেজের রেক্‌টর শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ বিহারী সেন এম, এ, এবং সিটি কলেজের প্রিন্‌সিপাল শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত বিএ এই উৎসবের ব্যাপারে যোগ দান করিয়াছিলেন। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপধ্যায় সে দিন পূর্ব্বাহ্নে উক্ত গৃহ যথারীতি প্রতিষ্ঠা করেন। উপাসনা প্রার্থনাদি সুমধুর ও সুগভীর হইয়াছিল। এই গৃহে সজ্‌জ্ঞান উপার্জ্জন, সদ্ভাব বর্দ্ধন ও সচ্চরিত্রতা সাধন হইবে এই মুখ্য লক্ষ্য। ইহার এক প্রকোষ্ঠ পুস্তকালয়রূপে নির্দ্দিষ্ট, তাহা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ ধর্ম্ম ও নীতি পূর্ণ ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর পুস্তকপুঞ্জে ও সংবাদ পত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইতে চলিয়াছে, মধ্যস্থ বৃহৎ প্রকোষ্ঠ বক্তৃতা ও সদালোচনাদির জন্য এবং অভ্যাগত লোকদিগের স্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট। পশ্চাদ্ভাগের কয়েকটী প্রকোষ্ঠ অন্তঃপুরিকাদিগের জন্য নিরূপিত হইয়াছে। উপাসনার সময় শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণ চন্দ্র আস ও তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্র মোহন দত্ত মহাশয় এক একটী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ৩।৪ শত কাঙ্গাল প্রভৃতিকে ভোজন করান হয়। ৫ টার সময় মাননীয় কৃষ্ণ বিহারী বাবু ইংরেজিতে এবং মাননীয় উমেশ বাবু ও শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গ ভাষাতে পুস্তকালয়ের উদ্দেশ্য ও উপকারিতাবিষয়ে বক্তৃতা করেন। সকলেরই বক্তৃতা অত্যন্ত সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। খাঁটুরার সন্নিহিত ভদ্রগ্রাম গোবরডাঙ্গা ইচ্ছাপুর গৈপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক ভদ্র লোক আসিয়া বক্তৃতা শ্রবণে আনন্দ লাভ করিয়াছেন। গৃহটী লোকে পূর্ণ হইয়াছিল, অনেকে স্থানাভাবে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভেই ক্ষেত্রমোহন বাবু মঙ্গলালয়ের উদ্দেশ্য ইত্যাদি পাঠ করেন। উহা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। রাত্রিতে আমড়াগড়ির যুবক ব্রাহ্মগণ প্রমত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে লক্ষ্মণ বাবু বিবিধ হিতকর ব্যাপারে নগদ একশত টাকা দান করিয়াছেন। এই শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা লক্ষ্মণ বাবু ও তাঁহার মাতুল মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ করি।

সংবাদ।

গত শনিবার ও রবিবার খাঁটুরা ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছে। কলিকাতা হইতে উপস্থিত প্রচারকগণ ও নানা স্থান হইতে বহু ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া সেই উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন। মন্দিরে ও চণ্ডীতলায় উপাসনা, পথে এবং ভ্রাতা ক্ষেত্র মোহন দত্তের বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তনাদি এবং গোবর ডাঙ্গায় প্রমুক্ত স্থানে বক্তৃতা হইয়াছিল। শুক্রবার দিন মঙ্গলালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তদ্বৃত্তান্ত স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

গত শনিবার জোড়া সাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের ভবনে সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

ভাই অমৃত লাল বসু অমরপুরে কার্য্য করিয়া মোকামায় গিয়াছিলেন, শুনিলাম তিনি তথা হইতে শিমলা পর্ব্বতে যাত্রা করিয়াছেন।

ভ্রাতা কুঞ্জ বিহারী দেব আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, "আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে মুদিয়ালির ব্রহ্মমন্দিরের ছাদ নির্ম্মাণার্থ শ্রীল শ্রীযুক্ত কোচ বিহারাধিপতি মহারাজ ৫০০ পাঁচ শত টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন। দয়াময় পরমেশ্বর দাতাকে দীর্ঘায়ু করুন।"

চিন রাজ্যে ইংতয়া প্রদেশে এক জন খ্রীষ্টীয় প্রচারক দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিয়া পাঠাইলে দস্যুগণ বলে চারিটি রাইফেল বন্দুক এবং প্রত্যেক বন্দুকের জন্য এক সহস্র টোটা ও রেসমের ফিতা এবং প্রচুর পরিমাণে অহিফেন প্রদান না করিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব না। তখন শাসনকর্ত্তা এক দল সৈন্য পাঠাইয়া প্রচারককে উদ্ধার করিয়া আনেন।

আমাদের প্রচারকার্য্যালয়ের অতি নিকটে বিধানবাদী ছাত্রদিগের এবং নববিধানবিশ্বাসীর আত্মীয় ছাত্রদিগের অবস্থানের জন্য একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে, এবং গত কল্য গৃহে প্রবেশ হইয়াছে। ভাই প্রাণ কৃষ্ণ দত্ত অভিভাবকস্বরূপ হইয়া ছাত্রদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন, নীতি ও চরিত্র ও ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষা পায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। যে যে বিধানবাদী ছাত্র এই বাড়ীতে স্থিতি করিয়া শিক্ষা করিতে চাহেন তাঁহারা সত্বর আগমন করিবেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইটনা গ্রাম হইতে আমাদের প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত কালী কিশোর বিশ্বাস লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ "২য় জামাতা শ্রীমান্ মহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ২য় পুত্র ও ৩য় জামাতা শ্রীমান্ প্রভাত চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার শুভ নামকরণ ক্রিয়া নব-সংহিতানুসারে সম্পন্ন করিয়াছি। ছেলেটির নাম শ্রীমান্ দীনেশ চন্দ্র ও মেয়েটীর নাম শ্রীমতী নির্ম্মলা সুন্দরী রাখিয়াছি। আপনারা শিশুদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন ইহারা মঙ্গলময়ী জননীর ক্রোড়ে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের সকলের আনন্দ ও শান্তি বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হয়, এবং যে উদ্দেশ্যে ইহারা পৃথিবীতে আনীত হইয়াছে তাহা ইহাদের জীবনে সম্পন্ন হয়।"

১লা জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত 'কি দুঃখকর পরিবর্ত্তন' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া এবারেও আর একটি বন্ধু আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। আমরা প্রচারক ভ্রাতার মতপরিবর্ত্তনবিষয়ে উত্তর বঙ্গস্থ কোন বন্ধু হইতে পত্র প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। বিবরটি প্রচ্ছন্নভাবে লিখা হইয়াছে। তাহাতে কাহারও কোন রূপ পরিচয় নাই, এমন কি যে নগরে বা যে স্থানে কথা হইয়াছিল তাহারও কোন উল্লেখ করা হয় নাই। এবারকার পত্রপ্রেরক বন্ধু, প্রতিবাদকারী দুঃখিত ভ্রাতার প্রতি আক্রমণ ও উক্ত প্রচারক মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক, পত্র খানা অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। এজন্য আমরা সেই পত্র প্রকাশিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি, বন্ধু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমাদের উদ্দেশ্য শিক্ষা ও দোষ সংশোধন, বিবাদ বিসংবাদ বা নামপ্রকাশ নয়। পত্রপ্রেরক বন্ধু এই সময়ের মধ্যে প্রচারক মহাশয়ের নিকটে পত্র লিখিয়া তিনি কি ভাবে কোন্ কথা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ অবগত হইয়াই আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন। তিনি লেখেন "ঈশ্বর দর্শন কাহারও হয় না, ধর্ম্মকে খর্ব্ব করা উচিত, এ সব কথা কোন বিধানবাদী

বলিতে পারেন বিশ্বাস করা সহজ নহে, একজন প্রচারক এই কথা বলিয়াছেন ইহা অসম্ভব, সুতরাং উপহাসের যোগ্য।" আমরা জিজ্ঞাসা করি ধর্ম্মকে খর্ব্বকরার দৃষ্টান্তস্থলে প্রচারক মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন কি না? "ঘি ভাত খাইলে পেটের অসুখ হয়, সাদা ভাত খাওয়া ভাল।" ধর্ম্মকে খর্ব্ব করা ভিন্ন এই দৃষ্টান্তটির অন্য কিরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে? "আচার্য্য দেবেরই ঈশ্বরদর্শন হইয়াছিল, অন্যের হয় না," এক্ষণ এ কথার ব্যাখ্যা আচার্য্যদেবের মত উজ্জ্বল ঈশ্বরদর্শন অন্যের হয় না এরূপ হইতেছে। লোকের বুঝিতে গোল হয়, এবং অত্যন্ত অনিষ্টজনক অর্থ প্রকাশ পায় এরূপ অস্পষ্টভাবে কোন কথা এক জন প্রচারকের বলা কি সঙ্গত? একে লোকের নানা প্রকার দুর্ব্বলতা ও অবিশ্বাস তাহাতে এক জন বিধান-প্রচারকের মুখে যদি তাহারা অবিশ্বাস বা অল্পবিশ্বাসের কথা শুনিতে পায়, তাহাতে কি না সর্ব্বনাশ হয়! প্রচারকের জীবনের যে কত দূর দায়িত্ব আমাদের ভ্রাতা তাহা এক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকিলে আমরা সুখী হই।

গত মে মাসে নিম্নলিখিত দান প্রচারভাণ্ডারে আসিয়াছে, আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্তকুমার গজেন্দ্র নারায়ণ সাহেব, দেবীগঞ্জ	১২৲
„ বাবু নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর	১০৲
„ „ মধুসূদন সেন, কলিকাতা	॥০
„ „ কান্তি মণি দত্ত, রঙ্গপুর	॥০
„ „ মদন মোহন সেন, "	২৲
„ „ কৈলাস চন্দ্র বসু, "	২৲
„ „ হেমেন্দ্র নাথ বসু, বোওয়ালিয়া	১৲
„ „ বিপিন বিহারী সরকার, কলিকাতা	৬৲
„ „ হরমোহন বসু, কসবা	৫৲
„ „ মোন্সি এনায়েতোল্লা প্রধান, হলদীবাড়ী	২০৲
„ „ বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন, ঢাকা	১২৲
„ „ ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন, কলিকাতা	৬৲
„ „ পিনেগেপানি মদিয়ালি, মাদ্রাজ	২৲
ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজ	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, আজমির	১৲
,, ,, হরনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা	২৲
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ, মঙ্গলদহ	২৲
,, ,, বাবু পরেশ নাথ মজুমদার, চোয়া	৫৲
,, ,, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়, হলদীবাড়ী	২৲
,, ,, ভারত চন্দ্র সরকার, নগাঁও	১৲
,, ,, প্রেমচাঁদ বড়াল, কলিকাতা	২৲
,, ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী কাঁচড়াপাড়া	২৲
,, ,, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, কলিকাতা	২৲
একটী হিন্দুমহিলা, "	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু গুরু গোবিন্দ পাট্টাদার ফুলবাড়ী	২৲
,, ,, সয়দ গোলাম মণ্ডল,	৩৲
শ্রীমতী সুখদা সুন্দরী চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতী নৃত্যকুমারী বসু ফুলবাড়ী	১৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ মজুমদার, সীতামারি	২৲
একজন হিন্দু বিধবা	১৲
মোট	১২৮

ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ের জন্য মোন্শি এনায়েতুল্লা হইতে পাথেয় প্রাপ্ত ৯৲

প্রেরিত।

মহাশয়,

ভগবানের লীলা বুঝা ভার, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি কাজ করেন তিনিই জানেন। এবার ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণের (আমাদের) অবস্থা দেখিয়া প্রাণে বড় ভয় হইয়াছিল যে, আমরা বুঝি "পুনর্মূষিকো ভব" হইতে চলিলাম, কাহারও পূর্ব্ব মত উৎসাহ কি ভক্তি দেখা যাইতেছিল না, উৎসবের সময় আসিল, ক্রমে ক্রমে সময় অতীত হইয়া গেল, কাহারও তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য নাই। কখন কখন কথাটা উত্থাপন হইত বটে, কিন্তু হবে হচ্ছে বলিয়া চাপা দিয়া রাখা যাইত, এইরূপে এক দুই করিয়া দুই মাস গত হইয়া গেল দেখিয়া প্রেরিত বন্ধুগণ সময়ে সময়ে স্মরণ করিয়া দিতে লাগিলেন, কি করা যায়, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উৎসব আরম্ভ করা গেল, কিন্তু উৎসবের জন্য প্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক কাহার কাহার মনেই থাকিত না যে কোন্ দিন উৎসব আরম্ভ হইবে, হতভাগা আমি উৎসবের সূচনাতেই সামান্য এক স্বার্থরক্ষার চেষ্টায় কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। উৎসবের শেষ ভাগে আসিয়া দেখিলাম যে, যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদেরও সেরূপ উদ্যম কি উৎসাহ নাই। উপাসনার স্থান অপরিস্কৃত তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই, উপাসনার সময় অতীত হইয়া যায় কেহই তাহাতে ব্যথিত নন, এইরূপ নানা প্রকার নৈরাশ্যের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। বোধ হইল যে, এবার আর উৎসবের অমৃত লাভ করা গেল না। এটা বুঝি একটা প্রহসনের মত হইল। কিন্তু বিধানজননীর অপার দয়া আমাদের প্রতি। তিনি আমাদিগকে পতনোন্মুখ দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। অধমদিগকে ফিরাইবার জন্য এক কালে মণিকাঞ্চনের যোগ সংঘটন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আচার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় ও অযাচিতরূপে সঙ্গীতের জন্য আমড়াগড়ির শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় ও কীর্ত্তনের জন্য ঐ স্থানের শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায় মহাশয়দিগকে আনিয়া দিয়াছিলেন। উপাধ্যায় মহাশয়ের উপাসনা, আশু বাবুর সঙ্গীত ও ফকির দাস বাবুর সংকীর্ত্তন, তাতে আবার ভ্রাতা কৈলাস চন্দ্র বসু ও ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয় প্রভৃতির সরল প্রার্থনা, এই সকল দেখিয়া পাপী আর কোথায় যায়? অধমদের হৃদয় গলিল, আনন্দ উথলিল, প্রেম সঞ্চারিত হইল, ঘোর নিরাশার মধ্যে রাশি রাশি অমৃত উথলিয়া উঠিল, অমৃতপানে সকলে কৃতার্থ হইলেন। মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া সকলে কৃতজ্ঞতা সহকারে আনন্দময়ীর চরণে অবনত হইলাম। মা! এমনি তোমার দয়া, তুমি এমনি করেই পাপীগণকে হাবু ডুবু খাওয়াইয়া তোমার পথে লইয়া থাক। তোমার চরণে বিনীত ভাবে প্রার্থনা, দুঃখিদিগকে এবার যে অমৃত উপভোগ করাইলে তাহার আস্বাদন কখন যেন ভুলি না। আর যেন তোমায় ছাড়িয়া বৃথা স্বার্থসিদ্ধির জন্য লালায়িত না হই, এই শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

প্রণত দাস
শ্রীআনন্দ নাথ চৌধুরী
ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজ।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

২৫ ভাগ। ১২সংখ্যা। — ১৬ই আষাঢ়, রবিবার, ১৮১২ শক। — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে মহান্ পরমেশ্বর, তোমার মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্রতা যেন আমরা সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখি। তুমি অনন্তজ্ঞান, আমাদিগের জ্ঞান কি অতি সামান্য! তোমার শক্তি অপার ও অসীম, তোমার শক্তির তুলনায় আমাদিগের যে কোন শক্তি আছে, ইহা আমরা মনেই করিতে পারি না। প্রভো, তোমার কাছে দাঁড়াইলে আমরা যে কিছু নই, তাহা সহজে বুঝিতে পারি। তুমি যেমন তোমার প্রকৃতিও আমাদিগের নিকট তেমনই অপার ও অসীম। প্রকৃতির তুলনায় আমরা যে কিছুই নই। আমাদিগের উপার্জ্জিত জ্ঞান সামর্থ্য প্রভৃতির আমরা কি অভিমান করিব? এখনও উপার্জ্জিত হইবার যাহা অবশিষ্ট আছে, যখন তাহা ভাবি, তখন দেখি কিছুই উপার্জ্জন হয় নাই। জীবনে যদি সত্যের অনুসরণ করি, তবে, শ্রীহরি, অভিমান করিবার কিছু কারণ দেখি না, লজ্জায় কেবল অধোবদনই হই। হে প্রভো, আত্মসম্বন্ধে এই হীনতাজ্ঞান যেন কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ না করে। ইহার যে অপর দিক্ আছে, তাহা যেন, দীনবন্ধো, অপরের সম্বন্ধে আমরা নিয়োগ করিতে পারি। আমরা বর্ত্তমানে আত্মসম্বন্ধে যাহা তাহা যেন চিরদিন দেখিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্রতা অনুভব করি, কিন্তু অপরসম্বন্ধে অনন্ত ভবিষ্যতে কি হইবার সম্ভাবনা তৎপ্রতি দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করিতে পারি। মানুষের ক্ষুদ্রতার মধ্যে যে মহত্ত্বের বীজ লুক্কায়িত আছে, তাহা আপনার সম্বন্ধে ভাবিয়া যেন কখন অহঙ্কারে স্ফীত না হই। কেন না তাহা আমাদের সম্বন্ধে সম্ভাবনামাত্র, এখনও তো বাস্তবিক তাহা আমাদের হয় নাই। অপরসম্বন্ধে আমরা কেবল সম্ভাবনাই দেখিব, কেন না বীজ ক্ষুদ্র হইলেও তাহা হইতে যে ভাবী বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, তাহা যে অত্যন্ত বৃহৎ এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির পক্ষে ছায়া ও ফলপ্রদ। এইরূপে, হে নাথ, এক দিকে বিনয়, অপর দিকে মনুষ্যের গৌরব ও মহত্ত্ব অনুভব করিয়া উভয়বিধ ভাবের সামঞ্জস্য যেন জীবনে প্রকাশ পায়। তোমার কৃপা বিনা দুই বিপরীত ভাবের এক হৃদয়ে অবিরোধী ভাবে স্থিতি কখন সম্ভবপর নহে। তাই তব পাদপদ্মে বিনীত ভাবে নিপতিত হইয়া এই প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাদিগের হৃদয়ে আত্মপর দুই এক স্থানে স্থাপন করিয়া আত্মসম্বন্ধে বিনয় পরসম্বন্ধে সম্ভ্রম ও গৌরব যুগপৎ উদিত করিয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্য ভাবদ্বয়ের আধার কর; আমরা কৃতার্থ ও ধন্য হই।

আমাদের অভয় স্থান।

আমাদের অভয় স্থান কি? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বলিবেন, ঈশ্বরের শ্রীচরণ। ঈশ্বরের শ্রীচরণ অভয় স্থান ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সে শ্রীচরণ এত দুর্ল্লভ কেন? যাহা আমাদিগের জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজন, ভগবান্ উহা এমনই সুলভ করিয়াছেন যে, মনুষ্য বিনা প্রয়াসে উহা লাভ করিয়া থাকে। বায়ু বিনা আমাদিগের মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিবার উপায় নাই, অথচ বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র সুলভ পদার্থ আর কি আছে? বায়ু অপেক্ষা জলের প্রয়োজন লঘু হইলেও, জল অল্প প্রয়োজনের বিষয় নহে, সুতরাং উহাকেও সুলভ করিয়া রাখা হইয়াছে, তবে স্থলবিশেষে কিঞ্চিৎ প্রয়াসের প্রয়োজন এই মাত্র বিশেষ। শরীর ধারণের উপযোগী পদার্থ সকলের আয়োজনে ঈশ্বর যদি এত সত্বর, তবে আত্মার প্রয়োজনসাধন পদার্থ কেন তিনি এত দুর্ল্লভ করিলেন? আমরা সুলভত্ববিষয়ে বায়ু ও জল এই যে দুইটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছি, এই দুইটিকে সাদৃশ্য স্থলে রাখিয়া আত্মার প্রয়োজনীয় বিষয়ের আয়োজনেও যে ঈশ্বরের অমনোযোগ নাই, আমরা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

বহির্জগৎস্থিত বায়ুকে আমরা দেবনিঃশ্বসিত এবং জলকে আমরা ঈশ্বরের শ্রীচরণের সাদৃশ্যে গ্রহণ করিতেছি। বায়ু যেমন ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতেছে, উহার নিমেষের জন্যও নিবৃত্তি নাই, দেবনিঃশ্বসিতও তেমনই ক্রমান্বয়ে বহিতেছে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও উহার নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। বায়ু যখন একান্ত স্থির, তখনও উহা বিচরণশীল, ইহা যেমন পরীক্ষালব্ধ, ব্রহ্মনিঃশ্বসিত যখন মনে হয় বহিতেছে না, তখনও উহা বহিতেছে, সাধকজীবনের পরীক্ষায় উহা উপলব্ধ হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন, তিন সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে মুষাকে ঈশ্বর দশবিধি অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই হইতে উহা পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব ছিল না, অন্যান্য জাতির মধ্যে এই দশবিধির অনুরূপ যে সকল বিধি দৃষ্ট হয় উহা সেই দশবিধি লোকপরম্পরা শ্রুত হইয়া নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে এ কথা যে একান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মুষার জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে মানবজাতি পৃথিবীতে বাস করিতেছে, তাহাদের নিকটে এ সকল আদেশ ঈশ্বর ব্যক্ত করেন নাই *, কেবল মুষার নিকটে ব্যক্ত করিলেন, ইহা কখন হইতে পারে না। বরং যে সকল স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ঐ সকল বিধির অনুরূপ বিধি, মুষার জন্মের বহু দিন পূর্ব্ব হইতে মানবহৃদয়ে মুদ্রিত আছে। মহাত্মা পল এই জন্যই বলিয়াছিলেন "কারণ যাহারা কোন ধর্ম্মবিধি প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ ভিন্ন দেশীয় লোকগণ যখন স্বভাবতঃ বিধিসঙ্গত কর্ম্ম করে, তখন তাহারা বিধি না পাইয়াও আপনারা আপনাদিগের ধর্ম্মবিধি। এতদ্দ্বারা তাহাদিগের অন্তরের লিখিত ধর্ম্মবিধির কার্য্য প্রকাশ পায়। তাহাদিগের বিবেকও সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তাহাদিগের মন পরস্পরকে দোষী অথবা পরস্পরের পক্ষ সমর্থন করে।" মহাত্মা পল তাঁহার উক্তির গভীর মর্ম্ম সম্যক্ অবধারণ করিতে না পারিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহারই প্রকৃত তত্ত্ব বর্ত্তমান বিধান জগৎকে শিক্ষা দিতেছেন। প্রকৃত তত্ত্ব এই, ঈশ্বর কোন এক সময়ে কাহাকেও কিছু বলিয়াছেন, তৎ পূর্ব্বে তাহা ছিল না, অথবা পরেও তাহা ঈশ্বর হইতে প্রবাহিত হইতেছে না, এ কথা সত্য নহে। যিনি মুষার নিকটে বিধিনিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, মুষার পূর্ব্বের লোকদিগের নিকটেও তিনিই সে

* মিসর দেশের সমাধি উদ্ঘাটন করিয়া যে সমুদায় প্রস্তরে খোদিত বিধি সমুদায় বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহাতে দশবিধির অনুরূপ বিধি আছে। এই সকল মুষার সময়ের পূর্ব্বের। "ত্রাণ পুস্তক" বলিয়া মিসরগণের গ্রন্থ ছিল। এই গ্রন্থে মৃত ব্যক্তিকে বেয়াল্লিশ জন বিচারক দেবতার নিকটে যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ আছে। এ সকলেতে অনেক উচ্চ নৈতিক বিধি দৃষ্ট হয়।

সকল বিধি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আজও প্রকাশ করিতেছেন। ঈশ্বরে যাহা আছে, তাহা নিত্য কাল আছে, যাহা তাঁহা হইতে আসিতেছে, নিত্য কাল আসিতেছে বলিয়াই বহমান বায়ুর সঙ্গে উহার আমরা তুলনা করিয়াছি।

পল বলিয়াছেন 'যাহারা কোন ধর্ম্মবিধি প্রাপ্ত হয় নাই' তাহারা 'আপনারা আপনাদিগের ধর্ম্ম-বিধি।' আপনারা আপনাদিগের ধর্ম্মবিধি, এই কয়েকটি শব্দের কথার অর্থ ধরিলে এইরূপ প্রতীত হয়, যাহারা আপনারা আপনাদিগের ধর্ম্ম বিধি তাহারা আপনারা সে বিধি খণ্ডন করিতে পারে, এবং খণ্ডন করিলে তাহাদিগের কোন অপরাধের সম্ভাবনা নাই। কারণ যাহারা বিধি করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাহারা উপযুক্ত বুঝিলে তাহা খণ্ডনও করিতে পারে। কিন্তু যে ধর্ম্মবিধি মানব হৃদয়ে প্রকাশ পায়, তাহা খণ্ডন করিবার অধিকার মানুষের নাই। কেন না উহা মানুষের নহে, উহা আত্মার মধ্যে পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কেবল এ দেশের শাস্ত্রেই হৃদয়ে পরমাত্মা কর্ত্তৃক বিধিপ্রকাশের কথা আছে তাহা নহে, মুসলমান শাস্ত্রেও কথিত আছে, "জেব্রিল ঈশ্বরের আদেশে তোমার অন্তরে এই কোরাণ অবতারণ করেন (বকরা ১২ রকু)।" এই জেব্রিল পবিত্রাত্মা। মহর্ষি ঈশা স্পষ্ট বাক্যে তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী প্রকাশ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, পল যাহা সম্যক্‌ না বুঝিয়া বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বিধান তাহারই প্রকৃত তত্ত্ব সকলকে শিক্ষা দিতেছেন। মানবহৃদয়বর্ত্তী ভগবান্ নিরন্তর তাহাদিগের নিকটে বিধি নিষেধ প্রচার করিতেছেন, তাই তাহার অনুসরণ না করিলে তাহাদিগকে অপরাধী হইতে হয়।

মানবহৃদয়ে দেবনিঃশ্বসিতের যে এই নিরন্তর প্রবাহ ইহাই জীবের পক্ষে প্রথম অভয় স্থান। খ্রীষ্টের অনুবর্ত্তিগণ বিধিকে ভয়ের স্থান করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অভয় স্থল করিয়াছেন, সে কথার সঙ্গে আমরা যাহা বলিলাম তাহার বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। এ বিরোধ দৃষ্টতঃ বস্তুতঃ নহে। যেখানে মনুষ্য হৃদয়ে ঈশ্বরের বিধি অন্বেষণ না করিয়া বাহিরে উহা অন্বেষণ করে, সেখানে সে জীবনের অনুপযোগী অনেক বিধি অনুসরণ করিতে গিয়া বিধির অনুসরণ করিতে পারে না, পদে পদে ভঙ্গ করে এবং তাহা হইতে মহাভয় সমুপস্থিত হয়। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতিনিয়ত ঈশ্বর হইতে বিধি লাভ করে, তাহাদিগকে এইরূপে প্রতিমুহূর্ত্তে ঈশ্বরের সহিত অব্যবহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে হয় বলিয়া তাহাদিগের কখন ভয় হয় না, ঈশ্বরেতে কেবল অভয়ই লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে চলে তাহারা তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, খ্রীষ্টের অনুবর্ত্তিগণের এ কথা এবং ঈশ্বর হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিধি লাভ করিয়া তাহার অনুবর্ত্তনে ঈশ্বরের সহিত অব্যবহিতসম্বন্ধজন্য অভয়লাভ, এ দুইয়ের মধ্যে কেবল শব্দে ভেদ বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিধি, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও তাঁহার সহিত অব্যবহিত সম্বন্ধ শব্দ মাত্রে প্রভেদ, ইহা বিনা আর কি বলা যাইতে পারে?

ঈশ্বরের নিত্য নৈতিক বিধি তিনি ক্রমান্বয়ে মানবহৃদয়ে স্বয়ং ব্যক্ত করেন, অন্যথা তাহার বিরোধে গমন করিতে গেলে তৎপ্রতিকূলে প্রতিবাদ কেন সমুপস্থিত হয়। এ প্রতিবাদের অর্থ এই যে, প্রতিনিয়ত উচ্চারিত নৈতিক বিধির প্রতি কর্ণ তখন উন্মুখ হয়, এবং তাহা শুনিতে পায়। এই ব্যাপারসম্বন্ধে পল বলিয়াছেন "তাহাদিগের বিবেকও সাক্ষ্য প্রদান করে।" মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র এ পৃথিবীতে ঈশ্বরদর্শন অসম্ভব প্রতিপন্ন করিলেও শ্রবণ অসম্ভব প্রতিপন্ন করে নাই। এই শ্রবণব্যাপার এত স্বাভাবিক এবং সাধারণ যে বহমান বায়ুর সঙ্গে ইহার তুলনা করাতে সাদৃশ্যঘটিত কোন দোষই বর্ত্তে না। তবে বিধি বা নিষেধ শ্রবণ করিয়াও যদি যাঁহা হইতে সেই বিধি বা নিষেধ আসিতেছে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ লোকে অনুভব করিতে না

পারে তাহা হইলে উহা তাহাদিগের বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানসম্বন্ধে ত্রুটি ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। বায়ুর স্বরূপ অনবগত থাকিলে সে বস্তু কি এক জন জানিতে না পারে, অথচ তাহার পক্ষে বায়ুর গতি সম্ভোগ যে প্রকার সম্ভব, এখানেও যাঁহার বিধি নিষেধ লোকে শুনিতে পাইতেছে, অথচ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতেছে না, ইহাও তেমনি সম্ভব। মানুষ যত ক্ষণ আত্মার স্বরূপ জানিয়া আপনাকে না জানিতেছে, তত ক্ষণ পরমাত্মাকে জানিবে বা চিনিবে কি প্রকারে?

ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলিলে আত্মসম্বন্ধে যেমন অভয়লাভ হইয়া থাকে পরসম্বন্ধেও তেমনই অভয়প্রাপ্তির উপায় সমুপস্থিত হয়। মনুষ্যের হৃদয়ে পরমাত্মা নিয়ত যে নিষেধ বিধি প্রচার করেন, তাহা তাহাকে উন্নত সোপানে আরূঢ় করিবার জন্য। সুতরাং এই নিষেধ ও বিধি তাহার নিকটে তাহাকে কি হইতে হইবে, তাহাই প্রদর্শন করে। হৃদয়ে প্রকাশিত নিষেধ বিধির অনুসরণ করা তাহার পক্ষে অবশ্যসম্ভবপর ব্যাপার হইলেও সময়ে সময়ে তাহার তৎসম্বন্ধে স্খলন হয়। নিষেধ বিধি অনুসরণকারী ব্যক্তির আচরণে স্খলন তাহার নিজ দোষে হয়, নিষেধ বিধি প্রকাশ হয় নাই বলিয়া নহে, এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি। আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা বলি ও ভাবি তাহা আত্মাতে প্রকাশিত নিষেধ ও বিধি অনুসারে। যেখানে আমাদের কথা ও চিন্তানুসারে কার্য্য হয় না, সেখানে আমাদের স্খলন আমরা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করি। যখন আপনার বিষয়ে আমরা সচেতন, তখন আমরা আমাদের আচরণ অপেক্ষা আমাদের কথা ও চিন্তাকে সমধিক সমাদর করিয়া তদনুসরণে যত্নবান্ হই। আত্মসম্বন্ধে আমরা যাহা করি, অপরসম্বন্ধে আমরা তাহা করিলে, ভ্রাতৃবিচ্ছেদের কারণ অনেকটা বিদূরিত হইতে পারে। আমরা অপরের কথা ও চিন্তার মধ্যে অনেক সময়ে উচ্চতা দর্শন করিয়া থাকি, কিন্তু আচরণে ত্রুটি দেখিতে পাই। এ স্থলে সেই কথা ও চিন্তা পরমাত্মপ্রেরণায়, আচরণে স্খলন তাহার নিজ দোষে এবং সে দোষ তাহার নিজের নিকটে ক্ষমার যোগ্য না হইলেও আমাদের নিকটে ক্ষমার যোগ্য, এ কথা স্মরণ থাকিলে পরসম্বন্ধেও অভয়ের স্থান সহজে প্রাপ্ত হই।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে বিষয়টি কত দূর পরিষ্কার হইল বলিতে পারি না, এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইতে পারিত, কিন্তু বিষয়টির অপরাংশ এখনও স্পর্শ না করিতে করিতে প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব দ্বিতীয়াংশসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাউক। আমরা শ্রবণব্যাপারকে বায়ুর সঙ্গে তুলনা করিয়া ইহাই প্রদর্শন করিয়াছি যে, শ্রবণ ও তদনুসরণ ভিন্ন অধ্যাত্মজীবন কিছুতেই রক্ষা পায় না। ক্রমান্বয়ে শ্রুতবিষয়ের অনুসরণ করিলে দর্শন কখন দূরতর থাকে না। তৃষ্ণা নিবারণে জল অত্যন্ত প্রয়োজন, তৃষ্ণার সময়ে দীর্ঘকাল জল না পাইলে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে। যাঁহার কথা শুনিয়া চলিতেছি, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণ সহজেই ব্যাকুল হয়। ব্যাকুলতা এবং তৃষ্ণায় সাদৃশ্য আছে। তৃষ্ণার শান্তির জন্য জলের প্রয়োজন, ব্যাকুলতার শান্তি জন্য দর্শন প্রয়োজন। দর্শনজন্য ব্যাকুলতা অনুরাগমূলক, সুতরাং ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ। এই সৌন্দর্য্য কথায় প্রকাশের জন্য চরণপদ্মাদি নানা শব্দে অভিহিত হয়। ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলাতে সাধকের দর্শনের অধিকার জন্মে। কেন না ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনে যত্ন যত প্রগাঢ় হয়, তত ঈশ্বরের করুণা প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। এই করুণা সাধকের হৃদয়কে অনুরাগোদ্দীপ্ত করে ও অনুরাগ দর্শনে প্রগাঢ় ব্যাকুলতা জন্মায়; এই ব্যাকুলতা আবার ঈশ্বরদর্শনে চরিতার্থ হয়। সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে, শ্রবণজন্য অভয়প্রাপ্তির পর দর্শনজন্য অভয়প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কোথাও এ নিয়মের যে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় তাহা শ্রবণব্যাপারের স্বরূপানভিজ্ঞতা বশতঃ।

আত্মার প্রাধান্য।

মনুষ্যের উন্নতির চক্রের গতি অনেক সময়ে বিপরীত বলিয়া সন্দেহ জন্মে। স্থূলদর্শী মনুষ্য সর্ব্বপ্রথমে জড় লইয়া সমধিক ব্যাপৃত থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক, তাহা না হইয়া এমনই মনে হয় যে সে সর্ব্বাগ্রে আত্মাকে লইয়াই রত ছিল। বর্ত্তমানে নানা স্থানে যে সকল অসভ্য জাতি আছে, পণ্ডিতেরা তাহাদিগের আচার ব্যবহার বিশ্বাসাদি বিচার করিয়া তাহা হইতে আদিম কালের মানবগণের অবস্থা অনুমান করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল জাতির নিকটে আত্মার প্রাধান্য সমধিক। আত্মা মরণশীল নহে, দেহান্তে তাহারা পৃথিবীর নিম্নভাগে অথবা ঊর্দ্ধে আকাশে স্থিতি করে, ইচ্ছানুরূপ মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, অসভ্যজাতিমাত্রের মধ্যে এ বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল। এ দেশে মূর্খ লোকেরা আজ পর্য্যন্ত এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু এই সকল অসভ্য জাতি এই সকল আত্মার বিবিধ প্রকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকে, এবং পুরোহিতগণেতে তাহাদিগের আবির্ভাব হয় বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের নিকট শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। এ দেশে মূর্খ লোকদিগের মধ্যে ঈদৃশ বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কালের প্রভাবে দিন দিন এ বিশ্বাস খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। মৃত্যুর পূর্ব্বেও আত্মা নিদ্রিতাবস্থায় দেহ হইতে বাহির হইয়া নানা স্থানে ইচ্ছানুরূপ ভ্রমণ করে, অসভ্যগণের মনে এ বিশ্বাস বিলক্ষণ আছে। কখন কখন হঠাৎ রজনীতে কাহার নিদ্রিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে, তাহারা বিশ্বাস করে, আত্মা বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিল না, কোথায় বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আবার পুনরাগমন করিতে পারে এই প্রতীক্ষায় তাহারা এ অবস্থায় মৃতের সৎকার করে না, পুরোহিতগণের দ্বারা আত্মার আগমনের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান করে। ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ পাঠ করিলে অসভ্যগণের অনুরূপ বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান তন্মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে মূর্চ্ছিত ব্যক্তির পুনরুত্থান হইতে আত্মার দেহে পুনরাগমন বিশ্বাসের বিষয় হইয়াছে ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অনেকে আজও মনে করেন, বিহুদী জাতির আত্মার নিত্য স্থিতির বিষয়ে বিশ্বাস ছিল না। তাঁহাদের এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। পুরাতন বাইবেলে প্রথম সামুয়ালের ২৮ অধ্যায়ের ৭ম হইতে ২০শ প্রবচন পাঠ করিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন, বিহুদী জাতি মৃত্যুর পর আত্মার স্থিতিতে কেমন বিশ্বাস করিতেন। সল যখন জিহোবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার কোন উত্তর পাইলেন না, কি স্বপ্নে, কি অন্য কোন উপায়ে তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিলেন না, তখন একটী স্ত্রীলোক যাহার মৃতদিগের আত্মার সহিত সম্বন্ধ ছিল, তাহার নিকট সবিশেষ জানিবার জন্য গমন করেন। সলের প্রার্থনানুসারে স্ত্রীলোকটী সামুয়েলের আত্মাকে তাঁহার বিশ্রামভূমি পৃথিবীর নিম্নদেশ হইতে আনয়ন করে। সামুয়েলের সহিত সল কথোপকথনে প্রবৃত্ত হন। এই কথোপকথন অবশ্য স্ত্রীলোকটীতে আবির্ভূত সামুয়েলের সঙ্গে হইয়াছিল। কেন না আজও অসভ্যজাতি ও দেশীয় অজ্ঞলোকদিগের ভিতর এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে। আত্মা যখন আবির্ভূত হয়, তখন যে ব্যক্তিতে আবির্ভূত হয় তাহাকে আর স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করা হয় না, সে ব্যক্তিতে সেই আত্মাই যেন কথা কহিতেছে, এইরূপে কথা কহিয়া থাকে। মহাভারতাদি পাঠ করিলে এই সকল ব্যাপার যে প্রাচীন কালে এ দেশে প্রচলিত ছিল, ইহা বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সময়ে প্রেততত্ত্ববাদী বা থিয়োসফিষ্টদের মধ্যে ঈদৃশ সংস্কার ও ক্রিয়া যে অত্যন্ত প্রবল তাহা সকলেই জানেন। আমরা বিশ্বাস করি, আত্মার দেহ হইতে স্বাতন্ত্র্য এবং তাহার দেহ হইতে পৃথক্ স্থিতি, এতৎসম্বন্ধে মনুষ্যের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, এ সকল তাহারই অপব্যবহার। সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কারের মূলেই কোন একটি সত্য

থাকে, অন্যথা কুসংস্কার কখন মানবহৃদয়কে অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। সত্যের অপব্যবহার, এবং তন্মূলক কুসংস্কার কেবল এই দেখাইয়া দিতেছে যে, অজ্ঞানীও আত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র, এবং উহা দেহের গুণবিশিষ্ট নয় ইহা মনে না করিয়া থাকিতে পারে না।

এখন অনেক বিজ্ঞানবিৎ সভ্যাসভ্য জাতির মধ্যে আত্মার ঈদৃশ প্রাধান্য দর্শন করিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মাতে বিশ্বাস ও তাহার পূজাদি হইতে ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরপূজা প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার উৎপন্ন, প্রমাণ করিতে যত্ন করিতেছেন। আমরা এ চেষ্টা যদিও দুশ্চেষ্টা বলি, তথাপি এখানেও একটি সত্যের অপব্যবহার হইতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আত্মজ্ঞান বিনা কি জগৎ কি ঈশ্বর কাহারও জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। আত্মার প্রতিবোধানুসারে জগৎ এবং আত্মার স্বরূপানুসারে ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞান আমরা লাভ করিয়া থাকি। ইহাতে জ্ঞানারম্ভের প্রাক্-কালে অজ্ঞান অসভ্য জাতির মধ্যে যদি আত্মার প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা আর একটা কিছু অব্যবস্থার ব্যাপার হয় নাই। মানুষ পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদিতে মনুষ্যের আত্মা প্রবেশ করে, এ মত ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু আত্মানুরূপ পরমাত্মপদার্থ যে ঐরূপে সর্ব্বত্র নিত্য বিরাজমান তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যে আত্মার সর্ব্বত্র প্রবেশ করিবার সামর্থ্য আছে, সে আত্মা জীবিতগণের আত্মা হইতে জ্ঞানাদিতে শ্রেষ্ঠ, ইহা উক্ত অসভ্য অজ্ঞানিগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিত, এখনও করে। কেবল এই পর্য্যন্ত নয়, সকল আত্মার নিয়ামক এক শ্রেষ্ঠ আত্মার অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না। তবে সকল আত্মার নিয়ামক আত্মাকে তাহারা সুলভ মনে করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা—যাহারা ক্ষুদ্র হইলেও মনুষ্যের বলাদি হইতে শ্রেষ্ঠ—তাহাদিগের সাহায্য ইহারা সকল সময়ে প্রার্থনা করে, বিশেষ বিশেষ সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মা বা পরমাত্মারও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া থাকে।

আমরা প্রস্তাবের আরম্ভে উন্নতিচক্রের বিপরীত গতির উল্লেখ করিয়াছি। অসভ্য অর্দ্ধসভ্য অজ্ঞানিগণের অন্য যত কেন দোষ থাকুক না, তাহারা অনেকটা স্বভাবের প্রেরণায় চলে। এক জন অসভ্যকে জিজ্ঞাসা কর ;—সে সত্য কেন বলে ? সৎকর্ম্ম কেন করে ? তোমার প্রশ্ন শুনিয়া সে অবাক্ হইয়া তোমার মুখপানে তাকাইয়া থাকিবে এবং এই উত্তর দিবে, সত্য বলিলে সৎকর্ম্ম করিলে মনে সুখ হয়, মিথ্যা বলিলে অসৎকর্ম্ম করিলে মনে ক্লেশ হয়, ইহা কি তুমি জান না ? অসভ্যগণ সহজেই আত্মাতে বিশ্বাস করে, সভ্যগণ সেই আত্মাতে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া জড়বাদে নিপতিত হয়। এই সকল দেখিয়া এক জন বলিবেন, সভ্যতা ও বিজ্ঞানালোকে উন্নতি হইল, কি অবনতি হইল ? যদিও আমরা জানি যে, উন্নতিচক্রের কখন বিপরীত গতি হইতে পারে না, তথাপি ইহা জানি যে, জ্ঞানের কঠোরাঘাতে যে স্বাভাবিক জ্ঞান বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ভিন্ন কাহারও স্বভাবের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা বিনাপ্রমাণে অসভ্য অজ্ঞানিগণ গ্রহণ করিয়াছে, বহুপ্রমাণপ্রয়োগের পর সভ্য ও জ্ঞানিগণ তাহাই গ্রহণ করে। যখন এইরূপে গৃহীত হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মার প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত হইয়াছে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে অনেকের মনে হইতে পারে, প্রাচীন কালের ন্যায় ভাবা সময়েও ভূত প্রেতের দৌরাত্ম্য বাড়িবে। যাঁহারা এরূপ মনে করিতে পারেন, তাঁহারা জ্ঞান সুপরিষ্কৃত হইবার ফল কি তৎপ্রতি দৃষ্টিশূন্য। লোকে বলে জ্ঞান বাড়িলে অবিশ্বাস বাড়ে, আমরা বলি যে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়, তৎপ্রতি অবিশ্বাস জন্মে, কিন্তু যাহা বিশ্বাস্য তৎপ্রতি উহা আরও প্রগাঢ় হয়। সকল কালের জ্ঞানিগণের বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখা যায়, তৎকালের অজ্ঞানী লোক সকল তাঁহাদিগকে অবিশ্বাসী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে, অথবা তাঁহাদিগের

প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, কিন্তু তাঁহারাই তত্তৎ-কালের মনুষ্যগণের মধ্যে সার ও উৎকৃষ্ট ছিলেন। ভাবী সময়ে আত্মার প্রাধান্য হইবে, এ কথা বলাতে ইহা বুঝায় না যে, তদ্ঘটিত কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। এই আত্মার প্রাধান্যকালে পরমাত্মার প্রাধান্য সমুদায় আত্মার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না জ্ঞানের আরম্ভে তাহাই ছিল, পরেও তাহাই হইবে। তবে ক্রমিকজ্ঞানসংস্কারের ফল এই হইবে যে, তিনি পূর্ব্বে সকলের দুরারাধ্য ছিলেন, এখন আত্মার আত্মা বলিয়া সহজে সকলের কর্তৃক পরিগৃহীত হইবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মূর্খ বৈষ্ণবগণ চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া সেই সকল গ্রন্থের কি ভয়ানক অসদর্থ ঘটাইয়াছে ইহা অনেকেই জানেন। কিন্তু এরূপ বিপরীত অর্থঘটনা যে কেবল মূর্খতানিবন্ধন নহে পশুত্বনিবন্ধন, তাহা অতি অল্প লোকেই পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। আমরা একটী বিধানের বিদ্যমানতার ভিতরে বাস করিতেছি, ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে, অধিক পরিমাণে না হউক, অল্প পরিমাণে তাহার পুনরভিনয় আমাদিগের মধ্যে হইতেছে। এ সময়ে এরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে। যে বিধান সকল বিধানের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবে, সে বিধানে যদি পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু কিছু করিয়া সমুদায়ে পুনর্জ্জীবিত না হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে কি প্রকারে? আমাদের ভাগ্যে এই ইতিহাস পাঠ নিপতিত হইয়াছে, ইহাতে অনেক সময়ে আমাদের যেমন সুখও হয় তেমনি দুঃখও হয়। সম্প্রতি আমরা দুঃখের ভিতর দিয়া যাইতেছি, অথচ এ দুঃখের জন্য বিধাতার নিকটে আমরা কৃতজ্ঞ। চৈতন্য-চরিতামৃতে শান্ত দাস্য, সখ্য বাৎসল্য, মাধুর্য্য এই পঞ্চ রসের পর পর শ্রেষ্ঠত্ব রায় রামানন্দ বর্ণন করিলে মাধুর্য্যরসের পর আর কিছু শ্রেষ্ঠ আছে কি না শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করেন। ইহার উত্তরে রায় রামানন্দ 'বিবর্ত্তবিলাসের' উল্লেখ করেন। এই 'বিবর্ত্তবিলাসের' কি প্রকার বিপরীত অর্থ মূর্খ বৈষ্ণবগণের মধ্যে ঘটিয়াছে, ঐ নামের অসদ্গ্রন্থ তাহার প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই "বিবর্ত্তবিলাস" শব্দের বিপরীত অর্থকারী লোকের অভাব এ সময়েও নাই। যাহাতে ঈদৃশ বিপরীত অর্থে লোকের যথার্থ তত্ত্বের প্রতি ভ্রান্তি উপস্থিত না হয়, এজন্য আমাদের যত্নের প্রয়োজন। বিবর্ত্তবাদ এবং পরিণামবাদ এই দুইটি বাদ এদেশে প্রচলিত আছে। বিবর্ত্তবাদে অদ্বৈতবাদ এবং পরিণামবাদে দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত। বিবর্ত্তবাদ জ্ঞানিগণের, পরিণামবাদ ভক্তগণের অনুসরণীয় পন্থা। শুক্তিতে রজতভ্রান্তি অথবা রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি, এই যে ভ্রান্তিবশতঃ শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত্তন অর্থাৎ বিপরীত দর্শন ইহাকেই বিবর্ত্তবাদ বলে। পরিণামবাদের বিষয় এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন, কেন না বিবর্ত্তশব্দের প্রকৃতার্থ নির্দ্ধারণ আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিবর্ত্তবাদিগণের এই বিবর্ত্তবাদ জ্ঞানমূলক। উহার সঙ্গে প্রেমমূলক বিবর্ত্তবিলাস স্বরূপতঃ এক হইয়াও স্বতন্ত্র। প্রেমের একটি বিকাশের নাম 'প্রেমবৈচিত্য'। এই বৈচিত্য বা ভ্রান্তি শুক্তিতে রজত-ভ্রান্তির ন্যায় সমুপস্থিত হয়। ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে গোপীগণের প্রেমোন্মাদ মধ্যে প্রতিগোপীর 'আমিই সেই কৃষ্ণ' বলিয়া ভ্রান্তি 'বিবর্ত্তবিলাস।' মাধুর্য্যরসে প্রেমিক ও ঈশ্বরের মধ্যে কথঞ্চিৎ ভেদ থাকে, কিন্তু যখন মাধুর্য্যের পরিণতিতে প্রেমিক ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়া যান, তখন শ্রীচৈতন্যের ন্যায় 'মুঞি সেই, মুঞি সেই' এই অবস্থার সমুদয় হয়। শ্রীচৈতন্য জগৎকে মাধুর্য্যরস সম্ভোগ করাইতে আসিয়াছিলেন, সুতরাং এই বিবর্ত্তাবস্থা তাঁহাতে নিরন্তর লাগা থাকিত না, আর মনে হয় যে, এ অবস্থা সর্ব্বদা লাগিয়া থাকিবার বিষয়ও নয়। দ্বৈতবাদী যোগিগণের বিবর্ত্তাবস্থা কিরূপ, মহর্ষি ঈশার জীবনে তাহা সর্ব্বথা প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'আমি এবং আমার পিতা এক' 'এ সকল আমার কথা নয় তাঁহার কথা যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন', ঈশার এই সকল বাক্য বিবর্ত্তাবস্থা প্রতিপন্ন করে। প্রকৃত বিবর্ত্তাবস্থা এবং বিবর্ত্তবাদ এ দুইয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। বিবর্ত্তবাদকে মতে পরিণত করিতে গিয়া, এবং প্রকৃত বিবর্ত্তাবস্থা লাভ না করিয়াও মতের অনুরোধে তদ্রূপ দেখাইতে গিয়া পৃথিবীতে কি প্রকার কুফল সমুৎপন্ন হইয়াছে, সকলেই জানেন। অনধিকারচর্চ্চাবশতঃ কাহারও অসিদ্ধাবস্থায় বিবর্ত্তাবস্থাপ্রদর্শন প্রবৃত্তি না হয়, বা তদ্ঘটিত যে বিকার পৃথিবীতে সমুপস্থিত হইয়াছে তাহাতে নিপতন না হয়, ইহাই আমাদের ঐকান্ত প্রার্থনা।

ঈশার অনুকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পবিত্র ক্রুশরূপ প্রশস্ত রাজবর্ত্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৫। যদি তুমি আহ্লাদের সহিত ক্রুশ বহন কর, তাহা হইলে উহা তোমাকে সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত চরম স্থানে লইয়া যাইবে, যেখানে আর কোন ক্লেশ থাকিবে না—যদিও সেটি এখানে কখন হইবে না।

যদি তুমি অনিচ্ছায় বহন কর, তুমি উহাকে আরও ভারবহ করিয়া তুলিবে এবং উহার নিষ্পেষণ বৰ্দ্ধিত করিবে, তবুও কিন্তু তোমাকে উহা বহন করিতে হইবেই।

যদি তুমি একটি ক্রুশ দূরে নিক্ষেপ কর, নিঃসংশয় আর একটি তুমি প্রাপ্ত হইবে, হইতে পারে যে এটি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গুরুভার।

৬। তুমি কি মনে কর যে তুমি তাহা পরিহার করিতে পারিবে যাহা কোন মানুষ কোন কালে এড়াইতে পারে নাই। পৃথিবীতে কোন্ সাধুপুরুষ ক্রুশ ও পরীক্ষাবিরহিত ছিলেন?

কারণ আমাদের প্রভু যিশুখৃষ্টও যত দিন জীবিত ছিলেন ক্লেশানুভবের দুঃখ ব্যতীত এক হোরাও তাঁহার অতীত হয় নাই।

তিনি (ঈশ্বর) বলিয়াছেন, "খৃষ্টকে ক্লেশ বহন করিতেই হইবে, মৃত্যু হইতে উত্থান করিতে হইবে, এবং এইরূপে সে গৌরবভাজন হইবে।" তবে পবিত্র ক্রুশের রাজবর্ত্ম ছাড়িয়া তুমি অন্যপথ কি প্রকারে অন্বেষণ করিতে পার?

৭। খৃষ্টের সমস্ত জীবন ক্রুশ এবং ধৰ্ম্মার্থনিহতের জন্য ছিল, তুমি বিশ্রান্তি ও আমোদ অন্বেষণ কর?

ক্লেশ বিপদ বহন করা ছাড়া যদি তুমি অন্য কিছু অন্বেষণ কর, তবে তোমার বড় ভ্রম। কারণ এই সমস্ত মানবজীবন দুঃখে পূর্ণ এবং চারিদিকে ক্রুশচিহ্নে চিহ্নিত।

অপিচ আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চাবস্থায় মানুষ যত অগ্রসর হয় তত সে তাহার ক্রুশ গুরুভার হইতেছে অনুভব করে; কারণ স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসনের ক্লেশ অনুরাগে অত্যন্ত ঘনীভূত হয়।

৮। তবু বিবিধ ক্লেশের মধ্যে এ ব্যক্তি যে সান্ত্বনাশূন্য তাহা নহে, কারণ ক্রুশ বহন হইতে যে ফল সকল সমুৎপন্ন হয় তাহার চিন্তাতে ক্লেশ লঘু ভার হয়।

কারণ যত সে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রুশের বশ্যতা স্বীকার করে, পরীক্ষার প্রত্যেক ভার দেবদত্ত সান্ত্বনার নিশ্চয়াত্মকতায় পরিণত হয়।

কারণ বিপদে এই মাংসপিণ্ডকে যত অবনত করিয়া ফেলা হয়, আন্তরিক সান্ত্বনাতে আত্মা সেই পরিমাণে বলীয়ান্ হয়।

অপিচ খৃষ্টের ক্রুশের অনুবর্ত্তনাভিলাষ জন্য লোক কোন সময়ে ব্যগ্রতা সহকারে পরীক্ষা ও দারিদ্র্য স্বীকার করাতে সে এত অধিক বল সঞ্চয় করে যে, সে দুঃখ বিপদ ভিন্ন থাকিতে চায় না, কারণ তাহার এই দৃঢ় প্রত্যয় যে ঈশ্বরের জন্য সে যত অধিকাধিক কঠোর দুঃখকর বিষয় সহ্য করিতে পারিবে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে ততোধিক গৃহীত হইবে।

এই ভঙ্গুর মাংসপিণ্ডকে মানুষের বল নয় কিন্তু খৃষ্টের অনুগ্রহ সুদৃঢ় করে এবং উহার ভিতরে কার্য্য করে। এ জন্য যে সকল বিষয় স্বভাবতঃ নিয়ত ঘৃণা করা হয় এবং পরিত্যাগ করা যায়, আত্মার উৎসাহিতাবস্থায় উহাই ভাল বাসা যায় এবং অন্বেষণ করা হয়।

৯। ক্রুশ বহন করা, ক্রুশকে ভাল বাসা, শরীর নির্যাতন করা ও বশে আনা, সম্মানকে দূরে নিক্ষেপ করা, অবমানকে আহ্লাদের সহিত বহন করা, আপনাকে তুচ্ছ করা, অপরে তুচ্ছ করে অভিলাষ করা, ক্ষতি সহকারে দারিদ্র্য বহন করা, এবং সাংসারিক কোন সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা না করা মানুষের স্বভাবসঙ্গত নয়।

যদি তুমি আপনার দিকে তাকাও তুমি দেখিতে পাইবে তুমি তোমার আপনার শক্তিতে এ সকলের কিছুই করিতে পার না।

কিন্তু যদি তুমি প্রভুর প্রতি বিশ্বাস কর, ঊর্দ্ধ হইতে তোমার বল প্রদত্ত হইবে, এবং সংসার ও মাংসপিণ্ডকে তোমার অধীন করিয়া দেওয়া হইবে।

যদি তুমি বিশ্বাসশস্ত্রে সজ্জিত হও এবং খৃষ্টের ক্রুশে চিহ্নিত হও, তুমি তোমার শত্রু পাপ-পিশাচকে ভয় করিবে না।

(ক্রমশঃ)

হদিস।

৪র্থ।

নমাজের মাহাত্ম্য।

এমারা নামক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে হজরত মোহম্মদকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, যে কেহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং সূর্য্যাস্তগমনের পূর্ব্বে নমাজ পড়ে অর্থাৎ ফজর ও অস্বরের নমাজ পড়িয়াছে সে নরকাগ্নিতে প্রবেশ করিবে না।

হজরত বলিয়াছেন যে, দিবাভাগে ও নিশাকালে দেবতাগণ দলে দলে তোমাদের পশ্চাদ্বৰ্ত্তী হন, এবং ফজর ও অসরের নমাজের সময় সমবেত হইয়া থাকেন, তৎপর যে সকল দেবতা তোমাদের সঙ্গে বাস করিয়াছেন তাঁহারা স্বর্গারোহণ করেন। পরে তাঁহাদের প্রভু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসত্ত্বেও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার দাসদিগকে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ? তখন তাঁহারা বলেন, তাহারা নমাজ পড়িতেছে সেই অবস্থায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছি এবং তাহারা নমাজ পড়িতেছে অবস্থায় তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। (আবুহরেরা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন;—আজান ও নমাজে প্রথম দণ্ডায়মানের ফল যদি লোকে জানিত, পরে তদ্বিষয়ে (প্রথম দণ্ডায়মান বিষয়ে) পরস্পর স্ফূর্ত্তিখেলা না করিয়া কেহ তাহা লাভ করিত না; অবশ্য তাহারা স্ফূর্ত্তি খেলিত। যদি মাধ্যাহ্নিক নমাজ পড়ার ফল জানিত, তবে তদ্বিষয়ে অগ্রগামী হইত এবং যদি নৈশিক নমাজ ও নিশান্ত নমাজের ফল জানিত তবে বুকে হাটিয়া যাইতে হইলেও কিছু মনে করিত না। (আবহরেরা)

হজরত বলিয়াছেন, কপট লোকদিগের সম্বন্ধে ফজর ও এশার নমাজ অপেক্ষা কষ্টকর কিছুই নাই। এই উভয় নমাজের

কি ফল যদি তাহারা জানিত, বুকে হাঁটিয়া যাইতে হইলেও কিছু মনে করিত না। (আবুহরেরা)

হজরত বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মণ্ডলীর সহিত এশার নমাজ পড়িয়াছে সে যেন অর্দ্ধ নিশা নমাজে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং যে ব্যক্তি মণ্ডলীর সঙ্গে ফজরের নমাজ পড়িয়াছে সে যেন সমগ্র রজনী নমাজ পড়িয়াছে। (ওস্মান)

হজরত বলিয়াছেন আরব্য উদ্ধত যাযাবর লোকেরা তোমাদের মগরবের নমাজের নামসম্বন্ধে তোমাদিগকে যেন পরাস্ত না করে। তাহারা ইহাকে এশার নমাজ বলিয়া থাকে এবং উদ্ধত যাযাবর লোকেরা তোমাদের এশার নমাজের নাম সম্বন্ধে তোমাদিগকে পরাস্ত না করে যেহেতু ইহা ঐশ্বরিক গ্রন্থে এশা বলিয়াই উক্ত। ইহা এতমা (১)। (ওমারের পুত্র)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মধ্যম নমাজ অসরের নমাজ হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল (২) ঈশ্বর শত্রুদিগের গৃহ পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং কবরও পূর্ণ করিয়াছিলেন। (আলি)

মসউদের পুত্র ও সোমরা এই দুই জনে বলিয়াছেন যে হজরত মোহম্মদ অসরের নমাজকে মধ্যম বলিয়াছেন।

ঈশ্বরের উক্তি হজরত মোহম্মদ এইরূপ বলিয়াছেন যে নিশান্ত ভাগের নমাজের অঙ্গীভূত কোরাণপাঠ ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়। বলিয়াছেন যে নৈশিক ও দৈনিক দেবতাগণ তাহা উপস্থিত করেন। (আবুহরেরা)

সাবেতের পুত্র জয়দ ও আয়শা বলিয়াছেন যে, মধ্যম নমাজ জোহরের নমাজ।

হজরত মোহম্মদ অত্যন্ত উত্তাপের সময় জোহরের নমাজ পড়িতেন। হজরতের সহচরদিগের পক্ষে নমাজ পড়া তাহা অপেক্ষা সুকঠিন আর ছিল না। পরে প্রত্যাদেশ হয় যে তোমরা নমাজকে ও মধ্যম নমাজকে পালন কর, অপিচ তিনি বলিয়াছেন সেই নমাজের পূর্ব্বে দুই নমাজ ও তাহার পরে দুই নমাজ। (সোবেতের পুত্র জয়দ)

আলি ও আব্বাসের পুত্র অবদোল্লা বলিয়াছেন, ফজরের নমাজ মধ্যম নমাজ। (মালেক)

সলমান বলিয়াছেন হজরতকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে যে ব্যক্তি ফজরের নমাজের উদ্দেশ্যে রাত্রি প্রভাত করিয়াছে সে বিশ্বাসের জয়পতাকা সহ নিশার অবসান করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি বাজারের উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে উঠিয়াছে সে শয়তানের পতাকা সহ রাত্রি প্রভাত করিয়াছে।

---

(১) রাত্রিতে নিদ্রিত হইবার প্রাক্‌কালীন নমাজের সময়কে এতমা বলে।

(২) এক সময় মক্কার কোরেশ দল ইহুদিদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া মদিনা আক্রমণ করে তখন হজরত মোহম্মদ মদিনা নগরের চারিদিকে খন্দক (পরিখা) খনন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধকে কেহ খন্দকের যুদ্ধ বলে।

এব্রাহিম ও নিত্য সিদ্ধতা।

(স্বর্গগত শ্রীযুক্ত ভাই কালীশঙ্কর দাস নিবন্ধ।)

আরব দেশের অন্তর্গত কুফা নগরের অনতিদূরে কোরাও নদীর পূর্ব্বকূলে বাবেল নামক নগরে এক প্রতিমা নির্ম্মাতার ঔরষে এব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ নগরে এক দুর্দ্দান্ত রাজা ছিল তাহার নাম নমরুদ। নমরুদ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। দেশের লোকেরা চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির প্রতিমা পূজা করিত, তন্মধ্যে নমরুদের প্রতিমার সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কেন না নমরুদ আপনাকে প্রধান ঈশ্বর বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। এই নমরুদ স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে আকাশে এমন এক জ্যোতিষ্ক উদিত হইয়াছে, যাহার তেজে চন্দ্র সূর্য্যাদির জ্যোতি পরাজিত হইয়াছে। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত জ্যোতির্ব্বিৎগণকে জ্ঞাপন করিলে তাহারা বলিল যে এই দেশে এক জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন তাঁহা কর্ত্তৃক বর্ত্তমান পৌত্তলিক ধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যাইবে। রাজা ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ সময়ে এই মহাপুরুষ গর্ভস্থ হইবেন। তাহারা বলে বর্ত্তমান বৎসরে। এই জন্য রাজা প্রতি প্রজার গৃহে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দেয় যেন কোন স্ত্রী পুরুষ একত্র সঙ্গত হইতে না পারে। এবং কাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করে। আজ্ঞানুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। বহুতর নির্দ্দোষ শিশুর প্রাণ বিনষ্ট হইল। এই নগরে তেরখ নামে এক প্রতিমা নির্ম্মাতা ছিল, সে রাজার অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত ছিল। ইহার বিশ্বস্ততার জন্য ইহার গৃহে কোন প্রহরী নিযুক্ত ছিল না কিন্তু বিধাতার কৌশলে ইহারই ঔরষে ইহার পত্নী আদনা এক সন্তান প্রসব করে। রাজার ভয়ে, এই সন্তান গর্ত্ত মধ্যে প্রসূত ও রক্ষিত হয়। কথিত আছে দুই বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াই বালক জননীর সঙ্গে ঈশ্বর বিষয়ক তর্ক বিতর্ক করে। তাহার প্রশ্ন কৌশলে জননী নিরুত্তর হন এবং এই সন্তান হইতেই যে বর্ত্তমান ধর্ম্মের বিপ্লব হইবে তাহা বুঝিতে পারেন। ইহাঁর স্বামী তেরখ এ বিষয় জানিত না, তাহার নিকটে জানাইলে, তেরখ এই সন্তানকে কাটিয়া ফেলিবার ইচ্ছাতে গর্ত্ত মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু সন্তানের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হয়, আর কাটিতে পারে না। তৎপর ষোড়ষ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এব্রাহিম গর্ত্ত মধ্যে অবস্থিতি করেন। ষোড়শ বৎসর পরে জনক জননীর আজ্ঞাক্রমে গর্ত্ত হইতে বহির্গত হন। গর্ত্ত হইতে বাহিরে আসিয়াই পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। পুত্তলিকার অকর্ম্মন্যতা অসারতা কীর্ত্তন করিয়া লোকদিগকে তাহার উপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে থাকেন এবং এক দিন দেশীয় এক উৎসব উপলক্ষে পূজিত পুত্তলিকা সকলকে কুঠারাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করেন। উৎসবের স্থান দেবগৃহ হইতে দূরে ছিল, এ ঘটনা কেহ দেখিতে পায় না কিন্তু সকলেই অনুমান করিয়া এব্রাহিমকে ধরিয়াছিল।

এই বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করিলে, রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া বিচার উপস্থিত করিল। কথিত আছে যে এব্রাহিমের তর্ক কৌশলে সভাস্থিত সকল লোককে লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক এই অপরাধে এব্রাহিমকে জলন্ত অগ্নি মধ্যে নিঃক্ষেপ করা হয়, কিন্তু অগ্নি মধ্যে ঈশ্বর কৃপা তাঁহাকে রক্ষা করে। এব্রাহিম অগ্নি হইতে অক্ষত শরীরে বাহিরে আসিলে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দর্শনে রাজা অত্যন্ত ভয় পায়। পরে কিছু দিন বাবেলে অবস্থিত ছিলেন কিন্তু রাজা তাঁহাকে দেশান্তর যাইতে অনুরোধ করাতে এব্রাহিম জন্ম স্থান পরিত্যাগ করিয়া হেরান দেশে চলিয়া যান। তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র লুত ও পিতৃব্য কন্যা সারা তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যান। এক দিনের পথ গমন করিয়া সারাকে বিবাহ করিতে প্রত্যাদিষ্ট হন এবং বিবাহ করেন।

এব্রাহিম "হনিফ" নামে পরিচিত ছিলেন। "হনিফ" শব্দের অর্থ সত্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে লোকে "হনিফী" ধর্ম্ম বলে। তাঁহার অপর উপাধি "খলিলাল্লা" ইহার অর্থ ঈশ্বরের যথার্থ বন্ধু।

অনন্তর তিনি মিশর দেশে যান। সেখানকার রাজা কিবতি বংশীয় সাদৃক অত্যন্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ ছিল। সে সারার সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে অবরুদ্ধ করে এবং বল প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। সহসা তাঁহার হস্ত অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া ভুজস্তম্ভ হয়। তিন বার সারার অনুগ্রহে আরোগ্য লাভ করিয়া আবার দুশ্চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। পরে ভীত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এবং হাজেরা নাম্নী এক রূপবতী দাসীকে তাঁহাকে উপহার দেয়।

তার পর মিশর পরিত্যাগ করিয়া কেনান দেশের অন্তর্গত ফলস্তিন (প্যালেষ্টাইন) নামক স্থানের এক জলশূন্য স্থানে গিয়া বসতি করেন। এখানে জলাশয়ের অভাবে একটি কূপ খনন করেন তাহাতে প্রচুর জল উৎপন্ন হয়। এই স্থান পরিশেষে নগরের ন্যায় লোকের বসতি হইয়াছিল।

ফলস্তিনে বাস করার সময়ে এব্রাহিম, বাবেলে যাইয়া নমরুদ এবং তাহার অনুচর বর্গকে সত্য ধর্ম্মে আহ্বান করিতে প্রত্যাদিষ্ট হন। তদনুসারে বাবেলে যাইয়া নমরুদকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আহ্বান করেন। তাহাতে নমরুদ ক্রুদ্ধ হইয়া অবজ্ঞা করে। কথিত আছে ঐশীশক্তি মশক রূপে সমাগত হইয়া নমরুদের সৈন্য সামন্ত সহ তাহাকে দংশন করিয়া বধ করে।

নমরুদ প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার অমাত্যবর্গ আসিয়া এব্রাহিমের শরণাপন্ন হয় এবং রাজ্য শাসন করিতে অনুরোধ করে। তাহাতে এব্রাহিম অসম্মত হইয়া বলেন "পৃথিবীর রাজত্বে আমার কোন প্রয়োজন নাই। যে রাজ্যে আমি বাস করি তাহা অবিনাশী রাজার রাজ্য। আমি সেই অবিনশ্বর প্রভুর কিঙ্কর। এ দেশ ও মিশর দেশ রাজাদিগের স্থান। কেনান দেশ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক প্রেরিতগণের বিহার ভূমি আমি কেনানে যাইয়া বসতি করিব।" তখন সেই কথা শুনিয়া নমরুদের অনুচর বর্গও তাঁহার সঙ্গে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিল।

প্রথমতঃ রহিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হন। তারপর ফোরাত নদীর কূলে আসিয়া এক নগর স্থাপন করেন সে নগরের নাম রকিয়া। সেস্থান হইতে হলবে চলিয়া যান। তথা হইতে যে স্থানে মিসররাজ সারা দেবীর হস্তে হাজেরাকে দান করেন, তথায় যান। তখন মিশর রাজ সাদুকের মতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং এব্রাহিমের নিকটে আসিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ফলতঃ যিনি এক বার খলিলাল্লার বাক্য শ্রবণ করিতেন ও তাঁহাকে দর্শন করিতেন, তিনি ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া পারিতেন না। তার পর দমস্কে যাইয়া তথাকার প্রজাবৃন্দকে সত্যধর্ম্ম প্রদর্শন করেন। দমাস্ক হইতে তিব নগরে উপনীত হন। তথাকার ধর্ম্মবিরোধী বহুলোক তাঁহার আগমনসংবাদে পলায়ন করে এবং ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা নানা উপহার দিয়া সাক্ষাৎ করে। তথা হইতে কেনানে যাইয়া ফলস্তিনে উপস্থিত হন। যখন তিনি বাবেলে গমন করেন তখন সারা ফলস্তিনে ছিলেন। বহুদিন পরে স্বামী দর্শনে সারা আনন্দিতা হন।

সারার যৌবনকাল অতীত হইল তথাপি সন্তান সন্ততি হইল না, এজন্য তিনি হাজেরাকে বিবাহ করিতে এব্রাহিমকে অনুরোধ করেন। এব্রাহিম তদনুসারে হাজেরাকে বিবাহ করিলে তাঁহার গর্ভে এস্মায়িল নামক এক পরম সুন্দর সন্তান জন্মে। এই সন্তান জন্মিলে পর এব্রাহিম তাহাতে কিছু বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। সারা নিজে অনুরোধ করিয়া দাসীকে সপত্নী করিলেন পরিশেষে তাহার প্রতি স্বামীর অনুরাগ দেখিয়া ক্ষুন্ন ও ঈর্ষান্বিত হন এবং অভিমান বশতঃ হাজেরাকে পুত্র সহ নির্ব্বাসন করিতে স্বামীকে বলেন। কথিত আছে, সারার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে এব্রাহিম প্রত্যাদিষ্ট হন। তখন পুত্র সহ পত্নীকে নির্জ্জন নির্জ্জল হিংস্রজন্তু পূর্ণ অরণ্য মধ্যে নির্ব্বাসন করেন। হাজেরার সঙ্গে এক মশক জল ও কতগুলি খোর্ম্মা ফল মাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা নিঃশেষ হইলে, জল এবং খাদ্যাভাবে হাজেরা কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন। সেই প্রার্থনানুসারে সেই স্থানে একটি প্রস্রবণ উন্মুক্ত হয়। এই প্রস্রবণ পরিশেষে জমজম্ কূপ নামে পরিচিত হয়।

একদা একদল বণিক বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া ঐ পথে যাইতে ছিল, জলাভাবে তাহারাও প্রাণসংশয়ে পতিত হয়। অনেক সন্ধান করিতে করিতে তাহারা হাজেরার নিকট আসিয়া জল প্রাপ্ত হয়, এবং সেই স্থানের সৌন্দর্য্য ও পশু চারণের সুবিধা দেখিয়া বণিকদল হাজেরার নিকট সেই স্থানে বসতি করিতে অভিলাষ জানায়। হাজেরা সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি করিলে তাহারা সেই স্থানে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতে

থাকে। এই সময় হইতে সেই স্থান ক্রমে লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া নগরে পরিণত হয়। পরিশেষে ইহাই মক্কানগর নামে পরিচিত হইয়াছে। কথিত আছে সারা বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বর কৃপায় এস্‌হাক্ নামে এক সুন্দর তনয় প্রসব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলে এস্‌হাক্ গর্ভজাত পুত্র নহে পালিত পুত্র।

এব্রাহিম মাসান্তে একবার করিয়া মক্কায় গিয়া হাজেরা ও এস্মায়িলের সংবাদ লইয়া আসিতেন কিন্তু সারার শাসনে সেস্থানে বিলম্ব করিতেন না। একদা এস্মায়িলকে বলিদান করিতে প্রত্যাদিষ্ট হন এবং তদনুসারে বলিদানে কৃত সঙ্কল্প হইয়া এক নির্জ্জন প্রদেশে লইয়া গিয়া তাহার উদ্যোগ করেন কিন্তু পুত্রের গলাতে ছুরিকা বিদ্ধ করিতেছেন এমত সময়ে পুনর্ব্বার শুনিলেন ঈশ্বর বলিতেছেন "এব্রাহিম! জানিলাম তুমি আমার বিশ্বস্ত দাস, তোমার উদ্যোগেই বলিদান সিদ্ধ হইয়াছে, নিবৃত্ত হও আর পুত্রহত্যা করিতে হইবে না।" তৎপর ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং সানন্দ মনে গৃহে গমন করিলেন। কিছু দিন পরে মক্কাতে বহু লোকের বসতি হইল দেখিয়া এবং হাজেরা ও এস্মায়িলের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা প্রকাশের স্থান বলিয়া এক নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজার জন্য এব্রাহিম মক্কাতে এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এব্রাহিম স্বহস্তে এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্ত্তমান কাবামন্দির সেই মন্দির, কিন্তু ইহা কালে জীর্ণ হওয়াতে পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত ও নবীভূত হইয়াছে। এই মন্দিরের জন্য, এব্রাহিমের জীবনের গৌরবের জন্য হাজেরার বিশ্বাস প্রভাবে জমজম কূপের উৎপত্তি জন্য এই স্থান কালে তার্থে পরিণত হইয়াছে।

এব্রাহিম দাতা ও অতিথি ভক্ত ছিলেন। একদিন একজন ভিক্ষুকের মুখে ঈশ্বর গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে আপনার সমুদয় সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। একদিন এক বিধর্ম্মীকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকে বহু অনুরোধ করাতেও সে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করে না। এব্রাহিমের পীড়াপিড়ীতে সেই বৃদ্ধ ভোজন না করিয়াই চলিয়া যায়। তার পর এব্রাহিম প্রত্যাদিষ্ট হন। ঈশ্বর বলিলেন, "এব্রাহিম! আমি এই বৃদ্ধের বিদ্রোহিতা জানিয়াও ইহাকে চিরকাল অন্নদান করিতেছি, অদ্য একদিনের অন্নের জন্য সে তোমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল, হায়! তাহাকে তুমি ক্ষুধিত অবস্থায় ফিরাইয়া দিলে?' এই আদেশ পাইবামাত্র এব্রাহিম দৌড়াইয়া গিয়া বৃদ্ধকে ফিরাইলেন এবং বিনীত ভাবে ভোজন করিতে দিলেন। বৃদ্ধ কারণ জিজ্ঞাসু হইলে এব্রাহিম বৃদ্ধকে প্রত্যাদেশ বৃত্তান্ত শুনাইলেন। অকারণে ঈশ্বরের দয়ার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অবাক হইল, তাহার মন ফিরিয়া গেল এবং সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। জীবন চরিতে লিখিত আছে মহাপুরুষ এব্রাহিমের প্রতি হজরত মোহম্মদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। এই জন্য তিনি আপনাকে এব্রাহিমের অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং লোকদিগকেও এব্রাহিমের অনুবর্ত্তী হইতে বলিতেন কিন্তু এই বিদ্রোহী বৃদ্ধের প্রতি এব্রাহিমের ব্যবহার অতীব প্রেমের বিষয়।

আমরা অন্যান্য মহাপুরুষদিগের জীবনের সঙ্গে মিলাইলে দেখিতে পাই এব্রাহিম, নিত্যসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন তাঁহার কোন শিক্ষা প্রণালী অনুসারে বিদ্যা শিক্ষা হয় নাই, সমুদয় শিক্ষা ঈশ্বর হইতে সম্পন্ন হইয়াছে। মহাপুরুষ মুসা রাজার যত্নে সুশিক্ষিত হইয়া প্রায় বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনায় প্রবৃত্ত হন। দেব কুমার যিশুও বাল্যকাল হইতে জাতীয় ও পারিবারিক নিয়মানুসারে পূর্ব্ব প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্র ও জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়াই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হন। অন্যান্য সমুদয় বড় লোকের জীবন সন্ধান করিলেও এব্রাহিমের ন্যায় একেবারে ঈশ্বর মুখাপেক্ষী আর একটি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পঞ্জাব দেশীয় গুরু নানকের জীবনে অনেকটা নিত্য সিদ্ধতার লক্ষণ লক্ষিত হয় কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী ফকিরদিগকে ভাল বাসিতেন সাধু মহান্তের নাম শুনিলেই সেই স্থানে যাইয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। মহাপুরুষ এব্রাহিম এ সকল কিছুই করেন নাই।

ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজার ভয়ে গর্ত্ত মধ্যে রক্ষিত হন তৎপর তথা হইতে বহির্গত হইয়াই ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং তিনি স্বর্গীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্র পৃথিবীর বিদ্যালয়ের অপেক্ষা করেন নাই। "পৃথিবীতে কিছু শিখিব না স্বর্গীয় প্রভুর মুখে শুনিয়া সকল শিক্ষা করিব।" নিরপেক্ষ জীবনের এইরূপ ভাবকে নিত্য সিদ্ধতা বলা যায়। এই নিত্য সিদ্ধতা দিয়া ভগবান এব্রাহিমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বালক বালিকারা যেমন সর্ব্বদা জননীর নিকট থাকে তিনি সেই রূপ সরল ভাবে ঈশ্বরকে অতি নিকটে দর্শন করিতেন। যখন যাহা প্রয়োজন হইত তাহা ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতেন। এবং ঠিক শিশুর ন্যায় সরল ভাবে ভগবানের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন। বুঝিলেন, স্ত্রী পুত্র নির্ব্বাসন করা ভগবানের অনুমতি, তৎক্ষণাৎ তাহা করিলেন। বুঝিলেন পুত্রকে বলিদান করা ভগবানের ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্যোগ করিলেন। ঈশ্বরের গুণ গৌরব শ্রবণে উন্মত্ত প্রায় হইয়া সমুদায় ধনসম্পদ ভিক্ষুককে দান করিয়া ফেলিলেন ফলাফল চিন্তা করিলেন না। অকুণ্ঠিত চিত্তে মাতৃ ক্রোড় আশ্রয়ের ন্যায় জলন্ত অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সকল, মহাপুরুষ এব্রাহিমের জীবনের পরম সম্পদ। এরূপ নির্ভর, জলন্ত বিশ্বাস ও স্বর্গীয় বলের উপর আপনাকে স্থাপন অন্য কোথাও প্রায় দৃষ্ট হয় না।

সকল বিষয়ে ঈশ্বরের শিক্ষার মুক্ষাপেক্ষী হওয়াই ইহাঁর জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। সেইটিই ইহাঁর জীবনে বিশেষ বিধানের লক্ষণ। এই বিশেষ বিধান বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেই পরিত্রাণ। শুনিয়াছি এব্রাহিম প্রথমতঃ আকাশে নক্ষত্র দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন "এই আমার ঈশ্বর' পরে তদপেক্ষা প্রশস্ত আলোকময় চন্দ্রকে অগণ্য নক্ষত্র মধ্যে

পরিশোভিত দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই আমার ঈশ্বর' তৎপর প্রাতঃকালে আলোক ও উত্তাপের আধার মহাজ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে দর্শন করিয়া তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু সূর্য্য যখন অস্তগমন করিল এবং পরদিন পুনরুদিত হইল, তখন বলিলেন, "না কোন পরিবর্ত্তনশীল নিয়মাধীন বস্তু ঈশ্বর নহে। এসকল ঈশ্বরের নিয়মের অধীন হইয়া উদিত হয় ও অস্ত যায়। কিন্তু যিনি এই সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, এই জড়জীবপূর্ণ বিশ্ব যাঁহার আজ্ঞা পালনের জন্য সতত প্রস্তুত রহিয়াছে, সেই জ্ঞানময় বস্তুই ঈশ্বর' এইরূপ জলের মত প্রশ্ন উপস্থিত হওয়া ও সহজে সিদ্ধান্ত স্থির করা নিত্যসিদ্ধতার লক্ষণ।

সংবাদ।

আগামী সোমবার ভাই দীননাথ মজুমদারের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলার সহিত পরলোকগত কালীনাথ বসুর পুত্র শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ বসুর শুভ বিবাহ হইবে। ভাই দীননাথ এই শুভ বিবাহার্থীদিগের মঙ্গলের জন্য শ্রীদরবারের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করায় শ্রীদরবার হইতে তাহা প্রদত্ত হইল। শুভ উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন জন্য কলিকাতা হইতে ভাই কান্তিচন্দ্র ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ বাঁকিপুর গমন করিয়াছেন। সিদ্ধিদাতা শ্রীমতী নির্ম্মলা ও শ্রীমান্ উপেন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীদরবারের প্রস্তাবানুসারে কেশব একাডেমি বাটীতে যে বাইবেল ক্লাস খোলা হইয়াছিল। তাহার ছাত্রসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। নিউটেষ্টেমেণ্ট মথির সুসমাচার এখন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। খ্রীষ্টের জীবন হইতে নববিধানের গভীর সত্য সকল বিবৃত হইতেছে। খ্রীষ্টের জীবনও উপদেশ ভাল করিয়া পাঠ করিলে যে তাহার মধ্যে কি পরিমাণ নববিধানের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা নববিধান বিশ্বাসীদিগের ভাল করিয়া জানা উচিত। নববিধান খ্রীষ্টকে পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ভাল করিয়া নববিধান তত্ত্ব আত্মস্থ করিতে পারিলে ইহার মধ্যেই প্রকৃত খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব লাভ করা যায়।

প্রতি শনিবার নিয়মিতরূপে বিডন উদ্যানে সংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইতেছে শ্রোতাদিগের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। অনেক গুলি কৃতবিদ্য ভদ্রলোক এবং কয়েক জন বৃদ্ধ আগ্রহের সহিত পূর্ব্ব হইতে বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। এবং আদ্যোপান্ত সকলেই অনুরাগের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন। যোগ ও অপরাপর ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা ক্রমান্বয়ে হইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আমরা দুঃখের সহিত অবগত হইলাম ভাই গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিজ পৈত্রিক ভবনে সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। অনেক দিন হইতে তিনি অনেক গুলি উৎকট রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। ভাই গিরিশচন্দ্র তিন সহোদর ছিলেন এখন তিনি একাকী হইলেন। প্রায় নব্বই বৎসরের বৃদ্ধা জননীকে রাখিয়া তাঁহার ভ্রাতা পরলোক গমন করিলেন। বৃদ্ধা জননী এখন পুত্র শোকে অত্যন্ত কাতরা হইয়াছেন। ভাই গিরিশচন্দ্রের যে পৈত্রিক সম্পত্তি আছে তাহাতে ভ্রাতা ও জননীর সকল অভাবই মোচন হইয়া আসিতেছিল এবং আমাদিগের ভ্রাতার ভরণপোষণের ভার প্রচার ভাণ্ডারকে গ্রহণ করিতে হয় নাই। প্রকৃত বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া আসিতেছেন, ততদিন তাঁহার জননীর তত্ত্বাবধানের কার্য্য ভ্রাতার হস্তে ন্যস্ত ছিল কিন্তু এখন বৃদ্ধা জননীর আশ্রয় স্থলে স্বয়ং ভগবান। ইহা ভগবানের আপ্তবাক্য যে যাহারা স্ত্রী পুত্র গৃহআত্মীয় প্রাণ চিত্ত ইহলোক পরলোক পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে আমি কিরূপে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি।

আমাদের মণ্ডলীর এই পরীক্ষার দুর্দ্দিনে আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি যে, প্রচারকদিগের প্রতি মণ্ডলীস্থ প্রায় সকল নববিধান বিশ্বাসীর শ্রদ্ধা ভক্তি আছে এবং তাঁহাদিগকেই সকলে আমাদিগের সমাজের নেতা বলিয়া স্বীকার করেন। যে সমস্ত কার্য্যে তাঁহাদিগের সকলের সহানুভূতি নাই তাহাতে বিশ্বাসীগণ যোগ দান করিতে সঙ্কুচিত হন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে অকারণে কোন কোন ভ্রাতার মনে কয়েক দিন ধরিয়া প্রচারকদিগের প্রতি বিদ্বেশ ভাবের আভাষ দেখাযাইতেছে, তাঁহারা ইহার বশবর্ত্তী হইয়া যাহাতে বিধান সমাজে প্রচারক বিদ্বেশী ভাব প্রবেশ করে তাহার জন্য নানা উপায় করিতেছেন। যদি নববিধান সমাজে প্রেরিতত্ত্বের প্রতি অবিশ্বাস হয়, প্রচারকদিগের প্রতি অভক্তি প্রবেশ করে এবং শ্রীদরবার স্থান প্রাপ্ত না হন তবে তাহাতে সম্যক নববিধান আর থাকে না, বিধানবিরোধী সমাজ হইয়া উঠে। আমাদিগের ভ্রাতাদের ভ্রমের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আছি। ভগবান তাঁহাদিগকে সুমতি ও আলোক বিধান করুন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। আমরা বিশ্বাসী ভ্রাতাদিগকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি যেন তাঁহারা নববিধানের পূর্ণ সত্য হইতে বিশ্বাস বিচলিত হইতে না দেন। প্রেরিতগণ সকলেই ভ্রান্ত, তাহাদিগের দোষ আছে, তাহাদিগের দোষের জন্য তাহাদিগকে শাসন করা হউক তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত প্রেরিতত্ত্ব বিধির প্রতি প্রেরিতগণের ও প্রেরিতত্বে আহ্বানের প্রতি যাহাতে অবিশ্বাস হয় এরূপ পথে কেহ যেন দণ্ডায়মান না হন।

অবকাশান্তে বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হওয়ায় কেশব একাডেমিতে নীতি শিক্ষা নিয়মিত রূপ প্রদান করা হইতেছে।

ভাই অমৃতলাল শিমলা পর্ব্বতে গমন করিতেছেন। হিমালয় ব্রাহ্মসমাজের আগামী উৎসবের সময় তাঁহার তথায় উপস্থিত থাকিবার কথা। আমাদিগের ভ্রাতা এখন লক্ষ্ণৌনগরে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি মোকামা, বাঁকিপুর, গাজিপুর হইয়া গমন করিয়াছেন।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

[illegible] ভাগ। ১৩ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৮১২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু হরি, তোমার বিধানের ইতিহাসের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় অনুরাগ উদ্দীপন কর। তোমার বিধানের ইতিহাসের একটি অক্ষরের উপরে যেন আমরা অশ্রদ্ধা না করি। যাহারা তোমার বিধানের ইতিহাসে বিশ্বাস করিল না, তাহারা ভক্ত হইবে কি প্রকারে? তাহারা যোগী হইতে পারে, কর্ম্মী হইতে পারে, কিন্তু ভক্ততো কখন হইতে পারে না। প্রভো, জানি যাহারা ভক্ত হইল না, তাহারা প্রকৃষ্ট যোগী প্রকৃষ্ট কর্ম্মী হইল না, কিন্তু তথাপি তাহারাতো কতক দূর যোগী ও কর্ম্মী হইতে পারে। জীবনের ইতিহাসে তোমার করুণা পাঠ করিয়া যাহারা তোমার ভক্ত হইল, তাহারা তোমার বিধানের বিস্তীর্ণ ইতিহাসের প্রতি কখন উপেক্ষা করিতে পারে না। যিনি ভক্ত তিনি আপনার জীবনে, অপরের জীবনে, জনসমাজের সমষ্টি-জীবনে তোমার করুণার অতুলকীর্ত্তি পাঠ করিয়া নিরন্তর আনন্দাশ্রু বর্ষণ করেন এবং দিন দিন তোমাতে ডুবিতে থাকেন। হে দীনজনগতি ঈশ্বর, এত দিন ইতিহাসের প্রতি আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছি, তাই ভক্তিতে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আমাদিগের মধ্যে দিন দিন কঠোর জ্ঞান শুষ্ক জ্ঞান অবিশ্বাস কেন আসিয়া প্রবেশ করিতেছে তাহার অর্থ এত দিনে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। আমরা তোমার বিধানের ইতিহাসে বিশ্বাস স্থাপন করি নাই, তাই আমাদের এ প্রকার দুর্দ্দশা। নাথ, তুমি এই ভয়ানক মোহ, ভ্রান্তি ও অল্প বিশ্বাস হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর। কে কবে তোমার লীলা দর্শন না করিয়া ভক্ত হইয়াছে? লীলা তোমার কোথায় প্রকাশ পায়? ইতিহাসে। সেই ইতিহাসের প্রতি যদি আমাদের উপেক্ষা হইল, তবে তোমার লীলা দেখিব কি প্রকারে? প্রভো, এরূপ উপেক্ষায় যে যোগেরও মহান্ অন্তরায় উপস্থিত হয়। আমরা ভিতরে বাস করি কত ক্ষণ, বাহিরেইতো আমাদের অধিকাংশ সময়ে স্থিতি। যদি তোমার লীলা দর্শন করা না ঘটিল, তবেতো বাহিরে থাকিতে গেলেই তোমার সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিবে। শ্রীহরি, আমাদের প্রতিজনের জীবন অতিশয় সামান্য, নিতান্ত ক্ষুদ্র; তাহাতে তো তোমার সমগ্র লীলা প্রকাশ পায় না। যদি সাধারণ সমুদায় লোকের জীবন একত্র করিয়া দেখি তাহাতেও তোমার কেবল সাধারণ লীলাই প্রকাশ পায়। যখন বিধান সমূহে তোমার লীলা দেখিতে প্রবৃত্ত হই, তখন অসাধারণ ঘটনা সকলেতে তোমার অসাধারণ

লীলা সকল প্রকাশ পায়, আর আমাদের হৃদয়ের ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। হে দীনশরণ, তাই এত দিনে বুঝিলাম, বিধানের ইতিহাসে তোমার ক্রিয়া তোমার লীলা দর্শন শ্রবণ ও অনুধ্যান আমাদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যদি আমরা ভক্ত হইতে চাই, তাহা হইলে ইতিহাসে তোমাকে না দেখিয়া আর আমাদের উপায় নাই। তাই তব পাদপদ্মে পড়িয়া বিনীতভাবে আজ আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি, আমাদের বিমতি মোহ ও কুদৃষ্টি তুমি বিদূরিত করিয়া দাও। আমরা ইতিহাসে তোমার লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হই। তুমি বিনা আমাদের অন্ধতা কেউ হরণ করিতে পারে না, আমাদের শুষ্ক জ্ঞান শুষ্ক চিন্তা অল্প বিশ্বাস অপনয়ন করিতে সমর্থ নয়, হরি, তুমি আমাদের এ সকল অপনয়ন কর; অপনয়ন করিয়া তোমার একান্ত ভক্ত করিয়া লও, এই তব শ্রীচরণে বিনীত ভিক্ষা।

রাজা রামমোহন রায়।

ভক্তিভাজন রাজা রামমোহন রায়কে আমাদিগের পিতামহ বলিয়া আমরা স্বীকার করি, তাঁহার সহিত আমাদিগের অতি নিগূঢ় সম্বন্ধ। ঈশ্বরের নিদেশে তাঁহার অভ্যুদয় না হইলে আজ আমরা যে ধর্ম্মের শীতলচ্ছায়ায় সুখে জীবন অতিবাহিত করিতেছি, তাহার সমাগমসম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং তাঁহার প্রতি আমাদিগের কৃতজ্ঞতা অতি গভীর। আমরা জানি, এখন আমরা যাহা সম্ভোগ করিতেছি, ইহা আমাদিগের পিতামহের সময়ে ছিল না, কিন্তু কালে ইহার সমাগম হইবার কারণ সেই সময়ে নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত ছিল। আমরা এ কথা কেন বলিতেছি, নিম্নে উদ্ধৃত আমাদিগের পিতামহের লিপি দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহাকে অস্তিত্বমাত্রে পরিগ্রহ করেন, অপরের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন;

"তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে স্বদেশীয়দের যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন তাঁহাদের সহিত অতিশয় প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল শ্রুতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্য্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরেতে তৎপর হইয়া থাকেন। দশনামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপন্থী, ও কবীর পন্থী, এবং সন্তমতাবলম্বী প্রভৃতি এই ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হয়। * * * *।

'বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহারি উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তীর্ণতাকে পরমার্থ সাধন জানেন তাঁহাদিগ্যেও উপাস্যের ঐক্যানুরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচার্য্য কহেন ইহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্যের ঐক্য ও অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

'আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে কল্পনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ও ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর, কিন্তু এই তিনে এক ঈশ্বর হয়েন ইহাই স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি বিরোধি ভাব কর্ত্তব্য নহে; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহ্যেতে প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণ করেন এবং ঐ নানা অবতারের ঐক্যতা দর্শনে, তাঁহাদের সহিত যেরূপে অবিরোধি ভাব রাখি, সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্ত্তব্য হয়।

'আর যে সকল ইউরোপীয় যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার নানাপ্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের প্রতিও দ্বেষ ভাব কর্ত্তব্য হয় না; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি সেইরূপ ঐ ইউরোপীয়দের সহিত করাতে হানি নাই; যেহেতু এই দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং ঐ দুই প্রকার স্বদেশীয় ইহাঁদের উপাসনার মূলে ঐক্য আছে।"

এখানে দেখা যাইতেছে আমাদের পিতামহ "উপাস্যের ঐক্য এবং অনুষ্ঠানের ঐক্য উপাসকের আত্মীয়তার কারণ" বলিয়া দশনামা সন্ন্যাসী, নানক সম্প্রদায়, দাদুপন্থী কবীরপন্থী সন্তমতাবলম্বী, একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানগণের সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভ্রাতৃত্বে নিবদ্ধ হইয়াছেন এবং ত্রিত্ববাদী

ও মূর্ত্ত্যুপাসক খ্রীষ্টানগণের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর খ্রীষ্টানগণসম্বন্ধে তিনি ইহাও বলিয়াছেন;

"ঐ দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে লইতে ও অদ্বৈতবাদ হইতে বিমুখ করিতে আমাদের প্রতি যত্ন করেন তখনও তাঁহাদিগ্যে দ্বেষ ভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের স্বীয় দোষ জানিবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় যে ধন ও অধিকার হইলে আপনাতে অন্য কোন ত্রুটি আছে এমত অনুভব মনুষ্যের প্রায় হয় না।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতার প্রার্থনাপত্র হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি এই দেখাইতেছে যে, তিনি একেশ্বরবাদকে মূল করিয়া উপাসকগণের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন। তিনি এই একেশ্বরবাদের নাম "অদ্বৈতবাদ" অর্পণ করিয়াছেন। এই নামটি তিনি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, মূলতঃ তিনি অনেক বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই কয়েক স্বরূপে অদ্বৈতাচার্য্য আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপক সেই কয়েক স্বরূপে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। তিনি শঙ্করের অনুসরণ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ অনির্দ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন;

"তাঁহার (জগৎকারণের) স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়।"

যদি স্বরূপতঃ তাঁহাকে না জানা গেল তবে তিনি কি প্রকারে উপাস্যকে জানিলেন এ প্রশ্নের উত্তরেও দেখিতে পাই, তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের অনুসরণ করিয়া তটস্থলক্ষণে উপাস্যের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

"অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তিসম্বলিত অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদিযুক্ত যে এই জগৎ ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।" "যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হয় না।"

ইহা নিশ্চয় কথা যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা শ্রুতি ও যুক্তি বিনা অন্য কোন প্রমাণোপরি ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করেন নাই। শ্রুতি ও যুক্তি মধ্যে ও শ্রুতিই প্রধান, যুক্তি কেবল শ্রুতি সকলের সমন্বয়হেতু তিনি নিয়োগ করিতেন। তিনি যে একমাত্র শ্রুতি ও স্মৃতির উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্পষ্ট বাক্যে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

"যাঁহারা এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' 'নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম কেবল একই দ্বিতীয়রহিত হয়েন;' "সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুঃ দ্বারা জানা যায় না তত্রাপি জগতের মূল ও আশ্রয় অস্তিরূপ তেঁহ হয়েন এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক; অতএব অস্তিরূপ * তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞানগোচর তেঁহ কিরূপে হইবেন?' এবং এই বাক্যানুসারে আচরণ করিতে যত্ন করেন 'যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥' অর্থাৎ 'কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ দুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেও হয় এমত জানিবেন,'—তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে ইত্যাদি।"

* ঈশ্বরের স্বরূপ অজ্ঞেয়, সত্তামাত্রে তিনি জ্ঞেয়, ইহাই তাঁহার মত ছিল। "যে স্থলে (বেদে) অগোচর অজ্ঞেয় শব্দ বলেন সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দ কহেন সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন শরীরের ব্যাপার শরীরস্থ চৈতন্য যাঁহাকে জীব কহেন তিনি আছেন ইহা নিশ্চয় হয় কিন্তু সেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্ব্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না।"

"তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত্ন" এবং "পরব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তি" উপাসনাকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নিজ পক্ষে "পরব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে" উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ উপাসনা কি, তিনি তাহা এইরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন;

"এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয়দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয়দমনে যত্ন, অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, বস্তুত যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে যত্ন করিবেন। প্রণব ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন, অর্থাৎ আমাদের অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না. অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ও ব্যাহৃতাদি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন। এবং অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাঁদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি যব ওষধি ও ফলমূল ইত্যাদি বস্তুদ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তিদ্বারা সেই সেই অর্থকে দার্ঢ্য করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যার আধার সত্য কথন ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হন।"

"ওঁ তৎসৎ—সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই সত্য" "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—এক মাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপি নিত্য" "এই দুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ ও চিন্তন" সংক্ষেপ উপাসনা ছিল, স্তোত্রের মধ্যে "নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়" ইত্যাদি মহানির্ব্বাণোক্ত ব্রহ্মস্তোত্র অবিকল উচ্চারিত হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মসংস্থাপক উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। ব্রহ্ম বাক্যমনের অগোচর তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করা যাইতে পারে? যদি তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হইল তবে কোন রূপগুণবিশিষ্টের উপাসনা করিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তরে তিনি বলিয়াছেন;

"যে কোন ব্যক্তি বাল্যকালে শত্রুগ্রস্ত এবং দেশান্তর হইয়া আপনার পিতার নিরূপণ কিছু জানে নাই এ নিমিত্ত সেই ব্যক্তি যুবা হইলে পরে যে কোন বস্তু সম্মুখে পাইবেক তাহাকে পিতারূপে গ্রহণ করিবেক এমন নহে বরঞ্চ সেই ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময়ে অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিবার কালে এই কহে যে যে জন জন্মদাতা তাঁহার শ্রেয় হউক। সেই মত এখানেও জানিবে যে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে, কিন্তু তাঁহার উপাসনাকালে তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয় তাহার কল্পনা কোন নশ্বর নামরূপে কিরূপে করা যাইতে পারে।"

ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ যদিও তখন ছিল না, তথাপি আত্মসাক্ষাৎকারের ভাব যে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না তিনি একস্থলে বলিয়াছেন, "বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাসবশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি।" কিন্তু এই আত্মসাক্ষাৎকারের সহিত 'সোঽহং' ভাবের যোগ ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মনে বিদ্যমান ছিল। তবে এ 'সোঽহং' ভাব আত্মাতে ব্রহ্মাবির্ভাব বশতঃ হইত, তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই আত্মসাক্ষাৎকার জন্য উপাসনা প্রণালী দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

"Spiritual Devotion is of two kinds. The first consists in meditation on the soul being of devine origin. A continuance of such meditation is believed to have a tendency to rescue the soul from all human feelings and passions, and thereby the soul is ultimately brought to its original divine perfection far surpassing both human search and description. This is the state which is commonly called absorption. The devotees who adhere to this mode of devotion being supposed naturally incapable of committing any moral or social crime, are not subjected to the precepts or prohibitions found in the Shastras."

"The second kind of devotion consists in believing that the Deity is possessed of all the attributes of perfection such as omnipresence, omnipotence &c., and that the individual sentient soul is, in its present state of material connection, separate from, and dependent on, the Deity."

"From what have I noticed as to the two kinds of notions entertained respecting spiritual devotion, the reader will perceive the reason why a teacher of spiritual knowledge sometimes is justified in speaking of the Deity in the first person, in reference to the assumed divine nature of his soul, although in the same discourse, he again treats of God in the third person, in reference to the present separated and subordinate state of the soul."

এখন জিজ্ঞাস্য এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক অসাক্ষাৎসম্বন্ধের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অথবা আত্মসাক্ষাৎকারপ্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ লেখা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, অসাক্ষাৎসম্বন্ধের উপাসনাই তিনি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। "প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি" ক্ষণিক বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন,এবং তজ্জন্য পূর্ব্বতন সাধকদিগেতেও যে উহা নিরন্তর থাকিত না প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা যত দূর প্রবর্ত্তকের মত আলোচনা করিলাম তাহাতে তিনি বেদান্তবাদী শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের অনুগমন করিয়াছেন, ইহা সকলের সহজে প্রতীত হইবে। আমরা যখন দেখি যে, তিনি শঙ্করের মায়াবাদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন তখন আর এ বিষয়ে সন্দেহ থাকেনা। "লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে তাহার বাস্তব সত্তা নাই যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের, আর সেই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে সেই সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়।" "ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মায়া কার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায়, মায়িক নামরূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে।" "জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্ত্বাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নাম রূপময় জগৎ মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহুকাল বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য।"

রাজা রামমোহন রায় কৌল মতের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহার লেখাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র কুলার্ণব তন্ত্র, এ দুইকে তিনি সর্ব্বদা প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিতেন। এ দুই তন্ত্রে ব্রহ্মবাদ আছে বলিয়া তিনি উহাদের আদর করিবেন আশ্চর্য্য কি, কিন্তু মদ্যপান ও শৈববিবাহ * তিনি এতদ্দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন ইহা দেখিয়া সকলে ক্লিষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, যাঁহার অপর নাম নন্দকুমার এবং প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যাঁহার কনিষ্ঠ, তাঁহা হইতে তিনি যে, এই কৌল ব্রহ্মবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন স্পষ্ট প্রতীত হয়। ১৭৩৪ শাকে যখন তিনি রঙ্গপুর পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, তখন হরিহরানন্দ স্বামীকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। ইনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে কৌল ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে বলিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান নেতা যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন তাহার ইহাই মূল প্রতীত হয়। সে যাহা হউক তান্ত্রিক মতের পক্ষপাত বশতঃ যাঁহাদিগের মনে ক্লেশ হইবে, তাঁহাদিগের ক্লেশ বারণ জন্য আমরা তাঁহার লেখা হইতে এই কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

"অধিকারি প্রভেদেতে শাস্ত্রে নানাপ্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্মতত্ত্বে কোনো মতে প্রীতি নাই এবং সর্ব্বদা অনাচারে রত হয় তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে অঘোরান্ন পরোমন্ত্রঃ। অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থবিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন এবং সে কহে যে অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ। বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিনকোটি কুলের উদ্ধার হয়। * * * * আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে, যে সকল শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যা-

* অসপিণ্ডা পতিহীনা যে কোন জাতির নারীকে চক্রে তান্ত্রিক মন্ত্রে পত্নীরূপে গ্রহণ শৈববিবাহ। শৈববিবাহের পত্নীকে ত্যাগ করিবারও বিধি আছে। "শৈব ধর্ম্মে গৃহীত স্ত্রীকে পরস্ত্রী কহিয়া নিন্দা করিয়াছেন, অতএব জিজ্ঞাসি যে বৈদিক বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গে পাপাভাবে কি প্রমাণ?" এ সকল লেখা বাস্তবিকই অত্যন্ত উদ্বেগকর। আমাদিগের পিতামহের লেখনী হইতে তর্কস্থলেও ঈদৃশ লেখা বাহির হওয়া আমাদিগের পক্ষে কষ্টকর।

দির উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় স্বীকার করেন যে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ সে কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।"

বাদীর বাদ নিরসন জন্য তিনি শিবকৃষ্ণাদির দোষোল্লেখ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া যাঁহারা ক্লিষ্ট হইবেন তাঁহাদিগের ইহা জানা উচিত যে "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ" মহাজনগণের বাক্য সত্য আচরণ কখন কখন সত্য, এই যুক্তিতে বিচার স্থলে তিনি আচরণে দোষ দেখাইয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রীয়তত্ত্ববিষয়ে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি এতৎসম্বন্ধে দোষারোপ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "হরিহরের দ্বেষ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যেহেতু যে স্থানে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকে তাঁহাদের নাম গ্রহণ হইয়াছে তথায় ভগবান্ শব্দ কিম্বা পরমারাধ্য শব্দ পূর্ব্বক তাঁহাদের নামকে সকলে দেখিতে পাইবেন।" আশ্চর্য্য এই, ইনি দর্শনকারগণকেও 'ভ্রমপ্রমাদরহিত' বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "গৌতম কণাদ জৈমিনি প্রভৃতি অন্য অন্য দর্শনকার যাঁহারা বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রমপ্রমাদরহিত ছিলেন তাঁহারা * *।"

তিনি যে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাতে সকল জাতির সকল উপাসকের সঙ্গে বিচারতঃ তাঁহার অবিরোধী ভাব স্থাপিত হইল, ইহা তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন।

"এ উপাসনার বিরোধি বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না, কেননা প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ কারণ ও জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহ কর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের, বিরোধি হইতে পারিবেন না এবং চীন ও তিব্বৎ ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।"

ঈশ্বরকে জগৎকারণ ও জগন্নির্ব্বাহক কেবল এই মাত্রে গ্রহণ করিয়া তিনি সমুদায় জাতির সহিত একতা রক্ষা করিয়াছেন। বস্তুতঃ একেশ্বরবাদের ভূমিতে সমুদায় জাতিকে এক বলিয়া গ্রহণ করা তাঁহার ধর্ম্মমত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির আচরণ নিয়মন জন্য তিনি বিবেক আশ্রয় করেন নাই কিন্তু শাস্ত্র আশ্রয় করিয়াছেন। যে কোন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিলে স্বেচ্ছাচার বারণ হয়, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

"শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়, অতএব যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়, আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রত ও যুক্তিত উভয়থা বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে।"

রাজা রামমোহন যেখানে কৌলাচারের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার এই বিশেষ মত অবলম্বন করিয়াই করিয়াছেন। যাহা হউক ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অনুমানন বা বেদান্তবাদ এবং তৎসংরক্ষকের আত্মপ্রত্যয়বাদ এ দুই অতিক্রম করিয়া আমরা কোথায় আসিয়াছি, সকলেরই জানা প্রয়োজন। বেদান্তবাদ ও আত্মপ্রত্যয়বাদ এইরূপ একটী কথায় যদি বলিতে হয়, তবে আমাদিগকে বলিতে হয় প্রত্যক্ষ বা দর্শনশ্রবণবাদ আমাদিগের নবধর্ম্মের পত্তনভূমি।

বিধানের কীর্ত্তি।

বিধানের কীর্ত্তি অক্ষয় ইহা কে না স্বীকার করিবেন? বিধাতা আপনার কার্য্য কখন বিনষ্ট হইতে দেন না। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে যাহা কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে, সে পরিবর্ত্তন গুলিরও লক্ষণ ও চিহ্ন এমনই করিয়া তিনি রাখিয়া দেন যে, এক জন অনায়াসে সে সকল পাঠ করিতে পারে। বস্তুতঃ পরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তিত বিধানসম্পর্কীয় সমুদায় ব্যাপার এইরূপে জগতে অবস্থিতি করে।

বিধানের অন্তর্ব্বর্ত্তী অধ্যাত্মবিষয়সকল জনহৃদয় অধিকার করিয়া থাকে, উহার বিনাশ কখন সম্ভবপর নহে, কেন না জনসমাজের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বিনা উহার উচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। বিধান কেবল অন্তরে আপনার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন না, বাহ্যে উহার অনুরূপ কীর্ত্তি সকল পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল বাহ্য উপকরণ কালের হস্তে নানা প্রকারে বিপর্য্যস্ত হয়, কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয় না, কোন না কোন আকারে জনসমাজের নিকটে পূর্ব্বকীর্ত্তি প্রদর্শন করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, অন্তর্ব্বাহ্য উভয়বিধ বিধানের কীর্ত্তি এরূপে জনসমাজের নিকটে অভিব্যক্ত থাকে ইহার কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে অগ্রে জানা আবশ্যক বিধান কি? বিধান—ইতিহাসে ভগবানের ক্রিয়াপ্রকাশ। ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া কেহ যে বিধান গ্রহণ করিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। যেখানে ইতিহাস আছে, সেখানে কতকগুলি মানুষ আছে, এবং ভগবান্ সেই সকল মানুষকে লইয়া যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত জনসমাজের নিকট অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই বৃত্তান্ত বা ঘটনা গুলি দেশকালে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে আরও অনেকগুলি লোক সংযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশকালে অভিব্যক্ত হইলেই তাহা বাহ্য ব্যাপার হইল এবং সেই বাহ্য ব্যাপার গুলি বাহ্য উপকরণের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া পড়িল। এই সকল বাহ্য উপকরণ বিধানের নিদর্শনরূপে পৃথিবীতে থাকিয়া যায়। যে যে সময়ে যে যে স্থানে যে যে ব্যক্তির মধ্য দিয়া বিধানসম্পর্কীয় ব্যাপার সমুদায় ঘটিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত বিধানের ইতিহাসে লিপি বদ্ধ হইয়া উহা যেমন গ্রন্থাকার ধারণ করে; তেমনই সেই সেই স্থানে তত্তদ্ঘটনার স্মরণার্থ যে সকল বাহ্যকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ঐ ইতিহাসের বাস্তবিকতা প্রদর্শন করে। এ সকলের চিরস্থায়িতা কেন হয়, এ জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়ার এখন আমাদের অবসর হইয়াছে। আমরা সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছি।

যে বিধান যে সময়ে সমাগত হয় তাহা সেই সময়ের জন্য কখন আইসে না। বরং সে সময়ে অতি অল্প লোকেই উহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারে। বিধাতা স্বয়ং নিত্য, তিনি যাহা কিছু করেন নিত্যকালের জন্য করিয়া থাকেন। এক এক বিধানে যে সকল মূলতত্ত্ব জগতের নিকটে প্রকাশ পায়, নিত্যকাল তাহা জনসমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। বিধান যে সময়ে সমাগত হয়, উহা যদি কেবল সেই সময়ের জন্য হইত তাহা হইলে তখন তখন উহার বিলোপ হওয়াতে জগতের কিছু মাত্র ক্ষতি হইত না। জগতে সাধারণ লোকের জীবনে বিধাতার নিত্য যে ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সেই ব্যক্তির সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাতে জনসমাজের কিছু ক্ষতি হইতেছে না, কেন না সে সকল ক্রিয়া প্রতিমানবের জীবনে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকরূপে চলিয়া উহা নিত্যব্যাপার হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং উহার সংবাদ লইবার কাহারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ইতিহাসে যে সকল অসাধারণ ব্যাপার সংঘটিত হয়, যেরূপ ব্যাপার আর পুনরায় জগতে অভিনীত হইবার নহে, সে সকল অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে জগতে চিরদিন প্রসিদ্ধ থাকা একান্ত প্রয়োজন, কেন না জনসমাজের ভাবী উন্নতির সঙ্গে উহা সুদৃঢ়রূপে গ্রথিত। যাঁহারা বিধানে বিশ্বাস করিতে চাহেন না তাঁহারা ঐতিহাসিক ঐ সকল কীর্ত্তির উপরে বিষনয়নে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, চন্দ্র সূর্য্যাদি যেমন এক একটি নূতন নূতন সৃষ্টি, আর তাহার পুনরায় সৃষ্টি হয় হয় না, এক একটি বিধানও সেই প্রকার নূতন নূতন সৃষ্টি, তাঁহারা বিষনয়নে দেখিলেন বলিয়া উহার বিলোপ কখন হইতে পারে না।

আমরা বলিয়াছি বিধানে অন্তর্ব্বাহ্য উভয়বিধ কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। এক এক বিধানে যে সকল মূলতত্ত্ব জগতের নিকটে প্রকাশ পায় তাহা

অধ্যাত্ম এবং যে যে ঘটনা, ব্যক্তি ও বস্তু অবলম্বনে কালদেশে উহা প্রকাশ পায়, সেই গুলি ভৌতিক। যেমন মহর্ষি ঈশা ক্রুশে নিহত হইলেন, এই ক্রুশে নিহত হওয়াতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করা সমুচিত এই মূলতত্ত্ব প্রকাশ পাইল। এই মূলতত্ত্ব প্রকাশের সঙ্গে ক্রুশ চিরকাল জগতের নিকটে একটি নিদর্শন-হইয়া রহিল। খ্রীষ্টসমাজ যদি এই ক্রুশচিহ্ন নানাস্থানে বিবিধ প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করেন, আমরা তাহা দর্শন করিয়া অনেক সময়ে জড়পূজার আশঙ্কা করিতে পারি, কেন না বাহ্য নিদর্শন-সমুদায়ের অপব্যবহার মনুষ্য অনেক সময়ে করিয়াছে এবং করিতেছে, কিন্তু তাহা বলিয়া এই নিদর্শনকে আমরা বিলুপ্ত করিতে পারি না, ইহা চিরকাল অক্ষয় কীর্ত্তিরূপে জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এই ক্রুশরূপ নিদর্শনের সঙ্গে যে ঐতিহাসিক ঘটনা কালদেশে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা চিরকাল জনসমাজের হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবে, এবং যে স্থানে এই সমুদায় ঘটনা ঘটিয়াছে উহা পবিত্র তীর্থ হইয়া থাকিবে। কেন থাকিবে উহার উত্তর আমরা দিতেছি।

ঈশা ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনজন্য ক্রুশোপরি প্রাণ দিলেন; এই ঘটনা জগতের পরিত্রাণের জন্য হইল। ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে হইবে, ইহা কে না জানে, কিন্তু কয় জন তাঁহার ইচ্ছাপ্রতিপালনজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণ দান করে। ঈশা যদি মুখে জগৎকে উপদেশ দিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালনার্থ প্রাণদান কর, তাঁহার কথা আকাশে বিলীন হইয়া যাইত, লোকে শুনিত, শুনিয়া হাঁই তুলিত, হাঁই তুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িত। যখন তিনি এই কথার সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনার্থ ক্রুশোপরি আপনার জীবন অর্পণ করিলেন, তখন জগতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শত শত লোক ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনার্থ প্রাণ দিতে আরম্ভ করিল। এই সকল লোক হয় তো ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রতিপালনার্থ ঈশা যে ক্লেশ পাইয়া জীবন হারাইয়াছিলেন তদপেক্ষা সমধিক যন্ত্রণায় প্রাণ দিয়াছিল, কিন্তু যিনি প্রথমতঃ এই মূলতত্ত্ব নিজের শোণিত দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সর্ব্বাগ্রে ক্রুশাকারে তাঁহার কীর্ত্তি জগতে চিরস্থায়ী হইল, এবং তাঁহার পরে যাঁহারা সেই মূলতত্ত্ব প্রাণ দিয়া সুদৃঢ়রূপে জনচিত্তে মুদ্রিত করিয়া দিলেন, ঈশার অক্ষয় কীর্ত্তির সঙ্গে তাঁহাদের কীর্ত্তি গ্রথিত হইয়া পড়িল। এখন জনসমাজ এই মূলতত্ত্বকে আর অসাধ্য ব্যাপার বলিয়া পরিহার করিতে পারে না। কি জানি বা এই প্রকাশিত এবং জীবনব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত মূলতত্ত্ব জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তজ্জন্য ক্রুশ নিদর্শনরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই নিদর্শন উদ্দীপন, উহা দেখিবা মাত্র ঈশাঃপ্রচারিত মূলতত্ত্ব জীবন্তভাবে আমাদিগের হৃদয়ে প্রদীপ্ত হয়।

বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের অতুলকীর্ত্তিপ্রকাশক চৈত্য দর্শন করিয়া বিধানের কীর্ত্তি যে অক্ষয় উহা কালও ধ্বংস করিতে পারে না এই ভাব আমাদিগের হৃদয়ে সুদৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বুদ্ধের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির সঙ্গে যে স্থান ও ঘটনা-নিচয় চিরগ্রথিত রহিয়াছে, সে স্থানকে ও সেই ঘটনা গুলিকে জনসমাজের নিকটে চিরস্মরণের ব্যাপার করিবার জন্য ভগবান্ অশোকের হৃদয়ে অতুল কীর্ত্তি স্থাপনের বাসনা উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কালের আঘাতে সে কীর্ত্তি বিলুপ্ত-প্রায় হইবার উপক্রম করিয়াছিল, ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট বুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়াও সেই বিলুপ্তপ্রায় কীর্ত্তির পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহাতে মনে হয়, বিধানের স্মারক চিহ্ন গুলি কালের হস্ত অতিক্রম য়াও জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ কালে জরুসালেম প্রভৃতি বিধানসংযুক্ত স্থানের লুপ্ত কীর্ত্তি সকল উদ্ধার করিবার জন্য বহুলোক তৎকার্য্যে জীবন ব্যয় করিতেছেন, ইহাতে এই দেখায় যে ভগবান্ কখন বিধানের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইতে দেন না। যে সময়ে সমুদায় বিধানের কীর্ত্তি জগতের নিকটে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নববিধান সমাগত হইয়াছেন, সেই সময়ে বিধান সমূহের বাহ্য কীর্ত্তি

উদ্ধারের জন্য শত শত ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছেন ইহা বিধাতারই অপূর্ব্ব খেলা।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব।

দেহের মধ্যে মস্তিষ্ক একটি মর্ম্ম স্থান যাহা অন্তরিত করিলে মনুষ্য জীবন ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু মৎস্য, ভেক, কপোত এমন কি কুকুর জাতির বৃহৎ মস্তিষ্ক বহির্নিঃসৃত করিয়া শস্ত্র-চিকিৎসাবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, নিম্ন শ্রেণীর জীবগণ—যেমন মৎস্য মস্তিষ্কবিরহিত হইয়া পূর্ব্ববৎ দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে; ভেকগণ তদবস্থায় বাহির হইতে উত্তেজনা পাইলে চলে ও পূর্ব্ববৎ শারীরিক ক্রিয়া প্রদর্শন করে, কপোত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেও একেবারে অকর্ম্মণ্য হয় না; কুকুর নিদ্রিত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, উত্তেজিত হইয়া চলিতে গেলে পড়িয়া যায়, উত্থান করিয়া আপনার গতি স্থির রাখিতে পারে না, এবং এতদবস্থায় উহার জীবন দীর্ঘকাল থাকে না। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, যত উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ হয় তত ক্রিয়া যন্ত্রবিশেষে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভ্রূণাবস্থায় একই যন্ত্র সমুদায় যন্ত্রের ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে; নিম্ন শ্রেণীর ক্রিমিজাতিতে সকলক্রিয়ানিষ্পাদক এক মাত্র যন্ত্র থাকে। ভ্রূণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া যত মনুষ্যত্বে প্রবেশ হয় তত পাকযন্ত্র শ্বাসযন্ত্রাদি পৃথক্ হইয়া যায়, ক্রিমি হইতে উচ্চশ্রেণীতে যত আরোহণ হয় প্রাণিগণের ততই পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্র হইয়া পড়ে। মৎস্যের বৃহৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সঙ্গে দর্শনাদির যোগ থাকিলেও মস্তিষ্ক সংযুক্ত বৃহৎ স্নায়ু অক্ষুণ্ণ থাকিলে মস্তিষ্কের অনেকগুলি ক্রিয়া তদ্দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। মৎস্য হইতে যত উচ্চ শ্রেণীতে উত্থান করা যায়, ক্রমে মস্তিষ্কের ক্রিয়া মস্তিষ্ক দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, উহাকে অন্তরিত করিলে, তৎসম্পর্কীয় সমগ্র ক্রিয়া অবরুদ্ধ হইয়া যায়। জনসমাজরূপ দেহসম্বন্ধে এই দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জনসমাজের আদিমবস্থায় এক এক জন মানুষ জীবনধারণোপযোগী সমুদায় আয়োজন সপরিবারে আপনি করিত, কালে প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি এক এক পরিবারে বদ্ধ হইয়া পড়িল, সেই সেই কাজ সেই সেই পরিবার নিষ্পন্ন না করিলে জনসমাজ কাজেই তৎসম্বন্ধে অচল হইয়া যায়। জনসমাজ যত উন্নত হইতেছে, তত ক্রিয়াবিশেষ এক এক শ্রেণীতে বদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে জাতিভেদ বর্ণভেদ পূর্ব্বের ন্যায় এক এক বংশে আবদ্ধ হইয়া না পড়ুক, যে সকল লোক যে কার্য্যে প্রবিষ্ট হইতেছে তাহারা সেই শ্রেণীর হইয়া গিয়া তৎকার্য্যসম্বন্ধে তাহারা এত দূর প্রাধান্য লাভ করিতেছে যে, তাহাদিগকে বিনা জনসমাজের সে কার্য্য চলা অসম্ভব। আমরা শারীরবিদ্যার যে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া জনসমাজের বিষয় বিচার করিতেছি, তাহাতে জনসমাজের এরূপ অবস্থায় নিপতিত হওয়া অপরিহার্য্য। জীবদেহের ক্রিয়া যত জটিল ও বহুল হইয়া পড়ে তত যন্ত্রের পার্থক্য যেমন অবশ্যম্ভাবী, মানবসমাজরূপ দেহের ক্রিয়া যত জটিল ও বহুল হইয়া পড়ে তত শ্রেণীবিভাগ হইয়া কার্য্যবিভাগ হইয়া পড়িবে, ইহাও তেমনই অবশ্যম্ভাবী। মানুষ যদি আবার অসভ্যাবস্থায় পুনরাবর্ত্তন করিতে পারে তবে এ কার্য্যবিভাগ তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। দেহের মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে বিরোধ নাই, কেন না তাহারা সচেতন নহে সুতরাং মনুষ্যের মত অভিমানপরবশ নহে। এক এক শ্রেণীতে কার্য্য বিভক্ত হইয়া পড়া মনুষ্যসমাজে অপরিহার্য্য, কিন্তু যত দিন মনুষ্য অভিমানশূন্য হইয়া মস্তিষ্কাদির মত না হইতেছে, তত দিন এক শ্রেণীর অপর শ্রেণীর সহিত সময়ে সময়ে বিরোধ ও অত্যাচার তিরোহিত হইতেছে না। কবে মানুষ অভিমানশূন্য হইবে আমরা জানি না, কিন্তু ইহা জানি যে, সহস্র বিরোধ করিলেও ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এক শ্রেণীর কর্ম্মকর্ত্তার নিকটে অন্য শ্রেণীর তৎকর্ম্মের জন্য প্রণত থাকিতেই হইবে। এ প্রকার প্রণত ভাবকে আমরা দুর্ভাগ্য বলি না, কেন না ইহা স্বভাবের নিয়মে অপরিহার্য্য, তবে অজ্ঞানতাবশতঃ কর্ম্মকর্ত্তায় কর্ম্মকর্ত্তায় বিরোধ এবং এক অপরকে অতিক্রম করিবার অভিলাষ, ইহাই জনসমাজের বিশেষ দুর্ভাগ্য। অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থা যদি বাঞ্ছনীয় হয়, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিভাগ অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে। এ শ্রেণীবিভাগ জন্মানুসারে নহে কর্ম্মানুসারে হইবে, এবং এক অপরের কর্ম্মের যথোচিত সম্মাননা করিবে। কেন না কোন কর্ম্মই তুচ্ছ বা লঘু নহে, সমগ্র জনসমাজের পক্ষে উহা সমান প্রয়োজন। এক মস্তিষ্কেরও অংশ অংশ বিশেষে ইন্দ্রিয়ব্যাপারের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আবদ্ধ ছেদবিদেরা সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিতেছেন, ইহা সপ্রমাণিত হইলেও দৃষ্টান্ত তদবস্থ থাকিবে, কেন না এক এক শ্রেণীর ভিতরেও তৎশ্রেণীসমুচিত কার্য্যের বিভাগ আছে।

হদিস।

৫ম।

নমাজের জন্য আজান (আহ্বান)।

নমাজের সময়জ্ঞাপনের জন্য লোকে অগ্নি উদ্দীপন ও শঙ্খধ্বনি করার প্রস্তাব করে। হজরতের পারিষদগণ বলেন, তাহাতে ইহুদি ও ঈসায়ীদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা হয়। (১) অবশেষে বেলালের প্রতি হজরত আদেশ করিলেন যে সে যেন আজান ও নমাজপ্রতিষ্ঠায় বাক্য ঘোষণা করে (২)। (ওনস)

(১) ইহুদিগণ উপাসনার সময়ে অগ্নি উদ্দীপন করিয়া এক প্রকার হোম করিয়া থাকে। পূর্ব্বতন ঈসায়ীদিগের এক সম্প্রদায় উপসেনা কালে শঙ্খধ্বনি করিত।

(২) হজরতের অনুগামী পরমবিশ্বাসী বেলাল নামক

আবু মহজুরা বলিয়াছেন, যে হজরত মোহম্মদ স্বয়ং আমাকে আজান শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, বল, "আল্লাহো আক্‌বর" ৪ বার। "আশহদো আন্ লা এলাহ এল্লেল্লাহে" ২ বার। "আশ্‌হদো আন্ মোহম্মদ রসুলাল্লাহে" ২ বার। তৎপর পুনরুক্তিকর, বল, "আশ্‌হদো আন্ লা এলাহে্ এল্লেল্লাহে" ২ বার। "আশ্‌হদো আন মোহম্মদ রসুলাল্লাহে" ২ বার। "হিয়া আলাস্‌সলাত" ২ বার। "হিয়া আলোল্‌ফলাহ" ২ বার। "আল্লাহো আক্‌বর" ২ বার। "লা এলাহ্ এল্লেলাহ (১)।

ওমরের পুত্র আবদুল্লা বলিয়াছেন:—হজরত মোহম্মদের সময়ে দুই দুই বার করিয়া চারি বার আজানের বাক্য উচ্চারিত হইত, নমাজের প্রতিষ্ঠা বাক্য এক এক বার করিয়া দুই বার হইত। প্রতিষ্ঠার বাক্য যথাঃ—কদ্ কামতস্‌সলাত, কদ্ কামতস্‌সলাত। (২)

আবু মহজুরাকে হজরত মোহম্মদ আজানের উনিশটী শব্দ শিক্ষা দিয়াছিলেন, এ কামত অর্থাৎ নমাজ প্রতিষ্ঠার সতেরটি শব্দ শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। (আবু মহজুরা)

আবু মহজুরা বলিয়াছেন, আমি হজরতকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি আমাকে আজানের নিয়ম শিক্ষা দিন, তাহাতে তিনি স্বীয় ললাট আমর্ষণ করিয়া বলিলেন, বল, "আল্লাহো আক্‌বর" ৪ বার। স্বীয় কণ্ঠস্বর উচ্চ কর। তৎপর বল, "আশ্‌হদো আন্ লা এলাহ্ এল্লেল্লাহ" ২ বার। "আশ্‌হদো আন্ মোহম্মদ রসুলাল্লাহ" ২ বার। স্বীয় কণ্ঠস্বরকে খর্ব্ব কর, তৎপর সাক্ষাদানে স্বীয় ধ্বনি উচ্চ কর। "অশ্‌হদো আন্ এলাহ্ এল্লেল্লাহ" ২ বার। "অশ্‌হদো আন মোহম্মদ রসুলাল্লাহ" ২ বার। "হিয়া অস্‌সলাত" ২ বার। "হিয়ালল্‌ফলাহ" ২ বার যদি নিশান্তভাগের নমাজ হয় তবে বলিও, "অস্‌সলাতো খয়রোন্ মেন্নুমে" ২ বার (৩)। আল্লাহো আক্‌বর" ২ বার। "লা এলাহ্ এল্লেল্লাহ"।

এক জন কাফ্রি ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গভীর ও উচ্চ ছিল। হজরত তাঁহার প্রতি আজানদানের ভার অর্পণ করেন।

(১) আজানের বচনাবলীর ক্রমান্বয়ে অর্থ;—ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ৪ বার। আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে এই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই, দুইবার। আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে মোহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত, দুই বার। (তৎপর সাক্ষ্যদান দুইবার করিয়া প্রথম হইতে পুনরুক্তি) নমাজে উপস্থিত হও, দুইবার। পরিত্রাণের ব্যাপারে উপস্থিত হও, দুইবার। ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, দুইবার। এই ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্য নাই।

(২) এই বাক্যের অর্থ, নিশ্চয় নমাজের প্রতিষ্ঠা, নিশ্চয় নমাজের প্রতিষ্ঠা।

(৩) "অস্‌সলাতো খয়রোন্‌মেন্নুমে" এই বাক্যের অর্থ নিদ্রা অপেক্ষা নমাজ উত্তম।

আজানদাতা বেলাল বলিয়াছেন যে, আমাকে হজরত বলিয়াছিলেন নিশান্তভাগের নমাজ ব্যতীত অন্য নমাজ ছাড়িয়া কোন বিষয়ে যোগ দিবে না।

হজরত মোহম্মদ বেলালকে বলিয়াছিলেন, যখন তুমি আজান দান করিবে তখন শব্দ সকল ধীরে ধীরে অর্থাৎ পরস্পরে বিভিন্নরূপে উচ্চারণ করিও, এবং যখন একামতের অর্থাৎ নমাজপ্রতিষ্ঠার বাক্য বলিবে তখন দ্রুত বলিও। তোমার আজান ও তোমার একামতের মধ্যে এত দূর বিরাম থাকিবে যে এক জন ভোক্তার ভক্ষণ করিতে ও এক জন পানকারীর জলপান করিতে যত সময় লাগে, এবং যে পর্য্যন্ত আমাকে উপস্থিত না দেখ আজানদানে দণ্ডায়মান হইও না। (জাবের)

সোদাবংশীয় জয়াদ বলিয়াছেন যে, হজরত নিশান্ত নমাজের জন্য আজান দান করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। আমি আজান দান করিয়াছিলাম, পরে বেলাল একামতের বাক্য বলিতে উদ্যত হইলেন। তখন প্রেরিত-পুরুষ বলিলেন, "সোদায়ী ভ্রাতা আজান দিয়াছে, যে ব্যক্তি আজান দান করে, একামতের বাক্য বলা তাহারই কর্ত্তব্য।"

মোসলমানগণ যখন মদিনা নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন, তখন নমাজের স্থানে সকলে একত্র হইতেন। নমাজের জন্য লোক ডাকিয়া আনিবার কেহই ছিল না। এক দিন এ বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন হয়, কেহ বলেন ঈসায়ীদিগের ন্যায় শঙ্খ ব্যবহার হউক, কেহ বলেন ইহুদিগের ন্যায় করণানামক বৃহৎ বংশীধ্বনি করা হউক। এই সকল কথোপকথনান্তে প্রথমেই ওমর বলেন, তোমরা নমাজের জন্য আহ্বান করিতে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত কর। তখন হজরত মোহম্মদ ডাকিয়া বলিলেন, বেলাল, তুমি উত্থান কর, এবং লোক সকল নমাজে উপস্থিত হইবার জন্য ধ্বনি করিতে থাকে। (ওমরের পুত্র)

জয়দের পুত্র অবদোল্লা বলিয়াছেন যে, যখন হজরত মোহম্মদ নমাজে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য শঙ্খধ্বনি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, সেই সময় আমি নিদ্রিত ছিলাম, এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে আসিয়া আমাকে দেখা দেন, তাঁহার হস্তে শঙ্খ ছিল, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম হে ঈশ্বরকিঙ্কর, তুমি কি এই শঙ্খ বিক্রয় করিবে? তিনি বলিলেন, তুমি ইহা দ্বারা কি করিবে? আমি বলিলাম যে, ইহাদ্বারা লোকদিগকে নমাজে আহ্বান করিব। তখন সেই স্বপ্নাগত পুরুষ বলিলেন, যে উপায় স্থির করিয়াছ তাহা অপেক্ষা কি উৎকৃষ্ট উপায় তুমি প্রাপ্ত হও নাই। আমি বলিলাম, না। তাহাতে তিনি বলিলেন বল, আল্লাহো আক্‌বর—অজানের শেষ বচন পর্য্যন্ত। তদ্রূপ একামতের বচন। নিশার অবসান হইলে আমি হজরতের নিকটে আসিয়া যাহা দেখিয়াছিলাম তাঁহাকে সেই সমস্ত জানাইলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় নিশ্চয় এই স্বপ্ন সত্য। অতএব বেলালের সহিত তুমি দণ্ডায়মান হও,

তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা তাহাকে বল, তাহা হইলে সে তদনুসারে আজান দান করিবে। তোমা অপেক্ষা তাহার স্বর উচ্চ। অনন্তর আমি বেলালের সঙ্গে দণ্ডায়মান হইলাম, এবং তাঁহাকে সমুদায় বলিলাম, তিনি তদনুসারে আজান দিতে লাগিলেন। উক্ত অবদোল্লা ইহাও বলিয়াছেন, হজরতের প্রচার বন্ধু ওমর স্বগৃহে থাকিয়া একথা শ্রবণ করেন, পরে চাদর টানিয়া লইয়া বাহির হন এবং বলিতে থাকেন, প্রেরিত-পুরুষ, যিনি তোমাকে সত্যভাবে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, সত্য সত্য আপনি যাহা দেখিয়াছেন আমিও তদ্রূপ দেখিয়াছি। তখন হজরত বলিলেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

আবুবেকর বলিয়াছেন যে, আমি হজরত মোহম্মদের সঙ্গে নিশান্ত নমাজের জন্য বাহির হইয়াছিলাম, এমন কোন লোকের নিকটে উপস্থিত হই নাই, যে তাহাকে নমাজের জন্য ডাকিতে হয় নাই, অথবা পা ধরিয়া নাড়িতে হয় নাই।

এক জন মোওজ্জেন (আজানদাতা) ওমরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিশান্ত নমাজের জন্য ডাকিতেছিল, সে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আজানদাতা বলে, "অস্সলাতো খয়রোন্ মেন্নুমে" অর্থাৎ নিদ্রা অপেক্ষা নমাজ শ্রেষ্ঠ। ইহা শ্রবণ করিয়া ওমর আদেশ করিলেন যে, নিশান্ত নমাজের আজানের শেষভাগে এই বচনটি সংযুক্ত কর।

হজরত মোহম্মদ বেলালকে বলিয়াছিলেন যে, আজানের সময় তোমার দুই কর্ণে দুই অঙ্গুলি স্থাপন কর, এবং তোমার ধ্বনিকে উচ্চ কর।

বিশেষ কথা।

আমাদিগের প্রচারকব্রতের বিশেষ এই একটি নিয়ম যে, আমরা সমুচিত পরিশ্রম না করিয়া ঈশ্বরের শস্যাগার হইতে ধান্য গ্রহণ করিব না। বিধাতা এ সময়ে এই বিধি প্রতিপালনের জন্য আমাদিগের প্রতি বল প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের প্রচার ভাণ্ডারের প্রায় স্থিরতর আয় আর এখন কিছু নাই। যে অনিয়ত দান ও পরিশ্রম হইতে আয় হয়, তাহাতে সকল পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলন হওয়া সম্প্রতি অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষীণ আয় হইতে শিশু, বিধবা ও উপায়ান্তরগ্রহণে বিরত পরিবারের সর্ব্বাগ্রে ব্যয় সঙ্কুলন হইয়া অবশেষ থাকিলে, যাঁহাদিগের উপায়ান্তর আছে, এবং শক্তিসত্ত্বে পরিশ্রমবিমুখ তাঁহাদিগের ব্যয় প্রদত্ত হইতে পারে। এখন প্রচারভাণ্ডারের অবস্থা যেরূপ তাহাতে শেষোক্ত ব্যক্তিগণের জন্য কিছু অবশেষ আর থাকিতেছে না। এতদবস্থায় শিশু, বিধবা ও উপায়ান্তরগ্রহণে বিরত পরিবারকে সর্ব্বাগ্রে আহারাদিদানের বিধি পালন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই বিধি বাহ্যে কঠোর হইলেও ইহার মধ্যে ন্যায় ও প্রেম সমপরিমাণে মিলিত আছে। যাঁহারা উহা দেখিতে পাইবেন না তাঁহাদের সম্বন্ধে আর কি বলিবার আছে?

সংবাদ।

১৭ই আষাঢ় সোমবার আমাদের ভাই দীননাথ মজুমদারের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলার শুভ বিবাহ বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রীর বয়স ১৮ বৎসর, পাত্রের বয়স ২০ বৎসর। ইহাঁরা উভয়েই নববিধানধর্ম্মে দীক্ষিত। দয়াময় শ্রীহরি ইহাঁদের দ্বারায় তাঁহার একটি সুখী পরিবার গঠন করুন।

উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় বাঁকিপুরের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ৩ দিবস গয়াধামে, ৩ দিবস মোকামায় এবং ৬ দিবস ভাগলপুরের বন্ধুদিগের সহিত অতি সুখে কাটাইয়া আসিয়াছেন। উপাধ্যায় মহাশয়কে পাইয়া সকলেই বড় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। নববিধানতত্ত্ব, শ্রীদরবারতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব, এই সকল বিষয় লইয়াই বিশেষ ভাবে আলোচনা হইয়াছিল।

হলদীবাড়ী নিবাসী বিধান-বিশ্বাসী ভ্রাতা রহমৎ উল্লা মিঞা বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন। শ্রদ্ধের ভ্রাতা ইনায়ৎউল্লা প্রধান তাঁহার কনিষ্ঠের এই পীড়ায় অতিশয় ভাবিত হইয়া আমাদিগের জনৈক প্রচারকের সাহায্য চাহিয়া পত্র লিখেন। রহমৎউল্লা মিঞা সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদিপ্রিয়, ভাবের আধিক্য হেতুই তাঁহার এই পীড়া ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গত সোমবার দিবস ভাই প্রাণকৃষ্ণ রোগীর এবং তাঁহার আত্মীয়দিগের সেবার জন্য হলদীবাড়ী যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালে ছাত্রনিবাসের তত্ত্বাবধারণের ভার শ্রীযুক্ত বাবু পরমেশ্বর মল্লিক মহাশয়ের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

ভাই গিরিশচন্দ্র বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া ঢাকায় আসিয়াছেন. তথায় আরও কিছু দিন থাকিয়া মাতাঠাকুরাণীকে একটু শান্ত করিয়া শ্রাবণ মাসের মধ্যভাগে কলিকাতায় আসিবেন মনে করিয়াছেন।

ভাই অমৃত লাল বসু হিমালয়পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। সেখানকার ব্রাহ্ম ভ্রাতারা তাঁহাকে পাইয়া সুখী হইয়াছেন।

গত জুন মাসে নিম্ন লিখিত দান প্রচার ভাণ্ডারে আসিয়াছে। আমরা দাতাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ দেবীগঞ্জ		...	১২৲
"	বাবু মধুসূদন সেন	...	॥০
"	" নিমচাঁদ মৈত্র	...	৫৲
"	" কেদারনাথ রায়	...	২৲
"	" কৈলাসচন্দ্র বসু রংপুর	...	২৲
"	" প্রেমচাঁদ বড়াল	...	২৲
"	" কান্তিমণি দত্ত রংপুর	...	॥০

শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ভট্টাচার্য্য ...	১৲
শ্রীমতী স্বর্ণকামিনী সরকার কাঁকিনা ...	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ...	১৲
" " হেমেন্দ্রনাথ বসু বোয়ালিয়া	৫৲
মিষ্টার এ, এস পিনাগা পানিমুদেলিয়ার মান্দ্রাজ	২৲
লালা মহেশচাঁদ রয়ালপিণ্ডি ...	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব ঘোষ রয়ালপিণ্ডি ...	১৲
" " বিপিনবিহারী সরকার	১৲
" " ব্রজগোপাল নিয়োগী গয়া ...	১৲
শ্রীমতী সরলা ঘোষ ছাপরা ...	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল মোকামা ...	৬৲
" " নৃত্যগোপাল মিত্র আরা ...	২৲
" " রাধাগোবিন্দ সাহা ...	৫৲
মোট	৬৩৲

গত শনিবারের পূর্ব্ব দুই শনিবার বৃষ্টির জন্য বীডন উদ্যানে বক্তৃতা বন্ধ থাকে। গত শনিবার ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু রাজযোগ বিষয়ে বক্তৃতা করেন। লোকসংখ্যা ক্রমেই খুব বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমরা বড় আনন্দ পাইতেছি। গতবারে প্রায় ৩০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের যত্ন ও উৎসাহ দেখিয়া আমরা বড়ই বাধিত হইতেছি। ভগবান্ কি সূত্র ধরিয়া কি করেন তাহা কে বুঝিতে পারে?

আমাদের বহু কালের প্রিয় সুলভ আবার সকলের নিকট অতি আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে দেখিয়া আমরা ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞভরে প্রণাম করিতেছি। আচার্য্যদেবের কীর্ত্তি এইরূপে এক এক করিয়া আদৃত হইবে এই আমাদের আশা।

আমড়াগড়ির ভ্রাতা শ্রীমান্ ফকিরদাস রায় গৃহবিহীন হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন, ভগবানের কৃপায় তিনি বাসোপযোগী ২ খানি খড়ের ঘর পাইয়া স্ত্রী পুত্র সহ সেই ঘরে যাইয়া বাস করিতেছেন। যাঁহারা স্ত্রী পুত্র ধন জন সর্ব্বস্ব প্রভুর চরণে অর্পণ করেন দয়াময় শ্রীহরি তাঁহাদের সকল ভার নিজেই বহন করিয়া থাকেন।

হাবড়ানিবাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরকালী দাসের সহধর্ম্মিণী অদ্য প্রাতে তাঁহার পরলোকগত পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ নবসংহিতা মতে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠান নিরাপদে হইতে পারে নাই। উপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরের বিশেষদয়া এই ব্যাপারে লক্ষিত হইয়াছে।

প্রেরিত।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

প্রিয় মহাশয়—

সময় ছিল যখন ধর্ম্মতত্ত্বে মন্দিরের উপদেশ এবং প্রার্থনাদি পাঠ করিয়া বিদেশস্থ বন্ধুগণ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেন। নববিধানের হরি এখন কি আর নববিধানমন্দিরে নূতন তত্ত্ব কি নূতন ভাব প্রকাশ করেন না? শ্রীমদাচার্য্য ইহাকে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নাম দান করিয়াছেন। ভারতের সমুদয় বিধানবিশ্বাসিগণের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক। ইহা কলিকাতার ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলীর যথেচ্ছ ব্যবহারের স্থান হইতে পারে না। সমস্ত ভারত উক্ত মন্দিরের প্রতি তাকাইয়া আছে। ভারতবর্ষীয় নববিধানমণ্ডলীর আচার্য্যের স্বর্গারোহণের পর এই মন্দিরের আচার্য্য নিয়োগের ভার কেবল কলিকাতাস্থ কয়েকজন প্রেরিত সাধকের হস্তে পড়ে নাই, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উদ্দেশ্য রক্ষা জন্য ভারতের সমুদয় প্রধান বিধানবিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস এবং সম্মতি সংগ্রহ করিয়া ইহার আচার্য্য নিয়োগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই মন্দিরসম্পর্কে আমার মনে কতকগুলি গুরুতর প্রশ্নের উদয় হইয়াছে তন্মধ্যে যে কয়েকটী লিপিবদ্ধ হইতেছে আশা করি আপনি এ সমুদয়ের সদুত্তর দান করিয়া * আপনাদিগের এই পুরাতন দাসকে বাধিত করিবেন।

১। শ্রীমদাচার্য্য যে সকল গৃহী বৈরাগীকে উক্ত মন্দিরে তাঁহার কার্য্য করিতে আদেশ দান করিয়াছিলেন তাঁহারাই এখন ঐ কার্য্য করিতেছেন ইহাতে আপত্তি হইতে পারে না; কিন্তু ইহাঁদের অনুপস্থিতিতে কে ঐ কার্য্য করিবেন?

২। গৃহী বৈরাগী কি সাধক ভিন্ন বিধান-বিশ্বাসী উক্ত মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারিবেন কি? না তাঁহাকে সংহিতামতে উক্ত কোন শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে?

৩। উক্ত মন্দিরে কেহ প্রচার-ব্রতে দীক্ষিত হইতে চাহিলে সংহিতামতে গৃহী বৈরাগী অথবা সাধকশ্রেণীভুক্ত আচার্য্য উক্ত দীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন কি?

৪। উক্ত মন্দিরে ৩ জন ট্রাষ্টীস্ বর্ত্তমান থাকিতে একের মতে কিরূপে কার্য্য চলিতেছে?

৫। নববিধান এবং শ্রীমদাচার্য্যে একান্ত ভক্তিমান্ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় প্রেরিতবর্গকে আচার্য্য নিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছেন তাহা রক্ষা করিতে তাঁহারা কেন কুণ্ঠিত? দরবার কি মন্দিরের জন্য দায়ী নহেন?

চট্টগ্রাম।
২৮শে আষাঢ়।
১৮১২ শক।

কৃপাবনত
শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী।

* আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার ভার তাঁহার প্রশ্ন ও পত্রানুসারে শ্রীদরবার ও সমগ্র ভারতবর্ষের নববিধান মণ্ডলীর ব্যক্তিগণের উপরে নিপতিত হইতেছে, অতএব ঐ দুই স্থান হইতে যাহাতে প্রশ্নের সদুত্তর পান শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার তাহাই করা কর্ত্তব্য। সং।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

[illegible] ভাগ। ১৪ সংখ্যা। | ১৬ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৮১২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার আশ্রয় দান করিয়াছ। তোমার আশ্রয় পাইয়া আমরা সুখী ও কৃতার্থ হইয়াছি। যখন আমরা ভাবি যে, পাপী হইয়াও কেন লোকের নিকটে তোমার কথা বলিতে যাই, তখন এই তোমার আশ্রয়দানের কথা মনে পড়ে। তোমার আশ্রয় পাইয়া যখন আমরা সুখী হইয়াছি, অনেক প্রকার জীবনের বিঘ্ন বাধা হইতে মুক্ত হইয়াছি, পাপ হইতে সর্ব্বথা নিষ্কৃতি লাভ করিব ইহার আশা পাইয়াছি, তখন তোমার আশ্রয়ে থাকিলে জীবের কি প্রকার নিরাপদের অবস্থা উপস্থিত হয়, এ কথা বুঝাইবার জন্য লোকের নিকটে তোমার গুণের কথা বলিবার আমাদের অধিকার জন্মিয়াছে। তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য, তোমার বিধান বুঝাইবার জন্য তুমি আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছ এ কথা সত্য, এই নিয়োগ দ্বারা আমাদিগের প্রচারে অধিকার জন্মিয়াছে ইহাও স্বীকার্য্য, কিন্তু আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই জগতের নিকটে বলিব, এই যখন আমাদিগের প্রতি তোমার আদেশ, তখন সেই আদেশ মত আমাদিগকে চলিতে হইবে। আমরা কি প্রত্যক্ষ করিয়াছি? তোমার আশ্রয়ের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা যাহা দেখিয়াছি এবং প্রতিদিন দেখিতেছি, আমরা জগৎকে তাহাই বলিব, তাহাই শিখাইব। হে দীনবন্ধু, আমাদিগকে তুমি উচ্চ অধিকার দিয়াছ এবং সেই উচ্চ অধিকার অনুসারে যাহাতে কার্য্য করিতে পারি, তাহার জন্য নিত্য আমাদিগের নিকটে থাকিয়া তুমি সত্য শিক্ষা দিতেছ, উপযুক্ত জ্ঞান দিতেছ, তোমার প্রেমের লীলা দেখাইয়া তৎপ্রতি আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছ, দিন দিন হৃদয়ে পুণ্য সঞ্চার করিয়া দিয়া আমাদিগের পাপের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিতেছ, এবং তোমার চরণে বাসই যে সুখ শান্তি আমোদের এক মাত্র হেতু, তাহা ছাড়িলেই শোক দুঃখ ক্লেশ ও পাপে নিপতন, ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছ। হে প্রভো, এই সকল তোমার অযাচিত করুণার জন্য আমরা কি করিব? তোমার আদেশানুসারে তোমার অপূর্ব্ব গুণের কাহিনী জগতের লোকের নিকটে বলিয়া তাহাদিগকে সেই সুখের অধিকারী করিতে যত্ন করিব, যে সুখের অধিকারী করিয়া তুমি আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছ। হে করুণানিধান পরমেশ্বর, তোমার চরণে পড়িয়া আমরা তাই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে তোমার নামগুণ-

প্রচারে প্রোৎসাহী কর, যাহাতে তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য প্রাণগত যত্ন করিতে নিয়ত উদ্যুক্ত রাখ। আমরা তোমার নামগুণ প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইব, তোমার আশ্রয়ের মহিমা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া সুখী হইব, এই আশা করিয়া তব পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি, তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; আমাদিগকে সিদ্ধ-মনোরথ কর, এই তব চরণে আমাদিগের বিনীত ভিক্ষা।

অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য।

যাঁহারা মনে করেন, য়িহুদী ধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম পৃথিবীতে এক ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, তাঁহাদের যে সিটি ভ্রম, সহজেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। একেশ্বরবাদপ্রচার এবং একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন, এ দুই কখন এক বিষয় নহে। "ঈশ্বরের রাজ্য আসিতেছে", এই কথা য়িহুদিভবিষ্যবাদিগণের হৃদ্গত অভিপ্রায় লইয়া জন য়িহুদীদিগের নিকটে প্রচার করেন, তৎপর মহর্ষি ঈশা ঈশ্বরের রাজ্য কোথায়, লোককে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এখানে নহে ওখানে নহে কিন্তু হৃদয়ে। তিনি হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজ্য এ কথা কহিয়া লোকদিগকে অন্ধকারে নিঃক্ষেপ করেন নাই, কেন না তিনি ক্ষুদ্র শিশুসন্তানদিগকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়া কি হইলে সেই স্বর্গরাজ্যের প্রজা হইতে পারা যায়, তাহা সুস্পষ্ট বাক্যে প্রদর্শন করিয়াছেন। যে রাজ্যের রাজা একমাত্র ঈশ্বর, আর সেখানে কাহারও আধিপত্য নাই, এমন রাজ্য আজও পৃথিবীতে নয়নগোচর হয় নাই। পল এই রাজ্যসম্বন্ধে বলিয়াছেন, খ্রীস্ট সমুদায় দেশ ও জাতিকে ঈশ্বরের চরণতলে আনয়ন করিয়া আপনি সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন। এ সকল কথা প্রদর্শন করে যে, ভূতকালে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হয় নাই, ইহা একটি ভবিষ্যতের ব্যাপার।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন পৃথিবীতে আসিলেন, তখন প্রাচীন একেশ্বরবাদ লইয়া আসিলেন এবং যেখানে যত একেশ্বরবাদী আছেন তাঁহাদিগের সহিত ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিলেন। মুসলমান একেশ্বরবাদিগণ পৌত্তলিকতার বিরোধে শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং পৌত্তলিকদিগের সঙ্গে চিরসংগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাদিগের প্রতিও সদ্ভাব রক্ষা করিতে উপদেশ দান করিলেন। কিন্তু এখনও রাজ্যের কথা উঠে নাই। কেন উঠে নাই, তাহা নির্দ্ধারণ করা কিছু কঠিন বিষয় নহে। এখনও ঈশ্বর মানবের নিকটবর্ত্তী হন নাই, য়িহুদিগণ যেমন তাঁহাকে দূরস্থ জানিতেন, মুসলমানগণ যেমন তাঁহাকে মানবের দর্শনবিষয় নহেন বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মও প্রথমতঃ তাহাই করিলেন। জগতের ক্রিয়াকলাপ দর্শনে "যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত, এবং অন্তে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়" এই লক্ষণ অবলম্বন করিয়া উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের পূজা আরম্ভ করিলেন, সাক্ষাৎসম্বন্ধে নহে। এ পূজাও আবার প্রথমে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকরূপে ঈশ্বরচিন্তা ছিল। সাধনের উপায় ছিল—প্রণব ও উপনিষদাদি পরমাত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র সমুদায়ের অর্থচিন্তা। এই উপাসনার প্রতি কাহারও বিরোধের সম্ভাবনা নাই, একথা বলিয়া একেশ্বরোপাসনার ভূমিতে ভবিষ্যতে সকলে একত্র হইবেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা আরম্ভে সকলকে প্রদর্শন করিয়াছেন। পর সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বাহিরের জগৎ অতিক্রম করিয়া আত্মাকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু এখানেও পরোক্ষভূমি পরিহৃত হয় নাই, ধ্যান আরাধনাকালে 'তিনি' ভিন্ন 'তুমি' বলিয়া তখনও ঈশ্বরকে সম্বোধন করা হয় নাই। ঈশ্বর যখন হৃদয়রাজ্যের রাজা হইলেন, আপনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে শাসন আরম্ভ করিলেন, এবং যুগপৎ অনেকগুলি হৃদয় অধিকার করিলেন, তখন রাজ্যের কথা উঠিল।

মহর্ষি ঈশা যে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা কহিয়াছেন, সেই রাজ্য স্থাপন জন্য নববিধানের অভ্যুদয় হইল, অভ্যুদয়সময়ে বিজয়নিশান লইয়া তিনি আসিলেন। এরূপে কেন তাঁহার আগমন ঘোষিত হইল তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই, এখনও লোকে বুঝিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ।

এক জনের হৃদয়ে ঈশ্বর রাজা হইয়া অধিষ্ঠিত হইলে, 'ঈশ্বরের রাজ্য এখানে নহে ওখানে নহে, অন্তরে' এই কথা সিদ্ধ হইল। যখন অনেকগুলি হৃদয় অধিকার করিয়া ঈশ্বর যুগপৎ সকলকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অন্তরে ও বাহিরে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এক এক ব্যক্তির সহিত আর অনেকগুলি ব্যক্তির যখন যোগ হইল, তখন নিয়ম বিধি ব্যবস্থা কেবল অন্তরে নয় বাহিরেও প্রতিষ্ঠিত হইল, কেন না সমবেত কর্ম্ম এই রূপেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। রাজা, তাঁহার বিধি ব্যবস্থা এবং তাঁহার আদেশ শ্রবণে ও তৎপ্রতিপালনে অনেকগুলি নিযুক্ত লোক যেখানে সমবেত, সেখানে ক্ষুদ্র হউক বৃহৎ হউক একটি রাজ্য হইল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজা যে বিধি এবং ব্যবস্থা করেন তাহা সকলেরই সমান প্রতিপাল্য। যে ব্যক্তি উহা প্রতিপালন করে না সে বিদ্রোহী, রাজ্যস্থাপিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ কথা তো উঠিবেই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমসংস্থাপনকালে এ কথা ছিল না, তখন ছিল, "যে যে শাস্ত্র প্রচলিত আছে তাহার কোন এক শাস্ত্র অবলম্বন" করিয়া চলিতে হইবে। এখানে নিয়ামক বিধি এক নয় বহু, তাহাও আবার প্রতিজনসম্বন্ধে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শাসন নহে, পরম্পরাগত। পরম্পরাগত হইলেই রাজার সঙ্গে প্রজার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিল না। রাজা দূরস্থ, কোন কোন ব্যক্তির মধ্য দিয়া তিনি ভূতকালে যে সকল বিধি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল বিধি অনুসারে যে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে, তাহারই কোন এক শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে। এ সকল শাস্ত্র পরস্পর বিরোধী হইলেও অধিকারিভেদে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, নিতান্ত বিরুদ্ধ হইলে 'লোকরঞ্জন' জন্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। এরূপ স্থলে এক রাজ্যের প্রজা হওয়া কাহারও পক্ষে ঘটিল না, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের প্রজা হওয়া হইল, কেন না ব্যবস্থার ভিন্নতা দেশভেদে ব্যক্তিভেদেই হইয়া থাকে।

নববিধানে এমন কতকগুলি লোক একত্র হইলেন, যাঁহাদের রাজা এক, বিধি ব্যবস্থা এক, এবং নব নব বিধিব্যবস্থা সেই রাজা হইতে সাক্ষাৎ সমাগত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তিসমষ্টি না হইলে কখন বাহিরে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এক ব্যক্তিসম্বন্ধে ঈশ্বর অন্তরের রাজা হইতে পারেন, কিন্তু বহু অন্তর এক শাসনে শাসিত হইতে গেলেই সে সকল লোককে বাহ্যে একত্রিত হইতে হয়, কেন না প্রতিজন প্রতিজনের বাহ্যে। অনেকগুলি লোক যেখানে এক শাসনে শাসিত নহে, সকলে স্ব স্ব প্রধান, সেখানে রাজ্য হইল না, স্বেচ্ছাচার উচ্ছৃঙ্খলাচার ও বিদ্রোহ হইল। রাজ্য বলিলেই, রাজ্যোপরি রাজার নিত্য আধিপত্য বিদ্যমান বুঝাইতেছে, এবং নিয়ত রাজ্যের পরিবর্ত্তিত অবস্থানুসারে তাঁহাকে নূতন ব্যবস্থানিচয় প্রণয়ন করিতে হইতেছে, ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। অন্য অন্য সম্প্রদায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে চলে, যাঁহারা বিধি ব্যবস্থাদি প্রচার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নামে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আজও সেই সেই সম্প্রদায়ের নিয়ামক হইয়া উহা অবস্থিতি করিতেছে। বর্ত্তমান বিধানে ঈশ্বর স্বয়ং রাজা হইয়া যখন সকলের সন্নিধানে উপস্থিত, তখন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে, ইহাতো এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ কথা। পূর্ব্বে কি ঈশ্বর রাজা ছিলেন না? ছিলেন; কিন্তু পৃথিবীর লোকে রাজাকে দেখে নাই, রাজার প্রতিনিধিগণকে দেখিয়াছে। এই বিধানের আগমনের পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তিত্বের মত এই জন্যই সর্ব্বত্র প্রবল ছিল। যাঁহারা মধ্যবর্ত্তী তাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া রাজার সঙ্গে

সাধারণ লোকের সম্বন্ধ ছিল, সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে।

নববিধানের আগমন সেই দিন হইল, যে দিন মধ্যবর্ত্তিগণ আর রহিলেন না, ঈশ্বর রাজা হইয়া সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আর তোমাদিগকে কোন প্রতিনিধির নিকটে যাইতে হইবে না, আমি তোমাদিগকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শাসন করিব। প্রাচীন বিধানের আধিপত্য যখন চারি দিকে, সেই সময়ে নূতন বিধান আসিয়া থাকে। এই সময়ে অতি অল্পসংখ্যক লোক সেই বিধান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। এই সকল লোক লইয়া পৃথিবীতে বিধানের পত্তন হইয়া থাকে। নববিধানের লোক কাহারা ইহার পরিচয় পাওয়া সুকঠিন ব্যাপার নহে। যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের শাসনাধীনে আসিয়াছেন, তাঁহারাই এই নববিধানের লোক। এক জন চিন দেশে আর এক জন পিরু প্রদেশে অবস্থিতি করিতে পারেন, দৈহিক সম্বন্ধে অপরিচিত থাকিতে পারেন, অথচ দুই জনেই যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শাসনে শাসিত হন, তাঁহারা এই নূতন বিধানের লোক। আশ্চর্য্য এই যে, এই দুই ব্যক্তি এত দূরে অবস্থিতি করিয়াও একই শাসনে নিয়ত অনুশাসিত; একই ঈশ্বরের অনুশাসনে দুজনে এক জন হইয়া গিয়াছেন। এখানে কালদেশের ব্যবধানে উভয়ের ভিতরে ব্যবধান ঘটাইতে পারে নাই। ঈদৃশ যত জন লোক আছেন, তাঁহাদিগকে লইয়া নূতন রাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাম, মর্য্যাদা, পদ, এ সকল এখানে স্থান পাইতে পারে না, লক্ষণ দ্বারাই জানিতে পারা যায়, কাহাদিগের কর্ত্তৃক এক ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

আশ্রয় লাভ।

কে কৃতার্থ? কে ধন্য? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়, সেই কৃতার্থ সেই ধন্য যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের আশ্রয় লাভে সকলেরই সমান অধিকার, তিনি সকলকেই আশ্রয় দান করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ, তবে জীব কেন তাঁহার আশ্রয় লাভ করে না, এ প্রশ্নের উত্তর অনেকে অনেক প্রকারে দিয়া থাকেন, কিন্তু তন্মধ্যে যিটি যুক্তিযুক্ত তৎপ্রতি লোকে বিশেষ আকৃষ্ট হয়। আমরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া এই কথা বলি, অধিকার আছে সত্য, ঈশ্বরও আশ্রয়দানে বিমুখ তাহা নহেন, কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে কারণে হউক, তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া আছে, এবং তাঁহার আশ্রয় অনুভব করিতে না পারিয়া সংসারে অতি বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। আজ যাঁহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন নাই তাঁহাদের কথা বিচারে আনয়ন না করিয়া যাঁহারা ভগবানের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

আশ্রয় কি? কি হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, এই বিষয় প্রথম বিচার্য্য। যাহা কিছু অবলম্বন করিয়া লোকে অবস্থিতি করে, তাহাকে আশ্রয় বলে। আশ্রয়ের এই বিস্তৃত অর্থ ধরিলে বলিতে হয়, এ সংসারে ঈশ্বরাবলম্বন বিনা যখন কাহারও থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তখন ঈশ্বর সকল লোকেরই আশ্রয়। বায়ু বিনা আমাদিগের কাহারও শারীরিক জীবন ধারণ করিবার উপায় নাই, বায়ু শারীরিক জীবনের আশ্রয়, ঈশ্বর বিনা আমাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্তের অসম্ভাবনা, অতএব ঈশ্বর আমাদিগের আশ্রয়, একথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু আমরা যখন বলিয়াছি, "যাহা কিছু অবলম্বন করিয়া লোকে অবস্থিতি করে তাহাকে আশ্রয় বলে," তখন এখানে জ্ঞানপূর্ব্বক অবলম্বন বুঝাইতেছে। বায়ুতে আমরা বাস করিতেছি, বায়ুকে আমরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি, নিরন্তর শরীরের সঙ্গে উহার সংযোগে উহাকে আমরা স্পর্শযোগে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ ঈশ্বর-সম্বন্ধে আত্মা যখন সাক্ষাৎ অনুভব করে এবং অনুভব করিয়া তাঁহাতে নির্ভয়ে স্থিতি করে, তখন

বলিতে পারা যায় যে, অমুক আত্মা ঈশ্বরকে 'অবলম্বন করিয়া' স্থিতি করিতেছে। ঈদৃশ আত্মার নিকটে ঈশ্বর আশ্রয়। আশ্রয় নির্ণয় করিতে গিয়া আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈশ্বরের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি কি না কি হইলে আমরা বুঝিতে পারি। স্পর্শযোগে বায়ু প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে স্থিতি উপলব্ধি যেমন, আত্মাতে ঈশ্বরসংস্পর্শ লাভ করিয়া তাহাতে স্থিতি অনুভবও তেমনই। এই রূপ উপলব্ধি যাহার অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাকে আশ্রয়প্রাপ্ত বলা যাইতে পারে। কোন ব্যক্তির স্পর্শশক্তি বিনষ্ট হইয়া গেলে বায়ু থাকিলেও তাহার স্পর্শানুভব যেমন হয় না, সাধারণ লোকের অবস্থা ঈশ্বরসম্বন্ধে তদ্রূপ।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে প্রতীতি হইতেছে, ঈশ্বরাশ্রয়প্রাপ্তি অতি অসাধারণ ব্যাপার। ঈদৃশ আশ্রয়প্রাপ্তি হয় নাই, সাধারণজনগণসম্বন্ধে এ কথা আর স্পষ্ট উল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন করে না, বিনা উল্লেখেই বুঝা যাইতেছে। এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, আমরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, এ কথা আমরা কহিতে পারি কি না? যদি বলি আমরা আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইলে আশ্রয়প্রাপ্তের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই লক্ষণে আমরা লক্ষণাক্রান্ত, পাকতঃ আমরা ইহাই বলিতেছি। এটি কি অত্যন্ত সাহসিকতা নহে? সাহসিকতা হউক আর যাহাই হউক, আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমরা ভগবানের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি। এ কথা যে বৃথা সাহসিকতা নহে বাস্তবিক সত্য, দুই একটী কথা কহিয়া আমরা প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিতেছি।

দেশের সকল লোকেই দেখিতেছেন যে, তাঁহারা যে পথে চলেন সে পথ আমরা অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি। এরূপে প্রাচীন পথ ছাড়িতে গিয়া আমাদিগকে পরীক্ষায় নিপতিত হইতে হয় নাই, তাহা নহে। এ সকল পরীক্ষা সাধারণ লোকের নিকটে এমনই ভয়ঙ্কর যে, আমাদের পথ সত্য জানিয়াও মুক্তিপ্রদ জানিয়াও অনেকে পরীক্ষার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া আছেন। যখন আমরা প্রাচীন পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে আসি, তখন আমরা নিজের পুরষকার, সাহসিকতা, বা বলে আসি নাই, আমরা আমাদিগের অতিরিক্ত একটি পুরুষের বলে ধৃত হইয়া অগত্যা আসিয়া পড়িয়াছি। "অগত্যা আসিয়া পড়িয়াছি," এ কথা শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন, এ কেমন কথা? ঈশ্বর কি তবে আমাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নূতন পথে আনিয়া ফেলিয়াছেন? তাহা হইলে তিনি সকলকেই কেন এই রূপে আনয়ন করেন না? তিনি যদি অপরের সম্বন্ধে স্বাধীন ইচ্ছা অপেক্ষা করেন, তবে আমাদিগের সম্বন্ধে সে বিধি কেন অতিক্রম করিলেন? তিনি কি কোন কোন স্থলে আপনার বিধি আপনি খণ্ডন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন? আমরা বলি, তিনি কোন কালে আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা বিনষ্ট করেন নাই, আজ পর্য্যন্তও তিনি আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা ঠিক যেমন তেমনই রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদিগকে আনিবার পূর্ব্বে তিনি আপনাকে আমাদিগের নিকটে এমনই করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমরা তাঁহার প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই আকর্ষণের প্রাবল্যে মন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্যে আর কোন প্রকারে যোগ রাখিতে পারিল না। এক দিকে আত্মীয় পরীবারের সঙ্গে যে দৃঢ়তর বন্ধন ছিল, নবীন পথের অনুরোধে তাহা ছেদন করিতে ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হইল, অপর দিকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ পথে গমনও তাদৃশ যাতনাকর হইল। এই সংগ্রামে সংসারের জয় হয় কি ঈশ্বরের জয় হয়, ইহাই দেখিবার বিষয় ছিল। এই সংগ্রামকালে একটি বল হৃদয়ে অবতরণ করিল, যে বল, বুঝিতে পারা গেল, নিজের নয় তাঁহারই বল যিনি প্রাণকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বন্ধনচ্ছেদনের যাতনা অতি তীব্র হইলেও এই বল এমনই করিয়া মনকে তাহার বিপরীত দিকে টানিয়া রাখিল যে, কোন

প্রকারে মন সে তীব্র যাতনায় অভিভূত হইয়া সরিয়া পড়িবে তাহার সম্ভাবনা রহিল না। যাতনা অতিমাত্রায় অনুভূত হইতেছে, অথচ এমন একটী কথাও মুখ হইতে বাহির হইতে পারিল না যাহাতে সংসারের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনও হইতে পারে। মন সেই বলে আকৃষ্ট হইয়া অগত্যা নূতন পথে আসিয়া পড়িল, প্রাচীন সংসারের পথের সম্বন্ধ চির দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইল। বর্ত্তমান সাধকগণের জীবনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া ঈশ্বরের আশ্রয় অনুভব যে, জীবনের আরম্ভে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বুঝিতে পারা অপরিহার্য্য দেখান গেল। এই দৃষ্টান্ত এমনই সাধারণ যে, অনেকেই বলিতে পারেন, এ আমাদিগেরই জীবনের কথা। ঈদৃশ প্রত্যক্ষ ব্যাপারের পরও অনেকে পথভ্রষ্ট হয়েন, ইহাতেই দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতা অপহৃত হয় নাই। সে যাহা হউক, প্রথম ঘটনা হইতে আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষ ক্রমান্বয়ে এই আশ্রয় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, এক দিনের জন্যও এ আশ্রয়ভ্রষ্ট হওয়া যায় নাই, প্রথমে যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। বরং অনুভূতি দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের মধ্যে কে বলিবে যে, আমরা আশ্রয় প্রাপ্ত হই নাই। এই আশ্রয় পাইয়াছি বলিয়াই আমরা এখন যাহা তাহা হইয়াছি, অন্যথা আমরা আর এক প্রকার থাকিতাম। আমরা যে সকল সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা এই আশ্রয়প্রাপ্তির বলে। আমরা এই আশ্রয়ে কি লাভ করিয়াছি, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে চাই না, কেন না কালে তাহা প্রকাশ হইবে, আমাদিগের তাহা বর্ণনা করিবার বিষয় নহে। তবে আমরা এই মাত্র বলি যে, আমরা ভগবানের আশ্রয় লাভ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, এবং আমাদিগের হৃদয়ের এই একমাত্র অভিলাষ যে সকলেই সেই আশ্রয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হউন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

করুণা ও সাধন, এ দুইয়ের মধ্যে একটী বিসংবাদিতা অনেকে ঘটাইয়া থাকেন, বাস্তবিক কোন বিসংবাদিতা আছে কিনা, এইটি সকলের দেখা সমুচিত। প্রথম বিবেচ্য এই, করুণাবর্জ্জিত সাধন, সাধনবর্জ্জিত করুণা সম্ভবপর কি না? করুণাবর্জ্জিত সাধন তাহাকেই বলিতে পারা যায়, যে সাধন ঈশ্বরের করুণানিরপেক্ষ হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছে। এমন কোন সাধন আছে কি না, যাহা ঈশ্বরের করুণানিরপেক্ষ? সাধন করিবার পূর্ব্বে সাধনে প্রবৃত্তি প্রয়োজন। এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে সমুদিত হয়? ঈশ্বরের করুণা হইতে। ঈশ্বরের করুণায় সাধনে প্রবৃত্তি হইল, প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া কি আর করুণার প্রয়োজন রহিল না? যে সকল সাধন অবলম্বন করিলাম, তাহা কি ঈশ্বরের করুণার প্রেরণায়, না বুদ্ধির প্রেরণায়? যদি বুদ্ধির প্রেরণায় হয়, তাহা হইলে সে সাধনে সিদ্ধিলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। সাধনের লক্ষ্য সাধন নহে, সিদ্ধি। সিদ্ধি করুণানিরপেক্ষ সাধনে হইতে পারে না, সুতরাং করুণাবর্জ্জিত সাধন সাধনই নহে। এখন দেখা যাউক সাধনবর্জ্জিত করুণা সম্ভবপর কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে সাধন কি, এক বার জানা প্রয়োজন। যদ্দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় তাহা সাধন। এই সাধন কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপ নহে, ইহা সম্পূর্ণ আন্তরিক ব্যাপার। বাহিরে যে ক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাহা আন্তরিক বৃত্তির প্রেরণায়। সুতরাং সাধনের মূল অন্তরে। শ্রদ্ধাদি বৃত্তির প্রেরণায় ক্রিয়া উপস্থিত হয়, এই শ্রদ্ধাদিই প্রধান সাধন। এই শ্রদ্ধাদি আশ্রয় করিয়াই ঈশ্বরের করুণা আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্বএবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।"

"ইন্দ্রিয়গণযোগে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির এই ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বরেতে যে অহেতুক স্বভাবিক বৃত্তি উহাই ভগবদ্বিষয়ক ভক্তি। উহা সিদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ।" এই ভক্তিতে ঈশ্বর জীবহৃদয়ে আকৃষ্ট হন (ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি)। এই ভক্তিই তাঁহার করুণা আমাদিগের হৃদ্গোচর করিয়া থাকে। সে ভক্তি কি? আমাদিগের মনেরই বৃত্তি, এবং উহাই আমাদিগের মূল সাধনসামগ্রী। ঈশ্বরের করুণা আমাদিগের মনোবৃত্তির মধ্য দিয়া আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং সেই মনোবৃত্তিই যদি মূলসাধন সামগ্রী হইল, তবে সাধনবর্জ্জিত করুণাও আমাদিগের বুদ্ধিগম্য নহে। সাধন বলিতে লোকে কতকগুলি বাহিরের ব্যাপারমাত্র বোঝে, এই জন্য এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে, করুণা ও সাধনের বিসংবাদ আমাদের মনে প্রতিভাত হয় কেন? আমাদিগের মনোবৃত্তি করুণার আবির্ভাবস্থল, আবির্ভূত করুণাযোগে মনোবৃত্তি দিন দিন উন্নত হইতে উন্নত সোপানে আরোহণ করে, যতই উন্নত

সোপানে আরোহণ করে, ততই করুণাও উজ্জল হইতে উজ্জলতররূপে প্রতিভাত হয়, সুতরাং করুণাও সাধননিরপেক্ষ নহে, করুণানিরপেক্ষও সাধন নহে। উভয়কে উভয়ের সাপেক্ষ করাতে কাহারও গৌরব খর্ব্ব হয় না, কেন না ভগবান্ উভয়কে এইরূপে একত্র আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, উভয়ের একত্র বাসেই উভয়ের বাস্তবিক গৌরব।

ব্রহ্মস্তোত্র।

স্বর্গগত শ্রীমৎ প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস নিবদ্ধ।

[১লা জ্যৈষ্ঠের পর হইতে]

অমৃত।

কামক্রোধপ্রলোভাৎ শলভমিব জবৈস্তত্র তত্রোৎপতন্তং
মাৎসর্য্যাচ্চৈব মাদ্যাৎ নিজজনমভিতো মৃত্যুরূপাৎ পুনাসি।
রক্ষস্যেবাশু সর্ব্বং শরণমুপগতং ত্যক্তপাপং কৃপালু
স্তং দেবং ত্বাং হি ভক্ত্যা মৃতিহরমমৃতং দিব্যরূপং নমামি ॥২৩॥

পতঙ্গের ন্যায় বেগে উৎপতনশীল শরণাগত আপনার ব্যক্তিদিগকে যিনি মৃত্যুস্বরূপ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য হইতে অতিশীঘ্র রক্ষা করেন, ও পবিত্র করেন, সেই মৃত্যুনাশক অমৃতস্বরূপ কৃপালু তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করি। ২৩।

দত্ত্বা স্তন্যং শিশূনাং বপুরিহ জননী পাতি পুষ্ণাতি সম্যক্
শক্তোত্যাত্মানমেষাং ন হি মরণভয়াত্রাতুমেকা কদাচিৎ।
যস্ত্বং তন্মৃত্যুভীতিং পরিহরসি সদা দেহিনাং পাপলিপ্তিং
তং দেবং ত্বাং হি ভক্ত্যা মৃতিহরমমৃতং দিব্যরূপং নমামি ॥২৪॥

এখানে পার্থিব জননী একা শিশুদিগকে স্তন্য দান করিয়া রক্ষা ও পোষণ করেন, কিন্তু সেই শিশুদিগের আত্মাকে মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা করিতে কোনরূপেই সমর্থ নহেন। যে তুমি দেহীদিগের পাপলিপ্তিরূপ সেই মৃত্যুভীতি বিনাশ কর, সেই মৃত্যুভয়হারী দিব্যরূপী তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণতি করি। ২৪।

শান্ত।

যৎপ্রাপ্তৌ ধীরবীরঃ প্রভুপদকমলোপান্তলুব্ধৈকভৃঙ্গো
দারাপত্যাদিসর্ব্বস্বজননিধনজৈর্দুঃখসংঘৈরসহ্যৈঃ।
ঝঞ্ঝাবাতৈশ্চ বজ্রৈরচল ইব ন সংক্ষুভ্যতে চাল্যতে বা
ত্বাং ভক্ত্যা শান্তরূপং নিজজনহিতসংসক্তমীশং নমামি ॥ ২৫ ॥

প্রভুর পাদপদ্মসন্নিধানে অবস্থিতি করিবার জন্য লোভী ভৃঙ্গ সেই ধীর বীর পুরুষ যাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে স্ত্রীপুত্রপ্রভৃতি স্বজনবর্গের নিধনজনিত অসহনীয় দুঃখেও ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন না—কিন্তু পর্ব্বত যেমন ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্র পাতের মধ্যে অক্ষুব্ধ ও অবিচলিত থাকে, সেইরূপ থাকেন, সেই আপন ভক্তজনের হিতানুরাগী শান্তরূপ তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করি। ২৫।

শিব।

যো দেবস্ত্বমিমং বিপদ্ভিরভিতো জ্বালাভিরগ্নেরিব
প্রাণৈঃ স্বর্ণমিবাদহস্যবিরতং সংশুদ্ধয়ে হৃৎপতিঃ।
জ্ঞাত্বা শুদ্ধতমং স্বকর্ম্মসু পুনঃ সংযোজয়েঃ স্বং জনং
বন্দে তং সুহৃদং সমস্তজগতাং ত্বামেকমীশং পরম্ ॥ ২৬ ॥

যে দেবতা অগ্নির জ্বালার ন্যায় বিপদ সকল দিয়া আপনার প্রিয় ব্যক্তিকে শোধিত করিবার জন্য, স্বর্ণ যেমন শুদ্ধির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অগ্নিতে দগ্ধ হয়, সেইরূপ প্রাণের সহিত দগ্ধ করেন, আবার যখন সেই পরীক্ষিত ব্যক্তি বিশুদ্ধ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন স্বর্ণের ন্যায় যিনি আপনকার্য্যে নিযুক্ত করেন, সেই সমুদায় জগতের একমাত্র সুহৃৎস্বরূপ ঈশ্বর তোমাকে প্রণতি করি। ২৬।

বহ্নেঃ প্রজ্বলতঃ কৃপাপরবশস্ত্বং কালকূটাদ্বিষা-
দুচ্চৈঃ পর্ব্বতপাতনাদহিমুখাদ্ ভীমাৎ সমুদ্রাদপি।
প্রহ্লাদং নিজভক্তমেবমখিলাদামোচয়ঃ সঙ্কটা-
দ্দেবং তং শিবদং ভজেহমনিশং ত্বামেকমীশং পরম্ ॥ ২৭ ॥

যিনি কৃপাপরবশ হইয়া প্রজ্বলিত বহ্নি, কালকূট বিষ, উচ্চপর্ব্বতপাত, ভয়ঙ্কর সর্পমুখ এবং সমুদ্র, এবংবিধ সঙ্কট সকল হইতে নিজ ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছেন সেই মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর তোমাকে সর্ব্বদা প্রণতি করি। ২৭।

স্বান্তধ্বান্তহরং সদাশিবকরং লোভায়নং ক্ষোভহৃ-
দ্রূপং রূপবিবর্জ্জিতং ক্লমহরং সন্দর্শয়ন্ নারদম্।
যো দেবো নিজপাদপাদপতলে তং বদ্ধবাংশ্চ স্বয়ং
তং বন্দে করুণানিধিং সমদৃশং ত্বামেকমীশং পরম্ ॥ ২৮ ॥

যিনি নারদ ঋষিকে মনের অন্ধকারহারী মঙ্গলকারী লোভজনক ক্ষোভহারী ক্লেশহর অরূপরূপ প্রদর্শন করিয়া আপন পাদপাদপতলে চিরকালের জন্য স্বয়ং বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই করুণাসাগর সমদর্শী ঈশ্বর, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ২৮ ॥

জিজ্ঞাসোর্জনকস্য চেতসি পরং সঞ্চিন্তমানস্য চ
প্রাবোচঃ প্রভুরস্ম্যহং হি জগতামাধার ইত্যাত্মভূঃ।
ইত্থং যো নিজভক্তচিত্তনিহিতধ্বান্তান্তকারী বিভুং
ত্বাং বন্দে পুরুষোত্তমঞ্চ শিবদং তং দেবমেকং পরম্ ॥ ২৯ ॥

পরমাত্মচিন্তাপরায়ণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু জনক ঋষির চিত্তে যে স্বয়ম্ভু 'আমি একমাত্র জগতের আধার প্রভু' এই কথা বলিয়াছেন, এই প্রকারে যিনি আপন ভক্তদিগের চিত্ত নিহিত অন্ধকার নষ্ট করেন, সেই মঙ্গলময় পুরুষোত্তম তোমাকে প্রণাম করি। ২৯।

যেনৈকেন পরাত্মনা নিজজনক্লেশচ্ছিদা সত্বরং
স্বং ধ্রৌব্যং প্রকটীকৃতং ধ্রুবহৃদি স্বচ্ছে নবে দর্পণে।
তস্যাপ্যস্য পরং ধ্রুবত্বমমিতং ব্যক্তীকৃতং যেন তং
ত্বাং দেবং পরমং ভজেহমনিশং সত্যং শিবং সুন্দরম্ ॥ ৩০ ॥

যিনি আপনার ব্যক্তিদিগের সত্বর ক্লেশ ছেদন করেন বলিয়া ধ্রুবনামক স্বভক্তের নূতন দর্পণের ন্যায় হৃদয়ে আপনার ধ্রুবত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেই ধ্রুবেরও অপরিমেয় নিত্যকাল

স্থাপিত ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই মঙ্গলময় রমণীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বর তোমাকে প্রণাম করি। ৩০।

দুর্ব্বাসস্তীব্রকোপপ্রভবদহনতশ্চাম্বরীষং নৃপং যো
ভক্তং ত্বং রক্ষসি স্ম স্বয়মঙ্ঘ্রিচরণে দত্তসর্ব্বস্বমীশঃ।
ভক্ত্যঙ্গানাং প্রসাদাদতিশয়বিনতং ত্যক্তকর্ত্তৃত্বমেকং
ত্বাং বন্দে দুঃখদগ্ধেষ্বভয়মহমিহৈবাত্মদং দিব্যরূপম্॥ ৩১॥

যিনি ঈশ্বরচরণে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন, ভক্তির অঙ্গ সকল সাধন করিয়া যিনি অত্যন্ত বিনীত হইয়াছেন, কর্তৃত্বাভিমান শূন্য সেই নিজ ভক্ত অম্বরীষ নামক নৃপতিকে দুর্ব্বাসা ঋষির সুতীব্র কোপরূপ অগ্নি হইতে যিনি রক্ষা করিয়াছেন, সেই দিব্যরূপী ও দুঃখদগ্ধলোকসকলপক্ষে অভয় ও আত্মদাতা তোমাকে নমস্কার করি। ৩১।

গৌরাঙ্গোগুরুশঙ্করশ্চ জনকঃ শ্রীশাক্যসিংহোমুনিঃ
প্রহ্লাদো ধ্রুবদৃগ্‌ ধ্রুবঃ শিবশুকৌ শ্রীনারদো নানকঃ।
ইত্যাদ্যান্ নিজসেবকান্ প্রিয়তমান্ যোহস্থাপয়ঃ স্বে পদে
প্রেম্না ত্বং নিজভক্তরক্ষণপটুং ত্বামেকমীশং ভজে॥ ৩২॥

গৌরাঙ্গ, শঙ্করাচার্য্য, জনক, শাক্যসিংহ, প্রহ্লাদ, ধ্রুবদর্শী ধ্রুব, শিব, শুক, নারদ ও নানক প্রভৃতি আপন প্রিয়তম সেবকদিগকে যিনি প্রেম বশতঃ আপন পাদপদ্মে স্থাপন করিয়াছেন, সেই নিজ ভক্তরক্ষণে পটু ঈশ্বর তোমাকে প্রণতি করি। ৩২।

ঈশাসং নিজমেকভক্তমভিতো নির্যন্ত্রয়ন্ শত্রুভিঃ
ক্রোশাঢ্যে নিকষোপলে কষিতবান্ তৎপ্রেমহেমং ক্রুশে।
এবং যো দ্রঢ়য়ত্যপাস্তকলুষং বিশ্বাসিনাং জীবনং
ত্বাং বন্দে সুহৃদং সদৈব ভজতাং সত্যং শিবং সুন্দরম্॥ ৩৩।

আপন প্রিয় সন্তান ঈশাকে শত্রু সকল কর্ত্তৃক নিপীড়িত করিয়া, বিপুল ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হয় বলিয়া যাহার নাম ক্রুশ সেই ক্রুশরূপ নিকষপ্রস্তরে যিনি সেই প্রিয় পুত্রের প্রেমরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা করিয়াছেন, এই প্রকারে যিনি বিশ্বাসীদিগের বিমল জীবনকে সর্ব্বদা সুদৃঢ় করিয়া থাকেন, সেই ভক্তদিগের একমাত্র সুহৃৎ সত্য শিব ও সুন্দর দেবতা তোমাকে প্রণতি করি। ৩৩।

নানালৌকিকভৎর্সনৈরুপাদিশন্ রাজ্ঞাপি সংপীড়য়ন্
মোষেষং স্বজনং চকর্থ কৃপয়া স্বাদিষ্টভৃত্যং পরম্।
ইত্থং যেন পরীক্ষিতো নিজজনঃ প্রেম্নাভিসংবর্দ্ধিত-
স্বাং দেবং প্রণমামি নিত্যমখিলত্রাতারমেকং শিবম্॥ ৩৪।

নানা লৌকিক তিরস্কার দ্বারা উপদেশ দিয়া রাজা কর্ত্তৃক নিপীড়িত করিয়া যিনি মুষাকে কৃপা করিয়া আপন আদিষ্ট প্রিয় ভৃত্য মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, এই প্রকারে যিনি আপন ভক্তকে প্রেম দ্বারা পরীক্ষিত ও বর্দ্ধিত করেন, সেই অখিলের পরিত্রাতা এক মাত্র মঙ্গলময় প্রভু তোমাকে প্রণাম করি। ৩৪।

যে সর্ব্বে পুণ্যবন্তঃ সুরনরনিকরৈঃ পূজিতাঃ সংবভূবুঃ
সংসারেঽস্মিন্ পুরা তে তব চরণরুচা প্রাপ্তদিব্যপ্রভাবাঃ।
যস্যাসাদ্য প্রসাদং বিজিতরিপুবলা বীররূপাশ্চ সর্ব্বে
ত্বাং বন্দে দিব্যরূপং স্বজনহৃদয়হৃচ্ছর্ম্মরূপং নমামি॥ ৩৫।

যে পুণ্যবান্ লোক সকল দেবতা ও মানবসমাজে পূজিত হইয়াছেন, এই সংসারে তাঁহারা তোমার পদজ্যোতি হইতে দিব্য প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া রিপু সকলকে জয় করিয়া তাঁহারা সকলে বীররূপে বিচরণ করেন, সেই দিব্যরূপী ভক্তচিত্তহারী মঙ্গলস্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি। ৩৫।

অদ্বৈত।

একো যস্ত্বমমূন্ বিভর্ষি পরিতঃ পুষ্ণাসি বিশ্বম্ভর-
শ্চৈকস্ত্বং সকলান্ পুনাসি কৃপণান্ পাপাভিভূতান্ নরান্।
একস্ত্বঞ্চ বশীকরোষি বিবশান্ দুষ্টাংশ্চিরোন্মার্গগান্
ত্বাং দেবং প্রণমামি বিশ্বজনকং দ্বৈতাৎ পরং সুন্দরম্॥ ৩৬॥

যে বিশ্বম্ভর একাকী সকলের ভরণ পোষণ করেন, এবং একাকী পাপাভিভূত কৃপাপাত্র মনুষ্যদিগকে পবিত্র করেন, যিনি একাকী চিরোন্মার্গগামী অবশীভূত দুষ্টদিগকে বশীভূত করেন, সেই বিশ্বজনক দ্বৈতাতীত রমণীয় প্রভু তোমাকে প্রণাম করি। ৩৬।

একো যঃ সৃজসি প্রভূতবিভবং বিশ্বং সমস্তং বিভু
শ্চৈকস্ত্বং পরিপাসি লোকমখিলং নিত্যং স্বয়ং বিশ্বভৃৎ।
একস্ত্বং কৃপয়া বিপদ্ভ্য ইহ সংরক্ষেঃ প্রপন্নান্ জনান্
ত্বাং দেবং প্রণমামি বিশ্বজনকং দ্বৈতাৎ পরং সুন্দরম্॥ ৩৭॥

এই প্রভূতবিভবযুক্ত সমস্ত বিশ্বরাজ্য যিনি একাকী সৃষ্টি করিয়াছেন, যে বিশ্বম্ভর স্বয়ং সর্ব্বদা সমস্ত লোকদিগকে এই সংসারে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন, সেই রমণীয় দ্বৈতাতীত বিশ্বজনক তোমাকে প্রণাম করি। ৩৭।

অপ্রাপ্যেহ পুরা বিমূঢ়মনুজা যং ভূতিপূর্ণং শিবং
নানাভূষণভূষিতান্ বহুবিধান্ দেবান্ ধিয়াঽকল্পয়ন্।
যেনৈকেন সমং ন কশ্চিদপি যত্তেষাং সুষাম্যংগত-
স্ত্বাং দেবং প্রণমামি বিশ্বজনকং দ্বৈতাৎ পরং সুন্দরম্॥ ৩৮॥

যে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ মঙ্গলময় প্রভুকে পূর্ব্বকালে মূর্খ লোকেরা প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া বুদ্ধিরচিত নানা দেবতার কল্পনা করিয়াছিল, এবং যত দূর সম্ভব অলঙ্কার ও সৌন্দর্য্য তাহাতে আরোপ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার একটি দেবতাও তোমার তুলনা লইতে পারিল না, সেই দ্বৈতাতীত বিশ্বজনক রমণীয় তোমাকে প্রণাম করি। ৩৮।

যে সর্ব্বে ভোগ্যভোগৈঃ প্রসভমিহ বহির্নীয়মানা যজন্তে
ত্বাং ত্যক্ত্বা সর্ব্বশর্ম্মপ্রভবমশুভদান্ বিত্তবন্ধুপ্রকামাঃ।
তেষাং শেষৈকগম্যং কুটিলগতিমতাং স্রোতসাং সিন্ধুতুল্যং
ত্বাং দেবং প্রণমামি বিশ্বজনকং দ্বৈতাৎ পরং সুন্দরম্॥ ৩৯॥

যে সকল বিত্ত ও বন্ধুর অভিলাষী লোকেরা ভোগ্য বস্তু কর্ত্তৃক বাহিরে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বমঙ্গলদাতা তোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশুভদায়ী কল্পিত দেবতার উপাসনা করে, সেই কুটিলগামী মানবদিগেরও একমাত্র শেষগম্য তুমি, যেমন কুটিলগামী

নদী সকলের সমুদ্র শেষগম্য, সেই দ্বৈতাতীত বিশ্বজনক তোমাকে প্রণতি করি। ৩৯।

পুণ্য।

যস্য শ্রীপরমেশ্বরস্য কৃপয়া কীটোপমা মানবা-
স্ত্যক্ত্বা পাপপুরীষগর্ত্তমচিরাৎ স্বর্গেঽমরত্বং গতাঃ।
তেষাং পূতবিমুক্তজীবনগতিশ্চালোকতুল্যা পুন-
রন্যেষামপি চাস্তি দিব্যবিভবং ত্বামেকদেবং ভজে॥ ৪০॥

যে পরমেশ্বরের কৃপাতে কীটোপম মানব সকলও পাপরূপ পুরীষগর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া অতিশীঘ্র স্বর্গে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবার তাঁহাদিগের পবিত্র বিমুক্ত জীবনের গতি অন্যলোকদিগের পক্ষে আলোক তুল্য হইয়া আছে, সেই দিব্য ঐশ্বর্য্য পূর্ণদেবতা তোমাকে প্রণতি করি। ৪০।

যেনাদ্যাপি পিপাসবঃ প্রতিদিনং তৃপ্যন্ত এবামৃতৈ-
র্ব্বিদ্বিষ্টাঃ পরিতো দ্বিষদ্ভিরনিশং সন্তঃ প্রশান্তা অমী।
যস্য শ্রীপদদুর্গমেত্য কুশলং সন্ত্যেব নিত্যোৎসবা-
স্তং ভক্ত্যা নিজভক্তবৎসলমহং ত্বামেকমীশং ভজে॥ ৪১॥

যাঁহার প্রদত্ত অমৃত লাভ করিয়া অদ্যাপি পিপাসু ভক্ত পরিতৃপ্ত হইতেছেন, বিদ্বেষকারী শত্রুদিগের দ্বারা নানা প্রকারে বিদ্বিষ্ট হইয়াও যে প্রশান্ত সাধু সকল শ্রীপাদপদ্মরূপ দুর্গ আশ্রয় করিয়া নিত্য উৎসবে কাল যাপন করেন, সেই নিজ ভক্তবৎসল ঈশ্বর তোমাকে প্রণাম করি। ৪১।

মাতা যাদৃক্ পিতা বা স্বসুতবদনসংন্যস্তকৃষ্ণাঙ্কজালং
দৃষ্ট্বা শীঘ্রং করাভ্যামপনুদতি সমাকৃষ্য চেলাঞ্চলেন।
তাদৃক্ যস্ত্বং নিজানাং হৃদয়বিনিহিতং সোঢুমেনোন শক্ত-
স্তাং দেবং শুদ্ধরূপং ভজনরসজুষাং রক্ষিতারং নমামি॥ ৪২॥

পিতা মাতা যেমন আপন পুত্র কন্যাদিগের বদনে কাল দাগ দেখিলে অতিশীঘ্র হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া দেন, সেইরূপ যে তুমি আপন ভক্তদিগের হৃদয়ে পাপের চিহ্ন সহ্য করিতে সমর্থ নহ, সেই শুদ্ধস্বরূপ ভজনারসযুক্তদিগের রক্ষাকর্ত্তা তোমাকে প্রণাম করি। ৪২।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হদিস।

৬৪।

আজানের মাহাত্ম্য।

মাবিয়া বলিয়াছেন, হজরত মোহম্মদকে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে কেয়ামতের দিনে আজানদাতার মস্তক সকল লোক অপেক্ষা সমুন্নত হইবে।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যখন নমাজের জন্য আজান হয়, তখন পাপাসুর (শয়তান) প্রস্থান করে, * * * সে যেন সেই আজানধ্বনি শুনিতে না পায়। পরে যখন আজান সমাপ্ত হয় তখন সে উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশ্বাসিগণ নমাজে প্রবৃত্ত হইবামাত্র সে প্রস্থান করে। নমাজের স্থিতি রহিত হইবামাত্র সে ফিরিয়া আইসে, লোকের অন্তর বাহিরের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত করে, সে বলে এরূপ কথা বল, এরূপ কথা বল। যখন কত দূর নমাজ পড়িয়াছে লোকের এই জ্ঞান থাকে না তখন সে নিঃশব্দ হয়। (আবু হরেরা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, মনুষ্য ও উপদেবতা এবং কোন বস্তু আজানদাতার এমন সমুচ্চধ্বনি শ্রবণ করে না যে কেয়ামতের দিনে তাহার সাক্ষ্য দান করিবে না। (আবু সয়িদ)

হজরত বলিয়াছেন, হে লোক সকল, যখন মোওজ্জেনের আজান শ্রবণ কর তখন সে যাহা বলে তদনুরূপ বলিও, তৎপর আমার সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিও, নিশ্চয় যে ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি তদ্‌যোগে দশগুণ অনুগ্রহ করেন। তৎপর ঈশ্বরের নিকটে আমার অবলম্বন প্রার্থনা করিও। সত্যই ইহা স্বর্গলোকে এক বিশেষ পদ, ঈশ্বরের দাসমণ্ডলীর কোন দাস ব্যতীত অন্যে তাহার উপযুক্ত নহে। আশা করি যে সে আমি হইব। পরন্তু যে ব্যক্তি আমার অবলম্বন (উসিলা) প্রার্থনা করিবে তাহার সম্বন্ধে "শফায়েত" (পাপক্ষমার অনুরোধ) অবতীর্ণ হইবে। (ওমরের পুত্র অবদোল্লা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, যখন মোওজ্জেন বলে, "আল্লাহো আক্‌বর, আল্লাহো আক্‌বর" তখন তোমাদের যে কেহ বলে, "আল্লাহো আক্‌বর আল্লাহো আক্‌বর" তৎপর মোওজ্জেন যখন বলে, "আশ্‌হদোআল্‌লা এলাহা এল্লেল্লাহ", তখন তোমাদের যে কেহ বলে, "আশ্‌হদো আল্‌লা এলাহা এল্লেল্লাহ, আশ্‌হদো, আল্‌লা এলাহা এল্লেল্লাহ" তৎপর যখন আজানদাতা বলে, "আশ্‌হদো আন্ মোহম্মদ রসুলাল্লাহ" তদনুসারে তখন তোমাদের যে কেহ বলে, "আশ্‌হদো আন্ মোহম্মদ রসুল্লাহ," তৎপর আজানদাতা যখন বলে, "হিয়া আল:সলাতে" তোমাদের যে কেহ বলে "লাহওলা ওলা কুওতা এল্লাবেল্লাহে" অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন বল ও শক্তি নাই, তৎপর যখন আজানদাতা বলে "হিয়া অমল্ ফলাহ" তখন তোমাদের যে কেহ বলে "লাহওলা ওলাকুওতা এল্লা বেল্লাহে," তৎপর যখন মোজ্জেন বলে, "আল্লাহো আক্‌বর," তখন তোমাদের যে কেহ বলে, "আল্লাহো আক্‌বর," তৎপর যখন মোওজ্জন বলে, "লা এল্লাহ এল্লেল্লাহে" তখন তোমাদের যে কেহ মনের সহিত বলে, "লা এল্লাহ এল্লেল্লাহে," সে স্বর্গে প্রবেশ করে। (ওমর)

হজরত বলিয়াছেন, আজান শ্রবণের সময়ে যে ব্যক্তি বলে, হে ঈশ্বর আমার প্রতিপালক, এই পূর্ণ নিমন্ত্রণ ও নমাজের প্রতিষ্ঠা, তুমি মোহম্মদকে উসিলা (মুক্তিলাভের সহায়ের পদ) ও গৌরব দান কর, তুমি তাঁহার সম্বন্ধে যে বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়াছ সেই প্রশংসিত শফায়েতের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত কর, কেয়ামতের দিনে আমাদের জন্য শফায়েত তাঁহার উদ্দেশ্যে অবতারণ কর। (জাবের)

ওনস বলিয়াছেন, যখন একদা উষার অভ্যুদয় হইল তখন হজরত মোহম্মদের ভাবান্তর হইতেছিল, তিনি আজান শ্রবণ করিতেছিলেন, আজানের ধ্বনি শুনিলেন, অবধান করিলেন, শুনিলেন যে একব্যক্তি বলিতেছে, "আল্লাহো আক্‌বর, আল্লাহো আক্‌বর" তখন তিনি বলিলেন, "তুমি ধর্ম্মেতে আছ" তৎপর সে বলিল "আশ্‌হদো আল্‌ লা এলাহএল্লেল্লা" প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "তুমি নরকাগ্নি হইতে মুক্ত হইয়াছ"। পরে লোকে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া জানিল যে সে একজন মেষপালক।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, আজানদাতার আজান শ্রবণ-কালে যে ব্যক্তি বলে "আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে সেই ঈশ্বর, ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি অংশিবিহীন একমাত্র এবং মোহম্মদ তাঁহার দাস ও তাঁহার প্রেরিত, আমি প্রতি-পালক ঈশ্বরেতে এবং প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদের প্রতি ও এস্‌লাম ধর্ম্মেতে সম্মত" তাহার অপরাধ ক্ষমা হয়। (সাদ)

হজরত বলিয়াছেন যে, এমাম নমাজের প্রতিভূ, এবং মোও-জ্জেন নমাজের সময়পরিরক্ষক, হে ঈশ্বর, এমামদিগকে সৎপথ প্রদর্শন কর এবং আজানদাতাদিগকে ক্ষমা কর। (আবু-হরেরা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সাত বৎসর কাল ধর্ম্মোদ্দেশ্যে আজান দান করিয়াছে তাহার জন্য নরকানল হইতে উদ্ধার এই কথা অঙ্কিত হইয়াছে। (আব্বাসের পুত্র)

হজরত বলিয়াছেন যে, সেই মেষপালকের বিষয়ে ঈশ্বর আশ্চর্য্যান্বিত, যে গিরিশৃঙ্গে নমাজের জন্য আজান দান করে, এবং নমাজ পড়ে। ঈশ্বর বলেন, আমার এই দাসের প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত কর, সে আজান দিতেছে এবং নমাজ প্রতিষ্ঠা করিতেছে, ও আমা হইতে ভয় পাইতেছে, নিশ্চয় আমি স্বীয় দাসের অপরাধ ক্ষমা করিলাম এবং তাহাকে স্বর্গে গ্রহণ করি-লাম। (অক্‌বা)

হজরত বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তি বিচারের দিনে আশ্রয়ের উচ্চভূমিতে থাকিবে, যে দাস ঈশ্বরের স্বত্ব ও স্বীয় প্রভুর স্বত্ব পরিশোধ করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের এমামের কার্য্য (আচার্য্যের কার্য্য) করিয়াছে, এবং সেই সকল লোক তাহার প্রতি সন্তুষ্ট, এবং যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচ নমাজের আজান দান করিয়া থাকে। (ওমরের পুত্র)

প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, আজানদাতার স্বরবৈরুব্য ক্ষমা হয়, এবং তাহার নিকটে শুষ্ক ও সরস ফল (নমাজের পুরস্কার-স্বরূপ) উপস্থিত হয়, ও নমাজের সাক্ষিস্বরূপ দেবতা তাহার সম্বন্ধে পঞ্চবিংশতি নমাজ লিপি করেন, এবং নমাজ ও আজান উভয়ে তাহার পাপক্ষালন করে। (আবুহরেরা)

ওস্‌মান বলিয়াছেন, আমি হজরতকে বলিয়াছিলাম যে, প্রেরিত পুরুষ, আপনি আমাকে আমার দলের এমাম নিযুক্ত করুন। তাহাতে তিনি বলেন, তুমিই তাহাদিগের এমাম বট। তাহাদিগের মধ্যে দুর্ব্বলদিগের অনুসরণ করিও, (১) স্বীয় আজানদানে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না এমন মোওজ্জেন গ্রহণ করিও।

ওম্ম সোলমা বলিয়াছেন যে, হজরত আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যেন আমি মগরবের আজানের সময়ে বলি; পর-মেশ্বর, এই তোমার নিশার প্রাক্‌কাল ও তোমার দিবার অন্ত-কাল, এবং এই তোমার আহ্বানের ধ্বনিসকল, পরিশেষে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

একদা বেলাল নমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হন, যখন তিনি বলেন, "কদ্দ কামতঃসলাত" তখন হজরত বলেন, ঈশ্বর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন ও তাহাকে স্থায়ী করুন, এবং ওমর যেমন আজানের মধ্যে "লাহওল ওলা কুওত" ইত্যাদি বলিয়াছেন, তিনিও সমুদায় একামতে "তাহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। (আবু এমামা)

হজরত বলিয়াছেন যে, আজান ও একামতের মধ্যে যে প্রার্থনা হয় তাহা বিফল হয় না। (ওনস)

হজরত বলিয়াছেন, দুইটি প্রর্থনা বিফল হয় না, এক আজানের সময়ে প্রার্থনা, দ্বিতীয় ধর্ম্মযুদ্ধের সময়ে প্রার্থনা। (সহল)

জাবের বলিয়াছেন, হজরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে শয়তান যখন নমাজের আজান শ্রবণ করে তখন সে রুহা-ভূমি পর্য্যন্ত প্রস্থান করে (২)।

অল্‌কমা বলিয়াছেন যে, আমি মাবিয়ার নিকটে উপস্থিত ছিলাম, যখন মাবিয়ার আজানদাতা আজান দান করি-লেন, তখন তিনিও স্বীয় আজানদাতার অনুরূপ উক্তি করি-লেন। যখন মোওজ্জেন বলিলেন "হেয়া অলঃসলাত" তখন মাবিয়া "লাহওল" ইত্যাদি বলিলেন, এবং যখন "হেয়া আলম্‌ ফলাহ্‌" উক্ত হইল, তখনও মাবিয়া "লাহওল" ইত্যাদি, বলিলেন, এবং ইহার পরে মোওজ্জেন যাহা উচ্চারণ করিয়া ছিলেন তাহা উচ্চারণ করিলেন। তৎপর আমি প্রেরিত পুরুষকেও এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি।

আবু হরেরা বলিয়াছেন যে, আমরা হজরত মোহম্মদের সঙ্গে ছিলাম, বেলাল আজানদানে প্রবৃত্ত হন, পরে তিনি যখন নিবৃত্ত হইলেন, তখন হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি এই উক্তির অনুরূপ উক্তি করিয়াছে আমার বিশ্বাস যে সে স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছে।

আয়শা বলিয়াছেন, হজরত যখন আজান শ্রবণ করিতেন তখনই উপস্থিত হইতেন ও বলিতেন, 'এবং আমি এবং আমি।'

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দ্বাদশবৎসর আজান দান করে স্বর্গ তাহার উপযুক্ত হয়, তাহার আজানদানের জন্য

(১) দুর্ব্বলদিগের অনুসরণ করার অর্থ দুর্ব্বলপ্রকৃতি-দিগের অবস্থানুযায়ী নমাজ সংক্ষেপ করা।

(২) মদিনা নগর হইতে রুহ ৩৬ মাইল দূরে।

প্রত্যেক দিক তাহার নিমিত্ত বাটটি শুভফল এবং প্রত্যেক একামতের জন্য ত্রিশটি শুভফল অঙ্কিত হয়। (ওমরের পুত্র)

ওমরের পুত্র বলিয়াছেন যে, মগরবে আজানের সময়ে প্রার্থনা করিতে আমরা আদিষ্ট হইয়াছি।

(ক্রমশঃ)

তত্ত্ববোধিনীর ভ্রমশোধন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইনের যখন প্রথম পাণ্ডুলিপি হয়, তখন উহা ব্রাহ্মবিবাহের আইন নামে আখ্যাত হয়। যখন এই পাণ্ডুলিপি আইনে পরিণত হয়, সেই সময়ে যাহাদিগের কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস নাই, তাহাদিগকে অন্তর্ভূত করিয়া লওয়া হয়। এটি কোন কালে আমাদের অনুমোদিত ছিল না। সন্তানগণের দায়প্রাপ্তিবিষয়ে তাহাদিগকে অনধিকারী করা ন্যায়সঙ্গত নয় বলিয়া আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা। তিন আইন যদি সেশ্বরবিবাহপ্রণালীর বিরোধী হইত, তাহা হইলে দায়প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইলেও সে আইনের আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিতাম না। রেজিষ্ট্রার সেশ্বরবিবাহপ্রণালী অনুসারে নিষ্পন্ন বিবাহে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন এবং তৎকালে বরকন্যার প্রতিজ্ঞাদি স্বয়ং শ্রবণ করেন এবং সেই প্রণালীকে সিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়া রেজিষ্ট্রার করেন। এই আইনসম্বন্ধে আমাদিগের আক্ষেপ এই যে, এতদ্দ্বারা ধর্ম্মবিশ্বাসবিরহিত লোকদিগকে উৎসাহ দান করা হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির অবস্থায় ব্রাহ্মবিবাহের আইন থাকিয়া পরে যখন বিসদৃশ আকার ধারণ করিল, সে জন্য দায়ী আইনকর্ত্তারা, অপরে সে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে কেন? কলিকাতাসমাজের বিবাহ যে সিদ্ধ নয়, ইহা আডবোকেট জেনারেল এবং কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলীর ব্যবস্থানুসারেই স্থিরীকৃত হয়। সে সকল ব্যবস্থাপত্র ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত হইয়া বিদ্যমান আছে। কলিকাতাব্রাহ্মসমাজের বিবাহপদ্ধতি পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল, তাহা সিদ্ধ নয় বলিয়াই আইন প্রচারের পর যে বিবাহ হয় তাহাতে সপ্তপদীগমন প্রচলিত করা হয়। মনুপ্রভৃতি স্মৃতিকার মতে সপ্তপদীগমন হইবার পূর্ব্বে বিবাহ অনায়াসে ভঙ্গ করা যাইতে পারে। সপ্তপদীগমন হইলে আর বিবাহ ভঙ্গ হয় না, এই দেখিয়া সপ্তপদীগমন প্রচলিত করা হইয়াছে, কালে উপনয়নাদিও পরিগৃহীত হইয়াছে। এ সকল করিয়াও যে, কলিকাতাসমাজের বিবাহপদ্ধতি আইনের পক্ষে সিদ্ধ নয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এদেশে বিবাহ বৈদিক বিধি অনুসারে নিষ্পন্ন হয়, বিনাগ্নিসন্নিধানে ঈদৃশ ক্রিয়া কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গবৈকল্য জন্মাইলেই বা সে বিবাহ হিন্দুমতে কি প্রকারে সিদ্ধ?

কলিকাতাসমাজের বিবাহপদ্ধতি প্রণয়নকালে আচার্য্য কেশবচন্দ্র বিদ্যমান ছিলেন এবং দম্পতীর প্রতি বিবাহে যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা তাঁহারই নিবদ্ধ। ঐ উপদেশ আমাদিগের পদ্ধতিতে অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। আমাদিগের পদ্ধতি স্থির করিবার সময়ে হিন্দুবিবাহপদ্ধতি দেখিয়া এমন একাদটি বিষয় গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহা কলিকাতা সমাজের পদ্ধতিতে আজও নাই। কোন কোন স্থলে এমন পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ নূতন। কেবল নূতন করিবার জন্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা নহে, বিবাহের প্রকৃত আধ্যাত্মিক পক্ষ প্রস্ফুট করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছে। "আত্মাই বিবাহ করে, উভয় আত্মার বিবাহবন্ধন স্বয়ং ঈশ্বর নিবদ্ধ করেন" এই উক্তি আমাদিগের বিবাহপদ্ধতিতে প্রতিফলিত দৃষ্ট হয়। বিবাহ পার্থিব আইনদ্বারা নিষ্পন্ন হয় না, স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়, সহযোগী যে নবসংহিতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট ঐ কথা আছে। আইন কেবল দায়প্রাপ্তিজন্য। অনাগত সন্তানগণকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়াই আইনকে গৌণাঙ্গরূপে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

সংবাদ।

আনন্দময়ীর ভাণ্ডার অতীব অদ্ভুত। বিশ্বাসী সন্তানগণ এই ভাণ্ডারের অধীনে বাস করিয়া কত আনন্দই না সম্ভোগ করেন। ভাণ্ডারের পাত্র গুলিন সমস্ত দুই মুখো। টাকা কড়ি অন্ন বস্ত্র এক মুখ দিয়া আসিতেছে, আর এক মুখ দিয়া বাহির হইয়া জীবের সেবায় চলিয়া যাইতেছে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচারভাণ্ডারের ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ভাণ্ডারের অবস্থা প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় দেখি, যাহা আসিয়াছিল তাহা সমস্ত চলিয়া গিয়াছে, রাত্রিতে শয়নের সময় কল্য কি খাইব তাহার কোন সংস্থান নাই। ধন্য মা দয়াময়ী, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে মার কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাই, পর দিন প্রাতে আবার দেখি মা লক্ষ্মী নিজেই ব্যস্ত হইয়া আমাদের এত গুলিন পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার তো ২৪। ২৫ বৎসর ধরিয়া আমরা দেখিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু বিগত দশ মাস কাল আমরা মার খাসের প্রজা হইয়া মা লক্ষ্মীর এই পালনী শক্তির বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছি। "যাদের কেহ নাই সংসারে, আপন বল মনে করে," এমন অবস্থাপন্ন অল্প বিস্তর ৩০। ৩৫ টি ব্যক্তি প্রতিদিন পিতার বিশেষ দয়াতে অন্ন বস্ত্র আশ্রয় লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দে প্রভুর সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। আমরা এবারকার পত্রিকার শেষ ভাগে যে ষাণ্মাসিক আয়ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করিলাম, বিশেষ ভাবে উহা পাঠ করিবার জন্য আমাদের দয়ালু প্রতিপালক ও পাঠকদিগকে অনুরোধ করিতেছি। যাহাদের কল্য কি খাইব এমন সংস্থান নাই তাহাদের হাত দিয়া এত গুলিন টাকা কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল এবং কোথায় বা চলিয়া গেল। আশ্চর্য্য এই যে, এত টাকাতেও টানাটানির অবস্থা যে কোন দিন

ঘুচিয়াছিল, ইহা মনে পড়ে না। হিসাবে কিছু দেনা হইয়াছে সকলে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু দেনা অপেক্ষা অনেক গুলিন টাকা গ্রাহকদিগের নিকট পাওনা আছে, যাহা আদায় হইলে এ দেনা আর থাকিবে না। দাতাদিগের নাম আমরা প্রতিমাসেই প্রকাশ করিয়া থাকি বলিয়া হিসাবের সহিত নাম পুনঃপ্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করিয়া নিরস্ত হইলাম। দাতাদিগকে ও পত্রিকা প্রভৃতির গ্রাহকদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিগত ৪ আষাঢ় মুঙ্গেরের সবডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ রায়ের দ্বিতীয় পুত্রের জাতকর্ম্ম নবসংহিতার ব্যবস্থা মত স্থানীয় উপাচার্য্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত হলদীবাড়ি হইতে প্রত্যাগমন কালে রংপুর ও কুলবাড়িস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতাদের সহিত কয়েক দিন উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। হলদিবাড়ির ভ্রাতা রহমৎউল্লা মিঞা কতক পরিমাণে আরোগ্য হইয়াছেন।

গাজিপুরের ভ্রাতা নিত্যগোপাল রায়মঙ্গলসরাইয়ের ভ্রাতা কালীনাথ ঘোষ আর আগ্রার ভ্রাতা নৃত্যগোপাল মিত্র এবং কিশোরগঞ্জের ভ্রাতা বিহারীলাল সেন কলিকাতায় অবস্থান কালে আমাদের প্রাত্যহিক উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। ভ্রাতাদের সহিত অনেক দিন পর উপাসনা করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরা মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিয়া মফঃসলবাসী ভাইদিগকে পাইতে ইচ্ছা করি।

ইন্দোরের মহারাজা তথাকার ব্রাহ্মসমাজের গৃহনির্ম্মাণ জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান রাজমন্ত্রীর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি আছে।

নিম্নলিখিত কার্য্য সকল শ্রীদরবারের অধীনে সম্পন্ন হইতেছে।

১। ধর্ম্মতত্ত্ব, ইউনিটি ও মিনিষ্টার এবং সুলভসংবাদ লেখা বিলি করা হিসাব রাখা।

২। পুস্তক বিক্রয় করা ও হিসাব রাখা।

৩। রবিবার সন্ধ্যার সময় ৬৫।২ নং গৃহে সামাজিক উপাসনা।

৪। মঙ্গলবার রাত্রি ৮ টার সময় শ্রীদরবারের অধিবেশন।

৫। বুধবার সন্ধ্যার সময় স্বর্গীয় তারকচন্দ্র সরকারের বাটীতে উপাসনা।

৬। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছাত্রদিগের বাসায় উপাসনা।

৭। শুক্রবার মঙ্গলপাড়ায় পারিবারিক উপাসনা।

৮। শনিবার বিডন উদ্যানে বক্তৃতা।

৯। ছাত্রনিবাসপরিদর্শন ও তাহার আয়ব্যয়হিসাব রাখা। ছাত্রদিগের নীতি ও স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

১০। প্রতি বুধবার ও রবিবার বৈকালে বাইবেল শিক্ষা, শনিবারে কেশব একাডেমিতে নীতিশিক্ষা।

এই সকল কার্য্য ভিন্ন পুস্তক লেখা, বাহিরের অসহায় পরিবারদিগের তত্ত্বাবধান করা, বিদেশে প্রচার প্রভৃতি। দয়াবান্ ভগবান্ কার্য্যক্ষেত্র ক্রমশঃ খুব বাড়াইতেছেন। তিনিই ভৃত্যদিগকে কার্য্য করিবার শক্তি বিধান করুন।

নববিধান শ্রীদরবারের অধীনস্থ প্রচারকার্য্যালয়ের ষাণ্মাসিক আয়ব্যয়বিবরণ।

১৮৯০ সালের ১লা জানুয়ারি হইতে ৩০ জুন পর্য্যন্ত।

আয়।

নিয়মিত দান	...	৩২৬৸৹
বিশেষ দান	...	৪০২।১০
শুভকর্ম্মের দান	...	৮৩৲
অনুষ্ঠানিক দান	...	১০৲
ধর্ম্মতত্ত্ব	...	৪০৬৸৶১০
ক্ষুদ্র আয়	...	৬/০
সামাজিক উপাসনা	...	৩৲
ইউনিটি ও মিনিষ্টার	...	৪৪০৸৶৹
দাতব্য	...	২৲
পাথেয়	...	১৭৸০
পুস্তক বিক্রয়	...	৪২৮/১৫
হাওলাৎ	...	২৬২৲
		২৩৮৮৷৷/১৫

ব্যয়

পরিবারদিগের উপজীবিকা চাউল কয়লা দুগ্ধ বাজার প্রভৃতি	...	৬১৯।৶০
ঔষধ পথ্য	...	৬৪৸/০
মিউনিসিপাল টেক্স	...	২৪৷৷/১০
বাটী মেরামৎ	...	৫৲
ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা	...	৮৸/০
বিনামা খরিদ	...	১৫।০
বস্ত্র	...	৪৪৸৶০
স্বর্গীয় ভাই কালীশঙ্কর দাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধে	...	৯৫৸৵৫
সামাজিক উপাসনা	...	২৩৶০
উৎসব	...	২৭৷৷৵১০
ক্ষুদ্রব্যয় ডাকমাশুল প্রভৃতি		৫৪৷৷৶১০
দাতব্য	...	১০৸৵০
পুস্তকের কাগজ	...	৫৫৷৷/১০
আপিষ ফরনিচর প্রভৃতি	...	১২৲
পাথেয়	...	৩২৷৷৵১০
পুস্তক বাঁধাই	...	১৲
কর্ম্মচারীর বেতন	...	১০৭৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্ব ডাকমাশুল ও কাগজ		৬১৸৶৫
ইউনিটি মিনিষ্টার ডাকমাশুল ও কাগজ		৫০৩।১৫
মুদ্রাঙ্কন—ধর্ম্মতত্ত্ব, ইউনিটি পুস্তকাদি		৬১৯।৵০
		২৩৮৮৷৷১৫

এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় । সম্পাদক ।

শ্রীকান্তি মিত্র । কার্য্যাধ্যক্ষ ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

২৬ ভাগ । ১৫ সংখ্যা । | ১লা ভাদ্র, শনিবার, ১৮১২ শক । | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে বিধানপতি, আমরা তোমার বিধানের গূঢ় রহস্য কি জানি ? তোমার বিধান নিত্য নূতন বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত। আজ যে বেশ, কল্য সে বেশ লইয়া উহা তো কখন আমাদিগের নিকটে আসিল না। আমরা তোমার এই বিচিত্র লীলা এবার দেখিয়া এই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি, তুমি তোমার বিধানের ভবিষ্যৎ আমাদিগের নিকটে গূঢ় রাখিয়াছ। আমাদিগকে কেবল এই মাত্র জানিতে দিয়াছ যে, তোমার এই বিধানতরু ভারত হইতে উত্থিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীর উপরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিবে, উহার মূল এই ভারতে প্রোথিত থাকিবে, এখান হইতে রস সঞ্চারিত হইয়া সমুদায় শাখা প্রশাখা গুলিকে পরিপুষ্ট করিবে, দেশভেদে পত্রাদির আকারে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য থাকিবে, কিন্তু মূলের সঙ্গে যোগ কিছুতেই কাটিবে না। এই মহান্ ব্যাপার তুমি কিরূপে নিষ্পন্ন করিবে, তাহা তুমি জান। আমাদিগের প্রতি তোমার এই আদেশ যে, তুমি আমাদিগকে যাহা করিতে বল আমরা তাহাই করিব, তুমি আমাদিগকে যে পথে যাইতে বল আমরা সেই পথে যাইব, এত বড় বিধান সংস্থাপনের উপায় উদ্ভাবন আমাদের হাতে নয়, তোমারই হাতে, তুমি যখন যে উপায় আনিয়া আমাদিগকে বলিবে, এই উপায়ে তোমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে, আমরা সেই উপায়ের অনুসরণ করিব, তোমার জ্ঞানের উপরে আমরা কোন সংশয়জনক প্রশ্ন উত্থাপন করিব না। তোমার বিধান স্থাপন, বর্দ্ধন, সংরক্ষণ, এ সমুদায় ব্যাপারের ভার যখন তুমি আপনি গ্রহণ করিয়াছ, তখন আমাদিগের দায়িত্ব কেবল সর্ব্ববিষয়ে তোমার কথা শুনিয়া চলা। প্রভো, এ পৃথিবীতে অনেক লোক আছে, যাহারা আমাদিগকে তোমার পথ হইতে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাহারা তোমার বিধানের বিপদ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল। সুতরাং কিসে সে বিপদ্ তিরোহিত হয়, তাহার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া সেই উপায় গ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে তাহারা নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করে। বল, হে বিধানের ঈশ্বর, যে কোন উপায় আমরা তোমার নিকট হইতে পাই নাই বা শুনি নাই, সে উপায় গ্রহণ করিতে আমরা পারি কি না ? কৈ তোমার বিধান এবং তুমি তো এমন অভিপ্রায় আমাদিগের নিকট কখন প্রকাশ কর নাই। যে বিষয়ে তুমি তোমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর নাই, আমরা পৃথিবীর কাহারও কথায় সে বিষয়ে কখন হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে

যে উপায় বলিয়াছ, আমরা সেই উপায় ধরিয়া আছি, তুমি যেরূপে আমাদিগকে চালাইতেছ সেই প্রকারে চলিতেছি, যে পথ দিয়া লইয়া যাইতেছ সেই পথ দিয়া যাইতেছি। উহাতে পৃথিবী যদি আমাদিগকে নিন্দা করে, আমাদিগের বিরুদ্ধে কিছু বলে, আমরা সে কথা শুনিয়া কেন তোমার নেতৃত্ব পরিহার করিব? তোমার চরণ ধরিয়া আজ আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমরা এ দিক্ ও দিক্ না তাকাইয়া, এর ওর কথা না শুনিয়া যেন কেবল তোমার কথা শুনিয়া চলি, তুমি যে দিক্ দিয়া লইয়া যাও, সেই দিক্ দিয়া যাই, সকল ভার তোমার উপরে রাখিয়া আশ্বস্ত মনে তোমার ইচ্ছানুরূপ জীবন গঠন করি। হে দীনশরণ কৃপাময় ঈশ্বর, তুমি আমাদিগের অদ্যকার প্রার্থনা পূর্ণ কর, এই তব চরণে বিনীত ভিক্ষা।

অবতার ও মহাজনগণ।

অবতার ও মহাজন এ দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ কি, ইহাঁদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ কি, একের সঙ্গে অপরের তুলনা করা উচিত কি না, এই সকল অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। প্রথমতঃ অবতার ও মহাজন এ দুই শ্রেণীর প্রভেদ আমরা এইরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারি, অবতারগণ আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া ঈশ্বরকে দেখাইতেন, মহাজনগণ ঈশ্বরকে পশ্চাতে রাখিয়া আপনাদিগকে জনসন্নিধানে উপস্থিত করিতেন। ঈদৃশ প্রভেদদর্শনে অনেকের মনে এক শ্রেণীর প্রতি ভক্তি, অপর শ্রেণীর প্রতি বিরাগ সমুপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে সকলে দেখিতে পাইবেন, দুই শ্রেণীর বিশেষ কার্য্য অনুসারেই ঈদৃশ বিভাগ সমুপস্থিত হইয়াছে। ইহাঁদের কাহাকেও অনুরাগ বা বিরাগের পাত্র করিবার কারণ নাই, উভয় শ্রেণীই আমাদিগের নিকটে সমান আদর পাইবার যোগ্য।

মানবীয় ক্রমোন্মেষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, অবতারগণ প্রথমে উদিত হইয়াছেন, মহাজনগণ তাঁহাদিগের পরে আসিয়াছেন। আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, ক্রমোন্মেষের এই একটি প্রধান নিয়ম যে, প্রথমে অভেদ, তৎপরে ভেদ, তদনন্তর ভেদাভেদ। আমাদিগের দেশের ক্রমোন্মেষের ইতিহাস পাঠ করিলে অভেদেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। যদিও সময়ে সময়ে ভেদবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এবং কোন কোন অংশে ভেদবাদ অতি সুস্পষ্ট, তথাপি অভেদবাদ এ দেশের প্রকৃতির সঙ্গে এমনই মিশিয়া আছে যে, আজ পর্য্যন্তও ভেদ বা ভেদাভেদের রাজ্য সুদৃঢ় স্থান লাভ করে নাই। যাউক, অবতারবাদ ও অভেদবাদ অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সকল জাতির প্রথমোন্মেষ সময়েই অবতারবাদের প্রাধান্য। চন্দ্রসূর্য্যাদির ঈশ্বর সহ অভিন্নরূপে গ্রহণ লোকে অবতারবাদ বলে না, ইহার কারণ আর কিছুই নহে ঐ সকল বস্তু মনুষ্য হইতে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র। কিন্তু মানুষ যখন মানুষকে ঈশ্বর সহ অভিন্নরূপে গ্রহণ করিল, তখন তাহাকে এই বিশ্বাস করিতে হইল যে, সকল মানুষ ঈশ্বর নহে, অমুক মানুষ ঈশ্বর। এত গুলি মানুষ থাকিতে যখন অমুক মানুষ ঈশ্বর হইলেন, তখনই ঈশ্বরের অবতরণ স্বীকার করিতে হইল। অভেদদৃষ্টি ভিন্ন যখন তৎকালে ভেদ দৃষ্টি ছিল না, তখন এই ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বর সহ অভিন্ন, এবং সাধারণ লোকেও তাঁহাকে সেই প্রকারে দর্শন করিবেন, ইহা আর একটা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। যাঁহারা আপনাদিগকে অবতাররূপে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা সকল সময়েই আপনাদিগকে অবতাররূপে বিশ্বাস করিতেন অথবা অবস্থাবিশেষে অবতার বলিয়া উপস্থিত করিতেন, এ প্রশ্ন গুরুতর না হইলেও অবতারগণের পরসময়ের সহিত সম্বন্ধ প্রদর্শন জন্য উহা আলোচ্য।

চন্দ্রসূর্য্যাদিকে ঈশ্বররূপে দর্শন বৈদিক সময়ের বিশেষ ভাব হইলেও, ঐ সকলকে

প্রাকৃতিক বস্তু বলিয়া বেদে গ্রহণ করা হয় নাই, এ কথা কেহ কহিতে পারেন না। চন্দ্রাদিতে দেবত্ব এবং প্রাকৃতিক বস্তুত্ব এ উভয়বিধ দর্শন যেমন ছিল, অবতারগণেতেও সেই প্রকার দ্বিবিধ দর্শন থাকিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? বিরোধিগণ অবতার বলিয়া তো স্বীকারই করিত না, মানুষ বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগেতে কেবলই দোষ দর্শন করিত। যাঁহারা অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাঁহারা ইহার বিপরীতে কেবলই ঈশ্বরত্ব দর্শন করিতেন, তাঁহারা দোষ-দর্শনে কেবল বিমুখ ছিলেন না, তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে দোষ পড়িতই না। অবতারগণ যখন উপ-দেষ্টার আসনে উপবিষ্ট হইতেন, তখন সর্ব্বদা আপনাদিগকে ঈশ্বর সহ অভিন্ন জ্ঞানে তদ্রূপে উপদেশ দান করিতেন, অন্য সময়ে তাঁহারা মানু-ষের ন্যায় কার্য্য করিতেন এবং সেই রূপই প্রদ-র্শন করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন এই ভাগ জগৎকে দেখাইবার জন্য নয় বলিয়া লোকে সে ভাগের ভিতরেও অলৌকিক ব্যাপার আনয়ন করিয়া ঈশ্বরত্বের মধ্যে নিক্ষেপ করিত। যদি তাঁহারা নিজে সে অংশে আপনাদিগের মানবত্ব স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, শিষ্যবর্গ সে সকল কথা মনুষ্যনাট্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

প্রাথমিক সময়ে মানবসমাজের এরূপ অবস্থা কেন ছিল, এ প্রশ্ন উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। এই বলিলেই যথেষ্ট, মানুষের অগ্রে দেবতাকে প্রাপ্ত হওয়া চাই, দেবতাকে পাইলে তবে সে বুঝিতে পারে, তাহাকে কি করিতে হইবে, কি হইতে হইবে? সে সময় মানুষ অন্তরে প্রবেশ করে নাই, বাহিরে অবস্থিত। কি করিতে হইবে, কি হইতে হইবে, উহা বাহির হইতে তাহার নিকট আইসা চাই। সে মানুষ হইয়া মানুষের কথা শুনিয়া চলিবে কেন? এমন এক জন তাহার চাই, যিনি দেবতা হইয়া দেববাক্যে তাহাকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহাকে কি হইতে হইবে বলিয়া দিবেন। ইঁহার কথা শাস্ত্র হইয়া তখন লোককে শাসন করিত, পর সময়ের জন্যও শাস্ত্র হইয়া স্থিতি করিত। জগতের শাস্ত্রে প্রয়োজন। শাস্ত্র—শব্দ বা বাক্য, সে শব্দ ও বাক্য ঈশ্বরের। সে ঈশ্বর কোথায়? সম্মুখে, অবতারে। তিনি যাহা বলেন উপদেশ দেন তাহাতে সকলের প্রয়োজন, প্রকৃতি সকলের দৃষ্টি সেই দিকে বদ্ধ রাখিয়া দিতেন, তাঁহাদিগের আচরণের প্রতি দৃষ্টি গতিকেই আকৃষ্ট হইত না। শাস্ত্র ঈশ্বরের শাসন, ঈশ্বরের বাক্য, ঈশ্বর হইতে আসিতেছে, সে ঈশ্বর কোথায়? এই তো সম্মুখে গুরুরূপে আচার্য্যরূপে বিদ্যমান। আচার্য্য বা গুরুকে যদি এ দেশের শাস্ত্র ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তবে আদিমাবস্থায় যাহা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ছিল তাহাই বলা হইয়াছে।

অবতারবাদের পর মহাজনবাদ। মহাজন-গণ মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য উপস্থিত। শাস্ত্রশিক্ষার পর আচরণশিক্ষা। শাস্ত্র আসিল, শাস্ত্রানুসারে জীবন গঠন করিতে গিয়া জনসমাজ উহা হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িল। মনুষ্য বলিতে লাগিল, শাস্ত্র কখন জীবনে পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং তাহারা শাস্ত্র জানি-য়াও তাহার বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত হইল। এখন এমন কতকগুলি লোকের প্রয়োজন হইল, যাঁহারা শাস্ত্র কি প্রকারে জীবনে পরিণত করা যায় তাহার পন্থা প্রদর্শন করিবেন। আপনারা আচরণ করিয়া না দেখাইলে জনসমাজের আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই, তাই ইহাঁদের আগমন। ভগবানের নিয়মক্রমে এই শ্রেণীর লোক যিহুদা জাতির অভ্যন্তরে উদিত হই-লেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া উপস্থিত করিলেন, ঈশ্বরের দূত বা পবিত্রাত্মযোগে তাঁহাদিগের নিকটে শাস্ত্র অব-তরণ করিত, তাঁহারা আপনারা সেই শাস্ত্র জীবনে পালন করিয়া দাসের দৃষ্টান্ত সকলকে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা আপনারা যে শাস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন, সেই শাস্ত্র সাধারণ লোকের জীবনের নিয়ামক হইল, তাঁহাদের দাসভাব তাহাদিগের জীব-নের দৃষ্টান্ত হইল, ঈশ্বর ব্যবহিত হইয়া পড়িলেন। অবতারবাদের সময়ে শাস্ত্রপ্রবক্তাকে সাক্ষাৎ

ঈশ্বর বলিয়া সকলে গ্রহণে করিত; মহাজনবাদের সময়ে শাস্ত্রপ্রবক্তা ঈশ্বর দূর হইতে দূত বা পবিত্রাত্মযোগে শাস্ত্র একব্যক্তির নিকট পাঠাইলেন, তিনিই সাধারণ জনগণের নিকটে প্রাপ্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন, এবং আপনি আচরণ করিয়া কিরূপে জীবনে পরিণত করিতে হইবে দেখাইলেন। অবতারবাদে অভেদবাদ, মহাজনবাদে অত্যন্ত ভেদবাদ। এ দুইয়ের সংযোগস্থল মহর্ষি ঈশাতে সাধিত হইয়াছে। যে আমাকে দেখিয়াছে সে আমার পিতাকে দেখিয়াছে, ইহা বলিয়া তিনি অভেদবাদের মূল আকর্ষণ করিয়াছেন, পিতা যাহা বলেন আমি তাহাই বলি, এই কথা বলিয়া এবং পবিত্রাত্মযোগে অদ্ভুতক্রিয়া নিষ্পন্ন করা স্বীকার করিয়া তিনি মহাজনবাদ আপনাতে সংযুক্ত করিয়াছেন। মহর্ষি ঈশাতে এইরূপে ভেদাভেদবাদের প্রবেশ হইয়াছে।

অবতার ও মহাজন, ইহাঁদিগের পরস্পরের তুলনা করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব অশ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করা অপরাধ। তাঁহারা ঈশ্বরের অভিপ্রায় দ্বারা প্রেরিত হইয়া যাহা করিতে আসিয়াছিলেন তাহা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করা ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠত্ব নির্ব্বাচন। এরূপ নির্ব্বাচন যে অপরাধ র ইহা সহজেই সকলে বুঝিতে পারেন। যিনি যে অভিপ্রায় নিষ্পন্ন করিতে আসিয়াছিলেন, আমাদিগের তাহাই গ্রহণীয়, তদ্বহির্ভূত ব্যাপার আমাদিগের গ্রহণীয়ও নয় বিচার্য্যও নয়। যাঁহারা মনে করেন, এরূপ অবিচারে তাঁহাদিগের উক্তি বা আচরণ গ্রহণ করিতে গিয়া আমাদিগের বিলক্ষণ ভ্রমে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা গ্রহণাগ্রহণ নিজ নিজ বুদ্ধির উপরে রক্ষা করেন, এখানে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রেরণার অনুসরণ করেন না। ইহাতে তাঁহারা যাহা নির্ণয় করিবেন, তাহাও তাঁহাদিগকে ভ্রম ও অপরাধ উভয়েতেই নিক্ষেপ করিবে। সাধারণ ব্যক্তিসম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া ভ্রম ও অপাধ হয় বলিয়া তাহা যখন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, অবতার ও মহাজনগণসম্বন্ধে তাহা যে আরও নিষিদ্ধ হইবে, ইহাতো স্বতঃসিদ্ধ।

অনুমান ও বর্ত্তমান।

এক সময়ে এক জন প্রাচীন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "অনুমান, না বর্ত্তমান?" আমরা তাঁহাকে উত্তর দিয়াছিলাম "বর্ত্তমান।" এই এক কথাতে তিনি এত দূর সন্তুষ্ট হইলেন এবং আমাদের ধর্ম্ম বুঝিয়া লইলেন যে, তিনি আমাদের আত্মীয়গণের নিকটে বলিয়া গেলেন, আমাদের জন্য কাহারও কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, আমরা অতি উৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। সেই বৃদ্ধ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের কথা আজও আমাদিগের মনে মুদ্রিত রহিয়াছে। বাস্তবিক ধর্ম্মবিষয়ে অনুমান ও বর্ত্তমান এ দুই পন্থার পার্থক্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের পার্থক্য বলিলেও কিছু অত্যুক্তি হয় না।

ধর্ম্মরাজ্যে অনুমান ও বর্ত্তমান এ দুই পন্থা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। ঈশ্বর জ্ঞানের অনধিগম্য, তাঁহাকে কোন প্রকারে জানিতে পারা যায় না, কেবল তাঁহার কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তা বলিয়া অনুমান করা যায়। এই অনুমানের সিদ্ধান্ত পরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ। এদেশের পূজা উপাসনাদি এই পরোক্ষ জ্ঞানেই হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই পরোক্ষবাদের উপরে সংস্থাপিত। ঈশ্বর অনুমানের বিষয় হইলে আর সকল বিষয়ই যে অনুমানের বিষয় হইবে, ইহাতো একান্ত স্বাভাবিক। অমুক অমুক কার্য্য করিয়া অমুক অমুক ব্যক্তি অমুক অমুক ফললাভ করিয়াছে, অতএব তদ্ভৎ কার্য্য করিয়া আমরাও তদ্ভৎ ফললাভ করিব, এই অনুমানের উপরে এ সময়ের সমুদায় অনুষ্ঠান। সাধনভজনাদি সকলই এই অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই অনুমান অনুসারে অনুষ্ঠান সকল সময়ে ফলযুক্ত হয় না, অমুক কার্য্য হইতে এই অমূক ফল, অতএব তৎকার্য্য

হইতে তৎফল হইবে, এ অনুমান মধ্যে অনেক গুলি বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহা না হইলে তৎকার্য্য হইতে তৎফল লাভের সম্ভাবনা নাই। যিনি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহার মানসিক অবস্থা এবং তাঁহার চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী বিষয় সকলের স্থিতি, এ দুয়ের সহবর্ত্তিতা হইতে কর্ম্মের ফল সমুৎপন্ন হয়। অমুক কার্য্যের অমুক ফল, অতএব সে কার্য্য হইতে সেই ফল উৎপন্ন হইবে, এরূপ সিদ্ধান্তের মধ্যে অব্যাপ্তি দোষ পড়িল, কেন না অনেক গুলি সহবর্ত্তী বিষয় গণনায় আনয়ন করা হয় নাই। এই সহবর্ত্তী বিষয় গুলির গণনা অনেক সময়ে মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর, সুতরাং কার্য্য হইতে ফলের অনুমানে প্রায় সকল সময়েই ভ্রম সংযুক্ত থাকে।

অনুমান কিছু সাধারণ ব্যাপার নহে, পৃথিবীর যত কার্য্য এই এক অনুমান দ্বারাই চলিতেছে। লোকে যাহা দেখে, তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। অমুক লোকে জ্ঞানী বিদ্বান্ বা ধনী। তিনি যাহা করেন, অপর লোকের তাহা অনুকরণের বিষয়, কেন না তাহারা মনে করে যে, জ্ঞানী ধনী বা বিদ্বানেরা যাহা করেন, তাহা হইতে তাহারা বিশিষ্ট ফললাভ করিবে, যদি বিশিষ্ট ফললাভ না হইবে তাহা হইলে ইহাঁরা কেন অনুষ্ঠান করিবেন? এই অনুমানে সমুদায় কাজ চলিতেছে। ইহাতে সকল সময়ে যে ফললাভ হয় তাহা নহে, তবুও চলিতেছে। সাধারণ লোক অকৃতকার্য্যের মূল অদৃষ্ট ধরিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং কেন ফললাভ হইল না, তাহার আর তাহাদিগের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয় না, ক্রমান্বয়ে অনুমানে কাজ করিয়া যায়, অকৃতার্থতাস্থলে অদৃষ্ট তাহাদিগের মনের ক্ষোভ নিবারণ করে। যোগদর্শনকার চিত্তবৃত্তির নিরোধ রূপ যোগ নির্ণয় করিয়া চিত্তবৃত্তিসম্ভূত অনুমানকে কেন অবরোধ করিতে বলিয়াছেন, আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতেই সকলে বুঝিবেন। প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান পদার্থে চিত্তের অভিনিবেশ হইতে যোগের অন্তরায় যে প্রকার উপস্থিত হয়, অনুমান হইতে তাহাই হইয়া থাকে। অমুকের অমুক প্রণালীতে অমুক হইয়াছে, আমারও সেই প্রণালীতে তাহা লাভ হইবে, এই প্রকার অনুমান দ্বারা পরিচালিত মনুষ্য সদা বিক্ষিপ্তচিত্ত। এ বিক্ষিপ্তচিত্ততার মূল অনুমানকে অবরোধ না করিলে কখন যোগিত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই।

অনুমানের পন্থা যে যোগবিরোধী তাহা এখন সকলের সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। আমরা যাহাকে বর্ত্তমান বলিতেছি তাহা কি, নির্ণীত হওয়া সমুচিত। বর্ত্তমান বলিতে কি আমরা ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় বুঝিব? তাহা হইলে উহা প্রমাণত্রিতয়ের (প্রত্যক্ষ, অনুমান আগম) মধ্যে প্রত্যক্ষের অন্তর্ভূত, হইতেছে, এবং উহাকেও যোগের অন্তরায়রূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে। প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বিষয় সকল আমাদিগের চিত্তকে সর্ব্বদা তাহাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যদি আমরা সমুদায়কে বাহিরে পরিত্যাগ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করি, সেখানেও তাহারা আমাদিগকে গিয়া উদ্বেজিত করে। প্রত্যক্ষের বিষয় বাহিরে নিয়ত বর্ত্তমান, ভিতরেও আমাদিগের স্মৃতিতে বর্ত্তমান। আমরা যে বর্ত্তমানের কথা বলিতেছি, তাহা যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমুদায়ের সম্বন্ধে হইত, তাহা হইলে উহা যে যোগের অন্তরায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? অনুমান যেমন সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরসম্বন্ধে নির্ণীত হইয়াছে, বর্ত্তমান সেইরূপ এখানে সর্ব্বাদৌ ঈশ্বরেরই সম্বন্ধে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগকে যে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রশ্নের এই অভিপ্রায় ছিল যে, ঈশ্বর আমাদিগের অনুমানের বিষয়, না তিনি আমাদিগের নিকটে বর্ত্তমান? ঈশ্বর যাঁহাদিগের সম্বন্ধে অনুমানের বিষয় নহেন, নিত্য বর্ত্তমান, তাঁহারা বাস্তবিকই নিরাপদ পথ আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আর কোন ভয়ের কারণ নাই। যাঁহারা অনুমান আশ্রয় করিয়া চলেন, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে চলিয়া কৃতার্থ হইবেন এইরূপ মনে করিয়া থাকেন। অনুমান-

বাদিগণের ঈশ্বর যখন বর্ত্তমান নহেন, তখন ভূতকালে তিনি ঋষি মহর্ষিদিগকে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই তাঁহারা অনুসরণ করেন, কেন না তদনুসারে চলিয়া অনেকে কৃতার্থ হইয়াছেন। এই শাস্ত্র অধিকারিভেদে বহু, মত ও পন্থা ভিন্ন ভিন্ন। ইহার অনুসরণ করিতে গিয়া লোকদিগকে অনেক সময়ে ভ্রান্তির পথে নিপতিত হইতে হয়। যাঁহাদিগের ঈশ্বর নিত্যবর্ত্তমান, তাঁহাদিগের শাস্ত্র মৃত নহে নিত্যবিদ্যমান। কেন না স্বয়ং ঈশ্বর, কি করিতে হইব, কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ইত্যাদি সকল বিষয়, নিস্তর আপনি বলিয়া দেন। ঈশ্বর যখন চক্ষুর আলোক হন, তখন সমুদায় অধ্যাত্মরাজ্য আমাদিগের মানস প্রত্যক্ষ হয়, যোগী ঋষি মহর্ষিগণের সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধ উপস্থিত হয়। দিব্যালোকে আমরা তাঁহাদিগকে চিনি ও গ্রহণ করি, আমরা ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকে বাস করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সূত্রকার পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তির নিরোধ এবং দত্তাত্রেয় যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি জীবের ঈশ্বর সহ একীভাব যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পতঞ্জলির নিবৃত্তিযোগ, ইহাঁদিগের প্রবৃত্তিযোগ এই ভিন্নতা স্মরণে রাখিলে আর কোন প্রকার বিরোধের সম্ভাবনা নাই। পতঞ্জলির নিবৃত্তিযোগ কিছু সামান্য ব্যাপার নহে। তিনি চিত্তবৃত্তিকে পাঁচ প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি (প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ)। (১) প্রমাণ ত্রিবিধ,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, আপ্তবচন বা আগম। এই প্রমাণত্রিতয়ে মনুষ্যের চিত্ত আবদ্ধ থাকাতে উহা সর্ব্বদা নানাদিকে বিক্ষিপ্ত, সুতরাং জীব আপনাতে আপনি অবস্থিতি করিতে পারে না। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন বা আগমে কি প্রকারে চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত হয় পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এখানে পুনর্ব্বার তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রমাণের পর (২) বিপর্য্যয়। যাহা যেরূপ নহে তাহাকে সেইরূপে গ্রহণ করাতে যে মিথ্যাজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাই বিপর্য্যয় (বিপর্য্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্)। বিপর্য্যয়ের সংক্ষেপ নাম ভ্রম। মানুষ সাংসারিক সুখকেই পরমার্থ জ্ঞান করিয়া তাহাতে বদ্ধ রহিয়াছে। যদি তাহারা উহার স্বরূপ জানিত কখনই উহাতে বদ্ধ থাকিত না। তাহারা সুখভ্রমে নিয়ত দুঃখেই নিপতিত হইতেছে। (৩) বস্তুশূন্য শব্দজ্ঞানের অনুসরণ বিকল্প (শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ)। হঠাৎ মনে হইতে পারে, শব্দজনিত এমন কোন্ জ্ঞান আছে, যাহা বস্তুশূন্য? কিন্তু যখন একটু গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যায়, আমরা কত সময়ে কেবল শব্দের দ্বারা পরিচালিত হই, তন্মধ্যে বস্তু কিছুই থাকে না কেবল শব্দ মাত্র, তখন ঈদৃশ মানসিক ক্রিয়ার প্রতি আর আমাদের সন্দেহ থাকে না, এই বিকল্প যে আমাদের সাধনভজনাদি সর্ব্বদা বিফল করিতেছে, কে না দেখিতে পাইতেছেন?' (৪) নিদ্রা। যে বৃত্তি অভাবপ্রত্যয় অবলম্বন করিয়া স্থিতি করে তাহাই নিদ্রা (অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা)। মনে হয় নিদ্রাতো আর সকল সময়ে থাকে না, সময়ে সময়ে শারীরিক কারণে উহা উপস্থিত হয়। উহাকে চিত্তবৃত্তির ভিতরে গ্রহণ ভ্রমসম্ভূত। সূত্রকারোক্ত এ নিদ্রা আমাদের বিবেচনায় শারীরিক নিদ্রামাত্র নয়। আমাদিগের ভিতরে কতকগুলি জ্ঞান জাগ্রৎ কতকগুলি নিদ্রিত থাকে। এক ব্যক্তি পাঁচটি ভাষা অবগত থাকিলে যখন যে ভাষা অবলম্বন করিয়া কথা কহে কার্য্য করে, সেই ভাষা তাহার নিকটে জাগ্রৎ, আর গুলি নিদ্রিত। এইরূপ সর্ব্ববিধ জ্ঞানসম্বন্ধেই যখন বলিতে পারা যায়, তখন যে সকল জ্ঞান জাগ্রৎ থাকিলে যোগ সম্ভবপর, সেই সকল যদি নিদ্রাভিভূত হয়, তাহা হইলে এই বৃত্তির যোগবিরোধিত্ব কেন নির্দ্ধারিত হইবে না? (৫) স্মৃতি। যে সকল বিষয় প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণযোগে এক বার অনুভূত হয়, তাহার একটি সংস্কার থাকে। ঐ সংস্কারযোগে সেই বিষয় বুদ্ধিতে প্রতিভাত হওয়াকে স্মৃতি বলে (অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ)। এই স্মৃতি যে যোগের অন্তরায় তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, সমুদায় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ চলিয়া গেল, কিন্তু ভিতরে স্মৃতি নানা বিষয় আনিয়া উপস্থিত করিয়া চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিল। আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি, প্রমাণ, বিপর্য্যয় বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি, এ পাঁচ বৃত্তিরই যোগে বিঘ্ন জন্মাইবার সামর্থ্য আছে। নিবৃত্তিযোগে এ পাঁচটি বৃত্তিকেই যোগিগণ অবরুদ্ধ করিতেন, এবং আমাদিগেরও এ সমুদায়ের নিরোধ ভিন্ন যোগে কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ সকল নিরোধ করিলে থাকিল কি? থাকিল এক জ্ঞান বস্তু মাত্র, সেই জ্ঞান বস্তুই আত্মা। সেই আত্মা আপনাতে আপনি স্থিতি করিয়া যখন আপনাতে পরমাত্মাকে দেখিতে পায়, তখন প্রবৃত্তিযোগের আরম্ভ হয়। প্রবৃত্তিযোগে সমুদায় বৃত্তির ভিতরে ঈশ্বরের ক্রিয়া সমুপস্থিত হইয়া পুরাতন মানুষ নূতন মানুষ হয়। এ সময়ে চিত্তবৃত্তি সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে পরমাত্মার আবির্ভাব উপলব্ধি করে সুতরাং প্রত্যক্ষাদি আর পূর্ব্ববৎ যোগের অন্তরায় হইতে পারে না, যাহা পূর্ব্বে প্রতিকূল ছিল তাহা এখন সাধকের সর্ব্বথা অনুকূল হয়।

বেদীর ব্যবস্থাসম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ।

গত রবিবার শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গপূর্ব্বক মন্দিরের বেদী অধিকার করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। শ্রুত হইল, আচার্য্যের আসন স্থানচ্যুত করিয়া বেদীর সম্মুখ ভাগে সরাইয়া রাখা হইয়াছে। বেদীসংলগ্ন পশ্চাদ্ভাগের দ্বারের নিম্ন দেশ ইট সুরকি দ্বারা বদ্ধ করিয়া তাহার উপর এবং বেদীর কিয়দংশে উপাসনার জন্য আসন স্থাপিত হইয়াছে। এখন হইতে এইরূপে বেদীতে বসিয়া উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি করিবেন এরূপ নাকি স্থির হইয়াছে। প্রেরিত প্রচারকগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া কোন দিন যেন আর মন্দিরে আসিয়া উপাসনা করিতে না পারেন এই কার্য্য দ্বারা কার্য্যকর্ত্তাদিগের ইহাই অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। সম্মিলনের পথ একেবারে রোধ করা হইল। অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ১৮১০ শকে মাঘোৎসবে সমবেত ভাবে প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছিল ইহা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য হইয়াছে। উক্ত প্রতিজ্ঞায় স্বাক্ষরকারী কয়েক জনে এই কার্য্য করিয়াছেন। সকলের অবগতির জন্য সেই ঘোষণা পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমাদিগের শ্রীআচার্য্যদেব যে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, বাহ্যতঃ একত্বভঙ্গ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। অতএব আমরা সম্পূর্ণ গাম্ভীর্য্য সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রহ্মমন্দিরের যে বেদী হইতে আমাদিগের শ্রীমদাচার্য্যদেব প্রেম ও ঐক্যের ধর্ম্ম প্রচার ও স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাকে আমরা সেই প্রেম ও ঐক্যের নিদর্শন মনে করি। এই হেতু যত দিন সেই একত্ব বাহিরে উপস্থিত না হয় তত দিন অনৈক্য লইয়া একত্বপ্রকাশক বেদীর কোন অংশে উপবেশন পূর্ব্বক উহাকে কলঙ্কিত করা হয়, ইহা আমরা অনুচিত জ্ঞান করি। সর্ব্ব প্রযত্নে একত্ব প্রত্যাগমনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি যে, যত দিন একত্ব সমাগত না হয়, তত দিন বেদী সম্পূর্ণরূপে খালি থাকিবে, এবং সর্ব্বথা একত্ব সমাগত হইলে আচার্য্যদেবের আসন শূন্য রাখিয়া কি প্রকারে বেদীর ব্যবস্থা হইতে পারে শ্রীদরবারে তৎকালীন সর্ব্বসম্মতিতে ইহা নির্দ্ধারিত হইবে।"

"শ্রীউমানাথ গুপ্ত, শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকালীশঙ্কর দাস, শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়, শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীঅভিমুক্তেশ্বর সিংহ, শ্রীদীননাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামেশ্বর দাস।"

প্রতিজ্ঞা ও ঘোষণাপত্রের এই অংশ পাঠ করিয়াই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে শ্রীদরবারকে উপেক্ষা করিয়া উপরিউক্তরূপ বেদীর ব্যবস্থা করাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রেরিতদিগের পথ একবারে অবরোধ করা হইয়াছে। এত শীঘ্র এরূপ গম্ভীর প্রতিজ্ঞা কেমন করিয়া ভঙ্গ করা হইল, ইহা ভাবিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। মন্দিরের ট্রষ্টিদিগকে ঘুণাক্ষরে এ বিষয় জ্ঞাপন করা হয় নাই।

হদিস।

৭ম।

আজানের বিষয়ে নিম্নোক্ত কয়েকটী কথা।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, বেলাল রাত্রিতে আজান দান করে, ওম্মমক্তুমের পুত্র যে পর্য্যন্ত আজানদান না করে সে পর্য্যন্ত তোমরা ভোজন পান করিতে থাক। কথিত আছে যে ওম্মমক্তুম অন্ধ পুরুষ ছিলেন। "প্রভাত হইয়াছে, প্রভাত হইয়াছে" এরূপ যে পর্য্যন্ত তাহাকে বলা না হইত, সে অজান দান করিত (২)। (ওমরের পুত্র)

হজরত বলিয়াছিলেন যে, বেলালের আজান তোমাদের নিশান্ত-ভোজনে তোমাদের প্রতিবন্ধক নহে, এবং উষার রেখা মাত্রও নহে, কিন্তু গগনপ্রান্তে উষার বিশেষ প্রকাশ প্রতিবন্ধক হয়। (সোমরা)

মালেক বলিয়াছেন যে, আমি স্বীয় পিতৃব্য পুত্র সহ হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, যখন তোমরা দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত থাকিবে, তখন আজান দান করিও ও নমাজ স্থাপন করিও, তোমাদের দুইয়ের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি যেন এমামের কার্য্য করেন।

মালেক বলিয়াছেন যে, হজরত আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "যেমন তোমরা আমাকে নমাজ পড়িতে দেখিলে সেইরূপ নমাজ পড়, এবং যখন নমাজের সময় উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের এক জন যেন আজান দান করে, তৎপর তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেন তোমাদের এমামের কার্য্য করে।"

হজরত মোহম্মদ খয়বরের ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন কালে এক দিন রাত্রিতে চলিয়াছিলেন। হঠাৎ শেষ রাত্রিতে তিনি তন্দ্রাযুক্ত হন, বেলালকে বলিলেন যে, রজনী আমাদিগকে পরিশ্রান্ত করিয়াছে। তৎপর হজরত ও তাঁহার পারিষদমণ্ডলী নিদ্রাগত হইলেন। যখন উষা নিকটবর্ত্তী হইল তখন বেলাল স্বীয় উষ্ট্রের গদিতে পৃষ্ঠ স্থাপন করিলেন। এ দিকে উষার অভ্যুদয় এবং বেলাল উক্ত গদিতে ভর দিয়া নিদ্রাক্রান্ত। যে পর্য্যন্ত না সূর্য্য তাঁহাদিগকে উত্তাপ দান করিল, সে পর্য্যন্ত হজরত মোহম্মদ জাগরিত হইলেন না, বেলাল এবং পারিষদমণ্ডলীর এক জনও জাগিলেন না। পরে সর্ব্বপ্রথমেই হজরত নিদ্রাচ্যুত হইলেন। তখন তিনি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং বেলাল বলিয়া ডাকিলেন। বেলাল বলিলেন, যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়াছিল সে আমাকেও আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তখন হজরত বলিলেন, তোমাদের উষ্ট্রের গদি সকল বন্ধন কর, তদনুসারে তাহা কতক বাঁধা হইল। তৎপর হজরত অজু করিয়া আজান দান করিতে বেলালকে আদেশ করিলেন। পরে নমাজ আরম্ভ হইল, তখন

(২) কিছুকাল বেলাল রাত্রিতে, ওম্মমক্তুমের পুত্র দিবাভাগে আজান দান করিয়াছেন। এই উক্তি রমজান মাসে রোজার সময়ে হইয়াছিল।

পারিষদমণ্ডলীর সঙ্গে হজরত নিশান্ত নমাজ পড়িলেন। অবশেষে যখন নমাজ সমাপ্ত হইল বলিলেন, যে ব্যক্তি নমাজ ভুলিয়া যায়, যখন স্মরণ হইবে তখনই সে যেন তাহা সম্পাদন করে। "ঈশ্বর বলিয়াছেন আমার স্মরণে নমাজ স্থাপন কর।" (আবুহুরেরা)

হজরত বলিয়াছেন, যখন নমাজ প্রতিষ্ঠা করিবে যে পর্য্যন্ত আমাকে হজরতোল্ অস্ওদের (সম্মানিত কৃষ্ণপ্রস্তর) বিশেষের নিকট হইতে চলিয়া আসিতে না দেখ, নমাজপ্রতিষ্ঠার বচন বলিও না। (আবু কেতাদা)

হজরত বলিয়াছেন, দুইটি বিষয় মোওজ্জেনের স্কন্ধে অর্পিত, মোসলমানদিগের জন্য তাহাদের রোজা ও তাহাদের নমাজ জ্ঞাপন। (ওমার পুত্র)

হজরত বলিয়াছেন, যখন নমাজ প্রতিষ্ঠা হয় তখন তোমরা তৎপ্রতি দৌড়িয়া আসিও না, স্বাভাবিক গতিতে আসিও, গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিও, পরে তোমরা উপস্থিত নমাজ পড়িও, এবং যাহা বিস্মৃত হইয়াছ, তাহা পূর্ণ করিও। (আবু হরেক)

একদা হজরত মোহম্মদ নিশান্তভাগে মক্কার পথে অবতরণ করিয়াছিলেন। নমাজের জন্য সকলকে জাগাইতে বেলালের প্রতি ভারার্পিত হয়। পরে সকল লোক শয়ন করিলেন, এবং বেলালও শয়ন করিলেন, সকলে স্বতঃ নিদ্রাভঙ্গ হওয়া পর্য্যন্ত শয়নে রহিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে সূর্য্য প্রকাশিত হইলে তাঁহারা জাগরিত হইলেন। নিশান্ত নমাজ বিচ্যুত হইল বলিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন হজরত মোহম্মদ বাহনে আরোহণ করিয়া সেই অরণ্যভূমি হইতে বাহির হইবার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করিলেন, এবং বলিলেন এই কানন শয়তানাশ্রিত। তৎক্ষণাৎ সমস্ত লোক স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া সেই কানন হইতে বহির্গত হইলেন। তৎপর তিনি তাঁহাদিগকে অবতরণ ও অজু করিতে আদেশ করিলেন, এবং নমাজের জন্য আজান দান ও একামতের বচন বলিতে বেলালকে অনুমতি করিলেন। পরে প্রেরিত পুরুষ মণ্ডলীকে লইয়া নমাজ পড়িলেন। তৎপর তিনি ফিরিয়া তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু ভয়ের চিহ্ন দেখিলেন, তখন বলিলেন, হে লোক সকল, পরমেশ্বর আমাদের জীবনকে হস্তায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর যখন তোমাদের কেহ নমাজ ছাড়িয়া নিদ্রিত হয় অথবা তাহা ভুলিয়া যায়, তৎপর তৎসম্বন্ধে ভীত হয় সে যেন যথা সময়ে যেরূপ নমাজ পড়িয়া থাকে, তখন সেইরূপ নমাজ পড়ে। তৎপর আবুবেকরের প্রতি হজরত দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় শয়তান বেলালকে আশ্রয় করিয়াছিল, সে নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, শয়তান তাহা হইতে তাহাকে শয্যাগত করিয়াছিল। তৎপর যে পর্য্যন্ত সে নিদ্রাবিহ্বল না হয় শিশু সন্তানকে যেমন ঘুম পাড়ায় তদ্রূপ তাহাকে অবিশ্রান্ত ঘুম পাড়াইয়াছিল, পরে বেলালকে হজরত ডাকিয়া আবুবেকরকে যেরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, সেরূপ তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। তখন আবুবেকর বলিলেন, আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, নিশ্চয় তুমি ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত। (জয়দ)

সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন।

স্বর্গীয় ভাই কালীশঙ্কর দাস নিবন্ধ।

কীর্ত্তন।

প্রকৃতি পরমা সতী, বহুরূপা গুণবতী, সাজিয়া রয়েছে নানা সাজে, (অপরূপ রূপ হে, দেখিলে মোহিত করে)

অপরূপ সেই শোভা, যোগিজন মনোলোভা, হেরিলে কুমতি মরে লাজে। (কুমতি রহিতে নারে সেরূপ মাধুরী হেরি)

তুমি অতি সুনিপুণ, দিয়া বহু রূপ গুণ, সাজায়েছ প্রকৃতির অঙ্গ, (ভুবনমোহন সাজে প্রকৃতিরে সাজায়েছ)

শিখাইতে নিজ ভাব, দেখাইতে স্বভাব, করিয়াছ কত শত রঙ্গ, (এক মুখে বলতে নারি হে)

বহু পবিত্রতা দিয়া, পুণ্যজ্যোতি মাখাইয়া, বনে বিরচিলে বনফুলে, (আপনি যতন করি হে)

কলঙ্কপঙ্কিল চিত, পরশিতে সশঙ্কিত, সে পুণ্য চিত্রিত চিত্রমূলে। (পরশিতে ভয় হয় হে, সে পবিত্র চিত্রপুঞ্জ)

আর কত বনরাজি, নানা সাজে আছে সাজি, হেরিলে মুনির মন ভুলে, (প্রকৃতির বদন শোভা হে)

গ্রহ তারা শশি রবি, প্রকাশি মঙ্গল ছবি, প্রকতিললাটে সদা দুলে।

এইরূপে সুশোভিত প্রকৃতি বদন, হেরিলে গলিয়া যায় পাষণ্ডের মন। (পাষাণ গলে হে, প্রকৃতিতে তোমায় হেরি)

প্রেমপুণ্যপূর্ণ আত্মা শোকে ইতোধিক, পাপী জনে সঞ্জীবনে দেয় শত ধিক। (দেখাইয়া শোভা হে, আপন জীবন ফুলের)

যোগী ভক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী নির্ব্বাণনিরত, তব পদ ঢাকি আছে পুষ্প শত শত। (দেখে পাষাণ গলে হে মুনীন্দ্রমানস ভুলে)

এই সব পুষ্প শোভা করি নিরীক্ষণ, বিকায় তোমার পদে পাতকীর মন হে। (ভকতের মত হ'য়ে প্রণতি আমার পরাণ করে হে)

কবে কৃপাসিন্ধু, দিবে ভক্তিবিন্দু, ভাবে হয়ে গদ্‌গদ।
ভক্তপুষ্প সঙ্গে, মজি প্রেমতরঙ্গে, সেবিব পদ তোমার হে।
তব পুণ্যযোগে, নাশি ভবরোগে, জুড়াব তাপিত প্রাণ হে,
সাধুপুষ্পহারে মিলিয়া তোমারে জীবন করিব দান হে॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

সংসারী মানব, ফলবাদী সব, ফলহীন কর্ম্ম করে না কখন।
তুমি পরিত্রাতা, সর্ব্বফলদাতা, তবু করে অন্য ফল অন্বেষণ॥
যে জন তোমায় ভজে দিয়া প্রাণ মন, তুমি তার দুঃখ রাখ না কখন, আপনি হও তার অন্নবস্ত্র জল, তুমি পিতা মাতা

আত্মীয় সকল, হও বাসগৃহ আরামের স্থল, তুমি হয়ে যজ্ঞফল পূরাও আকিঞ্চন।

তোমার যে দাস ফলচিন্তাহীন, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ সন্তুষ্ট অদীন, দেখিয়া সকলে করে অনুভব, আছে তার গৃহে অতুল বিভব, এইজন্য তোমায় পূজে হে মানব, তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু দারিদ্র্যভঞ্জন।

তোমার অভয় পদে জীবন সঁপিলে, ধর্ম্ম অর্থ চতুর্ব্বর্গ ফল মিলে, সেই লোভে তোমায় পূজে সর্ব্বজন, তোমারে সর্ব্বস্ব করিয়া অর্পণ, এই অপবাদ করিতে মোচন, তুমি প্রেমিকের কর সর্ব্বস্বমোষণ।

যে ভক্তে তোমারে ত্যজিয়া অসার, ফলাফলের চিন্তা রাখ না তাহার, অন্নবস্ত্র আর গৃহ ধনজন, হরে লও পুত্র কলত্র স্বজন, তথাপি সে জন ভাবে না কখন, তোমার মুখ চেয়ে করে জীবন ধারণ।

জলযোগে ফুল্ল কমল যেমন, তব যোগে তব ভকত তেমন, তব শক্তিযোগে জীবনকমল, প্রেমজলে ভাসে সর্ব্বদা অটল, সংসারবায়ুতে হয় না চঞ্চল, হেন অপরূপ হেরি নাই কখন।

আমার এ চিত্ত সতত চঞ্চল, দিবা নিশি ব্যস্ত করি ফল ফল, তোমাহীন ফল, সকলি বিফল, বুঝে না আমার হৃদয় চপল, বুঝাও দয়াময়, ঘুচাও ভবভয়, তুমি ফল হয়ে কর ফলাশাপূরণ।

নববিধানে ভিন্ন দল করা পাপ।

আমাদের টাঙ্গাইলস্থ ভ্রাতা শ্রীদরবারকে সমর্থন করিয়া সুদীর্ঘ পত্র সকল লিখিতেছেন, পূর্ব্বে তাঁহার পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, এবারও একখানা প্রকাশিত হইল। বাস্তবিক দরবার ছাড়িলে বিধানের বিরুদ্ধে চলা হয়। যাঁহারা দরবার ছাড়িয়া দল করেন তাঁহাদের বড়ই দায়িত্ব।

নববিধান অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, সকলের সঙ্গে সম্মিলন স্থাপন এবং সমুদায় সাম্প্রদায়িকতার প্রাচীর ভঙ্গ করা ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইনি অনৈক্যের শত্রু। নববিধানপ্রেরিত মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ ভিন্ন দল করিতেছেন ইহা বিধানবিরুদ্ধ কার্য্য ও যার পর নাই দুঃখ জনকব্যাপার। এখানে সম্মিলনের ভূমি একমাত্র স্বর্গীয় শ্রীদরবার। এই দরবার বা প্রেরিত মণ্ডলীর সভাকে যাঁহারা অবিশ্বাস অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ স্বতন্ত্র দল করিয়া বসিয়াছেন, কেহ বা একাকী আছেন, কেহ বা অন্যরূপে জীবন যাপন করিতেছেন। আপনার মনোমত কিছু না হইলেই অমূলক আপত্তি ও ছল করিয়া অনেকে দরবারের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করেন, পরে বিরোধী হইয়া দাঁড়ান। হজরত্ মোহম্মদ বলিতেন, তোমরা ধর্ম্মভ্রাতৃমণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না, তাহা হইলে শয়তান একাকী পাইয়া বিপথগামী করে। দলবদ্ধ হইয়া একত্র থাক, নিরাপদে থাকিবে। কেননা দলেতে ঈশ্বর বিদ্যমান। প্রেরিত দলের অনুশাসনাধীন হওয়া, তাহাতে আত্মোৎসর্গ করা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও আত্মপ্রাধান্যপ্রিয় লোকদিগের পক্ষে বড় কষ্টকর ব্যাপার। কেহ কেহ বা একাকী সম্মিলিত প্রেরিতদিগকে অনুশাসন করিতে ব্যস্ত। তাঁহাদের ভাব এই যে তাঁহারা প্রত্যেকে একাকী অনুপ্রাণিত হন, হরিরূপ দর্শন ও হরিকথা শ্রবণ করেন, বিধানের তত্ত্ব সকল তাঁহাদের নিকটেই আইসে, সম্মিলিত প্রেরিতদল ভ্রান্ত। দরবারের লোকদিগের ঈশ্বরপ্রেরণা ঠিক নয়। মূল ইনিষ্টিটুউশন ছাড়িয়া এইরূপ বিষম ভ্রান্তি ও বিপদে অনেক ভাই পড়িতেছেন ও অনধিকারচর্চ্চা করিয়া অত্যন্ত গোল করিতেছেন। মূলে যোগ রাখিয়া তাহার শাখাপ্রশাখারূপে স্থানে স্থানে দল হইতে পারে। কিন্তু মূল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দল করিলেই বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয়। আচার্য্য দেব দলকে বড় ভয় করিতেন, এক দিন তিনি বেলঘরিয়ার তপোবনে সহচর প্রচারকদিগকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, "তোমাদের এক একজনের দল করিবার ক্ষমতা আছে, আমার ভয় হয় যে তোমরা আমার তিরোধানের পর ভিন্ন দল করিয়া বস।" "দল করিব না" বলিয়া প্রেরিতদিগের দ্বারা তিনি এক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। এখন তাঁহার শুভ অভিপ্রায় রক্ষা কোথায় হয়? অমুক অমুক লোক দরবারে উপস্থিত হন না, অতএব দরবার অঙ্গহীন বা অস্তিত্বশূন্য হইয়াছে, সুতরাং তাহার সঙ্গে যোগ রাখিবার আর প্রয়োজন নাই। স্বেচ্ছানুসারে চলিব বা একাকী আমিই তৎস্থলবর্ত্তী হইয়াছি, কাহার কাহার এই অদ্ভুত ভাব। তাঁহাদের বালকবৎ অসার যুক্তি অনেক বার খণ্ডন করা হইয়াছে। আর পিষ্টপেষণ করিবার প্রয়োজন নাই।

ঈশার অনুকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

দ্বাদশাধ্যায়।

পবিত্র ক্রুশরূপ প্রশস্ত রাজবর্ত্ম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

১০। যিনি তোমাদের প্রভু হইয়া তোমাদের প্রতি ভাল বাসার জন্য ক্রুশে নিহত হইয়াছেন, তাঁহার ক্রুশ, খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সাধু দাসের মত, তোমরা পুরুষকার সহকারে বহন কর।

এই দুঃখের জীবনে অনেক প্রকারের দুঃখ দারিদ্র্য, অনেক অসন্তুষ্টির বিষয় লাভ করিতে প্রস্তুত থাক, কারণ তুমি যেখানে গিয়া লুকাইবে, সকল স্থানেই তোমার এইরূপ হইবে, নিশ্চয় তুমি সকল স্থানে ইহাই দেখিতে পাইবে।

নিশ্চয় যখন এরূপ হইবেই, তখন কেবল সহিষ্ণুতা সহকারে বহন করা বিনা বিপৎ শোক হইতে মুক্তিলাভ করিবার আর উপায়ন্তর নাই।

যদি তুমি প্রভুর বন্ধু হইতে চাও, যদি তাঁহার অংশী হইতে চাও, তাঁহার পানপাত্র অনুরাগের সহিত পান কর।

সান্ত্বনা ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া দাও, তৎসম্বন্ধে যাহা ভাল তাহা তিনিই করিবেন।

কিন্তু তুমি বিপৎসমূহকে মহতী সান্ত্বনা মনে করিয়া তাহাদিগকে বহন করিতে নিযুক্ত থাক, কারণ আমাদিগের এক জনও যদি সে সকল বহন করিতে পারে তাহাতে পরকালে আমাদিগের অভ্যন্তরে যে গৌরব প্রকাশিত হইবে তাহার সহিত বর্ত্তমান সময়ের ক্লেশ তুলনাযোগ্য নহে।

১১। যখন তুমি এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ যে তুমি পরীক্ষাকে মিষ্ট অনুভব কর, খ্রীষ্টের জন্য তাহাতে তোমার রসাস্বাদ হয়, তখন মনে করিও এটি তোমার পক্ষে ভাল, কেন না তুমি পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়াছ।

যত কাল ক্লেশ তোমার নিকটে দুঃখকর মনে হয় এবং তুমি উহা পরিহার করিতে যত্ন কর, তত কাল উহা তোমার পক্ষে মন্দ থাকিবে এবং বিপৎ পরিহার করিবার উদ্বেগ ক্রমান্বয়ে তোমার অনুবর্ত্তন করিবে।

১২। যাহা তোমার করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ ক্লেশ বহন ও মৃত্যুতে যদি তুমি প্রস্তুত থাক, তোমার পক্ষে শীঘ্রই উহা ভাল হইবে এবং তুমি সান্ত্বনা পাইবে।

যদি তুমি পলের সঙ্গে তৃতীয় স্বর্গেও উত্তোলিত হও, সে জন্যেও তুমি বিপদের ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইবে না।

ঈশা বলিয়াছেন, "আমি তাহাকে দেখাইব, আমার নামের জন্য কত বড় বিষয়ে তাহাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।"

অতএব যদি ঈশাকে ভালবাস এবং নিয়ত তাঁহার সেবা করাতে তোমার অনুরাগ থাকে, তবে ক্লেশভোগ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

১৩। ইচ্ছা হয় যে তুমি ঈশার নামের জন্য ক্লেশভোগে উপযুক্ত হও! তা হইলে তোমার জন্য কত মহৎ গৌরব সঞ্চিত হইবে! ঈশ্বর ও সাধুগণের কত আনন্দ হইবে! তোমার প্রতিবেশিগণের কত মহাসচ্ছিক্ষা লাভ হইবে।

কারণ যদিও অল্প লোকে ক্লেশ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, সকলেই সহিষ্ণুতাকে ভাল বলিয়া থাকে।

যখন সংসারের জন্য লোক গুরুতর পরীক্ষার ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে, তখন খ্রীষ্টের জন্য অল্প কিছু ক্লেশ বহন করাও ন্যায়তঃ সমুচিত।

১৪। নিশ্চয় জান, আসন্নমৃত্যুর জীবন তোমায় নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এবং যে ব্যক্তি আপনার সম্বন্ধে যতোধিক পরিমাণে মৃত হয়, ঈশ্বরেতে সে ততোধিক জীবিত হইতে আরম্ভ করে।

খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ দারিদ্র্য বহন করিতে যে আপনাকে প্রস্তুত দেখায় নাই, তাদৃশ কোন ব্যক্তি স্বর্গীয় বিষয় সমুদায় বুঝিবার উপযুক্ত নয়।

খ্রীষ্টের জন্য আহ্লাদের সহিত তুমি ক্লেশ ভোগ করিবে, এতদপেক্ষা ঈশ্বরের গ্রাহ্য আর কিছুই নাই, এ সংসারে তোমার পক্ষে হিতকরও আর কিছু নাই।

যদি এ বিষয়ে তোমার মনোনীত করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে বিবিধ সান্ত্বনা লাভ করিয়া পুলকিত হওয়া অপেক্ষা খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ দারিদ্র্যের ক্লেশ বহন করিতে ইচ্ছা করা তোমার পক্ষে সমুচিত; কারণ তুমি তদ্দ্বারা খ্রীষ্টের অনুরূপ হইবে, এবং সকল সাধুগণের নিকটসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইবে।

কারণ আমাদিগের জীবনের অবস্থায় সহিষ্ণুতার সহিত বিবিধ ক্লেশ ও পরীক্ষা বহন দ্বারা আমাদের উপযুক্ততা ও উন্নতি পরিগণিত হয়, সান্ত্বনা ও মিষ্টতানুভবের সংখ্যাক্রমে নহে।

১৫। ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা মনুষ্যজাতির পরিত্রাণের পক্ষে আর যদি কিছু অধিক লাভকর থাকিত, নিশ্চয় খ্রীষ্ট উহা কথায় দৃষ্টান্তে প্রদর্শন করিতেন।

কারণ তিনি তাঁহার অনুগামী শিষ্যবর্গকে এবং যাহারা তাঁহার অনুসরণে অভিলাষী তাহাদিগকে সুস্পষ্ট ভাষায় ক্রুশ বহন করিতে উপদেশ দিয়াছেন,—"যদি কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিতে চায়, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, ক্রুশ গ্রহণ করুক, এবং আমার অনুবর্ত্তন করুক।"

অতএব খুব পাঠ ও সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবার পর আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত এই হউক যে—"অনেক বিপৎ পরীক্ষার মধ্য দিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।"

সংবাদ।

শ্রীদরবার হইতে আচার্য্যদেবের জীবনচরিত লিখিত হইতেছে। যে যে বন্ধুর নিকটে জীবনচরিতে প্রকাশ যোগ্য আচার্য্যদেবের কোন পত্র বা অন্য কোন নিদর্শন আছে তাহা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীদরবারের সম্পাদকের নিকটে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আমরা পরম বাধিত হইব।

আগামী ৯ই ভাদ্র রবিবার ভাদ্রোৎসব হইবে। কোন একটি উদ্যানে উক্ত উৎসব করিবার কথা হইয়াছে। সমবিশ্বাসী বন্ধুগণ উৎসবে যোগ দান করিয়া বিধান জননীর কৃপা সম্ভোগ করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

শান্তিপুরনিবাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর মল্লিক ভগবানের প্রেরণায় শ্রীদরবারের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক বিধানের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আবেদন করিয়াছেন। শ্রীদরবার তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় শিক্ষা ও শাসনাধীন থাকিতে বিধি দিয়াছেন। "পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা" পুস্তকে, ভ্রাতা পরমেশ্বর মল্লিক ঈশ্বরকৃপায় কিরূপ ভয়ানক দুর্নীতি ও পাপ হইতে রক্ষা পাইয়া বিধানের শরণাপন্ন হইয়াছেন বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহার জীবনের উচ্চব্রত পালনে সহায় হউন।

কার্ডিনেল নিউম্যান্ সাহেবের মৃত্যু সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। এই মহাত্মার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মজ্ঞানী ও পবিত্রাত্মা মনুষ্য বর্ত্তমান কালে অতি বিরল। ইনি বর্ত্তমান যুগের একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রফেসর নিউম্যান একজন ব্রাহ্ম (Thiest); ইনি সুপ্রসিদ্ধ "থিজম" নামক পুস্তকের প্রণেতা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত মহাত্মা কয়েক বৎসর ধরিয়া রোমাণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বাসের এত দূর পার্থক্যসত্ত্বেও কার্ডিনেল নিউম্যানের ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতৃপ্রেম অনুকরণীয় ছিল। কয়েক বৎসর হইল পোপ তাঁহাকে কার্ডিনেল পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

টাঙ্গাইল হইতে নববিধান মৃতসঞ্জিবনী নামক একখানা ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, আমরা তাহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। নববিধানতত্ত্ব প্রচার করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইহার প্রথম সংখ্যায় প্রার্থনা, ঈশ্বর দূরে নহেন নিকটে, মানুষকে ভক্তি ও সম্মান কর, নববিধান কি? গৃহ, এই কয়টি বিষয় আছে। ইহার পাঁচ শত খণ্ড বিনামূল্যে গ্রাহকদিগকে বিতরণ করা হইবে। ঈশ্বর সম্পাদকের শুভ অভিপ্রায় সফল করুন।

"ব্রাহ্মপত্রিকা" নামক একখানা সাপ্তাহিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা পুনানগরে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রতি বুধবার মুদ্রিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কয়েক দিন হইতে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার ইতিমধ্যে শমস্তিপুর দ্বারভাঙ্গা, সীতামারীতে বিধান প্রচার করিয়াছেন। ভাই বলদেব সহায় পূর্ণিয়া হইতে সমস্তিপুরে গিয়াছিলেন।

বঙ্গের সুবোধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে "নববিধান প্রচারক বাবু অমৃতলাল বসু সেতারা নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিলে পর তথাকার কতিপয় ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতাসূচক ও স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এক রজতপাত্র তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন।" আমরা জানি, এই উপহারটি আমাদের ভাইয়ের জন্য সীমলাসমাজে পাঠান হইয়াছে।

চট্টগ্রামনিবাসী স্কুলের সবইনস্পেক্টর মতিলাল দাস নামক ব্রাহ্ম যুবা কিছুদিন হইল নৌকাযোগে সমুদ্র কূলে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নদীমুখ হইতে ভাটার টানে একেবারে সমুদ্র গর্ভে যাইয়া পড়েন, তখন ভগবান্ ও ভক্ত কেশবচন্দ্রকেই তিনি ভাবিতেছিলেন। বিধাতার কৃপায় তিনি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছেন।

বীডন উদ্যানে উপদেশ শ্রবণে লোকের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। উপদেশের পর আলোচনা হইয়া থাকে, অনেকে নানা প্রশ্ন করিয়া থাকেন।

মোরাদনগর ব্রাহ্মসমাজ আমাদের এক ভাইকে তথায় যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। এক্ষণ পূর্ণ বর্ষাকাল, দেশ জলে প্লাবিত, এই সময় প্রচারের উপযোগী নয়। বর্ষাপগমে উপযুক্ত সময়ে আমাদের ভাইয়ের মোরাদ নগরে গমনের ইচ্ছা আছে।

আমাদিগের মফঃসলস্থ একটি বন্ধু লিখিয়াছেন "আমাদের ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বিবাদ বিংসবাদ যে সকলেরই অন্তঃ-করণে এক বিষম আঘাত প্রদান করিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই। সে দিন আমাদের অত্যত্র ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনান্তে আমাদের জনৈক বিশ্বাসী ভ্রাতা এই বিবাদ বিসং-বাদের কথা উত্থাপন করিয়া কহেন যে 'আমার ইচ্ছা হইতেছে যে আমি এই দণ্ডেই কলিকাতা গিয়া সমগ্র নববিধান প্রচা-রক ও নববিধানবিশ্বাসী ভ্রাতাদিগের চরণ ধরিয়া সকলকে এক স্থানে একত্রিত করিয়া মনের বেদনা নিবারণ করি'। বাস্ত-বিকই নববিধানের প্রতি যাঁহার সর্ষপকণার ন্যায়ও বিশ্বাস আছে, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রতি যাঁহাদের [illegible]মাত্র শ্রদ্ধা আছে, বিধানসমাজের বর্ত্তমানাবস্থা তাঁহাদিগের যার পর নাই ব্যথার কারণ হইয়াছে?" আমাদিগের বন্ধুবর্গ সকলেই গৃহবিচ্ছেদে যে অত্যন্ত কাতর তাঁহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমাদিগের আশা তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিলে বিধানজননী আপনি উপযুক্ত উপায় বলিয়া দিবেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে রঙ্গপুর নববিধানসমাজগৃহসংস্করণার্থ বিখ্যাত দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী ২৫৲ দান করিয়াছেন।

আমরা দুঃখের সহিত আমাদের গয়ার ভ্রাতা শ্রীমান ব্রজগোপাল নিয়োগীর দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করি-তেছি। শিশুটির বয়স ৩ বৎসর ৯ মাস মাত্র হইয়াছিল। গত ১৩ আগষ্ট বুধবার রাত্রিতে এই শোকাবহ ঘটনা গয়াধামে ঘটিয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর শিশুকে তাঁহার শান্তিধামে লইয়া গিয়া যেমন তাহাকে সুখে রক্ষা করিতেছেন, তেমনি তিনি পৃথিবীতে শিশুর পরিত্যক্ত জনকজননীর আত্মাতে বিশ্বাস ও শান্তি বিধান করুন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে প্রচার ভাণ্ডারে বিগত জুলাই মাসে নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেব, দেবীগঞ্জ	১২৲
" বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা	২৲
" " হরচন্দ্র মজুমদার, আজমির	২৲
" " কৈলাসচন্দ্র বসু, রংপুর	২৲
" " মধুসূদন সেন, কলিকাতা	৷৹
" " হেমেন্দ্রনাথ বসু, বোয়ালিয়া	১৲
" " কেদারনাথ রায়, কলিকাতা	২৲
" " কান্তিমণি দত্ত, রঙ্গপুর	৷৹
" " প্রেমচাঁদ বড়াল, কলিকাতা	২৲
" " হরি সুন্দর বসু, ভাগলপুর	১৲
" " বিপিনবিহারী সরকার, কলিকাতা	১৲
" " বিশ্বনাথ রায়, লক্ষ্ণৌ	১২৲
শ্রীযুক্ত পিনাগা পানি, মুডালিয়ার মান্দ্রাজ	২৲
" বাবু সিদ্ধেশ্বর সরকার, হুগলি	৪৲
" " গোপালচন্দ্র বসু, কাঁথি	৸৹
মোট	৪৪ ৸৹

প্রেরিত।

শ্রীদরবার তত্ত্ব।

কেহ কেহ শ্রীদরবারকে অতি উন্নত পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াও ইহার কার্য্যকারিতাসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, সংসারে বিভিন্ন রুচি ও শিক্ষাবিশিষ্ট বহুলোক পবিত্রাত্মা ভগবানের একই প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া সামাজিক সমুদয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে, এ দৃশ্য সম্পূর্ণ স্বর্গীয় হইলেও পৃথিবীতে ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? শ্রীদরবার যে পৃথিবীতে সম্ভব এবং সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা [illegible]হা প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীদরবারে আমরা তিনটী বিষয় দেখিতে পাই;—সমবেত ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ, ঈশ্বর এবং প্রত্যাদেশ। পৃথিবীতে ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ সমবে[illegible] পারেন ইহা কখনও অসম্ভব ঘটনা নহে। আমরা উপাসনালয়ে এবং সঙ্গীতে প্রতিনিয়ত ধর্ম্মবিশ্বাসিগণের একত্র অবস্থান দেখিতে পাই। যেথানে বিশ্বাসিগণ একত্রিত তথায় যে ঈশ্বর আছেন এ সত্যে তাঁহাদিগকে বিশ্বাসী হইতেই হইবে, নচেৎ তাঁহারা বিশ্বাসিপদবাচ্য নহেন। সমবেত বিশ্বাসিগণকে ক্রোড়ে লইয়া ভগবান্ বর্ত্তমান, ইহা সন্দর্শন করা বিশ্বাসীর পক্ষে যেমন সম্ভব, তেমনি পরিত্রাণপ্রদ ব্যাপার। এখন প্রশ্ন এই, বর্ত্তমানে ঈশ্বর তাঁহার সমবেত বিশ্বাসী সন্তানগণের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন কি না? এই বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত আমাদিগকে প্রার্থনাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইবে। প্রার্থনা ও প্রত্যাদেশ নিত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ। প্রার্থনা করিলেই তাহার উত্তর পাওয়া যায় ইহাতে কোন নববিধানবিশ্বাসীর অবিশ্বাস করিবার সাধ্য নাই। এই যে নববিধান আমরা লাভ করিলাম ইহা কি আমাদের প্রিয়তম আচার্য্যদেবের ব্যাকুল প্রার্থনার ফল নহে? প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর তাহার উত্তর দেন না এ সংস্কার যাহাদের, তাহাদিগকে বিধানদ্রোহী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজে প্রার্থনার যেরূপ অপব্যবহার দৃষ্ট হয় আর কুত্রাপিও তদ্রূপ নহে। অনেক স্থলে ব্রাহ্মগণ বাক্য উচ্চারণকেই প্রার্থনা মনে করিয়া যখন তখন, কখন বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে কখন বা স্বীয় রুচি অনুসারে প্রার্থনার ভাবে বক্তৃতা করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করেন। ইহা ঈশ্বরের সহিত বিদ্রূপ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ কপট প্রার্থানাই ব্রাহ্মসমাজে অত্যন্ত প্রবল, তাই ব্রাহ্মগণ শ্রীদরবারের নামে, প্রত্যাদেশের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলেন "শ্রীদরবার কি সম্ভব? প্রত্যাদেশ কি প্রাপ্ত হওয়া যায়?" আমরা ব্রাহ্মগণকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা প্রার্থনা করিয়া কি উত্তরের প্রতীক্ষা করেন? তৃষিত ব্যক্তি যেমন ব্যাকুলতার সহিত জলের অন্বেষণ করে, তাঁহারা কি তেমনি প্রভুর নিকট প্রার্থনার উত্তর চান? না বক্তৃতা করিয়া আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইয়া মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা পান? এক্ষণে দেখা যাউক, ব্রাহ্মগণ প্রকৃত প্রার্থনায় বিশ্বাসী হইলে তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা দাঁড়ায়। আমাদের বিশ্বাস প্রার্থনাশীল ব্যক্তিদিগের সমাজিক কার্য্য নির্ব্বাহে শ্রীদরবার ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। আচার্য্যদেব যেমন ভগবানের সহিত বিবিধ সম্বন্ধ অনুভব করিয়া প্রভুর আদেশানুসারে চলিতেন, প্রার্থনাযোগে উত্তর লাভ করিতেন, প্রার্থনাশীল ব্রাহ্মগণের পক্ষেও তদ্রূপ হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। প্রার্থনা করিলেই যখন স্বর্গের অমৃত, প্রভুর আদেশ আইসে, তখন কোন্ বিশ্বাসী ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি ও কল্পনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত অনুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন? "ভেজাল দুগ্ধ" পান করিতে কাহার সাধ জন্মে? প্রার্থনা করিয়া একব্যক্তি যখন উত্তর পাইলেন, তখন তদ্রূপ অবস্থাপন্ন অন্যান্য সহ সাধকগণ কেন উত্তর পাইবেন না? আর একই বিষয়ের জন্য সকলে প্রার্থনা করিলে তো এক উত্তর, এক প্রত্যাদেশই লাভ হইবে। কেন না ঈশ্বর এরূপ নহেন যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসীর মনে একই বিষয়সম্পর্কে বিভিন্ন আদেশ প্রেরণ করিয়া বিবাদ সমুৎপন্ন করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সম্মিলিত বিশ্বাসিগণের মধ্যে ভগবানের একই প্রত্যাদেশ লাভ করা সম্ভব ও স্বাভাবিক।

এখন দেখা যাইতেছে প্রার্থনার ভিত্তির উপর শ্রীদরবার প্রতিষ্ঠিত। শ্রীদরবারকে অবিশ্বাস করা আর প্রার্থনাকে অবিশ্বাস করা ফলতঃ একই হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীদরবারকে লাভ করিতে হইলে ব্রাহ্মগণকে প্রাণের সহিত প্রার্থনা সাধন করিতে হইবে। প্রার্থনা কি? আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "প্রার্থনা—আত্মার প্রার্থিভাব এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের নিমিত্ত প্রবল তৃষ্ণা।" প্রার্থিভাব যাঁহার হৃদয়ে স্থায়ী হইয়াছে, নির্ব্বাণ তাঁহার বদনমণ্ডলে হাস্য করে, তাঁহার আত্মচেষ্টার নিবৃত্তি হয়, ঈশ্বরকে ক্রিয়া করিবার জন্য তিনি হৃদয় পাতিয়া রাখেন। এই সর্ব্বফলপ্রদ প্রার্থিভাব লাভ করিতে হইলে, উপাসনা সাধন করিতে হয়, এবং উপাসনায় নববিধানের উচ্চ ধর্ম্ম—জ্ঞানপুণ্য, প্রেমও কার্য্য, যোগ ও বৈরাগ্যের সর্ব্বোচ্চ অবস্থার সমন্বয় লাভ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীদরবার যেমন নববিধানের একটি উচ্চ ও অপরিহার্য্য অনুষ্ঠান, তেমনি ইহা বিধানবাদিগণের বিষম পরীক্ষার স্থান। এখানে তাঁহাদিগের প্রার্থনার পরীক্ষা, উপাসনার পরীক্ষা, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম ও বৈরাগ্যের পরীক্ষা এবং সর্ব্বশেষে বিশ্বাসের পরীক্ষা হইতেছে। যাঁহারা এই বিশ্বাসের ভূমি হইতে পলায়ন করিয়া, নববিধান সমাজে নিরীশ্বর সাধারণতন্ত্রসংস্থাপনে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারা কত দূর নববিধানানুমোদিত কার্য্য করিতেছেন তাহা ভগবান্‌ই জানেন। দয়াময়ের নিকট আমাদের ব্যাকুল প্রার্থনা এই নববিধানসমাজে সাধারণতন্ত্রসংস্থাপনের চেষ্টার অবসান হউক, এবং তিনি শ্রীদরবারকে জয়যুক্ত করুন।

টাঙ্গাইল ২৪ শে শ্রাবণ — শ্রী শঃ—

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

:৬ ভাগ। ১৬ সংখ্যা। } ১৬ই ভাদ্র, রবিবার, ১৮১২ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে যোগিগণের হৃদয়বল্লভ পরমেশ্বর, আমাদিগকে যোগী করিবার জন্য তোমার এত যত্ন কেন দেখিতেছি? তুমি আমাদিগকে যোগী না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেছ না। তুমি বলিতেছ, আমাদিগের ভিতরে তোমার যোগী সন্তান আড়ালে আছেন। সেই সন্তানটিই তোমার সন্তান, আমরা কেউ নই। আমরা অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, এবং আমরা যা নই, জগতের নিকটে তাই দেখাইয়াছি। এই অপরাধে যোগবিরোধী আমাদিগকে তুমি হস্ত ধরিয়া দেহগেহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিয়া তোমার যোগী সন্তানটিকে বিধানক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিবে, এবং সমুদায় জনসমাজকে এই কথা বলিয়া দিবে যে, আমাদিগের আমির ভিতর যথার্থ আমি যে, আমরা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া পশু অংশকে আমি বলিয়া সমুদায় অধিকার করিয়া বসিয়াছি। সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে যাহার বাস সেই 'যোগী আমি' এই আমি কাহারও মধ্যে একেবারে নিদ্রিত, কাহারও মধ্যে পশু অংশের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত। তাহাদিগের সৌভাগ্যের দিন সমুপস্থিত, যাহাদিগের মধ্যে 'ঋষি আমি' জয়লাভ করিয়া পশুকে একেবারে বিদায় করিয়া দিয়াছে। নাথ, তোমার ইচ্ছা যে, আমাদিগের ভিতরে এত দিন পশুর সঙ্গে যে বিরোধ চলিয়াছে, এই বিরোধের শেষ নিস্পত্তি হয়। তুমি তোমার যোগী সন্তানকে জয়ী করিয়া তাহাকে সকলের নিকটে বাহির করিবে, এই যদি তোমার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে তাই কর, আমরা বাঁচিয়া যাই, উদ্ধার হইয়া যাই। হে দীনজনের গতি, আমরা ভারতের ঋষিবংশসম্ভূত; আমাদিগের শোণিতের ভিতরে ঋষি বিরাজ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সন্দেহ করি না। তবে পশুর অত্যাচারে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণকেও অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তোমার বলে পশুকে জয় করিয়া আপনাদের ঋষিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও যেন তাঁহাদের সন্তান হইয়া তাহাই করিতে পারি। অগৌণে তোমার ঋষিসন্তান আমাদিগের ভিতর হইতে বাহির হইয়া সমুদায় অধিকার করিয়া বসুন, এই তোমার নিকটে আমাদের বিনীত ভিক্ষা।

একবিংশ ভাদ্রোৎসব।

মাঘের উৎসব এবং ভাদ্রের উৎসব এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি আমাদের সকলেই অবগত আছেন। মাঘের উৎসব একমাস ব্যাপী, ভাদ্রের উৎসব এক দিবসে পর্য্যবসিত, অথচ সাধকমাত্রেরই ভাদ্রের উৎসবের প্রতি সমধিক

আকর্ষণ। ভাদ্রের উৎসব সাধনে আরব্ধ হইয়া সাধনের পথ খুলিয়া দেয়, সুতরাং সাধকমাত্রে এ উৎসব হইতে বঞ্চিত হইতে চান না। ভাদ্রের উৎসবের এই বিশেষত্ব-বশতঃ আমরা বর্ত্তমান অবস্থানুযায়ী আয়োজনেই এই উৎসবে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হই। আমাদিগের বিধানজননীর কৃপা অসীম এবং অপার, তাঁহার আশীর্ব্বাদে অসম্ভব চিরকালই সম্ভব হয়। আমরা ক্রমান্বয়ে তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া স্থানের অভাব আর গুরুতর বলিয়া মনে করিতে পারি না, সুতরাং স্থানভ্রষ্ট হইয়াও স্থানান্তরে ভাদ্রোৎসব করিতে কেনই বা কুণ্ঠিত হইব? কে তাঁহার কৃপার অনুরূপ পূজার আয়োজন করিতে সমর্থ? তথাপি কথঞ্চিৎ আয়োজন না করিলে তৎপ্রতি নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় বলিয়া বর্ত্তমান উপাসনা-স্থান উৎসবের জন্য পত্রাদিতে সজ্জিত হয়। এই উৎসবে তিন জন যুবা দীক্ষার্থী ছিলেন। প্রথম যুবা শ্রীমান্ ব্রজকুমার নিয়োগী, ইনি আমাদের সকলের বিদিত স্বর্গগত বিষ্ণুভক্তি-প্রবণা শ্রীমতী গান্ধর্ব্বী দেবীর পৌত্র ও বেড়াবুচিনা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগীর পুত্র; দ্বিতীয় যুবা খেশড়ানিবাসী শ্রীমান্ শশীভূষণ মিত্র, ইনি প্রথম বয়স হইতে আমাদিগের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তৃতীয় যুবা ভাই গৌরগোবিন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমৃতানন্দ রায়।

৯ই ভাদ্র রবিবার উৎসবের দিন স্থির হইয়াছিল। প্রাতঃকালে ৬ টার পর নবসংহিতার বিধি অনুসারে দীক্ষার্থিগণের অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অভিষেকের স্থান কদলী বৃক্ষাদিতে সজ্জিত হইয়াছিল। অভিষেকান্তে ৭।৷০ টার সময় সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া ৮ টার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনাস্থল সমাগত উপাসকগণেতে পূর্ণ ছিল। উপাসনার প্রথমাংশ সাঙ্গ হইবার পর তিন জন দীক্ষার্থী দীক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। দীক্ষাগ্রহণব্যাপার অতি সুগম্ভীর, ইহার মধ্যে নববিধানের ভাব ঘনীভূতরূপে একত্র অবস্থিত। নববিধান কি? সংক্ষেপে যাঁহারা জানিতে চান, এই দীক্ষাপ্রণালী বিশেষে মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে অবগত হইতে পারেন। শ্রীমান্ ব্রজকুমার নিয়োগীকে তাঁহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী এবং অবশিষ্ট দুই জন দীক্ষার্থীকে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র দীক্ষার্থ উপাচার্য্যের নিকট উপস্থিত করেন। দীক্ষান্তে উপাসকগণের পক্ষ হইতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং শ্রীযুক্ত উমাচরণ মিত্র দীক্ষিতগণকে আলিঙ্গন করিয়া নবসংহিতা ও শ্লোক সংগ্রহ অর্পণ করেন। দীক্ষানুষ্ঠানসমাপনান্তে, ব্রহ্মস্তোত্র হইতে আরম্ভ করিয়া উপাসনাঙ্গ পরিসমাপ্ত হয়। উপদেশের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পঠিত হইয়াছিল।

হে দীনবন্ধু, দুঃখীর সুখ, নিরাশের আশা, অন্ধকারের জ্যোতি, মৃতের নবজীবন, আমরা প্রত্যেকেই দুজন দুজন মানুষ। এক জন মানুষের খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর এক জন মানুষের খেলা আরম্ভ হইবার এখনো কিছু বাকি আছে। আমার মানুষের দিন শেষ হইবার সময় হইল, তোমার মানুষ যে তার জন্ম হইবার সময় হইল। এই কৌটার ভিতর আর একটা জীব, এই পাখীর ভিতর আর একটা পশু। কিরূপে তোমার মানুষ বাহির হইবে? নববিধানে যা যা উপকরণ দরকার তা এ দলের ভিতর আছে; কিন্তু কিছু হইয়া উঠিতেছে না। পরমেশ্বর, তুমি কবে এই পুরাতন দলের ভিতর হইতে সেই নূতন দল করিয়া দিবে? আমরা ত তোমার চিহ্নিত সেই নূতন দল নই। তোমার দ্বারবান্ আমাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল। বলে "তোমরাত সেই নূতন দল নও, তোমরা স্বার্থপর লোভী, দূর হও।" শ্রীহরি, এ অস্বীকারের হেতু কি? আকাশে দৈববাণী বলে "এ তোরা নয়। তোদের ভিতর আরও এক একটা মানুষ আছে, তারা যদি আসে, তারা নববিধানের লোক।" আমরা মরে যাব, চলে যাব, পুড়ে যাব, অগ্রাহ্য হইব। আমরা সে লোক নই। বুকের ভিতর এক জন আছে, সে বলে, 'আমি চিহ্নিত লোক'। হে গরিবের ঠাকুর, অদ্ভুত রহস্যের কথা কে বুঝাইয়া দিবে? স্বর্গরাজ্য কিরূপ? না ভিতরে যে আর এক জন মানুষ আছে সে। সময়ের উত্তাপ পাইয়া ভিতরের নবডিম্ব ফুটিল, উড়িতে উড়িতে বাহির হইল। অচিহ্নিত শরীরের ভিতর চিহ্নিত মানুষ ঘুমায়। অগ্রাহ্য দেহের ভিতর যিনি অবশ্য স্বীকৃত হইবেন, এমন ঋষি ঘুমাইতেছেন। হরি, সে মানুষ না আসিলে তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিব না। ভিতরে কে আছে তোমার ঘরে, ডাকিয়া লও

তোমার ছেলেকে তুমি ডাকিয়া লও। আমরা ত সে মানুষ নই — আমাদের এ পাপের শরীর নববিধানে যোগ দিতে পারে না। সে মানুষ ভিতরে আছে। একবার ডাক মা মধুর স্বরে। সাজের ঘর থেকে দিব্য পুরুষ গুলি সেজে এসে নাট্যশাল য় অভিনয় করুক। হে দীননাথ, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন শীঘ্র শীঘ্র আপনাদিগকে অস্বীকার করিয়া ভিতর হইতে সেই মানুষগুলিকে ডাকিয়া আনিয়া তোমার চরণতলে তাহাদিগকে প্রণত রাখি, মা, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

প্রার্থনাবলম্বনে যে উপদেশ হয় তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। এবার এই উৎসবে এই শুভ সংবাদ আসিয়াছে যে আমাদিগের প্রতিজনের মধ্যে যে দুজন মানুষ আছে, তাহার এক জন মানুষ বিদায় গ্রহণ করিবে, আর এক জন মানুষ যে এখনও নিদ্রিত সে জাগিয়া উঠিবে। যে মানুষ এত দিন বিবাদ করিল, বিসংবাদ করিল, মণ্ডলীর ভিতরে কত অকল্যাণ অশান্তি আনিল, ক্রোধ দ্বেষ হিংসার আগুনে সোণার ঘর ছারখার করিল, সে লোকটা আর পুনরায় অত্যাচার করিতে পারিবে না, সে 'মরে যাবে, চলে যাবে, পুড়ে যাবে, অগ্রাহ্য হবে।' এই মানুষটাকে নিয়ে আমরা স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলাম, দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিলাম না, দ্বারী আমাদিগকে অস্বীকার করিয়া দূর করিয়া দিল, আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে সরিয়া আসিলাম। স্বর্গের দ্বারী আমাদিগকে অগ্রাহ্য করিল, পৃথিবীতেও আমরা অবমানিত হইলাম, আমাদিগকে কেহ গ্রহণ করিল না, স্বীকারও করিল না। এ প্রকারে অগ্রাহ্য হইবার নিন্দিত ও ভৎর্সিত হইবার বাস্তবিকই আমরা উপযুক্ত। প্রেরিত প্রচারক নববিধানবাদী বলিয়া অভিমান করিলে কি হইবে? আমরা তো তাহারা নই, যাহাদিগকে ভগবান্ চিহ্নিত করিয়া পাঠাইয়াছেন। যাঁহারা চিহ্নিত, যাঁহারা নূতন দলের লোক, তাঁহারা এখনও নববিধানের রঙ্গভূমিতে অবতরণ করেন নাই, তাঁহারা ঘুমাইতেছেন। তাঁহাদের আসিবার সময় কি তবে উপস্থিত হয় নাই? আমরা এত দিন যে সাধন ভজন করিলাম, প্রচার করিলাম, লোকের কাছে কত কি বলিলাম, তাহা সকলই কি মিথ্যা হইল? এত পরীক্ষা এত বিপদ মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল, এখনও ঘোর পরীক্ষার অনলের ভিতরে পড়িয়া জ্বলিতেছি, এ সকলই কি তবে মায়ার খেলা? না এ সকলের কোন অর্থ আছে? ভগবানের রাজ্যে নিরর্থক কিছুই নাই। এ সকল ভিতরকার ডিম্ব ফুটিবার জন্য উত্তাপ, এই উত্তাপে সেই ডিম্ব ফুটিবে, ফুটিয়া ভিতরের মানুষ বাহির হইবে। বিনা সাধনে, বিনা তপস্যায়, বিনা পরীক্ষায়, বিপদের তীব্র উত্তাপ বিনা, সে ডিম্ব ফুটে না। এত বৎসর যাহা কিছু হইল, যাহা কিছু চলিতেছে, উহা সেই ডিম্ব ফুটাইবার জন্য। আমাদিগের প্রাণ মন হৃদয় তপস্যাগ্নিতে পরীক্ষারূপ হোমাগ্নিতে যত উত্তপ্ত হইতেছে, তত সেই ভিতরকার মানুষটির ডিম হইতে বাহিরে আসিবার সহায়তা হইতেছে। চারি দিকের চিহ্ন দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, এ বার বিধানক্ষেত্রে সেই ঘুমন্ত মানুষ জাগ্রৎ হইয়া বাহিরে আসিবে। আমরা সকলে বিদায় গ্রহণ করিব, মরিয়া যাইব, চলিয়া যাইব; সেই চিহ্নিত লোকগুলি আসিয়া নববিধান প্রচার করিবে, স্থাপন করিবে, দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন করিবে। তাহাবা বাহিরে না আসিলে আর কিছু হইতেছে না। আমাদের এত চেষ্টা যে বিফল হইতেছে তাহার কারণ এই যে, যাহারা ভারপ্রাপ্ত তাহারা এখনও কার্য্যভার গ্রহণ করে নাই, আমরা মিছামিছি জাল সাজে সাজিয়া তাহাদের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। আমাদের বঞ্চনা শঠতা ধরা পড়িয়াছে, আর আমরা কিছু করিতে পারিতেছি না। যত দিন সেই নিদ্রিত ঋষি গুলি আমাদের ভিতর হইতে বাহির না হইতেছেন, তত দিন গণ্ডগোল থামিতেছে না। তাঁহাদের আগমনে হিংসা দ্বেষ, নীচভাব নীচ কামনা, সংসারাসক্তি সমুদায় বিদায় গ্রহণ করিবে। এখন আমরা সাধন করিতেছি, নাম করিতেছি, অনুষ্ঠান করিতেছি, প্রচার করিতেছি,

অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে হিংসা দ্বেষ ক্রোধ মৎসরতা প্রভৃতি সকলই চলিতেছে। এ সকল থাকিলে কি আর যোগ হয়, না ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির থাকে? এত দিন যাহা হইল, আমাদিগের এই সকল পাপ এইসকল কলঙ্ক দূর করিয়া দেওয়ার জন্য। আমাদের পাপ শরীর তপস্যার অগ্নিতে ভস্ম হইয়া গিয়া তাহার ভিতর হইতে বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণ নূতন মানুষ বাহির হইবেন, তিনিই ঋষি, তিনিই ঈশ্বরের সন্তান, তিনিই চিহ্নিত এবং ভারপ্রাপ্ত। যদিও আমরা তাঁহারা নই, তবুও আমরাই তাঁহারা, কেন না আমাদের পশু অংশ চলিয়া গেলে, তাঁহারা আমাদিগের ভিতর হইতেই বাহির হইবেন। চারি দিকের চিহ্ন দেখিয়া আশা হইতেছে, এই উৎসব গিয়া আগামী উৎসব আসিবার মধ্যেই বা সকলের ভিতর হইতে নূতন মানুষ বাহির হয়। এবারকার উৎসবে ভগবানের আদেশ এই যে, আমরা সেই জন্য প্রযত্ন করি, যাহাতে আমরা পুরাতন মানুষকে বিদায় দিয়া নূতন মানুষ হইয়া যাই। সে মানুষ আমরা তত ক্ষণ হইতে পারিব না, যত ক্ষণ আমাদের ঈশ্বর ভিন্ন আর কোন বিষয় অনুরাগের থাকিবে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা যোগযুক্ত নয়, সে কি কখন ঋষি, সে কি কখন নূতন মানুষ? ভগবান্ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা আমাদিগের ভিতরে যাহা কিছু পুরাতন আছে, তৎসমুদায় বিদায় করিয়া দিয়া নূতন মানুষ হইয়া বিধানের গৌরব ও মহিমা বর্দ্ধিত করি।

প্রাতঃকালের উপাসনা বেলা এগারটার পূর্ব্বে পরিসমাপ্ত হইয়া বিশ্রামান্তে পুনরায় ১॥ টার সময় মধ্যাহ্ন উপাসনা হয়। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনান্তে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান শাস্ত্র, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু শিখ ও খ্রীষ্টশাস্ত্র ও ভাই প্রাণকৃষ্ণদত্ত মদালসার আখ্যানপাঠ করেন। পাঠান্তে সৎপ্রসঙ্গ হয়, এই প্রসঙ্গের প্রথম প্রশ্ন এই যে, মণ্ডলীর মধ্যে যে অমিলনের ব্যাপার আছে, ইহার মধ্যে কি ঈশ্বরের হস্ত নাই? এই প্রশ্নের বস্তুত উত্তর প্রদত্ত হয়। উত্তরের সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে। মিলন ও সামঞ্জস্য ঈশ্বর হইতে সমুপস্থিত হয়। এখানে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্তৃত্ব মানিতে হইবে। যেখানে অসম্মিলন অসামঞ্জস্য বিরোধ বিসংবাদ, সেখানে মনুষ্যের দোষ অপরাধ গণনায় আনয়ন করিতে হইবে। তবে এখানে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এ স্থলে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহার মূলে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আছে। মিলনেও কতকগুলি ঘটনা হয়, অমিলনেও কতকগুলি ঘটনা হয়। ঘটনা কখন ঈশ্বরের কর্তৃত্ববিরহিত হইয়া ঘটিতে পারে না। ঈশ্বরের কর্তৃত্বে ঘটনা ঘটিল বলিয়া এই দ্বিবিধ ঘটনার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা কখন বলা যাইতে পারে না। চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে এই দ্বিবিধ ঘটনার ভিন্নতা সহজে বুঝা যাইতে পারিবে। রোগের চিকিৎসা দ্বিবিধ—উপশয় এবং অনুপশয়। যেখানে রোগের লক্ষণ বিশেষরূপে বাহিরে প্রকাশ পায়, সেখানে উপশয় অর্থাৎ ব্যাধি-বিনাশক ঔষধ প্রদান করিয়া চিকিৎসক সেই ব্যাধি বিনষ্ট করিয়া থাকেন, কিন্তু যেখানে ব্যাধির লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই, রোগ কি এখনও নির্ণীত হওয়া সুকঠিন, সেখানে অনুপশয় অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন ব্যাধি বাহির করিয়া আনয়ন জন্য ব্যাধি-বর্দ্ধক ঔষধ দান করা হইয়া থাকে। ভিতরের রোগ বাহিরে প্রকাশ না হইলে তাহার চিকিৎসা হয় না, সুতরাং চিকিৎসা দ্বারা ব্যাধি বিনাশ করিবার জন্যই এ স্থলে ব্যাধিবর্দ্ধক ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। ব্যাধিবিনাশের ঔষধ এবং ব্যাধি-বর্দ্ধনের ঔষধ দান এ দুই স্থলেই চিকিৎসকের সমান করুণা বিদ্যমান। এ দুই বিপরীত ক্রিয়ায় চিকিৎসকের উপরে কোন দোষ আসিতেছে না। তদ্রূপ যে সকল লোকের ভিতরে অমিলের কারণ প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছে, অথচ ভিতরে ভিতরে তাহাদের অধ্যাত্ম জীবন বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাদের প্রচ্ছন্ন রোগ বাহির করিয়া সুচিকিৎসা করিবার জন্য অনুপশয়সদৃশ কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাহাতে ভিতরের অমিল বাহিরে

প্রকাশ পায়। অমিল মনুষ্যের নীচ বাসনা, নীচ কামনা সংসারাসক্তি প্রভৃতি হইতে সমুপস্থিত হয়, কিন্তু সেই গুলি ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য যে সকল ঘটনা ঘটে সে গুলি প্রচ্ছন্ন রোগ বাহির করিবার জন্য অনুপশয় যোগে চিকিৎসা। যাহার অপরাধ জন্য ঘটনা ঘটিল, তাহার অপরাধ কিছুতেই লঘু হইল না; কিন্তু সেই ঘটনাকে কল্যাণার্থ যিনি নিয়োগ করিলেন, প্রশংসা ও গৌরব তাঁহারই। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, মিলনের স্থলে ঈশ্বর, অমিলনের স্থলে মানুষের অপরাধ। অমিলনে যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে, তাহার মূলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব আছে, সে কর্ত্তৃত্ব তাঁহার কল্যাণভাবপ্রণোদিত। অমিলনস্থলে সকল সময়ে দুই দিকে দোষ না থাকিতে পারে, কেন না অনেক সময়ে অসত্য সত্যের বিপক্ষে উত্থিত হইয়া অমিল সাধন করিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, দূরস্থ বা মৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থ প্রার্থনা কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহার নিজের অভাব বোধ না থাকিলে অপরের প্রার্থনায় কি কখন ফল হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে কথিত হয়, সকল ব্যক্তির হইয়াই যে আমরা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে পারি এরূপ অধিকার আমাদিগের নাই। যে কোন ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে গেলে এই অভিমান আসিয়া মনে প্রবিষ্ট হয় আমি তাহাদিগের অপেক্ষা পুণ্যবান্, অতএব আমার তাহাদিগের জন্য প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে। যাহাদিগের জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে দায়ী করিয়াছেন, কেবল তাহাদিগেরই জন্য প্রার্থনা করিবার আমাদিগের অধিকার। এই সকল ব্যক্তি মৃত বা দূরস্থ হউন তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কেন না সাধক যখন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেন, তখন কালদেশের কোন ব্যবধান থাকে না, ঈশ্বরের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রার্থনার ফল অপর ব্যক্তিতে গিয়া উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা হয় তাহার অভাববোধ উদ্বোধনের জন্য উহা ক্রিয়াকারী হইয়া থাকে। যিনি প্রার্থনা করেন, তিনি তত্ত্বদর্শী হইলে ইহাই বিশ্বাস করেন যে, পাপীকে সৎপথে আনয়ন জন্য ঈশ্বর সহস্র উপায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই সহস্র উপায়ের মধ্যে তাঁহার প্রার্থনা একটি উপায় মাত্র; সুতরাং তাঁহার অভিমান করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু কৃতজ্ঞ হইবার কারণ আছে।

সৎ প্রসঙ্গের পর ধ্যান। ধ্যানের উদ্বোধন ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত করেন। ধ্যানান্তে ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। তদনন্তর সঙ্কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তন সমুচিত উৎসাহের সহিত নিষ্পন্ন হয়, এবং সমাগত ব্যক্তিগণের জন্য গৃহ অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। সঙ্কীর্ত্তনান্তে ৭ টার পর সায়ংকালীন উপাসনা হয়। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে।

সর্ষপকণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, বীজ দেখিয়া কে সহজে মনে করিতে পারে যে ইহা হইতে এরূপ মহাদ্রুম উৎপন্ন হইবে, শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সহস্র সহস্র লোককে ছায়া প্রদান করিবে? ক্ষুদ্র অণ্ড দেখিয়া সহজে কাহার মনে উদয় হয় যে এই অণ্ড ভেদ করিয়া পরম লাবণ্যযুক্ত পক্ষী বহির্গত হইবে, গগনমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া শত শত ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, ও আপনার বিচিত্র পক্ষসৌন্দর্য্য ও সুললিত স্বরে সকলকে মোহিত করিবে? গিরি দেহ হইতে নির্গত ক্ষুদ্র প্রস্রবণমুল দেখিয়া সহজে কে মনে করিতে পারে যে ইহা প্রকাণ্ড স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়া মহাসাগরকে আলিঙ্গন করিবে? মাতৃক্রোড়স্থ ক্ষুদ্র শিশুকে দেখিয়া কে সহজে ভাবিতে পারে যে এ এক জন মহাপুরুষও বীর পুরুষ হইয়া আপনার উন্নত জ্ঞানপ্রভা বীর্য্য সামর্থ্যে পৃথিবীতে বিজয়পতাকা স্থাপন করিবে? বিদেশে অশ্বশালাতে যখন যিশু জন্ম গ্রহণ করিলেন কে মনে করিতে পারিয়াছিল যে এই দুঃস্থ বালক সকলের শিরোভূষণ হইয়া রাজা মহারাজা ধনী মানী পণ্ডিত আপামর সাধারণ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের একান্ত শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হইবে? প্রথম অবস্থায় বিধান এইরূপ সামান্য ও ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশ পায়, পরে উহা মহাবিক্রম ও বিচিত্র মহিমা প্রকাশ করে। সামান্য ২।৪ টি লোকের মধ্যে প্রথমতঃ বিধানের অভ্যুদয় হয়, ক্রমে ক্রমে এরূপ সত্যের তেজ ও দৈব শক্তি প্রকাশ পায় যে সমুদায় জগৎ তাহার নিকটে পরাস্ত স্বীকার করে। সংসারী অবিশ্বাসী লোকেরা বিধানচিহ্নিত দীন দুঃখী সামান্য লোকদিগকে প্রথমতঃ অগ্রাহ্য করে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়,

এমন কি প্রাণে পর্য্যন্ত সংহার করে, কিন্তু দৈবশক্তি এবং দুর্জ্জয় সত্যের বলে পরে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিয়া বিধানের নিকটে মস্তক অবনত করে। যুডা দেশের এক প্রান্তে পথে পর্ব্বতে প্রান্তরে যিশু কয়েক জন অতি সামান্য মূর্খ ধীবরকে লইয়া বিধানতত্ত্ব প্রচার করিলেন, জ্ঞানগর্ব্বিত অবিশ্বাসী সংসারাসক্ত লোকেরা ব্রহ্মতনয় যিশুকে যে নানাপ্রকারে ক্লিষ্ট ও অপমানিত করিয়া দুই জন চোরের সঙ্গে ক্রুশেতে নিহত করিল, তাঁহার বিধানচিহ্নিত সহচরদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং বিক্ষিপ্ত করিয়া তাড়না করিল, কিন্তু সেই বিধানাগ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইল না, বরং প্রবল দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, ক্রমে সেই মহাগ্নি সমুদায় পৃথিবীকে ঘেরিল। নিরক্ষর হজরত মোহম্মদ দৈববলে বলীয়ান হইয়া ২।৪ টি বিশ্বাসী সামান্য লোককে লইয়া মক্কানগরে বিধানতত্ত্ব প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহার দুর্দ্দান্ত পৌত্তলিক জ্ঞাতিবর্গ কর্তৃক তিনি যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়া স্বগণবর্গ সহ দেশচ্যুত হইলেন মদিনায় যাইয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু অচিরেই তাঁহার প্রচারিত একেশ্বরবাদবিধানের প্রবল স্রোত সমুদায় আরব দেশকে গ্রাস করিল, পৌত্তলিকতা বিলুপ্ত হইল, তাহার চিহ্ন রহিল না। মহাযোগী শাক্য সিংহ ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর বেশে সামান্য কয়েকটি অনুগামী ভিক্ষুক বৌদ্ধকে লইয়া ভারতবর্ষে নির্ব্বাণতত্ত্ব প্রচার করিলেন, এদেশ তাঁহাকে অস্বীকার করিল, তাঁহার অনুগামী বৌদ্ধমণ্ডলী এই দেশ হইতে নিষ্ঠুর রূপে নিপীড়িত হইল, কিন্তু পরে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সেই ধর্ম্মকে শিরোধার্য্য করিয়া লইল। দীন দরিদ্র মুসাদেব বিধান বলে প্রবল রাজাকে পরাস্ত করিয়া স্বজাতিকে উদ্ধার করিলেন এবং তাহাদিগকে নব ধর্ম্মের আলোকে আলোকিত করিলেন। নবদ্বীপচন্দ্র পরমভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপণ্ডিত হইয়াও স্বীয় জ্ঞান পাণ্ডিত্য বিসর্জ্জন করিয়া তৃণ অপেক্ষা দীন হইয়া কয়েকটি দীন দুঃখী ভক্তকে লইয়া নামমাহাত্ম্য ও ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিলেন, জ্ঞানাভিমানী কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় কঠোরচিত্ত বৈদান্তিক ও শাক্তগণ তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিল, কত উপহাস বিদ্রূপ করিল, কিন্তু কিছুতেই সেই স্রোত অবরুদ্ধ করিতে পারিল না বরং সেই ভক্তিপ্রবাহ প্রবল বেগে ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিল। দুর্জ্জয় বিধানবল দৈববল কি ক্ষুদ্র মনুষ্যের বলে প্রতিহত হয়? এখানে কি পৃথিবীর জ্ঞান ও বুদ্ধি বা বাহুবল দাঁড়াইতে পারে? ফুৎকারে কি প্রবল দাবানল নির্ব্বাপিত হয়? করতল বিস্তার করিয়া সূর্য্যরশ্মিকে কি সংহত করা যায়? যখন পৃথিবীতে বা দেশবিশেষে লোকের পাপাসক্তি ব্যভিচারাসক্তি পাপ বৃদ্ধি হয়, সাংসারিকতা বিলাসিতা, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, এবং প্রচলিত ধর্ম্মে অনাস্থা অবিশ্বাস প্রবল হইয়া উঠে, তখনই জীবরক্ষার জন্য দেশরক্ষার জন্য ভগবানের কৃপা বিধানরূপে অবতীর্ণ হয়, মায়া বদ্ধ মোহান্ধ লোকেরা তাহাদের পাশব সুখ ভোগের বিষম বিঘ্ন ও অন্তরায় দেখিয়া কোলাহল করে ও তাহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়; কিন্তু বিধান বিধাতার শক্তি, তাহাকে কেহই চাপিয়া রাখিতে পারে না। সেই অলৌকিক শক্তি বস্ত্রাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া বাহির হয়। বর্ত্তমান যুগে নববিধান সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকে ও সকল সম্প্রদায়কে সকল ধর্ম্ম ভাবকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে সমাগত। সমুদায় নরনারী অব্যবহিত ভাবে ঈশ্বর দর্শন শ্রবণ করিতে পাইবেন, এই নববিধানের নব ভাব। বিধাতা কয়েকটি দুঃখী পাপী সামান্য লোককে এই মহাবিধানের কার্য্যে মনোনীত করিয়াছেন। তাহাদিগকে সংসারের লোক তুচ্ছ ও অনাদর করিতেছে, রাশি রাশি বিঘ্ন বাধা সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে তাহাতে কি বিধাতার কার্য্য বন্ধ থাকিবে? কখনই নহে। আজ হউক কাল হউক দুইশত বৎসর বা দুই সহস্র বৎসর পরে হউক বিধান স্বীয় স্বর্গীয় বল প্রকাশ করিয়া সমুদায় পৃথিবী অধিকার করিবেই করিবে। ইহা মনুষ্যের ক্রিয়া নহে, ভগবানের ক্রিয়া। ভগবান্ কর্ত্তৃক বিধানের কার্য্যে আহূত লোক সকল দুর্ব্বল দুঃখী পাপী হইলেও তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বিধানে মানুষের বলে মানুষের গুণে কিছুই হয় না, দেবপ্রভাবে সমুদায় অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই ঘোর জড়বাদ বিলাসিতা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অবিশ্বাসের দুর্দ্দিন ও অন্ধকারের মধ্যে সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া বাস্তবিক বিধান সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, আর দুঃখ দুর্দ্দিন থাকিবে না। বিশ্বাসী বিধানানুগত হইয়া আমরা বিধাতার হস্তে যদি ব্যবহৃত হইতে পারি তাহা হইলে উদ্ধার পাইব তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের প্রতি তাঁহার অপার প্রেম অনন্ত করুণা। আমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিলে তিনি অন্য লোক মনোনীত করিবেন তাঁহার কার্য্য কখন বন্ধ থাকিবে না। চতুর্দ্দিকে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ অন্ন পরিবেশনের ভার আমাদের উপর, ইহা আমাদের পক্ষে কত সৌভাগ্য। একটু উপেক্ষা ত্রুটিতে অনেক ভাই ভগিনী মারা যাইবে। এখন হইতে বিশেষ ভাবে সেই পিতা মাতার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কার্য্যে প্রাণ মন সমর্পণ করি, তাঁহার আদেশ শুনিয়া চলি, তাঁহার রূপ দেখিয়া মোহিত হই, তিনি এই আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানকে এক কথায় মহাযোগের ধর্ম্ম বলিতে পারা যায়। এই যোগ অতি সহজ এবং স্বাভাবিক, এই যোগের অভাবই বিকার ও অপ্রকৃতিস্থতা। মানুষ যখন আপনি আপনাতে থাকে, তখন সে প্রকৃতিস্থ, কিন্তু যখন সে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, চারিদিকের বিষয় তাহাকে পরিচালিত করে, তখন সে অপ্রকৃতিস্থ। মানুষ বিষয় সমুদয়কে আপনার ইচ্ছাধীনে রক্ষা করিয়া তাহাদিগের উপরে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন

করিবে, ইহাই তাহার প্রকৃতি, এ প্রকৃতি হইতে বিচ্যুতি তাহার কেবল অবনতির কারণ তাহা নহে, ঈশ্বর হইতে তাহার পরিভ্রষ্ট হইবার নিদান। যখন সে আপনাতে আপনি থাকে তখন সমুদায় প্রকৃতির সঙ্গে তাহার একতা থাকে, কিন্তু যখন তাহার আত্মস্থতা তিরোহিত হইয়া বিষয়ের বশীভূততা উপস্থিত হয়, তখন সমুদায় প্রকৃতি তাহার প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, মনে হয় যেন সমুদায় প্রকৃতি তাহার অধঃপতনে সহায়তা করিতেছে। প্রকৃতির আনুকূল্য ও প্রতিকূল্য কেবল দৃশ্যতঃ; মানুষ আপনি যখন আপনার অনুকূল তখন সকলই অনুকূল, যখন আপনি আপনার প্রতিকূল, তখন সকলই প্রতিকূল। নববিধান মানুষকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ঈশ্বর ও ঈশ্বরাধীন সমুদায় জগতের সহিত তাহার ঐক্য স্থাপন জন্য আসিয়াছেন। যখন বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া মানুষ আপনি আপনার প্রকৃতিতে স্থিতি করে, তখন প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সমুপস্থিত হয়, সকল সময় সে ঈশ্বরের ইচ্ছা কর্তৃক পরিচালিত হয়। সমুদায়ের প্রকৃতি যখন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনতা, তখন মনুষ্যের আত্মপ্রকৃতি এবং বিস্তীর্ণ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন কেনই বা উপস্থিত হইবে না? ঈদৃশ মিলনই মহাযোগ এবং এই মহাযোগই নববিধান। নববিধানী কে? যে সর্ব্বদা যোগযুক্ত, যাহার সমুদায় কথা ব্যবহার অনুষ্ঠান যোগযুক্তাবস্থায়।

হদিস।

মসজেদ ও নমাজের স্থান।

ভাদ্রোৎসবে পঠিত।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরোদ্দেশে মসজেদ নির্ম্মাণ করে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গোদ্যানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। (ওস্মান)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে মসজেদে গমন করে ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গের উপহার প্রাতঃকালে বা সায়ংকালে প্রস্তুত রাখেন। (আবুহরেরা)

হজরত বলিয়াছেন দূরতর স্থানে যাইয়া নমাজ পড়াতেই লোকের সমধিক পুণ্য হয়, সেই দূরত্ব গতি অনুসারে, এবং যে ব্যক্তি এমামের সঙ্গে নমাজ পড়িবার জন্য নমাজের প্রতীক্ষা করিতে থাকে, তাহার পুরস্কার যে ব্যক্তি নমাজ পড়ে তৎপর নিদ্রিত হয় তাহা অপেক্ষা অধিক। (আবুমুসা)

এক মসজেদের পার্শ্বে স্থান শূন্য ছিল, সেলমা পরিবারের লোকেরা ইচ্ছা করিয়াছিল যে সেই স্থানে আসিয়া বাস করে। হজরতের নিকটে এই সংবাদ উপস্থিত হয়, তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন, 'আমি জানিতে পারিয়াছি তোমরা নাকি মসজেদের নিকটে আসিয়া বসতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?' তাহারা বলিল, 'হাঁ প্রেরিত পুরুষ, সত্যই এরূপ ইচ্ছা করিয়াছি।' তখন হজরত বলিলেন, "হে সেলমাবংশীয় লোকেরা, লিখিত হইতেছে 'তোমাদিগের বাসস্থান তোমাদের ধর্ম্মের নিদর্শন' 'তোমাদের বাসস্থান তোমাদের ধর্ম্মের নিদর্শন'। (জাবের)

হজরত বলিয়াছেন যে, নীতিপরায়ণ আশ্চর্য্যধর্ম্মসাধনায় রত নব যুবক; মন্দির হইতে বহির্গত হওয়ার পর পুনর্ব্বার মন্দিরে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত যে ব্যক্তির মন মন্দিরেতে সম্বদ্ধ থাকে; যে দুই ব্যক্তি পরস্পর ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে এবং তাহারা ঈশ্বরোদ্দেশ্যেই সেই মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়; যে ব্যক্তি নির্জ্জনে ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তন করিয়া অশ্রু-বর্ষণ করে; যদি কোন উচ্চবংশীয় ধনশালিনী যুবতী কোন যুবককে নিকটে আহ্বান করিয়া স্বীয় দুরভিসন্ধি জ্ঞাপন করে ও সেই যুবক আমি ঈশ্বরকে ভয় করি বলিয়া কন্টুচিত হয় এমন ব্যক্তি; যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ দান করিয়া তাহা গুপ্ত রাখিল যেন কেহ তাহার সাধুতা জানিতে না পায়; এই সকল ব্যক্তি পরলোকে যখন অন্য কোন আশ্রয় থাকিবে না ঈশ্বরের দয়ার আশ্রয় পাইবে।

এক ব্যক্তির মণ্ডলীর সঙ্গে নমাজ, তাহার গৃহে একাকী নমাজ অপেক্ষা দ্বিগুণ এবং বিপণীতে নমাজ পঁচিশগুণ ফলোপ-ধায়ক, যখন কেহ উত্তমরূপে অজু করিয়া মসজেদের অভিমুখে শুদ্ধ নমাজকে লক্ষ করিয়া যাত্রা করে তখন সে এমন একটি পদও অগ্রে স্থাপন করে না যে তজ্জন্য তাহার পদোন্নতি হয় না, এবং তন্নিমিত্ত তাহা হইতে পাপ স্খলিত হয় না। অব-শেষে সে যখন নমাজ পড়ে, যে পর্য্যন্ত সে স্বীয় নমাজের আসনে থাকে দেবগণ অবিশ্রান্ত এই প্রার্থনা করিতে থাকে, হে ঈশ্বর, ইহার প্রতি তুমি আশীর্ব্বাদ কর, ইহাকে তুমি দয়া কর। হজরত বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে নিরন্তর নমাজে রত অথচ নমাজে মন রত নহে।" অপিচ এরূপও উক্ত হইয়াছে যে যখন কেহ মসজেদে প্রবেশ করে এবং নমাজ পড়াই তাহার সঙ্কল্প হয় তখন দেবগণ প্রার্থনা করিতে থাকেন, "হে ঈশ্বর, ইহাকে ক্ষমা কর, হে ঈশ্বর; ইহার প্রতি প্রত্যাগমন কর, এ নমাজে অন্য কিছুর সঙ্গে লিপ্ত হয় না, কোন কথা কহে নাই।" (আবুহরেরা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যখন তোমাদের কেহ মসজেদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে, পরমেশ্বর, আমার জন্য তোমার দয়ার দ্বার উন্মুক্ত কর, এবং যখন বহির্গত হয় তখন যেন বলে, পরমেশ্বর, আমি তোমার কৃপা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। (আবু ও সয়দ)

কাব বলিয়াছেন যে, হজরত মোহম্মদ দেশান্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিবা দ্বিতীয় প্রহর ব্যতীত নগরে পদার্পণ করিতেন না। নগরে উপস্থিত হইয়াই মসজেদে প্রবেশ করি-তেন, এবং দুইবার নমাজ পড়িতেন, তৎপর তথায় বসিতেন।

হজরত বলিয়াছেন যে, মসজেদে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কবিতা পাঠ করিতেছে এরূপ কেহ শুনিলে তাহার বলা উচিত যে, ঈশ্বর অবশ্য তোমাকে ইহার প্রতিফল দান করিবেন,

নিশ্চয় ধর্ম্মমন্দির ইহার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। (আবু হাররা)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধ বৃক্ষের (পলাণ্ডু বৃক্ষের) কিছু ভক্ষণ করে সে যেন কখন আমাদের মস্জেদের নিকটবর্ত্তী না হয়, যেহেতু মনুষ্য যাহাতে (যাহার গন্ধে) কষ্ট বোধ করে দেবতারাও তাহাতে কষ্ট বোধ করিয়া থাকেন। (জাবের)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মমন্দিরে থুথু ফেলা অপরাধ, তাহা প্রোথিত করিয়া ফেলাই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। (ওনস)

হজরত বলিয়াছেন যে, আমার নিকটে আমার মণ্ডলীর শুভ কর্ম্ম ও অপকর্ম্ম উপস্থাপিত হইয়াছে। শুভ কর্ম্মের মধ্যে গম্য পথ হইতে ক্লেশের কারণ অপসারিত করা এই একটি, অপকর্ম্মের মধ্যে মন্দিরে নাসিকামুক্ত শ্লেষ্মা আছে তাহা প্রোথিত না করা। (আবুজর)

প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হয় তখন সে যেন আপনার সম্মুখভাগে থুথু না ফেলে, যে হেতু যে পর্য্যন্ত সে নমাজের আসনে থাকে সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর সম্মুখীন ভাবে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া থাকেন! দক্ষিণ পার্শ্বেও যেন থুথু না ফেলে যে হেতু তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেবগণ থাকেন, স্বীয় বাম পার্শ্বে বা পদতলে নিষ্ঠীব নিক্ষেপ করিতে পারে, পরে তাহা প্রোথিত করিয়া ফেলিবে। আবুসয়িদ বলিয়াছেন যে বাম পদের নিম্নে তাহা স্থাপন করিবে, হজরতের এরূপ বিধি। (আবুহরেরা)

হজরতের সহধর্ম্মিণী আয়শা বলিয়াছেন যে, যে রোগ হইতে হজরত আর আরোগ্য লাভ করেন নাই সেই রোগের সময় তিনি বলিয়াছিলেন যে ইহুদি ও ঈসায়ীদিগকে ঈশ্বর অভিসম্পাত করেন, যেহেতু তাহারা তাহাদের প্রেরিত পুরুষদিগের সমাধি স্থানকে উপাসনালয় করিয়াছে।

জনদব নামক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আমি হজরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, "জানিও তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরা আপনাদের প্রেরিত-পুরুষদিগের ও সাধুলোকদিগের সমাধি স্থানকে উপাসনালয় করিয়াছে, সাবধান! তোমরা কবরকে মস্জেদ করিও না, আমি এ বিষয়ে তোমাদিগকে নিষেধ করিলাম"।

হজরত বলিয়াছেন যে, তোমাদের আলয়ে তোমরা কখন কখন নমাজ পড়িতে পার, কিন্তু তাহাকে কবর করিও না। (ওমরের পুত্র)

তলক নামক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আমরা দূতরূপে হজরত মোহম্মদের নিকটে গিয়াছিলাম। তাঁহা কর্ত্তৃক আমরা এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হই, ও তাঁহার সঙ্গে নমাজ পড়ি, এবং তাঁহাকে জ্ঞাপন করি যে, আমাদের দেশে আমাদের এক গিরজা আছে। তখন আমরা সেই গিরজা সংশোধনের প্রসাদ তাঁহার নিকটে ভিক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি জল আনিয়া অজুও কুলকুচ করেন, এবং তৎপর তাহা আমাদের জন্য এক পাত্রে স্থাপন করেন, এবং আমাদিগকে বলেন যে তোমরা যাত্রা কর, যখন স্বদেশে উপস্থিত হইবে তখন আপনাদের ধর্ম্মমন্দিরকে ভগ্ন করিও, এবং সেই স্থানে এই জল সিঞ্চন করিও ও তাহাকে মস্জেদে পরিণত করিও। আমরা বলিলাম, আমাদের দেশ বহু দূরে এবং এক্ষণ অতিশয় উত্তাপ, এই জল শুষ্ক হইয়া যাইবে। তখন তিনি বলিলেন, অন্য জল দ্বারা ইহাকে বর্দ্ধিত করিও, তাহাতে বিশুদ্ধ ভিন্ন উহা অশুদ্ধ হইবে না।

আয়শা বলিয়াছেন যে, হজরত দূরে মস্জেদ নির্ম্মাণে আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহা দুর্গন্ধ ময়লা হইতে মুক্ত থাকিবে।

হজরত বলিয়াছেন যে আমি মস্জেদকে সুসজ্জিত করিতে আদিষ্ট হই নাই। অব্বাসের পুত্র বলেন, ইহুদি ও ঈসায়ী লোকেরা যেরূপ মন্দিরকে সুসজ্জিত করে সেইরূপ সুসজ্জিত করিতে নাই। (অব্বাসের পুত্র)

হজরত বলিয়াছেন যে, মস্জেদে লোকের গর্ব্ব প্রকাশ প্রলয়ের নিদর্শন। (ওনস)

হজরত বলিয়াছেন যে অন্ধকারাবৃত পথে মস্জেদে গমনকারী লোক, পুনরুত্থানের দিনে পূর্ণ জ্যোতিতে গমন করে। (বোরিদা)।

হজরত বলিয়াছেন, তিন জনের সম্বন্ধে ঈশ্বর প্রতিভূ আছেন। কোন পুরুষ ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংগ্রাম করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে পরমেশ্বর প্রতিভূ, যদি তাহার মৃত্যু হয় তিনি তাহাকে স্বর্গলোকে লইয়া যান, অথবা যে পারিশ্রমিক ও লুণ্ঠন দ্রব্য সে লাভ করিয়াছে তৎসহ তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া আইসেন, এবং যে ব্যক্তি মস্জেদে গমন করে ঈশ্বর তাহার প্রতিভূ, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহে স্থানান্তর হইতে বিশুদ্ধ ভাব লইয়া প্রবেশ করে ঈশ্বর তাহার প্রতিভূ (আবুএমামা)

হজরত বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় আলয় হইতে বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত নমাজের জন্য বহির্গত হয়, ব্রতধারী হাজীদিগের ন্যায় তাহার পুণ্যফল লাভ হইয়া থাকে।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, যখন তোমরা স্বর্গোদ্যানে উপস্থিত হও তখন সম্ভোগ করিতে থাক। বলা হইল, প্রেরিত-পুরুষ, স্বর্গোদ্যান কি? তিনি বলিলেন মস্জেদ। বলা হইল, প্রেরিত-পুরুষ সম্ভোগ কি? তিনি বলিলেন, সোব্হাণ আল্লা, অল্হম্‌দোল্লা লা এলাহ এল্লেল্লাহ, আল্লাহু আকবর বলা। (আবুহরেরা)

হজরত মোহম্মদ, যখন মস্জেদে প্রবেশ করিতেন তখন বলিতেন, "আমার প্রতিপালক ঈশ্বর, তুমি আমার অপরাধ সকল ক্ষমা কর, আপন দয়ার দ্বার আমার জন্য উদ্ঘাটন কর।" যখন তিনি বহির্গত হইতেন তখন বলিতেন, "আমার প্রতিপালক, আমার পাপ সকল ক্ষমাকর, এবং আমার জন্য তোমার প্রসন্নতার দ্বার উন্মুক্ত কর"। (এতেমা)

মস্জেদে কবিতা পাঠ ও তন্মধ্যে ক্রয় বিক্রয় হজরত নিষেধ করিয়াছেন, এবং শুক্রবাসরে নমাজের পূর্ব্বে মস্জেদের অভ্য-

স্তরে লোকের মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ। (শোয়েবের পুত্র ওমর)

হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমরা দেখ যে কোন লোক মস্জেদের ভিতরে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে, তখন বলিও পরমেশ্বর তোমাদের বাণিজ্যকে যেন লাভযুক্ত না করেন, এবং যখন তোমরা দেখ তথায় ধর্ম্মবিরুদ্ধ কবিতা পাঠ হইতেছে, তখন বলিও ঈশ্বর যেন তোমার প্রতি প্রত্যাবর্ত্তিত না হন। (আবুহরেরা)

হজরত মোহম্মদ এই দুই বৃক্ষের কিছু ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ পঁ্যাজ এবং রসুন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে যাহারা এই দুই বস্তুকে ভক্ষণ করে তাহারা যেন কখন আমাদের মস্জেদের নিকটবর্ত্তী না হয়। যদি তোমরা একান্তই তাহা ভক্ষণ কর তবে পাক করিয়া এই দুইয়ের প্রকৃতি নষ্ট করিবে। (মারিয়া)

হজরত বলিয়াছেন যে, মকবরা ও হম্মাম (শবসমাধিস্থান ও সাধারণ স্নানাগার) ব্যতীত সমুদায় পৃথিবী মস্জেদস্বরূপ। (আবুসখিদ)

এই কয় স্থানে হজরত মোহম্মদ নমাজ পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন;—মলমূত্রপ্রক্ষেপস্থলে, পশুবলিদানস্থলে, সমাধিস্থলে, সাধারণ স্নানাগারে, উষ্ট্রবন্ধন স্থলে, ঈশ্বরের মন্দিরের ছাদের উপর। (ওমরের পুত্র)

হজরত বলিয়াছেন যে, তোমরা মেষদিগের বিশ্রাম স্থানে নমাজ পড়িও, এবং উষ্ট্রের বিশ্রাম স্থানে নমাজ পড়িও না। (১) (আবুহরেরা)

এক জন ইহুদি পণ্ডিত হজরত মোহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে কোন্ স্থান উৎকৃষ্ট, তাহাতে হজরত নীরব থাকেন। তিনি বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত জেব্রেল আবির্ভূত হইল আমি চুপ করিয়া রহিলাম। হজরত নিঃশব্দে আছেন এমন সময় জেব্রেলের আবির্ভাব হইল, তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন। জেব্রিল বলিলেন যে, জিজ্ঞাসুর যাহা জিজ্ঞাসিত তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আমি পরমেশ্বরকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব। তৎপর জেব্রেল বলিলেন, মোহম্মদ, আমি ঈশ্বরের এরূপ নিকটবর্ত্তী যে তুমি কখন তাঁহার সেরূপ নিকটবর্ত্তী হও নাই। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিরূপ? জেব্রিল বলিলেন, তাঁহার ও আমার মধ্যে সত্তোর সহস্র জ্যোতির আবরণ বিদ্যমান। অনন্তর বলিলেন স্থানের মধ্যে বাজার নিকৃষ্ট এবং মস্জেদ উৎকৃষ্ট। (আবু এমামা)

হজরত বলিয়াছেন যে, লোকের নিকটে এমন সময় আসিবে যে তাহাদের সাংসারিক ব্যাপারে তাহাদের মস্জেদের প্রসঙ্গমাত্র থাকিবে, ঈশ্বরে তাহাদের প্রয়োজন হইবে না। তোমরা তাহাদের সঙ্গে বাস করিও না। (হোস্ন)

(১) বোধ হয় উষ্ট্রের মূত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, তজ্জন্য তথায় নমাজ পড়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সায়েব বলিয়াছেন যে, একদা আমি মস্জেদে নিদ্রিত ছিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে ঢেলা মারে। আমি উঠিয়া দৃষ্টি করিয়া দেখি যে, তিনি খেতাবের পুত্র ওমর। তখন তিনি আমাকে বলিলেন যাও, এই দুই ব্যক্তিকে আমার নিকটে লইয়া আইস। অনন্তর আমি তাঁহার প্রদর্শিত দুই জনকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। ওমর তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, তোমরা দুই জন কে? অথবা কোথাকার লোক? তাহারা বলিল, আমরা তায়েফনিবাসী। তিনি বলিলেন, যদি তোমরা মদিনানিবাসী হইতে তবে হজরতের মস্জেদে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিয়া আমাকে ব্যথিত করিতে না।

ওমর মস্জেদের এক পার্শ্বে এক রোওয়াক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম বোতয়হা রাখিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি কথা কহিতে বা কাব্য পাঠ করিতে কিংবা উচ্চধ্বনি করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন বাহির হইয়া এই রোওয়াকে চলিয়া আইসে। (মালেক)

একদা হজরত মোহম্মদ দেখিয়াছিলেন যে, মস্জেদের সম্মুখস্থ প্রাচীরে শ্লেষ্মা সংলগ্ন রহিয়াছে, ইহাতে তিনি বড় কষ্ট বোধ করেন, তাহার মুখ মলিন হয়, তিনি দাঁড়াইয়া স্বহস্তে ঘর্ষণ করিয়া তাহা বিলুপ্ত করেন। পরে বলেন যখন তোমাদের কেহ নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন ঈশ্বর তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তোমাদের সঙ্গে গোপনে কথা কহেন, তোমাদের কেহ যেন সম্মুখভাগে থুথু না ফেলে, কিন্তু তাহার বামভাগে বা তাহার পদনিম্নে ফেলিতে পারে, তৎপর তাহা পাত্রেতে যেন গ্রহণ করা হয়। কেহ কেহ বলেন, পাত্রেই নিক্ষেপ করা বিধি। (ওনস)

খলাদের পুত্র সায়েব হজরতের পারিষদমণ্ডলীর অন্তর্গত লোক। তিনি বলিয়াছেন যে, একদা এক ব্যক্তি মস্জেদের অভ্যন্তরে সম্মুখ ভাগে থুথু ফেলে, হজরত তাহা দেখিতে পান। নমাজ সমাপ্ত হইলে তিনি স্বীয় মণ্ডলীকে বলিলেন, এ ব্যক্তি যেন তোমাদের সঙ্গে নমাজ না পড়ে। পরে তাঁহারা তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং হজরতের আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে সেই ব্যক্তি এ বিষয়ে হজরতের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করে। তিনি বলেন, হাঁ এরূপ বিধি হইয়াছে, বাস্তবিক তুমি ঈশ্বরকে ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষকে কষ্ট দিয়াছ।

জবলের পুত্র মাজ বলিয়াছেন, হজরত এক দিন নিশান্ত নমাজ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করেন, এমন কি যখন আমরা সূর্য্যোদয়ের উপক্রম দেখিলাম, তখন তিনি দ্রুত চলিয়া আসিলেন ও নমাজে প্রবৃত্ত হইলেন, সংক্ষেপে নমাজ পড়িলেন। নমাজ অন্তে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলেন। পরে আমাদিগকে বলিলেন, যেমন তোমরা আছ, তদ্রূপ আমি তোমাদের শ্রেণীতে আছি। তৎপর আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, এবং বলিলেন, নিশান্তনমাজে তোমাদিগ হইতে আমাকে যে বিষয় নিবৃত্ত করিয়াছে তদ্বিবরণ তোমাদের নিকটে;

বলিতেছি, রাত্রিতে আমি গাত্রোত্থান করিয়া অজু করি ও যথোপযুক্ত নমাজ পড়ি, নমাজ পড়িতে পড়িতে নিদ্রায় আক্রান্ত হই। তখন অকস্মাৎ আমি প্রভু পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাই। তিনি মনোহররূপে আমাকে দর্শন দেন, এবং ডাকেন, হে মোহম্মদ, আমি বলি প্রভো, দাস তোমার নিকটে উপস্থিত। তিনি বলিলেন, সাধুমণ্ডলী কোন্ বিষয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া থাকে? বলিলাম, আমি তাহা জানি না। তিনি বলিলেন, তিনটি বিষয়ে। পরে তিনি স্বীয় করতল আমার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। তাহাতে আমি স্বীয় অন্তরে প্রচুর শান্তি লাভ করিলাম। তখন সমুদায় ব্যাপার আমার নিকটে প্রকাশিত হইল, এবং আমি জ্ঞান লাভ করিলাম। সেই সময় তিনি ডাকিলেন, হে মোহম্মদ, আমি বলিলাম প্রভো, দাস নিকটে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাধু মণ্ডলী কোন্ বিষয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া থাকে? আমি বলিলাম, সাধুতা বিষয়ে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কি? বলিলাম পদব্রজে মণ্ডলীর নিকটে নমাজের জন্য চলিয়া যাওয়া, নমাজের পর মস্জেদে স্থিতি করা, শীতাদি কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে পূর্ণরূপে অজু করা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তৎপর কোন্ কোন্ বিষয়ে? আমি বলিলাম, উন্নতি বিষয়ে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কি? আমি বলিলাম, কথার কোমলতা, রজনীতে যখন লোকে নিদ্রায় অভিভূত, তখন নমাজ পড়া। তখন তিনি বলিলেন, প্রার্থনা কর। আমি বলিলাম, পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকটে সদনুষ্ঠান করিতে ও অসদনুষ্ঠান ত্যাগ করিতে এবং দীন দুঃখীকে প্রেম করিতে প্রার্থনা করি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও আমাকে দয়া কর, যখন তুমি মণ্ডলীর মধ্যে পরীক্ষা প্রেরণ করিতে ইচ্ছা কর তখন আমাকে অপরীক্ষিতরূপে পরলোকে গ্রহণ করিও, এবং আমি তোমার নিকটে তোমার প্রেম ও যে ব্যক্তি তোমাকে প্রেম করেন তাঁহার প্রেম এবং যে কার্য্য তোমার প্রেমের সন্নিহিত তৎপ্রতি প্রেম প্রার্থনা করিতেছি, পরে হজরত আমাদিগকে বলিলেন, ইহা সত্য, ইহা তোমরা স্মরণ করিয়া রাখ, তৎপর ইহা শিক্ষা দান কর।

মাজ বলিয়াছেন যে, হজরত উদ্যানে নমাজ পড়িতে ভাল বাসিতেন।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির আপন গৃহে নমাজ পড়ায় তাহার সদৃশ ফল লাভ হয়, মস্জেদে তাহার একবার নমাজ পড়ায় ২৫ বার নমাজ পড়ার ফল, যে মস্জেদে মণ্ডলী একত্রিত সেই মস্জেদে একবার নমাজ পড়ায় পাঁচশত বার নমাজ পড়ার ফল, এবং জেরুজিলামের মন্দিরে একবার নমাজ পড়ায় পঞ্চাশবার নমাজ পড়ার ফল, এবং মদিনার মস্জেদে একবার নমাজ পড়ায় পঞ্চাশ সহস্র বার নমাজ পড়ার ফল, কাবা মস্জেদে এক বার নমাজ পড়ায় লক্ষ বার নমাজ পড়ার ফল। (ওনস)

মদালসা।

ভাদ্রোৎসবে ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্তৃক পঠিত।

অনেকেই বলেন নারীজাতি ভোগবিলাসের মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতা যেন ইহাঁদের হৃদয়ের এক একটি যন্ত্র। সাধারণ মানুষের কথা দূরে থাক, অনেক পণ্ডিতও এই মত প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহা যে নিতান্ত ভ্রান্ত মত তাহা সহজেই প্রতিপন্ন করা যায়। যদিও আজ আমরা সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই তত্রাচ একটী অবলাজীবনের অদ্ভুত কথা বলিতে প্রবৃত্ত হই।

এই অবলার নাম মদালসা, ইনি পার্ব্বতীয় এক রাজার দুহিতা এবং ঋতধ্বজনামক রাজার রাজ্ঞী ছিলেন। ইহাঁর দয়া, সহিষ্ণুতা, নিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি মহাগুণে যে কেবল মহারাজ ঋতধ্বজ মোহিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, রাজ্যের প্রজামণ্ডলী জননী অপেক্ষাও ইহাঁকে আন্তরিক ভক্তি করিত। সাংসারিক সকল বস্তু হইতে কামনাকে আকর্ষণ করিয়া এক মাত্র ভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া এই গুণবতী মহিলা চিরজীবন মনের সুখে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। রাজভোগের মধ্যে থাকিয়াও সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার, নিস্পৃহ ভাবেই থাকিতেন, বৈরাগ্যই ইহাঁর নিকট অতি আদরের বস্তু ছিল।

ইহাঁর গর্ভে চারিটি রাজকুমার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতে ইনি তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া এমন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাঁহারা সংসারত্যাগী হইয়া বনগমনপূর্ব্বক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি সন্তানদিগকে কি প্রকার তত্ত্বশিক্ষা দিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতেছে। এক দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রান্ত বাল্যাবস্থায় অপর বালকের দ্বারা অপমানিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট অভিযোগ করিলে জননী বলিলেন, "বৎস বিক্রান্ত, তুমি এপ্রকার ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছ কেন? আমার কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। তুমি কে, আমি তাহাই তোমায় বুঝাইয়া দিব, তুমি যদি উত্তমরূপে নিজে কে বুঝিতে পার তাহা হইলে আর কোন কালে নিরানন্দ হইবে না, কোন প্রকার কার্য্য তোমার মনকে বিচলিত করিতে পারিবে না, পৃথিবীতে যাঁহারা বড়লোক হইয়াছেন তাঁহারা অগ্রে এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তোমার হস্ত বা পদ, চক্ষু বা কর্ণ, মুখ বা পৃষ্ঠদেশ ইত্যাদি দেহের কোন অংশ বা সমষ্টি তুমি নহ। ইহারা গঠিত হইবার অনেক পূর্ব্বে তুমি ছিলে এবং পরেও থাকিবে, জড় উপাদানে এই দেহ গঠিত, বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হইয়া অনেক প্রকার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, যাহা দেখিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা আনন্দিত হয়, আবার সেই উপাদানের অভাব হইলে দেহ কুৎসিত ও হ্রাস হয়, যাহাতে লোকে বিমর্ষভাব অবলম্বন করে। বৎস, জড়ে উৎপন্ন দেহ ক্রমে জড়ের অভাবে এমন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয় যে আর আত্মার বাসোপযোগী থাকে

মা, মূঢ় ব্যক্তিরা তাহাকেই মৃত্যু বলিয়া মহাশোকে আচ্ছন্ন হয়। তুমি নিরাকার আত্মা, নিরাকারই তোমার ধাতু, তুমি তাহা হইতেই উৎপন্ন, তাহাতেই বৰ্দ্ধিত হইতেছ, তাহাই তোমার অনন্তকালের অন্ন পান ও রস, এবং সুখের আলয়, তোমার যাহা কিছু প্রয়োজন নিরাকারেই তাহা পাইবে। নাম, উপাধি, দেহ বা চারিদিকের ভোগ্য বস্তু যাহা এখানে আসিয়া পাইয়াছ এ সমস্তই পরের। যেমন পরের গৃহে বেড়াইতে গিয়া কোন বস্তুতে লোভ করিতে নাই, সংসারের যাহা কিছু ঠিক তদ্রূপ, এখানকার কোন বস্তুর প্রতি আসক্ত হইও না। অতএব যাহা তোমার নহে তাহার বিকারে বিলাপ করিতে নাই, করিলে মোহ আসিয়া আত্মাকে আচ্ছন্ন করে। ক্রমে সেই আচ্ছন্নতা এমন ঘনীভূত হয় যে, আত্মার দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত লোপ হয়, পরিশেষে আত্মা অন্ধের ন্যায় মোহ অন্ধকারে ভ্রমণ করিয়া পদে পদে পদস্খলিত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থাতেই লোকে দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার লাভের জন্য আমোদ প্রমোদ বিবাদ কলহ প্রভৃতি কল্পিত উপায় অবলম্বন করিতে যায়। কিন্তু প্রকৃত পথ ভিন্ন যেমন কেহ কখন গম্য স্থানে পঁহুছিতে পারে না, তেমনি আত্মা যে উপাদানে গঠিত সেই বস্তু ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মার অভাব পূরণ হইয়া সুখ বা উন্নতি লাভ হইতে পারে না। অতএব, বৎস, তোমার মূল উপাদান সেই অজড় চৈতন্যময় ভগবান্, তুমি তাঁহাকে আশ্রয় কর কোন কষ্ট থাকিবে না।"

এই প্রকার আধ্যাত্ম উপদেশ দ্বারা তিনি সন্তানদিগকে এমন বিষয়বিরাগী ও ভগবদনুরাগী করিয়াছিলেন যে তাঁহারা যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্রই বনগমনপূৰ্ব্বক উৎকৃষ্ট গুরুদিগের নিকট ধৰ্ম্মসাধন শিক্ষা করিয়া চিরজীবন ব্রহ্মানন্দে যাপন করিয়াছেন। রাজ্ঞী বুদ্ধিমতী ও ধৰ্ম্মশীলা, তাঁহার দ্বারা সংসারের বা রাজ্যের কখন কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, রাজা ঋতধ্বজ তাহা বিশ্বাস করিতেন, তদনুসারে পুত্রদিগকে রাজ্ঞীর উপদেশে বন প্রস্থান করিতে দেখিয়াও এক দিনের জন্য মহিষীকে কোন প্রকার অনুযোগ করেন নাই। যখন দেখিলেন, একে একে তিনটি পুত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিল, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার মনে নানা প্রকার ভয় ও ভাবনা আসিয়া অধিকার করায় মুখ বিষণ্ণ হইল। তথাপি রাজ্ঞীর ধৰ্ম্মভাবে পাছে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় কোন কথা বলিতে সাহস করিতেছিলেন না। বুদ্ধিমতী রাজমহিষী স্বামীর অবস্থা পরিবর্তন বুঝিতে পারিয়া বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অগত্যা রাজা এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন; এবং বলিলেন,—প্রিয়ে, তোমার মত বুদ্ধিমতী সুশীলা ও ধৰ্ম্মপরায়ণা নারী যাহার সহধৰ্ম্মিণী তাহার বিমর্ষ হইবার কোন কারণ নাই সত্য, কিন্তু আমার মন দিবারাত্রি সংসারের বাহ্য আড়ম্বরে মগ্ন থাকায় সময়ে সময়ে একটা দুশ্চিন্তা আসিয়া প্রাণকে বড়ই জ্বালাতন করে, ইহার প্রতিকারের জন্য তোমার সহিত পরামর্শ করিব মনে করি, কিন্তু পাছে তোমার কোমল নিষ্কলঙ্ক মনে আমার কঠোর ভাবের প্রতিঘাত লাগে সেই ভয়ে অগ্রসর হইতে পারি না।"

মদালসা বলিলেন, "স্বামিন্, যাহাকে কৃপা করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনী ও ধৰ্ম্মভাগিনী বলিয়া চরণে স্থান দিয়া রাখিয়াছেন তাহার প্রতি এ প্রকার কৃপণতা করা কি উচিত হইয়াছে? আপনার বিমর্ষভাবের কারণ শুনিবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেই অধিকার প্রাপ্তির জন্য আমি অদ্য রাজসমীপে অভিযোগ উপস্থিত করিলাম।" সহধৰ্ম্মিণীর সুতীক্ষ্ণ রহস্যবাণে বিদ্ধ হইয়া দুঃখের মধ্যেও রাজার মুখে হাসির সঞ্চার হইল। তিনি অগত্যা বলিতে লাগিলেন, "রাজ্ঞি, তুমি বুদ্ধিমতী, রাজার দায়িত্ব বুঝিতে পার না একথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করি? এই অসংখ্য নানাজাতীয় প্রজা একমাত্র আমাকেই তাহাদের ধন প্রাণ মান ধৰ্ম্ম সমস্তেরই রক্ষক জানিয়া ধৰ্ম্মপথে সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম পূৰ্ব্বক ধনসঞ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত মনে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছে। বিবেচনা কর, আমার অবৰ্ত্তমানে যদি রাজসিংহাসন শূন্য থাকে, কে তাহাদের ধন মান রক্ষা করিবে, কে বা তাহাদিগকে ধৰ্ম্মপথে স্থির রাখিবে, কে বা তাহাদের মান সম্ভ্রম অটুট করিয়া সংসারের সুখ দান করিবে। বলবান্ দুৰ্ব্বৃত্তগণ দলে দলে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধিমতে যন্ত্রণা দিবে। মধ্যে এই আশঙ্কা আমার মনকে অত্যন্ত আন্দোলিত করিতেছিল, ক্রমে একে একে তিনটি পুত্র আমার আশাতরুমূলে কুঠারাঘাত করিয়া বন প্রস্থান করায় ঐ চিন্তা-রাক্ষসী এখনও আমার হৃদয়কন্দর পরিত্যাগ করিতেছে না। যদি কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ক ও তোমার যুক্তিপূর্ণ বৈরাগ্যোপদেশ শ্রবণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করে তাহা হইলে আমি কিরূপে প্রজা-ঋণ ও দেব-ঋণ পরিশোধ করিব তাহাই ভাবিতেছি। তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া কনিষ্ঠ সন্তানটি আমায় অর্পণ কর, আমি তাহাকে রাজকার্য্য শিক্ষা দিয়া যৌবরাজ্যে অভিষেক করি।"

রাজ্ঞী রাজার কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ যদি ক্ষমা করেন তাহা হইলে অধিনীও একটী কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করে। সন্তানকে একেবারে আমার সঙ্গ ছাড়া না করিয়া আপনার যাহা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন তাহাই করিবেন, আমি ইচ্ছা করি এই সন্তান রাজর্ষিধর্ম্ম প্রতিপালন করে। আমি ইহাকে নিকটে রাখিয়া যথাসাধ্য সেই শিক্ষারই সাহায্য করিতে ইচ্ছা করি।" রাজা আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন।

এইক্ষণ হইতে মদালসা কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ককে এই প্রকার রাজনীতি শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ গুলি বলিতে হইলে অনেক সময় লাগে সুতরাং আমি তাহাতে নিরস্ত হইলাম, এই মাত্র বলি যে বহু পূৰ্ব্বকালে একজন ভারতমহিলার মুখ হইতে যে প্রকার রাজনৈতিক মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছিল বর্ত্তমান কালের মহামহোপাধ্যায় মন্ত্রিগণও তাহা শ্রবণ করিলে

লজ্জায় অবনত মস্তক হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিশেষে যখন মহারাজ ঋতধ্বজ রাজ্ঞীর পরামর্শে অলর্ককে সিংহাসনে অভিষেক করিয়া সস্ত্রীক বনগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তখন মদালসা একটি সুবর্ণের কবচ পুত্রের বাহুমূলে বান্ধিয়া দিয়া বলিলেন, "বৎস, যদি কখন ঘোর বিপদে পতিত হও, এই কবচ খুলিয়া ইহার মধ্যে যাহা লিখিত আছে তাহা পাঠ করিও।" ক্রমশঃ

সংবাদ।

বিগত ভাদ্রোৎসবে বীডনষ্ট্রীটস্থ ৬৫।২ সঙ্খ্যক ভবনে দুই বেলায়ই লোকের ভিড় হইয়াছিল, অপরাহ্নে পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গাদির সময়েও বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনের সময় সিঁড়ি পর্য্যন্ত লোকের ভিড় হইয়াছিল। ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেক পুরাতন বন্ধুকে এই উৎসবে পাইয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রাতঃকালের উপাসনায় আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যোগদান করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের অধিকতর আনন্দের কারণ হইয়াছে। এই উৎসবে দূরদেশ প্রবাসী অনেক বন্ধুকেও আমরা পাইয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। গাজীপুরের বন্ধু শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায়, গয়ার শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী, কুড়ী গ্রামের শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সেহানবিশ, শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার গুহ প্রভৃতি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রংপুরের শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু আগমন কালে পথে বিশেষ বিঘ্ন হওয়াতে উৎসবের দিন পঁহুছিতে পারেন নাই, উৎসবান্তে উদ্যানের উপাসনায় তিনি যোগ দিয়াছেন। উৎসবের ব্যাপার আদ্যোপান্ত গভীর স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ ছিল। বিধানজননীর বিশেষ কৃপা সম্ভোগ করা গিয়াছে ও অনেক আশা প্রাপ্তি হইয়াছে। যথাস্থানে গত ভাদ্রোৎসবের বিশেষ বৃত্তান্ত বিবৃত হইল।

ভাদ্রোৎসবের দিন পৌর্ব্বাহ্নিক উপাসনার পর বাইবেল শ্রেণীর ছাত্রগণ এক শত খানা সুন্দর কার্ড উপাসকদিগকে উপহার দিয়াছেন। তাহাতে হিন্দুশাস্ত্র খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র ইহুদীয় শাস্ত্র ইত্যাদি প্রত্যেক হইতে একেশ্বরপ্রতিবাদকপ্রভৃতি এক একটি ইংরেজি ও বাঙ্গলাতে শ্লোক, এবং আচার্য্যদেবের একটি উক্তি অঙ্কিত।

১২ই ভাদ্র, বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ শীলের মাণিকতলাস্থ উদ্যানে উপাসনাদি হইয়াছিল। তাহাতে ১৩।১৪ জন বন্ধু যোগ দান করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে প্রকৃতির বিচিত্র শোভার মধ্যে সুগভীর ও সুমিষ্ট উপাসনা হইয়াছিল। ভোজনান্তে অপরাহ্নে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হন।

বিগত ৬ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার তালতলাস্থ "হরিসেনা" মণ্ডলীর বিশেষ অনুরোধ অনুসারে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় "উপাসনার আবশ্যকতা" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। সভাস্থলে অনেক গুলিন লোক আসিয়াছিলেন।

যে যে প্রেরিত ভাই শ্রীদরবারে উপস্থিত হন না, ২।৩ জন প্রিয়বন্ধু ভাদ্রোৎসবের পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের দরবারে মিলিত হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে এক দিন আমরা ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও ভাই কেদারনাথ দে তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীদরবারের সম্পাদক হইতে দেবালয়ে দরবার হইবার জন্য বিজ্ঞাপন পাইলে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি উপস্থিত হইবেন, এরূপ কথা হয়। দেবালয় ব্যতীত অন্যস্থানে দরবার হইলে ভাই উমানাথ গুপ্তের উপস্থিত হওয়ার আপত্তি আছে বলিয়া দেবালয়ে দরবার হওয়ার প্রস্তাব হয়। দরবারের জন্য দেবালয় পাওয়া যাইবে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ও আমাদের অপর একজন বন্ধু আশ্বাস দান করিয়াছিলেন। পরে সংবাদ আসিল যে শ্রীদরবারের জন্য দেবালয় পাওয়া যাইবে না। সুতরাং সকল চেষ্টা উদ্যোগ বিফল হইল। বুঝা যাইতেছে যে এখনও শুভযোগ উপস্থিত হয় নাই, অবস্থা অনুকূল নয়। বিধাতা পরে কি করিবেন, তিনিই জানেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার এ পর্য্যন্ত সীতামারিতে ছিলেন, প্রতিদিন একটী বন্ধুর বাড়ীতে কয়েকটী বন্ধুকে লইয়া উপাসনা, এবং সন্ধ্যার পর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপাসনা কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। সীতামারি হইতে তিনি দ্বারভাঙ্গায় যাইতেছেন, তথা হইতে সমস্তিপুর, ছাপরা প্রভৃতি কয়েকটি দেশ হইয়া বাকিপুরে যাইবার কথা আছে।

অদ্য বীডনষ্ট্রীটে ৬৫।২ সঙ্খ্যক ভবনে রবিবাসরিক ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার ৩॥টা হইতে এই বিদ্যালয়ে নববিধানতত্ত্বের আলোচনা হইবে, তৎপর ৪॥ টার সময় নিয়মিত বাইবল শ্রেণীর শিক্ষা দান হইবে।

হরিসেনামণ্ডলীর পত্র এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

গত কল্য ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার খর্সাঙ্গে চলিয়াগিয়াছেন।

উৎসবের জন্য দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ দত্ত	...	১০৲
" " নিত্যগোপাল রায়	...	১০৲
" " কান্তিমণি দত্ত	...	১৲
" " কানাইলাল পাইন	...	১৲
" " গিরিশচন্দ্র সেন	...	৩৲
" " ব্রজগোপাল নিয়োগী	...	১৲
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত	...	।।০

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

২৬ ভাগ। ১৭ সংখ্যা। ১লা আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৮১২ শক। বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীর পরম ধন, বল, তুমি যাহা মনে করিয়াছ করিবে আমরা কি কখন তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিব? তুমি আমাদিগের প্রতিজনসম্বন্ধে যাহা করিবে, অনন্তকাল হইতে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তোমার নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে আমরা কত কাল সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে সমর্থ হইব? আমাদের পরাজয় এবং তোমার জয় নিশ্চয়। যদি সেই তোমারই জয় হইবে, আমরা নিশ্চয় হারিয়া যাইব, তবে বিরোধ না করিয়া পরাজয় স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অতীব মঙ্গলকর। আমাদের বিষম রোগ এই যে, আমরা কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিতে চাই না, ভিতরের পাপ অহঙ্কার কেবলই আমাদিগকে নিরন্তর তোমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে কুমন্ত্রণা দেয়। হে পরিত্রাণদাতা, দেখিতেছি তুমি দিন দিন আমাদিগকে এমনই অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিতেছ যে, আমরা অনন্যগতি অনন্যোপায় হইয়া পড়িতেছি। আমরা কুমতিরূপ গহন বনদুর্গ হইতে তোমার সঙ্গে সমর করিতেছি। এতদিন অন্যান্য তাদৃশ দুর্গ হইতে যুদ্ধের আয়োজন আমাদিগের নিকটে আসিয়া পঁহুছিত, এখন তুমি সে পথ সমুদায় অবরুদ্ধ করিয়াছ, এখন আর বাহির হইতে আয়োজন আসিবার উপায় রাখ নাই। আয়োজনশূন্য হইয়া কত দিন আর আমরা তোমার বিরুদ্ধে রণে প্রবৃত্ত থাকিব? এখন আমাদের কুমতি দুর্গ দগ্ধ করিয়া ফেল যে, আমরা একেবারে আশ্রয়শূন্য হইয়া পড়ি এবং তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করি। আমরা এখন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি তুমি জানিতেছ, আর আমাদের অধিক দিন সংগ্রাম চালাইবার সামর্থ্য নাই। এখন আমরা কেবল এই প্রতীক্ষা করিতেছি, কোন্ দিন্ আসিয়া একেবারে তুমি আমাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে। হে প্রভো, সে দিনের আর কত দিন দেরি আছে? শীঘ্র শীঘ্র আমাদের সম্বন্ধে সেই দিন উপস্থিত কর। আমরা যে কুমতি দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আপনা হইতে আত্মসমর্পণ করিব, এরূপ আশা নাই। সকল কুমন্ত্রী নিরস্ত হইয়া থাকিলেও অহঙ্কার কুমন্ত্রী আজও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। আমরা ইহার সম্পূর্ণ হস্তগত হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের মন ইহার একান্ত অনুগত। সমুদায় বৃত্তি অল্পবিস্তর ইহারই দাস হইয়া আছে। এরূপ স্থলে আত্মসমর্পণ কত দূর কঠিন, দীনজনগতি, তুমি সকলই জান। আমরা আত্মসমর্পণ করিতে চাহিলেও ভিতরের অহঙ্কার কিছুতেই তাহা করিতে দেয় না। যত পাপ এখন ইহার আশ্রয় লইয়া

রহিয়াছে। এই অহঙ্কারশত্রুকে নিপাত করিয়া শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে বন্দী করিয়া ফেল, এই তব পাদপদ্মে আমাদিগের কাতর প্রার্থনা। তুমি আমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ কর, ইহাই আমাদের বিনীত ভিক্ষা।

মিলন ও একগৃহে স্থিতি।

মিলন ও এক গৃহে স্থিতি এ দুইয়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রভেদ ইহা বিনা চিন্তাতেও হৃদয়ঙ্গম হয়। নর নারী সন্তান সন্ততি এক গৃহে বাস করিতে পারেন, অথচ তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ অসম্মিলন চলিতে পারে। যে দেশে সংসৃষ্ট পরিবারের প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, সে দেশে এ প্রকার দৃষ্টান্তের বিরলতা কেনই বা থাকিবে? যেখানে সংসৃষ্ট পরিবার নাই, সেখানেও যে ঈদৃশ দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব ইহাও বলা যাইতে পারে না। নর ও নারী এ উভয়ের পরিণয়বন্ধন অনেক সময়েই বিপরীত গুণ বিপরীত প্রবৃত্তি লইয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। যে দেশে পিতা মাতা বা অপর রক্ষক বিবাহ দিয়া থাকেন, কেবল সেই দেশেই যে এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, যে দেশে মনোনয়নের ব্যাপার প্রচলিত সে দেশেও বিপরীত মিলনের অসম্ভাবনা নাই। বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরের আলাপ পরিচয় ব্যবহারে লুক্কায়িত রুচি প্রবৃত্ত্যাদির বৈষম্য প্রতিভাত হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন, কেন না তখনকার আলাপাদির ভিতরে যে একটি পরস্পরের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য প্রযত্ন ব্যবধান হইয়া থাকে, বিবাহের ঘনিষ্ঠতা ভিন্ন কখন তাহার উন্মোচন হয় না, সুতরাং পরিণয়জনিত সম্মিলনের কিছু দিন পর, অধিকপরিচয়কালে উভয়ের প্রবৃত্ত্যাদির বৈষম্য প্রকাশ পাইয়া পরস্পরকে পরস্পর হইতে ভিতরে ভিতরে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, তবে সম্বন্ধের অপরিহার্য্যত্বনিবন্ধন এক গৃহে স্থিতি, এবং সম্বন্ধোচিত ব্যবহার অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিতে থাকে। এইরূপ একত্র স্থিতিতে কালে উভয়ের মিলনের সম্ভাবনা, কেন না একের গুণ অপরে সংক্রামিত হইয়া, একের প্রবৃত্ত্যাদি অপরের প্রবৃত্ত্যাদির বশীভূত হইয়া দাম্পত্যসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ও চিরস্থায়ী করে। নরনারী উভয়ে ঈশ্বরনিষ্ঠ হইলে ঐ ঈশ্বরনিষ্ঠতা উভয়কে ঈশ্বরেতে একীভূত করিয়া নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। এখানে এক গৃহে স্থিতি হইতে মিলন সমুপস্থিত হইল, মিলন হইতে এক গৃহে স্থিতি নহে।

প্রেম যে এক গৃহে স্থিতির কারণ ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। এ প্রেম সম্বন্ধোত্থিত, মিলনসম্ভূত নহে। পতি পত্নী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী ইত্যাদি সম্বন্ধের মূলে নিয়ত প্রেম পরস্পরের বন্ধন হইয়া আছে। এই প্রেমের পরিমাণ যত টুকুই কেন হউক না, যেখানে সম্বন্ধবোধ আছে, সেখানে প্রেমের সংযোগ থাকিবেই থাকিবে। এই প্রেম মূলে স্থিতি করিয়া সম্বন্ধের নিত্যতা রক্ষা করে; কিন্তু বিরোধ বিসংবাদ অসম্মিলন নিবারণ করে না। এরূপ কেন হয়, নির্ণয় করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। মিলন একের অন্যেতে প্রবেশ। একের অন্যেতে প্রবেশের পূর্ব্বে দুই ব্যক্তির একত্র স্থিতি প্রথমতঃ প্রয়োজন। যেখানে দুই ব্যক্তির একত্র স্থিতি নাই, সেখানে একের অন্যেতে প্রবেশ হইবে কি প্রকারে? ঈশ্বরের সহিত জীবের একত্র স্থিতি নিত্য। একত্র স্থিতিসত্ত্বেও জীব ঈশ্বর হইতে ইচ্ছাতে প্রবৃত্ত্যাদিতে স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে। যত দিন এই স্বাতন্ত্র্য থাকে, তত দিন জীবের ঈশ্বরেতে প্রবেশ হইয়া অভিন্ন ভাবে স্থিতি বা মিলন অসম্ভব। জীব ও ঈশ্বরের একত্র স্থিতি সম্বন্ধসমুত্থিত, এ সম্বন্ধের মূলেও প্রেম বন্ধন হইয়া স্থিতি করিতেছে। ঈশ্বর ও জীবে যাহা সত্য, জীব ও জীবেও তাহাই সত্য। তবে এখানে বিশেষ এই, জীবে ও জীবে ব্যবহিত সম্বন্ধ জন্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে একত্র স্থিতি না হইলে দূরত্বনিবন্ধন সম্বন্ধানুভব সুস্পষ্ট হয় না। এই জন্য পরিণয়াদিযোগে দূরত্ব বিদূরিত করিয়া দিয়া বিশেষ

বিশেষ সম্বন্ধ স্বভাবের নিয়মে উদ্বুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। জীবসম্বন্ধে এরূপে সম্বন্ধগুলি উদ্বুদ্ধ করিয়া লওয়া কাল্পনিক নহে বাস্তবিক, কেন না স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক ঈদৃশ সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে। জীবে জীবে প্রেম স্বাভাবিক, অপ্রেম অস্বাভাবিক। প্রেমের স্বাভাবিকত্ব-নিবন্ধন সম্বন্ধমাত্রের মূলে উহার স্থিতি অবশ্যম্ভাবী। জীবের প্রেম বৃদ্ধিশীল, প্রথম হইতেই পূর্ণ নহে। সুতরাং সম্বন্ধজনিত একত্র স্থিতিতে উহার প্রথম উন্মেদ হইয়া মিলনে পূর্ণতা সমুপস্থিত হয়।

নববিধান মিলনের ধর্ম্ম, সুতরাং প্রেম উহার প্রধান উপাদান। এই উপাদানের প্রাধান্য জন্য আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সর্ব্বপ্রথম আদেশ এই যে, সহস্র বিরোধের কারণসত্ত্বেও আমরা এক গৃহে স্থিতি করিব। এই এক গৃহে স্থিতি হইতে মিলনের ব্যাপার সমুপস্থিত হইবে। নববিধান মিলন সাধন না করিয়া ছাড়িবেন না, এ কথা বিশ্বাসিমাত্রেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এখন সকলে দেখিতেছেন, এক স্থলে স্থিতিসম্বন্ধেও মহান্ অন্তরায় সমুপস্থিত। প্রেরিত প্রচারকগণমধ্যে কেহ কেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের সহিত এক গৃহে স্থিতিও নাই। এরূপ বাহ্যিক অবস্থাতেও আমরা দেখিতে পাইতেছি বিধানের অভিপ্রায় পূর্ণ হইবার কারণ অক্ষুণ্ণ আছে। এ কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে আমরা তাহার উত্তর দিব, এ কারণ সম্বন্ধ। এক গৃহে স্থিতির মূল সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ যদি ছিন্ন হইয়া গিয়া না থাকে বাহ্যতঃ এক গৃহে স্থিতি না হইলেও এক গৃহে স্থিতি আছে। আমাদের কথায় সকলের মনে আশা উদ্দীপ্ত না হইতে পারে এজন্য আমরা আচার্য্যদেবের ইংরেজী ১৮৮২ সালের ১৫ মের একটী প্রার্থনা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দয়াময় হরি, অন্ধকারের দিক্ আছে, আলোকের দিকও আছে। এক দিক্ দেখিলে বড় কষ্ট, কত বিষাদ, কত নিরাশা। হে শ্রীহরি, অপর দিকে কি ঠিক তাহার বিপরীত ভাব। আনন্দ, উৎসাহ, বল, আর আশা এই দিকে। দিন আর রাত্রি, পরস্পর দুখানি বিরুদ্ধ ছবি দেখি। কৃপা করিয়া অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক রাখিয়া দিয়াছ, অমাবস্যার পার্শ্বে পূর্ণ শশী! এক দিকে কষ্ট, রোগ, আগতপ্রায় বার্দ্ধক্য, নিরাশা। এক দিকে আমাদিগের তেজ বল কমিতেছে, অপ্রেম অবিশ্বাস বাড়িতেছে, কিন্তু সাধ্য কি তা তোমার পূর্ণশশীকে ঢাকে। সব বন্ধু গেল কিন্তু হরি বন্ধু রহিলেন। সব মধুপাত্র শুকাইয়া গেল, কেবল ঐ মধুপাত্র শুকাইল না। এত রাত্রি হইতেছে, অন্ধকার ঝড় তুফান হইতেছে, ঘরের ভিতর পরমবন্ধু রহিয়াছেন তাঁর সেবা করিতেছি। এ এক দৃশ্য। এক দিকে টাকা পয়সা কমিতেছে, খাওয়া পরা ভাল হইতেছে না। কিন্তু ব্যাঙ্কে চেক পাঠাইলে কখন মহাজন টাকা না দিয়া ফেরান না। দুঃখ শোক ঢের পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু এ সমস্ত যেমন অন্ধকারের দিক্ রাত্রি; তেমনি যেমন খট্ করে রাত পোহাল, সাধক কাঁদিয়া বলিলেন যে, রাত্রির পর এত বড় দিন। আমাদের জীবনে দুইই আছে। বাহিরে কত প্রকার গোলমাল হইতেছে; কিন্তু প্রাণের ভিতর যে গভীরতা তা ঠিক আছে, কিন্তু একটী প্রার্থনা এই, দয়াময়, মন্দ ব্যবহার গুলি দূর করে দাও। মানুষের খাতিরে কি হবে, কেবল তোমার খাতির রাখি। মানুষের জন্য কি আটকায়, এখনি যদি আমরা মরে যাই, তুমি মন্ত্রবলে নূতন মানুষ আনিবে। হরি, নিত্যনন্দের জাহাজ আসিবেই, নিত্যানন্দের বাড়ী হবেই হবে। সুখের দিন আসিবে। মন যেন বিষাদ থেকে মুক্ত হয়ে প্রসন্ন থাকে। আর কেহ যেন বিষণ্ণ না থাকে। হরি হে, অন্ধকারের দিক্টা বলিলাম, আবার আলোকের দিক্টা বলিলাম, একটা দিয়া আর একটা কাট। এক দিকে স্বতন্ত্রতা, বিরোধ, অপ্রেম, অপর দিকে আনন্দ, উৎসাহ, প্রেম। তোমার সৌন্দর্য্য দ্বারা আমাদিগকে প্রফুল্ল করিয়া সেই প্রফুল্লতা দ্বারা জগৎকে প্রফুল্ল করিয়া ফেল। মানুষের মধ্যে মিলন কত দূর হইতে পারে হরি দেখাইবেন। আমি তোমার পায়ে ধরে বার বার মিনতি করিতেছি, এক বার দেখাইও যে, সহস্র সহস্র বিরোধ সত্ত্বেও কেমন করে হরির সঙ্গে হরিভক্তের মিলন হয় এবং হরিভক্তের হরিভক্তের সহিত মিলন হয়। হে মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার রূপমাধুরী শান্তি আকর্ষণে প্রমুগ্ধ হইয়া যাই এবং প্রমুগ্ধ হইয়া উপাসনার ভিতর সকলে এক খানা হইয়া যাই; এক বার দয়া করিয়া বহু দিনের গরিব আশ্রিতদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এই প্রার্থনার ভিতরে আমরা দেখিতে পাই, এক দিকে স্বতন্ত্রতা, বিরোধ, অপ্রেম, অবিশ্বাস, নিরাশা প্রভৃতি যতগুলি দোষ মণ্ডলীর হইতে পারে তাহার সকল গুলিরই উল্লেখ আছে; অপর দিকে এই সকলের বিপরীত আনন্দ, উৎসাহ, বল, গাম্ভীর্য্য, প্রেম, এ সকলও যে আছে তাহার

স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অন্ধকারের পার্শ্বে আলোক, রজনীর পার্শ্বে দিবা, অমাবস্যার অদূরে পূর্ণ শশী, এ স্বভাবের নিয়ম অধ্যাত্মরাজ্যে কেনই বা থাকিবে না? কিন্তু একটির অভাব না হইলে তো আর অন্যটির উদয় হইতে পারে না? স্বতন্ত্রতা, বিরোধ, অপ্রেম, অবিশ্বাস, নিরাশা যত দিন আছে, তত দিন মিলন কি প্রকারে হইবে? কে এরূপ অবস্থায় মিলন সাধন করিয়া দিবে? কে সেই মিলন সিদ্ধ করিয়া জগৎকে দেখাইবে? "মানুষের মধ্যে কত দূর মিলন হইতে পারে হরি দেখাইবেন।" তিনি দেখাইবেন "সহস্র সহস্র বিরোধ সত্ত্বেও হরির সঙ্গে হরিভক্তের মিলন হয় এবং হরিভক্তের হরিভক্তের সহিত মিলন হয়।" আচ্ছা বুঝিলাম, হরি আপনি মিল করিয়া দিবেন, এখানে মানুষের কোন হাত নাই, তিনি ভিন্ন মিলন ব্যাপার আর কাহারও কর্ত্তৃক সাধিত হইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাসা এই, মানুষের পক্ষে কি কিছু করিবার নাই? মানুষের পক্ষে কেবল হরির অধীনতা স্বীকার করা, তাঁহার রূপমাধুরীতে শান্তির আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। এজন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? "মানুষের খাতিরে" ধৰ্ম্মকে লঘু না করিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরের খাতির রক্ষা করিয়া চলা। এরূপ করিয়া চলিলে কি লাভ হইবে? লাভ—ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যে প্রফুল্ল হইয়া সেই প্রফুল্লতায় জগৎকে প্রফুল্ল করা। এত দূর হইলে যে মিলন হইবে, তাহার প্রমাণ কি? ঈশ্বরেতে আনন্দিত ব্যক্তিগণের পরস্পরবিরোধবিস্মৃতিই উহার প্রমাণ। এই জন্যই প্রার্থনা করা হইয়াছে "যেন তোমার রূপমাধুরী শান্তি আকর্ষণে প্রমুগ্ধ হইয়া যাই এবং প্রমুগ্ধ হইয়া উপাসনার ভিতর সকলে একখানা হইয়া যাই।" ফল কথা এই, এক গৃহে স্থিতি সম্বন্ধ জন্য হয়, মিলন ঈশ্বর-যোগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির একত্ব কখনই হইতে পারে না, যত ক্ষণ না ঈশ্বরেতে তাহারা উভয়ে এক হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইতে গেলে সর্ব্বজননিরপেক্ষ হইয়া ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হইতে হয়, তাই প্রার্থনায় উল্লিখিত হইয়াছে "মানুষের খাতিরে কি হবে, কেবল তোমার খাতির রাখি।" মানুষ বাধা দিলে কি নববিধানের মিলনব্যাপার অপূর্ণ থাকিবে? কখনই নহে। 'মানুষের জন্য কি আটকায়,' 'নূতন মানুষ' আসিবে, 'নিত্যানন্দের জাহাজ আসিবেই, নিত্যানন্দের বাড়ী হবেই হবে। সুখের দিন আসিবে।'

আমাদিগের বিশেষত্ব।

আমাদিগের বিধানের যে একটি বিশেষত্ব আছে ইহা আর এত দিনের পর কাহাকেও বলিবার প্রয়োজন করে না। বিধানের বিশেষত্ব থাকিলে বিধানের লোক সকলেরও বিশেষত্ব থাকিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের বিশেষত্ব যদি কেবল মতে হয়, তাহা হইলে আমরা যে তেমন কিছু বিশেষ নই, এ কথা আমাদের বলিবার অধিকার আছে; কেন না মতে ঈদৃশ বিশেষত্বের কিছু কিছু, ঠিক অনুসন্ধান করিলে, অন্যত্রও পাওয়া যাইতে পারে। আমাদের বিশেষত্ব জীবনগত হওয়া চাই, অন্যথা অবতীর্ণ বিধান কিছুতেই মানা হয় না। বিধানের অবতরণ ও তিরোধান আছে, অনেকে মনে করিয়া থাকেন, আমরা উহার অবতরণ স্বীকার করি, তিরোধান স্বীকার করি না। কতকগুলি লোকে বিধানগ্রহণে অসমর্থ হইলে তাহার তিরোধান হইল এ কথা বলা ভ্রান্তিসম্ভূত। যে শক্তি ঈশ্বর হইতে ভূতলে অবতরণ করে, গ্রাহক না থাকিলে পুনরায় তাহা প্রত্যাহৃত হয়, এ কথা শুনিতে যুক্তিযুক্ত, কেন না কোন আশ্রয় বিনা শক্তির স্থিতি ও প্রকাশ সম্ভবপর নহে। আমরা বলি, কোন বিধানশক্তি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করে তখন পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে গ্রহণ করিবার আয়োজন হয়। অগ্রে আয়োজন না হইলে অসময়ে বিধানের আগমন হয় না। যদি আয়োজন হইয়া থাকে, তবে সে আয়োজন কি কয়েক দিনের জন্য হইয়াছিল, বা তাহা জনসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাবিশেষ। যদি আভ্যন্তরীণ

অবস্থাবিশেষ হয়, তাহা হইলে বিধানশক্তি জনসমাজে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে, এক বার আসিয়া আর তাহার চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

এ কথা সত্য যে বিধানশক্তি মহাবিপ্লব সমুপস্থিত করে। এই বিপ্লবে কতকগুলি লোক বিরোধী হয়, কতকগুলি লোক সেই বিপ্লবের বেগের সঙ্গে দৌড়াইতে না পারিয়া পশ্চাদ্গামী হইয়া পড়ে। অতি অল্পসংখ্যক লোক অতি ক্লেশে উহার অনুসরণ করিতে থাকে। এই ব্যাপার দেখিয়া লোকে মনে করে বিধান আসিল, আসিয়া চলিয়া গেল, জনসমাজে আর উহার স্থিতি রহিল না, উহা যেখান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমরা বলি প্রত্যাবর্ত্তন করিল না, কিন্তু জনসমাজের ভিতরে গূঢ় শক্তিরূপে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল। অল্পসংখ্যক লোক যে প্রযত্ন সহকারে তাহার অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত রহিলেন, তাহাতে এই হইলে যে, পৃথিবী সেইরূপে বিধানের অনুবর্ত্তন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিবে। ইহাঁদের জয় পরাজয়, উত্থান পতন, ক্রমিক সংগ্রাম এই দেখাইতেছ যে, বিধানের সমাগত শক্তিকে আত্মস্থ করা সহজে হয় না, উহা নিতান্ত সাধনসাধ্য বিষয়। যেখানে প্রকৃত সাধন আছে, সেখানে সিদ্ধিও অবশ্য আছে। যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বিধানের অবতরণসময়ে প্রযত্ন সহকারে বিধানশক্তি আত্মস্থ করিবার জন্য সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগের জীবনে দেখান সমুচিত যে, তাঁহারা সাধন করিয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান বিধানসাধকগণ আপনাদিগের জীবনে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিবেন, নিম্নলিখিত ইংরেজী ১৮৮২ সনের ২০ এপ্রেলের আচার্য্য দেবের প্রার্থনাটী সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে।

হে পিতা, হে মুক্তিদাতা, যাহা হইয়াছে তাহাই যদি কেবল হয়, তবে বিধানের মাহাত্ম্য কোথায়? যাহা চিরকাল হইয়া আসিতেছে আমরা যদি কেবল তাহাই সাধন করিলাম, তবে তোমার নূতন ধর্ম্মের গৌরব কোথায়? তুমি অসম্ভবকে সম্ভব কর, অসাধ্যকে সহজ কর। আমাদের মুখে এখনও এমন কথা বাহির হয়, যাহা তোমার উপযুক্ত নয়। আমরা বলি, 'পারি না' 'হয় না' 'করা যায় না'। বৃদ্ধদের উৎসাহ হয় না, ইহা লোকে চিরকালই জানে। কিন্তু যদি এই বৃদ্ধদের মধ্যে নব উৎসাহ হয়, তাহা হইলে তোমার মহিমা প্রকাশ পাইবে। হে ঈশ্বর, মুসলমানেরা বিশ্বাসী হইল কিন্তু প্রেম রাখিতে পরিল না। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তেরা খুব ভক্ত হইলেন, কিন্তু ক্রমে, ক্রমে নীতির প্রতি দৃষ্টি কমিয়া গেল। আমরা বৈরাগী হইতে গেলে সংসারের ধর্ম্ম রাখিতে পারি না, সংসার করিতে গেলে বৈরাগ্য থাকে না। ভক্ত হইতে গেলে পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি রাখি না। খুব পবিত্র হইয়া জ্ঞানী হইয়া কি মন পদ্ম ফুলের মত থাকিতে পারে না? হে ঈশ্বর, তোমার পদপ্রান্তে এই মিনতি অসাধ্য সাধন কর; যৌবনে বার্দ্ধক্যে মিলন কর; ভক্তি জ্ঞানে, প্রেমে নীতিতে খুব মিলন করিয়া দাও। হে পরমেশ্বর, তোমার ইচ্ছা আমরা ভারি ভারি অসম্ভব কাজ করি, আমাদের ইচ্ছা সহজ যা তাই করি। কিন্তু আমাদের দলের লোকেরা কি কেবল নিজের ইচ্ছায় কাজ করিবে? না। তুমি খুব বল দাও। জ্ঞানবল দাও, পুজাবল দাও। এ সব লোক এক এক জন খুব বীরের মত বড় বড় অসাধ্য ব্যাপার সাধন করিবে। ছোট ছোট কাজ হইতে আমাদিগকে লইয়া গিয়া যা পারা যায় না বলি তাই করিতে দাও। খুব ভক্তি দাও। মা, তুমি এ বার নববিধানকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছ, তাহা পূর্ণ করিয়া মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে দাও। ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও, অসম্ভব সম্ভব করিতে দাও। আমরা এখন হইতে যা কেবল তোমার অভিপ্রেত তাহাই করিব। কাছে এস মা, এক বার বরণ করি। ঐ পাদপদ্মে মতি রাখ। আমরা যেন অসম্ভব সম্ভব করিতে পারি। পৃথিবীতে দেবলোক আনিতে পারি যেন। দীনদয়াল আমরা যাহাতে তোমার কৃপায় তোমার নববিধানের অসাধ্য ব্যাপার সকল সাধন করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সর্ব্বপ্রথমে বৃদ্ধত্বের সহিত চিরযৌবনের উৎসাহ উদ্যম মিলাইতে হইবে। বৃদ্ধ যখন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তখন তাহার মধ্যে যুবার প্রবল উৎসাহ নিয়ত দৃষ্ট হইবে। শরীরে তিনি ক্ষীণ হইয়াছেন, কিন্তু আত্মা তাঁহার নবযৌবনসম্পন্ন, মহাবলিষ্ঠ। তাঁহার কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া যুবকেরা লজ্জিত হইবে। ইনি দেশহিতকর কার্য্যে এত উৎসাহের সহিত নিযুক্ত, সমুদায় দিবা রজনী এত কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যুব-

কেরা তাঁহার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিবে। তাঁহার মত তাহারা যে পরিশ্রম করিবে সাধ্য কি? তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইলেও আত্মা এমনি বলিষ্ঠ যে সেই ক্ষীণ শরীরকে দাস করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যে সে উহাকে প্রতিনিয়ত নিযুক্ত রাখিয়াছে। কর্ম্মযোগ যুবা ভিন্ন অন্য কাহারও নিষ্পন্ন করিবার সামর্থ্য নাই। কেন না যৌবনই পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্যমের প্রকাশ স্থল। বৃদ্ধ যদি চিরযৌবনসম্পন্ন না হন, তাহা হইলে কি তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা শেষ সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিপালন করিতে পারেন? যেমন কর্ম্মসম্বন্ধে কথিত হইল, সেইরূপ জ্ঞান ভক্তি নীতি বিশ্বাস প্রেম ইত্যাদি সমুদায় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে। বার্দ্ধক্য এবং যৌবনের যেমন কখন পার্থক্য ঘটিবে না, তেমনি নববিধানবাদিগণেতে জ্ঞান ভক্তি নীতি বিশ্বাস প্রেম ইত্যাদির কখন পার্থক্য হইবে না। একাধারে এই সমুদায়ের মিলন হইলে নববিধানের বিশেষত্ব জীবনে পরিণত হইল। নববিধান কি, ঈদৃশ জীবন জগৎকে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিবে। এখন ঈদৃশ জীবনেরই প্রয়োজন অন্য কিছু নহে। এই সকল জীবন হইতে সহস্র সহস্র জীবন উদ্ভূত হইবে। এই উদ্ভূত জীবনের মূল সেই বিধানশক্তি যাহা ভগবান্ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে, এবং পৃথিবীতে আসিয়া জনসমাজের গূঢ় স্থান অধিকার করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এই গূঢ় স্থানে এই শক্তিকে ধারণা করিবার উপযোগী আয়োজন পূর্ব্ব হইতে আছে বলিয়াই বিধানশক্তির থাকিবার কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। আমরা যাহা বলিলাম, আশা করি, সকলে ইহা গভীর ভাবে আলোচনা করিবেন, এবং নিজ নিজ জীবনে বিধানশক্তির প্রবেশ অবধারণ করিয়া জীবনে উহার ক্রিয়া হইতে দিবেন। এইরূপে ক্রিয়া হইতে দিলেই জীবনের এমনই এক অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ পাইবে যে, উহা সমুদায় জনহৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া বিধানশক্তির প্রতি আকৃষ্ট করিবে। সেই আকর্ষণ হইতে তাঁহাদিগের জীবন দিন দিন বিধানোচিত আকার ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের দলকে দূরবীক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিকই ইহা দূরবীক্ষণ। স্বর্গ চিরদিনই পাপী জগৎ হইতে দূরস্থ। তাহাকে নিকটস্থ করিতে হইলে দূরবীক্ষণের প্রয়োজন। স্বর্গের আলোক কোথায় নিপতিত হয়? সাধকসমষ্টিতে। এই সাধকসমষ্টিপরম্পরায় স্বর্গের আলোক পৃথিবীতে সমাগত হইয়াছে। যাহা ভূতকালে হইয়াছে, তাহা অবশ্য অধ্যাত্ম নিয়মেই সাধিত হইয়াছে। যাহা নিয়ম তাহা চিরদিনই অপরিহার্য্য। সে কালে যখন দূরবীক্ষণের প্রয়োজন হইয়াছে, তখন এ কালে কেন, সর্ব্বকালে দূরবীক্ষণের প্রয়োজন হইবে। নববিধানের নূতন দূরবীক্ষণ কি প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছে আমরা তাহার সবিশেষ বিবরণ সকলকে অবগত করিতেছি। দূরবীক্ষণের যে দিক্‌টা স্বর্গের দিকে লক্ষীকৃত হয়, সেই দিক্‌টার যে কাচ খানি থাকে, তাহার নাম "বস্তুগ্রাহী কাচ।" এই বস্তুগ্রাহী কাচে উর্দ্ধস্থিত বস্তুর আলোক আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। নববিধানের নব দূরবীক্ষণের 'বস্তুগ্রাহী কাচ" পূর্ব্ববর্ত্তী সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক মহাজনগণ। তাঁহাদিগেতে ঈশ্বরের স্বরূপনিচয় হইতে এক একটি আলোক সমান্তরাল ভাবে নিপতিত হইয়া বক্রগতিতে নববিধানের প্রবর্ত্তকরূপ "কিরণসংগ্রাহক বিন্দুতে" আসিয়া সকল আলোক মিশিয়া এক আলোক হইয়া গিয়াছে। সেখানকার এই একীভূত আলোক পুনরায় বিপরীত বক্র গতিতে "নৈত্রিক কাচখণ্ডে" আসিয়া পড়িয়া আবার সমান্তরাল হইয়া বিশ্বাসীর বিশ্বাসনেত্রে উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং এই দূরবীক্ষণে ঈশ্বর মূল আলোক স্থান। তাঁহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপরূপ আলোক কপোতবেগে (পবিত্রাত্মাকারে) আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণরূপ "বস্তুগ্রাহী কাচে" নিপতিত হইতেছে। ঐ নিপতিত আলোকনিচয় নববিধানপ্রবর্ত্তকরূপ "কিরণসংগ্রাহক বিন্দুতে" একীভূত হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শাস্ত্ররূপ বক্রগতিতে আসিয়া সেই বিন্দুতে আলোকনিচয় এক অখণ্ড সামগ্রী হইয়াছে। এই একীভূত আলোক জ্ঞানকর্ম্মভক্ত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আধারের সমষ্টি "নৈত্রিক কাচখণ্ডে" নিপতিত হইবার জন্য আবার জ্ঞান কর্ম্মাদিরূপ বক্রগতিতে "নৈত্রিক কাচখণ্ডে" আসিয়া পড়িতেছে। এখানে নিপতিত হইয়া ঠিক ঈশ্বর হইতে যেমন সমান্তরাল ভাবে আসিয়াছিল সেই সমান্তরাল ভাবে পবিত্রাত্মযোগে বিশ্বাসীর বিশ্বাসনেত্রে পড়িয়া ঈশ্বরের স্বরূপনিচয়ের বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিতেছে। যখন বিশ্বাসীর নেত্রে উহারা প্রবিষ্ট হয়,

তখন সকল আলোক গুলিই যুগপৎ প্রবেশ করে, সুতরাং সমুদায় আলোকের একত্র সম্মিলন হইয়া নববিধানের নববিধানত্ব অর্থাৎ সকল আলোকের একাধারে মিলন নিয়ত রক্ষা পাইতেছে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই দূরবীক্ষণের নিয়ত উপযুক্ত ব্যবহার করিতেছেন, শোচনীয় তাঁহাদিগের অবস্থা যাঁহারা বিশ্বাসের অভাবে এই দূরবীক্ষণের ব্যবহার করা দূরে, উপেক্ষা করিয়া দূরে পরিবর্জ্জন করিয়াছেন।

হদিস।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

মস্‌জেদ ও নমাজের স্থান।

হজরত মোহম্মদ যখন মক্কানগর অধিকার করিয়া কাবা মন্দিরে প্রথম প্রবেশ করিলেন, তখন তাহার চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া প্রার্থনা করিলেন, তাহা হইতে বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত নমাজ পড়েন নাই। পরে বাহির হইয়া মন্দিরের সম্মুখভাগে দুইবার নমাজ পড়িলেন, এবং বলিলেন এই কাবাই কেবলা (১)। (আব্বাসের পুত্র)

ওমরের পুত্র অবদোল্লা বলিয়াছেন যে, হজরত মোহম্মদ আসামা, ওস্‌মান এবং বেলালকে সঙ্গে করিয়া কাবা মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া মন্দিরের ভিতরে কিছু ক্ষণ বিলম্ব করেন। বাহির হইয়া আসিলে আমি বেলালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হজরত এত ক্ষণ মন্দিরের অভ্যন্তরে কি করিলেন? বেলাল বলিলেন, তিনি একটি স্তম্ভ মন্দিরের বাম পার্শ্বে এবং দুইটি দক্ষিণ পার্শ্বে, এই তিনটি স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। (সেই সময়ে কাবা ছয়টি স্তম্ভের উপর ছিল।) তৎপর হজরত নমাজ পড়িলেন।

হজরত মদিনার মস্‌জেদকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, এই মস্‌জেদে নমাজ পড়া মসেজেদোল্‌হরাম (কাবা) ব্যতীত অন্য মস্‌জেদে নমাজ পড়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (আবুহরেরা)

হজরত বলিয়াছেন যে, এই তিনটি মস্‌জেদে গমন উদ্দেশ্য ব্যতীত বাহনে আরোহণের উদ্যোগ করিও না, মস্‌জেদোল্ হরাম, (কাবা মন্দির) মস্‌জেদোল্ আক্‌সা, (জেরুজিলমের মন্দির) এই মদিনার মস্‌জেদ।

হজরত বলিয়াছেন যে, আমার নিকেতন ও আমার মম্বরের (উপদেশ বেদিকার) মধ্যে স্বর্গোদ্যান এবং আমার মম্বর হওজের (ক্ষুদ্র সরোবররে) পার্শ্বে স্থাপিত। (২) (আবুহরেরা)

(১) যাহার অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া নমাজ পড়া হয় তাহাকে কেব্‌লা কহে। পূর্ব্বে জেরুজিলামের মন্দির কেব্‌লা ছিল, পরে হজরত মোহম্মদ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কাবাকে কেব্‌লা নির্দ্ধারিত করেন।

(২) ইহার তাৎপর্য্য এই যে নমাজ ও ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তনাদি সাধককে স্বর্গোদ্যানের দিকে আকর্ষণ করে। আমার হওজের পার্শ্বে স্থাপিত অর্থাৎ হৃদয়েতে স্থাপিত।

হজরত মোহম্মদ প্রত্যেক শনিবার পদব্রজে বা সোওয়ার হইয়া কবা মস্‌জেদে যাইতেন, এবং তথায় দুই রকত নমাজ পড়িতেন। (ওমরের পুত্র)

হজরত বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের নিকটে নগরের মধ্যে মস্‌জেদ সকল প্রিয়তর, এবং তাঁহার নিকটে নগরের বিপণীশ্রেণী অপ্রিয়তর। (আবুহরেরা।)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, আমার নিকটে আমার মণ্ডলীর সৎকার্য্যের পুরস্কার সমর্পিত, এমন কি যে ব্যক্তি মস্‌জেদ হইতে কোন জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়াছে তাহার পুরস্কার পর্য্যন্ত; এবং আমার নিকটে আমার মণ্ডলীর অপরাধ সমুপস্থিত, যাহাকে কোরাণের কোন সুরা বা আয়ত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তৎপর সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আমি দেখি নাই। (ওনস)

হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমরা দেখিবে যে, কোন ব্যক্তি মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিতেছে, তখন তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসে সাক্ষ্য দান করিও। ঈশ্বর বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পরমেশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাসী সেই ঈশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করে, এতদ্ভিন্ন নহে। (আবু সয়িদ)

ওস্‌মান হজরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, প্রেরিত পুরুষ, আপনি কি আমাদিগকে নপুংসক হইতে আদেশ করিতেছেন? তাহাতে তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি ক্লীব হইয়াছে ও বাহে ক্লীবত্ব সম্পাদক সে আমাদের দলস্থ লোক নহে, নিশ্চয় আমার মণ্ডলীর ইন্দ্রিয়সংযমব্রত রোজাই ক্লীবত্বসাধন। ওস্‌মান পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি আমাদিগকে দেশপর্য্যটনে আদেশ করেন? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, আমার মণ্ডলীর পর্য্যটন ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা। পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি আমাদিগকে সংসারত্যাগে আদেশ করেন? তাহাতে হজরত বলেন, আমার মণ্ডলীর সংসারবিরাগ নমাজের প্রতীক্ষায় মস্‌জেদে স্থিতি করা।

হজরত বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে কেবলা বিদ্যমান।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্যে মস্‌জেদে উপস্থিত হয় তাহা তাহার লাভ হইয়া থাকে। (আবুহরেরা)

হজরত মোহম্মদ মস্‌জেদে এই কয়েকটি কার্য্য নিষেধ করিয়াছেন, হত্যার প্রতিশোধ লওয়া, কাব্য পাঠ করা, অপরাধীদিগকে বেত্রাঘাত করা। (হকিম)

হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ মস্‌জেদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন উপবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে দুই অঙ্গ নমাজ পড়ে। (আবুকেতাদা,)

হজরত মোহম্মদ যখন মস্‌জেদে প্রবেশে উদ্যত হইতেন তখন এরূপ বলিতেন, নিস্তাড়িত শয়তান হইতে পুরাতন পরাক্রান্ত মহাস্বরূপ গৌরবান্বিত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই। তিনি বলিয়াছেন যে, যখন বিশ্বাসী এ কথা বলে তখন শয়তান বলে

সমস্তদিনের জন্য তুমি আমাহইতে নিরাপদ হইলে। (ওমরের পুত্র অবদোল্লা)

হজরত এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে পরমেশ্বর, আমার কবরকে প্রতিমাস্বরূপ করিতে দিও না.যেন কেহ তাহাকে উপাসনা করে। সেই দলের উপর ঈশ্বরের আক্রোশ হইয়াছে যাহারা আপনাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের সমাধিভূমিকে মস্জেদ (উপাসনালয়) করিয়াছে। (অতা)

আবুজর বলিয়াছেন, আমি হজরতকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে কোন্ মস্জেদ প্রথম স্থাপিত হইয়াছে? তিনি বলিলেন, মসজেদোল্‌হরাম অর্থাৎ কাবা। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, তৎপর কোন মস্জেদ? তিনি বলিলেন, জেরুজিলমের মস্জেদ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উভয়ের মধ্যে সময়ের কত ব্যবধান হইবে? তিনি বলিলেন, চল্লিশ বৎসর। পরে বলিলেন, তোমার জন্য পৃথিবীই মস্জেদ, যেখানে নমাজ পড়া আবশ্যক হয় নমাজ পড়।

আচ্ছাদন।

হজরত মোহম্মদের পালকপুত্র ওমর বলিয়াছেন যে, আমি হজরতকে একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া গ্রীষ্মকালে ওম্মসোলমার গৃহে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছি। তৎসঙ্গে তাঁহার গলদেশে উত্তরীয় বস্ত্রবিশেষ ছিল।

হজরত বলিয়াছেন যে, তোমাদের কেহ যেন এক মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া গলদেশে কোন বসন সংলগ্ন না করিয়া নমাজ না পড়েন। (আবুহরেরা)

একদা হজরত খমিসা (১) অঙ্গে ধারণ ধরিয়া নমাজ পড়িতেছিলেন,তাহাতে উত্তম কারুকার্য্য ছিল। তিনি সেই কারুকার্য্যের প্রতি গাঢ় দৃষ্টি করেন, পরে যখন নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন তখন বলিলেন, আমার এই কম্বল আবুজহমের নিকটে লইয়া যাও, এবং আবুজহমের কাপড় আমার নিকটে লইয়া আইস। বোখারিনামক হদিসে হজরতের এই উক্তি উল্লিখিত হইয়াছে যে,আমি নমাজ পড়ার সময়ে বস্ত্রের চিত্র সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তখন ভয় হইয়াছিল যে আমি বা বিচলিত হই।

হজরতের পত্নী আয়শার একখানা কেরামনামক চিত্র বিচিত্র সূক্ষ্ম বস্ত্র ছিল, তাঁহার গৃহের একপার্শ্বে উহা যবনিকা রূপে টাঙ্গান ছিল। এক দিন হজরত তাঁহাকে বলিলেন, আমা হইতে তোমার এই বস্ত্র দূর কর, যেহেতু সর্ব্বদা তাহাতে অঙ্কিত ছবি সকল নমাজে আমাকে বাধা দেয়। (ওনস)

হজরত মোহম্মদ একটি রেশমের ফর্‌রওজ (২) উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদা তিনি তাহা অঙ্গে ধারণ করিয়া নমাজ পড়েন। উপাসনা সমাপ্ত হইলেই তিনি তৎপ্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক তাহা সবলে অঙ্গ হইতে উম্মোচন করিয়া ফেলেন, এবং বলেন যে বৈরাগ্যাশ্রিত লোকদিগের জন্য ইহা উপযুক্ত নয়। (আমেরের পুত্র অকৃবা)

সোলামা বলিয়াছেন, আমি হজরতকে বলিয়াছিলাম যে, আমি এক জন সম্মানিত প্রসিদ্ধ লোক, আমিও কি একমাত্র কামিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া নমাজ পড়িব? তিনি বলিলেন, হাঁ।

আবুহরেরা বলিয়াছেন যে, আমাদের নিকটে এক ব্যক্তি নমাজ পড়িতেছিল, সে এজার ঢিলা করিয়া পরিধান করিয়াছিল। হজরত তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, যাও, অজু করিয়া এস, তখন সে যাইয়া অজু করিল, তৎপর আসিল। সেই সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, প্রেরিত-পুরুষ, ইহাকে কেন অজু করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, যেহেতু এ ব্যক্তি নমাজ পড়িতেছে, এ দিকে তাহার পরিহিত এজার শ্লথ, যে ব্যক্তি (বিলাসিতার ভাবে) শ্লথরূপে এরূপ এজার পরিয়া নমাজ পড়ে ঈশ্বর তাহার নমাজ গ্রাহ্য করেন না (১)।

হজরত বলিয়াছেন, যুবতী নারী মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া নমাজ না পড়িলে নমাজ গৃহীত হয় না (২)। (আয়েশা)

ওম্মসোলমা হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,কোন নারী এজার না পরিয়া শুদ্ধ কামিজ ও খেমার (মস্তককাচ্ছাদনবিশেষ) পরিধান করিয়া কি নমাজ পড়িতে পারে? তিনি বলিলেন যদি, কামিজ এরূপ দীর্ঘ হয় যে তদ্দ্বারা তাহার পাদপৃষ্ঠ আচ্ছাদিত হইতে পারে।

কোন ব্যক্তি সোদলে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়া নমাজ পড়ে হজরতের এরূপ বিধি নয় (৩)।

হজরত বলিয়াছেন যে, ইহুদিগণ বিপরীত আচরণ করে, তাহারা মুজা ও পাদুকা সংযুক্ত হইয়া নমাজ পড়ে না। (সেদাদ)

আবুসয়িদ বলিয়াছেন যে, একদা সহচরবৃন্দকে লইয়া হজরত নমাজ পড়িতেছিলেন। তখন হঠাৎ তিনি পাদুকাদ্বয় চরণ যুগল হইতে উম্মোচণ করিলেন, এবং তাহা বাম পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। মণ্ডলী যখন ইহা দর্শন করিলেন তাঁহারাও স্ব স্ব পাদুকা দূরে রাখিয়া দিলেন। নমাজ সমাপ্ত হইলে পর হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি কারণে আপন আপন পাদুকা খুলিয়া ফেলিলে? তাঁহারা বলিলেন, আপনাকে পাদুকা উম্মোচন করিয়া রাখিতে দেখিলাম,তজ্জন্য আমরাও আমাদের পাদুকা রাখিয়া দিলাম। তখন হজরত বলিলেন, আমার নিকটে জেব্রে-

(১) খমিসা, একরূপ কাল কম্বল যাহার চারি কোণে কারুকার্য্য থাকে।

(২) ফর্‌রওজ কাবানামক এক প্রকার অঙ্গাচ্ছাদন, তাহার পশ্চাদ্ভাগে বুতাম সকল সংলগ্ন থাকে।

(১) এজার শ্লথভাবে পরিধান করিয়া যে ব্যক্তি নমাজ পড়িতেছিল তাহাকে হজরত অজু অর্থাৎ অঙ্গ শুদ্ধি করিতে এই জন্য আদেশ করেন যে, সে যে দোষ করিয়াছে এই ব্যবস্থায় যেন তৎপ্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। শ্লথভাবে এজার পরা বিলাসিতার লক্ষণ।

(২) "নমাজ গৃহীত হয় না" অর্থাৎ তদবস্থায় নমাজ পড়িলে পূর্ণ ফল লাভ হয় না।

(৩) সদোল শিবিকা ইত্যাদির আচ্ছাদন বিশেষ।

লের আবির্ভাব হইয়াছিল। জেব্রিল আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, পাদুকা দ্বয়ের নিম্নে আবর্জ্জনা রহিয়াছে। যখন তোমাদের কেহ মসজেদে উপস্থিত হয় তখন যেন সে স্বীয় পাদুকার তলদেশ লক্ষ্য করে, তাহাতে কোন আবর্জ্জনা দেখিলে যেন সংঘর্ষণ করিয়া পরিষ্কার করে, পরে তৎসহ যেন নমাজ পড়ে।

হজরত বলিয়াছেন যে, যখন তোমাদের কেহ নমাজ পড়ে তখন যেন সে স্বীয় পাদুকাদ্বয় আপন দক্ষিণে বা বাম ভাগে না রাখে। তাহার দক্ষিণে তাহা ছাড়া অন্য কেহ থাকেন। জানিও যদি তাহার বাম পার্শ্বে কেহ না থাকে (তাহা হইলে স্থাপন করিতে পারে,) এবং তাহা যেন পদদ্বয়ের মধ্যে মধ্যস্থলেও রাখে, অথবা তৎসংযুক্ত হইয়া যেন নমাজ পড়ে (১)। (ক্রমশঃ)

মদালসা।

ভাদ্রোৎসবে ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্ত্তৃক পঠিত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রাজ্ঞী মদালসা বন গমন কালে পুত্র অলর্ককে কেবল কবচ পরাইয়া দেন নাই, কয়েকটী সুন্দর উপদেশও প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ভাব অমরা এইখানে প্রদান করিলাম। রাজ্ঞী বলিলেন, "বৎস অলর্ক, পুত্রের ন্যায় প্রজাবর্গকে স্নেহ চক্ষে দর্শন করিও, তদ্রূপ তাহাদিগকে প্রতিপালন করাই রাজধর্ম্ম। প্রজাকে রক্ষা করা, প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা, জ্ঞান ধর্ম্মে তাহাদিগকে উন্নত করিয়া পরম পথ প্রদর্শন করাইবার জন্যই রাজার সৃষ্টি, প্রজার ধনে আপনি সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য নহে। প্রজারঞ্জনার্থ আত্মসুখ তুচ্ছ করিয়াছিলেন বলিয়াই কৌশল্যানন্দন শ্রীরামের এত গৌরব, এবং আত্মাভিমানের জন্য প্রজাক্ষয় করিয়াছিলেন বলিয়াই কুরুপতি দুর্য্যোধন চিরনিন্দিত। অনেক রাজা মনে করেন, কপটতাবলম্বন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করাই রাজধর্ম্ম, কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। যেমন সূত্রহীন বস্ত্র অসম্ভব তেমনি সত্যশূন্য বা সত্যাবমানিত কার্য্য কখনই ধর্ম্ম শব্দে বাচ্য হইতে পারে না। সত্যের অপর একটী নাম ন্যায়, সেই ন্যায়ই রাজধর্ম্মের জীবন, তুমি তাহাকে কখন অপমানিত বা পরিত্যাগ করিও না। কিন্তু নিষ্ঠুরতা, ইন্দ্রিয়াসক্তি, তোষামোদপ্রিয়তা ও ক্রীড়ায় উন্মত্ততাই রাজাদিগের প্রধান শত্রু, দিবা রাত্রি তাহাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র থাকিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, আমোদে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকা ইত্যাদি কারণেই রাজন্যগণ চিরকাল দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া অনুতাপের পথে পরলোক গমন করিয়াছেন। পাণ্ডু, রাবণ, বালি, বলি, অনুহ্লাদ, বেণ, ঐল, দুর্য্যোধন প্রভৃতি মহা ক্ষমতাশালী ভূপতিকুল তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আপনাকে মহৎ ও অপরকে কখন ক্ষুদ্র বিবেচনা করিও না, যে হস্ত তোমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন সেই হস্তই ক্ষুদ্র কীটাণুর স্রষ্টা, এবং তিনিই সকলকে যথাযথ কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। যে তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্যে নিযুক্ত আছে সে কখনও ক্ষুদ্র নহে, সেই ইচ্ছার অবমাননাকারীই ক্ষুদ্রতা লাভ করে। কিন্তু এ বিচারের ভারও তাঁহার হস্তে রাখিয়া আপনি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় থাকিয়া দোষী ব্যক্তির বিচার নিষ্পন্ন করিবে। ক্ষুদ্র কীটাণুর নিকটও বিনীত ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করিবে। সৃষ্টিকে বিশ্ববিদ্যালয় জানিবে, ইহা অসংখ্য শিক্ষকে পূর্ণ, তাহারা দিবা রাত্রি তোমাকে হিতোপদেশ দান করিতেছে। সূর্য্য যে প্রকার জলাশয় ইত্যাদি হইতে জল আকর্ষণ করিয়া তাহা বর্ষণপূর্ব্বক জীবের উপকার করেন, কিন্তু নিজে এক বিন্দু পান করেন না, তুমি তদ্রূপ প্রজার হিতের জন্যই কর গ্রহণ করিও, নিজের ভোগ বিলাসে অপব্যয় করিও না। রাজধর্ম্মের ন্যায় অধ্যাত্ম ধর্ম্মেরও অনুষ্ঠান ও আলোচনায় রত থাকিবে, ইহাতে যেমন দুষ্কৃতি হইতে রক্ষা পাইয়া দিন দিন সুকৃতির অনুরাগী হইবে, তেমনি তোমার দৃষ্টান্তে প্রজাকুল ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া রাজশাসন সহজ করিয়া দিবে, এবং এই উপায়ে প্রজাদিগের অসংখ্য আত্মার সহিত তোমার অনন্ত কালের যোগ সাধিত হইবে।"

সুনীতিসম্পন্না মদালসা পুত্রকে এই প্রকার উপদেশ সকল দান করিয়া যখন রাজধানী পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, তখন জননীর পরিত্যক্ত শিশু যে প্রকার কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার অনুসরণ করিয়া পথে ধাবিত হয়, নর নারী নির্ব্বিশেষে প্রজাগণ সেইভাবে রোদনপরায়ণ হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছিল। তাহারা রাজা অপেক্ষা ও রাজ্ঞীকে অধিকতর ভক্তি করিত। সকলেই মহিষীর গুণগরিমা, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মশীলতার, উল্লেখ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। পথের অনেক স্থানেই তাঁহাকে গমনে ক্ষান্ত হইয়া প্রজাবর্গকে প্রবোধ দিতে হইয়াছিল।

এই ঘটনার অনতি পরেই দেশে দেশে প্রচার হইতে লাগিল যে রাজা ঋতধ্বজ কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ককে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক বনে গমন করিয়াছেন। ক্রমে এই কথা অরণ্যে ঋষিদিগের নিকটেও আলোচিত হইতে লাগিল, সাধননিরত বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুবর্দ্ধনের কর্ণে ইহা প্রবেশ করিল, তখন তাঁহারা নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়, আমরা চারি জনে এক গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলাম, তিন জনে জননীর কৃপায় শান্তির পথ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু প্রিয়দর্শন কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাগ্যে এ কি হইল ? পিতা মাতা কোন্ প্রাণে সেই অবোধ বালকের কোমল কণ্ঠে বিষয়ের বিষকুম্ভ মায়ারজ্জুতে বন্ধন করিয়া সংসারসাগরে নিক্ষেপ করিয়া আপনারা শান্তির অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন ? আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা কখনই কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে প্রাণাধিক সহোদরের বন্ধনমোচন হয় প্রাণপণে তাহার জন্য চেষ্টা করা আব-

(১) তাঁহার দক্ষিণে তাহা ছাড়া অন্য কেহ থাকেন, দেবগণ থাকেন এই অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে।

শুক।" এই পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা পিতার চিরবিদ্বেষী কাশীরাজের রাজধানী গমনপূর্ব্বক আপনাদিগের পরিচয় দিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। শত্রুনন্দনেরা আপন হইতে বশ্যতা স্বীকার করিয়া আসিল দেখিয়া কাশীপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে রাজকুমারত্রয়, আমার বোধ হইতেছে তোমরা কোন বিশেষ বিপদে আক্রান্ত হইয়া সাহায্য প্রার্থনায় আমার সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইয়াছ, যদিও তোমাদিগের নির্ব্বোধ পিতা চিরকাল আমার অবাধ্যতা করিয়া আসিয়াছে, তথাপি আমি এক দিনের জন্যও তাহাকে ক্ষমা করিতে বিস্মৃত হই নাই, তোমাদিগকেও সেই ক্ষমা হইতে বঞ্চিত করিব না। বিশেষতঃ তোমরা আপনা হইতে আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া বিশেষ সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছ, অতএব তোমাদের কি প্রার্থনা নিবেদন কর, আমি তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইব।"

ঋষিত্রয় কাশীরাজের এই প্রকার অহঙ্কারপূর্ণ বাক্যে মনে মনে বলিলেন, 'হে ভগবান্, তোমার কি আশ্চর্য্য লীলা, লোক রক্ষার জন্য আপনার একটি দুর্ব্বল সন্তানকে কি মোহেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ?' পরিশেষে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, "রাজন্, আমরা আপনার চিরবিদ্বেষী ঋতধ্বজ রাজের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করুন, ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা। তৎপর একটি বিশেষ অভিযোগ করিবার জন্য আমরা তিন ভ্রাতা আপনার সিংহাসনসম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। আমরা চারি সহোদর, অকারণে যৌবনের প্রারম্ভেই পিতা মাতা আমাদিগের প্রতি নির্দ্দয় হন, মাতা সুকৌশলে আমাদিগকে বনবাসে পাঠাইয়া আপনার কনিষ্ঠ পুত্র যাহাতে সিংহাসন প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ উপায় করিলেন, পিতাও সেই নির্ব্বোধ পুত্রের প্রতি এত দূর মোহান্ধ হইয়া পড়িলেন যে অনায়াসে আমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া তাহাকেই যৌবরাজ্যে অভিষেকপূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিয়াছেন। আমরা পিতার জ্যেষ্ঠপুত্রত্রয় জীবিত থাকিতে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পিতৃধন একাকী ভোগ করিতেছে, আপনি ইহার বিচার করুন, ইহাই আমাদের অভিযোগ। দ্বিতীয় প্রার্থনা, আপনার সুবিচারে পিতৃধন যদি আমাদের প্রাপ্য হয় তাহা হইলে সেই হতভাগ্যকে এখনি রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া দুর্জ্জন দিগের প্রতি আপনার ন্যায়দণ্ড কি প্রকার কঠিন তাহা সাধারণ সমক্ষে প্রচার করুন। তৃতীয়, যদিও আমাদের কনিষ্ঠ সহোদর নিতান্ত নির্ব্বোধ, তথাপি এক গর্ভে জন্ম গ্রহণ করায় আমাদিগের স্বাভাবিক স্নেহ তাহার প্রতি পতিত হইয়াছে, অতএব আপনার তরবারির নিকট সেই হতভাগ্যের জীবন ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।"

কাশীরাজ বলিলেন, "তোমাদের প্রার্থনা বিশেষ ন্যায়ানুগত, আমি অবশ্যই ইহা পূর্ণ করিব। নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকেরা চিরকালই কনিষ্ঠ সন্তানের পক্ষপাতী হইয়া থাকে, তোমাদের জননী আবার সেই ঋতধ্বজের সহধর্ম্মিণী, অতএব যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী হইবে ইহার আর বিচিত্রতা কি? আর সেই তোমাদের নির্ব্বোধ ভ্রাতার বুদ্ধি বিবেচনাও এইরূপ হওয়াই সম্ভব। ঐ পিতা মাতার নিকটে সে যে প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারই পরিচয় দান করিতেছে। আমি এখনই তাহাকে সমুচিত জ্ঞান দান করিতেছি।" এই বলিয়া অসংখ্য সৈন্য সজ্জিত করিয়া অবিলম্বে অলর্কের রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নব ভূপতি অলর্ক কাশীরাজের হস্তে পরাভূত হইয়া সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন, চারিদিকে ঘোর বিপদ দর্শন করিয়া তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা জননীর কথা মনে পড়িল, তখন বাহু হইতে কবচ উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখেন তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"পৃথিবী মধ্যে মনুষ্যের ন্যায় ভীষণ হিংস্র জন্তু আর নাই, ইহাদিগ হইতে দূরে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য, যদি নিতান্তই একাকী থাকিতে না পার সাধু সহবাসে কাল যাপন কর। সাধু সঙ্গের ন্যায় আনন্দ আর কুত্রাপী পাওয়া যায় না, ইহা অন্তরের সকল বেদনা নিবারণ করে। মনকে বাসনাশূন্য কর, যদি নিতান্তই তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে মোক্ষের বাসনা কর, যাহা দ্বারা ভবব্যাধি হইতে নিস্তার লাভ করিবে।"

অলর্ক এই কথাগুলি পাঠ করিবামাত্র যেন নবজীবন লাভ করিলেন, তিনি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমি এতদিন কি করিতেছিলাম, জননী রাজত্বরূপ আবর্জ্জনার মধ্যে এমন রত্ন লুকাইয়া রাখিয়াগিয়াছিলেন আমি জানিতে পারি নাই। ধন্য কাশীরাজ যিনি আজ আমার এই মহোপকার সাধন করিলেন।" এই কথা বলিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া বন প্রস্থান করিলেন। কাশীরাজ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অলর্কের ভ্রাতৃত্রয়কে এই সংবাদ প্রদান মাত্র তাঁহারা আনন্দ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ আপনার জয় হউক, আপনার 'জিত রাজ্য আপনি ভোগ করুন, আমাদের তাহাতে প্রয়োজন নাই, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।' এই বলিয়া তাঁহারা সত্বর কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে গমন করিলেন।

সম্রাট্ আক্‌বরের উক্তি।

সম্রাট্‌কুলশিরোভূষণ মহাত্মা আক্‌বরের ২২৭ টী হৃদয়গ্রাহিণী উক্তি মন্ত্রিবর সুপণ্ডিত আবুল্‌ফজল সুবিখ্যাত আইন আক্‌বরী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতেছে।

আবুল্‌ফজল বলিয়াছেন যে সচরাচর রাজাধিরাজ আক্‌বর এই সকল কথা বলিতেন।

১। সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে স্রষ্টার এরূপ এক সম্বন্ধ আছে যে তাহা বচনাতীত।

২। প্রত্যেক পদার্থের এক একটি বিশেষ অবলম্বন অনিবার্য্য, আপনাকে এক মাত্র সখাতে আবদ্ধ রাখিবে, এবং

তাঁহাতে সুখ দুঃখের মূল স্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে সকল বিষয় হইতে হৃদয়কে মুক্ত করিয়াছে সে অনুপম ঐশ্বরিক প্রেমের পথ প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩। সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব সেই বিশেষ অস্তিত্বের যোগ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যে ব্যক্তি সেই তত্ত্ব লাভ করে সে উন্নত পদে আরূঢ় হয়।

৪। যে ব্যক্তি সেই পবিত্র সম্বন্ধ সংরক্ষণে নিয়ত রত, কোন ব্যাপার তাহা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত রাখে না।

৫। ভারতবর্ষীয় নারীগণ নদী, সরোবর ও কূপ হইতে স্বয়ং জল আনয়ন করে। তাহারা বহু কলস মস্তকের উপর উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া থাকে, এবং সঙ্গিনীদিগের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে অসমতল পথ দিয়া চলে। যখন মস্তকস্থিত কলস সকলের রক্ষার প্রতি তাহাদের মনোযোগ রহিয়াছে তখন কোন সঙ্কট হয় না। মনুষ্য প্রভু পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগ সম্বন্ধে কেন সেই নারীগণ হইতে নিকৃষ্ট হইবে?

৬। যখন অদ্বিতীয় আশ্রয়স্বরূপের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ ঈদৃশ দৃঢ় হয় তখন সেই অংশ বিহীন পরমেশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগকে কে খণ্ডন করিতে পারে?

৭। সকলের প্রতি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি তুল্য, কিন্তু কতক অনুপযুক্ততা সময়বশতঃ কতক অযোগ্যতাবশতঃ ফল লাভে বঞ্চিত হয়, কুম্ভকারের ক্রিয়া একথার সত্যতা ব্যক্ত করে।

৮। বাহ্যিক পূজাকে যে ঐশ্বরিক নূতন ব্যবস্থা বলা হইয়া থাকে, তাহা নিদ্রিত লোকদিগের জাগরণের কারণ হয়। অন্যথা, ঈশ্বরাধনা অন্তরেতে হয়, শরীরে নয়।

৯। সঙ্কটের অবস্থায় বিষাদে ললাটদেশ কুঞ্চিত না করা এবং তাহাকে চিকিৎসকের তিক্ত ঔষধ মনে করিয়া প্রফুল্ল বদনে গ্রহণ করা ইহাই দাসত্বের প্রথম সোপান।

১০। নিরাকারকে জাগরণে ও স্বপ্নে দর্শন করিতে পারা যায় না, কিন্তু ভাবের উত্তেজনায় দেখা যায়। ঈশ্বরকে স্বপ্নে দর্শন করা যেন তদ্রূপ।

১১। অনেক ঈশ্বরোপাসকের বাসনার চরিতার্থতা সাধনই লক্ষ্য, ঈশ্বরোপাসনা নয়।

১২। কৃষ্ণকেশের শুক্লবর্ণ ধারণে আশার বৃদ্ধি হয়, যখন এরূপ এক বর্ণ যাহা কোন উপায়েই বিদূরিত হয় না, বিধির কৌশলে তাহাও বিপরিবর্ত্তিত হয়, তখন ভরসা যে আন্তরিক কালিমা তিরোহিত হইবে, এবং দৃষ্টি অন্যরূপ জ্যোতি লাভ করিবে।

সংবাদ।

গত রবিবার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। একটি যুবা ইংরজিতে এবং একটি বাঙ্গলাতে "বিশ্বাস" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ইংরেজি ও বাঙ্গলাতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিরূপে আলোচনা হইয়াছিল। প্রতিপক্ষে রবিবার ইহার কার্য্য চলিবে।

বিগত ১৮ই ভাদ্র শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বর্গগত নবিনচন্দ্র সেন মহাশয়ের দেহত্যাগের সম্বৎসরপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রমথলাল সেনের নিমন্ত্রণানুসারে বিশেষ উপাসনার জন্য বহুসঙ্খ্যক ব্রাহ্মবন্ধু সেই দিন রজনীতে তাঁহার কলুটোলাস্থ পৈত্রিক ভবনে একত্রিত হইয়াছিলেন। স্বর্গগত ভ্রাতার তিরোধানভূমিশয়নাগারেই উপাসনা হইয়াছিল। সেখানে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতার ব্যবহৃত খট্টা ও শয্যা ইত্যাদি সজ্জিত রাখা হইয়াছে। গৃহটি পুষ্প পল্লবাদিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল। উপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। প্রার্থনাতে পারলৌকিক গভীর তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল।

কয়েকটি উৎসাহী শিক্ষিত যুবার উদ্যোগে কিছুকাল হইতে ভবানীপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। গত শনিবার সেই সমাজের বিশেষ আহ্বানানুসারে আমরা তথায় গিয়াছিলাম। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র সঙ্গীত করিয়াছিলেন। বহুসঙ্খ্যক শিক্ষিত পদস্থ যুবা ও অধিকবয়স্ক অনেক বন্ধুকে উপাসনায় যোগ দিতে দেখিয়া আমার অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। উক্ত সমাজে ৩০।৩৫ জন নিয়মিত উপাসক আছেন। সময়ে সময়ে আমরা যাইয়া উপাসনা কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করি অনেকে এরূপ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

প্রতিশনিবার বীডন উদ্যানে বক্তৃতা শ্রবণের জন্য আগ্রহের সহিত বহুসঙ্খ্যক শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ নিয়মিতরূপে উপস্থিত হন। বক্তৃতার পর বক্তৃতার বিষয়টি লইয়া অনেকে বক্তার সঙ্গে আলোচনা করেন। কেহ কেহ পরদিন আমাদের আবাসে আসিয়া নানা গূঢ় তত্ত্বের প্রশ্ন করিয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া আমরা বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইতেছি। গত শনিবার অবস্থা ও কালভেদে বিভিন্ন ধর্ম্মভাবের বিকাশ বিষয়ে, উপাধ্যায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পরও এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাল সেই বিষয় লইয়া তথায় তাঁহাকে বৃদ্ধদিগের সঙ্গে আলোচনা করিতে হইয়াছিল।

দিনাজপুরের অন্তর্গত ফুলবাড়িস্থ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু তথায় গিয়াছেন। শুক্র শনি ও রবিবার এই তিন দিন ব্যাপিয়া উৎসব হইবার কথা।

গত ভাদ্রমাসে ২০।২২ দিন ব্যাপিয়া ঢাকাস্থ নববিধান সমাজের উৎসব হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই সমাজ শাখা ভারতবর্ষীয় সমাজ নামে পরিচিত ছিল, তৎপর ইহা নববিধান সমাজ নাম গ্রহণ করিয়াছে। ভাদ্র মাসেই এই নাম গৃহীত হয়, তৎস্মরণার্থ প্রতি বৎসর বিশেষ সমারোহের সহিত ভাদ্রোৎসব হইয়া থাকে। এবারও বিশেষ বিশেষ বন্ধুর বাড়ীতে উপাসনা এবং বিশেষ বিশেষ স্থানে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি হওয়ার প্রগ্রাম ও বৃত্তান্ত আমরা পত্রিকাতে পাঠ করিয়াছি। সকলে মিলিয়া সমগ্র একদিন উৎসব হওয়া নির্দ্ধারিত। মন্দিরে একদিন মোসলমান মৌলবির, এক দিন একজন খৃষ্টীয় প্রচারক সাহেবের বক্তৃতা হওয়ার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়াছি।

মোকামাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর পাল আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, গত ১২ ই ভাদ্র নবসংহিতানতে তাঁহার পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। কুমার সচ্চিদানন্দ হোসেন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

গত ১৬ই ভাদ্র চট্টগ্রামে ভাই প্যারীমোহণ চৌধুরীর কন্যার নামকরণ হইয়াছে।

১৬ই ভাদ্র ঢাকা নগরে শ্রীমান্ রাজকুমার দাসের নবকুমারের শুভ নামকরণ হইয়াছে। এই কুমার ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র। বিধান জননী শিশুদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই দীননাথ মজুমদার দ্বারভাঙ্গায় অনেক গুলি ভদ্র লোকের আলয়ে সঙ্কীর্ত্তন উপাসনা সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়াছেন, সম্প্রতি তথা হইতে তিনি সমস্তিপুরে গিয়াছেন।

গত ১৫ই ভাদ্র বালেশ্বর জেলার অমরাব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অর্জ্জুন পাকলের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মণি সুন্দরীর সহিত শ্রীমান্ ভাগবত নায়কের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, ঈশ্বর নব দম্পতিকে শুভাশীর্ব্বাদ করুন।

গত ৩০ শে ভাদ্র সমস্তিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যার জাত কৰ্ম্ম নবসংহিতা মতে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই দীননাথ মজুমদার ও ভাই বলদেব সহায় এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। উপবীত ত্যাগ ও অনুষ্ঠানাদির জন্য যোগেন্দ্র বাবুকে অত্যন্ত সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে। বিধানজননী তাঁহাকে বিশ্বাস বলে পূর্ণ বলীয়ান্ করুন।

৩০ শে ভাদ্র, সমস্তিপুরে ভাই দীননাথ মজুমদার বঙ্গ-ভাষায় একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, গত আগষ্ট মাসে প্রচারভাণ্ডারে নিম্ন লিখিত দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেব, দেবীগঞ্জ	১৭৲
„ বাবু বিপিনবিহারী সরকার, কলিকাতা	১৲
„ „ শরচ্চন্দ্র সরকার „	২৲
„ „ মধুসূদন সেন „	॥০
একজন অজ্ঞাত বন্ধু, রঙ্গপুর	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ বসু, বোয়ালিয়া,	১৲
„ „ কৈলাসচন্দ্র বসু, রঙ্গপুর	২৲
„ „ প্রেমচাঁদ বড়াল, কলিকাতা,	২৲
„ „ ভগবতীচন্দ্র ঘোষ, ডফ্‌লাটিঙ্গ	১৲
„ „ মধুসূদন সেনের সহধৰ্ম্মিণী, কলিকাতা	২৲
„ „ গোপীকৃষ্ণ সেন, ঢাকা	২০৲
„ „ বিপিনবিহারী দাস, চন্দনগর	১৲
„ „ ব্রজগোপাল নিয়োগী, গয়া	১৲
„ „ অপূর্ব্বকৃষ্ণপাল, মোকামা,	৯৲
„ „ হরলাল শাহা, বেলিয়াটি	৪৸৵০
„ „ নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সীতামারি	১৲
„ „ রুহিণীকুমার বসু, „	২৲
„ „ বাবু বেণীমাধব মজুমদার, চোপা	১॥০
স্বর্গগত মুকুন্দ বল্লভ মজুমদারের সহধৰ্ম্মিণী, „	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল রায়, গাজিপুর	॥০
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত, কলিকাতা,	১৲
	৭৮৸৵০

ভাদ্রোৎসবের জন্য দান প্রাপ্ত—

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত, কলিকাতা	১৲
একজন ভগিনী „ „	॥০
	১॥০
উৎসবের জন্য পূর্ব্ব জমা—	২৬॥০
	২৮৲

প্রেরিত।

সাধারণের নিকট প্রার্থনা।

গয়ার নব বিধান সমাজের মন্দিরটি অত্যন্ত পুরাতন হইয়া পড়নোন্মুখ হইয়াছে। এখন এই গৃহটি নূতন করিয়া প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক। তাহা স্থানীয় উপাসকগণের সাধ্যাতীত বলিয়া একার্য্য সাধারণের দান সাপেক্ষ। এজন্য বিনীত ও ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা যে দানশীল মহাশয়গণ কিছু কিছু সাহায্য করেন।

গয়া ব্রাহ্ম সমাজ
৩১ শে জুলাই ১৮৯০

অনুগত
শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী
—— সম্পাদক।

হরিসেনা।

বিগত ১২৯১ সালের ১১ ই ফাল্গুন তারিখে আমরা কয়েক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও হরিভক্তি সাধন এবং প্রচার করিবার জন্য "হরিসেনা" নামে দলবদ্ধ হইয়াছি। নববিধানমতে আমরা উপাসনাদি করিয়া থাকি। আজ ৬ বৎসর ধরিয়া আমরা কলিকাতার দক্ষিণ অংশে নানা স্থানে উপাসনা এবং সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়া আসিতেছি। এই কয়েক বৎসরের অত্যল্প সাধনের দ্বারা আমরা যে কতদূর উপকৃত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা সাধ্যাতীত। বলিতে কি, হরিনাম পাইয়া আমরা জন্মের মত কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে ইচ্ছা এই যে, অল্পে অল্পে আমরা সাধারণের নিকট প্রকাশ্য ভাবে হরিনাম প্রচার করি। বিশেষতঃ দেশের লোকের এখন যেরূপ সংসারাসক্তি বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, যুবকগণের চিত্ত যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, এবং বালকগণের মন যেরূপ নীতিশূন্য হই-য়াছে, তাহাতে আমরা আর কোনরূপেই উদাসীন থাকা উচিত মনে করিতেছি না। যদিও আমরা দুর্ব্বল, মূর্খ এবং দরিদ্র, তথাপি দুর্ব্বলের বল ভগবানের সাহায্যে আমরা কি না করিতে পারি? সেই জন্য, কেবলমাত্র ভগবানের উপর আশা রাখিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। ফল ফলিবে কিনা ফলদাতা জানেন। কতকগুলি টাকা ঋণ করিয়া বসিবার জন্য খান কয়েক বেঞ্চ ক্রয় করিয়াছি। ইচ্ছা করিয়াছি, মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত সাধুভক্ত এবং মহাত্মাদিগকে আনাইয়া প্রকাশ্য বক্তৃতা ইত্যাদি করাইব। উপাসনা এবং সংকীর্ত্তনে সকলে যোগদান করেন না, কিন্তু দেখা যায় বক্তৃতা হইলে আবাল বৃদ্ধ সকলেই আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন। ইতিমধ্যেই তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। মনে করিয়াছি, বক্তাসম্বন্ধে আমরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষা করিব না। আমাদের বিশেষ মত ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যিনি দুটো সংকথা শুনাইতে আসিবেন, আমরা তাঁহাকেই আদরের সহিত গ্রহণ করিব। উপাসনার বেদী গ্রহণসম্বন্ধে অবশ্যই প্রতিবন্ধক থাকিবে। এক্ষণে সাধারণের নিকটে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের অভাব অনন্ত, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বিশ্বাস, ভক্তি কিছুই নাই, দয়া করিয়া যিনি যে বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিবেন, আমরা তাহাই মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিব। আপা-ততঃ প্রত্যেক রবিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় তালতলা ২৯/১ নং নিয়োগীপুকুর ইষ্ট লেনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ কুমার মহাশয়ের ভবনে আমাদের সাপ্তাহিক উপাসনা হইয়া থাকে। প্রার্থনা করি, সকলে আসিয়া উক্ত উপসনায় যোগ দানপূর্ব্বক বাধিত করেন।

হরিসেনার কার্য্যালয়,
২৯/১ নং নিয়োগীপুকুর ইষ্টলেন,
তালতলা।
৮ই ভাদ্র, ১২৯৭ সাল।

নিবেদক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুমার
হরিসেনার কার্য্যাধ্যক্ষ।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২ নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও টাঙ্গাইলস্থ ওঁ সূর্য্যমণ্ডলাশ্রমে আনন্দ-কুটীর হইতে আর, এন, ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৬ ভাগ।
১৮ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন, বুধবার, ১৮১২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে ভক্তহৃদয়বিহারী ভগবান্, তুমি কার হৃদয়ে বাস না কর, অথচ ভক্তই কেবল তোমায় হৃদয়ে দর্শন করিয়া সুখী হন। লোকে বলে তুমি জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে স্থিতি করিতেছ, যেন তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছ, এতো সত্য কথা নয়, তোমার উপযুক্ত কথা নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবন কি তোমা বিনা চলে? তুমিও পুরাতন হও না, তোমার সৃষ্টিও পুরাতন হয় না। নিত্য নূতন তুমি, নিত্য নূতন তোমার সৃষ্টি। তোমার সৃষ্টিশক্তির আদি নাই অন্ত নাই, সৃষ্টি তোমার সৃষ্টিশক্তির চির অন্তর্ভূত, তাই উহার আদিও ভাবিতে পারি না, অন্তও ভাবিতে পারি না। যখন উহা অব্যক্ত ও অদৃশ্য, তখনও উহা তোমার শক্তিতে বিদ্যমান। আমরা তোমাতে ছিলাম, আছি, থাকিব, এই মাত্র বলিলে চলে না, ক্রমান্বয়ে আমাদের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি, এও তোমার বিচিত্র শক্তির ক্রিয়া। আমরা অব্যক্ত ছিলাম, এখন ব্যক্ত হইয়াছি, কিন্তু এই পর্য্যন্তই কি শেষ? আমাদের ভিতর হইতে নিত্য নূতন আর কি বাহির করিবে, আমরা কি তাহা কিছু জানি? আমরা যখন কিছুই জানি না, তখন কিছুই করিতে পারি না, আমাদিগের ক্রমিক জীবনের অভিব্যক্তি তোমারই হস্তে, আমাদের হস্তে নহে। নাথ, আমরা সর্ব্বতোভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়াও কেন তোমার উপরে দৃষ্টি স্থির না রাখিয়া আপনার আপনার উপরে সর্ব্বদা স্থির নয়নে তাকাইয়া আছি? কোথা হইতে জীবনের উৎস প্রবাহিত হইতেছে, এত দিন তো আমাদের সবিশেষ জানা উচিত ছিল। আমরা কেন মনে করি, আমাদের যাহা দেবার সে সমুদায় দিয়া তুমি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছ, এখন তোমা বিনা সেই সমুদায় সামগ্রী গুলিকে আমরা নিজ প্রযত্নে উন্নত বর্দ্ধিত এবং অবস্থান্তরিত করিতে সমর্থ। যাহা তোমার শক্তিতে তোমার সামর্থ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে হইতেছে, তাহা আমরা আপনার উপরে আরোপ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছি না। অবিশ্বাসীরা যাহা করে আমরাও তাহাই করিতেছি, কৈ তাহাদের সঙ্গে আমাদের তো কোন ইতর বিশেষ দেখিতেছি না। যদি তোমার নিত্য নূতন সৃষ্টিতে বিশ্বাস করিতাম, একটি সামান্য তৃণ হইতে যোগী ঋষি মহর্ষি পর্য্যন্ত তোমারই নব নব সৃষ্টির ব্যাপার বলিয়া যদি প্রত্যক্ষ করিতাম, তাহা হইলে সকল বিরোধ, বিসংবাদ, তর্ক ও সংশয় কোন্ দিন তিরোহিত হইয়া যাইত। হে

প্রভো, কত দিন আর আমরা এই সাধারণ ভ্রমে পড়িয়া থাকিব? এই ভ্রমে আমাদের উন্নতির পথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। আমরা এই জ্ঞানের অভাবে আজও পশুর ন্যায় বিচরণ করিতেছি, তোমার ক্রিয়া আমাদিগের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে না পারিয়া ভক্তিতে প্রেমেতে পুণ্যেতে বর্দ্ধিত হইতে পারিতেছি না। তুমি আত্মার পিতা মাতা বন্ধু, তাহাকে তুমিই উন্নত হইতে উন্নত অবস্থায় তোল। এখন আমরা যাহা আছি, তদপেক্ষা দিব্য ভাব লাভ করিব, এ আশা আমাদিগের তোমরই উপরে। জ্ঞানপূর্ব্বক তোমাতে বাস করিয়া, আমাদিগের উন্নতিকল্পে তোমার ক্রিয়া দর্শন করিয়া আমরা যাহাতে সুখী হইতে পারি, তুমি আমাদিগের প্রতি সেই আশীর্ব্বাদ কর। আত্মা অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে আরূঢ় হইতেছে, কখন এক অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহে নাই, অথবা পশ্চাদ্গমন করে নাই, তোমার আশীর্ব্বাদে ইহা দেখিয়া আমরা যেন একান্ত কৃতার্থ হই, এই তব চরণে আমাদের বিনীত ভিক্ষা।

নিত্য নূতন অবতরণ।

ঈশ্বরেতে যাহা আছে, তাহা চিরকালই আছে, আজ এক প্রকার কল্য এক প্রকার, ইহা কখন হইতে পারে না। ঈশ্বরের ক্রিয়ার যদি আরম্ভ ও শেষ থাকিত, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিতাম, ঈশ্বর এক সময়ে নিবৃত্ত ছিলেন, পরে ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের ক্রিয়াও অনাদি ও অনন্ত, যাহা তিনি করেন, চিরকালই করেন, তাঁহার ক্রিয়া হইতে নিত্য নূতন ব্যাপার সমুপস্থিত হইতেছে, কিছুই পুরাতন নাই, কিছুই একই প্রকার নয়। তুমি বলিবে, এক জাতীয় বস্তু চিরদিনই সেই প্রকার হইতেছে, কৈ তন্মধ্যে তো কোন ইতর বিশেষ দেখিতেছি না। আমরা বলি, তোমার তেমন সূক্ষ্ম দর্শন নাই, তাই তুমি এ কথা কহিতেছ, কিন্তু যদি তোমার তাদৃশ দৃষ্টি থাকিত, তুমি একত্বের মধ্যে বিচিত্রতা দেখিয়া অবাক্ হইতে। যাহা সর্ব্বদা লোকের দৃষ্টিতে পড়ে, তাদৃশ একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে বিষয়টি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ বাস করিতেছে। অঙ্গপ্রত্যাঙ্গাদিতে তাহারা সকলে এক, অথচ তাহাদিগের পরস্পর এমনি বিচিত্রতা যে এক জনের সঙ্গে আর এক জনের তৎসম্বন্ধে কিছুতে ঐক্য হয় না, কোটি লোকের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অনায়াসে চিনিয়া বাহির করিয়া লওয়া যায়। এক জন লেখক ঈশ্বরের বন্দনা এই প্রশংসিত শিল্পনৈপুণ্যে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই অতীব স্তবনীয় বিষয়।

অবতরণশব্দে সামান্যতঃ অদৃষ্ট অজ্ঞাত বিষয়ের সম্মুখে উপস্থিতি উক্ত হইয়া থাকে। যখন আমরা বলি অমুক প্রস্তাবের অবতারণা করা যাইতেছে, তখন সেই অনুপস্থিত বিষয়টিকে উপস্থিত করা হইতেছে আমরা বুঝিয়া থাকি। প্রস্তাবের বিষয় পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তবে যে আকারে উহাকে উপস্থিত করা হইতেছে, সে আকারে উহা পূর্ব্বে প্রকাশ পায় নাই, সুতরাং এ স্থলে অবতারণ শব্দের প্রয়োগ হইল। অবতারবাদের সঙ্গে এই ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বদাই আছেন, কিন্তু সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই, তিনি এক এক সময় এক এক আকার পরিগ্রহ করিয়া জনসমাজের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই আকারই তাঁহার অবতার। অবতারের সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি আকারবিশিষ্টের যোগ আমরা এই জন্য সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। এতো গেল অবিচারসম্ভূত সাধারণের স্থূল জ্ঞানের কথা, ইহার মধ্যে যে সত্যটি অবস্থিতি করিতেছে, তাহা নিত্য কালের জন্য সত্য, স্থূল জ্ঞানের তিরোভাবে কখন তাহার তিরোভাব সম্ভবপর নহে। সেই সত্যটিকে বাহির করিয়া তাহার সম্বন্ধের নিত্যত্ব প্রদর্শন করা আমাদিগের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যাহা অদৃশ্য

ছিল, তাহা দৃশ্য হইল, যাহা অজ্ঞেয় ছিল তাহা জ্ঞেয় হইল, আবার যাহা দৃশ্য ছিল তাহা অদৃশ্য হইল, যাহা জ্ঞেয় ছিল তাহা অজ্ঞেয় হইল, সৃষ্টি মধ্যে ইহা আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। অদৃশ্য ও অজ্ঞেয় হইতে দৃশ্য ও জ্ঞেয়ের সমাগম, আবার অদৃশ্য ও অজ্ঞেয়ে উহার প্রতিগমন, ইহা দেখিয়া দৃশ্য ও জ্ঞেয় অপেক্ষা অদৃশ্য ও অজ্ঞেয়ের প্রাধান্য সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়। যাহা স্বভাবতঃ অদৃশ্য ও অজ্ঞেয় অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় ভিন্ন কোন কালে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, সেই সকলকে চক্ষুরাদির বিষয় করিবার জন্য দৃশ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে লোক সকল দেখিয়াছে। এ প্রকারে অবলোকন সর্ব্বদা নিন্দনীয় ইহা বলিতে পারা যায় না, কেন না আমাদিগের দেহে অবস্থিতিকালে দৃশ্যবিষয়ের সঙ্গে যোগ অপরিহার্য্য। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দৃশ্যের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দি, এবং একেবারে নিরবলম্ব হইয়া পড়ি, তথাপি বিপরীতবাদীরা বলিবেন, এখনও তোমাদের চিন্তায় যাহা আছে, তাহা দেহের যন্ত্রবিশেষকে অবলম্বন করিয়া আছে, অথবা দৃশ্যে অন্ধকারময় আকাশ তো আর অন্তর্হিত হয় নাই? আমরা যখন দেহে স্থিতি করিতেছি, আমাদিগেতে এবং জগতে যখন ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন, তখন দৃশ্য বিষয়ের সঙ্গে যোগচ্ছেদ না করিয়াও—যদি এই দর্শন স্থানে ও কালে বদ্ধ করিয়া পরিমিত করিয়া ফেলা না হয়—দৃশ্যে অদৃশ্যকে দর্শন করিতে পারি। এই দৃশ্যে অদৃশ্যের উপস্থিতি আমরা অবতরণ শব্দে উল্লেখ করিব।

দৃশ্যের ব্যাপ্তি কত দূর আমরা তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি না। সুবৃহৎ দূরবীক্ষণযোগে দূরস্থ বস্তুকে আমরা নিকটস্থ করি, কিন্তু কোন কালে এমন দূরবীক্ষণ নির্ম্মিত হইবে না, যাহাতে অসীম আকাশস্থ বস্তুজাত আমাদিগের দর্শনের বিষয় হইবে। দর্শনের বিষয় না হইলেও সে সকল যে দৃশ্য বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেন না উপযুক্ত উপায় থাকিলেই তাহাদিগের দৃশ্যত্ব যে কোন সময়ে প্রমাণিত হইতে পারে। পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ ও সাধকগণ দৃশ্যে অদৃশ্যের স্থিতি সর্ব্বদা অনুভব করিতেন। যাহা কারণ তাহা অদৃশ্য, যাহা কার্য্য তাহা দৃশ্য। কারণে কার্য্য নিগূঢ় ছিল, পরে উহা প্রকাশ পাইল, যখন প্রকাশ পাইল, তখন কারণের তিরোধান হইল না, কার্য্যে কারণ নিগূঢ় ভাবে স্থিতি করিল। করাণ পূর্ব্বেও নিগূঢ় পরেও নিগূঢ়, তাহার নিগূঢ়ত্ব কিছুতেই গেল না, কিন্তু কার্য্য প্রকাশ করিয়া আপনার অস্তিত্ব আমাদিগর নিকটে নিঃসংশয়িতরূপে সপ্রমাণ করিল। নিগূঢ় কারণের কার্য্যে প্রকাশ উহার অবতরণ বা সম্মুখে উপস্থিতি। অদৃশ্য জগৎকারণের জগতে নিত্য উপস্থিতি তাঁহার নিত্য অবতরণ, সে অবতরণের আর আগম ও অপগম নাই, কেন না কারণে কার্য্যরূপী জগতের অত্যন্ত লয়, আমরা কখনও দেখিতে পাইব আশা করি না।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে ঈশ্বর নিত্য অবতীর্ণ ইহাই সহজে সকলের প্রতীত হইবে। এ অবতরণে হৃদয়ের সর্ব্বথা পরিতৃপ্তি হয় না বলিয়া লোকে সময়ে সময়ে ঈশ্বর অবতরণ করিলেন ইহা দেখিতে চায়। এরূপ অবতরণ দর্শনের স্পৃহাও চরিতার্থ হইবার বিশেষ উপায় আছে। জগতে নিত্য অবতীর্ণ ঈশ্বর নিত্য নানা লীলা করিতেছেন, তাঁহার ক্রিয়ার কোন দিন অবসান নাই। বৃক্ষ ফল ফুল জীব জন্তু সকলের সম্বন্ধে তাঁহার নিত্য নূতন ক্রিয়া অবলোকন করিলে তৎসহ তাঁহার নিত্য অবতরণ অর্থাৎ নিত্য সকলের সম্মুখে উপস্থিতি চলিতেছে, অথচ লোকে উদাসীন, দেখিয়াও দেখে না। মানুষ সামাজিক কোলাহলে নিপতিত হইয়া প্রকৃতির প্রতি উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এই সুবিস্তীর্ণ অবতরণের ব্যাপার তাহাদিগের চক্ষুতে কিছুতেই পড়ে না, কিন্তু জনসমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে সকল ঐতিহাসিক যোগ আছে, সে গুলি তাহারা কোন প্রকারে না দেখিয়া থাকিতে পারে না, তাই

সর্ব্বত্র হইতে অবতরণের ব্যাপার সঙ্কোচ করিয়া আনিয়া এখানে উহা আবদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে যদিও দৃষ্টির খর্ব্বতা উপস্থিত হইয়াছে, তথাপি এখানেও এমন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, যাহাতে সঙ্কুচিত দৃষ্টি আবার প্রশস্ত হইতে পারে। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে, আমরা এক বার দেখিতে যত্ন করিব।

মানুষের চিরদিন হইতে এই একটি ভ্রম রহিয়া গিয়াছে যে, অন্যত্র ঈশ্বরের অবতরণ আছে, কেবল প্রতিসাধারণব্যক্তিতে তাঁহার অবতরণ নাই। ইহাতে মানুষ আপনি এবং আত্মসদৃশ লোকদিগকে এক প্রকার ঈশ্বরবিহীন করিয়া তুলিয়াছে। সূর্য্যচন্দ্রাদির উদয়াস্ত এবং প্রাকৃতিক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘটনার মধ্যে সময়ে সময়ে সে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায়, কেবল নিত্য নিজ জীবনে উহা দেখিতে পায় না। মানুষ যত কেন ধর্ম্মানুষ্ঠান করুক না, যত দিন সে আপনাতে অবতীর্ণ ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইবে, তত দিন তাহার মহত্ত্ব, গৌরব, সুখ, শান্তি কিছুই লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রতিমানুষ আপনাতে এবং আত্মসদৃশ অপরেতে অবতীর্ণ ঈশ্বর দেখিবে, ইহাই ধর্ম্মের উচ্চাবস্থা। এরূপ দর্শনে তাহার দৃষ্টি এমনই বিপরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে যে, জগতের সর্ব্বত্রতো ঈশ্বরাবতরণ দৃষ্ট হইবেই, প্রত্যেক শিশুর পৃথিবীতে আইসার সঙ্গে সঙ্গে অবতরণের ব্যাপার সংযুক্ত হইয়া পড়িবে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ দেখিতে দেখিতে নিত্য নূতন অবতরণ ভিন্ন আর কিছুই প্রতিভাত হইবে না। এ দৃষ্টি ভ্রান্ত দৃষ্টি নহে, কেন না ইহা সমুদায় সত্যের মূলসত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই অবতরণ দর্শনের সঙ্গে যে ঐতিহাসিক ঘটনার যোগ আছে, তাহা প্রদর্শন করিলেই সঙ্কুচিত ভূমি হইতে দৃষ্টির অসঙ্কুচিত ভূমিতে আনয়ন সিদ্ধ হইবে।

মনুষ্যজাতিকে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে আনয়ন জন্য ঈশ্বরের ক্রিয়া নিত্য চলিতেছে। জনসমাজের যত পরিবর্ত্তন আজ পর্য্যন্ত সাধিত হইয়াছে, তাহা অবতীর্ণ ঈশ্বরের ক্রিয়া। অবস্থান্তরতা এক দিনে সাধিত হয় না, জ্ঞানাদির ক্রমিক উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে উহা হইয়া থাকে। একটী অবস্থা চলিয়া গিয়া আর একটী অববস্থা উপস্থিত হইবার সময়ে পূর্ব্বাবস্থা এবং পরাবা এ দুইয়ের মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এ সংগ্রামেনর অর্থ ইহা নহে যে, অবস্থায় অস্থায় বিরোধ ও অসামঞ্জস্য আছে। অভ্যস্ত বিষয়ের পরিহার মনুষ্যের পক্ষে কষ্টকর এবং নূতন অভ্যাস সহজে উপস্থিত হওয়া সুকঠিন। পূর্ব্বাভ্যাস সহজে মানুষ ছাড়িতে চায় না বলিয়াই নূতন আলোকের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। এই সময়ে যে সকল ব্যক্তি নূতন আলোকের পক্ষপাতী হইয়া দণ্ডায়মান হন, এবং অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগেতে ঈশ্বরের অবতরণদর্শন লোকের পক্ষে সহজ এবং সুগম হয়। মনে কর পর্ব্বত হইতে একটি জলস্রোত নিঃসৃত হইয়া নিম্ন ভূমিতে এমনই অনবরোধে প্রবাহিত হইতেছে যে, তাহার গতি আছে কি না, সহজে বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু সম্মুখে যদি একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত তাহার গতি রোধ করে, তখন সেই শান্ত জলস্রোতের হুঙ্কার গর্জ্জন ও বেগ এমন প্রবল হইয়া পড়ে যে, সকলেরই নিকটে উহাকে ভীষণ বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরের ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে অবাধে যখন জনসমাজের মধ্য দিয়া চলিতেছিল, তখন উহার গতি কেহ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যখন রুচি প্রবৃত্তি সংস্কার প্রভৃতি উহার গতি অবরোধ করিল, তখন উহার প্রবল বেগ সামাজিক মহাবিপ্লবের আকার ধারণ করিল। ইহা স্বাভাবিক গতিতেই নিষ্পন্ন হইল, কিন্তু অবরুদ্ধ ক্রিয়ার গতিরোধজনিত হুঙ্কার তর্জ্জন গর্জ্জনে উহা একটি অসাধারণ ব্যাপার হইল। সে যাহা হউক, এই সকল বিশেষ সময়ে এক একটি বীরপুরুষ উত্থিত হন, তাঁহাদিগকে সাধারণ লোকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল অবতার এক একটি বিশেষ ভাবের প্রকাশ স্থান, যে ভাব গুলি প্রথমতঃ তাঁহাদিগের ভিতরে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত

হইয়া পরিশেষে জনমণ্ডলীর আত্মার সাধারণ উপাদান হইয়া যায়। এক এক ব্যক্তির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন অবতরণের কথা কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে ঐ সকল ব্যক্তিতে কোন কোন একটি বিশেষ ভাবের সমাবেশ থাকে। যে ব্যক্তিতে যে ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তি তাঁহাকে সেই সেই ভাবাপন্ন মহাজনগণের প্রতিকৃতি বলা যাইতে পারে। যাহা এক সময়ে বিশেষ ছিল, তাহা পর সময়ে যদিও সাধারণ হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকলের প্রকাশ, পরিণতি, উন্নতি, সাধনসাক্ষেপ।

জ্ঞান বিনাশক নহে, প্রকাশক।

কোন একটি নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইবার সময়ে অগ্রে এক এক জন অসাধারণজ্ঞানসম্পন্ন লোকের জন্ম হইয়া থাকে। ইহাঁদিগের কার্য্য দেখিলে মনে হয়, ইহাঁরা যেন কেবল ভাঙ্গিতে আসিয়াছেন, জগৎকে কিছু দেওয়ার জন্য আইসেন নাই। কোন কোন জ্ঞানসম্পন্ন লোকসম্বন্ধে এ কথা কেন সংলগ্ন বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ আমরা পরে বলিতেছি, কিন্তু ইহা নিঃসংশয় সত্য যে, জ্ঞানেব কার্য্য বিনাশ নহে, প্রকাশ। সূর্য্য উদিত হইলে তাহার আলোকে অন্ধকার বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু সমুদায় দিগ্দেশ প্রকাশ করাই উহার কার্য্য। জ্ঞানসম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে। কি ধর্ম্ম, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, সর্ব্বত্রই অসাধারণজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভ্যুদয় আছে, এবং সর্ব্বত্রই ভ্রমভ্রান্তি নিরসন করিয়া সত্যপ্রকাশ ঐ সকল ব্যক্তির অসাধারণ কার্য্য। তবে যাঁহার যে জন্য অভ্যুদয়, তিনি তদ্ঘাটিত সত্যকে ভ্রমবিমুক্ত করিয়া প্রকাশ করেন, আর প্রকাশ্য বিষয়ের আবরণগুলিকে নিরসন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, সুতরাং সে অংশে তাঁহার বৈনাশিক কার্য্য মাত্র প্রকাশ পায়।

অদ্য এই প্রস্তাব লিখিবার বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে, লোকে এই সকল জ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ না করিয়া যে ব্যক্তি যাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, তাঁহাকে সকল বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করেন, ইহাতে এই হয় যে, যেখানে তাঁহারা কেবল আবরণ উন্মোচন জন্য যত টুকু প্রয়োজন ততটুকু করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন, সেই টুকুকে সমগ্র সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া অনেকে মহাভ্রান্তিতে নিপতিত হন। যদি প্রত্যেক অসাধারণজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে তাঁহাদিগের জীবনের লক্ষ্য ধরিয়া সেই লক্ষ্যানুসারে তাঁহাদিগের প্রমাণ সকলে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঈদৃশ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না। আমরা এ কথা কেন বলিতেছি, তাহার কারণ অগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

অসাধারণজ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে আমরা চিৎস্বরূপ ঈশ্বরের লীলাভূমি বলিয়া বিশ্বাস করি। জ্ঞানের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এই সকল বিভাগের এক এক বিভাগের উন্নতিসাধনজন্য এক এক জন নিয়োজিত। যিনি যে বিষয়ের জন্য নিযুক্ত, সেই বিষয়ে ভগবানের নিকট হইতে তিনি আলোক লাভ করেন। তাঁহার বিভাগের বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের যেখানে যোগ, সেখানে যত গুলি বিরোধী বিষয় উপস্থিত হয়, তাহার খণ্ডন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হয়। এই খণ্ডনে তিনি আলোক লাভ করেন মানিতে হইবে, কিন্তু এ আলোক তাঁহার জীবনের যাহা লক্ষ্য তাহা পরিষ্কৃতরূপে স্থাপন করিবার পক্ষে কেবল অনুকূল। তিনি যে অংশ খণ্ডন করিয়াছেন, সে অংশকে অপর বিভাগের সঙ্গে সমঞ্জস করিয়া স্থাপন করিবার জন্য অপর জ্ঞানসম্পন্ন লোক সমুপস্থিত হন, তিনি এ বিষয়ে ভগবান্ হইতে বিশেষ আলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে বিশেষ বিশেষ বিভাগের আলোকপ্রাপ্ত লোকদিগের সমুদায় আলোক একত্র সংগৃহীত হইলে তবে পূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যথা জ্ঞান আংশিক মাত্র হইয়া সংশয় উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। একত্র সংগ্রহ ব্যাপারও আলোকপ্রাপ্ত লোক বিনা নিষ্পন্ন হয় না। এক বিজ্ঞানের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন

বিভাগ আছে। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আলোক একত্র সমাবিষ্ট হইলে বিজ্ঞানের পূর্ণতা হয়। এইরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহার দৃষ্টান্ত না দিলে কখন বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। অতএব আমাদিগের বিধানের আদিতে অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায়ের জীবন হইতে আমরা বিষয়টি পরিষ্কৃত করিয়া বুঝাইতে যত্ন করিব। রাজা রামমোহন যখন আগমন করিলেন, তখন ধর্ম্ম জগৎ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তিনি দেখিতে পাইলেন, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, এ তিন সম্প্রদায়ই বিবিধ কুসংস্কারে আবৃত জ্ঞানালোকে এই সকল অন্ধকার ভেদ না করিলে যথার্থ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রকাশ করা কখন তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যে সকল বিষয়কে তিনি সেই জ্ঞানের আবরণ দর্শন করিলেন, সেই গুলিকে সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানাস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করিলেন। বিচার তর্ক যুক্তি শাস্ত্র প্রমাণাদি দ্বারা তিনি এই কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেন। যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে যখন তাঁহাকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া তিনি তাহাদিগের কুসংস্কার খণ্ডন করিয়া একেশ্বরের মহিমা তাঁহাদিগের নিকটে প্রতিপন্ন করিতেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে কেবল বিচারের আধিক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু এ সকল তাঁহার জীবনের অবান্তর কার্য্য। সকল প্রকারের কুসংস্কার ও বহুদেববাদের প্রতিবাদ করিয়া তিনি এখানেই নিবৃত্ত হন নাই। তিনি ঈশ্বরের সেই স্বরূপ ও ক্রিয়া জগতের লোকের নিকটে প্রচার করিয়াছেন যাহার সম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়ের লোক বিরোধী হইতে পারে না, এমন কি বৌদ্ধাদি মতকেও তিনি ইহার ভিতরে অনায়াসে অন্তর্ভূত করিয়া লইয়াছেন। তিনি সকল জাতি সকল সম্প্রদায়কে এইরূপে এক সার্ব্বভৌমিক ভূমিতে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের বিচার তর্কাদি দর্শন করিয়া এক জন মনে করিতে পারেন, কুসংস্কার পৌত্তলিকতাদি ভঙ্গ করিবার জন্যই যেন তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল। যাঁহারা এরূপ মনে করিবেন, তাঁহাদিগের উহা ভ্রম। সমুদায় জাতি, সমুদায় সম্প্রদায়কে এক ঈশ্বরের যোগে একত্র নিবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সমাগম। এই কার্য্যের পক্ষে যে সকল অন্তরায় ছিল, সেই অন্তরায় গুলি নিরসন করিবার জন্য তিনি তর্কবিচারাদি অবলম্বন করিয়াছেন, অন্য কোন কারণে নহে। ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে তিনি আপনাকে সেই ভূমিতে রক্ষা করিয়াছেন, যেখানে কি দার্শনিক, কি বিজ্ঞানী, কি কোন বিশেষ সম্প্রদায় কাহারও সঙ্গে এ বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, রাজা রামমোহন ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ স্বরূপনিচয় কেন জ্ঞানালোকে সকলের নিকট উপস্থিত করেন নাই? সে সমুদায়কে যথাযথ পরিগ্রহ করিবার জন্য কি জ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন করে না? ইহার উত্তর এই, রাজা রামমোহনের জ্ঞান অবিমিশ্র জ্ঞান। অবিমিশ্র জ্ঞান এমন একটী ভূমি বাহির করে, যাহা কোন কালে কাহারও কর্ত্তৃক বিবাদাস্পদ বলিয়া পরিগ্রহ করা সুকঠিন। এমন কি নাস্তিককেও কোন না কোন আকারে উহা স্বীকার করিতে হয়। যে জ্ঞান ভক্ত্যাদিবিমিশ্র, সেই জ্ঞান সর্ব্বজনসম্মত স্বরূপ লক্ষণ সহ ঈশ্বরের অন্যান্য স্বরূপের সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। রামমোহন যখন অবিবাদাস্পদ ভূমিতে সকলকে আনয়ন করিবেন বলিয়া আসিয়াছিলেন, তখন বিবাদের ভূমি কেন অবতারণ করিবেন? ভগবান্ তাঁহাকে যত দূর করিবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন তিনি তত দূর নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধান কোন বিধানকে খর্ব্ব করিয়া অপর বিধানকে সমধিক সম্মান দান করেন না। ইহাঁর নিকটে সমুদায় বিধানই ঈশ্বরের বিধান এবং ঈশ্বরের বিধান বলিয়া সমান সম্মানার্হ। ইনি বিধান প্রবর্ত্তকগণকে সমান সম্মান দান করেন

কি না, এ বিষয়ে অনেকের সংশয় জন্মিতে পারে, কেন না কোন কোন বিধানপ্রবর্ত্তকসম্বন্ধে এমন সকল কথা ইনি বলেন, যাহাতে মনে হয় ইনি বুঝি এই বিধানপ্রবর্ত্তককে অপরাপর বিধানপ্রবর্ত্তকগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠের আসন দান করেন। যখন সকল বিধানপ্রবর্ত্তকই ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ-সম্ভূত, তখন এক স্বরূপ হইতে অন্য স্বরূপকে শ্রেষ্ঠ বলাও যাহা, এক বিধানপ্রবর্ত্তক হইতে অপর বিধানপ্রবর্ত্তককে শ্রেষ্ঠ বলাও তাহা। তবে যে নববিধানের উক্তিতে শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠত্বের ভ্রম হয় তাহার কারণ এই, ইনি বিধানপ্রবর্ত্তকগণের জীবনের লক্ষ্য ধরিয়া কথা কহেন, তাই সাধারণ লোকের নিকটে কোন কোন লক্ষ্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন নববিধানই বুঝি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠত্ব অর্পণ করিতেছেন। খৃষ্ট বিধানের সঙ্গে অন্যান্য বিধানের যোগ দেখাইতে গিয়া নববিধান এমন সকল বিষয় বলিয়াছেন, যাহাতে অনায়াসে ভ্রম জন্মে, এই বিধানই সর্ব্বে সর্ব্বা, আর সমুদায় বিধান ইহার শাখাপ্রশাখা মাত্র। যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, সেই সেই বিধানের যে বিশেষ ভাব আছে, তাহা তত্তৎ বিধান ভিন্ন খৃষ্ট বিধানে দেখিতে পাওয়া যায় কি না? সেই সেই বিধানের সঙ্গে খৃষ্ট বিধান যত দিন একীভূত না হইতেছে, তত দিন উহার পূর্ণতা উপস্থিত হইতেছে না। এক এক বিধানের বিশেষ ভাবকে যদি অন্য কোন বিধানের ভাব অপেক্ষা ন্যূন বা ঐহলৌকিক বলিয়া অধঃকরণ করা হয়, তাহা হইলে কেবল অপরাধ ঘটে তাহা নহে, অসত্যদর্শন-জন্য বিমূঢ় দৃষ্টি উপস্থিত হয়। সকল বিধানেই যোগের ব্যাপার বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষ বিশেষ স্বরূপযোগে ঈশ্বরের সহিত যোগই ভিন্ন ভিন্ন বিধানের লক্ষ্য। শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, এই সমুদায়ের কোন একটির সঙ্গে যোগে একত্ব উপস্থিত হয় কি না, ইহা সংশয় করা নিষ্ফল, কেন না যেখানে যোগ আছে, সেখানে একত্ব অপরিহার্য্য। প্রণালী ভিন্ন হইলেও একত্বফল সকলেই লাভ করেন। এই একত্বের ভিতরে তারতম্য ঘটান, আর স্বরূপে স্বরূপে তারতম্য ঘটান একই কথা। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা প্রতিস্বরূপের মধ্যে অন্যান্য স্বরূপের সমাবেশ সহজে দর্শন করিয়া থাকেন।

আচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

২৬ শে এপ্রেল, ১৮৮২।

হে পিতা, হে অত্যন্ত নিকট বস্তু, ভক্ত বলেন যে, তোমার নাম হোক হরি, আর আমার নাম হোক হরিসুখ। ভক্ত এই নামটি অভিলাষ করেন, এই নামটির উপযুক্ত হইতে চান। তোমার কাছে একটা সুখ আছে, যা মানুষকে খুব সুখী করিতে পারে। পিতা, সংসার এবং পাপে সন্তপ্ত হইলে একটা সুখের হরিকে চাই। ইচ্ছা হয় এক জন কারও কাছে যাই যার সঙ্গে কথা কহিলেই মনে সুখ হয়। সুখের কথোপকথন হইবার জন্য দুঃখী পৃথিবী তোমাকে প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে পরিগণিত করিল। আমায় যে সুখ দেয় এমন বন্ধু চাই। তুমি সেই বন্ধু, যিনি অন্য সকলে দুঃখ দিলে সুখ দেন। হে দয়াল, হরিসুখ তোমাকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হয়। বিপদের সময় কষ্টের সময় তুমি। রোগের সময় সুচিকিৎসক হইয়া ঔষধ দিবে। অন্য লোকে কথা কহিল না, কিন্তু এমন এক জন আছেন, যাঁর সঙ্গে কথা কহিলে সকল দুঃখ দূর হয়। বন্ধুতার একটি বিশেষ লক্ষণ কথা কহিয়া সুখী হওয়া। অতএব আমরা চাই, তোমার সঙ্গে গল্প করিব, কথা কহিব। হরিসুখ যে, সে সকল প্রকার আড়ম্বর ছাড়িয়া ঘাটে মাঠে যেখানে সেখানে তোমার সঙ্গে কথা কবে। বন্ধু বলে তোমার সঙ্গে কথা কহিব, আর প্রাণ জুড়াব। সর্ব্বদা বড় উপাসনা করিবার কি দরকার? হে পরমেশ্বর, তুমি মানুষের সুখ হও। তুমি ভক্তদের সুখ হও। তাহা হইলে প্রত্যেক ভক্ত হরিসুখ হইবেন। আমরা চাই যে যার সঙ্গে যখন তখন কথা কহিয়া সুখী হইব। তা হইলে ধর্ম্ম কেমন সহজ হইল; তোমার পূজা অর্চ্চনা কেমন সুমিষ্ট হইল; আর সকলদুঃখহরণের কেমন সহজ উপায় হইল। মা দয়াময়ী, তুমি দয়া করে কথা কহিবার একটা জায়গা করিয়া দাও। উপাসনা করা তোমার সঙ্গে কথা কওয়া। দীনদয়াল, দুঃখরাশি পৃথিবীতে, তা জুড়াইবার কি উপায় নাই? আছে এই কথা কওয়াতে। মা, তোমার সঙ্গে সহজে কথা কহিব। সব হইবে; তোমার দর্শন উপাসনা সব হইবে। সংসারের উত্তাপে, পাপের উত্তাপে, গ্রীষ্মের উত্তাপে, এই ত্রিবিধ উত্তাপে মানুষ গেল। এখন সে ঠাণ্ডা ঘরে বসিয়া, তোমার ঘরে বসিয়া শীতল হইতে চায়। হে করুণাময়ি তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে আমরা যেন সহজে তোমরা সঙ্গে কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—০:০—

২৭ এপ্রেল, ১৮৮২।

হে পরম দয়াল, এই ভূমণ্ডলের আদিকারণ, যিনি যা বলুন, সকল মঙ্গল তোমার চরণে, আমরা বার বার দেখিলাম, মঙ্গলের স্রোত ঐ এক হিমালয় ভিন্ন আর কোথাও নাই। তুমি লুকাইয়া থাক, এ জন্য লোকের মধ্যে এত বাদানুবাদ। যদি তোমার একটা হাত থাকিত, আর তাহা হইতে ক্রমাগত কল্যাণ ছড়াইতে, তাহা হইলে দেখিত, জানিত। কিন্তু এ যে গুপ্ত প্রেম। প্রেমের ঠাকুর, আমাদের জীবনের অনেক ভাগ আছে। কতকটা শিক্ষাসম্বন্ধে, কতকটা রাজ্যসম্বন্ধে, কতকটা সমাজসম্বন্ধে। লোকে নিজে সুখ্যাতি লইতে চায়, বলে আমি এ করিলাম, ও করিলাম। হরি, মঙ্গলের কাজ তোমা ভিন্ন হয় না। মঙ্গল মানে ঈশ্বর, ঈশ্বর মানে মঙ্গল। মঙ্গল ভিন্ন ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর ভিন্ন মঙ্গল নাই, এটি ভাল করিয়া প্রাণে বিশ্বাস করিতে দাও। গৃহস্থ মঙ্গল দেখে, মঙ্গলদাতাকে দেখে না। দয়াসিন্ধু, কি হবে বল। কেমন করিয়া

আমরা বিশ্বাসী হইব? এটি বিশ্বাস করিতে দাও যে, কোন মঙ্গল সমাজসম্বন্ধে কি ধর্ম্মসম্বন্ধে আসে না তোমার কৃপা ভিন্ন। সব দয়ালের খাতায় লেখা। অন্নদায়িনী পুণ্যদায়িনী ভক্তিদায়িনী জননী তুমি। দয়াল, তুমি গোপনে উপকার কর। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার এই সকল প্রেমের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া চিরকাল তোমার চরণে পড়িয়া থাকিতে পারি। গতিনাথ, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হদিস।

আচ্ছাদন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

হজরত মোহম্মদ ইদোৎসবের নমাজক্ষেত্রে উষাকালে যাইতেছিলেন, তাঁহার অগ্রে বৃহৎ লগুড়বিশেষ বাহিত হইয়াছিল, এবং তাহা নমাজক্ষেত্রে হজরতের সম্মুখভাগে প্রোথিত করা হয়, পরে তথায় তিনি নমাজ পড়েন। (ওমরের পুত্র)

আবু হজিফা বলিয়াছেন যে, মক্কা নগরে আদমের চিহ্নিত লোহিত গুম্বজের নিম্নে আমি হজরত মোহম্মদকে দর্শন করিছিলাম, এবং বেলালকে দেখিয়াছিলাম যে, হজরত কর্ত্তৃক ব্যবহৃত অজুর জল ধারণ করিয়া আছে, এবং জনসমূহকে দেখিয়াছিলাম যে, সেই অজুর জলের জন্য দৌড়িয়া আসিতেছে, যে ব্যক্তি তাহার কিছু পাইয়াছে সে তাহা (কল্যাণজনক পুণ্য বারি বলিয়া) অঙ্গে প্রক্ষণ করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি তাহা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে সে আপন সঙ্গীর অজুর জল স্পৃষ্ট আর্দ্র-হস্ত স্পর্শ করিয়াছে। তৎপর বেলালকে দেখিয়াছিলাম যে, সে লগুড় বিশেষ ধারণ করিয়া আছে, পরে সে তাহা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিল, এবং হজরত রেখাযুক্ত লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মণ্ডলী সহ সেই সংস্থাপিত যষ্টির অভিমুখে দুই রেকাত নমাজ পড়িলেন এবং দেখিলাম যে লোকজন ও পশু সকল সেই যষ্টির সম্মুখ দিয়া গমনাগমন করিতেছে।

নাফেয়া বলিয়াছেন, হজরত মোহম্মদ আপন বাহন উষ্ট্রাদিকে আবরণ স্বরূপ করিয়া তদভিমুখে নমাজ পড়িতেন, আমি জ্ঞাত হইয়াছি যে যখন উষ্ট্রাদি দূরে যাইত তখন রহল গ্রহণ করিতেন, এবং তাহা স্থাপন করিতেন, পরে তাহার পশ্চাদ্ভাগে নমাজ পড়িতেন। (১)

হজরত বলিয়াছেন তোমাদের কেহ আপনার সম্মুখভাগে রহলস্বরূপ অন্তরাল স্থাপন করিয়া যেন নমাজ পড়ে, তখন লোক যাইবার শঙ্কা না করে। (তল্‌হা)

হজরত বলিয়াছেন, যদি গমনোদ্যত লোক জানিত যে তাহার সম্মুখে যে মোসল্লা (নমাজের স্থান) আছে ও তাহাতে কি বিদ্যমান তবে সে চলিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহাতে অধিকতর কল্যাণের জন্য চল্লিশ স্থিতি করিত। তখন আবুনজর বলিলেন, ইহা বুঝিতে পারিলাম না। হজরত বলিলেন, চল্লিশ অর্থে চল্লিশ দিন বা চল্লিশ মাস কিংবা চল্লিশ বৎসর। (আবুজাহিম)

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ এমন কোন বস্তু সম্মুখে রাখিয়া নমাজ পড়ে যে লোকের পক্ষে অন্তরাল হয়, তখন যদি কেহ তোমাদের ও তাহার মধ্য স্থান দিয়া যাইতে উদ্যত হয় তাহাকে অবশ্য নিবারণ করিবে, সে অগ্রাহ্য করিলে বলপূর্ব্বক তাহাকে দূর করিবে, সে শয়তান ভিন্ন নহে। (আবু সয়িদ।)

হজরত বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক, গর্দ্দভ, কুক্কুর (২) নমাজ ভঙ্গ করিয়া থাকে। অন্তরালস্বরূপ রহল ইত্যাদি ইহার বাধা জন্মায়। (আবুহরেরা)

আয়শা বলিয়াছেন, রাত্রিতে হজরত নমাজ পড়িতেন, আমি শয়নাবস্থায় শবের ন্যায় কেব্‌লা ও তাঁহার মধ্যে অন্তরাল হইতাম।

অব্বাসের পুত্র অবদোল্লা বলিয়াছেন, একদা আমি গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই সময়ে আমার যৌবনের প্রথম অবস্থা, হজরত মোহম্মদ মণ্ডলী সহ মেনাতে (৩) অন্তরালবিহীন হইয়া নমাজ পড়িতেছিলেন, তখন আমি উপাসকমণ্ডলীর কোন শ্রেণীর সম্মুখ ভাগে গেলাম, গর্দ্দভের পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম এবং উপাসকদিগের শ্রেণীভুক্ত হইলাম। কেহ আমার সম্বন্ধে ইহা অবৈধ মনে করে নাই।

হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ নমাজ পড়িবে তখন যেন নিজের সম্মুখভাগে কিছু স্থাপন করে, যদি কিছু না থাকে তবে স্বীয় যষ্টি স্থাপন করিবে, পরন্তু যদি সঙ্গে যষ্টি না থাকে তবে যেন একটি রেখাপাত করে। (আবুহরেরা)

হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ আচ্ছাদনের অভিমুখীন হইয়া নমাজ পড়িবে তখন যেন সে সম্ভবমত তাহার নিকটবর্ত্তী থাকে, তাহা হইলে শয়তান তাহাতে প্রবেশ করিয়া তাহার নমাজকে ভঙ্গ করিবে না। (সহল)

মেক্‌দাদ বলিয়াছেন, আমি কাষ্ঠখণ্ডের দিকে ও স্তম্ভের দিকে ও বৃক্ষের দিকে সে সকলকে দক্ষিণে বা বামে আপনার সঙ্গের পদাতি স্বরূপ না করিয়া হজরতকে নমাজ পড়িতে দেখি নাই। তিনি সেই সকলকে কোন রূপ লক্ষ্য স্থলে আনয়ন করেন নাই (৪)।

ফজল বলিয়াছেন, একদা আমরা প্রান্তরে ছিলাম, হজরত

(১) পুস্তক স্থাপনের জন্য পরস্পর সংলগ্ন দুইটি কাষ্ঠ ফলক বিশেষকে বা উষ্ট্র গর্দ্দভাদির পৃষ্ঠের গদিকে রহল বলে।

(২) সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের অত্যাসক্তি বশতঃ স্ত্রীলোকে নমাজের বিঘ্ন বলা হইয়াছে।

(৩) মক্কার বাজারের নাম মেনা।

(৪) বৃক্ষাদি সম্মুখে রাখিয়া নমাজ পড়িলে পৌত্তলিকতার আশঙ্কা

অব্বাসকে সঙ্গে করিয়া আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, পরে প্রান্তরেই নমাজ পড়িলেন, তাঁহার সম্মুখে কোন আচ্ছাদন ছিল না, এবং আমাদের গর্দ্দভ ও কুক্কুর তাঁহার সম্মুখভাগে ক্রীড়া কুর্দ্দন করিতেছিল, তিনি তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন নাই।

হজরত বলিয়াছেন, প্রান্তরের কোন বস্তু নমাজ ভঙ্গ করে না, সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায় এমন লোককে বাধা দাও, যেহেতু সে শয়তান ভিন্ন নহে। (আ'বু সয়িদ)

হজরতের সহধর্ম্মিণী আয়শা বলিয়াছেন, আমি সম্মুখে শয়ন করিতাম, আমার পদদ্বয় কেব্‌লার দিকে থাকিত। যখন তিনি নমস্কার করিতে উদ্যত হইতেন তখন আমাকে ইঙ্গিত করিতেন, আমি নিজের চরণ সঙ্কোচ করিয়া লইতাম, এবং যখন তিনি দণ্ডায়মান হইতেন তখন, আমি পদদ্বয় প্রসারণ করিতাম। আয়াশা বলিয়াছেন, এক্ষণ আলয় সকল তাঁহার অভাবে আলোকশূন্য হইয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন, সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া স্বীয় ভ্রাতার নমাজের প্রতিবন্ধক হওয়ার যে অপরাধ হয়, হায়! যদি তোমাদের কেহ জানিত, ভাল ছিল, যেহেতু সেই পদস্থাপনে তাহার শত বৎসরের কল্যাণ স্থগিত হয়। (আবুহুরেরা)

ক'ব বলিয়াছেন, মোসল্লার (নমাজের স্থানের) সম্মুখ দিয়া গমনকারী যদি জানিত তাহাতে কি আছে সম্মুখ দিয়া সে যে গমন করে সমস্তই তাহাতে তাহার কল্যাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ আচ্ছাদনহীন হইয়া নমাজ পড়ে, তখন গর্দ্দভ, শূকর, ইহুদি, অগ্নির বা চন্দ্র সূর্য্যের উপাসক, স্ত্রীলোক সম্মুখ দিয়া গমন করিয়া সেই নমাজ ভঙ্গ করে। যখন সম্মুখ দিয়া তাহারা গমন করে তখন প্রস্তর নিক্ষেপ করাতে তাহার প্রতীকার হয়।

সম্রাট্ আক্‌বরের উক্তি।

১৩। কতকগুলি লোকের সংস্কার যে মনুষ্য ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে চলে, আর তাহার পরিত্রাণের মূল সেই অসদাচরণে হারাইয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানী লোক জানেন যে, কেহ তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারে না। সেই অবস্থায় চিকিৎসক রোগীর উপযুক্ত ঔষধ তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করেন।

১৪। প্রত্যেক ব্যক্তি অনুপম ঈশ্বরকে নিজের নিজের ভাবানুসারে এক এক নামে সম্বোধন করিয়া থাকে, অন্যথা অনির্দ্দেশ্যের নাম কোথা?

১৫। সন্দেহনিরাকরণের জন্য নামকরণ, প্রকৃতপক্ষে পবিত্র স্বরূপে তাহার যোগ হয় না।

১৬। নির্জ্জনে বাস দুরূহ ব্যাপার, এই সকল কথোপকথন থাকে না, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া থাকেন।

১৭। লোকে জগতের যে সকলকে ভাল মন্দ মঙ্গল অমঙ্গল গণনা করে, তৎ সমুদায়ই ঈশ্বরের দানের বিচিত্রতা, ইতর মনুষ্য হইতে সমুৎপন্ন হয়।

১৮। শয়তানের কোন কর্তৃত্ব বোধ করা আর অংশিবিহীন ঈশ্বরে অংশী স্থাপন করা একই।

১৯। শয়তানের উপাখ্যান পুরাতন কাহিনী, কাহার সাধ্য যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুসরণ না করিয়া চলে।

২০। এক জন সাধুর অন্তরে ঈশ্বরসাধনার স্পৃহা জন্মিয়াছিল। গাভীর প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ দেখিয়া গুরু তাঁহাকে এক সঙ্কীর্ণ কুটীরে বসাইয়া রাখেন, এবং সেই অনুরাগের সহিত সংগ্রাম করিতে বলেন। কিয়দ্দিন গত হইলে পরীক্ষা করিবার জন্য গুরু তাঁহাকে বাহিরে আসিতে বলিলেন। সাধক সেই ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা ছাড়িয়া গাভীর চিন্তাতে একান্ত মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই ঐকান্তিক চিন্তা বশতঃ তিনি আপনাকে বৃহৎ শৃঙ্গযুক্ত গো মনে করিয়া গুরুকে বলিলেন, কেমন করিয়া বাহির হইব শৃঙ্গ যে ক্ষুদ্র দ্বারে ঠেকিয়া প্রতিবন্ধক হইয়াছে।

২১। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা উজ্জ্বল জ্ঞানানুসারে হয়, জ্ঞান পরিমার্জ্জনে যত্নবান্ হওয়া ও তাহার নিদেশানুগত হইয়া চলা কর্ত্তব্য (১)।

২২। মনুষ্য স্বীয় জ্ঞানের শিষ্য, যদি সে উৎকৃষ্ট জ্যোতি রাখে তবে নিজেই অগ্রণী, এবং তাহাকে উপযুক্ত জ্ঞানভূমিতে নিয়োগ করিলে নিজেই পথপ্রদর্শক।

২১। জ্ঞানানুসরণের গুণ ও পরানুসরণের দোষ এমন উজ্জ্বল যে তাহার প্রমাণ প্রয়োগের আর প্রয়োজন করে না, যদি অনুসরণ করা সমুচিত হইত তবে সমুদায় সুসংবাদবাহক ধর্ম্মসংস্থাপক স্বীয় পিতা পিতামহের অনুসরণ করিতেন।

২২। অনেক জ্ঞানদুর্ব্বল লোক বাক্‌চাতুর্য্যে আপনাকে সবলরূপে প্রদর্শন করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক চিকিৎসকগণ তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারেন।

২৩। যেমন অমিতাচারে শরীর রুগ্ন হয় তদ্রূপ অমিতাচারে জ্ঞানও রুগ্ন হইয়া থাকে। তাহা বুঝিয়া উঠিলেই প্রতীকার হইতে পারে।

২৪। সৎসঙ্গ অপেক্ষা জ্ঞানরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ নাই।

২৫। মানুষ চেনা সুকঠিন ব্যাপার, সকলের দ্বারা এ কার্য্য হইয়া উঠে না।

২৬। তাদৃশ মহত্ত্ব সত্ত্বেও আত্মা নিকৃষ্ট প্রকৃতির সহকারিতায় তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং সেই সমুজ্জ্বল মণি ধূলিধূসরিত হয়।

২৭। লোকে অন্তর্দৃষ্টির হীনতাবশতঃ কল্যাণের মূল হৃদয়ের ক্রিয়াকে বিসর্জ্জন করিয়া যাহাতে আত্মা ক্ষীণ হয় সেই দেহপুষ্টি সাধনে ব্যগ্র হইয়া থাকে।

২৮। লোকে সঙ্গীর প্রতি একান্ত চিন্তানুরাগবশতঃ তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং বহু শুভাশুভ অনিচ্ছাসত্ত্বে তাহাতে সঞ্চারিত হয়।

(১) এ স্থানে জ্ঞান বিবেককে বুঝাইতেছে

২৯। মনুষ্য জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে প্রতিক্ষণ এক এক প্রকার ভাব ধারণ করে, কখন সে উৎসব গৃহে আনন্দে মত্ত হয়, এবং কখন বা শোকাগারে ক্ষুব্ধ হইয়া বাস করে। যখন জ্ঞান উন্নত হয়, তখন বিষাদ ও আনন্দ তিরোহিত হয়।

৩০। অনেক লোক ভাব ও কথার গরিমায় আপনি কণ্টকাকীর্ণ হইয়াও জ্ঞানের অনুগামী মনে করে, সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলে দেখে যে সে তাহার নিকটেও ভ্রমণ করে না।

৩১। কতক সরলচিত্ত পরানুবর্ত্তী লোক প্রাচীনকাহিনী সকলকে জ্ঞাননির্দ্দেশিত বলিয়া স্বীকার করে ও চিরক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩২। বুদ্ধি ও লোভ এবং ক্রোধ হইতে নানা প্রকার কথা ও ক্রিয়া প্রকাশ পায়, এবং যবনিকান্তর্ব্বর্ত্তী সদসৎব্যঞ্জক জ্ঞান (বিবেক) হইতে লোকে তদ্বিষয়ে অন্যরূপ উচ্চধ্বনি শ্রবণ করে।

নববিধানতত্ত্ব।

জিজ্ঞাসু;—আমরা ধর্ম্ম বলিতে পূর্ব্বে জানিতাম হিন্দু ধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, মোহম্মদীয় ধর্ম্ম ইত্যাদি। এক্ষণ আবার "ধর্ম্ম" শব্দ স্থানে 'বিধান' শুনিতে পাই। এখন শুনি ভক্তিবিধান, খৃষ্টীয়বিধান, মোহম্মদীয় বিধান ইত্যাদি, তদ্ভিন্ন নববিধানের কথাও শ্রুত হই। বিধান আবার কি? নববিধানই বা কি? আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলুন।

আচার্য্য;—প্রিয় দর্শন, তুমি পবিত্র বিধানতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, সুখী হইলাম। বিধান দ্বিবিধ, সাধারণও বিশেষ দিবারাত্রির পরিবর্ত্তন, জলানলানিলের ক্রিয়া জীবের জন্ম মৃত্যু জীবন ইত্যাদিও বিধান। ইহা বিধাতার সাধারণ কার্য্য। তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তাহাকে বিশেষ বিধান বলে। লোকত্রাণের জন্য যে বিধাতার বিশেষ ব্যবস্থা বা ক্রিয়া ইহা তাহা। তাহাই বক্তব্য। যখনই জীবের অত্যন্ত পাপ দুর্গতি হইয়াছে, তখনই বিধাতাপুরুষ দয়া করিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরূপ যুগে যুগে জগতের পাপভারহরণ, ঈশ্বরানুগত্য ও উচ্চ নীতিশিক্ষাদানের জন্য চৈতন্য বিধান খৃষ্টীয় বিধান ও মোহম্মদীয় বিধান ইত্যাদি অবতীর্ণ হইয়াছে। এরূপ বিধান বলিতেই বিধাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বুঝায়, ধর্ম্মশব্দে সেরূপ তাঁহার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ উপলব্ধ হয় না। উহা সাধারণ ভাবব্যঞ্জক। বিশেষ বিধানের ঈশ্বর পরোক্ষ ঈশ্বর নহেন, লীলাময় প্রত্যক্ষ বিদ্যমান ভগবান্। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোকরেখা পূর্ব্ব দিকে প্রকাশ পায়, সেইরূপ বিধানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ সকল তাহার প্রাক্‌কালে প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিধানাগমনের পূর্ব্বে তদ্‌গ্রহণ ও প্রচারসমর্থ লোক প্রস্তুত ও নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তাহার বিশেষ আয়োজন হইতে থাকে। দেবভাবসম্পন্ন বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তির আত্মাতে বিধানের আলোক প্রকাশ পায়। পরে তাহা হইতে অন্য বিশ্বাসী আত্মাতে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ একজন বিশেষপ্রভাবশালী ঈশ্বরগতপ্রাণ বিশ্বাসী মৌলিক বিধানতত্ত্ব সকল সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবান্ হইতে লাভ করেন, পরে তৎসহযোগে অপর চিহ্নিত বিশ্বাসী তদ্বিষয়ে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁহারা দলবদ্ধ ও একপ্রাণ হইয়া সমুদায় বাধা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক জগতে তাহা প্রচার করেন। প্রথম চিহ্নিত অনুপ্রাণিত ব্যক্তিকে বিধানপ্রবর্ত্তক বা প্রেরিত মহাপুরুষ বলে, তাঁহার কার্য্যের ঘনিষ্ঠ সহকারীদিগকে প্রেরিত বা প্রচারক বলিয়া থাকে। যথা শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী অদ্বৈত নিত্যানন্দ হরিদাস প্রভৃতি, শ্রীঈশার সঙ্গী জন পিটার প্রভৃতি, শ্রীমোহম্মদের সঙ্গী আবুবেকর ও ওমর প্রভৃতি তত্তদ্বিধানপ্রচারক। নববিধান বর্ত্তমান যুগের বিশেষ বিধান। এই বিধান প্রকাশের পূর্ব্বাভাস মহাত্মা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে তাহা উজ্জ্বল বিধানরূপে প্রকট হইয়াছে। তিনিই নববিধানসংস্থাপক বা প্রবর্ত্তক।

জি;—ইহাকে নববিধান কেন বলে?

আ;—এই বিধানে অনেক নূতনত্ব আছে, তাহা পূর্ব্বতন বিধান সকলে দৃষ্ট হয় না, এ জন্য ইহাকে নববিধান বলে। পূর্ব্বতন এক একটি বিধান ধর্ম্মের এক একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ করিয়াছে। যথা; চৈতন্য বিধানে ভক্তি, খৃষ্টীয় বিধানে পুত্রত্ব, মোহম্মদীয় বিধানে ঈশ্বরের একত্ববাদ। কিন্তু নববিধানে সমুদায় বিধানের সমন্বয় ও সমুদায় ধর্ম্মভাবের পূর্ণতা। এই বিধানের মূলতত্ত্ব এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক পরিবার; ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধু মহাত্মাদিগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ; আত্মার অনন্ত উন্নতি; ঈশ্বরের পিতৃত্ব, নরনারীর ভ্রাতৃত্ব ও ভগিনীত্ব; উন্নত অবস্থায় যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের সামঞ্জস্য; রাজভক্তি। বিশেষতঃ নববিধান পূর্ব্বতন বিধান সকলের ন্যায় মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করেন না, এই বিধানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবার সকলেরই অধিকার আছে, কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিলে মহাপাপীও ঈশ্বর দর্শন শ্রবণ করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে আরও অনেক নূতনত্ব আছে, যাহা প্রাচীন বিধান সকলে নাই। বিশেষতঃ নব অভ্যুদয় বলিয়াও ইহাকে নূতন বিধান বলা যায়।

জি;—কি করিলে প্রকৃতরূপে বিধান গ্রহণ ও স্বীকার হয়।

আ;—বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধানের অঙ্গীভূত সমুদায় বিধি ব্যবস্থা ও বিধান প্রবর্ত্তকের সহিত তাঁহার চিহ্নিত দলকে গ্রহণ ও মান্য করা। তাহা হইলে বিধান গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। শ্রীচৈতন্যকে সপারিষদ গ্রহণ ও তৎপ্রবর্ত্তিত ভক্তি বিধি সকল মান্য না করিলে, প্রেরিত মণ্ডলী সহ শ্রীঈশা ও বাইবল গ্রন্থের বিধি ব্যবস্থা, শ্রীমোহম্মদের সহিত তাঁহার চারি প্রচারবন্ধুদিগকে এবং কোরাণ গ্রন্থ স্বীকার না করিলে সেই সকল বিধান বস্তুতঃ স্বীকৃত হয় না, এবং তত্তদ্বিধানান্তর্গত লোক হইতে পারা যায় না; বিধানভ্রষ্ট হইতে হয়।

বিধান একাকী আইসে না, দল ও বিধি ব্যবস্থা সহ সমাগত হয়। ঈশ্বর ও দল এবং ধর্ম্ম বিধি এই সমুদায়কে লইয়া বিধান। দল ও বিধি ছাড়িয়া একাকী ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে গেলে বিধান গ্রহণ হয় না; পরোক্ষ ঈশ্বরবাদী হইতে পারে। নববিধানসম্বন্ধেও এই কথা। বিশেষতঃ নববিধানের জীবন যোগের জীবন। যে স্থান দলচ্যুতি, স্বতন্ত্রতা, বিচ্ছিন্নতা, বিধি অগ্রাহ্য, সে স্থান নববিধান নাই, নববিধানের ঈশ্বর, নববিধান প্রবর্ত্তক নাই। অদ্য এ পর্য্যন্ত। এ বিষয়ের আরও অনেক কথা বলিবার রহিল।

সঙ্গীত।

নবনৃত্য।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারীদেব হইতে প্রাপ্ত।

(সুর ধন্য হে কেশব তুমি, পুণ্য ভুমি, ভারত মাঝে জন্মেছিলে)

আয়গো আয় দেখ্‌সে তোরা, নব গোরা, মেতেছেম্ আজ সঙ্কীর্ত্তনে।

কাঁপিছে স-সাগরা, বসুন্ধরা, ঘন ভগীর গর্জ্জনে॥

১। কখন হরিবোলে, ঢলে ঢলে, নাচিছেন ভক্তসনে, কখন মা মা বোলে, নয়ন জলে, ভাসিছেন ধরাশয়নে॥

২। কখন উচ্চৈঃস্বরে, হাহা কোরে, হাসিছেন আনন্দমনে, কভু বালকের মতন, কর্চ্ছেন রোদন, ধারা বহিছে নয়নে॥

৩। হরি প্রেমসুরাপিয়ে মত্ত হোয়ে আপ্‌নি পড়ে ধরাসনে, মাত্‌লি তো মেতে যারে, একেবারে, বলিতেছেন জগজ্জনে।

(সঙ্গীগণে)

৪। মহম্মদ শাক্য ঈশা আদি যত সঙ্কীর্ত্তন বিরোধি গণে; গৌরাঙ্গের সঙ্গে লয়ে এক হয়ে নাচিছেন আনন্দ মনে॥

৫। পরস্পর দলাদলি দ্বেষ হিংসা হিন্দু মুসলমান্ খ্রীষ্টানে। যা ছিল মিটে গেছে এক হোয়েছে পবিত্র নববিধানে॥

৬। পূর্ব্বে নদীয়ার গোরা যেমন ধারা মাতিতেন নাম সঙ্কীর্ত্তনে, সে ভাব দেখিস্ নাই চখে, এখন দেখে, মিটুবে বিবাদ চখে কাণে।

৭। একতারা লয়ে করে, নূপুর পরে সঙ্গে লয়ে প্রেরিতগণে, গলা ধরাধরি করে, প্রেম ভরে, নাচিছেন আনন্দ মনে॥

৮। দেখলে এই নবনৃত্য, হরিভৃত্য, প্রাণ দিবি নববিধানে, সত্যদাস নৃত্য দেখে বিকায়েছে প্রেমিক ভক্তদের চরণে॥

সংবাদ।

বিগত ১লা আশ্বিন রামকৃষ্ণপুরের ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব হইয়া গিয়াছে, উপাধ্যায় প্রাতঃকালে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ভ্রাতা ফকিরদাস রায় সদলে প্রান্তরে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করেন।

গত সপ্তাহ হইতে বাইবল শ্রেণীর কার্য্য মঙ্গলবার ও শুক্রবার অপরাহ্নে হইতেছে।

বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ভ্রাতৃগণ গড়গ্রামের মন্দিরে প্রতি সপ্তাহে রীতি-পূর্ব্বক প্রকাশ্য উপদেশ ও বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন।

সম্প্রতি সিন্ধু হায়দ্রাবাদ ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উপাসনা সঙ্কীর্ত্তন সাধুসমাগম প্রচারযাত্রা প্রভৃতি হওয়ার কথা প্রগ্রামে দৃষ্ট হইয়াছে।

ফুলবাড়ীর উৎসবের বিস্তারিত বৃত্তান্ত তথাকার এক বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহা যথোপযুক্ত সময়ে না পাওয়াতে এবং বৃত্তান্ত সুদীর্ঘ বলিয়া তাহার সারমাত্র গ্রহণ করা গেল। যথা;—২৮ শে ভাদ্র, স্থানীয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু উপাসনার প্রথমাঙ্গ সম্পাদন করেন, পরে ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু রুগ্নআত্মা কিসে আরোগ্য লাভ করে এই বিষয়ে উপদেশ দান ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপাসনার প্রথামঙ্গ আরম্ভ হইলে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেদিন রাত্রিতে ভাই মহেন্দ্রনাথ উপাসনা করেন, আমিত্ববিনাশ বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ২৯ শে ভাদ্র শনিবার প্রাতে উক্ত প্রেরিত বন্ধু উপাসনা করেন, প্রার্থনার সফলতা বিষয়ে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। রাত্রিতে উপাসনা ও উপদেশ হয়, উপদেশের মর্ম্ম;—উৎসব স্বর্গীয় ব্যাপার, পবিত্র ভাবে সংযত চিত্তে হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করিলে তাহা সম্ভোগ হইতে পারে। ৩০ শে রবিবার সমস্ত দিন উৎসব হয়, প্রত্যুষে পল্লীবাসীর দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন, ৮টার সময় উপাসমা গৃহে উপাসনা হয়, উপাসনার গভীরতা বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ঈশাচরিত আলোচিত হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপাসনা-মণ্ডপের প্রাঙ্গণে জমাট সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। রাত্রিকালে ভাই মহেন্দ্রনাথ উপাসনা করেন, মহাপুরুষ দিগের আগমন বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। সে দিন অপরাহ্ন পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন হওয়ার কথা ছিল। কোন বিশেষ বিঘ্ন হওয়াতে হইতে পারে নাই। স্থানীয় মোনসেফ বাবু প্রভৃতি উৎসবের ব্যাপারে যোগ দান করিয়াছিলেন। ফুলবাড়ী হইতে ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু রঙ্গপুরে গিয়াছিলেন।

আমরা পাণ্ডুয়াস্থ প্রাচীন মসজেদ ও মক্‌বরা ইত্যাদি দর্শন করিয়া কিছু দিন হইল তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে কোতব শাহনামক এক জন পরম ধার্ম্মিক ফকিরের দরগা ও মক্‌বরা এবং তাঁহার হস্তস্থিত আসা (যষ্টি বিশেষ) ইত্যাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে। পাণ্ডুওয়ার লোকেরা বলে, কোতবশাহ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। বাদশাদিগকে যেমন শাহ বলিয়া থাকে, সাধু মহাত্মা মোসলমানদিগকেও শাহ বা শেখ বলিয়া শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ আইন আকবরী গ্রন্থে এই কোতব শাহের বৃত্তান্ত আমরা পাঠ করিলাম। ইহার প্রকৃত নাম শেখ নূরোদ্দিন আহমদ, ইনি শেখ অলায়োল্‌হকের পুত্র।

শেখ নূরে কোতবে আলম ইহার উপাধি। সাধারণ লোকের নিকটে তিনি কোতব শাহ বলিয়া পরিচিত। ইঁহার জন্মস্থান লাহোর। ইনি স্বীয় পিতার নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। আইন আকবরীতে তাহার সম্বন্ধে এরূপ লিখিত হইয়াছে, "কিছুকাল তিনি নির্জ্জন বাস করেন, নিরুদ্দেশ ছিলেন।" অনুতাপান্তে উচ্চজীবন লাভ করেন। তাঁহার লিপি ও তৎপ্রচারিত কতিপয় ক্ষুদ্র পুস্তক তাঁহার অন্তরের অবস্থার পরিচয় দান করে। মাণিকপুরনিবাসী শেখ হেসামোদ্দিন তাঁহার পর লোকান্তে তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ৮০৮ সালে তিনি স্বর্গবাসী হইয়াছেন। পাণ্ডুওয়াতে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।" ৮০৮ সালে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণ ১২৯৬ সাল, সুতরাং প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত "আর্য্যামি ও সাহেবি আনা" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা চৈতন্য লাইব্রেরির সভায় পঠিত হইয়াছিল। আর্য্য না হইয়াও মুখে আর্য্যত্ব প্রকাশ ও সাহেবদিগের কুৎসিত অনুকরণ এই পুস্তকে বাহুল্যরূপে নিন্দিত ও উপহসিত হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক অংশ হাস্যরসোদ্দীপক, গ্রন্থকর্ত্তা স্থানে স্থানে বিদ্যা ও বহুদর্শিতার পরিচয় দান করিয়াছেন, কিন্তু ভাষায় গাম্ভীর্য্য বড় রক্ষা পায় নাই।

শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের রচিত "চৈতন্যজীবন ও ধর্ম্ম" পূর্ব্বভাগ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামীতে তাহা সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

আমাদের গ্রাহক মহাশয়দিগের অনুগ্রহ আমরা ভিক্ষা করিতেছি, এ সময় দেয় মূল্য পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব।

পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা নামক পুস্তক আমাদের কার্য্যালয়ে বিক্রয় জন্য আছে। মূল্য ।০ এবং ৵০ ডাক মাসুল অর্দ্ধ আনা করিয়া।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

নববিধান কোন বিধানের অপমান করিতে বা তাহার কোন প্রয়োজনীয় অংশ উঠাইয়া দিতে আসেন নাই, বরং সে সমস্ত পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। যে প্রকার শস্য চয়ন, বপন, সংরক্ষণ এবং কর্ত্তন করিয়া ভাণ্ডারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে এমন একটি কার্য্যের আবশ্যক হয় যাহা না হইলে সেই শস্য মনুষ্যের ব্যবহারে আসিতে পারে না, তাহাকে পরিষ্কার অর্থাৎ কেবল আহারোপযোগী বস্তু রাখিয়া অপরাংশ গুলি ঝাড়িয়া বাহির করিয়া দিতে হয়; নববিধান পূর্ব্বগত বিধান গুলির সেই সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে নরনারীর পরিত্রাণোপযোগী ব্যবহার্য্য করিবার জন্যই আসিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন বিধানের মধ্যে যে যে অনুষ্ঠান সাধারণের উপযোগী তাহা অন্বেষণ করিয়া তন্মধ্য হইতে কুসংস্কারাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই বিধানের অন্তর্গত করা আবশ্যক। অনুসন্ধান করিলে অনেক গুলি ঐরূপ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। আজ সে সমস্তের বিষয় আলোচনার প্রয়োজন নাই, মহালয়া শ্রাদ্ধের কথা আজ বলা যাইতেছে। সমস্ত হিন্দুজাতি এই দিবসে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করেন কি না তাহা আমরা জানি না; কিন্তু বঙ্গদেশের হিন্দুমাত্রেই ইহা একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টও ইহা অনুমোদন করিয়া ঐ দিবসে সাধারণকে অবকাশ দিয়াছেন।

আমরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ও জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠানদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি, তবে মহালয়ার শ্রাদ্ধ কেন অগ্রাহ্য করিব? আমরা যখন পূর্ব্ব পুরুষের শ্রাদ্ধকে একটি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করি এবং আবশ্যকীয় সময়ে তৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন পিতৃলোকের চিরব্যবস্থা সেই নিরূপিত দিবসে আন্তরিক ভক্তি বিশ্বাসের সহিত পরিত্রাতা পরমেশ্বরের নিকট পরলোকবাসী শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় আত্মা গুলির মঙ্গলের জন্য বিশেষ প্রার্থনায় আপত্তি কেন হইবে? এই প্রকারে যত দূর সম্ভব জাতীয় ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নববিধান সাধন করিতে পারিলে বিধানের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আশা করি আমাদের নববিধানী ভ্রাতৃমণ্ডলী আগামী মহালয়া অমাবস্যার দিনটি শ্রাদ্ধক্রিয়ার একটি বিশেষ দিনরূপে গ্রহণ করিয়া মণ্ডলীর একতাসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন *।

সাররক্ষণশীল।

* পরলোকগত পিতৃপিতামহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ইহা যে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ইহা সকলেরই অবশ্য স্বীকার্য্য। এই শ্রদ্ধাপ্রকাশ পরলোকগমনের পর প্রকাশ্যে নিষ্পন্ন করা সকল গৃহীর পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। তৎপর কেহ নিত্য শ্রাদ্ধ, কেহ পরলোকগমনের দিনে শ্রাদ্ধ, কেহ বিশেষ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, উহা আর প্রকাশ্য ব্যাপার নহে, ব্যক্তিগত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আন্তরিক প্রেরণার অনুসরণই যুক্তিযুক্ত। তবে পরিবার মধ্যে ঈদৃশ একটি একটি বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন, যে দিন পরিবারের সকলে একত্র হইয়া পরলোকবাসীদিগের নিকটে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। আমাদিগের প্রধানাচার্য্য পিতার স্বর্গগমনের দিনে পারিবারিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যে উহা এখন ব্যক্তিগত ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কেহ নিত্যশ্রাদ্ধ, কেহ কেহ স্বর্গারোহণদিনে সংযমাদি আচরণ করিয়া শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন মাত্র। আমাদিগের মনে হয় না, এখন এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, সকলের জন্য একই প্রকার বিধি নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। সং।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা ১৭ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৬ ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৮১২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে নিত্যক্রিয়াশীল পরব্রহ্ম, কে তোমার গতির অবরোধ করিবে? কে তোমার অভিপ্রায় প্রতিহত করিবে? আমরা না বুঝিয়া অনেক কাজ করি, না জানিয়া অনেক বিষয়ে প্রবৃত্ত হই। যখন কিছুই ছিল না, সমুদায় ঘোর অন্ধকারাবৃত ছিল, সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে তুমি দিব্যালোক বাহির করিলে, অপূর্ব্ব সৃষ্টি উৎপাদন করিলে, লোকে এই কথা কহিয়া থাকে, কিন্তু প্রতিদিন যে তুমি অন্ধকারের ভিতর হইতে আলোক নিঃসৃত করিতেছ এ কথাতো কেহ কহিল না। যাহারা বলে কোন এক অলক্ষিত সময়ে তুমি সৃষ্টি করিয়াছিলে, এখন তুমি আর কিছু করিতেছ না, চুপ করিয়া বসিয়া আছ, তাহারা ঠিক বুঝিতেছে না। আমাদিগের প্রতিজনের জীবন অন্ধকারাবৃত, সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে অলোক সঞ্চারিত হইতেছে, এবং সেই আলোকে সম্মুখস্থ অল্প একটু ভূমিমাত্র কথঞ্চিৎ আলোকিত, কিন্তু উহার যে দিক্ অনন্তে বিলীন সে দিকের অন্ধকারতো কিছুতেই ঘোচে না, তোমার গভীর অনন্তভবিষ্যৎক্রিয়া যদি কেহ আয়ত্ত করিতে পারিত তবে তাহার বলিবার অধিকার ছিল, আমাদিগের জীবনসম্বন্ধে তোমার নব নব সৃষ্টি সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে। যখন ইহা একেবারে অসম্ভব, তখন যত কেন আমরা মনে করি না, আমরা বুঝি, আমরা জানি, ও জানা বোঝা কিছুই নহে। আমরা অজ্ঞান মূর্খ হইয়া তোমার হস্তে রহিয়াছি, আমাদিগের জীবনের সমস্ত ভার তোমারই উপর। হে দীনবন্ধু হরি, কেন আমরা তবে সকল চিন্তাবিবর্জ্জিত হইয়া তোমার ক্রিয়াধীন হইয়া চলি না? যদি তোমার ক্রিয়াধীন হইয়া আমরা চলিতে পারি, তাহা হইলে ঠিক পথে যাইতেছি কি না, এ সম্বন্ধে ভাবিবার তো আর কিছুই থাকে না। এতে তো আমাদিগের জ্ঞানের খর্ব্বতা হয় না বরং জ্ঞান আরও ঔজ্জ্বল্য লাভ করে; কেন না যত টুকু তোমার ক্রিয়া আমাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই আলোক। আমরা যখন তোমার ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করি, তখন সকলই আমাদিগের নিকটে অন্ধকারাচ্ছন্ন। যদি আমরা আলোক ছাড়িয়া অন্ধকারের অনুসরণ করি তাহাতে বিপৎপাত কেন হইবে না? শোক দুঃখ অনুতাপে কেনই বা আমাদিগের জীবন ভারবহ হইয়া উঠিবে না? হে অগতির গতি, তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, অন্ধকার হইতে আমাদিগের দৃষ্টি আলোকের দিকে ফিরুক, যত টুকু আলোক তুমি প্রকাশ করিয়াছ, সেই টুকুর অনুসরণ করিয়া ক্রমে আলোকের পথ

আলোক সম্ভোগ করি, কখন আর অন্ধকারে নিপতিত না হই, হে দেবাদিদেব, আমাদিগকে এই ভিক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ কর।

দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্ব হইতে অভয়লাভ।

আমরা যাহা জানি না তাহার সঙ্গে যাহা জানি তাহার তুলনা করিলে যাহা জানি তাহা কিছুই নয়, ইহা সহজে প্রতীত হয়। আমরা কিছুই জানি না, এইটি সর্ব্বদা মনে জাগ্রৎ রাখিলে কেবল যে বিনয় লাভ হয় তাহা নহে, আমাদিগের দৃষ্টি নিয়ত কোথায় বদ্ধ রাখিতে হইবে ইহাও আমরা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আমরা জানি, এই অভিমান হইতে আমাদিগের অন্ধতা সমুপস্থিত হয়, যাহা জানি না তাহা জানি এই অভিমানে কার্য্য করিতে গিয়া আমাদিগকে অসত্য পাপ ও ভ্রমে নিপতিত হইতে হয়। যেখান হইতে আলোক আসিতেছে, সেখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকাতে অন্ধকারকে আলোক বলিয়া ভ্রম হয়, এবং এই ভ্রম বশতঃ নানা প্রকার মানসিক অসদ্গতি উপস্থিত হয়।

জ্ঞান হইতে আমাদিগের অজ্ঞানতার পরিমাণ যখন অত্যধিক, বলিতে কি অপরিমেয়, তখন এ সত্যের প্রতি অন্ধ থাকিয়া সকল বিষয়ে জ্ঞানীর মত ব্যবহার করিতে গেলে মূর্খতা ভিন্ন কখন জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। জ্ঞাত বিষয়ের প্রতি আস্থা রাখিয়া অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য যাহা প্রকৃষ্ট উপায় তাহাই অবলম্বনীয়। অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানলাভের জন্য উপায় বিবিধ, আমরা সে সকল উপায়ের বিষয় এখানে উল্লেখ না করিয়া আমাদিগের জীবনের সঙ্গে অজ্ঞানতার ভূমির যে অসীম যোগ তাহারই বিষয় বলিতেছি। জ্ঞান হইতে অজ্ঞানতার ভূমি যেমন অধিক, প্রাপ্য জ্ঞানও তেমনই অধিক মানিতে হইবে। অজ্ঞানতা দেখিয়া আমাদিগের ভয় পাইবার বিষয় নাই, কেন না প্রাপ্য সম্পৎ যখন অফুরন্ত, তখন ভাবী সম্পদ্বৃদ্ধির আশা আমাদিগকে সমধিক প্রোৎসাহিতই করিবে। সম্পৎ যদি চিরদিনই লুক্কায়িত থাকে, কিছু কিছু করিয়া হস্তগত না হয়, তাহা হইলে সে সম্পদ্ থাকা আর না থাকা সমান। সুতরাং প্রাপ্য অতুল সম্পদ্ আছে, তাহা জানিয়া কিছু হইতেছে না, তাহা দিন দিন হস্তগত করা চাই। কি উপায়ে তাহা হস্তগত হইতে পারে, ইহা দেখা এখন একান্ত কর্ত্তব্য।

সর্ব্বাগ্রে ইহা মনে করা কর্ত্তব্য, আমরা সর্ব্ব প্রথমে সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম, যত টুকু জ্ঞান আজ লাভ হইয়াছে, এত দিন সে টুকুও আমাদের ছিল না। মনুষ্যের যখন চিন্তাশক্তি পরিস্ফুট হয় নাই, তখন সে আন্তরিক প্রেরণার অনুবর্ত্তন করিয়া ক্রমে এমন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যেখান হইতে তাহার চিন্তাশক্তির উদ্রেক হইয়াছে। এই চিন্তাশক্তির ক্ষমতা অসীম না জানিয়া যদি উহাকে আন্তরিক প্রেরণার অনুবর্ত্তন করিয়া পরিচালন করা যায়, তাহা হইলে আমরা যে উপায়ের কথা বলিতেছি তাহার অনুসরণ করা হয়। প্রথম কালে লোকে অজ্ঞানতা সহকারে প্রেরণার অনুসরণ করিয়াছে, চিন্তাশক্তির অভ্যুদয়ে কোথা হইতে এই প্রেরণা আসিতেছে, হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি জ্ঞানপূর্ব্বক অভ্রান্ত জ্ঞানলাভের জন্য তাহার অনুসরণ করে, তবে দিন দিন নব নব আলোকপ্রাপ্তি হয়; চিন্তাশক্তির যথাবিধান নিয়োগ হইয়া উহা ক্রমে গূঢ় প্রচ্ছন্ন রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। যত দিন আমরা সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় নিঃশেষ না করিতেছি, তত দিন এই প্রেরণার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা মনে করেন প্রেরণার দিন অন্তর্হিত হইয়াছে, তাঁহারা আপনাদিগকে অতীব সঙ্কুচিত ভূমির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চান। অজ্ঞেয় বিষয় অসীম অনন্ত হইলে, এবং উহা জ্ঞানভূমির অতীত স্থানে থাকিলে, প্রেরণার অবকাশ নিত্য কালই থাকিবে।

এই প্রেরণার ভূমি আমাদিগের পক্ষে অভয় স্থান। এখানে প্রেরকের সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সমুপস্থিত হয়। জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত

সমগ্র ভূমি অধিকার করিয়া ঈশ্বর অবস্থিতি করিতেছেন ইহাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু জ্ঞাত স্থল হইতে অজ্ঞাত স্থলে তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎকার স্পষ্টতর ঘটিয়া থাকে। জ্ঞাত স্থলে আমাদিগের মন অবাধে চলে, সুতরাং অন্য কোন বস্তুর সহিত তাহার সংস্পর্শ হইতেছে সুস্পষ্ট সে বুঝিতে পারে না। জ্ঞাত স্থলে বাধা উপস্থিত না হইবার কারণ এই যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞান এখানে অভিন্ন ভাবে অবস্থিত, কিন্তু অজ্ঞাতস্থলে জ্ঞাতা যত ক্ষণ জ্ঞানকে স্পর্শ না করিতেছে, তত ক্ষণ সে তদন্বেষণে প্রবৃত্ত। জ্ঞান যখন জ্ঞাতাকে প্রথম সংস্পর্শ করিল তখন তাহার সেই স্পর্শানুভব হইল। স্পর্শানন্তর যখন ঐ জ্ঞান জ্ঞাতভূমির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন আর কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে না। অজ্ঞাতভূমি হইতে জ্ঞাতাতে অবতীর্ণ জ্ঞান কোথা হইতে আসিল, বিশ্বাসী তত্ত্বদর্শী ভিন্ন আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। এই অবতরণের সঙ্গে প্রেরণার যে অবশ্যম্ভাবী যোগ আমরা সে বিষয় অনেক বার উল্লেখ করিয়াছি, এখানে দ্বিতীয় বার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, জ্ঞাতহইতে অজ্ঞাত বিষয়ের আধিক্যে আমাদিগের লাভ বিনা অলাভের বিষয় কিছুই নাই। পরিজ্ঞাতভূমিতে আমরা তদংশে অনন্তজ্ঞানের সঙ্গে এক হইয়া অবস্থিতি করিতেছি বলিয়া তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের সে স্থলে আর স্পর্শানুভব হয় না। কিন্তু আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় এই, নিত্য তাঁহার স্পর্শানুভব করিবার পক্ষে অসীম অজ্ঞাতভূমি সহায় হইয়া আমাদিগকে ক্রমে তাঁহারই দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। একালে দুর্জ্ঞেয়ত্ব বা অজ্ঞেয়ত্ববাদকে অনেকেই ভয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভয় করেন তাঁহারা কেবল চিন্তাশক্তির উপরে নির্ভর করেন। চিন্তাশক্তি কেবল জ্ঞাত বিষয় লইয়া তাহার সমাবেশ করিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞাত বিষয়কে আয়ত্তাধীন করা তাহার অধিকারভুক্ত নহে। যদি বল, জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ের গণনা চিন্তাশক্তিযোগে নিষ্পন্ন হয় সুতরাং সর্ব্বত্র চিন্তাশক্তিরই প্রাধান্য- ইহার উত্তর এই, যাহা গণনা দ্বারা নির্ণীত হয় তাহা জ্ঞাত সম্বন্ধ হইতে জানা যায় বলিয়া ঠিক উহা অজ্ঞাতভূমির অন্তর্গত বলিতে পারা যায় না। যেখানে চিন্তাশক্তির নিয়োগ করিয়া কিছু আয়ত্ত করিতে পারা গেল না, পরিশেষে আকাশফলপাতবৎ অজ্ঞাতভূমি হইতে জ্ঞান অবতরণ করিয়া জ্ঞাতাকে স্পর্শ করিল, সেখানেই প্রেরণার ব্যাপার সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। জ্ঞাত ভূমির সঙ্গে অনন্ত জ্ঞানের অভিন্ন ভাবে স্থিতি অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া জটিল গণনার প্রক্রিয়ার ভিতরে তাঁহার সংস্পর্শ তত্ত্বদর্শিগণ অনুভব করিয়া থাকেন।

আমরা যাহা বলিলাম, ইহা এখন আমাদিগের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে নিয়োগ করা যাউক। আমরা দেখিতেছি, যে দিন আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, মুহূর্ত্ত এবং ক্ষণে উহাকে বিভাগ করিলে যে মুহূর্ত্তে কাজ করিতেছি বা চিন্তা করিতেছি তাহার পর মুহূর্ত্ত অজ্ঞাতভূমি স্পর্শ করিয়া আছে, মুহূর্ত্ত হইতে মুহূর্ত্তে প্রবেশে জ্ঞাত হইতে অজ্ঞাত ভূমিতে প্রবেশ ঘটিতেছে। এইরূপে আমাদিগের জীবন ক্রমান্বয়ে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতে মিশিয়া আছে। এক জন বিশ্বাসী তত্ত্বদর্শী এইরূপ অজ্ঞাত হইতে জ্ঞাত ভূমিতে অবতরণের ব্যাপারের মধ্যে অনন্তজ্ঞানের ক্রিয়া দর্শন করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে ঈশ্বরসহবাসসুখ সম্ভোগ করেন। অপরের যেখানে ভয় সেখানে তাঁহার আনন্দ। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া লোকে অস্থির, কিন্তু ভবিষ্যৎ অনন্ত জ্ঞানের অনন্ত প্রকাশের ব্যাপার জানিয়া বিশ্বাসী আনন্দমনে সুখে জীবন অতিবাহিত করেন। অনন্ত ভবিষ্যৎ অশোক অভয়ের আবির্ভাব স্থল জানিয়া তিনি দুর্জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্ঞেয়ত্বের ভয়ে ভীত হয়েন না; কেবলই অভয় স্থান নিয়ত অবলোকন করেন।

যথার্থ অলৌকিক ক্রিয়া।

অলৌকিক ক্রিয়া ভিন্ন ধর্ম্ম কখন সংস্থাপিত হয় না, এ কথা অত্যন্ত সত্য। তাহাই বাস্তবিক অলৌকিক ক্রিয়া যাহা অলৌকিক অথচ প্রাকৃতিক-নিয়মবিরোধী নহে, এবং যাহা চিরকালই সমান মান্য থাকিবে। এ অলৌকিক ক্রিয়া জলকে মদ্যে পরিণত করা নহে, অথবা দানববিশেষকে শরীর হইতে নিষ্ক্রামিত করিয়া দেওয়া নহে, কিন্তু মানুষকে দেবতা করা, এবং পাপপিশাচের গতি অবরোধ করা। পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া হইতে শেষোক্ত ক্রিয়া যে যথার্থ অলৌকিক, পৃথিবীর এত দিনের অভিজ্ঞতা তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করিয়াছে। অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার স্পৃহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, ইহা আমাদিগের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, আমরা কোন প্রকারে ইহাকে অতিক্রম করিতে পারি না, কিন্তু যথার্থ অলৌকিক ব্যাপার কি, যত দিন মনুষ্য না জানিতেছে, তত দিন এই স্বাভাবিক স্পৃহার যথার্থ ক্রিয়া মনুষ্যসমাজের উপরে প্রকাশ পাইতেছে না। পাপীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়, কিন্তু বিস্মিত হইয়া কয়েক দিনের মধ্যে ভুলিয়া যায়। সময় আসিবে, যে সময়ে মানুষ উহা কখন ভুলিবে না, আত্মজীবনে তাদৃশ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবার জন্য উহা সর্ব্বদা নয়নের সম্মুখে ধরিয়া রাখিবে।

বাঘ কখন মানুষ হয় না, এ কথা বলাও যাহা, ক্রোধী হিংস্র মনুষ্য ক্রোধ ও হিংসা পরিত্যাগ করিয়া সৌম্য শান্ত পুরুষ হয় না, ইহা বলাও তাহাই। এ পৃথিবীতে আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি, যে ব্যক্তির যে রিপু প্রবল, যে ব্যক্তি যে প্রবৃত্তির অধীন, সে ব্যক্তি জীবনান্ত পর্য্যন্ত তদ্রূপই থাকিয়া যায়। লৌকিক ব্যবহারানুসারে সে ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি সকলই করিয়া থাকে, কিন্তু সে সমুদায় তাহার চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত শোধন করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা এই প্রমাণ হইতেছে যে, কোন প্রকার লৌকিক বলে চরিত্রশুদ্ধি সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞান, কৌশল বা জনসমাজের আশুপ্রত্যয়তাবশতঃ কোন ব্যক্তি বাহ্যিক অদ্ভুত ক্রিয়া সাধন করিতে পারিলেও তাহার চরিত্র যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। বরং সেইরূপ কার্য্য করিতে গিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা চরিত্র আরও হীন হইয়া পড়ে। যে বলে চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, তাহা অন্যত্র হইতে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এবং এ জন্যই উহা বাস্তবিক অলৌকিক বলিয়া পরিগণিত। পৃথিবীতে যে সকল বিধান আসিয়াছে, তাহার বিবরণ মধ্যে বাহ্যিক অদ্ভুতক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে বটে, কিন্তু বিধানবাহকগণ আপনারা তদুপরি কোন দিন মহত্ত্ব ও গৌরব স্থাপন করেন নাই, জীবনপরিবর্ত্তক বিধানের অলৌকিক শক্তিকেই তাঁহারা গৌরবান্বিত করিয়াছেন এবং যে পরিমাণে উহাকে জনসমাজে সংক্রামিত করিতে পারিয়াছেন, সেই পরিমাণে আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন।

আমাদিগের বিধানে এই অলৌকিক ক্রিয়ার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং উহা কীদৃশ আকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, আমাদের নিজে বলা অপেক্ষা আচার্য্যদেবের ইংরেজী ১৮৮২ সনের ২৯ মের নিম্নলিখিত প্রার্থনাটীতেই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইবে।

হে দয়াসিন্ধু, হে কল্পতরু, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এবং অলৌকিক ক্রিয়া মনকে দমন করা। রিপুসকলকে দমন করা, স্বভাবকে বশে রাখা, এই বাস্তবিক বীরত্ব; এই যথার্থ অলৌকিক অসামান্য ক্রিয়া। স্বভাবকে জয় করাই বীরের কার্য্য। পিতা আমরা নীতির বীরত্বকে সর্ব্বদা প্রশংসা দিব এবং দুর্নীতিকে নিন্দার বস্তু বলিব। হে পিতা, কেহ কেবল উপাসনা করিলে, যোগধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে, একটু পরোপকার করিলে আমাদের প্রশংসা যেন না পায়; কিন্তু স্বভাবকে জয় করিলেই আমরা প্রশংসা করিব। যে কেহ মনের একটা পুরাতন পাপ ত্যাগ করিবেন, আমরা ধন্য বীরশ্রেষ্ঠ ধন্য বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁকে ধন্যবাদ করিব। মন দমন করার ন্যায় আর কিছুই নাই। পিতা, যদি মানুষ ২৫। ৩০ বৎসর সাধনের পর যেমন ছিল তেমনি থাকিল, তবে আমাদের শ্রদ্ধা পাইবে কিরূপে? আমরাই বা পরস্পরকে শ্রদ্ধা দিব কিরূপে, যদি মনের ছোট ছোট দোষগুলি যেমন ছিল তেমনিই থাকে। এই স্বভাবজয়ই অলৌকিক ক্রিয়া। আমরা জিতেন্দ্রিয় নীতিপরায়ণ হইবার জন্য বহু দিন হইতে অভিলাষ করিয়া আছি। মনকে

দমন করিতে চাই, বশীভূত করিতে চাই। আমরা লোককে দেখাইতে চাই যে, ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছি, কুঅভ্যাস সকল ছাড়িয়াছি। দেখাইতে চাই যে, আমরা ধর্ম্মের সম্বন্ধে আকাশে উড়িতে পারি, সমুদ্রে চলিতে পারি। আমাদের দলের লোক গুলি পুরাতন রোগগুলি ছাড়িল কি না দেখিব। স্বার্থপরতা ছেড়ে প্রেমিক হইয়াছি কি না, ঈর্ষা রাগ লোভ ছাড়িয়াছি কি না দেখিব। হে দয়াময়, শুভবুদ্ধি দাও, স্বভাবের যত পাপ ছিল সমুদায় জয় করিয়াছি কি না দেখিব। সুবিধার ধর্ম্মকে আমরা সুখ্যাতি দিব না যদি আত্মজয়ী হ'তে পারেন, তবে পরস্পরকে প্রশংসা দিব। হরি, আমাদের মধ্যে শাসন রাখ। আমরা দুর্ব্বলতা জয় করিব, স্বভাবকে জয় করিব। লোককে দেখাব যে আগেকার লোক যেমন জলের উপর চলিতেন আকাশে উড়িতেন, আমরা তেমনি অলৌকিক কার্য্য করিতেছি। হে প্রভু, নববিধান এই বিষয়ে আমাদিগকে উপকৃত করুন। আমরা যেন এই উপকার তাঁর কাছে পাই, যেন স্বভাবকে জয় করিতে পারি। হে করুণাময়, হে দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার পদপ্রান্তে পড়িয়া মনে ধর্ম্মের নূতন ভাব সকল লাভ করিয়া পুরাতন দোষ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি, মা গরিব বলিয়া তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বাস্তবিক তিনি প্রশংসাভাজন, তিনিই গৌরবান্বিত হইবার যোগ্য, যিনি কোন একটি পাপ রিপুকে পরাজয় করিয়া চিরদিনের জন্য তাহার উপরে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আমরা রিপুজয়বিষয়ে কখন উদাসীন থাকিতে পারি না। আমাদিগের সমগ্র জীবন ইহারই জন্য, অন্য কোন কারণে নহে। আমরা সহস্র দেশহিতকর কার্য্য করিলেও সেগুলি আমাদিগের গৌরবের জন্য তেমন হইবে না যেমন আমাদের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে দেবত্বে পরিণত করিতে পারিলে হইবে। বিধানের আগমন মানুষকে দেবতা করিবার জন্য। মানুষ পশু ছিল, মানুষ হইয়া দেবতা হইল, ইহা অপেক্ষা অলৌকিক ব্যাপার আর কি আছে? যদি আমাদের জীবনে এই অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগের কর্ত্তৃক বিধান গৌরবান্বিত হইবে, আমরাও গৌবান্বিত হইব।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সাধু শব্দের অর্থ যিনি অসাধ্য সাধন করেন। সাধক সাধন করিয়া সাধু হয়েন। যেখানে অসাধ্য সাধন নাই, সেখানে সাধুতা নাই।

এই সংসারকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া থাকে। এখানে যে ব্যক্তি যে প্রকার কর্ম্ম সাধন করে, সে সেই প্রকার কর্ম্মের ফলভাগী হয়। কর্ম্মের ফল অপরিহার্য্য। 'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্' মনুষ্য আপনার কর্ম্মফলভাগী। জগতের অন্যান্য নিয়ম যেমন অখণ্ড্য, কর্ম্মানুসারে ফলপ্রাপ্তি তেমনই অখণ্ড্য। কর্ম্ম অপেক্ষা অভিপ্রায়কে যদি কেহ বড় করিতে চান, তাঁহার ইহা স্মরণ রাখা উচিত, অভিপ্রায় ও কর্ম্ম এ দুই এমনই অখণ্ড্য নিয়মে সংযুক্ত, যে ভাল অভিপ্রায় হইতে মন্দ কর্ম্ম অথবা মন্দকর্ম্ম হইতে ভাল অভিপ্রায়ের পরিপুষ্টি একেবারে অসম্ভব।

আমাদের জীবন দুদিনের জন্য নহে, এ কথার প্রমাণ জীবনের অনন্ত উৎস ভগবানের সহিত উহার নিত্যযোগ। আমাদিগের জীবন-প্রবাহ কালের বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে, ইহা হইতে নিত্য নূতন তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। এই সকল উঠিয়াই বিলীন হইয়া যাইতেছে, আবার শত শত তরঙ্গ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। এই তরঙ্গের খেলা ঘটনানিচয়ের আবির্ভাব ও তিরোধান দেখাইতেছে এবং নিম্নে যে একটি ধারাবাহিক প্রবাহ চলিয়া যাইতেছে তাহা প্রদর্শন করিতেছে। এই প্রবাহ কোন দিন শুকাইবে না, কেন না উহা ভগবানের চরণপদ্ম হইতে প্রবাহিত হইতেছে, সেখান হইতে নিত্য নূতন বারি উহাতে প্রবেশ করিতেছে, এবং তাঁহার কৃপাবায়ু উহার বক্ষে শত শত তরঙ্গ তুলিয়া নিত্য তাহার সঙ্গে খেলা করিতেছে। পার্থিব জলরাশির তরঙ্গ যখন বিলীন হয়, তখন কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না। জীবনপ্রবাহে সমুত্থিত তরঙ্গের স্বভাব সেরূপ নয়। এখানে একটি তরঙ্গ বিনা কারণে উত্থিত হয় না, এবং জীবনের প্রান্তে উহার একটি অক্ষয়-চিহ্ন না রাখিয়া চলিয়া যায় না। অনন্ত উন্নতির পথে উহারা এক একটি সীমানির্দ্ধারণের চিহ্নস্বরূপ থাকিয়া যায়।

হদিস।

নমাজের প্রণালী।

বাহ্যিক প্রক্রিয়া।

এক ব্যক্তি মসজেদে প্রবেশ করিয়াছিল। হজরত মোহম্মদ মসজেদের এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। সেই লোকটি সেখানে নমাজ পড়িল, তৎপর হজরতের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সলাম করিল। হজরত আলয়কাম্‌সলাম বলিয়া তাহাকে বলিলেন যাও, নমাজ পড়, তোমার নমাজপড়া হয় নাই। তখন সে

ফিরিয়া গিয়া নমাজ পড়িল, পুনর্ব্বার আসিয়া সে হজরতকে সলাম করিল, হজরত সলাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় বলিলেন, যাও নমাজ পড়, তোমার পূর্ণরূপে নমাজ পড়া হয় নাই। এই রূপ তৃতীয় বার হইলে সেই লোকটি বলে, প্রেরিত পুরুষ, কিরূপে নমাজ পড়িব আমাকে শিক্ষা দিন? তখন হজরত বলিলেন, যখন তুমি নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইবে তখন সম্যক্‌রূপে অজু করিবে। তৎপর কেব্‌লার অভিমুখীন হইবে, অবশেষে তক্‌বির (আল্লাহু আক্‌বর) বলিবে, তৎপর কোরাণের যে অংশ সহজ বোধ করিতেছ পাঠ করিবে (১)। তৎপর রকু করিবে (২) রকুর ভাবে স্থির থাকিবে, তৎপর আপনাকে উন্নমিত করিবে, সোজা দণ্ডায়মান থাকিবে। তদনন্তর নমস্কার করিবে, এত দূর যে নমস্কারে স্থিরতা অবলম্বন করিবে। তৎপর মস্তক উত্তোলন করিয়া বসিবে, এত দূর যে স্থিরভাবে বসিবে। তৎপর নমস্কার করিবে, এত দূর যে নমস্কারে স্থিরতা অবলম্বন করিবে। অনন্তর মস্তক উত্তোলন করিবে, এত দূর যে স্থিরভাবে বসিবে। অপিচ এরূপও উল্লিখিত হইয়াছে, যে, তৎপর আপনাকে উন্নমিত করিবে, এতদূর যে দণ্ডায়মানে সোজা হইবে, তৎপর স্বীয় নমাজে তুমি সমুদায় এইরূপ আচরণ করিবে। (আবুহরেরা)

হজরতের সহধর্ম্মিণী আয়াসা বলিয়াছেন;—হজরত তক্‌বির ও "অল্‌হম্‌দ্রো রব্বোল আলমিন" সহকারে নমাজ আরম্ভ করিতেন, এবং যখন তিনি রকু করিতেন তখন তাঁহার মস্তক উন্নত হইত না ও অবনতও হইত না, কিন্তু ইহার মধ্যমাবস্থায় থাকিত। এবং যখন তিনি রকু হইতে স্বীয় মস্তক উন্নমিত করিতেন সোজা দণ্ডায়মান না হওয়া পর্য্যন্ত নমস্কারে প্রবৃত্ত হইতেন না; এবং যখন তিনি নমস্কার হইতে স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিতেন, সরল ভাবে না বসা পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার নমস্কার করিতেন না। অপিচ তিনি প্রত্যেক দুই রকুর মধ্যে "অত্তহয়ইত" (জীবন দান) বলিতেন, এবং তিনি বামপদ পাতিত দক্ষিণপদ স্থাপন করিতেন, এবং স্বীয় পশ্চাদ্ভাগ হইতে শয়তানকে তাড়াইতেন। পশুরা যেরূপ হস্ত প্রসারণ করে, সেইরূপ হস্ত প্রসারণ করিতে তিনি লোকদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। তস্‌লিম সহকারে তিনি নমাজ সমাপ্ত করিতেন।

আবু হমিদোস্‌সায়িদী বলিয়াছেন যে, আমি হজরতের একদল সহচরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলাম যে, হজরতের নমাজের প্রণালী আমি তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। তাঁহাকে দেখিয়াছি যে, যখন তিনি তক্‌বির বলিতেন, তখন স্বীয় উভয় হস্ত উত্তোলন করিয়া উভয় স্কন্ধদেশের সম্মুখ ভাগে ধারণ করিতেন, যখন রকু করিতেন তখন আপন উভয় হস্ত উভয় জঙ্ঘাদেশে স্থাপিত রাখিতেন, তৎপর পৃষ্ঠদেশকে বক্র করিতেন। অনন্তর যখন মস্তক উত্তোলন করিতেন যে পর্য্যন্ত সমুদায় গাত্র চর্ম্ম যথা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইত সোজা থাকিতেন, অনন্তর যখন নমস্কার করিতেন তখন স্বীয় হস্তদ্বয় অপ্রসারিত ভাবে রাখিতেন ও পরস্পর জড়াইয়া রাখিতেন না, এবং তাহা পদদ্বয়ের অঙ্গুলীশ্রেণীর পার্শ্বে সম্মুখভাগে স্থাপিত করিতেন, পরে যখন রকাতদ্বয়ের মধ্যে উপবিষ্ট হইতেন, তখন স্বীয় দক্ষিণ পদের উপর ভর করিয়া বসিতেন, বাম পদ তদুপরি স্থাপন করিতেন, পরিশেষে শেষ রকাতে যখন বসিতেন তখন স্বীয় দক্ষিণ পদ উন্নমিত রাখিতেন, এবং অপর পদ স্থাপন করিতেন ও আপন আসনে বসিতেন।

হজরত মোহম্মদ নমাজ আরম্ভ করিবার সময় স্বীয় উভয় হস্ত স্বীয় উভয় স্কন্ধদেশের সম্মুখ ভাগে উত্তোলন করিতেন, এবং যখন রকুর নিমিত্ত তক্‌বির বলিতেন, এবং রকু হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেন তখনও উভয় হস্তকে তদ্রূপ উঠাইতেন, এবং বলিতেন "সমেয়াল্লাহোলেমন্‌ হম্‌দহো, রব্বনালকা অল্‌হম্‌দো।" (১) এবং নমস্কার সকলের মধ্যে এরূপ করিতেন না।

(ওমরের পুত্র)

নাফেয়া বলিয়াছেন যে, ওমরের পুত্র যখন নমাজে প্রবৃত্ত হইতেন তখন তক্‌বির বলিতেন, এবং স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন, অপিচ যখন "সমেয়াল্লাহু লেমন্‌ হম্‌দোহু" বলিতেন তখনও দুই হাত উঠাইতেন, এবং যখন রকু সকল হইতে দণ্ডায়মান হইতেন তখনও দুই হাত তুলিতেন। প্রেরিত পুরুষের নিকটে ওমরের পুত্র এইরূপ উত্তোলন করিতেন।

হজরত মোহম্মদ যখন তক্‌বির বলিতেন তখন এত দূর হস্তদ্বয় উত্তোলন করিতেন যে কর্ণদ্বয়ের সম্মুখে লইয়া যাইতেন, এবং রকু হইতে যখন মস্তক উত্তোলন করিতেন তখন বলিতেন সমেয়াল্লাহো লেমন, হাম্‌ দোহো, তিনি ইদৃশ করিতেন। (মালেক)।

মালেক বলিয়াছেন যে, আমি হজরতকে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছি। যখন নমাজ হইতে অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় রকাত হইতে বসিতেন, যে পর্য্যন্ত সেই সরলভাবে বসা না হইত সে পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইতেন না।

ওয়ায়েল বলিয়াছেন যে আমি হজরতকে দেখিয়াছি, নমাজে প্রবৃত্ত হইয়া তক্‌বির বলিবার সময় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়াছেন, তৎপর স্বীয় বস্ত্র দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তদনন্তর দক্ষিণ কর বাম করের উপর স্থাপন করিয়াছেন, অবশেষে যখন রকু সম্পাদনে ইচ্ছু হইয়াছেন তখন বস্ত্রান্তর হইতে হস্তদ্বয় বাহির করিয়াছেন, তৎপর তাহা উঠাইয়াছেন, এবং আল্লাহো আক্‌বর বলিয়াছেন। পরে রকু সম্পাদন করিয়াছেন। অনন্তর যখন সমেয়া আল্লাহো লেমন হম্‌দোহো, বলিয়াছেন, তখন হস্ত উত্তোলন করিয়াছেন, অনন্তর যখন সেজদা (নমস্কার) করিয়াছেন, তখন উভয় করতলের মধ্যস্থলে প্রণত হইয়াছেন।

---

(১) ফাতেহারকলেমা সচরাচর নমাজের প্রথমে পঠিত হয়।

(২) নমাজের এক অঙ্গ সমাপ্ত হইলে যে পৃষ্ঠদেশ বক্র করা হয় তাহাকে রকু বলে।

(১) ইহার অর্থ; যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্তব করিয়াছে ঈশ্বর শ্রবণ করিয়াছেন আমাদের প্রভো তোমারই সম্যক্‌ প্রশংসা।

সহল বলিয়াছেন যে লোকে নমাজের সময়ে আদিষ্ট হইয়াছে যেন দক্ষিণ হস্ত তাহার বাম হস্তের উপর স্থাপন করে।

যখন হজরত নমাজে প্রবৃত্ত হইতেন, দণ্ডায়মান হইবার সময় আল্লাহো আক্‌বর বলিতেন, তৎপর রকুর সময় আল্লাহো আক্‌বর বলিতেন, তদনন্তর রকা হইতে স্বীয় কটীদেশ উন্নমিত করিবার "সময় সমেযাল্লাহো লেমন হম্‌দোহো" বলিতেন, তৎপর দণ্ডায়মানের অবস্থায় বলিতেন, "রব্বানা লকাল্‌হম্‌দো," তৎপর অবনত হইবার সময় তক্‌বির বলিতেন, তদনন্তর স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিবার সময় তক্‌বির বলিতেন, তৎপর নমস্কার করিবার সময় তক্‌বির বলিতেন, তদনন্তর স্বীয় মস্তক উত্তোলন করিবার সময় তক্‌বির বলিতেন, তৎপর যে পর্য্যন্ত সমাপ্ত না হয় সমগ্র নমাজে এই প্রকার আচরণ করিতেন, এবং উপবেশনের পর দণ্ডায়মান হইবার সময় আল্লাহো আক্‌বর বলিতেন। (আবুহুরেরা)

হজরত বলিয়াছেন যে, দীনতা ও একান্ত বাধ্যতাই শ্রেষ্ঠ নমাজ। (জাবের) ক্রমশঃ।

নববিধানতত্ত্ব।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

জিজ্ঞাসু। আর্য্য, আপনি সে দিন বলিয়াছেন যে, কেবল ঈশ্বরকে মানিলে চলিবে না, বিধিগ্রন্থ না মানিলে ও বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে না চলিলে চিহ্নিত দলকে গ্রহণ না করিলে বিধানের অন্তর্গত লোক হইতে পারা যায় না, এ সকলকে লইয়া বিধান। এ কেমন কথা? অক্ষরে অক্ষরে কি বিধান-পুস্তকের বিধি ব্যবস্থা সকল মানিয়া চলিতে হইবে? তাহা হইলে স্বাধীনতা থাকে কৈ? নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া যে অন্ধ অনুগামী হইতে হয়। বিশেষতঃ বাইল কোরাণ প্রভৃতি যে সকলকে বিধানপুস্তক বলা যায় তাহার মধ্যে যে অনেত অসত্য, কুসংস্কার ও অনীতি আছে।

আচার্য্য;—হাঁ প্রাচীন বিধানশাস্ত্র সকলের অনেক স্থলে বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা, দেবভাবের সঙ্গে কিয়ৎ পরিমাণে মানবীয় ভাবের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সাময়িক কুসংস্কার ও দূষিত দেশাচারের সমর্থন ও সাময়িক বিধি ব্যবস্থার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তুমি অন্তরের বিশুদ্ধ আলোকে যে গুলিকে কুসংস্কার ও অনীতি এবং যাহা বর্ত্তমান সময়ের বিধানের অনুপযোগী বলিয়া বুঝিতে পার তাহা তোমার পরিত্যাগ করা বিধেয়; কিন্তু তাহার মধ্যে যে সমস্ত নিত্য ধর্ম্মবিধি, সত্য ও নীতি আছে সেই সকলের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে তুমি বাধ্য। তাহা না করিলে বিধাতার বিধি উপেক্ষা করার জন্য অপরাধী হইতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের সাধারণবিধি পুস্তক নবসংহিতা। যদি তুমি নববিধানবাদী হও তবে নবসংহিতার বিধি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিয়া চলিতে হইবে।

জি;—মহাশয়, বিধি কি অক্ষরে অক্ষরে মানিতে হয়? না, ভাবানুসারে চলা কর্ত্তব্য। যথা;—কথিত আছে ভাব জীবন দান করে, কথা জীবন সংহার করে। ভাবইতো সার, বিধির কথা ধরিয়া চলিলে যে মৃত্যু। নবসংহিতায় আচার্য্য তো স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন, ইহার সমুদায়ই যে আক্ষরিক অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা নহে।

আ;—কথা ছাড়িয়া কেবল ভাবানুসারে চলিতে হইবে, এটি তোমার মহা ভুল। বিধি-বাক্যকে আশ্রয় করিয়া তাহার ভাব স্থিতি করে, যাঁহারা সেই বাক্যকে উপেক্ষা করিয়া কেবল ভাব ভাব করিয়া বেড়ান তাঁহাদের সেই ভাব আধারাভাবে শূন্যে উড়িয়া যায়, প্রকৃত ভাব তাঁহারা ধরিতে পারেন না, তাঁহাদের দ্বারা মহাপুরুষের বাক্য ঈশ্বরের বিধি অবমানিত হয়, মণ্ডলীতে বিধি বদ্ধ হইবার তাঁহারা অন্তরায় হন, ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা আনয়ন করেন। যে স্থলে বাক্য ভাবের বিরোধী হয় ভ্রাতঃ, সেই স্থলে তুমি বাক্যকে অবিকল গ্রহণ না করিতে পার। ভাবশূন্য বিধিবাক্য উচ্চারণ করা দূষণীয়, ইহা কেনা স্বীকার করিবে? কিন্তু অনুষ্ঠানাদিতে বিধি-বাক্যশূন্য ভাব অনর্থের কারণ, অকারণে বিধিবচন উপেক্ষা করিয়া চলিলে কেবল স্বেচ্ছাচারিতারই বৃদ্ধি হয়। যদি এক এক জন প্রেরিত প্রচারক বিধিবচন অগ্রাহ্য করিয়া কেবল আপন আপন ভাবানুসারে চলেন, তাহা হইলে অনুষ্ঠানপ্রণালী ইত্যাদির একতা কোথায় রক্ষা পায়? প্রণালীর ভিন্নতাতেই ভিন্ন দল হয়। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি নবসংহিতার বিধিবচন সকল যেমন আধ্যাত্মিক ভাব ও জ্বলন্ত প্রত্যাদেশ-পূর্ণ, তেমনই বিজ্ঞানসম্মত। কোন কুসংস্কার অসত্য অসার বাক্য বা ভাবের বিরোধী কথা তাহার মধ্যে নাই, ইহাতে কেহ সূচ ফুটাইতে পারে না। যদি একান্ত ভাবের বিরোধী কথা কোন স্থলে দৃষ্ট হয়, সেই স্থলে সেই কথা তুমি পরিত্যাগ করিতে পার। বিধানাচার্য্যকে অনুষ্ঠানাদিতে দেখা গিয়াছে যে, সংহিতা বা অপর বিধিপুস্তকের একটী কথাও উপেক্ষা করিয়া চলেন নাই। বিবাহনামকরণাদি অনুষ্ঠানে তিনি অক্ষরে অক্ষরে বিধিপুস্তকের অনুসরণ করিয়াছেন, উপদেশ প্রার্থনাদি পুস্তক দেখিয়া অবিকল পড়িয়াছেন, একটি কথাও পরিত্যাগ বা নূতন যোজনা করেন নাই। এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। তাহা না হইলে বিধানান্তর্গত লোকের মধ্যে যে একতা রক্ষা পায় না, মণ্ডলীতে বিধি পুস্তক আদৃত ও বদ্ধমূল হইতে পারে না, স্বেচ্ছাচারী হইয়া এক এক জন এক ভাব অনুসারে চলিয়া মণ্ডলীকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া তুলিতে পারেন। এ বিষয়ে প্রচারক প্রেরিতদিগের গুরুতর দায়িত্ব। বিধিব্যবস্থাসম্বন্ধে জ্বলন্ত প্রত্যাদিষ্ট বিধান প্রবর্ত্তকের চরিত্র ও আচরণ কি তাঁহার অনুগামী অনুসারী-দিগের একান্ত অনুসরণীয় ও আদর্শ নহে? যেমন খ্রীষ্টবাদী খ্রীষ্টের গোঁড়া না হইলে, মোসলমান মোহম্মদের গোঁড়া ও বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যের গোঁড়া না হইলে তত্তদ্বিধান বাস্তবিক জীবনে রক্ষা করিতে পারেন না, এই প্রকার নববিধানবাদী বিধানাচার্য্যের

গোঁড়া না হইলে বিধান জীবনে পালন করিতে পারিবেন না। বিধানের বিশেষত্ব ছাড়িয়া সাধারণ দলভুক্ত যে হইয়া পড়িবেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এ বিষয়ে গোঁড়ামী কর্ত্তব্য। অবশ্য কোন মহাত্মাকে মধ্যবর্ত্তী, অবতার বা ঈশ্বর করিয়া তোলা পাপ, সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। যিনি মধ্যবর্ত্তিত্বাদি বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া গিয়াছেন এবং আপনার পাদস্পর্শ পর্য্যন্ত কনিষ্ঠদিগকে নিষেধ করিয়াছেন ও আপনাকে একজন হীন পাপী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আশঙ্কাস্থল নাই। যাঁহারা কেশবচন্দ্রের গোঁড়া হওয়া দূষণীয় বলেন তাঁহারা তো এমন আর ইচ্ছা করেন না যে, কেবশচন্দ্রের গোঁড়ামী তাঁহার দলের গোঁড়ামী ছাড়িয়া লোকে তাঁহাদের গোঁড়া হউক, বা তাঁহাদের ভাব বিধির অনুসরণ করুক। হাঁ, এমন কতকগুলি বিধি আছে যে দেশ কাল অবস্থাভেদে তাহার আক্ষরিক অনুসরণ না হইয়া কিছু কিছু অন্যথা চরণ হইতে পারে। কোন ইয়ুরোপীয় লোক বা মোসলমান বিধানাশ্রিত হইয়া বিবাহাদি অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের সেই অনুষ্ঠানে প্রণালীগত কিছু বৈষম্য সম্ভবনীয়, তাহাতে তাঁহাদের দেশীয় ও জাতীয় ভাব সংযোজিত ও সংরক্ষিত হওয়া স্বভাবতঃ আবশ্যক হইয়া উঠিবে। এক্ষণ যেমন অনেক পরিমাণে হিন্দুভাব ও বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী অনুসারে অনেক ব্যবস্থা আছে, অবস্থা ভেদে সময় ভেদে তাহার কিছু ব্যতিক্রম হওয়া বিধাতারই অভিপ্রেত হইতে পারে, কিন্তু সার্ব্বভৌমিক মৌলিক বিধি ব্যবস্থা ও বচন ইত্যাদি সর্ব্বক্ষণ এই বিধানান্তর্গত লোকদিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বিধানপ্রবর্ত্তক যে তাঁহার দলের মধ্যে কেবল বিধি প্রণালীর একতাসাধনে একান্ত ব্যগ্র ছিলেন তাহা নয়, প্রেরিতদিগের আহার পরিচ্ছদ তাঁহাদের ব্যবহার্য্য দোওয়াত কলম কাগজ প্রভৃতির মধ্যেও কোন ভিন্নতা না থাকে, তৎসমুদায় এক প্রকার হয়, তজ্জন্যও তিনি বিশেষ ইচ্ছু হইয়াছিলেন। ভিন্ন দল করাকে তিনি বড় ভয় করিতেন, তাঁহার অভিপ্রায় ও মত অনুযায়ী প্রচারকগণ ভিন্ন দল করিব না বলিয়া অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অকারণে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এই সকল বিধি কোনরূপ অন্যথাচরণ করা আর বিধানপ্রবর্ত্তককে অস্বীকার করা এক কথা। প্রেরিতে প্রেরিতে পরস্পর বিবাদ নয়, বিবাদ বিধানপ্রবর্ত্তকের সঙ্গে হইতেছে। বিধানপ্রবর্ত্তক স্থান পাইতেছেন না, তাঁহাকে পদে পদে অস্বীকার করা হইতেছে। স্বতন্ত্রতাতে—নিজের নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনি নাই। তিনি একটী প্রার্থনাতে এই সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, "হে পিতা, নববিধানে ব্যবস্থা তুমি এই রকম করিয়াছ। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া মিল হইল না।" "যারা পরস্পরের নয়, তারা আমারও নয় তোমার ও নয়, বিধানেরও নয়, এ কথা মানিতেই হইবে। যাঁরা একজন তাঁরা তোমার তাঁরা বিধানের।" "দশ দরজা নাই স্বর্গে, এক দরজা দিয়া যাইতে হইবে।" "ভিন্নতা স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, আমি, আমি যেখানে সেখানে আমার বাপ নাই, আমি সে "আমি" ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাহিনা।" "আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ হইতে স্বাধীনতার ভিন্নতার দেশ হইতে শীঘ্র পলায়ন করিয়া সকলে একপ্রাণ হইয়া তোমার পবিত্র প্রেম রাজ্যে গমন করিয়া একাত্মা হইয়া তোমার বুকের ভিতর বিলীন হই।"

এখন পর্য্যন্ত নববিধান চারা গাছ, ইহার চারিদিকে নানা শক্র, শক্ত বেড়া দিয়া ইহাকে রক্ষা করিতে হয়। একটু শিথিল হইলে সাধারণ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম ইহাকে সহজে গ্রাস করিয়া বসিতে পারে, ইহার বিশেষত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র এবং অসাবধান হইয়া চলিলে শিশু নববিধানের পক্ষে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। মিলনের একমাত্র ভূমি শ্রীদরবার। স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া এখানে সকলে মিলিত হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়। এখানে সকল সমস্যায় মীমাংসা।

জি ;—মহাশয়, বিধানসম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্ব আপনার মুখে শুনিলাম, অনেক সন্দেহের নিরাকরণ হইল। পরিশেষে আপনি বলিলেন, শ্রীদরবারে সমুদায়ের মিলন ও মীমাংসা। শ্রীদরবার আবার কি ? শুনিয়াছি শ্রীদরবার নাই, যখন কয়েক জন প্রেরিত দরবারে উপস্থিত হইতেছেন না, তখনই তো দরবার খণ্ডিত হইয়াছে, দরবার নাই, তিন জন লোকে কি দরবার হয় ?

আ ;—ভাই, আমি দেখ্‌ছি তুমি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছ। পরিশেষে শ্রীদরবারের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর কথা বলিলে। বিধানাচার্য্য স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুঃখের সহিত এই ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন যে আমার আপনার লোকেরাই শ্রীদরবার মানিবে না, দরবারের বিরোধী হইবে। মহাপুরুষের সেই নিদারুণ ভবিষ্যদ্বাণী তিনি চলিয়া যাইতে যাইতেই পূর্ণ হইল। ভাই শ্রীদরবার বাস্তবিক আছে, তাহা না থাকিলে বিধান নাই। শ্রীদরবারতত্ত্ব বহুবিস্তার। আজ তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার সময় নাই, অন্য এক দিন শ্রীদরবারের অস্তিত্বের প্রমাণ করিয়া তোমার ভ্রান্তি দূর করিব।

সম্রাট আক্‌বরের উক্তি।

৩৫। যখন মৃত্যুর লক্ষণস্বরূপ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিবে তখন নবজীবনসঞ্চারে কৃতজ্ঞতার সহিত সচ্চিন্তা ও সদাচারের প্রমুক্ত ভূমিতে সঞ্চরণে যত্নবান্ হইবে।

৩৬ মন এরূপ চাহে যে সত্য ও সরলতা যাহা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিতে সমাদৃশ তাহা চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

৩৭। প্রথমতঃ আত্মসৌষ্ঠব সাধনে লোকের যত্ন হয়, পরিণামে জ্ঞানসংগ্রহে অনুরাগ হইয়া থাকে। যেন তত্ত্বা লোক প্রজ্বলিত হয়, এবং দ্বৈতভাবের গোলযোগ নির্ব্বাণ লাভ করে।

৩৮। আক্ষেপ ! যৌবনের প্রারম্ভে প্রিয়জীবন উত্তমরূপে গত হয় নাই; আশা যে ভবিষ্যৎ কাল ভাল যাইবে।

৩৯। বিরুদ্ধ প্রকৃতি সাধারণের মনকে বিনষ্ট করে, সুপ্রমাণযুক্ত জ্ঞানও স্বীকার করে না।

৪০। যদিচ বাহ্য ও আন্তরিক সফলতা ঈশ্বরারাধনার উপর নির্ভর করে, তথাপি কিন্তু সন্তানের কল্যাণ প্রথমতঃ পিতৃ পিতামহের প্রসন্নতান্বেষণে প্রতিষ্ঠিত।

৪১। দুঃখের বিষয়, পিতৃদেব অচিরাৎ স্বর্গে চলিয়া গেলেন, আমা দ্বারা তাঁহার উপযুক্ত সেবা হইল না।

৪২। (রাজকুমারদিগকে লক্ষ্য করিয়া) আমার সুবচন তোমাদের ভ্রাতৃস্বরূপ, ইহাকে আদর করিও।

৪৩। হকিম মিরজা স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মরণচিহ্নস্বরূপ, যদিচ সে কৃতঘ্নতার পথ আশ্রয় করিয়াছে, তথাপি তাহার প্রতি দয়া করা ভিন্ন অন্য কিছু আমার পক্ষে শোভা পায় না।

৪৪। কয়েক জন বীর পুরুষ অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল যে, কৌশল করিয়া সেই কলহকারীর প্রাণ সংহার করে, আমি সেই কথায় মনোযোগ বিধান করি নাই, উহা করা মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধ মনে করিয়াছি। তাহাতে সেই প্রিয় স্মরণীয় ব্যক্তি বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইল।

৪৫। স্বভাবতঃ সকলেরই আপনাকে লইয়া ব্যাপার। লোভও ক্রোধের প্রবলতাবশতঃ লোকে অন্যের সঙ্গে লিপ্ত হয়।

৪৬। সংসারে লিপ্ত ব্যক্তিদিগের উচিত যে, কোন ব্যবসায়ে সর্ব্বদা রত থাকে, তাহা হইলে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া নিন্দিত হইবে না, এবং অশুভ ইচ্ছায় আক্রান্ত হইবে না।

৪৭। রাজধানী হইতে ভিক্ষাবৃত্তি উঠিয়া যায় আমার এরূপ চেষ্টা ছিল, বহুলোককে প্রচুর ধন দান করা গিয়াছিল, লোভরোগের জন্য তাহা ফলোপধায়ক হয় নাই।

৪৮। লোভজনিত কামনা আমিত্বের ন্যায় সৎ সাহসিকতার অন্তর্গত নহে, অতএব তাহাকে মনে স্থান দান করা বা অভ্যাস করা উচিত নহে।

৪৯। অন্যের দুঃখানুভব করা ও তাহার উপায় বিধান করাই পীরের (গুরুর) লক্ষণ, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারণ ও বৈরাগ্য বস্ত্র খের্কা পরিধান এবং কথার আড়ম্বরে পীর হওয়া যায় না।

৫০। পথদর্শনের মর্ম্ম পথপ্রদর্শন, মুরিদ (শিষ্য) সংগ্রহ নয়।

৫১। ঈশ্বরের দাসত্ব সহকারে মুরিদ করাতে এরূপ জ্ঞাপন করা হয় যে, কোন এক জনকে নিজের দাস না করা।

৫২। পূর্ব্বে অনেক লোককে বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছি, এবং ইহাকে মোসলমানী বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম, যখন জ্ঞানের উদয় হইল লজ্জিত হইলাম। নিজে মোসলমান না হইয়া অন্য লোককে মোসলমান করা অনুচিত। যে জন বল প্রকাশ করে, সে কবে ধার্ম্মিকের নাম গ্রহণ করিতে পারে?

৫৩। স্বল্প পীড়ন ও শুভান্বেষণ সম্পদ্ ও আয়ু বৃদ্ধির মূল, সংবৎসরে মেষের দুই একটির অধিক সন্তান হয় না, অথচ তাহারা দল পুষ্ট, কুকুরী বহু সন্তান প্রসব করিলেও অল্প।

৫৪। আশ্চর্য্য যে লোকে পথ প্রদর্শন করিবে বলে, এবং পথে দস্যুবৃত্তি করিতে সমুত্থিত হয়।

৫৫। জনসমাজে থাকিয়া গর্হিতাচার হইতে দূরে থাকিবে, এই ঠিক কাজ। অন্যথা নির্জনতা অবলম্বন আরামের স্থল।

৫৬। যদিচ একমাত্র জ্ঞানকে প্রচুর গণ্য করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা কার্য্যে ব্যবহৃত না হইলে সুষ্ঠুতা প্রাপ্ত হয় না। বরং সেই জ্ঞান অজ্ঞানতা হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়।

৫৭। লোকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিবশতঃ নিজেরই অনেক লাভকে ক্ষতি বোধ করে, অন্যের সম্বন্ধে আর কথা কি?

৫৮। লোকে অন্ধতাপ্রযুক্ত নিজের ত্রুটি দেখে না, আপনার লাভের প্রতিই দৃষ্টি বদ্ধ রাখে, মার্জ্জার পারাবতকে আক্রমণ করিলে তাহারা দুঃখিত হয়, এবং যদি মূষিককে আক্রমণ করে তবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই পক্ষী যে কি সেবা করিয়াছে, আর এই উপায়হীন জীব বা কোন্ অসৎপথে চলিয়াছিল।

৫৯। লোভ ক্রোধের সূত্র ছিন্ন না হইলে এই পথে প্রথম পাদসঞ্চার সুদীর্ঘ, জ্ঞানরূপ পরিমাণদণ্ড গ্রহণ করা চাই, তদযোগে পরিমাণ করিয়া চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করিবে।

৬০। প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ উজ্জ্বল হইলে মনুষ্য যাহা স্বতঃ জানিতে সমর্থ তাহা প্রকাশ পায়, ধার করিয়া লওয়া আর আবশ্যক হয় না।

৬১। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন আমাদের পক্ষে বিধেয়, লোকে যদি ঈশ্বরাভিপ্রেত পথে চলে, তবে তাহাদের সঙ্গে বিরোধ করা নিন্দনীয়, অন্যথা লোকের অজ্ঞানতারোগে দয়া করা কর্ত্তব্য।

৬২। যে কোন ব্যবসায়ী স্বীয় কার্য্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা রহিয়াছে, ঈশ্বরসেবাই তাহার প্রধান কার্য্য।

৬৩। ঐশ্বরিক প্রসন্নতা সাধনের শক্তিসঞ্চয়ের জন্য আহার নিদ্রা হয়, দুর্ব্বল মনুষ্য অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আহার নিদ্রাকে লক্ষ্য মনে করে।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

আর্য্যরীতি।

প্রথম প্রস্তাব।

চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ।

ঈশ্বর অনাদি অনন্ত, তাই তাঁহার শক্তি আর সৃষ্টিকৌশলও অনাদি অনন্ত। এই আদি অন্ত বিশিষ্ট ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতম মনুষ্য কোন কালে যে তাঁহার কিংবা তাঁহার সৃষ্টির প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিবে তাহা মানবচিত্ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। আবার একথাও সময়ে সময়ে আমাদের

মনে উদয় হয় যে, যদি তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্টির তত্ত্ব সমুদায় নিতান্তই মনুষ্যের অজ্ঞেয় হইবে তাহা হইলে মনুষ্যের অন্তরে ঈশ্বর কি কারণেই বা তাঁহার ও তাঁহার সৃষ্টির তত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়াছেন। অতএব ইহার দ্বারাই বিশ্বাস করা উচিত যে, ঈশ্বরের সমুদায় তত্ত্ব মনুষ্যের অজ্ঞেয় হইলেও তাঁহার সৃষ্টির প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্র শক্তি অবশ্যই তিনি মনুষ্যকে প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যকে তাঁহার জন্য সময়ে সময়ে যখন আমরা আত্মসমর্পণ করিতে দেখি, তখন এ কথাও সত্য যে সেই করুণাময় তাঁহাকে পাইবার উপযুক্ত বুদ্ধিবলও অবশ্য তাহাকে দিয়াছেন। মনুষ্য চির কালই অন্ধকারের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন সত্যই (আলোকই) প্রাপ্ত হইবে না, ইহা কদাচ তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরসত্ত্বা স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে দয়াময়, প্রেমময় ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারায় চিহ্নিত করেন, তাঁহারা কিছুতেই এমন কথা বলিতে পারেন না যে, ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃজিত হইয়া ও তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া মনুষ্য তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারিবে না।

অনন্ত শক্তিমান্ ঈশ্বর এমনি আশ্চর্য্য কৌশলে জগতের সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তৎসমস্ত দেখিয়াই মানবগণ তাঁহার ও তাঁহার সৃষ্টির স্থূল স্থূল বিবরণ গুলি অনায়াসে বুঝিতে পারে। অনন্ত প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট সমুদায় পদার্থের অভ্যন্তরে বিজ্ঞান, দর্শন, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতিরও সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তাহা না রাখিলে মানবগণ তৎসমুদায় কোথায় পাইল? তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির সংগ্রহ কর্ত্তা মাত্র। বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিকে কোন মতেই আমরা কবির কল্পনা বলিতে পারি না, যদি বলি তবে তাহা আমাদের নিতান্ত ভ্রম। সমস্ত বিজ্ঞান, দর্শন, স্মৃতি পুরাণ, বেদ, ইতিহাস প্রভৃতিকে মানবগণ যে ঈশ্বরের সৃষ্টির অভ্যন্তর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছেন, তাহা কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? তাহা অস্বীকার করিতে না পারিলে কেমন করিয়া তুমি বলিবে যে ঐ সমুদায় কবির কল্পনামাত্র; এবং এ সমুদায়ের মধ্যে ঈশ্বরের ও তাঁহার সৃষ্টির প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই নাই? মনুষ্য ভ্রান্ত (অপূর্ণ), এ জন্য তৎসমুদায়ের মধ্যেও অনেক অসত্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত বেদ, স্মৃতি প্রভৃতিকেই তুমি অসত্য (সার শূন্য) বলিতে পার না। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

আগামী ৩রা কার্ত্তিক রবিবার হইতে ৭ই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বীডনষ্ট্রীটস্থ ৬৫।২ সংখ্যক ভবনে পূর্ব্বাহ্ণ ৯টা হইতে বিশেষ ভাবে উপাসনা ও সন্ধ্যাকালে সঙ্কীর্ত্তন হইবে, এবং আগামী ১১ই কার্ত্তিক সোমবার শারদীয় উৎসব হইবে। কলিকাতার নিকটে যে সমস্ত বিধানবিশ্বাসী বন্ধু বাস করেন ও যে সকল বন্ধু বিদেশ হইতে ছুটী উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করিবেন, আশা করি তাঁহারা উক্ত কয়েক দিবস উপাসনাদিতে যোগ দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার কয়েক দিন যাবৎ কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি বিগত ২০শে আশ্বিন রবিবার বীডনষ্ট্রীটস্থ ৬৫।২ সংখ্যক ভবনে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সসারাম হইতে বেতিয়া, বাঁকিপুর, মোকামা প্রভৃতি স্থানে কয়েক দিন অবস্থানপূর্ব্বক বিধানের কার্য্য করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি এক্ষণ কাঁথি প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন, তথা হইতে বালেশ্বর হইয়া তাঁহার কটকে যাওয়ার কথা আছে।

গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সম্প্রতি ঢাকায় ও ময়মনসিংহে গিয়াছিলেন। তিনি ঢাকাস্থ নববিধানমন্দিরে এবং ময়মনসিংহের ইনিষ্টিটিউশন গৃহে এক একটী বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ঢাকাস্থ দেবালয়েও এক দিন তাঁহা কর্ত্তৃক পারিবারিক উপাসনা নির্ব্বাহ হয়। কলিকাতায় প্রত্যাগমন কালে বাষ্পীয়পোতে বহুসংখ্যক মোন্‌সেফের সঙ্গে তিনি অনেক ক্ষণ ব্যাপিয়া বিধানপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন; সকলে তাঁহার মুখে নবযুগধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

গত শনিবার বীডন উদ্যানে উপাধ্যায় ও ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু নামসাধন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন।

ছাত্রগণ ছুটী উপলক্ষে স্থানান্তরিত হওয়াতে বাইবল শ্রেণী ও ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের কার্য্য আপাততঃ স্থগিত রহিয়াছে।

বিগত ১৫ই আশ্বিন চট্টগ্রামনিবাসী প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাসের পিতৃশ্রাদ্ধ নবসংহিতার বিধিমতে সম্পন্ন হইয়াছে।

চট্টগ্রামস্থ প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস নবসংহিতার ব্যবস্থানুসারে সাধক ব্রত গ্রহণ করিয়া শ্রীদরবারের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন, বিধানজননী তাঁহার ধর্ম্মসাধনে সহায় হউন।

ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় কুমিল্লা অঞ্চলে গমন করিয়াছেন।

গত ২০শে আশ্বিন মালদহস্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্তনীলমণি কোঁড়রের মাতা ঠাকুরাণী পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মালদহে বিধান মতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য উপাধ্যায়ের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন।

সম্প্রতি বম্বে নিবাসী ভ্রাতা নগরকার শিবাজি হাইস্কুল গৃহে "রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং কেশবচন্দ্র সেন এই তিন মহাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ" বিষয়ে ইংরেজিতে প্রথমতঃ এক বক্তৃতা দান করেন, তৎপর "কেশবচন্দ্র সেনের লক্ষ্য" এই বিষয়ে সেই গৃহেই আর এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ভ্রাতা নগরকার এক জন প্রসিদ্ধ কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম। তিনি "আমাদের মণ্ডলীতে কেশবচন্দ্রের পদ" বিষয়ে শিবাজিহলেও আর একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমরা কয়েকটি ভ্রাতা মিলিয়া আচার্য্যের বাল্য জীবনের গূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য আমাদের পরমভক্তিভাজন শোকাতুরা আচার্য্যমাতার নিকটে গিয়াছিলাম। ১২।১৪ দিন জ্বর ভোগের পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাহার পূর্ব্ব দিনমাত্র তিনি অন্ন পথ্য করিয়াছিলেন, তথাপি জননী অত্যন্ত স্নেহ ও আদরের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিয়া প্রায় তিন ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া মনের সুখ দুঃখের অনেক কথা বলিলেন। আচার্য্যের বাল্য জীবনের বহু গূঢ় নূতন তত্ত্ব তাঁহার মুখে শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। আচার্য্যের জীবনচরিতে তাহা সম্বদ্ধ হইবে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে মোহম্মদীয় ঐতিহাসিক সংক্রান্ত একটি নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ হইয়াছিল, তাহাতে এক জনের মোহম্মদ সাজিবার কথা ছিল। ইহার প্রতিবাদ করিয়া কতিপয় উচ্চপদস্থ মোসলমান মহারাজ্ঞী শ্রীশ্রীমতীভিক্টরিয়ার নিকটে আবেদন করেন। তাহাতে রাজ্ঞী সেই নাটক বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কোন এক জন সামান্য লোক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদের সং সাজিবে মোসলমানগণ ইহা সহ্য করিতে পারেন না। নববৃন্দাবনের অভিনয়ের সময় চৈতন্যলীলার অভিনয় করিতে কেহ আচার্য্যদেবের নিকটে প্রস্তাব করেন, তিনি বলেন মহাপুরুষ চৈতন্য কে সাজিবে? আমার তো সাধ্য নাই। হিন্দুরা যাত্রা নাটকে তাঁহাদের উপাস্য দেব দেবী সাজিতেছেন, এমন কি দুশ্চরিত্রা কুলটারা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি সাজিতেছে, তাহা দেখিয়া সকলে ভাবে গদগদ হইতেছেন, কি শোচনীয় হীনাবস্থা।

মুক্তি ফৌজের সর্ব্বপ্রধান নায়ক জেনেরেল বুথের সহধর্ম্মিণী পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে প্রায় ২৫ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কোচবিহার মহারাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে ঢাকা নববিধান সমাজে ৫৲ আমড়াগড়ি সমাজে ৫৲ দান হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরে যাইয়া প্রচার করিবার জন্য তথা হইতে এক ভ্রাতা আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। শারদীয় ছুটীতে নগর প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে, এক্ষণ প্রচারের উপযুক্ত সময় নহে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, গত সেপ্টেম্বর মাসে নিম্ন লিখিত দান প্রচারভাণ্ডারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কুমার	গজেন্দ্র নারায়ণ, দেবীগঞ্জ		১২৲
„ বাবু	প্রসন্নকুমার গুহ, শ্রীহট্ট		২৲
„ „	মধুসূদন সেন,	কলিকাতা	৷৷০
„ „	রাধাগোবিন্দ শাহা, কুমারখালি		২৲
শ্রীমতী	সরলা সুন্দরী ঘোষ,	ছাপরা	২০৲
শ্রীযুক্ত বাবু	হেমেন্দ্র নাথ বসু, বোওয়ালিয়া		১৲
„ „	কৈলাসচন্দ্র বসু, রঙ্গপুর		২৲
শ্রীযুক্ত বাবু	শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, চুঁচড়া		১৲
„ „	হরচন্দ্র মজুমদার, আজমির		১৲
„ „	হরনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা		১৲
„ „	শরচ্চন্দ্র সরকার	„	১৲
„ „	বিপিনবিহারী সরকার	„	১৲
„ „	ভারতচন্দ্র সরকার, নওগাঁ		২৲
„ „	ভগবতীচন্দ্র ঘোষ, ডফ্‌লাটিং		১৲
„ „	প্রেমচাঁদ বড়াল,	কলিকাতা	৩৲
„ „	সিদ্ধেশ্বর সরকার, হুগলি		২৲
„ „	কান্তিমণি দত্ত, রঙ্গপুর		৷৷০
এস্‌, এ,	পিনাগাপানি মুদিলিয়ার, মাদ্রাজ		২৲
শ্রীযুক্ত বাবু	লক্ষ্মণ চন্দ্র আস, মঙ্গলগঞ্জ		১২৲
			৬৩৲

ভাদ্রোৎসবের জন্য দান।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মজুমদার	১৲
	৬৪৲

প্রেরিত।

শ্রীদরবারতত্ত্ব।

শ্রীদরবারের সহিত যোগ রক্ষা।

তৃতীয় পত্র।

নববিধানমণ্ডলীকে অনন্তকাল শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য ভগবান্ কর্ত্তৃক শ্রীদরবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৃক্ষ হইতে পত্র সকল বিচ্যুত হইলে তাহা যেমন শুষ্ক ও গলিত এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীদরবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বিধানবাদীর সেই দশা ঘটে। শ্রীদরবার আমাদের বিধানমণ্ডলীর মস্তক। অন্যান্য বিধানসমাজ ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মস্তক হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিচ্ছেদ এবং মৃত্যু একই কথা। শ্রীদরবারকে স্বীকার না করিলে কি প্রকারে বিধানমণ্ডলীর মৃত্যু সমুপস্থিত হয়, এবং কিরূপে ইহার সহিত যোগ যুক্ত হইলে জীবনের এবং সমাজের কল্যাণ সংসাধিত হয়, অদ্য তাহারই আলোচনা করা যাউক।

শ্রীদরবার প্রেরিতমণ্ডলীর সম্মিলন স্থান। এক জন প্রেরিত লইয়া শ্রীদরবার নহে। কিন্তু সমুদয় প্রেরিতগণ ইহাতে যোগযুক্ত। যুগে যুগে যত ধর্ম্মবিধান সমাগত হইয়াছে, সকলই ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ঈশা, মুষা, ইব্রাহিম মোহম্মদ, গৌরাঙ্গ, বুদ্ধ নানক প্রভৃতি এক এক জন বিধানপ্রবর্ত্তক হইতে এক একটি বিধানের উৎস উৎসারিত হইয়াছে, ইহাঁরা প্রত্যেকেই প্রেরিত সন্দেহ নাই। ইহাঁদের অনুসরণকারী অনেক আছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সহপ্রেরিত এক জনও নাই। যদিও খৃষ্টীয় বিধানে পল প্রভৃতি এবং মোহম্মদীয়

বিধানে আলী প্রভৃতি প্রেরিত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রেরিতত্ব বিধানের অনুসরণে, নূতন বিধান প্রবর্ত্তনে নহে। সুতরাং বলিতে হইবে প্রত্যেক বিধানই তাহার প্রবর্ত্তকের তিরোভাবে পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল বিধান যে কেবল পুরাতন হইয়াছে তাহা নহে, বিধানপ্রবর্ত্তকের তিরোভাবের সময় হইতে যত কাল অতিবাহিত হইতেছে, ততই উহা নানা প্রকার দোষ ও কুসংস্কার এবং অসত্য মিশ্রিত হইয়া বিধানপ্রবর্ত্তকের প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। জলে স্রোত না থাকিলে যেমন তাহাতে নানা প্রকার মলিনতা ও আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়, তেমনি বিধানের স্রোত রুদ্ধ হইলে সাম্প্রদায়িকতা, পাপ, অসত্য, কুসংস্কার প্রভৃতি আসিয়া বিধানকে কলঙ্কিত করে। যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এক্ষণে পৃথিবীবক্ষে দণ্ডায়মান আছে, তাহাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের উক্তির যথার্থতা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। ঈশার সন্তানত্ব, মূষার আদেশানুসরণ, মোহম্মদের বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ, বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তি এখন কোথায়? ইহাঁদিগকে অবলম্বন করিয়া এক একটি সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সকল সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক হইতে অল্প দূরে স্থিত নহে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে অন্যান্য বিধানের যে গতি হইল, নববিধান কেন সেই গতি প্রাপ্ত হইবে না? অন্যান্য সমাজে যেরূপ কুসংস্কার, পাপ, এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, নববিধানসমাজে তাহার পুনরভিনয় কেন হইবে না? নববিধানবাদীর মনে এই প্রশ্নের উদয় হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মণ্ডলীর যে প্রকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা, তাহাতে এই বিচ্ছেদ স্থায়ী হইলে উহা সাম্প্রদায়িকতার কারণ হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শ্রীদরবারভ্রষ্ট ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে কুসংস্কার এবং ভ্রান্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে নববিধান নিত্য কাল নববিধান থাকিবে, এবং আমাদের মণ্ডলী কিরূপে বিশুদ্ধ দেবমণ্ডলী বলিয়া সমাদৃত হইবে তাহা আলোচনা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বয়ং ঈশ্বর নববিধান এবং বিধানমণ্ডলীকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য শ্রীদরবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যিনি সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার আহারের জন্য জননীহৃদয়ে স্তন্যের সংস্থান করেন, তিনি কি তাঁহার নব বিধানের চিরনূতনত্ব রক্ষার জন্য কোন উপায় বিধান করেন নাই? পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিধানে এক এক জন প্রেরিত এক এক ধর্ম্মবিধান প্রচার করিয়াছেন, বর্ত্তমান বিধানে শ্রীকেশবপ্রমুখ একটী প্রেরিতমণ্ডলী নবধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এক জন প্রেরিতকে অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িকতা আসিল, সমুদয় প্রেরিতকে গ্রহণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার মূল বিনষ্ট হইল। যাঁহারা এক প্রেরিতের অনুসরণ করেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক, যাঁহারা সমুদয় প্রেরিতমণ্ডলীর অনুসরণ করেন তাঁহারা নববিধানবাদী। এই জন্য ইহা নববিধানে উক্ত হইয়াছে, "ইহা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ এবং মহর্ষিদিগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগ সাধন।" নববিধানে প্রেরিতসমাগমেরও শেষ নাই, বিধানেরও বিরতি নাই। এই প্রেরিতমণ্ডলী অর্থাৎ শ্রীদরবার প্রভুর যন্ত্রস্বরূপ হইয়া অনন্তকাল নববিধানের বিজয়বার্ত্তা, নব নব সুসংবাদ প্রচার করিয়া জগৎকে পরিত্রাণের দিকে লইয়া যাইবেন। ইহাঁরা আবার একাকী নহেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের প্রবর্ত্তক এবং মহর্ষিগণ ইহাঁদের জীবনে মিলিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীদরবারে প্রেরিতগণের মহাসমন্বয় হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রেরিতগণ ভগবান্ হইতে যখন যে আদেশ, বিধি এবং ধর্ম্ম লাভ করিবেন, তাহাই তাঁহারা প্রচার করিবেন। সুতরাং এ স্থলে কুসংস্কার প্রভৃতির সম্ভাবনা অতি কম। সাম্প্রদায়িকতা তো এখানে তিষ্ঠিতেই পারে না। কেন না পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের প্রেরিতগণ নববিধানে মিলিত হওয়ায় তাঁহাদের অনুবর্ত্তী সম্প্রদায়ও নববিধান কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে গৃহীত হইলেই সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হয়।

শ্রীদরবারে সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইল কিন্তু বিধান সমাগমের দ্বার প্রমুক্ত রহিল। প্রত্যেক বিধান মূল প্রবর্ত্তকের জীবনকালে যে প্রকার বিশুদ্ধ থাকে, পবিত্রাত্মা ভগবানের প্রসাদে শ্রীদরবারে নববিধান নিত্যকাল তদ্রূপ থাকিবে। প্রেরিতগণ ভগবানের বিধান প্রচারের জন্যই প্রেরিত। তাঁহারা ভগবানের হস্তে যন্ত্রস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মের আদেশ ও বিধি শুনিয়া তাহাই জনসমাজে ব্যক্ত করিবেন, নিজের ইচ্ছা, ভাব, মত রুচি তাঁহাদিগের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবে। ব্রহ্মবাণী নিত্য নূতন, প্রেরিতগণের প্রচারিত সত্যও নিত্য নূতন! মা জগজ্জননী প্রেরিতগণের জিহ্বা ব্যবহার করিয়া আপনার বিধান আপনি ঘোষণা করিতেছেন। মনুষ্য বিধানের সহিত নিজের মত ও রুচি মিশ্রিত করিলে উহা মলিন এবং পুরাতন হইয়া পড়ে এবং নূতনবিধানসমাগমের পথ অবরুদ্ধ হয়। কেন না নির্ব্বাণের ভূমিতে ভগবান্ বিধান উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। প্রেরিতগণের হৃদয় নির্ব্বাণের ভূমি কেন না তাঁহারা প্রভুর প্রেরিত এবং নিয়োজিত ভৃত্য। সুতরাং শ্রীদরবারে বিধানের স্রোত অবরুদ্ধ এবং নববিধানের পবিত্র দেহে কলঙ্ক স্পর্শ হওয়া সুকঠিন।

যেখানে যত নববিধানবিশ্বাসী আছেন তাঁহারা সকলে দলবদ্ধ হইবেন। বিধানবিশ্বাসীর পক্ষে দলে অবস্থান করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য; এবং এই সকল দল শ্রীদরবারের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীদরবার সহ এক অভিন্ন দলদেহে পরিণত হইবে। শ্রীদরবার এই দলদেহের মস্তক, বিধানসমাজ ইহার অঙ্গ এবং বিধানবিশ্বাসিগণ ইহার প্রত্যঙ্গরূপে প্রতীয়মান হইবে। মস্তক হইতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত সকলই দলদেহের পক্ষে অপরিহার্য্য, কেহ কাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না, কাহারও উপরে কাহারও প্রাধান্য কি অনুচিত আধিপত্য থাকিবে না। স্বভাবের নিয়মে সকলেই বর্দ্ধিত ও শোভান্বিত হইবে। শোণিত যেমন দেহের সমুদয় অঙ্গে পরিভ্রমণ করিয়া দেহকে সবল ও সুস্থ করে, তেমনি যেখানে যে সত্য প্রচারিত হইবে তাহাই দলদেহকে পরিপুষ্ট করিবে। দেহের সহিত মস্তকের যোগ যেমন জীবন রক্ষার প্রধানতম কারণ, শ্রীদরবারের সহিত দল দেহের যোগ তেমনি। সুতরাং শ্রীদরবার হইতে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু। শ্রীশ। (ক্রমশঃ)

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা ১৭ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৬ ভাগ। ২০ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৮১২ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিনীতভক্তবৎসল, তুমি অনন্ত জীবনের উৎস। তোমার সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধ, তুমি আপনি তাহার অনন্ত জীবন হইয়া অবস্থিতি করিতেছ, তাহার জীবনতো কখনও পুরাতন হইতে পারে না। যদি আমরা মনে করি, আমাদিগের জীবন একাবস্থায় আছে, ইহা নিতান্ত ভুল। যদি এরূপ বলি, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমাদিগের জীবনের যোগ নাই, অথচ জীবন চলিতেছে, এ যে একেবারেই অসম্ভব। জীবনে উত্থান পতন আছে, কিন্তু এই উত্থান পতনের মধ্যে উত্থান স্থায়ী ব্যাপার, পতন উত্থানের দিকে আত্মার বেগ বৃদ্ধির জন্য ক্ষণিক পশ্চাদ্গতি। হে দীনবন্ধু হরি, তুমি যখন জীবের সহায় তখন সে অগ্রসর না হইয়া কি থাকিতে পারে? তোমার টানে সে আকৃষ্ট হইয়া আছে, তোমাকে ছাড়িয়া সে কত দূর পশ্চাদ্দিকে গমন করিতে পারে? যখন জীবের পশ্চাদ্গতি হয়, তখন সহজে তাহার এবং অপরের মনে হয় যে, তোমার সঙ্গে টান বুঝি একেবারে কাটিয়া গেল। সূর্য্যের টান হইতে বরং গ্রহগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া অনিয়ত গতিতে আকাশে ছুট্‌কাইয়া পড়িতে পারে, তবু জীব তোমায় অতিক্রম করিয়া অনন্ত বিনাশের পথে অধঃপাতিত হইতে পারে না। জীব তোমা হইতে দূরে গিয়া এমনই প্রখর তাপে নিপতিত হয় যে, সে তাপ তাহার অতীব অসহ্য হয়, তখন হে সন্তাপনিবারণ, তোমার নিকটে করুণস্বরে প্রার্থনা না করিয়া আর সে থাকিতে পারে না। যখন তুমি তাহার প্রার্থনানুসারে করুণাবারি বর্ষণ কর, তখন কেবল তাহার সন্তাপ নিবারণ হয় তাহা নহে, তখন সে তোমার সান্নিধ্য অনুভব করে, এবং তোমার করুণাবারিযোগে তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট অধ্যাত্মশস্যনিচয় উৎপন্ন হয়। তুমি মহাকর্ষণ শক্তি, তোমার আকর্ষণেরই অপর নাম প্রেম। এই আকর্ষণ হইতেই আমাদিগের জীবনের ক্রমিক ঊর্দ্ধে গতি হইয়া থাকে, এবং উহাই জীবনের অনন্তপ্রবাহের মূল। হে প্রেমস্বরূপ, তোমার সঙ্গে আমাদিগের এই বিশেষ সম্বন্ধ জানিয়া যাহাতে আমাদিগের জীবনকে ক্রমান্বয়ে তোমার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে দি, কখন এই আকর্ষণ হইতে বিমুখগতিতে অধঃক্ষিপ্ত না হই, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শারদীয় উৎসব।

বঙ্গদেশ বহু দিন হইতে শরৎকালের উৎসব সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই উৎসবের সঙ্গে ইহার দীর্ঘকাল যোগবশতঃ ইহা এমন একটি অপ-

রিহার্য্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে যে, এ যোগ কাটিলে বঙ্গদেশের আধ্যাত্মকল্যাণের একটি সুপ্রশস্ত প্রণালী অবরুদ্ধ হইয়া যায়। বিধানাচার্য্য এই ঘনিষ্ঠযোগ স্বীকার করিয়া লইয়া শারদীয় উৎসব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। দুর্গোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া এই উৎসবের ব্যাপার পূর্ণিমায় তিনি পর্য্যবসান করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই উৎসব বঙ্গদেশের ভাবী অভাব পূরণ করিবার জন্য বিশেষ উপযোগী, যাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই উৎসবটিকে বিলুপ্ত হইতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। শ্রীদরবারের ব্যবস্থানুসারে রবি,সোম,মঙ্গল,বুধ ও বৃহস্পতিবার দুর্গোৎসবোপলক্ষে প্রতিদিন বিশেষ উপাসনা এবং সায়ঙ্কালে সঙ্কীর্ত্তন হয়, এবং সোমবার প্রাতঃকাল হইতে সায়ঙ্কাল পর্য্যন্ত শারদীয় উৎসব নির্ব্বাহ হয়। ইহা কিছু আমাদের সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে যে, কলিকাতাস্থ এবং মফঃস্বলস্থ বন্ধুগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া এও যে একটি বার্ষিক বিশেষোৎসব তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

রবিবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্রীআচার্য্যদেবের এই সময়ের বিশেষ প্রার্থনা সকল পঠিত হয়। এই সকল বিশেষ প্রার্থনা এই সময়কার উৎসবের প্রাণস্বরূপ। ভূত কালের সহিত ভবিষ্যতের বিশেষ যোগ এই প্রার্থনাসমূহে নিত্যকাল রক্ষিত হইবে। সময় আসিবে, যে সময়ে প্রার্থনাতে উল্লিখিত পাপসমূহ আর থাকিবে না, কিন্তু কি প্রকার পাপ হইতে এই বঙ্গীয় বিশেষোৎসব ব্যাপারকে উত্তোলন করা হইয়াছে, এই সকল প্রার্থনা তাহা ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে দেখাইয়া দিবে। এই উৎসব মধ্যে যে সকল সামাজিক ও পারিবারিক উৎকৃষ্ট ব্যবহার প্রচলিত আছে, যাহা চিরকাল রক্ষণযোগ্য, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সমাজের সমুন্নত অবস্থার সঙ্গে এই সকল উৎকৃষ্ট ব্যবহার বঙ্গীয়গণের বিশেষ আনন্দ বিধান করিবে। এখন ঐ গুলি কুসংস্কারের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া আমরা যথেষ্ট পরিমাণে আত্মস্থ করিতে পারিতেছি না, সময় আসিবে যে সময়ে আত্মস্থ করিবার প্রতিবন্ধক আর থাকিবে না, এবং সকলে ঐ সকল বিশুদ্ধ আমোদে পারিবারিক আনন্দ পরিবর্দ্ধিত করিবে। এবার বিশেষ ঘটনা বশতঃ অবশিষ্ট শুক্র, শনি, ও রবিবারও উৎসবশূন্য থাকিতে পারে নাই; এবং এই ঘটনা দেখাইয়া দিয়াছে যে, শরৎ ঋতু বাস্তবিকই অতি উৎকৃষ্ট উৎসবোপযোগী ঋতু। গ্রীষ্ম ও শীত ব্যতীত কয়েকটি ঋতুতেই আমাদিগের এক একটি উৎসব আছে। ইহাতে এই দেখাইতেছে যে, যে সময়ে লোকে গ্রীষ্ম ও শীত প্রভাবে অতীব উদ্বিগ্ন থাকে সে সময় ব্যতীত অন্য ঋতুতে উৎসবের উপযোগিত্ব আছে বলিয়া তাহা বিধাতা কর্ত্তৃক উৎসবের অবকাশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ দুই ঋতুকে বিবেকের তীব্র উত্তাপ এবং বৈরাগ্যের বিলাসত্যাগের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া লইলে উৎসবের প্রাস্তুতিক ঋতু বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে। একটি প্রাস্তুতিক ঋতুর পর দুইটি করিয়া উৎসবের ঋতু ইহা কিছু অল্প আশ্চর্য্য সংযোগ নহে। বিধাতার ক্রিয়া নিত্যকাল এই প্রকার পূর্ব্বাপরসম্বন্ধবিশিষ্ট।

রবিবার প্রাতঃকাল হইতে শারদীয় উৎসবের ব্যাপার আরম্ভ হয়। আটটার সময় খাঁটুরানিবাসী দীক্ষার্থী ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডের অভিষেক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া উপাসনার প্রথমাঙ্গ সমাধার পর দীক্ষা হয়। দীক্ষানন্তর স্তোত্র ও প্রবচন পাঠ, তদনন্তর আচার্য্যদেবের শারদীয় উৎসবের প্রার্থনা পঠিত হয়। এই প্রার্থনার ভাবানুসরণ করিয়া যে উপদেশ হয়, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, হেমন্ত ও বসন্ত ঋতু পর্য্যায়ক্রমে গতায়াত করিতেছে। যখন গ্রীষ্মের উত্তাপে পৃথিবী উত্তপ্ত হয়, প্রখর তাপে লোক সকল অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে, জলের জন্য পৃথিবী তৃষিত, লোক সকল জলাভাবে কাতর তখন স্বর্গ হইতে বারি বর্ষিত হইয়া থাকে। বর্ষার জলে পৃথিবীর

উত্তপ্ত ভূমি সিক্ত হইল, নিম্ন ভূমি সকল জলে পূর্ণ হইল, লোকের গ্রীষ্ম জন্য তাপ নিবারণ হইল। বর্ষার জলে মেদিনী সিক্ত হইয়া রসযুক্ত হইয়া প্রচুর শস্য উৎপাদনে সমর্থ হইল, শরতে ক্ষেত্র সমুদায় হরিদ্বর্ণ শস্যসমূহে পূর্ণ হইল, কৃষকের হৃদয়ে আনন্দ বাড়িল, বৃক্ষের পত্র সকল জলাভিষেকে অতি নির্ম্মল হইল, চারিদিকে অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইল। দেখিতে দেখিতে হেমন্ত ও পরে শীত আসিল, বৃক্ষসমুদায় পত্রহীন হইয়া পড়িল। আর সে শোভা নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, শীতে সমুদায় জীব অবসন্ন। জড়তা আসিয়া সকলকে অধিকার করিল। প্রকৃতি নির্ঝুম, কিন্তু এ অবস্থা কত দিন থাকে ? বসন্তের আগমে আবার জড়তা অল্পে অল্পে ঘুচিতে লাগিল, বসন্তের আগমনের আয়োজন হইতে লাগিল। শীত ও বসন্তের সন্ধিস্থলে আবার প্রকৃতি সজীব হইলেন, বসন্তাগমে কুসমোদ্গমে বৃক্ষ লতা সমুদায় হাসিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমান্বয়ে বহির্জগতে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, এক দিনের জন্যও কোন একটী অবস্থা স্থির থাকে না, অবস্থার পর অবস্থা আসিতেছে যাইতেছে। আমরা বহির্জগতে যাহা দেখিতেছি, অন্তর্জগতেও সেইরূপ নিয়ত ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেহের অবিশুদ্ধ রস, ভূমির অবিশুদ্ধ রস উত্তাপে শুষ্ক করিবার জন্য গ্রীষ্মের সমাগম, মনের অপবিত্র রস শোষণ করিবার জন্য প্রখর বিবেকসূর্য্যের অভ্যুদয়। বিবেকের তেজ সহ্য করে কাহার সাধ্য ? জীবের দেহমনের অপবিত্র রসে যে ঘোর বিকার উপস্থিত হইয়াছে তাহার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক হইয়া বিবেক উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রোগী ভীত ত্রস্ত শুষ্ককণ্ঠ। তাঁহার কথা কুপথ্যাশী রোগীর কর্ণে অতীব তীব্র। সে কুপথ্য সেবন করিতেছে, রোগ বাড়িতেছে, বিবেকের ব্যবস্থানুসারে সুপথ্য সেবনে তাহার কিছুতেই অভিরুচি নাই। সে কুবৈদ্য কল্পনার হাতে চিকিৎসিত হইবার জন্য একান্ত আকুল। সে যে তাহার মনের মত কুপথ্য সকল ব্যবস্থা করে, শুদ্ধ ব্যবস্থা করে তাহা নহে, আপনি যোগাইয়া দেয়। বিবেক যখন চিকিৎসক হইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন উপস্থাতা (রোগীর শুশ্রূষাকারী) বৈরাগ্যকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ইনি বহির্জ্জগতের শীত ঋতুর সদৃশ। কোন প্রকার বিলাসসম্ভূত অলঙ্কারে ইহার দেহ ভূষিত নয়। ইনি গৈরিক বস্ত্রে আবৃত, অক্ষমালা ও কমণ্ডলুতে হস্তদ্বয় বিভূষিত। ইহাতে রোগীর মন আরো বিকল। ইনি যেখানে উপস্থিত, সেখানে কুপথ্য সেবনের কোন উপায় নাই। এক দিকে বিবেক চিকিৎসক, আর এক দিকে বৈরাগ্য উপস্থাতা, মাঝখানে আনন্দময়ী জননীর সুস্নিগ্ধ চরণ বিদ্যমান। তাঁহার চরণস্পর্শে হৃদয়ক্ষেত্র বিবিধ স্বর্গীয় শস্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। প্রখর গ্রীষ্মের পর বর্ষার সমাগম হয়, গ্রীষ্মই বর্ষার হাত ধরিয়া উপস্থিত করিয়া দেয়। গ্রীষ্ম যে রস ও জল ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল, তাহাই বারিধারা হইয়া ভূতলে অবতরণ করিল। বিবেক যখন চিকিৎসক হইয়া চিকিৎসা করেন, তখন তাঁহাকে রোগী রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করে, কিন্তু রোগান্তে যখন আরোগ্য স্নান জন্য শান্তিজলপূর্ণ কলস লইয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিতে আইসেন, তখন রোগী তাঁহার সহাস্য মুখ দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়। তাঁহারই শান্তিকলসধারা স্বর্গের বাণীরূপে সুস্থচিত্ত সুস্থমনা মানবের নিকটে উপস্থিত। শীত ঋতু দেখিতে অতি ভীষণ, কিন্তু তাহার পশ্চাতে হেমন্ত ও বসন্ত বিরাজমান। বৈরাগ্যের ভূমিতে অনুরাগকুসুম প্রস্ফুটিত হয়, অন্যত্র উহার জন্ম অসম্ভব। গ্রীষ্ম ও শীত অগ্রে ও মধ্যে অবস্থিত করিয়া যেমন বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকে আনয়ন করে, বিবেক ও বৈরাগ্য তেমনি অগ্রে মধ্যে স্থিতি করিয়া প্রেম, পুণ্য, বল ও আনন্দ আনয়ন করে। যাহারা মনে করে, কেবল বাহিরেই ঋতু পরিবর্ত্তন ক্রমান্বয়ে হইতেছে, অন্তর রাজ্যে একই অবস্থা চলিতেছে, তাহাদের নিতান্ত ভ্রম। যে ভগবান্ বাহিরে ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন, তিনিই অন্তর রাজ্যে ঋতু পরিবর্ত্তন

সংঘটিত করিতেছেন। পাপের অপরসে মুগ্ধ হইলে কে মনুষ্যকে ভয়ানক দাবদাহে দগ্ধ করে? কেই বা শীতল বারিবর্ষণ করিয়া তাহাকে সুশীতল করে? পাপের রাজ্য ছাড়িয়া যখন ঈশ্বরের দিকে সে অগ্রসর হয়, কে সুন্দর মনোহর স্বর্গের দৃশ্য মধ্যে তাহাকে লইয়া যায়? জীবজীবনে ক্রমান্বয়ে এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহার চক্ষু আছে, সেই কেবল এ সমুদায় দর্শন করে। যাহারা বিশ্বাসী তাহারা এই বিচিত্র ব্যাপার নিরন্তর দেখে বলিয়া কখন অবসন্ন হয় না। মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় জীবহৃদয়ের পাপ অপবিত্রতার উত্তাপ বিনষ্ট ও মনের মালিন্য প্রক্ষালিত হইয়া হৃদয় স্নিগ্ধ হয়, শুদ্ধ হয়, সুখী হয়, ইহাই বিধাতার অখণ্ড্য বিধান। এই বিধানে বিশ্বাসী ব্যক্তির মন কখন নিরাশা কর্তৃক অধিকৃত হয় না। শরতের সুস্নিগ্ধ পূর্ণ চন্দ্রের জোৎস্নার ন্যায় ভগবানের চরণের সুশীতল ছায়ায় নিরন্তর বাস করিয়া সে নিয়ত কাল সুখে স্থিতি করে।"

বেলা তিনটা হইতে হদিস, আকবরের উক্তি, জীবনবেদ ও ব্রহ্মগীতোপনিষৎ পঠিত এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত হয়। সায়ঙ্কালে প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তনের পর ভাই দীননাথ মজুমদার উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি যে উপদেশ দান করেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, এই শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র ভক্তের হৃদয়কে মুগ্ধ ও পাগল করে। কেবল চন্দ্র কেন, সমুদায় প্রকৃতির মধ্য হইতে অপূর্ব্ব রসের অভ্যুদয় হইয়া সাধকের হৃদয়কে পরিপুষ্ট ও সমুন্নত করে। বহির্জগতে পর্য্যায়ক্রমে ঋতু সকলের গমনাগমন হইতেছে, বিধাতার ক্রিয়ার কখনও পর্য্যবসান নাই। সকল সাধকের পক্ষে কর্ত্তব্য এই যে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রাণের ভিতরে অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার করিয়া লন। ভগবানের বিশেষ কৃপায় আমরা শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করিলাম, এই উৎসবে পরবর্ত্তী উৎসবের দান সম্ভোগের আশা আমাদিগের হৃদয়ে বিশেষ-রূপে উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে। ভগবানই আমাদিগের হৃদয়ের নিত্য কালের আশা, আমরা সর্ব্বাবস্থায় প্রণত ভাবে তাঁহারই চরণাশ্রয় করিয়া যেন স্থিতি করি, কখন কোন কারণে যেন আমাদিগের মন বিচলিত না হয়।

শব্দ ও ভাব।

বিধানের সময়ে শব্দ ও ভাবের একত্র সমাগম হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু শব্দ যে প্রকার জনসমাজ সহজে গ্রহণ করে, ভাব সে প্রকার সহজে গ্রহণ করে না। শব্দ বাহ্য, ভাব আন্তরিক ব্যাপার। বহির্ম্মুখ মনুষ্য এ জন্যই শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। পৃথিবীতে বহু বিধান আসিয়াছে, তাহাদিগের শব্দ রহিয়া গিয়াছে, ভাব তিরোধান করিয়াছে। ভাব বিনা এই সকল শব্দ মৃত ইহা আর কে অস্বীকার করিবে, কিন্তু ভাব না থাকিয়া শব্দ থাকে কেন, ইহা অবশ্য বিবেচ্য। জলের প্রণালীর জল যখন শুকাইয়া যায় তখন তাহার সঙ্গে প্রণালী বালুকাপূর্ণ হইয়া সমভূমি হইয়া যায় না, জলশূন্য প্রণালী অবস্থিতি করে। আকাশ হইতে যখন জলবর্ষিত হয়, তখন এই প্রণালী গুলি জলে পূর্ণ হইয়া উঠে, এবং তাহার বেগ ও স্রোত দর্শন করিয়া আর কখন মনে হয় না যে, এই সকল প্রণালী কখন শুষ্ক ধূলিমাত্র-সার ছিল। সজল জলপ্রণালীর ন্যায় বিধানে শব্দ ও ভাব সংযুক্তরূপে অবতরণ করে। ভাব অতি তরল সামগ্রী, সংসারের তীব্র তাপে শীঘ্র উহা বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া প্রণালীবৎ শব্দ পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে। আবার বিধানের সময় যখন স্বর্গ হইতে বারিবর্ষণ হয়, তখন যেখানে যতগুলি শব্দ প্রণালী থাকে জলপূর্ণ হইয়া অতিবেগে অনন্ত জলধির দিকে ধাবিত হয়।

আমাদের বর্ত্তমান বিধানে শব্দ অবতরণ করিয়াছে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের অবতরণ হয় নাই এ কথা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু আমাদের অনেকের পক্ষে শব্দই রহিয়া গিয়াছে,

তাঁহারা ভাবাধিকার করিতে পারেন নাই। যাঁহারা কেবল শব্দ অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা জলশূন্য প্রণালীর ন্যায় স্রোতঃশূন্য, তাঁহাদিগের জীবন অনন্তের দিকে ধাবিত নহে, সংসারের কোলাহল মধ্যে তাঁহাদিগের নিয়ত বাস। অনন্ত উন্নতি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কথার কথা। তাঁহারা ইহা মনে করিতে পারেন না যে স্বর্গ হইতে ক্রমান্বয়ে বারি বর্ষিত হইয়া কোথাও শব্দরূপ প্রণালী জলপূর্ণ হইয়া বেগে অনন্তজলধির দিকে ধাবিত হইতেছে। তাঁহাদিগের নিকটে সকলই মৃত ও নির্জ্জীব। ভাবশূন্য শব্দশাস্ত্রের ব্যবহার তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্য। এই সকল লোকের সংখ্যা অধিক। ব্রাহ্মসমাজে ইহার যেমন আধিক্য, অন্যান্য সম্প্রদায়ে তেমনই আধিক্য। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা নববিধানবাদী বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদিগের মধ্যেও এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। শব্দের বিমুগ্ধ করিবার সামর্থ্য আছে, জলশূন্য শ্বেত বালুকাময় প্রণালীর কোন শোভা নাই, ইহা কোন্ ব্যক্তি বলিবে? শব্দে বিমুগ্ধ হইয়া অনেকে আপনাদিগকে নববিধানবিশ্বাসী মনে করিতে পারে, কিন্তু ভাবরূপ জলের অভাবে ইহা যে নামমাত্র বিশ্বাস, ইহা এ বিধানের লোকদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

শব্দ নির্জ্জীব, ভাব তাহার প্রাণ। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে বৃদ্ধি আছে। ভাবযুক্ত শব্দ কি প্রকারে বর্দ্ধনশীল হইবে, এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এরূপ সন্দেহ বৃথা। যাঁহারা ভাব ও শব্দ এ উভয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আর এ সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। শব্দ যেমন চিরকাল তেমনই থাকে, কিন্তু উহা যে ভাবের ব্যঞ্জক সেই ভাব অনন্তের দিকে ক্রমান্বয়ে ধাবিত। 'সত্য' এই শব্দটি যেমন তেমনই আছে, কিন্তু সত্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। 'সত্য' এই শব্দ চির দিন একই আকারে অবস্থিতি করিবে, কিন্তু উহা যাহার ব্যঞ্জক সেই ভাব বা অর্থ আজ যাহা আছে কল্য তাহা বাড়িবে, ক্রমান্বয়ে এইরূপ বাড়িতে থাকিবে। যাঁহারা শব্দ, বাক্য, বা বাক্যাবলীর নামে ভীত হন, তাঁহারা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া না দেখিয়া ভীত হন, কিন্তু যদি ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকে না। যে হৃদয়ে স্বর্গ হইতে ক্রমান্বয়ে ভাবের স্রোত বহিতেছে, সে শব্দরূপ প্রণালী অবলম্বন করে। কিন্তু সে প্রণালী আর তো মৃত থাকিতে পারে না, নব নব জলের সমাগমে বেগবান্ প্রবাহ হইয়া ক্রমান্বয়ে অনন্তের দিকে ধাবিত হয়। ঈদৃশ ব্যক্তি মৌখিক শব্দ ব্যবহার করুক, কিছুতেই সে মৃত শব্দ ব্যবহার করিতেছে না, উভয়বিধ প্রণালীর ভিতর দিয়াই স্বর্গের নব নব বারি প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যুর ভাব দূর করিয়া দিতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মসমাজে এবং নববিধানবাদিগণমধ্যে শব্দের আধিক্য ভাবের অভাব হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া আচার্য্যদেব যে প্রার্থনা করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, সকলে এই প্রার্থনা পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কি অবধারণ করুন।

আচার্য্যের প্রার্থনা।

২১ এপ্রিল। ১৮৮৩

হে দয়াসিন্ধু, হে পতিতপাবন, শব্দের সঙ্গী অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবের সঙ্গী অল্প। এক কথা আমরা অনেকে ব্যবহার করিতেছি, তাহাতে মনে হয় আমাদের মন এক, দল বড়। কিন্তু যখন ভাবের দিকে তাকাই সেই ঐক্য বিবাদের মত হয়, মিলনের স্থানে স্বতন্ত্রতা দেখি, আর আমাদের অতি কম লোক, এই কথা মনে হয়। "আমরা ব্রাহ্ম" এই কথা বলিলে অনেক লোক পাই, আমরা নববিধানবাদী বলিলে তার চেয়ে কম লোক পাই, ইহাতেও কথাতে অনেক লোকের মিল হয়, কিন্তু ভাবে অনেক অমিল। আমরা সকলে বলি নববিধান মানি। কিন্তু এক জনের নববিধান আর এক জনের নয়, এক জনের ঈশ্বর আর এক জনের নয়। ভাবের ঘরে আমাদের ছোট দল; শব্দের ঘরে অনেক লোক। আমরা কতকগুলি কথা লইয়া নাড়া চাড়া করি, বলি আমাদের দল ভারি। পিতা কিরূপে আমাদের মধ্যে

ভাবের মিল রহিবে? হে দীননাথ, আমাদের এরূপ বাহ্যিক অসার ঐক্য কত দিন আমাদিগকে সুখী রাখিবে? সকল বিষয়ে যথার্থ কি সকলের এক মত হইয়াছে? যথার্থ বিবেকী হওয়া চরিত্রের মিল হওয়া তা'কি আমাদের হইয়াছে? ভাবের ঘরে তো মিল নাই! নীতিসম্বন্ধে আমরা সহস্র প্রকার অর্থ করিতেছি, অথচ কেউ শুদ্ধ নয়। পিতা, শব্দেতে যেমন মিলিয়াছে, ভাবেতে তেমনি মিলাও। কেবল শব্দেতে যথার্থ মিল হয় না ভাবেতেই মিল হয়। আমরা মর্ম্ম কিছুই বুঝি না, অথচ বলি আমরা ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ মানি, আদেশ, নববিধান মানি। মা, কিরূপে তবে মিল হবে? সকলে এক এক রকম বিশ্বাস করিতেছে। পিতা, মনের ভিতর পবিত্রাত্মা হইয়া আসিয়া শব্দের অর্থ বুঝাইয়া দাও। তাহা হইলে এক পরিবার হইয়া থাকিতে পারিব। শব্দ অনেক শিখিয়াছি, এখন এই কর যে, ভাবের অর্থ বুঝিয়া লই। তোমার মুখ দেখা কি, ভাই ভগ্নীকে ভালবাসা কি, শত্রুকে ক্ষমা করা কি, যোগ সাধন কি, এ সব কিছুই বুঝিনা, জানি না। কথার অর্থ বুঝিয়া সেই গুলি সাধন করিয়া ভাবেতে মিলিত হই। দয়াময়, সকলকে দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার বিদ্যালয়ের দীন শিষ্য হইয়া তোমার চরণতলে শব্দের অর্থ বুঝিয়া লই, এবং ভাবে এক হই, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

শুদ্ধতা যোগের মূল। শুদ্ধ বুদ্ধ নির্ম্মুক্ত স্বভাব ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হইতে গেলে শুদ্ধতার কেনই বা প্রয়োজন হইবে না? মহর্ষি ঈশা এই জন্যই বলিয়াছেন "নির্ম্মল চিত্তেরা ধন্য কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।"

ঈশাকে মধ্যবিন্দু করিয়া সমুদায় মহাজনগণের সঙ্গে যোগ নিষ্পন্ন করিতে হইবে, এ কথা শুনিতে পক্ষপাত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যোগ কোথায়? পুণ্যভূমিতে। পুণ্য কোথায়? ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মানবেচ্ছার পূর্ণ মিলনে। সাধুতে সাধুতে এই ভূমিতে যোগ, অন্যত্র কোথাও নহে।

কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট, এ দুইয়ের মধ্যে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে, ইহা লইয়া মহা গোল চলিতেছে। এক জন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি, আর এক জন য়িহুদী ধর্ম্মের প্রতিনিধি। যে দুই জাতি ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ, তাহাদের এই দুই প্রতিনিধিকে জগৎ হইতে কে বিলুপ্ত করিতে পারে? কৃষ্ণের সঙ্গে চৈতন্যের যোগ, খ্রীষ্টের সঙ্গে লুথারের যোগ, কৃষ্ণ খ্রীষ্টে প্রবিষ্ট, হিন্দুধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত। এ দৃশ্য কাহার মন না আকর্ষণ করে?

হদিস।

নমাজের প্রণালী।

বাহ্যিক প্রক্রিয়া।

২য়।

আবু হমিদোঃ সায়েদী বলিয়াছেন;—আমি হজরত মোহম্মদের দশজন সহচরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলাম যে, আমি তোমাদিগকে হজরতের নমাজপ্রণালী জ্ঞাপন করিব। তাহাতে তাঁহারা বলেন, তবে ব্যক্ত কর। তখন আমি বলি;—যখন হজরত নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইতেন তখন স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া তাহা স্কন্ধদেশের সম্মুখভাগপর্য্যন্ত ধারণ করিতেন, তৎপর তক্‌বির (আল্লাহো আক্‌বর) বলিতেন, তদনন্তর পাঠ করিতেন (১)। তৎপর তক্‌বির বলিতেন, এবং আপন করদ্বয় স্বীয় স্কন্ধদেশের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত উত্তোলন করিতেন। তদনন্তর রকু (২) করিতেন, এবং উভয় করতল উভয় জানুদেশের উপর রাখিতেন, তৎপর সরলভাবে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন স্বীয় মস্তক অবনমন ও উন্নমন করিতেন না, তৎপর মস্তক উত্তোলন করিতেন। তখন "সমেয়াল্লাহো লেমন্ হম্‌দোহু" (যে ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা করিলে ঈশ্বর শ্রবণ করিলেন,) বলিতেন। তদনন্তর সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া হস্তদ্বয় স্কন্ধদেশের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত উন্নমিত করিতেন, তৎপর আল্লাহো আক্‌বর বলিতেন। তদনন্তর ভূমির দিকে নমস্কারের ভাবে অবনত হইতেন, তখন স্বীয় হস্তদ্বয় আপন পার্শ্বদেশ হইতে বিশ্লিষ্ট করিতেন, এবং স্বীয় পদদ্বয়ের অঙ্গুলি সকল উন্মুক্ত করিতেন। তদনন্তর স্বীয় মস্তক উত্তোলন এবং স্বীয় বাম পদ স্থাপন করিতেন, তখন তদুপরি ভর করিয়া উপবিষ্ট হইতেন। তৎপর সরলভাবে এতদূর বসিতেন যে সমুদায় অস্থি সোজাভাবে স্ব স্ব স্থানে পুনর্যুক্ত হইত। তদনন্তর নমস্কার করিতেন। তৎপর "আল্লাহো আক্‌বর" বলিতেন ও আপন মস্তক উত্তোলন এবং স্বীয় বাম পদ স্থাপন করিতেন। তখন তদুপরি উপবিষ্ট হইতেন, তৎপর সরলভাবে এতদূর বসিতেন যে সমুদায় অস্থি স্ব স্ব স্থানে পুনর্যুক্ত হইত, তদনন্তর দণ্ডায়মান হইতেন। তৎপর দ্বিতীয় রকাতে (নমাজের দ্বিতীয় অঙ্গে) এইরূপ আচরণ করিতেন। তদনন্তর যখন দুই রকত সমাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান হইতেন, যেমন নমাজের উদ্বোধনের মধ্যে বলিয়াছেন তখন সেইরূপ তক্‌বির বলিতেন এবং আপন হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া উভয় স্কন্ধের সম্মুখ ভাগ পর্য্যন্ত ধারণ করিতেন, তদনন্তর স্বীয় অবশিষ্ট নমাজে এইরূপ কার্য্য করিতেন। যাহাতে "তস্‌লিম" (সলাম করা) হয় যখন সেই নমস্কার হইত, তখন তিনি স্বীয় বাম পদ বাহির করিতেন, এবং নিতম্বের বাম ভাগে ভর করিয়া বসিতেন। তৎপর তস্‌লিম করিতেন।" তাঁহারা

(১) ফাতেহার স্তোত্র প্রার্থনাদি।

(২) নমাজের এক অঙ্গ সমাপ্ত হইলে যে মস্তক ও পৃষ্ঠ অবনমন করা হয় তাহাকে রকু বলে।

(হজরতের দশ পারিষদ) বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ, হজরত এই প্রণালীতেই নমাজ পড়িতেন। আবু হমিদের হদিসে উক্ত হইয়াছে যে, তৎপর তিনি রকু করিতেন, পরে স্বীয় হস্তদ্বয় জানু দ্বয়ের উপর স্থাপন করিতেন যেন উহা ধরিয়া রাখা হইত, স্বীয় হস্তদ্বয়কে ধনুগুর্ণের ন্যায় করিতেন, তখন আপনার উভয় পার্শ্বদেশ হইতে তাহাকে বিশ্লিষ্ট করিতেন। তৎপর নমস্কার করিতেন, স্বীয় নাসিকা ও ললাটদেশ ভূমিতে সংলগ্ন করিতেন এবং আপনার পার্শ্বদেশ হইতে স্বীয় হস্তদ্বয় বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার উভয় করতল স্বীয় স্কন্ধ দ্বয়ের সম্মুখ ভাগে রাখিতেন, এবং যে পর্য্যন্ত নমস্কার সমাপ্ত না হইত সে পর্য্যন্ত স্বীয় উভয় জঙ্ঘাতে তাহাদের কিছুর উপরে ভর না রাখিয়া উদর বিশ্লিষ্ট করিতেন। তৎপর বসিতেন, তখন স্বীয় বাম পদ পাতিত করিয়া তাহার অগ্রভাগে দক্ষিণ পদের মধ্যভাগ রাখিতেন, এবং আপনার দক্ষিণ হস্ত স্বীয় দক্ষিণ জানুর উপরে ও বাম হস্ত বাম জানুর উপর স্থাপন করিতেন, স্বীয় অঙ্গুষ্ঠযোগে এশারা করিতেন, দুই রকতের মধ্যে যখন বসিতেন (৩) তখন স্বীয় বাম পদের মধ্য ভাগে ভর দিয়া বসিতেন, এবং দক্ষিণ পদ (তদুপরি) স্থাপন করিতেন। যখন তিনি নমাজের চতুর্থ অঙ্গে উপস্থিত হইতেন তখন বাম নিতম্বযোগে ভূমির দিকে ঝুঁকিয়া উভয় চরণকে এক পার্শ্ব হইতে বাহির করিতেন।

ওয়ায়েল বলিয়াছেন যে, আমি দেখিয়াছি হজরত মোহম্মদ নমাজে দণ্ডায়মান হইয়া আপন হস্তদ্বয় এতদূর উত্তোলন করিয়াছেন যেন তাহা স্কন্ধদেশের শিরা পর্য্যন্ত সংলগ্ন হইয়াছে, এবং স্বীয় অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কর্ণদ্বয়ের সম্মুখীন করিয়াছেন, তৎপর আল্লাহো আক্‌বর বলিয়াছেন।

এক ব্যক্তি মস্‌জেদে উপস্থিত হইয়া নমাজ পড়েন, তৎপর হজরতের নিকটে আসিয়া সলাম করেন, তখন তিনি বলেন, তুমি পুনর্ব্বার নমাজ পড়, যেহেতু তোমার নমাজ পড়া হয় নাই। তখন সেই লোকটি বলেন, প্রেরিত পুরুষ, আমি কেমন করিয়া নমাজ পড়িব, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। তাহাতে তিনি বলেন, যখন তুমি কেব্‌লার অভিমুখীন হইবে, তখন "তক্‌বির" বলিবে, তৎপর কোরাণের প্রথম সুরা "এবং মাশায়া" ইত্যাদি পড়িবে। পরে যখন তুমি রকু করিবে তখন স্বীয় উভয় করতলকে স্বীয় জানুদ্বয়ের উপরে স্থাপন করিবে, এবং স্বীয় রকুকে স্থিরতর করিয়া স্বীয় পৃষ্ঠদেশকে প্রসারিত করিবে। পরিশেষে যখন তুমি সমুত্থিত হইবে তখন আপন পৃষ্ঠাস্থিকে দাঁড় করাইবে, এবং নিজের মস্তক এতদূর পর্য্যন্ত উন্নমিত করিবে যেন অস্থি সকল তাহাদের সংযোগস্থানে পুনঃ স্থাপিত হয়। পরে যখন নমস্কার করিবে তখন নমস্কারে স্থির রহিবে, অনন্তর যখন নমস্কার হইতে উঠিবে তখন স্বীয় বাম জঙ্ঘার উপর ভর দিয়া বসিবে। তৎপর প্রত্যেক রকতে ও নমস্কারে স্থিরভাবে এইরূপ আচরণ করিবে। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে;—যখন তুমি নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতে উদ্যত হইবে তখন ঈশ্বর যেরূপ তোমাকে আদেশ করিয়াছেন তদনুরূপ অজু করিবে। তৎপর সাক্ষ্য দানের বচন পড়িবে, পরে দণ্ডায়মান হইবে। অবশেষে যদি তোমার সঙ্গে কোরাণ গ্রন্থ থাকে পাঠ করিবে, পরে ঈশ্বরের প্রশংসা করিবে ও আল্লাহো আক্‌বর ও লাএলাহ্ এল্লেলাহ বলিবে, তৎপর রকু করিবে। (রফাআ)

হজরত বলিয়াছেন, দুই দুই বার করিয়া নমাজ হইবে, প্রত্যেক দুই রকতে সাক্ষ্য দানের বচন (আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, সেই ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই, এবং মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত) পড়িবে, এবং বিনম্র হইবে ও কাতরোক্তি করিবে ও দীনতা প্রকাশ করিবে। তৎপর স্বীয় হস্তদ্বয়কে উত্তোলন করিবে, উভয় হস্তকে স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে আপন মুখ মণ্ডলকে মধ্যস্থলে রাখিয়া সম্মুখভাগে উঠাইবে, এবং বলিবে, হে প্রভো, হে প্রভো। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে না, সে নমাজ সম্পূর্ণ করে না। (ফজল)

(৩) রকত নমাজের অংশ চতুর্থাংশ কিংবা অর্দ্ধাংশ, এক এক রকতে রকু অর্থাৎ পৃষ্ঠ ও মস্তক অবলম্বন হইয়া থাকে।

সম্রাট্ আক্‌বরের উক্তি।

৬৪। যদিচ নিদ্রায় শারীরিক স্বচ্ছন্দতা সাধিত হয়, কিন্তু সজীবতা ঈশ্বরের বিশেষ দান, জাগরণে কালযাপন করাই শ্রেয়ঃ। জাগরণই সজীবতার লক্ষণ।

৬৫। দূরদর্শী লোকে কোন বিষয়ে কষ্ট বোধ করেন না, তাঁহারা সাময়িক ক্লেশ সঙ্কটকে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মনে করেন।

৬৬। জ্ঞানী লোকে জীবিকার জন্য ভাবিত হন না, তাঁহারা দাস দাসী হইতেও শিক্ষা লাভ করেন।

৬৭। যিনি দর্শন করিবার দৃষ্টি শ্রবণ করিবার শ্রোত্র ধারণ করেন তিনিই ভাগ্যবান্।

৬৮। শিশুগণ সৃষ্টিরূপ উদ্যানের নবতরুস্বরূপ, তাঁহাদের প্রতি প্রীতি স্থাপনে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন হয়।

৬৯। যে মুদ্রাতে পরমেশ্বরের নাম অঙ্কিত আছে, তাহাকে তুচ্ছ কার্য্যে উৎসর্গ করা অত্যন্ত গর্হিত।

৭০। লোকে ঈশ্বরানুগত্যস্বীকারে এইরূপ ইচ্ছা করে যে, যে উপকারে অন্যকে লজ্জিত করে তাহা হইতেও যেন তাহারা দূরে স্থিতি করে।

৭১। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে ঈশ্বরসাধনা, এই উপায়েই বহুসাধক সিদ্ধ হইয়াছেন, অন্যথা অনেক লোকের সোপান পর্য্যন্তই সিদ্ধি।

৭২। যখন সুব্যক্ত শারীরিক রোগে বহু চিকিৎসকসত্ত্বেও চিকিৎসায় ত্রুটি হইতেছে, তখন অব্যক্ত আধ্যাত্মিক রোগে যাহার চিকিৎসা অব্যক্ত কেমন করিয়া সহজে তাহার প্রতীকার হইবে।

৭৩। উপদেশ গ্রহণ বয়ঃক্রম ও সম্পদেতে নির্ভর করে না, সত্য গ্রহণে অনধিকবয়স্ক ও নির্ধনদিগকে অন্য লোক অপেক্ষা হীন মনে করিবে না।

৭৪। পয়গম্বর (সুসংবাদবাহক) অশিক্ষিত ছিলেন, ধর্ম্মানুরাগী জনের উচিত যে, স্বীয় পুত্রগণের এক জনকে তদনুরূপ রাখিয়া দেন।

৭৫। যখন কবিদিগের কবিতার ভিত্তি অসত্যের উপর স্থাপিত, তখন আমার অন্তরে তাহা স্থান প্রাপ্ত হয় না।

৭৬ বাজিকরেরা হস্ত ও পদযোগে তাল রাখে, এবং কবি রসনার তাল রাখিয়া থাকে।

৭৭ যে ব্যক্তি অপরের কবিতাকে উত্তমরূপে উদ্ধৃত করে, অথবা উপযুক্তস্থলে পাঠ করে, সে সেই কবির ও নিজের মর্য্যাদা প্রকাশ করিয়া থাকে।

৭৮। একজন সাধক বহুভোজনে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি এক তত্ত্বজ্ঞ লোকের নিকটে উপস্থিত হন। তত্ত্বজ্ঞ একটি বৃহৎ অলাবুপাত্র তাহাকে প্রদান করেন, এবং প্রতিদিন উহা অন্নে পূর্ণ করিয়া সেই অন্ন ভক্ষণ করিতে ও সেই অলাবুপাত্রের পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া তিলক ধারণ করিতে বলেন, তিনি তদনুরূপ আচরণ করেন। তাহাতে কিয়দ্দিনের মধ্যে তাঁহার সেই বহু ভোজনরোগের প্রতীকার হয়।

৭৯। প্রণালীগত শাস্ত্রের পাঠকগণ হইতে তাদৃশ বিভিন্ন অর্থ যদি কর্ণগোচর না হইত, বিভিন্ন ভাবের নানাবিধ তফ্‌সির ও হদিস (ভাষ্য পুস্তক ও প্রেরিতের ক্রিয়া পুস্তক) দ্বারা বিস্ময় প্রাপ্ত যদি না হওয়া যাইত বড় ভাল ছিল।

৮০। জ্ঞানানুরঞ্জিত মনোহর কথা সকল এরূপ চিত্ত মুগ্ধকর যে, তাহা সকল কার্য্য হইতে মনকে আকর্ষণ করে। আমি বলপূর্ব্বক তচ্ছ্রবণে আপনাকে নিবৃত্ত রাখি, যেন প্রয়োজনীয় সময় নষ্ট না হয়।

৮১। বিরোধ এই তিনটিকে ছাড়িয়া হয় না, অজ্ঞতা, মিত্ররূপী শত্রুর সঙ্গে যোগ, স্বার্থপর বন্ধুর অসত্যাচার।

৮২। যদি পাঠ ও গ্রন্থরচনার বিধি কেবল উচ্চজ্ঞানী ও উচ্চ প্রকৃতি লোকের প্রতি থাকিত তাহা হইলে নীচ প্রকৃতি লোকেরা নিজের বাসনানুরূপ উপন্যাস সকল রচনা করিত না, এবং ক্ষীণ দৃষ্টি লোকেরা নিষ্ফল বাক্যাবলী যোজনা করিত না।

৮৩। রচনার ভাব গ্রহণ যদিচ সুকঠিন হয়, কিন্তু যখন বক্তা বাক্যের ব্যাখ্যা করে তখন তাহার ভাব প্রকাশ পায়।

৮৪। যদিচ বহু রাজ্যে আমি জয় লাভ করিয়াছি. এবং রাজ্যাধিপত্যের উপকরণ সকল প্রস্তুত আছে, যখন ঈশ্বরের প্রসন্নতাসাধনই প্রকৃত গৌরব ও ধর্ম্মের ভিন্নতাতে মন সুখী হয় না, এবং বাহ্যিক সম্পদে আমি ক্ষুণ্ণ, তখন কোন্ উল্লাসে সাম্রাজ্যশাসনে লিপ্ত থাকিব। ভরসা যে, কোন মহাত্মার সমাগম হইবে, এবং তিনি আমাকে মানসিক উদ্বেগ হইতে মুক্ত করিবেন।

৮৫। যখন আমার বিশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছিল তখন কিছু কুপ্রবৃত্তি সাধনে লিপ্ত হইয়াছিলাম, পারলৌকিক সম্বলহীনতাবশতঃ গুরুতর ক্লেশ মনে উপস্থিত হইয়াছিল।

৮৬। একজন সাধক রাবী নদীর কূলে এক কুটীরে লোক গমনাগমনের পথ বন্ধ করিয়া অবস্থিতি করেন, কেহ তাঁহার অনুসন্ধান লইলে বলেন যে, বিশেষ সাধনা অবলম্বন করিয়াছি, তুরাণের অধিপতি অবদোল্লা খাঁর মৃত্যু যে পর্যন্ত না হয় আমি বাহির হইব না, অন্য কাহাকেও আমার নিকটে আসিতে দিব না। তাহাতে তাঁহাকে এরূপ বলা হইল, যদি তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকটে গ্রাহ্য হয় তবে আমাদের কল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করিও না, আর এই সকল অনর্থকরী ইচ্ছা সঙ্কোচ কর।

৮৭। যদি আমি কোন ব্যক্তির সাম্রাজ্য শাসনের যোগ্যতা আছে দেখিতাম তবে এই গুরুভার তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিয়া আমি একপ্রান্ত গ্রহণ করিতাম।

৮৮। আমা হইতে অবিচার হইলে আমি আপনাকে শাসন করিব, সন্তান ও আত্মীয় কুটুম্ব এবং অন্য লোকসম্বন্ধে কা কথা?

৮৯। সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর বহু উৎকৃষ্ট দুর্গ আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, সে সকলকে সুসজ্জিত করাতে আমার মন কিছুই সমুৎসুক হয় নাই, ফলতঃ ঐশ্বরিকভয়ের প্রবলতায় অন্য ভয় মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

৯০। যে ব্যক্তি আমার নিকটে সংসারত্যাগের অনুমতি প্রার্থনা করিবে, তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে। যদি অজ্ঞানবঞ্চক সংসারের প্রতি মনের বিরাগ হইয়া থাকে, তাহাতে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। কিন্তু যদি কেহ আত্ম বৈরাগ্য প্রদর্শনের জন্য এইরূপ ভাব প্রকাশ করে, তবে প্রতিফল পাইবে।

নববিধানতত্ত্ব।

৩য়।

শ্রীদরবার।

জিজ্ঞাসুঃ—আর্য্য, আপনি সে দিন বলিয়াছিলেন যে, দরবার আছে, দরবার খণ্ডিত হয় নাই, কিন্তু যাঁহাদিগকে আপনারা দরবারের সভ্য প্রেরিত বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দরবার নাই। যখন কয়েক জন সভ্য কলিকাতায় অবস্থান কালেও দরবারে উপস্থিত হন না, দরবারকে স্বীকার করেন না, তখন কেমন করিয়া দরবার আছে? আপনারা বলেন যে, দরবারই বিধানপ্রবর্ত্তকের প্রতিনিধি, প্রেরিত মণ্ডলীর মিলনে দরবার, যখন অনেক প্রেরিতই যোগ দান করিতেছেন না, তখন কয়েক জনের মিলিত একটা সভাকে দরবার ও কেশবচন্দ্রের প্রতিনিধি কি বলা যাইতে পারে? উহাকে সামান্য সভা বা অপূর্ণ দরবার বলা যায়। অন্ততঃ সকল প্রেরিত মিলিত হইলে দরবার বলা যাইতে পারিত।

আচার্য্য;—ভদ্র, জানিও শ্রীদরবার বিধানসংক্রান্ত সর্ব্বপ্রধান

ইনিষ্টিটিউশন, বিধানপ্রবর্ত্তক, ১৮৮২ সালে ২২শে সেপ্টেম্বর, একটি প্রার্থনায় শ্রীদরবার সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়াছেন, "তোমার দরবারের ঘর স্বর্গ থেকে প্রথমে আলো আসিবার ঘর, এই তোমার সঙ্গে আমাদের কথা কহিবার ঘর, এই স্বর্গ থেকে চিঠী আসিবার প্রথম ডাক ঘর। স্বর্গের রাজ কুমারেরা এই ঘরে আগে বেড়াইতে আসেন। দেবতাদের আড্ডা এই চিহ্নিত প্রেরিতদের বসিবার জায়গা বাড়ী, স্বর্গ ও পৃথিবীর মিলন এই ঘরে। হে পিতা, এই ঘর তোমার ঘর ইহা যেন বিশ্বাস করিতে পারি। এই ঘর সমস্ত পৃথিবীকে যেন শাসন করে, সংযত করে। দয়াময় হরি, তুমি কৃপা করিয়া এই ঘরের মহিমা খুব বুঝাইয়া দাও, নববিধান এই ঘর দিয়া বাহির হইতেছে। বিধাতা, তুমি এই ঘরের পবিত্র স্থানে নববিধানবাদী দিগকে বিধি নিয়ম আদেশ দিতেছ। এই ঘরের যে দরবার সেই দরবারের যে আইন তাহা সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিবে।" "এ ঘর যে সন্ধির রাজ্য। অমূল্য এই ঘর। ইহার মূল্য নাই। একটা প্রকাণ্ড বিধানের দরবার এই ঘরে হইতেছে। এই ঘরে সকলই হচ্চে। কানা আর কালা যারা, তারা কেবল দেখ্তে শুনতে পাচ্চেনা। যত শাস্ত্রের মিলন এই ঘরে। যত মতের মিল এখানে হচ্চে।" "বর্ত্তমান সময়ে এই ঘরই তোমার প্রধান কীর্ত্তি, ধন্য সে, যে এই ঘরের মহিমা গান করিয়া ইহাকে মহীয়ান্ করিবে। দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যে ঘরে বসিয়া তোমাকে ডাকি সেই ঘরের মহিমা বিশ্বাস করি, এবং সেই ঘরে যে সমুদায় কাণ্ড হইতেছে তাহা ভক্তি নয়নে আরও ভাল করিয়া দেখিয়া কৃতার্থ হই।" ১৮৮৩ শালে ২০শে মার্চ্চ প্রার্থনায় আচার্য্য এই কথা বলিয়াছেন, "দরবার, তুমি দেবতা, তুমি ঈশ্বর, তুমি আপনাকে বিচার কর মানুষের মত, কিন্তু পরকে বিচার কর দেবতার মত। তোমার ভিতর দেবতা কথা কন।"

বিধানপ্রবর্ত্তক ভগবানের আলোকে যে প্রকৃতিতে শ্রীদরবারকে সঙ্গঠিত করিয়াছেন প্রথমতঃ তোমাকে তাহা বলি, পরে আর আর কথা বলিব, এবং বিধানাচার্য্যের নিজ মুখের কথা সকল তোমাকে জ্ঞাপন করিব, তাহাতে তুমি আপন প্রশ্নের সমুদায় উত্তর প্রাপ্ত হইবে। নববিধানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সময়ে প্রচারকসভা ছিল, প্রচারকগণ তাহার সভ্যরূপে আচার্য্য দেব সভাপতিরূপে ছিলেন। আচার্য্য সেই সভায় প্রচারকদিগের সর্ব্বসম্মতিক্রমে মণ্ডলী ও প্রচারসংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থাদি করিতেন। নববিধানের অভ্যুদয় হইলে পর সেই সভার শ্রীদরবার সংজ্ঞা হয়, এবং সভ্যগণ প্রেরিত আখ্যা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্ব হইতে এইরূপ ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে যে, সভাধিবেশনে যে কয়েক জন সভ্য উপস্থিত হইবেন তাঁহাদের সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারণ হইবে, অনুপস্থিতদিগের মতামত গৃহীত হইবে না। কোন বিধি নির্দ্ধারণে উপস্থিত সভ্যদিগের এক জনেরও বিরুদ্ধ মত হইলে যে পর্য্যন্ত তাঁহার আপত্তি ভঞ্জন না হয় সে পর্য্যন্ত সেই বিষয়টী বিধি নিবদ্ধ হইতে পারিবে না। পাঁচ জন সভ্যের মধ্যে এক সময়ে একটি প্রস্তাবে চারি জনে যে আলোক লাভ করিলেন, মনের বিরুদ্ধভাব বা অন্য কারণবশতঃ ৫ম ব্যক্তি সেই আলোক লাভে অসমর্থ হইয়া তাহাতে যোগ না দিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলে, সেই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হয় না, প্রকৃতিস্থ হইয়া যাহাতে আপত্তিকারী সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার সঙ্গে আলোচনা চলিবে ও তাঁহার মত গ্রহণের প্রয়াস পাওয়া হইবে। পরস্পর আলোচনার সংঘর্ষণে যদি তাঁহার অন্তরের আবরণ উন্মোচিত হয়, তিনি প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন বিশেষ, অন্যথা যদি তিনজন বা চারি জন সাধক এক বিষয়ে একমত হন তবে একজন সাধক না বুঝিতে পারিলেও তাঁহাদের সমবেত মত বা অনুপ্রাণনের প্রাধান্য স্বীকার করত সেই প্রস্তাবে তাঁহাদের অনুসরণে সম্মতি দান করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য, এস্থলে নিজের ব্যক্তিত্ব ও ভিন্নতা রক্ষা করা উচিত নয়। যদি কিছুতেই তিনি আপত্তিশূন্য না হন তবে তখন সেই নির্দ্ধারণ হওয়া না হওয়া দরবারের বিবেচনাধীন। সেই তিনজন কি চারি জন সভ্য আপনাদের সেই প্রস্তাব উচিত বোধ করিলে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। কেননা শ্রীদরবার মিলনের ভূমি, এখানে কেহ পরিত্যক্ত হইতে পারেন না। এক জনের অমত সত্বে কোন বিধি নিবদ্ধ করিলে সে বিধি হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করা হয়। শ্রীদরবার স্বর্গরাজ্যের আদর্শ, এখানে মিলন ও একতা। সংসারে প্রচলিত অধিকাংশের মতে কার্য্য করিলে অল্প সংখ্যককে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় শ্রীদরবারের ব্যবস্থা এরূপ হইতে পারে না। সাংসারিক ভাবের সভাই এইরূপ ব্যবস্থা অনুমোদন করে। দরবারে উপস্থিত সভ্যদিগের সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে নির্দ্ধারণ হয়, অনুপস্থিত সভ্যগণ তাহা মান্য করিয়া চলিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এ প্রকার বিধি চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। দরবারে সকল সভ্য সমান, ছোট বড় নাই। এখানে সভাপতির পর্য্যন্ত মতের কোন প্রাধান্য ছিল না, দুই দিন কি চারি দিন হইল একজন প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়া শ্রীদরবারে যোগ দান করিয়াছেন কোন প্রস্তাব নির্দ্ধারণে এমন ব্যক্তির মতামত অপেক্ষা সভাপতির মতামতের কোন প্রাধান্য ছিল না। দৃষ্ট হইয়াছে যে, সভাপতি কোন একটী গুরুতর প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, এক জন সভ্য তাহাতে যেই আপত্তি উত্থাপন করিলেন, অমনি তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। প্রত্যেক সভ্যের মতামতকে এতদূর তিনি সম্মান করিয়াছেন। দরবারে তিনি সকল সভ্যের সঙ্গে মতামত সম্বন্ধে সমভূমিতে অবস্থিতি করিতেন।

তিন জন বা চারি জনে দরবার হয় না, সকলের উপস্থিতি চাই, এ নূতন কথা, এরূপ কোন বিধি নাই। যদি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই প্রকার বিধি হয় তাহাহইলে এ কথা খাটিতে পারে। "দরবারে এক্ষণ তিনজন সভ্য কার্য্য করেন," যাঁহারা

এরূপ বলেন তাঁহারা অসত্য বলেন। তদ্বিগুণ বলিলেও তাঁহাদের কথঞ্চিৎ সত্য রক্ষা পাইত। এ পর্য্যন্ত মণ্ডলী সম্বন্ধে কোন নির্দ্ধারণ ৫।৬ জন সভ্যের ঐক্যমত ভিন্ন হয় নাই। কিয়ৎকাল হইল এরূপ একটী নির্দ্ধারণ হইয়াছে যে কোন নূতন মত বা নূতন বিধি স্থাপন করিতে হইলে একমাস পূর্ব্বে বিদেশস্থ প্রেরিতগণের উপস্থিতির জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে।

প্রচলিত সভা সমিতির নিয়মাদি বিষয়ে যদি আমরা একবার আলোচনা করিয়া দেখি, দেখিতে পাই, কোন একটী সভার দশজন সভ্য আছে, তাহার অধিবেশনের সময় পাঁচ জন উপস্থিত হন নাই, অথবা তিন জন সভ্য দীর্ঘকাল হইতে একেবারেই সভায় উপস্থিত হন না, এদিকে সভার এমত কোন নিয়ম নাই যে ২।৪ জন সভ্য উপস্থিত না হইলে সভার কার্য্য চলিতে পারিবে না, এমন স্থলে ৫ জন সভ্যের কার্য্য কি অবৈধ বলিয়া পরিগণিত হয় বা সেই সভা অপূর্ণ বলিয়া ধার্য্য হয়? কোথায় এরূপ দৃষ্টান্ত আছে, প্রদর্শন কর। অন্য কোন সভা সম্বন্ধে এরূপ কথা কখন হয় না, শ্রীদরবার সম্বন্ধে কেন হয়? বোধ হয় ইহার গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। বিশেষতঃ শ্রীদরবার কোন প্রেরিতকে বিদায় দান করেন না। সকলকে স্বীকার করেন, গ্রহণ করেন, সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়া থাকেন, এমন অবস্থায় ২।৪ জন সভ্য বিরুদ্ধ ভাব বা অবিশ্বাসবশতঃ কিছুদিন উপস্থিত হইয়া মতামত প্রদান না করিলে শ্রীদরবার রূপ স্বর্গীয় নিত্য ইনিষ্টিটিউশন বিনষ্ট ও খণ্ডিত হয় ইহা কোন্ যুক্তি অনুসারে? বাস্তবিক শ্রীদরবার অক্ষুণ্ণ আছেন, তাহা না হইলে নববিধানের মূল কোথা? শ্রীদরবারে সমবেত প্রেরিত মণ্ডলীতে নববিধানের প্রত্যাদেশ হয় না, মূল হইতে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে কি বিধানের নূতন আলোক আইসে? বিচিত্র কথা। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন যেখানে দুই জন লোক আমার নামে এক হয় আমি সেখানে বিদ্যমান। বিধানাচার্য্য বলিয়াছেন, তোমরা ২।৪ জন লোক আমাতে এক হও, আমি পৃথিবীকে কাঁপাইব। তিনি জন্মদিনের প্রার্থনায় আক্ষেপের সহিত এরূপ বলিয়াছিলেন, "আমি এত দিনে এই ঘরের দুটো লোককেও এক করিতে পারিলাম না, যদি মানিতে হয় ষোল আনা মানিতে হইবে, নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে, তা এতে এক জন থাকুন দেড় জন থাকুন।" এই উক্তি দ্বারা কি ভাব প্রকাশ পায়? শ্রীদরবার বিশেষ বিধান, তাহাকে অস্বীকার করিলে বিধান অস্বীকার করা হয়, একেবারে মূলচ্ছেদ হয়। বিধানাচার্য্য বিদেশে অবস্থান কালে বিধানসম্বন্ধীয় কোন নূতন কার্য্য করিতে হইলে তদ্বিষয়ে প্রস্তাব লিখিয়া কলিকাতায় দরবারের অনুমোদনের জন্য পাঠাইতেন, শ্রীদরবারে যে, ২।৪ জন সভ্য উপস্থিত থাকিতেন তাঁহারা তাহা অনুমোদন করিলে সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইত। স্বর্গারোহণের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে যখন তিনি গুরুতর রোগে শয্যাগত, তখন আনন্দ বাজার ও পুস্তক প্রচারণ এবং দেবালয়ের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখিয়া দরবারের সম্মতির জন্য দরবারের সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীদরবার সম্বন্ধে তাঁহার এতদূর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। প্রেরিতদিগের অনেকের স্বাতন্ত্র্য ও অযথা স্বাধীনভাব দেখিয়াই তিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে দুঃখ ও ভয়ের সহিত বলিয়াছিলেন, আমার আপনার লোকেরাই দরবার মানিবে না, বিরোধী হইয়া তাহা ভাঙ্গিতে চাহিবে।" প্রেরিতদল ও দরবারসম্বন্ধে আচার্য্যদেবের নিজ মুখের বহু কথা লিপিবদ্ধ আছে, আজ আর তাহা বলিবার সময় নাই, আগামীতে দরবারসম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কীর্ত্তন।

স্বর্গগত কালীশঙ্কর দাসপ্রণীত।

সতত বাসনা মনে, তুমি আমি দুই জনে,
প্রেমালাপ করিব বিরলে।
বদনে গুণ গাইব, নয়নে রূপ হেরিব,
চরণ ধোওয়াব অশ্রুজলে।
তব পদ বুকে ধরি, শোক তাপ পরিহরি,
মনে এই আছে আকিঞ্চন।
তোমার প্রেমের লাগি, হইব হে সর্ব্বত্যাগী,
প্রাণ দিয়া সেবিব চরণ।
জাতি কুল অভিমান, তোমারে করিব দান,
লাজ ভয়ে দিব জলাঞ্জলি।
গৃহ চিত্ত ধন জন, দারা সুত প্রাণ মন,
তোমার চরণে দিব বলি।

একবার বলরে ভাই বদন ভরে হরি হরি বল।
কর হরি হরি হরি বলে জীবন সফল।

প্রেমানন্দ ভরে, সদা বল উচ্চৈঃস্বরে, ত্রাণ পাইবে দুস্তরে, অশুদ্ধ হৃদয় তব হইবে নির্ম্মল।

হরিনামের মহিমা, কেবা জানে তার সীমা, নামের অতুল গরিমা, নাম নির্দ্ধনের ধন বটে, দুর্ব্বলের বল।

সদানন্দ মনে, নাম বল রে বদনে, মিলে সাধু ভক্ত সনে, কর হরিনাম অন্নজল চির জীবন সম্বল।

সঙ্গীত।

পুরাণে শুনেছি হরি দুর্ব্বলের বল।
অনাথের নাথ চির জীবন সম্বল॥
তুমি কৃপাকল্পতরু আমি অভাজন।
কাঙ্গালেরে পদ ছায়া কর বিতরণ॥
তোমা বিনা এসংসারে বন্ধু কেহ নাই।
কাতর হইয়া তাই কৃপা ভিক্ষা চাই॥
শুনেছি তোমার নামে মহাপাপী তরে।
রিপুগণ পলাইয়া দূরে যায় ডরে॥
শোক দুঃখ ভয় তাপ তব নামে হরে।
দয়া কর দয়াময় অধম কিঙ্করে॥

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

আর্য্যরীতি।

চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যখন তুমি জলকে যে পাত্রের মধ্যে রাখিবে জল তখনই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেই পাত্রের গন্ধ ও স্বাদ যুক্ত হইবেই হইবে। মনুষ্যের মধ্য দিয়া সমস্ত শ্রুতি, পুরাণ প্রভৃতি নিস্থত হইয়াছে, মনুষ্য ভ্রান্ত এবং মনুষ্যের মনুষ্যত্ব আজ আছে কাল নাই, অতএব মনুষ্য সত্য মিথ্যা বিমিশ্র। ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত মনুষ্যের মধ্য দিয়া যাহা যাহা বাহির হইয়াছে তৎ সমুদায় কিছুতেই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। অতএব এ কথাও সত্য যে সমুদায় শাস্ত্রের মধ্যেই ভ্রম আছে, এবং তজ্জন্যই শাস্ত্রে শাস্ত্রে ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাই হউক, এই সকল স্থলে পণ্ডিতেরা মনুষ্যদিগকে যে পথে যাইতে বলিয়াছেন আমাদের সেই পথে যাওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। (মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ) পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, মনুষ্য তোমরা সমুদায় শাস্ত্রকে জল মিশ্রিত দুগ্ধ জ্ঞান কর, এবং স্বয়ং হংস হও; হংসেরা যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধের জল ভাগ ত্যাগ করিয়া দুগ্ধাংশ পান করে তোমরাও তেমনি অসত্য জল মিশ্রিত শাস্ত্র সকলের অসত্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্য দুগ্ধ গ্রহণ কর (১)। তোমরা সকল শাস্ত্র আলোড়ন করিয়া তাহার মধ্যে যাহা সার পাও তাহাই সংগ্রহ কর (২)। আর্য্যরীতি (শাস্ত্র) সম্বন্ধেও আমরা এই মতেরই অনুসরণ করিব। আমরা আজ দেখিব, আর্য্যেরা যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে (জাতিতে) বিভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আর্য্য শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কি কি সত্য নিহিত রহিয়াছে।

মহাভারত ও পদ্ম পুরাণে আছে, এই ব্রহ্মময় জগতে বর্ণের বিশেষ নাই, বিধাতা কর্ত্তৃক পূর্ব্ব সৃষ্ট মনুষ্যগণ কর্ম্ম দ্বারা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (৩)। মহাভারত ও পদ্মপুরাণের কথা হঠাৎ শুনিলে বাহিরের কথা বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু মনুষ্যের অভ্যন্তরে পৃথক্ পৃথক্ গুণ না থাকিলে তাহাদের বাহিরের কর্ম্মও পৃথক্ পৃথক্ হইতে পারে না। ঈশ্বরদত্ত (স্বাভাবিক) পৃথক্ পৃথক্ গুণানুসারে মনুষ্যের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য ক্ষমতা যখন আমরা সর্ব্বদাই স্বচক্ষে দেখিতেছি, তখন গুণ ব্যতীত কর্ম্মকেই যে মহাভারত পদ্মপুরাণকার ভারতীয় জাতিভেদের কারণ বলিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। মনুষ্যদিগের মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে সাধারণ একতা আছে, তজ্জন্য মহাভারত আর পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন, বিধাতা মনুষ্যের মধ্যে বর্ণের ভেদ করেন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর এই জগতের যাবতীয় পদার্থ এমনি সুকৌশলে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, এই জগতের প্রত্যেক পদার্থের সহিত প্রত্যেক পদার্থের একত্ব যেমন ভিন্নত্বও তেমনি। সকলেই এক মানুষ, এক জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও আত্মা প্রভৃতি সকলেরই উপাদান, কিন্তু এমন দুইটী মনুষ্য কি তুমি দেখাইতে পার যে যাহাদের উভয়ের সমুদায় লক্ষণ ঠিক মিলিয়া যায়? উভয়েই একটী কার্য্যে তুল্য সুদক্ষ? অতএব মহাভারত ও পদ্মপুরাণ সাধারণ ভাবে এই কথা বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মদ্বারা বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যখন মনুষ্যের কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ এই কথা মহাভারত, পদ্মপুরাণ বলিতেছেন তখন মনুষ্যের মধ্যে যতই একতা থাকুক না কেন তথাপি তাহাদের পরস্পরের গুণেরও যে পার্থক্য আছে, তাহাও মহাভারত, পদ্মপুরাণের কথায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ক্রমশঃ

(১) অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীর নিরাম্বুমিশ্রন্॥

(২) বিজ্ঞেয়োঽক্ষর সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপি চঞ্চলম্।
বিহায় সর্ব্ব শাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাং॥
উত্তর গীতা, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

(৩) নবিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদংজগৎ।
ব্রাহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণাবর্ণতাং গতম্॥
একবর্ণমিদং পূর্ব্বং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্মক্রিয়াবিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥
মহাভারত ও পদ্মপুরাণ।

সংবাদ।

শারদীয় উৎসবের বৃত্তান্ত স্থানান্তরে বিবৃত হইল। গত সোমবার পূর্ণিমার দিন দীক্ষার্থী ভ্রাতা যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডকে খাঁটুরা নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন দত্ত উপাচার্য্যের নিকটে উপস্থিত করিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, এবং দীক্ষান্তে রংপুর হইতে আগত প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কান্তিমণি দত্ত দীক্ষিতকে আলিঙ্গন করিয়া নবসংহিতা শ্লোক সংগ্রহ পুস্তক আসনাদি উপহার দান করেন।

গত ৯ই কার্ত্তিক টাঙ্গাইলনিবাসী প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিনাথ নিয়োগী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ব্রজকুমার নিয়োগীর সঙ্গে কলিকাতা বাগবাজারনিবাসী স্বর্গগত কালীনাথ বসুর পঞ্চমা কন্যা শ্রীমতী চঞ্চলার শুভ পরিণয় হইয়াছে। বর মেট্রপলিটান কলেজে অধ্যয়ন করেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর, পাত্রীর বয়স ১৬ বৎসর। বিবাহে ভাই দীননাথ মজুমদার আচার্য্যের কার্য্য, উপাধ্যায় পৌরোহিত্য করিয়াছেন। বিধানজননী নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কিছু দিন হইল দূরতর সিন্ধু দেশে নবসংহিতার ব্যবস্থামতে একটি বিবাহ হইয়াছে। ইহা তদ্দেশে প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ। পাত্রের নাম শ্রীমান চটামল, তিনি হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল স্কুলের

প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত করামল চণ্ডানমল খিলানানির পুত্র। পাত্রী সিন্ধুশিল্পবিদ্যালয়ের ছাত্রী। পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মপালনে ঈশ্বর তাঁহাদের সহায় হউন।

ভাই অমৃতলাল বসু এত দিন শিমলাশৈলে অবস্থিতি করিয়া তথাকার ব্রহ্মমন্দিরসংক্রান্ত কার্য্য করিতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি লাহোরব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে তথায় গমনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মালদহে গমন করিয়াছেন।

সম্প্রতি শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মিত্র দেওঘর ও মোকামা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি দেওঘরে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন।

শারদীয় ছুটী উপলক্ষে বিদেশ হইতে বহু ভ্রাতা আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগদানে উপাসনা সৎপ্রসঙ্গাদি করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

বিগত ৮ই কার্ত্তিক ঢাকাস্থ পরলোগত রামপ্রসাদ সেনের পুত্র শ্রীমান্ অতুল প্রসাদ সেনের জন্ম দিন উপলক্ষে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ ৫৩।১ সংখ্যক ভবনে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল।

কিছু কাল হইতে নিম্নলিখিত স্থান সকলে সাপ্তাহিক উপাসনা সৎপ্রসঙ্গ বা সাপ্তাহিক পারিবারিক উপাসনা হইতেছে। আমাদের কোন একটি ভাই বা অনেক ভাই একত্র মিলিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। বিডন ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র সরকারের ভবনে, গুয়া বাগানস্থ ছাত্রদিগের আবাসে, অপার সার্কুলার রোড মঙ্গল বাড়ীতে, বাগবাজার শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের ভবনে, ওয়েলিংটনষ্ট্রীট ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে।

গত শনিবার বিডন উদ্যানে নিয়মিত সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইতে পারে নাই, তৎপূর্ব্বে শনিবার উপাধ্যায় ও ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু সাধুসঙ্গ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন মণ্ডলীস্থ দেশীয় খ্রীষ্ট বাদিগণ সমবেতভাবে এক এক দিন সভা করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতাদি করিয়াছেন। ইটিলীতে যে সভা হয়, তাহাতে সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্রীষ্টের লোক যে কেবল সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীতে বদ্ধ, তাহা নহে, অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে তাঁহার লোক রহিয়াছে, এই বিষয়ে এক অত্যুৎকৃষ্ট উদার বক্তৃতা করিয়াছেন। বলিতে কি তিনি অতিশয় ওজস্বিতার সহিত গূঢ় নববিধানতত্ত্ব তাহাতে প্রচার করিয়াছেন। কয়েক দিন খৃষ্টবাদীদিগের সঙ্কীর্ত্তন স্থানে স্থানে হইয়াছিল। গত শনিবার অপরাহ্নে বিভিন্ন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর এগারটি বৃহৎ দল এক যোগে ফ্রিচর্চ্চ হইতে বীডন ষ্ট্রীট দিয়া জেনেরেল এসেম্বি পর্য্যন্ত যাইয়া নিবৃত্ত হয়। সর্ব্বপ্রথমে মুক্তিফৌজের দল ছিল, দৃশ্য অতি চমৎকার হইয়াছিল।

গতবারের ধর্ম্মতত্বে "নববিধানতত্ব" শীর্ষক প্রস্তাবোপলক্ষে কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, "আচার্য্য" শব্দ সেই স্থলে প্রয়োগ করা সঙ্গত হয় নাই, বিধানাচার্য্য বলিয়া লোকের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু উত্তর গুলি তাঁহার উপযুক্ত নয়। প্রশ্নোত্তরক্রমে কোন একটি বিষয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আচার্য্য ও জিজ্ঞাসু বা আচার্য্য ও শিষ্য, কিংবা গুরু ও শিষ্য অথবা শিক্ষক ও ছাত্র প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতারূপে সচরাচর কল্পিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে আচার্য্য যে বিধানাচার্য্য, ইহার কোন অর্থ নাই। উহা যে কল্পিত সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বিশেষতঃ বিধানাচার্য্যের উক্তি ও প্রার্থনা সেই প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ও তৃতীয় ব্যক্তিস্থলে পুনঃ পুনঃ তাঁহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এরূপ ভ্রমের কোন কারণ বিদ্যমান নাই।

ভ্রম সংশোধন।

২য় পৃষ্ঠার পেরাগ্রাফে আরম্ভে "রবিবার" স্থলে সোমবার হইবে।

প্রেরিত।

শ্রীদরবার তত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।)

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে আমরা কি প্রকারে শ্রীদরবারের সহিত যোগ রক্ষা করিব? আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে বলিয়াছি প্রত্যাদেশই সম্মিলনের ভূমি, এবং এই প্রত্যাদেশই নববিধানমণ্ডলীকে এক শ্রীদরবারগুচ্ছে বদ্ধ করিবে। প্রভুর প্রত্যাদেশের শরণাপন্ন না হইলে মিলনের সম্ভাবনা নাই। আমরা এই বিষয়টী আরো কিঞ্চিৎ বিষদরূপে বুঝাইতে প্রয়াস পাইব।

নববিধানমণ্ডলী, বিধানবিশ্বাসী, বিধানসমাজ এবং শ্রীদরবার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রত্যাদেশস্রোত অব্যাহত থাকিবে। আমাদের দলদেহের প্রাণ স্বয়ং পবিত্রাত্মা শ্রীহরি। প্রত্যাদেশ ব্রহ্ম-নিঃশ্বাস। নিঃশ্বাস ভিন্ন যেমন প্রাণ বাঁচেনা, তেমনি প্রত্যাদেশভিন্ন দলদেহের জীবিত থাকা অসম্ভব। প্রত্যেক বিধানবিশ্বাসী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন তাঁহারা কোন কার্য্য প্রত্যাদেশ ভিন্ন করিবেন না।

প্রত্যেক বিশ্বাসী পরিবারে শ্রীদরবারের প্রণালী অনুসৃত হইবে। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যাদেশের অনুসরণ করিবেন, এবং পারিবারিক যত কিছু কার্য্য প্রত্যাদেশমূলক সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সম্পাদিত হইবে। ভগবানের এমনি নিয়ম যে প্রত্যাদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সহজেই সর্ব্বসম্মতি সমুপস্থিত হয়। যেখানে সর্ব্বসম্মতি, তথায় বিবাদ বিসম্বাদ স্থান পাইতে পারে না। এইরূপ বিধানসমাজেও প্রত্যাদেশ মূলক সর্ব্বসম্মতি দ্বারা কার্য্য হইবে। স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যক্তিগত আধিপত্য, সাধারণ তন্ত্রের প্রাবল্য বিধানসমাজ এবং বিশ্বাসী পরিবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। শ্রীদরবারতো প্রত্যাদেশ পালন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং মণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বত্র প্রত্যাদেশ প্রবাহ প্রবাহিত হইলেই দলদেহ গঠিত হইবে, এবং শ্রীদরবারসহ বেশ অবিচ্ছিন্ন এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে।

বন্ধুগণ, এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন এই শ্রীদরবার ভগবানের কি এক অতুল কীর্ত্তি, নববিধানমণ্ডলীর কি এক অমূল্য সম্পদ, নববিধানকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার কি এক অমোঘ উপায়। ইহার সহিত যোগ রক্ষাই বিধান সমাজের জীবন; ইহার সহিত বিভিন্নতাতেই মৃত্যু। ভগবান্ এই শ্রীদরবারের সহিত বিধান বিশ্বাসীর যোগ অক্ষুন্ন রাখুন। চিরদাস

শ্রীশঃ।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় । সম্পাদক ।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র । কার্য্যাধ্যক্ষ ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

২৬ ভাগ ।
২১ সংখ্যা ।

১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮১২ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর, আমরা তোমার স্বর্গ-রাজ্যের প্রজা হইব বলিয়া এ সংসারে আসিয়াছি, বল, আমরা দুর্ব্বৃত্ততা দুরাচার পশুত্ব ছাড়িয়া তোমার বাধ্য প্রজা হইতে কত দূর সমর্থ হইলাম। তুমি কি আমাদিগের উপরে সন্তুষ্ট ? তুমি কি বলিতে পার, তোমরা আমার বাধ্য প্রজা, আমি তোমাদিগকে এবং তোমাদের সন্তান সন্ততিকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা চিরকাল আমার স্বর্গ রাজ্যের অধিবাসী হইলে ? প্রভো, তোমার বলিবার অপেক্ষা করে না, আমরা নিজ অন্তরেই বুঝিতে পারিতেছি, আজও আমরা তোমার হইতে পারি নাই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার রাজ্য দেখাইয়াছিলে, আমরা সে দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইয়া বলিয়াছিলাম, "পিতা, এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন ?" কিন্তু এখন আর সে কথা মুখে আসে না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেনই বা দেখাইলে, আবার কেনই বা উহা ফিরাইয়া লইলে ? তোমার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে হৃদয় বলিতেছে, যে সময়ে সব ছাড়িয়া আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছিলাম, আমাদিগের আপনার বলিবার কিছুই ছিল না, সে সময়ে তুমিই কেবল আমাদিগের একমাত্র ছিলে। এখন আমাদের বিষয় ব্যাপার বাড়িয়াছে, মান সম্ভ্রম গৌরব পদমর্য্যাদা আত্মীয় স্বজন আসিয়া জুটিয়াছে, তুমি ব্যবহিত হইয়া পড়িয়াছ ; এখন আমরা বিষয়ী সংসারী, এমন কি সংসারাসক্ত। এ অবস্থায় আমরা কিরূপে বলিব "পিতা, এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন।" পিতা, আমরা নিজেরাই ঘোরতর পরীক্ষা আমাদিগের নিজের উপরে আনিয়াছি। দেখ, আমরা তোমায় ভুলে বিষয়ে মজে এখন কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। আমাদের সে আশা নাই, সে উদ্যম নাই, সে সুখ নাই। আমরা বিষম প্রবৃত্তির প্ররোচনায় তোমায় ভুলে সংসারী হইলাম, এবং ধার্ম্মিকতার অভিমান পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া আত্মগৌরবরক্ষার্থ সাধু সজ্জন বলিয়া পরিচয় দিলাম। এখন দেখিতেছি, তুমি আমাদিগের সমুদায় কপটতা ভেদ করিয়া আমাদিগের অসারতা প্রতিপন্ন করিলে, আমাদিগের সমুদায় দুর্ব্বৃত্ততা প্রকাশ করিয়া ফেলিলে, আমরা এখন আর আমাদিগের মস্তক আচ্ছাদন করিবার স্থান পাইতেছি না, এ লজ্জাবনত মুখ কোথায় রাখিব জানি না। প্রভো, তবে কি আমরা নিরাশ হইব ? এ যাহা কিছু আমাদিগের সম্বন্ধে হইয়াছে, ইহা কি তোমার অধ্যাত্মরাজ্যের অখণ্ড্য নিয়মে হয় নাই ? সাধকেরা প্রথমে যখন তোমার আকর্ষণে অনন্যগতি অনন্যমনা হইয়া তোমার নিকটে আসিয়া থাকে,

আসিবা মাত্র তখন তুমি তাহাদিগকে তোমার আশ্রয় দান করিয়া তোমার শোভা—তোমার রাজ্যের শোভা তাহাদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়া থাক। তাহারা তদ্দর্শনে আশ্বস্ত হয়, এবং আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। তোমার কৃপাভাজন হইলে সম্পদ বাড়িতে থাকে, এবং সেই সম্পদ তাহাদিগের লুক্কায়িত প্রবৃত্তি সুখবাসনা উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। তখন তাহারা মনে করে, তাহাদিগের নিজেরই এমন কোন গুণ আছে, যাহার জন্য তাহাদিগের এই সকল সম্পদ উপস্থিত, সুতরাং সম্পদের যথেচ্ছ ভোগে তাহাদিগের অধিকার আছে। যে দিন এইরূপ মনে হইল, সেই দিন হইতে অনন্যগতিত্ব অনন্যমতিত্ব বিলুপ্ত হইল, আমরা নিজেই এক জন হইয়া পড়িলাম। বল, নাথ, এক বার যাহারা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাদিগের আবার এরূপ পতন হয় কেন? পতন হয় অভিমান চূর্ণ করিবার জন্য। প্রবৃত্তি আদি অন্তরায় গুলিকে নির্জ্জিত করিয়া প্রথম প্রবল তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, সে তৃষ্ণার নিবৃত্তি তোমার দর্শনাদিতে যাই হয়, অমনি লুক্কায়িত প্রবৃত্তি বাসনা দেখা দেয়। তুমি সে গুলিকে এই জন্য উপস্থিত হইতে দাও যে, তোমার সাধকগণ জ্ঞানপূর্ব্বক সে গুলিকে বিনাশ করিয়া নির্ব্বাণে তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলত হইবে। গতিনাথ, তোমার এই অভিপ্রায় বুঝিয়া যেন আমরা কদাপি নিরাশ না হই, কিন্তু আশা উদ্যম সহকারে বাসনা প্রবৃত্তি ছেদন করিয়া আবার অনন্যগতি অন্যন্যমনা হইয়া তোমার শরণাপন্ন হই। যাহাতে আমরা প্রথম শরণগ্রহণের অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া আবার বলিতে পারি "এই কি হে সেই শান্তিনিকেতন" তুমি ঈদৃশ আশীর্ব্বাদ কর, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

রাজা রামমোহন রায়।

আমরা বিগত ১লা শ্রাবণের ধর্ম্মতত্ত্বে পিতামহ রাজা রামমোহন রায় কি প্রকার উদার দৃষ্টিতে সমুদায় ধর্ম্ম অবলোকন করিতেন তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সেখানে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা দেশীয় বৈদান্তিক ধর্ম্মসম্বন্ধে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মকে কি প্রকারে গ্রহণ করিতেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। এবার আমরা মনে করিয়াছি, তিনি কি ভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিব। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ইংরাজী ভাষাতে। প্রবন্ধে ইংরাজী অংশগুলি তুলিলে সকল পাঠকের বোধগম্য হইবে না, এ জন্য আমরা বঙ্গভাষায় তাহার কথার সার গ্রহণ করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ করিব। পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাজা রামমোহন শাস্ত্রের অভ্রান্তত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং যুক্তিকে শাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটনে এক মাত্র সহায় মনে করিতেন। শাস্ত্র ও যুক্তি এ দুই তিনি শাস্ত্রানুশাসনেই সমান আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেন না শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে,

> "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোহপি নির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

"কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়াও কোন নির্ণয় করা সমুচিত নয়, কেন না যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি সমুপস্থিত হয়।"

> "আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
> যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

"ঋষিগণোদিত ধর্ম্মোপদেশ যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রাবিরোধী তর্কযোগে অনুসন্ধান করে, সেই ধর্ম্ম জানে, তদিতর ব্যক্তি নহে।" এই সকল অনুশাসন রক্ষা করিয়াই রাজা রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম তচ্ছাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যখন খ্রীষ্টবাদিগণের সঙ্গে তাঁহার তুমুল বিচার সমুপস্থিত হয়, তখন শাস্ত্রীয় প্রমাণকে প্রধান রাখিয়া যুক্তির সহযোগে তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন খ্রীষ্টের উপদেশাবলি একত্র সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করেন। এই মুদ্রিত উপদেশ গুলির মুখবন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তৎসহ বৈদান্তিক মতের একতা বিলক্ষণ রক্ষিত

হইয়াছে। তিনি মুখবন্ধ এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন যে, মনুষ্যের অল্পজ্ঞাননিবন্ধন ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণীত হইতে পারে না বলিয়া তাহার আপনার পরিমিত সামর্থ্য এবং মানবীয় উপার্জ্জিত জ্ঞানের প্রতি ধিক্কার উপস্থিত হয়; পক্ষান্তরে এই জগতের কর্ত্তা ও প্রতিপালক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও আত্মবৎ অপরের প্রতি ব্যবহারের নিয়ম মানবজীবনকে সুখী এবং নিজের ও অপরের পক্ষে লাভকর করিয়া তুলে। পূর্ব্ববৃত্তান্ত, শিক্ষা বা জগৎকার্য্যপর্য্যালোচনায় ঈশ্বরে বিশ্বাস সমুপস্থিত হয়। "মনুষ্য অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে, যেমন সে আপনার প্রতি অপরের ব্যবহার ইচ্ছা করে," এই নৈতিক নিয়ম অন্যান্য ধর্ম্মে কথঞ্চিৎ থাকিলেও খ্রীষ্টধর্ম্মে ইহা প্রধানতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই উচ্চতম নীতি বর্ত্তমান খ্রীষ্টসমাজের মতবাহুল্যের অভ্যন্তরে এমনই আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যে উহা অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজা রামমোহনের নিকট সুস্পষ্ট ভাসমান হয় নাই। অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ এবং বিরোধ থাকিলেও নীতিসম্বন্ধে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার কোন কারণ নাই। এজন্য খ্রীষ্টের নৈতিক উপদেশ সমুদায় একত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন যে, উহা হইতে অবশ্য সুফল সমুৎপন্ন হইবে।

খ্রীষ্টের উপদেশসংগ্রহের মুখবন্ধের সংক্ষিপ্তসার কথা গুলি পাঠ করিয়া সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদিগের পিতামহ যে ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বেদান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষ্কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয় বলিতে গিয়া পরিহার করেন নাই। তবে কি না তিনি শাস্ত্রকর্ত্তৃগণের অভ্রান্তিতে বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ মতগুলিকে অবিরোধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অবিরোধিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এ কথা বলিবার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, তিনি শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় করিয়া বুঝিতেন উহা দেবনিঃশ্বসিত অথবা ভ্রমপ্রমাদসম্ভূত। তিনি এই হেতুতেই খ্রীষ্টের শিষ্যগণের সকল কথা দেবনিঃশ্বসিতপ্রণোদিত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন "তাঁহারা যেরূপ (ভ্রমপ্রমাদযুক্ত) ছিলেন, প্রেরিতগণের ক্রিয়া ও পত্রে তাঁহাদিগের যে মতভেদের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আছে তাহা হইতেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।"

আমরা যাহা উপরে বলিলাম, তাহাতেই সকলে সহজে বুঝিবেন, খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বিশেষ মতগুলি রাজা রামমোহন কখন অস্বীকার করেন নাই। এই সকল মত মধ্যে খ্রীষ্টের উদ্ধর্ত্তৃত্ব, মধ্যবর্ত্তিত্ব, এবং অপরের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থয়িতৃত্ব অতীব গুরুতর। রাজা রামমোহন ইহার সকল গুলিই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও কখন খ্রীষ্টকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করেন নাই। সর্ব্বপ্রথমে তিনি এই মতগুলিকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সমুচিত। প্রথমতঃ উদ্ধর্ত্তৃত্ব;—উদ্ধর্ত্তা বলিলেই পাপ হইতে উদ্ধার বুঝায়। খ্রীষ্টকে উদ্ধর্ত্তা বলিলে, তিনি মানুষ নহেন ঈশ্বর ইহা বুঝায় না, খ্রীষ্টের উদ্ধর্ত্তৃত্ব জগতের নিকটে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁহার বিধি প্রকাশ করার নিমিত্ত। অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণ যে পরিমাণে এই কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাও তৎপরিমাণে এই নামের যোগ্য। খ্রীষ্ট এই কার্য্য যেরূপ পূর্ণ প্রমাণে সম্পাদন করিয়াছেন তৎপূর্ব্বে অনেকেই সেরূপ করেন নাই। তৎপ্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছা ও বিধির অনুসরণে উদ্ধার হয় বলিয়া তাঁহার উদ্ধর্ত্তৃত্ব স্বীকার্য্য। দ্বিতীয় মধ্যবর্ত্তিত্ব;—রাজা রামমোহন সাধারণ লোকের সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরজ্ঞান স্বীকার করিতেন না, পূর্ব্ববৃত্তান্ত, শিক্ষা ও জগতের মধ্য দিয়া তৎপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেন। মহাজনগণের মধ্য দিয়া এই জ্ঞান আসিত বলিয়া তিনি যে তাঁহাদিগের বিশেষতঃ খ্রীষ্টের মধ্যবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিবেন ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তৃতীয় অপরের পাপের জন্য প্রার্থয়িতৃত্ব;—এইটি তিনি অতিবিস্তৃতরূপে বিচার করিয়াছেন। সাধু

মহাজনগণের প্রার্থনানুসারে ঈশ্বর পাপীর পাপ ক্ষমা করেন, ইহা তাঁহার বিশেষ মত ছিল।

একেশ্বরবাদস্থাপন রাজা রামমোহনের বিশেষ কার্য্যভার ছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের ত্রিত্ববাদখণ্ডনে যে তিনি অসাধারণ জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করিবেন ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তাঁহার সুতীক্ষ্ণ লেখনীর নিকটে কাহারও বিতর্ক দাঁড়াইতে পারিত না। আমরা এই সুদীর্ঘ বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাই না, কেন না উহা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নিবিষ্ট হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তবে ঈশ্বরের একত্ব স্থাপন জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহা আমরা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমতঃ তিনি ঈশার ঈশ্বরত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। এই খণ্ডন ঈশার স্বীয় বাক্যের উপরে স্থাপিত হইয়াছে। যখন মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন, "আমি এবং আমার পিতা এক" তখন যিহুদিগণ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। সে সময়ে ঈশা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন "তোমাদিগের বিধি পুস্তকে কি লিখিত নাই? 'আমি বলিতেছি, তোমরা ঈশ্বর।' যাহাদিগের নিকটে ঈশ্বরের বাণী আসিয়াছিল, তাহাদিগকে যদি তোমরা ঈশ্বর বল এবং ধর্ম্মশাস্ত্র কখন খণ্ডিত হইতে পারে না, তখন যাহাকে স্বয়ং পিতা বিশুদ্ধ করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে বলিতেছ 'তুমি ঈশ্বর নিন্দা করিতেছ', যেহেতুক আমি বলিলাম আমি ঈশ্বরের সন্তান।" এখানে ঈশা আপনার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া স্বীয় পুত্রত্ব এবং ঈশ্বরযোগে আপনার শুদ্ধি স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও পূজা করিবে না ঈশা স্বীয় মুখে বলিয়াছেন। ইহাতে ঈশ্বরের পূজা ঈশাকে অর্পণ কখন তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না। ঈশ্বরের ক্ষমতা বিনা তিনি আপনি কোন কার্য্য করিতে পারেন না, ইহা বলিয়া আপনি ঈশ্বর নহেন স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ঈশার একই সময়ে স্বর্গে ও পৃথিবীতে স্থিতি অথবা সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাষাগত ব্যবহার অবলম্বনে খণ্ডিত হইয়াছে। "যে কোন মানুষ স্বর্গ হইতে আইসে নাই, সে স্বর্গে আরোহণ করে নাই; ইনি সেই ঈশ্বরতনয় যিনি স্বর্গে আছেন।" এ স্থলে 'আছেন' এই ক্রিয়ার বর্ত্তমানে প্রয়োগ হওয়াতে ঈশা একই সময়ে পৃথিবীতে ও স্বর্গে বিদ্যমান প্রমাণিত হইতেছে। বাইবেলের ভাষাতে ভূত ও ভবিষ্যদর্থে বর্ত্তমানের বহুল প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া যুগপৎ দুই স্থানে স্থিতি খণ্ডিত হইয়াছে। পরিশেষে মূল প্রবচনটিতে বর্ত্তমান ক্রিয়া নাই, কৃদন্তের প্রয়োগ আছে, দেখাইয়া একেবারে নিঃসংশয়রূপে এক সময়ে দুই স্থানে স্থিতির সংশয় নিরস্ত করা হইয়াছে। তৃতীয়—অপরিজ্ঞেয়ত্ব। "ঈশ্বর ব্যতীত পুত্রকে আর কেহ জানে না, পুত্র ব্যতীত এবং পুত্র যাহার নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিবেন তদ্ব্যতীত আর কেহ পিতাকে জানে না" এ স্থলে ঈশ্বরের ন্যায় পুত্র অপরিজ্ঞেয় স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অপরিজ্ঞেয় বলিলে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয় বুঝায় না, কেন না এই প্রবচনেই দেখা যাইতেছে পিতা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয় নহেন। পুত্রের নিকটে এবং পুত্র যাহাদিগকে দেখাইবেন তাহাদিগের নিকটে তিনি পরিজ্ঞেয়। বিশেষতঃ এই অপরিজ্ঞেয়ত্ব কেবল ঈশ্বরসম্বন্ধে নহে, কারণ একটি বৃক্ষপত্রও আমাদের নিকটে অপরিজ্ঞেয়; আমরা তাহার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই জানি না। চতুর্থ—সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব। প্রবচনসকলের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচার না করিয়া ঈশার সর্ব্বশক্তিমত্ত্বে ভ্রম সমুপস্থিত হয়। যেমন "পিতা যেমন মৃতকে উত্থাপিত এবং সজীব করেন, পুত্রও তেমনি যাহাকে ইচ্ছা করেন সজীব করেন।" এই প্রবচনটি পাঠ করিয়া পুত্রের সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রতীত হয়, কিন্তু পূর্ব্বাপর সমুদায় প্রবচন গুলি পাঠ করিলে সে ভ্রম ঘুচিয়া যায়। "পুত্র আপনি কিছু করিতে পারেন না" এই কথায় ঈশার উক্তির আরম্ভ হইয়াছে, তৎপর উপরিউদিত কথাগুলি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর যে সকল কথা কথিত হইয়াছে, সে সকল পর্য্যালোনা করিলেও পুত্রের ঈশ্বরনিরপেক্ষ কোন শক্তি আছে ইহা কখন

প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ঈশ্বরের, ঈশ্বরের শক্তিতে পুত্রের শক্তিমত্তা। পঞ্চম—সর্ব্বজ্ঞত্ব। ঈশার নিজের মুখের কথায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব নিরস্ত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন "ঈশ্বর ব্যতীত সে দিন সে মুহূর্ত্তের বিষয় কোন মানুষ জানে না। না, স্বর্গস্থ ঈশ্বরের দূতগণও জানে না; পুত্রও জানে না।" পঞ্চম—ঈশার পাপ ক্ষমা করিবার সামর্থ্য। এই সামর্থ্য ঈশ্বরনিরপেক্ষ নহে। "তোমার পাপ ক্ষমা করা হইল" "তোমার পাপ ক্ষমা করা হইল এই কথা সহজ, না এই কথা বলা সহজ, 'উঠ এবং চল'" এই প্রবচনগুলি পাঠ করিয়া ঈশার পাপ ক্ষমা করিবার সামর্থ্য ঈশ্বরনিরপেক্ষ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত কখন দাঁড়াইতে পারে না। "কিন্তু লোকেরা যখন ঐ ব্যাপার দেখিল তাহারা বিস্মিত হইল এবং সেই ঈশ্বরের প্রশংসা করিল, যিনি মানবগণকে ঈদৃশ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।" ষষ্ঠ—পাপীর বিচার। ঈশার হস্তে পাপীর বিচার স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এই বিচারের ভার স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে।

ত্রিত্ববাদের মধ্যে ঈশার ঈশ্বরত্ব নিরসন করিয়া পুত্রত্ব স্থাপন করার পর পবিত্রাত্মার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অবশিষ্ট রহিল। এতৎসম্বন্ধে আমাদের পিতামহ যে সিদ্ধান্তে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছেন, তাহা সকলেরই অবশ্য গ্রহণীয়। বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরই একমাত্র বিশ্বাস ও অর্চ্চনার বিষয়, পূজা ও প্রার্থনা "অগ্রজ মেসেয়ার মধ্য দিয়া" ঈশ্বর গ্রহণ করিয়া থাকেন। "যাহারা যথার্থ ভাবে ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার পথপ্রদর্শক প্রভাব—যাহাকে পবিত্রাত্মা বলা হইয়া থাকে—তাহার মধ্য দিয়া প্রথমতঃ বিশুদ্ধ চরিত্রতায় পরিশেষে পরিত্রাণে উপস্থিত করেন।" সকলের পূজা প্রার্থনা মেসেয়ার মধ্য দিয়া গৃহীত হয়, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি এই প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, "আমার মধ্য দিয়া না গিয়া কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে আসিতে পারে না।" পবিত্রাত্মা যে ঈশ্বরের প্রভাব তদ্বিষয়ে এই প্রবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন "যখন সত্যভাব (পবিত্রাত্মা) আসিবেন তিনি তোমাদিগকে সকল সত্য শিক্ষা দিবেন।" 'পবিত্রাত্মা আসিবেন,' 'তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন' ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া পবিত্রাত্মাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি মনে করা ভ্রম, কেন না ঈশ্বরের দয়াপ্রভৃতিসম্বন্ধেও এইরূপ উক্তি আছে। যথা "ঈশ্বর তাঁহার করুণা এবং তাঁহার সত্য প্রেরণ করিবেন।" "তোমার করুণা আমাদিগের উপরে সমাগত হউক।" ইত্যাদি। পবিত্রাত্মাযোগে ঈশার জন্মবৃত্তান্ত ঈশ্বরের প্রভাব বা শক্তিযোগে নিষ্পন্ন হওয়া বলিলেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব রক্ষা পায়, লুকও ঠিক তাহাই করিয়াছেন, কেন না লুকে লিখিত আছে "মহান্ ঈশ্বরের শক্তি তোমাকে আচ্ছাদন করিবে।" ঈশার সহিত পবিত্রাত্মার সম্বন্ধবিষয়ক যত গুলি প্রবচন আছে, তাহার সদর্থ পবিত্রাত্মাকে "ঈশ্বরের প্রভাব বা শক্তি"রূপে গ্রহণ করিলে হয়, অন্যথা অতি অযুক্ত অর্থ সংঘটিত হয়। বাইবেলে ঈশা এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণকে উপচারে ঈশ্বরশব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে পবিত্রাত্মাকে কোথাও ঈশ্বরশব্দে অভিহিত করা হয় নাই। তবে যে পবিত্রাত্মার বিরোধে অপরাধ করিলে ঈশ্বরের বিরোধে অপরাধ করা হয় লিখিত হইয়াছে, উহা কেবল ঈশ্বরের স্বরূপের বিরোধে পাপ তাঁহারই বিরুদ্ধে পাপ তজ্জন্য।

খ্রীষ্টবাদিগণ বলেন পৃথিবীর পাপশোধন জন্য মহর্ষি ঈশা পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন; ক্রুশে ভয়ানক যন্ত্রণা স্বীকার করা পাপী পৃথিবীর প্রায়শ্চিত্ত জন্য। আমাদিগের পিতামহ এই মত অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঈশার যদি জীবনের ঈদৃশ উদ্দেশ্য হইবে, তবে তিনি ক্রুশের যন্ত্রণানুভব করিয়া তাহা হইতে রক্ষিত হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কেন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে যখন দেখিলেন, যন্ত্রাণাকর মৃত্যু অপরিহার্য্য, তখনই কেবল তিনি আপনার ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সন্নিধানে বলি অর্পণ করিলেন। অপরের পাপের জন্য বলি হওয়া তাঁহার জীবনের

লক্ষ্য হইলে ঈদৃশ অনিচ্ছা কখন তিনি প্রদর্শন করিতেন না। যদি অপরের পাপের জন্য বলি হওয়া ঈশার জীবনের লক্ষ্য না হইল তবে লক্ষ্য কি? লক্ষ্য ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ বিধি শিক্ষা-দান। এ কার্য্য কি আর কেহ করে নাই? তিনি যেমন করিয়াছেন এমন আর কেহ করে নাই। তবে ঈশা যে ক্রুশে অসহ্য যন্ত্রা সহ্য করিলেন, তাহা কি নিষ্ফল হইল? ঈদৃশ মৃত্যু জীবের পরিত্রাণবিষয়ে কি কিছু সহায়তা করে নাই? অবশ্য করিয়াছে। "'যিশুখ্রীষ্টের শরীর বলি অর্পিত হইয়াছে,' বাইবেলে যে এরূপ লেখা আছে এই বাক্যের অর্থ সমুদায় শাস্ত্রের ভাব ও সহচর বচন গুলির সহিত মিলাইয়া এইরূপ বুঝা যায়, ঈশা যাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইলেন তাঁহাদিগের পাপের জন্য তাঁহার মৃত্যু অধ্যাত্ম ধর্ম্মসঙ্গত বলি নিষ্পন্ন হইল। কেন না তিনি সেই মৃত্যুর দ্বারা স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছার পূর্ণ পরিমাণে বশ্যতা ও আনুরক্তি সপ্রমাণ করিলেন এবং তদ্দ্বারা তৎপ্রতি যে ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ তাহার বৈষম্যদোষ পরিহার করিলেন। লোকে কি প্রকারে ঈশ্বরের করুণার উপযুক্ত হইতে পারে, ইহা তিনি জীবিতকালে তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিলেন, এবং লোকে যখন পূর্ণ পরিমাণে কর্ত্তব্য সাধন করিতে না পারিয়া সরল ভাবে অনুতপ্ত হইবে তখন তাহাদিগের জন্য স্বর্গের সিংহাসনের নিকটে তাহাদিগের পাপক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত মৃত্যুদ্বারা তিনি উপযুক্ততা লাভ করিলেন।" যখন অন্যান্য পবিত্র চরিত্র ঋষিগণের ঈদৃশ প্রার্থনা ঈশ্বর গ্রাহ্য করেন, তখন যিনি ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দিলেন তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে, ইহা আর অসম্ভব ব্যাপার কি? পরিত্রাণের সহিত শোণিতার্পণের কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্রমতে প্রার্থনা বাধ্যতা পরিত্রাণের হেতু; ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন না করিয়া কেবল ঈশাতে বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ হয় না।

খ্রীষ্টধর্ম্মের মূলবিষয়সম্বন্ধে আমাদিগের পিতামহের মত আমরা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিলাম, এখন কতকগুলি অবান্তর বিষয়ে তিনি কি মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমতঃ অদ্ভুত অলৌকিক ক্রিয়া বিষয়ে তাঁহার মত কি ছিল দেখা যাউক। মহর্ষি ঈশার অদ্ভুতক্রিয়াসামর্থ্য তিনি স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, এ ক্ষমতা ঈশ্বরপ্রদত্ত অন্যথা তিনি যখন লাজরসকে জীবিত করিলেন তখন কেন বলিলেন, "পিতা, আমি তোমায় ধন্যবাদ দি যে তুমি আমার কথা শুনিয়াছ।" ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস বিনা যে ঈদৃশ ক্ষমতা উপস্থিত হয় না, তাহা তিনি শিষ্যগণের একটি উন্মাদরোগগ্রস্ত সন্তানের রোগাপনয়নে অক্ষমতা উপলক্ষ করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, "ঈদৃশ দৈত্য প্রার্থনা ও উপবাস বিনা যায় না।" "ঈশ্বরে বিশ্বাস কর; কারণ আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ এই পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তর হও উহা স্থানান্তর হইবে।" সে যাহা হউক, অদ্ভুতক্রিয়ায় ঈশার প্রকৃত মাহাত্ম্য নহে, কেন না তৎপূর্ব্বে ও তৎপরে অপরে তদপেক্ষা আরও অদ্ভুত ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছেন। রাজা রামমোহন ঈশার অদ্ভুতক্রিয়ার সত্যত্ব স্বীকার করিয়াও তদপেক্ষা তাঁহার উপদেশাবলিতেই তাঁহার মহত্ত্ব আরোপ করিয়াছেন, কেন না স্বয়ং ঈশা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়—প্রবচন সকলের সঙ্গতি সাধন। যখন প্রবচননিচয়ের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য বা কথা সমুপস্থিত হয়, তখন যিটি যুক্তি ও পূর্ব্বাপর বিচারে সঙ্গত সেইটিকে আক্ষরিকার্থে এবং যিটি তদ্রূপ নহে তাহাকে আলঙ্কারিকার্থে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্র ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াছেন, আবার তাঁহার হস্ত পদাদিও বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বটি আক্ষরিকার্থে দ্বিতীয়টি আলঙ্কারিকার্থে গ্রহণীয়। ঈশাকে যেখানে ঈশ্বর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেখানে আলঙ্কারিক এবং যেখানে মানবনির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেখানে আক্ষরিকার্থ গ্রহণ সমুচিত। অন্যথা "ঈশার মাতা" এ স্থলে "ঈশ্বরের মাতা" "ঈশার ভ্রাতা"

এস্থলে "ঈশ্বরের ভ্রাতা" এইরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইয়া পড়ে। তৃতীয় উদ্ধারকর্ত্তা। উদ্ধারকর্ত্তা শব্দ ঈশা ব্যতীত অপর পুণ্যাত্মা দেশোদ্ধারক লোকদিগের প্রতিও প্রয়োগ করা হইয়াছে। "ইসায়ু পর্ব্বতবিষয়ে বিচারার্থ জায়ন পর্ব্বতোপরি উদ্ধারকর্ত্তৃগণ আসিবেন এবং প্রভু পরমেশ্বরের রাজত্ব হইবে।" "তোমার বিবিধ করুণার অনুযায়ী তুমি তাহাদিগকে উদ্ধারকর্ত্তৃগণ দিয়াছিলে, যাহারা তাহাদিগকে শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছে।" ইত্যাদি। ঈশার উদ্ধারকর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের কথা উপদেশ দ্বারা; যথা "আমি যে সকল কথা তোমাদিগকে বলিলাম তদ্দ্বারা তোমরা পবিত্র হইলে।" "আমার কথা যে শুনে, এবং আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন তাঁহার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়।" "আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, উহারা ভাব, এবং উহারা জীবন।" চতুর্থ—ঈশ্বরের একত্ব সাধন। ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপকে আলঙ্কারিক ভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দান করা হইয়াছে। ঐ গুলিকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে গ্রহণ না করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপরূপে গ্রহণ করিলে শাস্ত্রে যে বহুত্ব প্রতীত হয়, তাহা হইতে একত্ব নিষ্পন্ন করা আর কঠিন ব্যাপার থাকে না। পঞ্চম—ঈশ্বরের সহবর্ত্তিত্বে ঈশার নাম গ্রহণ। "তোমরা যাও এবং সমুদায় জাতিকে পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মার নামে জলাভিষিক্ত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দান কর।" এস্থলে ঈশ্বরের সহবর্ত্তিত্বে ঈশার নাম গ্রহণ করাতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব হয় না। কেন না যিনি যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার নাম গ্রহণ চিরপ্রচলিত প্রথা। "লোকেরা প্রভু পরমেশ্বরকে ভয় করিয়াছিল এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার দাস মুষাকে বিশ্বাস করিয়াছিল।" এখানে মুষাশব্দের সঙ্গে দাসশব্দ বিশেষণ আছে তেমনি পুত্রশব্দ ঈশার বিশেষণ। পঞ্চম—ঈশ্বরের সহিত একত্ব— "যে আমাকে দেখিয়াছে সে পিতাকে দেখিয়াছে" এখানে একত্ব শরীরগত নহে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং অভিপ্রায়ের সহিত তাঁহার কথা ও ক্রিয়ার ঐক্যে একতা। কেন না শেষ সময়ে তিনি পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছেন, "আমরা যেমন দুজনে এক, তেমনি তাহারাও যেন এক হইতে পারে।" ষষ্ঠ—যুগপৎ ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব। যুগপৎ ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। কেন না ঈশ্বরের পুত্রাদি শব্দ দর্শনে ঈশাতে ঈশ্বরত্ব ও মানবত্ব উভয় আরোপ করিলে মুষা প্রভৃতিতেও তাহাই আরোপ করিতে হয়। যথা, "আমি তোমায় (মুষা) ফেরেওণের নিকটে ঈশ্বর করিয়াছি" "ঈশ্বরের মানুষ মুষা ইজারায়েলগণকে যদ্দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি। সপ্তম—মধ্যবর্ত্তী। কেবল ঈশা এক মধ্যবর্ত্তী নহেন, এব্রাহিম, মুষা এবং অন্যান্য ভবিষ্যবক্তৃগণও মধ্যবর্ত্তী ছিলেন। "আমি (মুষা) সে সময়ে প্রভু পরমেশ্বর এবং তোমাদের মাঝে প্রভু পরমেশ্বরের কথা প্রদর্শন করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলাম।" ইত্যাদি। অষ্টম—পাপ হইতে বিমুক্তি ও রিপুদমন। অনুতাপে পাপ হইতে বিমুক্তি, ও প্রার্থনায় রিপুজয় হয়। যথা, "যদি তোমরা অনুতাপ না কর তোমরা বিনষ্ট হইবে।" "প্রার্থনা কর তোমরা প্রাপ্ত হইবে।" ইত্যাদি। নবম—ঈশ্বরের পুত্র এই বিশেষণ পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। "এক দিন ঈশ্বরের পুত্রগণ প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে আপনাকে উপস্থিত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।" "তখন তোমাদিগকে বলা হইবে, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্রগণ।"

রাজা রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে মত বিবৃত করিতে গিয়া প্রস্তাব অতি সুদীর্ঘ হইল। মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে এই সকল বিষয় অতি সুবিস্তীর্ণরূপে সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। প্রস্তাব শেষ করিবার পূর্ব্বে একথা বলা সমুচিত যে, পরবর্ত্তী সময়ে খ্রীষ্টধর্ম্মে যে সকল মত উৎপন্ন হইয়াছে সে সকলকে পরিত্রাণের পক্ষে উপযোগী বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন নাই, বরং সে গুলিকে পরিত্রাণের বিরোধী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্ত ধর্ম্ম বিবৃত করিবার সময়ে ঈশ্বরের করুণা

প্রভৃতি স্বরূপ ও পিতৃত্বসম্বন্ধের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম বিবৃত করিবার সময়ে সে সমুদায় স্বরূপ ও পিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন, অথচ এ স্বীকার বেদান্তানুমোদিত যুক্তির অনুরূপ, কেন না তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, মানুষ যে সমুদায় গুণকে অতি উৎকৃষ্ট মনে করে সেই গুলির পূর্ণত্ব ঈশ্বরে আরোপ করে, তিনি স্বয়ং এক মাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁহার দেশীয় লোকদিগের নিকটে প্রচার করিয়াছেন, ঈশ্বরের স্বরূপাদি বিবাদাস্পদ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মানুষ যতই কেন আপনাকে প্রলোভনের অতীত মনে করুক না, এবং স্থল বিশেষে বা সম্বন্ধ বিশেষে প্রলোভন যতই কেন অসম্ভব বিবেচিত হউক না, তথাপি সর্ব্বদা তাহার সাবধান থাকা সমুচিত। মনু বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়সমূহ অতীব বলবান্, উহারা জ্ঞানীকেও আকৃষ্ট করিয়া থাকে।" মনুর এই বাক্য স্মরণ করিয়া আমাদিগের সর্ব্বদা সাবধান হওয়া প্রয়োজন। প্রলোভনস্থলে না যাওয়া, যাইতে হইলে অথচ তাদৃশ স্থলে কখন অসহায় অবস্থায় অবস্থান না করা সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য।

প্রত্যাদেশও সাধারণ এবং বিশেষ এই দুই ভাগে বিভক্ত। সাধারণ প্রত্যাদেশে অনুমোদন ও অননুমোদন "হুঁ" "উহুঁ" রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন একটি বিষয় উত্তরার্থ উপস্থিত করিলে অথবা কোন একটি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে, হুঁ অথবা উঁহু ইত্যাকারে অনুমোদন অথবা অননুমোদন প্রকাশ পায়। ইহাকে বিধি ও নিষেধ বলিয়া থাকে। যে সকল বিষয় যাদৃচ্ছিক (Indifferent), সে সকল বিষয়ে অন্তরস্থ বাণীর তূষ্ণীভাব লক্ষিত হয়। এস্থলে একটি বিষয়ের দুইপক্ষের যে কোন পক্ষে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যদি কোন পক্ষ অবলম্বনে মন সংশয়াপন্ন হয়, বিধি নিষেধ বা বিশেষ প্রত্যাদেশ লাভের প্রতীক্ষায় ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত থাকা সমুচিত। বিশেষ প্রত্যাদেশের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা নিষ্প্রয়োজন, উহা ঈদৃশ শক্তি সহকারে অবতরণ করে যে তৎসম্বন্ধে অপরের লক্ষণাদি বিবৃত করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই।

সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি শব্দের মধ্যে প্রকাণ্ড অধ্যাত্ম রাজ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। জড়জীবাত্মক সমুদায় জগৎ এবং তদতীত বিষয় এক সৎ শব্দের অন্তর্ভূত। সত্যস্বরূপ ঈশ্বর সকলের সত্তার মূল, এবং আপনি আপনাতে অবস্থিত। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই পিতা প্রভৃতি শব্দের অভিধেয়। চিৎ এই শব্দের প্রকাশ জীবসমষ্টিতে। জড় জগতে ইহার প্রকাশ অবরুদ্ধ, কেবল পর্য্যালোচনায় গূঢ়রূপে উহার অবস্থিতি প্রকাশ পায়। সদংশে সমুদায় বিশ্ব, চিদংশে জীবসমষ্টি, শাস্ত্রকারেরা এজন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রতিজীবে আনন্দের প্রকাশ, আনন্দই জীবের ক্রিয়ার মূল, ক্রিয়ার সুখজনকত্ব তাহার উদ্যমের প্রয়োজক। সৎ চিৎ ও আনন্দ এই প্রকারে জড় জীবাত্মক সমগ্র জগৎ পূর্ণ করিয়া অবস্থিত। আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার অধিকারী তাহা সচ্চিদানন্দের মধ্যে প্রতিফলিত রহিয়াছে। ঈশ্বরের ত্রিবিধ প্রকাশ এজন্যই সচ্চিদানন্দশব্দে অভিহিত হয়।

হদিস।

নমাজের প্রণালী।

বাহ্যিক প্রক্রিয়া।

৩য়।

হারেসের পুত্র সয়িদ বলিয়াছেন ;—আমাদের সঙ্গে আবু সয়িদ নমাজ পড়িয়াছিলেন, তিনি নমস্কার হইতে মস্তক উত্তোলন করিবার সময় ও নমস্কার করিবার সময় এবং রকত দ্বয় হইতে উঠিবার সময় উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহো আকবর" বলিয়াছিলেন, এবং তিনি বলিয়াছেন যে, আমি এইরূপে হজরত মহম্মদকে নমাজ পড়িতে দেখিয়াছি।

আক্রমা বলিয়াছেন ;—আমি মক্কাতে একজন বৃদ্ধের অনুগমনে নমাজ পড়িয়া ছিলাম, তিনি বিশ বার তক্বির বলিয়াছিলেন। তখন আমি আব্বাসের পুত্রকে বলিয়াছিলাম, এ ব্যক্তি নির্ব্বোধ। তিনি বলিলেন, তোমার মাতা তোমা বিহীন হউক, ইহা হজরত মোহম্মদের প্রণালী (১)।

হজরত মোহম্মদ নমাজের সময় যখন অবনত ও সমুত্থিত হইতেন তখন তক্বির বলিতেন, যে পর্য্যন্ত তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন সেপর্য্যন্ত সর্ব্বদা এরূপ আচরণ করিতেন। (হোসেনের পুত্র আলি)

অল্‌কমা বলিয়াছেন ;—আমাদিগকে মস্‌উদের পুত্র বলিয়াছিলেন, জানিও তোমাদের সঙ্গে আমি হজরতের ন্যায় নমাজ পড়িব। পরে তিনি নমাজ পড়িলেন। তিনি উদ্বোধনের তক্বির সহ একবার ভিন্ন স্বীয় হস্ত উত্তোলন করেন নাই।

হজরত মোহম্মদ যখন নমাজ উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইতেন তখন কেবলার দিকে অগ্রসর হইতেন ও স্বীয় হস্ত দ্বয় উত্তোলন করিতেন, এবং আল্লাহো আক্‌বর বলিতেন। (আবু হামিদ)

---

(১) আরব্য লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ স্থলে "তোমার মাতা তোমা বিহীন হউক" কোন বক্তার উক্তি বিশেষে বলিয়া থাকে, নিন্দা ও প্রশংসা স্থলে এই কথা উচ্চারিত হয়।

আবু হরায়রা বলিয়াছেন যে, হজরত আমাদের সঙ্গে মাধ্যাহ্নিক নমাজ পড়িয়াছিলেন। উপাসকদিগের শেষ শ্রেণীতে এক ব্যক্তি ছিল, সে নমাজে ভুল করিয়াছিল। যখন নমাজ সমাপ্ত হইল তখন হজরত তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে অমুক, তুমি কি ঈশ্বরকে ভয় করিতেছ না? কিরূপ নমাজ পড়িয়াছ তুমি কি দেখ নাই? তোমরা দেখিয়াছ যে এ ব্যক্তি তোমরা যাহা করিয়াছ তাহার কোন বিষয় গোপন করিয়াছে, ঈশ্বরের শপথ, অবশ্য আমি আমার সম্মুখ যেরূপ দেখি ও আমার পশ্চাদ্ভাগে কি হয় সেরূপ দেখিয়া থাকি।

নববিধান তত্ত্ব।

৪র্থ।

শ্রীদরবার।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

জিজ্ঞাসু;—আর্য্য, আপনি সে দিন দরবারের নিয়মপ্রণালী বিষয়ে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা আমার মনে বেশ সঙ্গত বোধ হইল, বিধাতার আলোকে যে সমস্ত নিয়ম বিধি হইয়াছে, তাহা সেরূপ না হইবেই বা কেন? বাস্তবিক দরবার স্বর্গের আদর্শে সঙ্গঠিত। এই প্রেরিতদিগের দরবারসম্বন্ধে যে কেন অনেক সভ্যের বিরুদ্ধ ভাব, বড় দুঃখের বিষয়। নিয়ম বিধি ব্যতীত একটি সামান্য কার্য্য সুনির্ব্বাহ হয় না। স্বয়ং ভগবান্ নিয়মাদির একান্ত পক্ষপাতী। তিনি নিয়ম ব্যতীত কি বাহ্যিক কি আধ্যাত্মিক কোন কার্য্য সম্পাদন করেন না। যে স্থলে অনিয়ম সে স্থলে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা। বিধাতার প্রতিষ্ঠিত অত বড় একটা ইনিষ্টিটিউশন শ্রীদরবার কি নিয়ম ব্যতীত সুশৃঙ্খলরূপে চলিতে পারে? বোধ করি সভ্যদিগের অনেকে দরবারের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বিধি তাদৃশ মান্য না করিয়া চলাতেই বর্ত্তমান সময়ে যত গোলযোগ হইতেছে, কোন বিষয়ে কোন নিয়ম ব্যবস্থা হইলে তৎসংক্রান্ত নিতান্ত সামান্য লোকও সযত্নে তাহা মান্য করিয়া চলে, তাহা না হইলে সত্য ও নীতির বিরুদ্ধাচরণ হয়। যাঁহারা প্রেরিত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আপন আপন চরিত্রে নীতি ও ধর্ম্মের উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে আহূত হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও দ্বারা বিধি লঙ্ঘন ইত্যাদি হওয়া অতিশয় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। ভাল, আচার্য্য দেবের দেহাবস্থান কালে প্রচারকসভা বা দরবারের প্রতি এরূপ উপেক্ষা ও অনাদর কখন কেহ করিয়াছেন কি?

আচার্য্য;—হাঁ তখনও এরূপ গোলযোগ হইয়াছে। কয়েক জন প্রচারক একবার এরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেন যে, আমরা চিত্তের বিকারবশতঃ যদি কখনও বিধানভ্রষ্ট হই তথাপি এই যে বিশেষ বিধান অর্থাৎ প্রচারকসভা ইহার বিরোধী হইব না, ইহাকে আক্রমণ করিব না। যিনি সকলের প্রথমে সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তিনিই ঘোর বিরোধী হইয়া একটি প্রকাণ্ড বিরোধী সমাজ স্থাপন করেন। বিধানাচার্য্যের দেহে বিদ্যমানে অনেক সময় অনেক সভ্য নিয়ম বিধি ভঙ্গ করিয়া যথেচ্ছরূপে চলিয়াছেন এবং সভাতে বসিয়া গোলযোগ করিয়াছেন। আচার্য্যের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরে এমন ঘটিয়াছে যে, দরবারে বসিয়া যাঁহারা স্বয়ং সম্মতি দানপূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, এবং সেই নির্দ্ধারণানুসারে কিছুকাল কার্য্য চলিয়াছে, পরে সেই সম্মতিদাতাদিগেরও কেহ কেহ নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, তখন আমার ভুল হইয়াছিল। যাঁহাদের জীবনের তাদৃশ গুরুতর দায়িত্ব তাঁহাদের এই প্রকার বালচপলতাদি ভাবিলে লজ্জাও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। পুনশ্চ এ প্রকার ঘটিয়াছে যে, কেহ কেহ শ্রীদরবারের কোন অধিবেশনে উপস্থিত হন নাই, একটি নির্দ্ধারণ হইল, সেই নির্দ্ধারণটি তাঁহার মনের মত হয় নাই, তিনি বিরক্ত হইলেন, গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। কেহ বা অন্য তিন চারি জন বা পাঁচ ছয় জন প্রেরিতের মিলিত অনুপ্রাণনকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র অনুপ্রাণনের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চলিয়াছেন। এ প্রকার বিধি অস্বীকারাদি নানা কারণে বিরোধ উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা শ্রীদরবারে দেবাধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহাও একটি মানবীয় বুদ্ধির খেলা ভাবেন, ইহাকে সাংসারিক চক্ষে দেখেন, দরবারের বাধ্য অনুগত নহেন, তাঁহাদের দ্বারা এরূপ হইবে কিছুই বিচিত্র নহে।

জি;—মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন তাহা বুঝিলাম, কিন্তু একটি দুঃখের কথা শুনিয়াছি, কোন কোন প্রেরিতের প্রতি দরবারের কয়েক জন সভ্য অসন্তুষ্ট আছেন, তাঁহাদের দরবারে অনুপস্থিতিকালে তাঁহাদের কোন ত্রুটি ধরিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে উক্ত সভ্যগণ না কি অনুচিত নির্দ্ধারণ সকল করেন, ইহা যদি সত্য হয় তবে বড়ই ভয়ঙ্কর কথা।

আ;—ভ্রাতঃ, অনুপস্থিতির সুযোগে কোন ভ্রাতাকে জব্দ করিবার জন্য কয়েক জন সভ্য দরবারে মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনুচিত নির্দ্ধারণ করেন যাঁহারা এরূপ বলিয়া থাকেন তাঁহাদের ন্যায় ভয়ঙ্কর লোক দ্বিতীয় নাই। যদি শ্রীদরবারে বসিয়া উপাসনা প্রার্থনার পর তাহারা সম্মিলিত ভাবে এরূপ কার্য্য করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের সমুদায় কার্য্যই জাল জুওয়াচুরি ভিন্ন নহে। ইহা কি কখন কল্পনাও করা যাইতে পারে? কোন প্রেরিত বিগর্হিত কার্য্য করিলে তাঁহার মঙ্গলের জন্য শ্রীদরবার তাঁহাকে শাসন করিবেন, এই বিধি রহিয়াছে। এমন অবস্থা [illegible] হয় যে, কোন প্রেরিত বহুকাল হইতে দরবারে উপস্থিত হন না, তিনি স্বীয় প্রেরিতপদের অনুপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, তখন দরবার তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, কেন না দরবার তাঁহার তাদৃশ অনুচিত কার্য্যকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না, প্রশ্রয় দেওয়া বা তাহার প্রতিবাদ না করা পাপ। অনেকে শ্রীদরবারের মঙ্গলোদ্দেশ্য বুঝেন না, স্বেচ্ছানুসারে চলিয়া দরবারের শাসনকে অগ্রাহ্য করেন। সকল সভ্যের মতে নির্দ্ধারণ হয়, সকলেরই মন কি বিকৃত, সকলেই কি সম্পূর্ণ ধর্ম্মভয়শূন্য? ইহা কি সম্ভব? আচ্ছা কয়েক জন

অসূয়াপরবশ হইয়া কাহার প্রতি অবিচার করিলে তাহাদেরও ত বিচার হইতে পারে? শ্রীদরবারে অভিযোগ করিলেই তাঁহাদের বিচার হয়, যাঁহাদের নামে অভিযোগ হয় বিচারনিষ্পত্তিতে তাঁহাদের মতামত প্রয়োজন করে না। তাহা হয় না কেন? ভ্রাতঃ, শ্রীদরবারে কখন অন্যায় ও অবিচার হয় না; সুবিচার হয়। শ্রীদরবারের শাসনের, প্রেরিতদিগের শাসনের প্রশংসা করিয়া বিধানাচার্য্য এক প্রার্থনাতে এই সকল কথা বলিয়াছেন; "এই দল মলিন অসুখী দল। একা একা ইহারা থাকে ভাল, কিন্তু দলের মধ্যে অপ্রেম। কিন্তু হরি, এই দলের মধ্যে বিচার হয় ভাল। এখানে একটি অন্যায় করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পায় না। সে বুঝিবে একটি শাসনের দড়ি গলায় রয়েছে। এখানে একটু কিছু করিলে চুল চিরে বিচার হবেই।" "একজন কেবল শাসন কর্ত্তে পারেন, গালাগালি দিতে পারেন, যিনি রাজাধিরাজ শাসনকর্ত্তা। এজন্য তুমি দলটিকে এমন কৌশল করে সাজিয়েছ যে, তার ভিতর দুজন এক জন গালাগালি দিবেই। গালাগালি আর কে দিতে পারে তুমি বিনা? মা, তোমার এত দয়া আমাদের প্রতি? শাসন করিবার জন্য এমন কৌশল করে রেখেছ? মা, এ দলে যখন আছি, তখন বিলাসী কখন হতে পারিব না। ধন্য, ধন্য দয়াবান্ বিচার পতি, এমন চমৎকার দলের ভিতর আমাদিগকে রেখেছ যে এক জন সাধু বলে সুখ্যাতিপত্র পান না। আমি বেঁচেছি তোমামোদে দলের হাত থেকে। এ দলে বিচারিত হয়ে যে স্বর্গে উঠিবে, ঈশাও তার একটি পাপ দেখিতে পাইবেন না।" "কোটি কোটি বার নমস্কার এই বন্ধুদের চরণে, কেন না দেবতা বিচার করেন ইঁহাদের ভিতর থাকিয়া, দেবতা শাসন করেণ ইঁহাদের দ্বারা।" যাঁহারা এই দলের সংস্রব ছাড়িয়া স্বতন্ত্র ভাবে দূরে থাকেন, দলকে অগ্রাহ্য করেন তাঁহারা ভ্রাতার শাসন, দলের শাসন সহ্য করিতে পারেন না। বিনয়ের অভাব, প্রকৃতির উদ্ধতা, আত্মাভিমানযুক্ত স্বার্থপর ব্যক্তিত্ববশতঃ ভ্রাতার দোষ প্রদর্শন ও তীব্র উক্তি সহ্য করিতে অনেকে অসমর্থ হন। নত না হইতে পারিলে এবং আপন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে এই দলে তিষ্ঠিয়া থাকা দুরূহ ব্যাপার। শ্রীদরবারের এরূপ বিধি পর্য্যন্ত রহিয়াছে কোন প্রেরিত ভ্রাতাদিগের আশীর্ব্বাদ ও অনুমোদন গ্রহণ না করিয়া বিদেশে প্রচার করিতে যাইবেন না। যোগ ও একতা সম্বন্ধে আচার্য্যদেব এক প্রার্থনায় [illegible] সকল কথা বলিয়াছেন;—"প্রাণেশ্বর, এ সকল প্রচার সাধন ভজন পড়া শুনা কিছু হচ্চে না। এ সকল বিয়োগের ব্যাপার। সব এক হউক, এক বিধানের অঙ্গ হইয়া থাকুক। এদের বুঝিতে দাও যে, এখানে কেউ আমি আর আমরা হতে পারে না, সব এক। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে। একামেবাদ্বিতীয়ং ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে, একমেবাদ্বিতীয়ং নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে। সমুদায় মনুষ্যসমাজ এক।" "আমার শরীরে বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে থাকেন আমি যাই। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ। যিনি যেখানে যান, যিনি যেখানে প্রচার করেন, সেই এক পুরুষ করেন। দয়াময় এক কর, এক কর। এই ঘরে তুমি দয়া করিয়া নববিধানের লক্ষণ বিবৃত কর। আমরা সেই গুলি চরিত্রের সঙ্গে মিলাইয়া লই। দেবতারা দিন কতক এই ঘরে খুব যাতায়াত করুন, আহার সাত্ত্বিক, ভ্রমণ সাত্ত্বিক ও বাড়ী সাত্ত্বিক স্নান সাত্ত্বিক সব সাত্ত্বিক। অন্যের দ্রব্য লইব না, ব্রহ্ম হইতে যাহা প্রদত্ত হইবে কেবল তাই লইব। অসাত্ত্বিক কাপড় শরীরে উঠিও না, অসাত্ত্বিক ধন হস্তে আসিও না, অসাত্ত্বিক বাড়ী আমার শরীরকে আশ্রয় দিও না। যদি কেউ আজ এই ব্রত লইয়া আবার ডুব দিয়া জল খান, (এই রকম লোক আছে আমার শরীরে) তারা নববিধান কাটিবে, অতএব মা সাবধান করে দাও।" আচার্য্যদেব আর এক দিন প্রার্থনাতে বলিয়াছিলেন, "যে ব্যক্তি আমার একজন সামান্য ভাইকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকে অগ্রাহ্য করে।" হিমাচল হইতে ১৮৮৩ শকে ২রা আগষ্ট আচার্য্যদেব একজন প্রেরিতকে এই পত্র লিখিয়াছিলেন,

শুভাশীর্ব্বাদ,

"আমার সঙ্গে যোগ আছে কি না ইহা আমার বলা ঠিক নহে। লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। আমার যোগ বৈরাগ্য চরিত্র যেখানে সেইখানে আমি। আমার সঙ্গে গূঢ়যোগ সেইখানে। এ সকল না থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে, মায়া হইতে পারে; কিন্তু যোগ ও বিশ্বাস সম্ভব নহে। আমার দলের সমস্ত লোকের এবং প্রত্যেক লোকের আমি যেমন দেবত্বের অংশ ও ব্রহ্মাবতরণ দর্শন করি সেইরূপ দর্শন করিতে হইবে। দল ছাড়া আমি এক জন আছি, ইহা ভ্রান্তি, সুতরাং দল ছাড়িয়া আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিরূপে সম্ভব হইবে? দল ও আমি এক জন, সমুদায় লইয়া নববিধান। একটি লোকের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা আমাকে অস্বীকার। প্রত্যেকের পদধূলি গ্রহণ ও প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরিতত্ব দর্শন ইহা ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছি না। রিপুগুলি ছাড়িয়া পরস্পরের হইয়া আমাকে লইতে হইবে। কে প্রস্তুত? দলছাড়া দলপতির নিকটে আসিবার পথ নাই। অন্য পথ চোরের পথ। আমরা এক জন আমি এই বিশ্বাস করি।"

চির সেবক

শ্রীকে,

চৈতন্য সমাগমে আচার্য্যদেব প্রার্থনায় এই কথা বলিয়াছিলেন "হরি, তুমি আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যের দলের ন্যায় বদ্ধ কর, আমরা একহৃদয় একপ্রাণ হইয়া প্রমত্তভাবে তোমার নাম দেশময় প্রচার করি। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা স্বত্বেও ভাবে প্রেমে সকলে এক হইয়া যাই। নববিধানের আশ্রয়ে থাকিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মে স্বতন্ত্র ভাবে উন্নত হইবে, কিন্তু সকলেই বিধান পূর্ণ করিবার জন্য হইবে। সমস্ত দলের জন্য, নিজের জন্য নয়, সমস্ত দলেতে বদ্ধ হইবে।" আচার্য্যদেবের দেহে বিদ্যমানে দরবারে এরূপ

নির্দ্ধারণ হয়; সভাপতি বলিলেন।—"বিধানের জন্মের পর একটি শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গরূপে সকলে অভেদহৃদয় এক হৃদয় হইয়া প্রচার করুন। সমস্ত প্রণালী একীভূত হয়, বিচ্ছেদ ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা বিবাদ না থাকে। কি গান কি বস্ত্র পরিধান ইত্যাদিতে একতা দৃষ্ট হউক। আমরা এক, প্রচার করিতেছি এক ধর্ম্ম। নগর সঙ্কীর্ত্তন উপাসনা প্রভৃতিতে একতা থাকিবে। কথা মত বিশেষ রাখিয়া মূলে ঐক্য চাই। যাঁহারা প্রচারের থান তাঁহাদের মুখ্য কার্য্য প্রচার। একা প্রচার করিতে যাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইতে হইবে। দলই মূল।" "শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বশেষে এই নির্দ্ধারণ করিলেন, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে। * * * সুতরাং যে পর্য্যন্ত সকলে একমত না হন সে পর্য্যন্ত প্রয়াস যত্ন দ্বারা এক করিতে হইবে। এইরূপ একতায় যাহা নির্দ্ধারণ হয় কোন কথা না বলিয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন।"

জি;—মহাশয়, দরবারের শাসন ও একতাসম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্ব সত্বে এই সকল গুরুতর বিষয়ে যে সকলে বাধ্য হইবেন বড় শক্ত কথা। দেবভাব হইলে হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন দল নিবারণের কি কোন উপায় আছে, বলিতে পারেন? দলের এই কয়টি লোক তাহার মধ্যে আবার বিচ্ছিন্ন দল! আচ্ছা, আপনি এক স্থলে বলিয়াছেন যে প্রত্যাদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া অনেকে আপনার ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশের প্রাধান্য বিস্তার করিতে যান, তাহাতে বড় গোলযোগ হয়। ঈশ্বর কি এক বিষয়ে দুই প্রকার আদেশ করেন? না প্রত্যাদেশ শ্রবণে ভুল ভ্রান্তি হয়? প্রত্যাদেশতত্ত্ব আমি আপনার নিকটে কিঞ্চিৎ শ্রবণ করিতে চাই।

আ;—ভাই, দরবারসম্বন্ধে কথা এখনও শেষ হয় নাই, প্রত্যাদেশের প্রসঙ্গ আবার উপস্থিত করিলে, আগামীতে তাহা বলিবার ইচ্ছা রহিল। ভিন্ন দল নিবারণের উপায়বিষয়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমার এই বিশ্বাস, যদি প্রত্যেক প্রেরিত এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হন যে ভিন্ন দল করা পাপ, সেরূপ দল কখন করিব না, এবং বিনীতভাবে নানা উপায়ে শ্রীদরবারের সঙ্গে ও প্রেরিতদিগের সঙ্গে যোগ ও সম্বন্ধ রক্ষা করিব, কাহাকেও অগ্রাহ্য ও অমান্য করিব না, এবং অনুগামিগণ এরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হন, সকল প্রেরিতকে গ্রহণ করিব, অন্য সকল প্রেরিত ছাড়িয়া কোন বিশেষ প্রেরিতকে গ্রহণ করিব না, তাহা হইলেই ভিন্ন দল হইতে পারে না।

সম্রাট্ আকবরের উক্তি।

১১। যে দিবস জীবন ধারণ অনুপম পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইবে না, সে দিবস আমিও জীবন রক্ষার উপায় অন্বেষণ করিব না।

১২। নিরন্তর অদ্বিতীয় বিশ্বপতির নিকটে এই ভিক্ষা চাওয়া যাইতেছে যে; যদি আমার চিন্তা ও কার্য্য মনোনীত না হয় তবে তুমি আমার প্রাণ হরণ কর, তাহা হইলে প্রতিক্ষণ তোমার অসন্তোষের বৃদ্ধি হইবে না।

১৩। কার্য্যসিদ্ধি ঈশ্বরানুকূল্যের উপর নির্ভর করে, সৎপথদর্শী চতুর লোকের সঙ্গ লাভ করা সেই আনুকূল্য লাভের লক্ষণ, তদভাবে অনেক ব্যক্তির পুরুষকাররত্ন ধূলীধূসরিত হয়।

১৪। এক দিন রাত্রিতে জীবনের ভারে মন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট হইয়াছিল এবং হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিয়াছিল।

১৫। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তরে ও অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে আমার নিয়ম বিধি সকল স্বীকার করিবে সে অবশ্য আন্তরিক ও বাহ্যিক বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হইবে।

১৬। অনুচিত কামনা ও স্বার্থপরতাই অনিষ্টের মূল।

১৭। যে সকল লোক প্রতাপান্বিত রাজ্যাধিপতিদিগের সভাতে কথা কহিবার অধিকার লাভ করিয়াছে, এবং সাধুতা ও শুভ ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই বলে না, স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতা রাখে না, বিশেষতঃ নরপতির ক্রোধের সময়ে সুমিষ্ট কথা বলিতে না পারিলে মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা ভাগ্যবান্ পুরুষ।

১৮। নরপালদিগের প্রতি সূর্য্যদেবের বিশেষ কৃপা, এজন্য তাঁহারা তাহার আরাধনা করেন ও তাহাকে ঈশ্বরারাধনা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ক্ষীণদৃষ্টি লোকেরা কুসংস্কার মনে করে (১)।

১৯। হীনবল সত্ত্বেও কন্যা মোহম্মদীয় শাস্ত্রবিধি অনুসারে পৈতৃকধনের অল্পাংশের স্বত্বাধিকারিণী হয়, এজন্য যে সে স্বামিগৃহে যাইবে ও ধন পরের হস্তগত হইবে।

প্রাপ্ত।

স্বর্গগত শ্রীমৎ শিবচন্দ্র দেব।

গত বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ৬টার সময় কোন্নগরনিবাসী পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচীন ব্রাহ্ম শিবচন্দ্র দেব মহাশয় ৮১ বৎসর বয়সে কলিকাতা নগরে দেহ লীলা সংবরণ করিয়াছেন। কিছুকাল হইতে তিনি উদরাময় রোগে ক্লেশ পাইতেছিলেন, কিন্তু পরলোক যাত্রার পূর্ব্ব দিনও রোগের লক্ষণ দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারে নাই যে সত্বর তিনি চলিয়া যাইবেন। রোগশয্যায় পড়িয়াও তিনি প্রতিদিন ৩বার করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন,

(১) সম্রাট্ আকবর সূর্য্যমণ্ডলে জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের বিশেষ আবির্ভাব ভাবিয়া তদুদ্দেশে স্তুতিবন্দনাদি করিতেন, অগ্নিতেও ঈশ্বরের তেজ ও জ্যোতি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান জানিয়া রজনীতে আলোকমালায় পরিবেষ্টিত হইয়া আরাধনা করিতেন।

নিশান্তে ৫টার সময় প্রতিদিন তিনি নিদ্রা হইতে উঠিতেন, বুধবারও তদ্রূপ প্রত্যুষে উঠিয়া পরিবারবর্গকে উপাসনার জন্য আহ্বান করেন। মৃদুস্বরে সঙ্ক্ষেপে উপাসনা করিয়া পরিবারবর্গকে বলেন তোমরা আমাকে আর ডাকিও না। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার কণ্ঠদেশে কফের শব্দ হয়, এবং প্রাণ বায়ু প্রয়াণ করে, সেই সময় তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও দুই কন্যা এবং এক মাত্র পুত্র শ্রীমান্ সত্যপ্রিয় দেব সাক্ষাৎ উপস্থিত ছিলেন। পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র এবং বহু দৌহিত্র দৌহিত্রী পৌত্র পৌত্রী রাখিয়া ইহলোক হইতে তিনি প্রস্থান করিয়াছেন।

শিবচন্দ্র বাবু একটি মনুষ্যরত্ন ছিলেন, ইঁহার অতি শুদ্ধ জীবন ছিল। ইনি সাধুতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। শরীর নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে উৎসাহ উদ্যমে তিনি নব যুবক ছিলেন। ইনি ডিপুটীকালেক্টরীর পদে সুখ্যাতির সহিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া পেন্‌সন গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ ২৭ বৎসর প্রতিমাসে ৩৩৩৲ করিয়া পেন্‌সন পাইয়া আসিয়াছিলেন। ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধন লোকের সেবাই তাঁহার জীবনের বিশেষ ভাব ছিল। তাঁহার বাক্যের আড়ম্বর কিছুই ছিল না, তিনি কার্য্যেতে নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন। কোন্নগরে তিনি অনেকগুলি কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তথায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রহ্মমন্দির তাঁহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, কোন্নগরের বৰ্দ্ধনশীল এণ্ট্রেন্‌স্ স্কুল, শিশুবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি তাঁহারই কীর্ত্তি। দেশসংস্কার সামাজসংস্কারে তাঁহার অটল উৎসাহ ছিল। তিনি বৃদ্ধবয়সে রোগী দেখিয়া হোমিওপেথী ঔষধ প্রদান করিতেন। শ্রীমান্ সত্যপ্রিয়ের বিবাহ স্বর্গগত কালীনাথ বসুর প্রথমা কন্যার সঙ্গে ব্রাহ্মমতানুসারে সম্পাদন করেন, সেই হইতে হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ বিচ্ছিন্ন হয়। আমরা বহু দিন প্রতিশনিবার কোন্নগরে যাইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছি। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। শারীরিক নিয়ম পালন, চরিত্রের নিষ্ঠা, শুদ্ধতার ও মিতব্যয়িতার প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি ৫০।৬০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন, উইল করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও পুত্র কন্যাদিগকে যথোচিতরূপে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মার্থেও দান করিয়াছেন। সহধর্ম্মিণীকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়াছেন। যদিচ উপযুক্ত সময়ে তিনি স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ন্যায় মহৎ লোককে হারাইয়া আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃখিত হইয়াছি।

সংবাদ।

আগামী বুধবার শ্রীমৎ আচার্য্য দেবের জন্মদিন উপলক্ষে প্রাতঃকালে বিশেষ উপাসনা সায়াহ্নে সংপ্রসঙ্গ সঙ্কীর্ত্তনাদি হইবে।

বিগত ১৮ই কার্ত্তিক মালদহ নগরে ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত নীলমণি কোঙারের মাতৃশ্রাদ্ধ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য উপাধ্যায় তথায় গিয়াছিলেন। তিনি পুরাতন মালদহে ও গোবিন্দপুরের জমীদারী কাছারীতে আহূত হইয়াছিলেন। সেই দুই স্থানেও নিজ মালদহে ধর্ম্মালোচনাদি হইয়াছিল।

ভাই অমৃতলাল বসু লাহোরে গিয়াছেন, তিনি উৎসাহের সহিত তথায় কার্য্য করিতেছেন।

গত বৃহস্পতিবার ভবানীপুরে তুরাহিলের সিবিল মেডকিল আফিসর শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুপ্তের দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ হইয়াছে। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কুমারীর নাম শ্রীমতী অমিয়া সুন্দরী রাখিয়াছেন, জগজ্জননী নবকুমারীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

গত শুক্রবার প্রীতিভাজন শ্রীমান্ শ্রীনাথ দত্তের ৪র্থ কন্যার জাতকর্ম্ম উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, যশোহর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীমান্ রাজকুমার দাসের যত্নে তথায় একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে ৮।১০ জন বন্ধু মিলিয়া সাপ্তাহিক উপাসনা করিতেছেন।

শারদীয় ছুটীর পর গত রবিবার হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি অক্টোবর মাসে প্রচার ভাণ্ডারে নিম্ন লিখিত দান সকল প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্ত	কুমার	গজেন্দ্রনারাণ	দেবীগঞ্জ	১২৲
„	বাবু	মধুসূদন সেন	কলিকাতা,	॥০
„	„	হেমেন্দ্রনাথ বসু,	বোয়ালিয়া	১৲
„	„	পরেশ নাথ চট্টোপাধ্যায়,	কলিকাতা	২৲
„	„	নরেন্দ্রনাথ সেন,	কলিকাতা	১৲
„	„	কান্তিমণি দত্ত,	রংপুর	১॥০
„	„	কৈলাসচন্দ্র বসু,	„	২
„	„	বিপিন বিহারী সরকার,	কলিকাতা	২
„	„	যোগেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত,	রসা	১৲
„	„	প্রসন্ন কুমার ঘোষের সহধর্ম্মিণী,	মঙ্গলদৈ	৫৲
„	„	মহিমচন্দ্র দাস,	চট্টগ্রাম	৪৲
„	„	শরচ্চন্দ্র সরকার,	কলিকাতা	১৲
„		লালা মহেশচাঁদ,	রাউলপিণ্ডি	৬৲
„	ভাই	গিরিশচন্দ্র সেন,		২১৲
শ্রীযুক্ত	বাবু	প্রেমচাঁদ বড়াল,	কলিকাতা	৩৲
„	„	নৃত্যগোপাল রায়ের সহধর্ম্মিণী	গাজিপুর	১৲
„	„	নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	ভগলপুর	১০৲
„	„	যোগেন্দ্র নাথ কুণ্ড,	গোবরডাঙ্গা	২৲
——		পিনাগ পানি মুদলিয়া,	মান্দ্রাজ	২৲
		ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজ		৮৲
			মোট	৮৫৲

স্থানাভাবে এবারও চৈতন্যলীলামৃতের সমালোচনা প্রকাশিত হইতে পারিল না। আগামী বারে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২নং বীডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

করিলে তদুত্তরে কিছু বলিতেছি, অভিনিবিষ্ট হইয়া শ্রবণ কর। প্রত্যাদেশ, অনুপ্রাণন, পবিত্রাত্মা, স্বর্গীয় আলোক, বিবেক ইত্যাদি অনেক কথা ঈশ্বরাদেশের ভাবব্যঞ্জক। হাঁ ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে কথা কহেন, মানুষকে উপদেশ দেন ও আদেশ করেন সত্য, কিন্তু মানবীয় ভাষায় নহে, শব্দ বা লিপির সাহায্যে নহে, তাঁহার আদেশ উপদেশ বা অভিপ্রায় অন্তরে ভাবরূপে, বা অবস্থা ও ঘটনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। আদেশ দুই প্রকার, সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ আদেশ সাধারণ সকল লোকের প্রতি হইয়া থাকে, যেমন অন্ন জল গ্রহণ করিবার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা আদেশদ্যোতক, সন্তান প্রতিপালন ও পরোপকারস্পৃহা তাঁহার আদেশব্যঞ্জক। বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ সাধকের প্রতি বিশেষ আদেশ হইয়া থাকে। যথা;—সর্ব্বত্যাগী হও, অমুক স্থানে যাইয়া প্রচার কর ইত্যাদি। যাহা সত্য তাহাই ঈশ্বরের বাণী। অধিকারিভেদে বিভিন্ন আদেশ উপদেশ হয়। বর্ণমালা শিক্ষা করে এমন শিশুকে যেমন কখনও অধ্যাপক বেদান্তের গূঢ়তত্ত্ব সকল শিক্ষা দান করেন না, কেন না তাহার মন তদ্গ্রহণে অনুপযুক্ত, তদ্রূপ এক জন সাধনবিহীন সংসারাসক্ত লোক ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক বা উচ্চ বিষয়ে আদেশ ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হয় না; যেহেতু তাহার আত্মা তদ্গ্রহণে অনুপযুক্ত ও অপ্রস্তুত। ভগবানের অনুগত ভক্তই আধ্যাত্মিক উচ্চ বিষয়ে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। আদেশ শুনিয়া যাহারা শ্রদ্ধার সহিত পালন করে, তাহারা নিত্য নূতন নূতন গূঢ় আদেশ প্রাপ্ত হয়, যাহারা আদেশ অগ্রাহ্য করে, তাহাদের পক্ষে ক্রমে আদেশ পাইবার পথ অবরুদ্ধ হয়। ঈশ্বরাদেশ কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার নহে। ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। তিনি নিরন্তর কথা কহিতেছেন, যাহার আত্মা প্রকৃতিস্থ সেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে ও ঈশ্বরবাণী বলিয়া মান্য করিতে তৎপর হইতেছে। যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এই প্রকার মত, ঈশ্বর এক সময়ে বিশেষ বিশেষ কথা কহিয়াছেন, এখন আর কহেন না, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থে তাঁহার সেই সকল আদেশ উপদেশ লিখিত আছে, আর তাঁহার বিশেষ নূতন কথা নাই, তাহারা ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়াও আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করে না। ঐ সম্প্রদায় মৃত, তাহাদের ঈশ্বর মৃত। কিন্তু নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বর, নিত্য নূতন তত্ত্ব, নূতন উপদেশ প্রচার করিতেছেন। অনেক সময় আদেশ শ্রবণে অনেকের ভুল ভ্রান্তিও হয়। অনেক লোক আপনার বিশেষ আন্তরিক ভাব ও রুচির প্রেরণায় বিমূঢ় হইয়া উহাকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। আদেশ স্বতন্ত্র বস্তু। আমি ইচ্ছা করিলাম যে অমুকের ধন অপহরণ করি, কিন্তু অন্তরে "করিও না" "ইহা অন্যায়" বলিয়া কে বাধা দিলেন। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রুচির বিরুদ্ধে মনের ভিতরে একটি স্বতন্ত্র স্পষ্ট ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, উহা আমার নয়, পৃথিবীর কোন ধ্বনি নয়, ইহাই ঈশ্বরের আদেশ।

আদেশ নীতিবিরুদ্ধ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কখনও হইতে পারে না। কেন না নীতি ও বিজ্ঞান ঈশ্বরেরই বাণী। সেরূপ হইলে ঈশ্বর অব্যবস্থিত চঞ্চল, তিনি আপনার কথা আপনি খণ্ডন করেন। এ সকল বিষয়ে বড় বড় মহাজনদিগেরও অত্যন্ত ভ্রম দৃষ্ট হয়। দাসীকে ভোগ্যা পত্নীরূপে গ্রহণ, বহুদার পরিগ্রহ ও ধর্ম্মপ্রচারে লোকপীড়ন ও প্রাণসংহার ইত্যাদি নীতিবিরোধী ব্যাপারকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া হজরত মোহম্মদ কোরাণে বিবৃত করিয়াছেন। ফেরওণের অনুগত মিসরবাসী প্রজাবর্গের আভরণ অপহরণ করার বিষয়ে ঈশ্বর আদেশ করিয়াছিলেন, মুষাদেব এরূপ প্রচার করিয়াছেন। এরূপ কার্য্য নীতিবিরুদ্ধ সুস্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, এমন সময় উন্মুক্ত স্থানস্থিত কাহাকেও তাহা বলিয়া বুঝাইতে হয় না, সে আপনি উহা টের পায়, সূর্য্য হইতে আলো ও উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে তাহাও কাহাকে বলিয়া বুঝাইতে হয় না, তদ্রূপ 'ওগো ইহা ঈশ্বরের আদেশ, এই হুকুম আমি পাইয়াছি,' জোরের সহিত এ প্রকার ঘোষণা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যেমন কোন্‌টা অগ্নি কোন্‌টা জল সহজে বুঝা যায়, তদ্রূপ কোন্‌টা ঈশ্বরের আদেশ কোন্‌টা নয়, সহজ মানুষ সহজে উপলব্ধি করিতে পারে। প্রত্যাদেশ জ্বলন্ত সত্য, বিদ্যুৎ সঞ্চারের ন্যায় তাহা আত্মাতে কার্য্য করে। বিধানাচার্য্যের শত শত উপদেশ প্রার্থনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, "ওগো ইহা ঈশ্বরের হুকুম, এই তাঁহার আদেশ মানিতেই হইবে" এইরূপ কথা তাঁহার কয়টা উপদেশ প্রার্থনাদিতে দৃষ্ট হয়? যেহেতু তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। লোকে ঈশ্বরের আলোক, নিজের অন্তরের আলোকে বুঝিয়া লউক, এই আচার্য্যের শিক্ষা ছিল, কোন রূপ জোর করা তিনি অস্বাভাবিক মনে করিতেন। অনেক ব্রাহ্ম নিজের হুকুমে চলিয়া ঈশ্বরের হুকুমে চলিয়াছি এরূপ বলেন; ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলেন, ইহা ব্রহ্মতেজ।

গূঢ় দর্শন ও শ্রবণ হইলেও সাধারণে তাহার সকল কথা সর্ব্বদা প্রচার করা যাইতে পারে না। একণ জন সাধারণ তদ্রূপ উন্নতাবস্থাপন্ন নয় যে তদ্গ্রহণে সমর্থ হইবে, বরং তাহাতে অবিশ্বাসী জগতের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা বাড়ে। কুটীরে যোগ ও ভক্তিবিষয়ে যে সকল নিগূঢ় উপদেশ হইয়াছিল, তখন কেহ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন, সময় হয় নাই বলিয়া তৎকালে সে বিষয়ে নিষেধ হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে গুহ্য মন্ত্র প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ইহা অর্থশূন্য নহে। যাঁহারা প্রতিনিয়ত আপনাদের উচ্চ প্রত্যাদেশ হওয়ার কথা বলেন, তাঁহাদের চরিত্র ও জীবন সেরূপ পবিত্র, নীতিপরায়ণ ও সমুন্নত না দেখিলে লোকে কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না, কেবল উপহাস বিদ্রূপ করে, তাহাতে প্রত্যাদেশের গৌরব নষ্ট হয়। যাঁহারা পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত, তাঁহাদের লক্ষণ বাইবেল শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে; "প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সুকোমল ব্যবহার, কল্যাণশীলতা, বিশ্বাস, বিনম্রতা, মিতাচার এই সকল পবিত্রাত্মার ফল।"

এক বিষয়ে ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন আদেশ করেন না। বিধানবিশ্বাসী ও বিধানপ্রচারক সকল এক বিষয়ে এক প্রকার আদেশ শ্রবণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। যে স্থলে তাহার অন্যথা ভাব দৃষ্ট হয় তাহার কোন দিকে ভ্রান্তি আছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা এক বিষয়ে বিভিন্ন আদেশ শ্রবণ করেন, তাহাদের তুল্য এক ঈশ্বর নহে; স্বতন্ত্র ঈশ্বর মানিতেই হইবে। এ বিষয়ে আচার্য্যদেব ১৮৮১ শকে ৯ই নবেম্বর প্রার্থনায় এই সকল কথা বলিয়াছেন;—"হে পিতা, হে দীনবন্ধু, একই মত একই শাস্ত্র, একই বিধান, একই নিয়ম। আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পারি না। যদি আমরা পাঁচ মত মানি তবে প্রকারান্তরে পাঁচ দেবতা মানি। কারণ এক দেবতার পাঁচ রকম মত হইতে পারে না। আমরা বিবেককে তোমার অংশ বলিয়া মানি। তবেত আমাদের একমত হওয়া চাই। হে পিতা, তোমার ধর্ম্ম বাস্তবিক অখণ্ড। তাহা কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না। আমাদের পাঁচজনার যদি পাঁচ মত থাকে তা হলেত আমরা পৌত্তলিক। আমরা বলি তোমার আদেশে চলি, অথচ নিজের হুকুমে চলি। "যদি পাঁচ জনে পাঁচ রকমে চলি, লোকে বলিবে ইহারা পাঁচ দেবতার পূজা করে। আমাদের সকলকে এক কর, একখান কর, এক শরীর এক মত এক হৃদয় এক আত্মা কর।" "আমরা এক জনের আশ্রিত। এক মত হবে, এক দিকে যাব সকলে, আমাদের মতভেদ হবে না। এক দেবতা তুমি এক কথা বল, আমাদের সকলের হৃদয়ে তাহা একেবারেই পড়িবে। যদি পড়ে তবেই আমরা ব্রাহ্ম নতুবা নয়। বিবেক পাপ পুণ্য লইয়া মতভেদ হইতে পারে না। আমরা এক মার সন্তান, কেন বিভিন্ন মত হয়? প্রেমময় এক পথে লইয়া চল।" 'আমরা বিভিন্ন উপায়বলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষিত, ভিন্ন দেবতার পূজা করি। শ্রীহরি, তুমি বর্ত্তমান থাকিতে আমরা পাঁচটা কল্পিত দেব দেবীর পূজা করিতে লাগিলাম? দোহাই দেব যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে খণ্ড খণ্ড করিতে না হয়। অখণ্ড ব্রহ্ম এসে সকলের হৃদয়ে বোস। আমরা যেন বুঝিতে পারি আমরা এক গুরুর শিষ্য, এক ব্রহ্মের উপাসক।"

বিধানানুগত দলের বিবেকের বিরোধী, ব্যক্তিগত বিবেক হইলে সেই ব্যক্তিগত বিবেক ভ্রান্তি বলিয়া আচার্য্যদেবের দেহে বিদ্যমানে ১৭৯৭ শকের ৪ঠা শ্রাবণ শ্রীদরবারে এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা,—'বিবেক দুই প্রকার, সাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্মিক। সাধারণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকার মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনাবশতঃ সাধকে উপস্থিত হয় উহা বিধানের অধীন, সুতরাং বিধানানুগত হইয়া যাঁহারা সমাজবদ্ধ হন, তাঁহাদিগের সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে উহা অগ্রাহ্য। সে স্থানে সামাজিক বিবেক দ্বারা যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময় একই প্রকারে আসিবে, ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এজন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।" আচার্য্য দেব ১৮০১ শকে ১লা পৌষ শ্রীদরবারে নিজের বৈরাগ্য ও প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে এই কয়েকটী কথা বলিয়াছেন;—"আমার বৈরাগ্য ও প্রত্যাদেশসম্বন্ধে আমি কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে দিব না। আমার বৈরাগ্য ও প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে যদি কেহ প্রতিবাদ করেন আমি তাহা মিথ্যা বলি, আমি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা দিব, পরীক্ষার পর তার প্রতিবাদ করিবেন। আমি কাহারও মনে সন্দেহ থাকিতে দিব না। যাহাদের এখন এক প্রকার প্রত্যাদেশ, আর এক সময়ে আর এক রকম, আমি তাহাদের মধ্যে নহি। আজ যাহা বলা হইবে চিরকাল তাহা বলা হইবে। এত দিন যে সকল উপায় ও ইনষ্টিটিউশন বাহির হইয়াছে, তাহার ভ্রান্তি দেখাইতে হইবে, যেখানে যেখানে ভ্রান্তি আছে, তাহার সমস্ত দেখান হউক আমি তাহার খণ্ডন করিব।"

জি;—মহাশয়, প্রত্যাদেশের কথা শুনিলাম। আপনি বলিলেন, "নব বিধানে জীবন্ত ঈশ্বর নিত্য নূতন আদেশ উপদেশ করেন।" যাঁহারা প্রতিদিন উপাসনাতে আচার্য্যের পুরাতন প্রার্থনা পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা কেমন করিয়া নূতন উপদেশ ও নূতন আদেশ প্রাপ্ত হইবেন। বিশেষতঃ নব সংহিতায় যে নব বিধানের ঈশ্বর চিরনূতন, প্রার্থনাও নিত্য নূতন ভাবে হইবে। তদ্রূপ প্রার্থনা পড়িলে সেই বিধি কোথায় রক্ষা পায়। তাহাতে যে পুরাতন বিধান হইয়া পড়ে। শুনিয়াছি প্রেরিতমণ্ডলী প্রাত্যহিক উপাসনায় সেইরূপ আচার্য্যের পুরাতন প্রার্থনা পড়িয়া থাকেন।

আচার্য্য;—তোমার এই প্রশ্নের মীমাংসা আর একদিন হইবে।

চৈতন্যলীলামৃত।

এই গ্রন্থ খানি শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় প্রণীত। ইনি কৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামিকৃত চৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা সহ মুদ্রিত করিয়াছেন। চৈতন্যের জীবনী ও তাঁহার ধর্ম্মাদি বিষয়ে ইহাঁর গবেষণা বাস্তবিক প্রশংসাযোগ্য। শ্রীখণ্ডের গোস্বামিগণ ইহাঁর মাতামহকুল। সুতরাং শোণিতসম্বন্ধেও ইনি শ্রীচৈতন্যের পারিষদবর্গের সঙ্গে সংযুক্ত। আমরা ইহাঁর চৈতন্যলীলামৃত পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগ মাত্র বাহির হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম্মের বিষয়ে গ্রন্থকার উত্তর ভাগে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিবেন লিখিয়াছেন, তবে এ ভাগেও স্থানে স্থানে তৎসম্বন্ধে দু চারি কথা বলেন নাই তাহা নহে। গ্রন্থকার যদিও বর্ত্তমান যুগের ভাবানুযায়ী পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অনেকগুলি

বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাপি উহা সদোষ হয় নাই। কেন না ব্যাখ্যার বিষয় ঠিক থাকিলে ব্যাখানের তারতম্যে তত কিছু আসে যায় না। গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়া লইয়াছেন, বিধানের নবালোকে চৈতন্যবিধানের অন্তর্ভূত বিষয়গুলি তিনি ব্যাখ্যা করিবেন, সুতরাং এ বিষয়ে কাহারও তাঁহাকে বলিবার কিছু অধিকার নাই। চৈতন্যলীলামৃত লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার একটি কার্য্য অতিশয় ভাল করিয়াছেন, তিনি কোন ঘটনাকে বর্ত্তমান সময়ের লোকের কঠোর জ্ঞানের অনুমোদিত হইবে না বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। 'প্রক্ষিপ্ত' 'কল্পিত' প্রভৃতি শব্দের সহায়তায় এই গুলি উড়াইয়া দেওয়া এক প্রকার বর্ত্তমান সময়ের গ্রন্থকারগণের অভ্যস্ত ব্যবহার হইয়া পড়িয়াছে, গ্রন্থকার যে সে পথ অবলম্বন করেন নাই, ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। সময়ে সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া পূর্ব্বাবতারগণের সহিত অভিন্ন হইয়া আপনাকে তদ্ভাবে প্রদর্শন চৈতন্যের জীবনের অবুদ্ধাংশ। জ্ঞানকর্কশ লেখকেরা এ সকল অংশ উড়াইয়া দিয়া থাকেন, চৈতন্যলীলামৃতপ্রণেতা তাদৃশ ভাবের ব্যক্তি নহেন। তিনি এই সকল বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে ব্যাখ্যান সংযোগ করিয়া তৎপর ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্তার্থ নিম্নে ব্যাখ্যানের কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

'যত ক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রমরটী স্থির ভাবে মধু পান করিতে পারে নাই, তত ক্ষণ সে আপনাকে গোলাপ-স্থিত মধু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করিতেছিল। কিন্তু যখন সে মধুকোষের মধ্যে যাইয়া নিমগ্ন হইয়া নীরবে মধুপান করিতে লাগিল, তখন তাহার নিকট কি বাহ্য জগৎ? আর কি সেই মধুভাণ্ডার? ইহার কিছুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান থাকে না; সে তখন সকলই মধুময় বলিয়া জানিতে থাকে; অথচ আত্মবোধের ও মধুবোধের এক অচিন্তনীয় ভেদজ্ঞানও বুঝিতে পারে। জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। জীব স্বরূপাবস্থা লাভ করিতে পারিলে এইরূপ দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়। সাধকের প্রাণের মধ্যে যখন সেই রসস্বরূপের অমৃতরসপানের জন্য সুপ্রবল তৃষ্ণার সঞ্চার হয়; তখন সে ব্যাকুল ভাবে সেই নিত্যসুন্দর পরমকুসুমের অনুসন্ধান করিতে থাকে; এবং যখন সৌভাগ্যক্রমে তাহা লব্ধ হয়, তখন আর জগতে দ্বৈতজ্ঞান বা স্থূলভেদজ্ঞান থাকে না; সকলই তন্ময় হইয়া যায়, এবং সাধক সেই নিরুপম সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া গিয়া নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া কেবল 'ত্বংহি' 'ত্বংহি' দেখিতে থাকে। এমন কি আপনি পর্য্যন্তও তখন 'ত্বংহি' হইয়া যায়।" * * * 'যখন ভগবৎকৃপায় সৎসঙ্গ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ঘটনা হয়, তখনই সে ঐ পিঞ্জর কাটিয়া আপন স্বরূপাবস্থা লাভ করতঃ প্রমুক্ত চিদাকাশে উড়িয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। এই স্বরূপাবস্থা লাভ হইলে সকলই ব্রহ্মময় দর্শন হয় এবং দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত বা অভিন্নতা উপলব্ধি হয়। সাধকের সাধনার গভীরতা ও ঘনীভূততার পরিমাণ অনুসারে এই ভাব অল্পকাল, বহুকাল বা চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, শুকাদির এই ভাব জীবনব্যাপী ছিল; ঈশা, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণে তটস্থ ভাবে থাকিত, অন্যান্য সাধকে অল্পকাল মাত্র থাকিয়া অন্তর্হিত হয় এবং অস্মদাদিতে ইহার উদ্রেকই হয় না। ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণের 'মামেব শরণং ব্রজ' প্রভৃতি উক্তি; বাইবেলে 'I and my father are one' এবং চরিতামৃতে 'আমি সেই' 'আমি সেই' প্রভৃতি কথা এই একই ভাবসম্ভূত।"

গ্রন্থকার এখানে যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহা যোগশাস্ত্রানুমোদিত। ভক্তিশাস্ত্রে এ সম্বন্ধের ব্যাখ্যান অতি সহজ। গ্রন্থকার যখন স্বয়ং চৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তখন এ ব্যাখ্যান অবগত নহেন তাহা নহে। রায় রামানন্দ পরিচ্ছেদে মধুর ভাবের পর 'বিবর্ত্ত' নামে প্রেমের উচ্চতম বিকাশ অভিহিত হইয়াছে।

"যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়।"

এই 'বিবর্ত্ত' কি, সেই স্থলে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকটিতে প্রকাশ পাইবে।

"রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী।"

এখানে দুইটি চিত্ত প্রেমে একেবারে বিগলিত হইয়া সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ একত্ব এমনই যে একেবারে সমুদায় ভেদ বিদূরিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় প্রেমজনিত বিবিধ বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই জন্যই নবরাগহিঙ্গুলে অতিমাত্রায় অনুরঞ্জিত হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীগণের এই অবস্থা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত আছে। শ্রীচৈতন্যের ভাবের অত্যারূঢ়াবস্থায় এই অবস্থা হইত বলিয়াই তিনি বিবর্ত্তশব্দ উচ্চারণ করিবা মাত্র রামানন্দের মুখ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকারের রচনাবৈচিত্র্য প্রদর্শন জন্য আমরা জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দুঃখের বিষয় এই যে স্থানাভাব বশতঃ ভাল ভাল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না।

"নিত্যানন্দের স্বর্গীয় প্রেমপ্রভাবে ইতিপূর্ব্বেই জগাইর প্রাণে সুমহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল; যে টুকু বাকী ছিল, তাহা গৌরের প্রেমালিঙ্গনে পূর্ণ হইয়া গেল। সত্য সত্যই জগাইয়ের পাপ মোহ ছুটিয়া গেল; চিরকালের সঞ্চিত পাপরাশি স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে তাহার প্রাণ দগ্ধ হইতে লাগিল; জীবনের জঘন্যতা স্মরণ করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; এবং সাক্ষাৎ পাপপুরুষ বিকটাকার দেহ ধরিয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। জগাই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িয়া গেল। ধন্য শ্রীহরি! তোমার প্রেমের মহিমা, মুহূর্ত্তমাত্র যুগপ্রলয় উপস্থিত। একনিমিষে ঘোরতর

মহাপাপী উদ্ধার হইয়া গেল। মূর্চ্ছিতাবস্থায় জগাই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে সকল সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল, তাহারা রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধরিয়া আলুলায়িত কেশে বিকট হাস্য করিতে করিতে তাহাকে যেন বিষ্ঠাগর্ত্তে ডুবাইতেছে; যে অবলার * * * * কলঙ্কিনী কলঙ্ক লুকাইতে আত্মহত্যা করিয়াছিল, সে যেন তপ্ত লৌহ শালাকা তাহার চক্ষুর গহ্বরে ফুটাইয়া দিতেছে; যেন ভয়ানক তৃষ্ণায় তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে; আর ইতিপূর্ব্বে যাহাদের সে যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহারা হাসিতে হাসিতে যেন দুর্গন্ধময় আগ্নেয় সুরা আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিতেছে, সে যেন দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছে।"

শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রথমাবতরণ 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' হইতে হয়। ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, সে এক ভাব, আর 'চৈতন্যলীলামৃত' লেখার অন্য এক ভাব। ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা চৈতন্যদেবকে শিক্ষিত সভামণ্ডলীর মধ্যে পরিচিত করিয়া দিয়াছে, এখন 'চৈতন্যলীলামৃত' তৎসমাজে সমাদৃত হইবার অবকাশ হইয়াছে। চৈতন্যলীলামৃতের ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, "এই তত্ত্ব না বুঝাতেই ধর্ম্ম-জগতে অবতারবাদ, মধ্যবর্ত্তিতা, মহাপুরুষবাদ প্রভৃতি ধর্ম্মের বিরোধী ভাব সকল প্রশ্রয় পাইয়াছে ও পাইতেছে।" মহাপুরুষ-বাদ কেমন করিয়া ধর্ম্মের বিরোধী ভাব আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। গ্রন্থকর্ত্তাও গ্রন্থের বহু স্থানে মহাপুরুষবাদের সমর্থন করিয়াছেন। যথা তাহার পর পৃষ্ঠায়ই লিখিত হই-য়াছে, "ঈশ্বরভক্ত মহাপুরুষদিগের জীবনে এই একটি চমৎকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।" "অন্য মহাপুরুষদিগের কথা এখানে বলিব না।" অনবধানতা বশতঃ গ্রন্থের স্থানে স্থানে কিছু কিছু বর্ণাশুদ্ধি ব্যাকরণাশুদ্ধি আছে, দ্বিতীয় সংস্করণে উত্তমরূপে সংশোধন করিলে গ্রন্থ এই সকল দোষমুক্ত হইবে।

সংবাদ।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ১লা অগ্রহায়ণ আমাদের সামাজিক উপাসনার নিয়মিত উপাসক ও বাইবেল শ্রেণী ও ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের ছাত্র উৎসাহী নবযুবক প্রীতিভাজন যামিনীকুমার দত্ত পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। যামিনীকুমার জেনেরেল এসেম্বলি কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। বরিশালে তাঁহার নিবাস ছিল। তিনি স্বর্গগত ব্রজমোহন দত্তের পুত্র, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। যামিনীকুমার অত্যন্ত পরোপকারী বিনীতস্বভাব ছিলেন, যামিনীর বিয়োগে আমরা বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়াছি ও ক্ষতিবোধ করিতেছি। তাঁহার গর্ভধারিণী বিদ্যমান। ভয়ঙ্কর উদ্বমন রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। যামিনী ৫।৬ দিন ক্রমাগত দিবারাত্রি বমি করিয়াছিলেন, কোন চিকিৎসায়ই সুফল হয় নাই। টেলিগ্রাফ পাইয়া মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়াছিলেন। জগজ্জননী আমাদের পরলোকগত ভ্রাতাকে স্বীয় অমৃত ক্রোড়ে রক্ষা করুন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত মাতার ও ভ্রাতার অন্তরে শান্তি বিধান করুন।

বেণেপুকুর উপাসনাসমাজের সভ্য ভ্রাতা মণিলাল কয়াল পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি এক জন পুরাতন উৎসাহী ব্রাহ্ম ছিলেন, আমরা তাঁহার দেহত্যাগে দুঃখিত হইয়াছি। গত কল্য বেণেপুকুরের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ তাঁহার আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে বিশেষ উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় ও ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, এবং মুদিয়ালিনিবাসী বন্ধুবর কুঞ্জবিহারী দেব প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া উপাসনাকার্য্য ও সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন।

গত ৯ই অগ্রহায়ণ অমরাগড়িনিবাসী ভ্রাতা নটবর দাস স্বীয় পরলোকগতা মাতামহীর শ্রাদ্ধ উপাধ্যায়ের সাহায্যে সম্পন্ন করিয়াছেন।

ভাই অমৃত লাল বসু লাহোরে বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া রাওলপিণ্ড ও পেশওয়ার অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন।

কিছু দিন হইল বরাহনগর নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানানুসারে ভাই কান্তিমিত্র ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, বরাহনগরে গিয়াছিলেন। শশিপদবাবুর বাড়ীতে উপাসনা কীর্ত্তন উপদেশাদি হইয়াছিল।

ভাই দীননাথ মজুমদার বাঁকিপুরে প্রতিগমন করিয়াছেন।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দিরনির্ম্মাণসাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ মিত্র ২০০্ দান করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ভাই প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার সেন ফ্রি চর্চ্চের বাইবেল পরীক্ষায় প্রথম বার্ষিক ছাত্রগণের মধ্যে প্রথম হইয়াছেন। বিশেষ পুরস্কার পাইবার কথা আছে।

চন্দননগর হইতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, "শারদীয় উৎসব উপলক্ষে এখানকার ভাইগণ গত মঙ্গলবার সারারাত্রি জাগরণ করিয়া বিধানজননীর বিশেষ করুণা সম্ভোগ করিয়াছেন। আমাদিগের মন্দিরের এবং মণ্ডলীর প্রতি তাঁহার অশেষ করুণার জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দান করা হইয়াছিল"।

টাঙ্গাইলের সন্নিহিত বাগিল গ্রামনিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু স্বীয় কনিষ্ঠ ফরিদপুরের কালেক্টরীর শিরিস্তাদার শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসু মহাশয়কে লইয়া স্বীয় জন্মভূমিতে ক্রমাগত কয়েক দিন জমাট উপাসনা কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন। গ্রামের বহু ভদ্রলোক তাহাতে যোগদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

"উদাসীন পথিকের মনের কথা" পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তদ্বিষয়ে বক্তব্য সুলভ সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২ নং বিডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

২৬ ভাগ।
২২ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৮১২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে লীলারসময় হরি ... তোমায় ছাড়িয়া মানুষে যে পুতুল পূজা করে তাহা দূর করিবার কি কোন সহজ উপায় নাই? মানুষ যদি তোমায় ধরিতে পারিত, ছুঁইতে পারিত, ভোগ করিতে পারিত, তবে তো তাহারা কখন পুতুল গড়াইত না। তাহারা বলে, হরি যখন আমাদের চিন্তানুরূপ নন, তখন আমরা কেমন করিয়া তাঁহার পূজা করিব? আমাদের সঙ্গে যাঁহার কোন বিষয়ে মিলে না, তাঁহাকে ধরা, ছোঁয়া, ভোগ করা আমাদের কর্ম্ম নয়, আমরা এমন এক জন দেবতা চাই, যিনি আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন, আমাদের সহিত যাঁহার সহানুভূতি আছে, সকল বিষয়ে যিনি ঠিক আমাদের মতন, কেবল দেবত্বে অধিক। শ্রীহরি, সাধারণ লোকে এই কথা বলিয়া তোমায় ছাড়িয়া পলাইয়াছে, নববিধানীরাও পলাইবার উপক্রম করিয়াছে। বল, দেব, ইহা নিবারণের কি কোন উপায় নাই? তুমি লোকের অনুরোধে আপনার স্বরূপ বিচ্যুত হইবে, এরূপ তোমায় অনুরোধ করিতেছি না, যাহা স্বতই অসম্ভব, তাহা কেমন করিয়া তোমায় করিতে বলিব, কিন্তু, নাথ, ভক্তেরা যে তোমায় ঈদৃশ মহত্ত্ব গৌরব সত্ত্বেও হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, স্পর্শ করিয়াছেন, তোমার আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। যদি মুগ্ধ করিবার তোমার সামর্থ্য না থাকিবে, তবে ভক্তদের এ দশা হইবে কেন? বিন্দু আর সিন্ধু পরিমাণে ন্যূনাধিক, বিন্দুও জল, সিন্ধুও তো সেই জল। হে সুখস্বরূপ, তুমি অনন্ত সুখ, তোমার সুখের বিন্দু যদি আমরা পাই, উহাতো সুখ বই আর কিছু নহে। বস্তু যদি ঠিক থাকিল, তবে পরিমাণে আসে যায় কি? যত আমাদের ধারণার সামর্থ্য বাড়িবে, তত তোমাতে আমাদের সুখাধিক্য হইবে। যখন যত টুকু সুখ তোমাতে পাই, তাহাতেই আমাদের মন প্রাণ যদি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। প্রভো, তোমায় স্পর্শ করিতে পারি না, ভোগ করিতে পারি না, লোকে যে এ কথা বলে সেটা মিথ্যা। তবে এখন ঠিক মানুষের মতন সহানুভূতি এইটাই বাকি রহিল। স্বয়ং দুঃখ ক্লেশ অনুভব করিয়া সহানুভূতি, এ তোমাতে আছে কেমন করিয়া বলিব, কিন্তু তোমার মতন জীবের সঙ্গে সহানুভূতি আর কাহারও থাকিতে পারে, এতো কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি জীবের আদ্যোপান্ত সমুদায় জান, জানিয়া তাহার মঙ্গলের জন্য কত প্রকার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন কর, সে সকল কি তোমার জীবের প্রতি সহানুভূতি নয়? ঈশা প্রভৃতির নাম ধন্য

হউক, কিন্তু তুমি যেমন আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পার, তাঁহারা আমাদের প্রকৃতি ধারণ করিয়াও তেমন কখন করিতে পারেন না, নরপ্রকৃতি ধারণ করিয়া সহানুভূতির ন্যূনতা ব্যতীত তোমার মত কখনই আধিক্য হয় না। হে দেবাদিদেব, তাই তোমার নিকট বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, লোকদিগের কুবুদ্ধি নিবারণ কর, এবং তোমার সঙ্গে তাহাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ তত্ত্ব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও। প্রভো, সর্ব্বাগ্রে এই সম্বন্ধ আমরা নিজে ভাল করিয়া বুঝি, এবং আমাদের জ্যেষ্ঠগণ যেমন তোমাতে প্রমত্ত হইয়া ছিলেন, আমরাও সেই প্রকার প্রমত্ত হই। ইহা হইলে আমাদের নিজ জীবন সাধারণের ভ্রমবুদ্ধির প্রতিবাদ করিবে, আমরাও কৃতার্থ হইব, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলেও সম্বন্ধ বুঝিয়া কৃতার্থ হইবে। দীনবন্ধু হরি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার সম্বন্ধরসে মগ্ন কর, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

মহাত্মা রামমোহন রায় ও মোহম্মদীয় ধর্ম্ম।

আমরা আমাদের ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্বন্ধে মতামত গত বারে প্রদর্শন করিয়াছি। হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্রকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিতেন কিছু দিন পূর্ব্বে তাহাও বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। আরবের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মোহম্মদকে ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদের ধর্ম্মকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবার সঙ্ক্ষেপে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের পিতামহের ধর্ম্মমত অত্যন্ত প্রশস্ত ও উদার ছিল, তিনি সকল শাস্ত্র ও সমুদায় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে মান্য ও আদর করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মমত মধ্যে যে সকল অসত্য, ভ্রান্তি ও কুসংস্কার আছে প্রখর যুক্তি ও তর্ক বলে সেই সকলকে বিচূর্ণ করিয়াছেন। এমন পরিষ্কার বুদ্ধি, সুতীক্ষ্ণ বিচারশক্তি, সুমার্জ্জিত যুক্তিবল, অসত্য জঞ্জালপুঞ্জ হইতে সত্যরত্ন উদ্ধার করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও দৃষ্ট হয় না। এক দিকে তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছেন, অপর দিকে প্রবল যুক্তিবলে অসত্যকণ্টকবন দলন করিয়া তাহার ভিতর হইতে সার সত্য একেশ্বরবাদ উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন। হজরত মোহম্মদের ঈশ্বর ও নিজ সম্বন্ধে কতকগুলি উক্তি মুসলমান গ্রন্থ হইতে তিনি গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রণীত গ্রন্থবিশেষ হইতে আরব্য-প্রবচনগুলি নিম্নে উদ্ধৃত ও তাহার অর্থ লিপিবদ্ধ করা গেল।

এন্নাল্লাহা অস্জা ও জল্লা রহমতহো ও হদয়নি লেল্ আলমিন্” একান্তই ঈশ্বর আমাকে জগতের জন্য তাঁহার দয়া ও পথপ্রদর্শক করিয়াছেন।

“কোন্তো আওলোন্নবীনে ফিল খোল্কে ও আখরোহম্ ফিল্বাসে” সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের প্রথম ছিলাম, এবং তাঁহাদিগের শেষ প্রেরিত।

“কোন্তো নবিয়োন্ ও আদমোন্ ফিল্ মায়ে ও ত্বিনে” আমি নবি (সুসমাচারপ্রচারক) ছিলাম, তখন আদম (মানবজাতির আদিপুরুষ) জল ও মৃত্তিকায় পরিণত ছিল।

“আনা সৈয়দোল্ মোর্সলিনে ও লা ফখরো ফিহে” আমি প্রেরিতমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ ও তাহাতে আমার গৌরব করিবার বিষয় নয়।

“এন্নমা জল্লি আলা রুসে ওম্মতি” আমার মণ্ডলীর উপর আমার ছায়া আছে, এতদ্ভিন্ন নহে।

“মন্ রায়ানি ফকদ রায়া আল্লাহা” যে ব্যক্তি আমাকে দেখিয়াছে সত্যই সে ঈশ্বরকে দেখিয়াছে।

“মঁয়্ আতায়ানি ফকদ আতায়াল্লাহা” যে ব্যক্তি আমার অনুগত হইয়াছে সে ঈশ্বরের অনুগত হইয়াছে।

মঁয়্ আসানি ফকদ আসা আল্লাহা” যে ব্যক্তি

আমার অবাধ্য হইয়াছে সে ঈশ্বরের অবাধ্য হইয়াছে।

এদিকে আবার পিতামহ নিজ রচিত পারস্য ও আরব্য ভাষার "তহতোল্ মহদিন" নামক গ্রন্থে হজরত মোহম্মদ যে শেষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। মূল পুস্তক আমাদের হস্তগত হয় নাই, তাহার উর্দ্দু অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশের সার অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। "এক দল স্বীয় ধর্ম্মগ্রন্থের মর্ম্মানুসারে আপনাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতেই প্রেরিতত্বের শেষ হইয়াছে এরূপ জ্ঞাপন করিতেছেন, অপর এক দল বলিতেছেন যে, দাউদের সন্তানেতেই প্রেরিতত্বের শেষ। এ সকল কাহিনী কেবল কথার কথা নহে, ইহা দ্বারা এক দল অপর দলের প্রেরিতের প্রেরিতত্ব খণ্ডন করিতেছেন, এক দল আপনাদের ধর্ম্ম সত্য অপর দলের ধর্ম্ম অসত্য এইরূপ প্রতিপাদনের চেষ্টা করিতেছেন। সম্ভবতঃ উভয় দলেরই কথা অসত্যমিশ্রিত। ভাবিয়া দেখ, আশ্চর্য্য যে প্রাচীন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের শেষ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলিবার বহু শত বৎসর পরে গুরুনানক প্রভৃতি ভারতবর্ষে ও অন্য অন্য দেশে স্বতন্ত্র নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন এবং বহু লোককে স্বীয় অনুগামী করিয়া লইয়াছেন।"

মহাত্মা রামমোহন মোসলমানদিগের কাফেরদিগকে উৎপীড়ন ও বধ করা বিষয়ে উক্ত পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন, "মোসলমানগণ কি অতীত কালে কি বর্ত্তমান কালে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছেন বলিয়া উৎসাহের সহিত কাফেরদিগকে উৎপীড়ন ও হত্যা করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন নাই ও করিতেছেন না। এই কঠিন ও বিরুদ্ধ আদেশ কি সর্ব্বলোকস্বামী পরমেশ্বরের ন্যায় ও দয়ার উপযুক্ত? বুদ্ধি কি ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না?"

অলৌকিক ক্রিয়াকে তিনি অসত্য জনশ্রুতি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তিনি এরূপ লিখিয়াছেন, "বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক লোকদিগের নিকটে ইহা অপ্রকাশিত নহে যে, অনেক ইয়ুরোপীয় লোক ও ঐন্দ্রজালিক এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল অকস্মাৎ প্রদর্শন করে যে, মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু গূঢ় অনুসন্ধান করিলে ও তাহার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিলে তাহা অনায়াসে বোধ্য ও সহজসাধ্য হইয়া যায়।" "যখন কোন আশ্চর্য্য বিষয় প্রত্যেক মনুষ্যের বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত হয়, সাধারণতঃ অন্য ব্যক্তি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ পাইয়া কৌশলক্রমে সেই বিষয় উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে অলৌকিক ক্রিয়াশালী শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ বলিয়া প্রচার করে। এখনও হিন্দুস্থানে অলৌকিকতার প্রতি এরূপ প্রবল বিশ্বাস যে আপামর সাধারণ তাহা আপনাদের ভূত ও বর্ত্তমান গুরু ও আচার্য্যসম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহা অনেক স্থলে প্রবাদ ও জনশ্রুতি মাত্র, কোন সত্য নাই।"

মহাত্মা রামমোহন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষপাত পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন, "এক সম্প্রদায় এরূপ দাবী করেন যে মনুষ্যের যে কিছু মহত্ত্ব ও ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ শুদ্ধ তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাবের নিমিত্ত বিশেষরূপে বিধাতা বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরোধী অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায় পারলৌকিক শাস্তির উপযুক্ত। যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় মৃত্যুর পরে পরলোকে আপনাদের শুভ ফল ও অন্যের দুর্গতি হইবে নির্দ্ধারণ করেন, তখন অবশ্য তাঁহারা ইহলোকে অন্য সম্প্রদায়ের স্বত্ব ও অধিকার বিলোপ করিবার ক্ষমতা রাখেন না। বস্তুতঃ তাঁহারা সদ্ভাব ও প্রেমের স্থলে পক্ষপাত ও বিদ্বেষের বীজ অন্তরে বপন করিয়া অন্য লোককে ঘৃণার পাত্র ও দুর্ভাগ্য মনে করিয়া থাকেন।"

তিনি "তহতোল্ মহদিনের" প্রথম ভাগে এরূপ লিখিয়াছেন যে, "আমি হিন্দু মোসলমান খ্রীষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মশাস্ত্র গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর এক মাত্র অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য এই মূল মতে

সকলের ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়া বিবাদ বিসংবাদ।”

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া।

সৃষ্টিতত্ত্ব মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর, এ কথা স্বীকার করিয়াও মানুষ এ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। যত কেন দুর্জ্ঞেয় বিষয় হউক না, মনুষ্যবুদ্ধি তৎসম্বন্ধে কোন না কোন একটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে চায়। কোন একটি বিষয় যত ক্ষণ নিশ্চয় হইতেছে না, বুদ্ধি স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে না, কেননা নিশ্চয়াত্মিকতা উহার বৃত্তি। যদি উহা জানিতে পারে যে, এই পর্য্যন্ত জ্ঞানের সীমা, এবং এখান হইতে তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করিতে হইবে, তবে উহা জ্ঞানের সীমাকে মূলতত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া তদুপরি আপনার সিদ্ধান্ত সমুদায় স্থাপন করে। মূলতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া তাহার আর অগ্রসর হইবার জন্য ব্যগ্রতা থাকে না, কেন না উহা জানে মূলতত্ত্বরূপ সুদৃঢ় ভূমি না পাইলে উহার সিদ্ধান্ত সমুদায়ের দাঁড়াইবার কোন স্থল নাই। সৃষ্টিতত্ত্ব মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর হইলেও, সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কোন না কোন মূলতত্ত্ব আছে, তদুপরি তদ্বিষয়ক চিন্তা মনুষ্যবুদ্ধির স্থাপন করা প্রয়োজন। যখন সৃষ্টি অবশ্যস্বীকার্য্য, তখন তদ্বিষয়ক চিন্তা অপরিহার্য্য। যদি অপরিহার্য্য হইল, তাহা হইলে এতৎসম্বন্ধে সুদৃঢ় মূলভূমির অন্বেষণ অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রাচীন কাল হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হইয়া আসিয়াছে। য়িহুদী জাতি সৃষ্টি বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই মূল করিয়া ইচ্ছামাত্র জগতের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের উপরে কাহারও কোন কথা বলিবার সাধ্য নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা সমুদায় সৃষ্টির মূল ইহা আর কে অস্বীকার করিবে? তবে সেই ইচ্ছা মুহূর্ত্ত মাত্রে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা প্রভৃতিকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন করিল, অথবা অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে আনয়ন করিয়া শেষে তত্তদাকারে পরিণত করিল, ইহাই সিদ্ধান্ত করিবার বিষয়। আমরা সৃষ্টি মধ্যে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে আনয়ন আজও দেখিতে পাইতেছি, সুতরাং ঈশ্বর এই নিয়মে সৃষ্টির আরম্ভ হইতে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিবার প্রকৃষ্ট কারণ আছে। তবে ইচ্ছা মাত্র জগৎ উপন্ন হইল এ কথা আর রহিল কোথায়? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তৎপূর্ণতার কালব্যবধান থাকে তাহা হইলে তাঁহাতে যে অপূর্ণতা সমুপস্থিত হয়, সে দোষই বা কি প্রকারে নিরসন হয়? একটি বস্তু যত ক্ষণ সম্পূর্ণ আকার ধারণ না করে, তত ক্ষণ আমাদের নিকটে সে বস্তু যে সেই বস্তু ইহা আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু বস্তুতত্ত্বজ্ঞ আরম্ভদর্শনেই অমুক বস্তু বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, এবং তাঁহার নিকটে পূর্ণাকারও যাহা আরম্ভও তাহাই, কেন না তিনি আরম্ভদর্শনেই বলেন, এই সেই বস্তু। ঈশ্বর যেমন ইচ্ছা করিলেন, তেমনি সেই সেই বস্তুর আরম্ভ হইল, এবং সেই আরম্ভকেই সেই সেই বস্তু বলা যাইতে পারে, কেন না যখন পরিণতি হইবে, তখন সে বস্তু ভিন্ন আর অন্য কোন বস্তু হইবে না। ইচ্ছা করা আর তাহা হওয়া এই জন্যই সুসঙ্গত। ক্রমান্বয়ে গঠন দান তাহাকে অবনতি হইতে ক্রমিক উন্নতিতে উত্তোলন। সৃষ্টবস্তুমাত্রের এই প্রকৃতি স্বয়ং ঈশ্বরপ্রদত্ত, সুতরাং তিনি উহা রক্ষা করিয়া সৃষ্টি কার্য্য নিষ্পন্ন করেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র সমুদায় সৃষ্টি হইল, অথচ তাহার ক্রমবিকাশ ক্রমান্বয়ে চলিতে লাগিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে এই দুইটী ব্যাপারকে সর্গ ও প্রতিসর্গ বা সৃষ্টি ও প্রতিসৃষ্টি নামে অভিহিত করিয়াছি। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সৃষ্টির উপযোগী শক্তিসমূহকে একেবারে সমষ্টিতে গ্রহণ করেন এবং তাহার ক্ষয় বৃদ্ধি কল্পনা করিতে পারেন না। এই শক্তি সমূহই সর্গ বা সৃষ্টি, আর এই শক্তিসমূহ হইতে যে সকল রূপান্তরতা সমুপস্থিত হয়, তাহা প্রতিসর্গ বা প্রতিসৃষ্টি। উৎপন্ন শক্তি

নিচয় মধ্যে সূর্য্যাদি সকলেরই আরম্ভ রহিয়াছে, কেবল তত্তদ্রূপে পরিণতি অবশিষ্ট আছে। এই পরিণতি নিত্য ইচ্ছার নিত্যক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল। এই মতের সহিত সাংখ্যমতের কোন সাদৃশ্য আছে কি না ইহা যে কোন ব্যক্তি তত্তৎ আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারেন।

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য। সত্ত্ব রজ ও তম, প্রকৃতির এই তিনটি গুণ। গুণত্রয় যখন সমভাবে অবস্থান করে, তখন সৃষ্টি হয় না, কিন্তু যখন কালে গুণত্রয়ের সমভাব বিদূরিত হয়, তখনই সৃষ্টির আরম্ভ। সুখ, দুঃখ ও মোহ—প্রকাশ, ক্রিয়া ও অপ্রকাশ—সত্ত্ব, রজ ও তমের ধর্ম্ম। সমগ্র জগতের মধ্যে সুখদুঃখাদির সমাবেশ সর্ব্বত্র আছে, তাই জগতের মূলপ্রকৃতির এই তিনটি গুণ সাংখ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে তৎকারণ শব্দাদি তন্মাত্র; আমি শুনিতেছি, আমি রসাস্বাদ করিতেছি, ইত্যাদি অভিমান হইতে অহঙ্কার; আমি শুনিতেছি ইত্যাদির মধ্যে একটি নিশ্চয় করিবার বৃত্তি লক্ষিত হয়, এই নিশ্চয় করিবার বৃত্তি হইতে বুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব); আর যাহা এইরূপে নিশ্চয় করা হইতেছে তাহাতে সুখ দুঃখ বা মোহ উপস্থিত হইতেছে, সুতরাং তাহা হইতে সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয় অনুমিত হয়। এই গুণত্রয়ের সমভাবে মিলনে প্রকৃতি (অব্যক্ত বা প্রধান)। ইহার পর আর কারণান্বেষণে প্রয়োজন নাই বলিয়া সাংখ্যকার এখানেই নিবৃত্ত হইয়াছেন। পুরুষের প্রকৃতিসন্নিধানে নিয়ত অবস্থিতিমাত্র, সৃষ্টিতে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। অয়স্কান্তের সন্নিধানে অবস্থিত লৌহ যেমন ক্রিয়াশীল হয়, প্রকৃতি তেমনি তৎসান্নিধ্যে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। বৎসদর্শনে যেমন অচেতন দুগ্ধ স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, তেমনই অচেতন প্রকৃতি পুরুষের মুক্তির জন্য স্বতঃ সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়।

এ দেশে সৃষ্টিবিষয়ে সাংখ্যমত সকলেই আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। কেন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা কিছু সুকঠিন ব্যাপার নহে। যাহা সকলে নিত্য প্রত্যক্ষ করে, তাহা মূল করিয়া সাংখ্যকার সৃষ্টিতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি লোকবুদ্ধির অতীত নহে। যাহা লোকবুদ্ধির অতীত নহে, তাহা কেনই বা সাধারণ কর্ত্তৃক সহজে পরিগৃহীত হইবে না? আমরা যে শক্তিসমষ্টির কথা বলিতেছি, তাহা প্রকৃতির নামান্তর মাত্র। শক্তিসমষ্টি যখন সমভাবে থাকে, পরস্পরের সংযোগ বিয়োগ উপস্থিত হয় না, তখন সৃষ্টিক্রিয়া অবরুদ্ধ থাকে বা অব্যক্তরূপে স্থিতি করে। প্রকৃতির অন্য নাম এ জন্যই অব্যক্ত। সাংখ্যকার প্রকৃতিকে অচেতন অথচ নিত্য বলিয়াছেন। আমরা সৃষ্টির উপাদান শক্তিসমষ্টিকে উৎপন্ন বলিয়াছি। ইহাতে উভয় মতের বিসংবাদ উপস্থিত হয়। এই বিসংবাদ ঈশ্বরস্বরূপবিচারে মীমাংসিত হইতে পারে বলিয়া আমরা স্বরূপবিচারে প্রবৃত্ত হই।

সৎ বা অস্তিত্ব স্বতঃপ্রত্যক্ষ। আমরা আর কোন বিষয় বলিতে পারি আর না পারি, অস্তিত্বসম্বন্ধে কিছুতেই সন্দিহান হইতে পারি না। শূন্যবাদী বৌদ্ধকেও শূন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। শূন্য বলা কেবল ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য আকাশবৎ জন্য, এ ভিন্ন অন্য কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যকার পুরুষ ও প্রকৃতি বলিয়া চেতন ও অচেতনের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রথম বিকার বুদ্ধি। এই বুদ্ধির সুখদুঃখাদিনিশ্চয় চেতন পুরুষে প্রতিফলিত হইয়া চেতন পুরুষের আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হয়। ফলতঃ অস্তিত্ববাদ কোন প্রকারে অতিক্রম করিবার উপায় নাই। 'সৎ' বলিতে যিনি নিত্য আছেন, তাঁহাকেই বুঝায়। ইহাকে যিনি যে নামে নির্দ্দেশ করুন, সর্ব্বথা অপরিহার্য্য। এই সৎ বা অস্তিত্ব আমরা কিরূপে উপলব্ধি করি? শক্তিরূপে *। এই জন্য সতের প্রথম বিকাশ 'শক্তি' বলিলে অপ্রত্যক্ষ বিষয় বলা হয় না। সত্তা

* শক্তিরূপে উপলব্ধির বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া আর এখানে 'অবরোধ হইতে শক্তিজ্ঞান' ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ যুক্তির অবতারণা করা গেল না।

ও শক্তি প্রথমতঃ আমরা যখন অভিন্নরূপে গ্রহণ করি, তখন ঈশ্বরবাচক। শক্তির ক্রিয়াকারিত্ব আছে। এই ক্রিয়াকারিত্বের নামান্তর ইচ্ছা। ক্রিয়া হইতে বিকার সমুপস্থিত হয়, এতদ্দর্শনে পূর্ব্ববর্ত্তিগণ ব্রহ্মকে কেবল 'সৎ' শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া শক্তিকে তাঁহা হইতে ভিন্ন করিয়াছেন। শক্তি বিনা কোন বস্তুই আমাদের বুদ্ধিগম্য নহে, সুতরাং ঈশ্বরের সত্তাকে আমরা শক্তিরূপে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ঈশ্বরশক্তির অবিকারিতা দর্শন করিয়াই আমরা তদুৎপন্ন শক্তিসমষ্টি স্বীকার করিতেছি। এরূপ স্বীকারে ঈশ্বরশক্তির প্রকৃতিস্থতা স্থির থাকিতেছে, তদুৎপন্ন শক্তিসমষ্টির বিকারিত্ব নিষ্পন্ন হইতেছে। উৎপন্ন শক্তিসমূহ ঈশ্বরশক্তিনিরপেক্ষ হইয়া কখন থাকিতে পারে না, সুতরাং সকল শক্তির সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ যোগ আছে, অথচ উৎপন্ন শক্তিসমূহের পরস্পর সংযোগ বিয়োগে যে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি হয় তাহা ঈশ্বরশক্তিতে নাই। কেন না উহা আপনি বিকারগ্রস্ত হইলে বিকারপ্রাপ্ত শক্তিসমূহের বিধারক হইয়া কখন স্থিতি করিতে পারে না। আমাদের এরূপ নির্দ্দেশ প্রত্যক্ষ হইতে সমুপস্থিত। কেন না সৎস্বরূপ ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব এবং জগতের অস্তিত্ব আমরা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতেছি। এই উপলব্ধিকে ভ্রম বলিলে, আগা গোড়া সমুদায় ভ্রম বলিতে হয়, কিছুই আর নির্ণেয় বিষয় থাকে না।

কেবল শক্তি নির্দ্দেশ করিলে চেতনার সমাগম বুদ্ধিগম্য হয় না, এজন্য সাংখ্যকার অচেতনাতিরিক্ত চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এ কালের বিজ্ঞানবিদ্গণ এ বিষয়ে গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, কিন্তু এমন কোন সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিতে পারেন নাই, এবং কোন কালে যে উপস্থিত করিবেন তাহার উপায় নাই, যাহাতে শক্তির সঙ্গে চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে চলিতে পারে। ঈশ্বরের যেমন সৎস্বরূপ স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি চিৎ বা জ্ঞান স্বীকৃত হইতেছে। এই চিৎ স্বয়ং অবিকারী, ইহা হইতে সমুৎপন্ন চিৎসমূহ জীবনামে নির্দ্দিষ্ট। আমাদের বুঝিবার পক্ষে সুগম হয়, এ জন্য আমরা শক্তি ও জ্ঞানকে ভিন্নভাবে গ্রহণ করিতেছি, বাস্তবিক ঈশ্বরেতে অভিন্ন এবং একই সামগ্রী, সৃষ্টিতে বিকাশের তারতম্য বশতঃ ভিন্নরূপে প্রতীত হয় এই মাত্র। আমরা আমাদিগেরই মধ্যে জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিন্নাবস্থায় স্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, তাহাতে ঈশ্বরে অভিন্নভাবে স্থিতি স্বীকার করা আর একটা কঠিন ব্যাপার কি? জগতের মধ্যে ঈশ্বরশক্তির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন চেতনাচেতন সর্ব্বত্র জ্ঞানের প্রকাশ দেখিতে পাই, তখন এক শক্তি স্বীকার করিয়া জ্ঞান অস্বীকার করিব কি প্রকারে? ঈশ্বরশক্তিকে জ্ঞানময়ী * শক্তি না বলিয়া উপায়ান্তর নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, উৎপন্ন শক্তি ও উৎপন্ন চৈতন্য, ইহারা আপনাপনি সমুদায় জগৎ ও জীবরাজ্যের স্রষ্টা হইতে পারে, না এখানে সচ্চিৎপরব্রহ্মের প্রয়োজন আছে? সাংখ্যকার প্রকৃতির অতিরিক্ত কাল ও অদৃষ্ট স্বীকার করিয়া প্রকৃতির গুণনিচয়ের সমভাব বিদূরিত হইয়া বিকার উপস্থিত হইবার কারণ উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে কোন প্রকারে ঈশ্বরের কার্য্য কল্পিত সামগ্রীর উপরে আরোপ করিয়া স্বীয় দর্শনের সযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে তাঁহার যত্ন প্রকাশ পাইয়াছে। কাল ও অদৃষ্টের তত্ত্ব যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা এ দুই সামগ্রীকেও উৎপন্ন, জগৎ ও জীবের সঙ্গে এক ও অভিন্ন ভাবে সহজেই উপলব্ধি করিবেন। সুতরাং উৎপন্ন শক্তিসমূহের সমভাবের তিরোধান, এবং সংযোগ বিয়োগে বিচিত্র জগৎ উৎপাদন ঈশ্বরের শক্তি বা ইচ্ছার নিয়োগ হইতে নিষ্পন্ন, ইহাই যুক্তিযুক্ত। উৎপন্নশক্তিসমূহসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, জীবরাজ্যসম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে।

* 'জ্ঞানময়ী' বলাতে বিকারিত্ব বুঝাইতেছে না, শক্তির জ্ঞানপ্রাচুর্য্য প্রদর্শন করিতেছে।

ঈশ্বর আপনি পূর্ণ, তাঁহার আপনার কোন প্রয়োজন নাই, তবে তিনি এই জগৎ ও জীব সমষ্টি কেন সৃজন করিলেন? সাংখ্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া, ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীয় দর্শন হইতে উড়াইয়া দিয়া অবস্তু কালের শরণাপন্ন হইয়াছেন। যদি একথা বলা যায়, যখন ঈশ্বরের শক্তি আছে জ্ঞান আছে, তখন ক্রিয়া হইবেই হইবে, তাহা হইলে বিমুক্তপুরুষকে বদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। তিনি না করিয়া থাকিতে পারেন না, অতএব করিয়াছেন, এ কথা ভক্ত ও বিজ্ঞানী উভয়ের কর্ণেই কেমন কেমন বাধে। যদি ঈশ্বরের নিত্য লীলাময়ত্বদ্যোতক কোন একটি স্বরূপ থাকে, তবে আর বদ্ধমুক্তের কথা উঠে না। জগৎসৃষ্টি ও জীবসৃষ্টি তাঁহার বিচিত্র খেলা। এই বিচিত্র খেলা 'আনন্দ' নামে অভিহিত হইয়াছে। ঈশ্বর আনন্দ, তাঁহার আনন্দের সমাংশী করিবার জন্য বিচিত্র সৃষ্টি। অপরকে আনন্দভাজন করিবার জন্য এই প্রোৎসাহ প্রেম নামে অভিহিত। জীবের এই আনন্দপ্রাপ্তি তখনই হয়, যখন বিরোধী ভাব সর্ব্বথা পরিহার করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। এই বিরোধভাব পরিহার করিলে যে অবস্থা হয়, তাহাই পবিত্রতা, এবং সেই পবিত্রতাই আনন্দস্ফূর্ত্তির অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্বাবস্থা।

আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে। এক সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর স্বীকার করিলেই, সমুদায় সৃষ্টির তত্ত্ব (অবশ্য মনুষ্য যত দূর বুঝিতে পারে) সহজে সাধকের নিকটে প্রতিভাত হয়। সৎ চিৎ আনন্দ এই তিন, দেখিতে তিন বুঝিতে তিন, কিন্তু বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন সামগ্রী। স্বয়ম্ভু নিত্যকাল আছেন, একথা বলিলে কেবল অস্তিত্বমাত্র বুঝাইল না। কার অস্তিত্ব? প্রশ্ন করিলে, জ্ঞানের অস্তিত্ব যদি এই উত্তর দেওয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞান ও অস্তিত্ব এ দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ বা পার্থক্য উপস্থিত হইতেছে না। জ্ঞান কখন মৃত হইতে পারে না অবশ্য জীবত হইবে। জীবিত হইলেই ক্রিয়াশীলত্ব, ক্রিয়াশীলত্ব হইলেই লীলাময়ত্ব আসিয়া পড়িতেছে, এবং জগৎ ও জীব দেখিয়া সে লীলাময়ত্ব সিদ্ধও হইতেছে। এই লীলাময়ত্বের নাম আনন্দ নামে আখ্যাত। লীলাময়ত্ব হইলেই বিকারিত্ব ঘটে ইহার কোন কারণ নাই। অবিকারী থাকিয়াও আত্মোৎপন্ন জড়শক্তি ও জীবশক্তিকে বিবিধ প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া লীলা বিস্তার করা সর্ব্বথা আমাদের অনুভববিরুদ্ধ নহে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণসম্বন্ধে সকল সময়ে তিন প্রকারের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল তাঁহাদিগকে দেবত্ব দান করিয়া যৎপরোনাস্তি সম্মাননা করে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ ও জীবন দেবোচিত জানিয়া, আপনারা তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করে আর বলে, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মনুষ্য কি কখন মহাজনের কথার অনুসরণ করিতে পারে, না সে জীবন লাভ করিতে পারে? আর এক দল তাঁহাদিগকে কতক বিষয়ে অভ্রান্ত কতক বিষয়ে ভ্রান্ত এইরূপ ম[illegible] করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হয়; এবং আপনাদের বুদ্ধ্যানুসারে যথারুচি কতক কথা গ্রহণ করে, কতক কথা বাদ দেয়। তৃতীয় শ্রেণীর লোক মহাজনগণের কথা স্বর্গের বাণী বলিয়া গ্রহণ করে, জীবনের অনুসর্ত্তব্য পন্থা বলিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হয়, পদে পদে পদস্খলন হইলেও অনুসরণে নিবৃত্ত হয় না।

এক সময় ছিল যে, সময়ে জীব ও জগতে কেবল ব্রহ্মদর্শন ছিল, জীব ও জগৎ গণনায় আসিত না, তৎপরে জীবের ভগবত্ত্ব বা পুত্রত্ব ইহাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িল, ব্রহ্ম জ্ঞানাতীত ভাবে স্থিতি করিলেন। এ দুইয়েতে জগতের পরিত্রাণ হইল না বলিয়া বর্ত্তমান যুগে আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মেতে জগৎ ও জীব অবলোকন সমুপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বিধানের এই বিশেষত্ব অতিক্রম করিয়া কেহ যদি পূর্ব্বতন অবস্থাদ্বয়ের কোন একটি অনুবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাচীন বিধানের লোক বর্ত্তমান বিধানের লোক নহেন।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে? বাণী ও পথরূপে। এই বাণী ও পথ অবশ্য সেই বিধানের লক্ষ্যানুরূপ হইবে, তদ্বহির্ভূত নহে। বহির্ভূত স্থলে অনুসরণ বা পরিহার গ্রহীতার আন্তরিক প্রেরণানুসারে। বিধানের লক্ষ্যানুরূপ বাণী ও পথ যাঁহারা খণ্ডন করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ধর্ম্মদ্রোহী। যাঁহারা জানিয়াও নিজ রুচির অনুবর্ত্তন

করেন, তাঁহারাও ক্ষমার যোগ্য নহেন। কোনটি লক্ষ্যানুরূপ নয় অন্তরাত্মাই তাহার প্রমাণ। তিনি কখন কাহারও নিকটে বিরুদ্ধ সাক্ষ্য দান করেন না।

আচার্য্যদেবের জন্মোৎসব।

বিগত ৪ঠা অগ্রহায়ণ আচার্য্যদেবের জন্ম দিন উপলক্ষে বীডন ষ্ট্রীটস্থ ৬৫।২ সংখ্যক ভবনে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উপাসকগণ সমবেত হইলে উপাধ্যায় উপাসনা করেন, অতি গভীর ও জলন্ত ভাবে আরাধনা ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। স্বীয় জন্ম দিন উপলক্ষে আচার্য্যদেব যে সুগভীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা পঠিত হয়, সেই প্রার্থনাতে সঙ্গতের নীতি ও মুঙ্গেরের ভক্তি বিনয়ের আবশ্যকতা বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, বিশুদ্ধ নীতি ও বিনয় ভক্তির অভাবে এখন যত গোলযোগ, আচার্য্য কয় বৎসর পূর্ব্বে প্রার্থনায় পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। উপাসনান্তে ভাই দীননাথ মজুমদার "কেশব চরিত্র পরম পবিত্র মূর্ত্তিমান্ নূতন বিধান" এই সঙ্গীতটি মৃদঙ্গ করতাল সহ মহোৎসাহে গাইয়াছিলেন। অপরাহ্নে প্রাঙ্গণে এক বৃহৎ সভা হয়, প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্ব পল্লব পতাকা ও সুরঞ্জিত প্রবচনাবলী দ্বারা সুরুচির সহিত শোভিত করা হইয়াছিল। জেনেরেল এসেম্বেলি কলেজের প্রিন্সিপল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সুবিদ্বান্ রেভেরেণ্ড মরিসন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুবিখ্যাত বক্তা খ্রীষ্টবাদী শ্রদ্ধেয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের জীবনবেদ অবলম্বন করিয়া তাঁহার সরল প্রার্থনা ও বৈরাগ্য এবং উৎসাহ উদ্যমাদি বিষয়ে ইংরেজিতে অতিসার সার তত্ত্ব সকল ব্যক্ত করেন। তিনি আচার্য্যজীবনের গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল এমন আশ্চর্য্য উপলব্ধি করিয়া পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন, যে কোন বিধানবাদী তদপেক্ষা উত্তম বলিতে পারেন কি না সন্দেহ। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনি জন্মোৎসব উপলক্ষে কয়েক বৎসর হইতে আচার্য্যজীবনের নূতন নূতন কথা বলিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার এত বলিবার বিষয় আছে যে বলিয়া কিছুতেই শেষ হয় না। কালীচরণ বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে উপাধ্যায় তাঁহার পোষকতায় আচার্য্যের প্রার্থনাদি বিষয়ে বঙ্গভাষায় কিছু বলেন। সভাপতি কালীচরণ বাবুর বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া পরে বলেন যে, আমি যখন ইংলণ্ড হইতে এদেশে আসিতেছিলাম, তখন শুনিয়াছিলাম যে বাবু কেশবচন্দ্রের কার্য্যকলাপ বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন দেখিতেছি উহা অসত্য। এই সকল সভাই তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইলে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সংক্ষেপে কিছু বলিয়া সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। তৎপর সন্ধ্যাকালে উৎসাহ ও মত্ততার সহিত সঙ্কীর্ত্তন হয়, তখন গৃহ আলোক মালাতে মণ্ডিত হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনের পর, পুনর্ব্বার সভাধিবেশন হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেশরঞ্জন রায় "কেশব কে?" এই বিষয়ে বঙ্গভাষায় একটি সারগর্ভ সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। খাঁটুরা নিবাসী শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ক্ষেত্র মোহন দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু বলেন, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানাদির মিলন কেশব, কেশব একটি দৈবশক্তি, সেই শক্তিতে বাস করাই কেশবেতে বাস, পরে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় বলেন, কেশব সকলেরই, নারীগণ বলেন আমাদের কেশব, বালকগণ বলে আমাদের কেশব, মোসলমান বলে আমাদের কেশব, খ্রীষ্টান বলে আমাদের কেশব। তিনি নারীদিগের সঙ্গে নারী, বালকের সঙ্গে বালক, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সেই সম্প্রদায়ের লোক, কেশবের পবিত্র প্রেম, উদার ভাব, মধুর হাসি মিষ্ট প্রকৃতি সকলকেই আকর্ষণ করিয়াছে। পরিশেষে ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বলিলেন, লোকে বলে কেশবের সমুদায় দল বিবাদ বিসংবাদে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল, কিন্তু এই সকল গোলযোগ সম্মিলনেরই পূর্ব্ব লক্ষণ। বিকার ও পাপ আছে বলিয়া গোলযোগ, যে পর্য্যন্ত পাপ বিকার না যায় গোলযোগ চলিবেই। বিকারমুক্ত হইলেই গোলযোগ মিটিবে ও মিলন হইবে। পাপ বিকার রাখিয়া শান্তি ও মিলন হইবে ইহা অসম্ভব। একটি মক্ষিকার পক্ষ গলাধঃকরণ করিলে উদরে গোলযোগ ঘটিবে, যে পর্য্যন্ত উদ্বমন হইয়া তাহা পড়িয়া না যায় সে পর্য্যন্ত উদ্বেগ থাকে। শরীরে বিকার হইলেই ব্যথা হয়, স্ফোটকাদির বেদনাই, তাহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় হয়। বিকারসত্ত্বে শান্তি স্বাস্থ্য কোথায়? তৎপর সভাপতি, সম্মিলনই বল, সম্মিলনেই প্রত্যাদেশের সঞ্চার, স্বতন্ত্রতাতে ধর্ম্ম নাই ইত্যাদি উৎসাহের সহিত কিছু বলিয়া সভা ভঙ্গ করেন। অবশেষে কয়েক জন ভাই কমলকুটীরে যাইয়া উৎসবে যোগ দান করেন।

নববিধানতত্ত্ব।

৫ম।

প্রত্যাদেশ শ্রবণ।

জিজ্ঞাসু ;—মহাশয়, সে দিন আপনি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরাদেশ বা প্রত্যাদেশ বিষয়ে কিছু বলিবেন, ব্রাহ্মসমাজের বিশেষতঃ নববিধানসমাজের অনেক লোকই ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়াছেন, এরূপ কথা সচরাচর বলেন, আজ এই আদেশ শুনিলাম, কাল এরূপ প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়াছি, এই মুহূর্ত্ত ঈশ্বর আমাকে এই আজ্ঞা করিলেন তাঁহারা এ প্রকার বলিয়া বেড়ান। কিন্তু শাক্ত বৈষ্ণব খ্রীষ্টান মোসলমানাদি কোন সম্প্রদায়ের মুখে আদেশের কথা এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর কি নববিধানবাদীদিগের সঙ্গে মানুষের ন্যায় কথা কহেন? ইহা কি সত্য? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আদেশতত্ত্ব বিষয়ে আজ কিছু বলুন।

আচার্য্য ;—ভ্রাতঃ, তুমি প্রত্যাদেশতত্ত্ববিষয়ে যে প্রশ্ন

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৬ ভাগ।
২৩ সংখ্যা।

১লা পৌষ, সোমবার, ১৮১২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে প্রাণারাম পরমদেবতা, তুমি যোগিজনের চির আরাধ্য। দুঃখী তাপী পৃথিবীর তুমি বিনা এ সংসারে বল আর কে আছে, যাঁহাকে দেখিয়া যাঁহাকে লাভ করিয়া সকল শোক সন্তাপ নিবারণ হইবে। এ পৃথিবীতে জীবনধারণ ব্যর্থ, যদি জীব তোমাতে শান্তি অমৃত ও সুখ লাভ না করিল। তুমি আমাদের ভিতরে যোগীর জীবন দেখাইয়াছ, যোগের সহিত ভক্তি ও উদ্যমের মিলনে কি হয়, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছ। যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব দেখাইতে তবে আমরা বলিতে পারিতাম, নববিধানে যাহা হইবে তাহা তো তুমি আমাদিগকে দেখাও নাই? শ্রীহরি, এই বিগত মাস আমাদিগের পক্ষে বিশেষ। এই মাসে তুমি তোমার সাধুসন্তান যোগী অঘোরনাথকে দিব্যধামে লইয়া গিয়াছ। তিনি আমাদিগের অগ্রগামী জ্যেষ্ঠ। তাঁহার জীবনে কি তুমি দেখাও নাই, গভীর যোগের সঙ্গে ভক্তি ও উদ্যমের কেমন সম্মিলন হয়। যোগ, ভক্তি, উদ্যম, তিনের মিলন হইলে কি হয় তাহা কি সাধু অঘোরের জীবনে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় নাই? কেবল যোগ ভক্তি উদ্যম নয়, এ সমুদায়ের সঙ্গে চরিত্রের শুদ্ধি, নীতিমত্তা সংযুক্ত থাকিয়া ঐ সকলের অকল্পিতত্ব সপ্রমাণিত হইয়াছে। বিধানপ্রবর্ত্তকের জীবনে বিধানোচিত বিষয়নিচয়ের একত্র সমাবেশ থাকিবে, ইহাতো আর বিচিত্র নয়। তাঁহা ব্যতীতও যদি তাঁহার কোন একটি বন্ধুতে বিধানোচিত বিষয়সমূহের সমাবেশ দেখা যায়, তাহা হইলে তো আর অপর বন্ধুগণের এ কথা বলিবার অবকাশ থাকে না। আমরা যে কোন প্রকার আপত্তি করিব, হে প্রভো, তুমি তাহার কোন উপায় রাখ নাই! সাধু অঘোরের জীবন আমাদিগের অযোগী, অভক্ত, নিরুদ্যম, অবিশুদ্ধ জীবনের প্রতিকূলে সর্ব্বদা প্রতিবাদ করিতেছে। প্রভো, এ জীবনানুরূপ যদি আমাদিগের জীবন না হয়, তবে আমাদিগের বন্ধুতার ফল কি? আমাদিগের বন্ধুতা তো সাংসারিক বন্ধুতা নয়। আমরা এক জন আর এক জনের সঙ্গে চরিত্রে একত্ব লাভ করিব, এই জন্যইতো তুমি আমাদিগকে একত্র করিয়াছ। সাধুর স্বর্গারোহণের মাস লক্ষ্য করিয়া আমরা বিনীত ভাবে তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা করি যে, আমাদিগের মন প্রাণ হৃদয় তাঁহার চরিত্রলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল হউক। সেই চরিত্র লাভ করিয়া আমরা তোমার সঙ্গে যোগযুক্ত হই, তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হই, তোমার সেবায় একান্ত উদ্যমশীল এবং শান্ত বিনীত অক্রোধী ক্ষমাশীল

হই, এই তব শ্রীচরণে আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা।

সম্মিলনযত্ন অপরিহার্য্য।

আমাদিগের ইংরেজী পত্রিকা "ইউনিটি আণ্ড দি মিনিষ্টারে" মিলনার্থ নিম্নলিখিত চারিটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে।

১। কলিকাতাস্থ প্রচারকবর্গ একত্র মিলিত হইয়া একই স্থানে উপাসনা করেন, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্র উপাসনা বন্ধ হইয়া যায়।

২। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যখন কলিকাতায় থাকেন তখন তিনি উপাসনা করেন এবং সঙ্গীতপ্রচারক সঙ্গীত করেন।

৩। আচার্য্যদেব যে প্রণালীতে উপাসনা করিতেন সেই প্রণালীতে উপাসনা হয়।

৪। এই উপাসনা একটি প্রকাশ্য স্থানে হয় কোন ব্যক্তির গৃহে নহে।

আমাদিগের বাৎসরিক উৎসব সমাগতপ্রায়। সংবৎসর ঈশ্বরের প্রচারক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া সকল ভ্রাতার এক স্থানে মিলিত হইবার এই সময়। বৎসরে বৎসরে এই সময়ে মিলনের জন্য যত্ন বিদেশ ও কলিকাতা উভয় স্থান হইতে হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর এরূপ যত্ন হইতে তাদৃশ কোন ফলোদয় হয় না বলিয়া আমরা কখন যত্নে ত্রুটি করিতে পারি না। যত্ন করা আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ, ফলদান তাঁহার হস্তে। যদি আমরা কখন মনে করি, নিষ্ফল যত্ন করা অপেক্ষা নিজ নিজ পথ দেখাই ভাল, তাহা হইলে আমরা ফলবাদী হইয়া ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হই, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যখন মিলনই আমাদিগের ধর্ম্ম, মিলন নিষ্পন্ন করিবার জন্যই যখন আমরা সকলে বিধানের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, তখন বিধানের মূলমন্ত্র ছাড়িয়া আমরা বিধানধর্ম্ম প্রতিপালন করিব কি প্রকারে? যে বিধানের যাহা লক্ষ্য তাহা সাধন করিতে গিয়া জীবন অর্পণ করিতে হয়, ইহা কি আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি? এমন কোন্ বিধান পৃথিবীতে আসিয়াছিল, যাহার লক্ষ্য সাধন অতি সহজে বিনা সংগ্রামে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে বিধানের যাহা লক্ষ্য তাহা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শোণিতদানের প্রয়োজন। বিবিধ বিঘ্ন প্রতিবন্ধক প্রতিকূলাবস্থার মধ্যে বিধানাশ্রিতগণ কিছুতেই যাহা পরিহার করিতে পারেন না, প্রাণ গেলেও উহাই অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকেন, সেইটি বিধানের লক্ষ্য। পৃথিবীর বক্ষে বিধানের লক্ষ্য মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্যই প্রতিকূলাবস্থাসমূহের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। যদি নববিধানের মিলনই লক্ষ্য হয়, তবে তৎসাধনে সমগ্র জীবনক্ষেপ করা যখন প্রত্যেক বিধানবিশ্বাসীর কর্ত্তব্য, তখন দু চারি পাঁচ বৎসরে নিরাশ হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া কখন বিধানবিশ্বাসিত্ব হইতে পারে না। এবার মিলনের নূতন প্রস্তাব উপস্থিত দেখিয়া নব উদ্যমে এতৎসাধনে সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য, ফলদাতার হস্তে ফল, তজ্জন্য আমরা কিছুমাত্র দায়ী নহি।

মিলনই নববিধানের ধর্ম্ম। সর্ব্বপ্রথম মিলন কোথায়? ঈশ্বরে। আমরা সকলে ঈশ্বরেতে মিলিত হইব, অন্যথা কখন মিলন হইতে পারে না, এ কথা আর আমাদিগের মধ্যে কে না বলিবেন? পাঁচটি আত্মাকে একটি আত্মা করা ঈশ্বরের প্রভাব বিনা মানবীয় যত্নে কখন সিদ্ধ হয় না। একত্র উপাসনা-বন্দনা-সাধন-ভজনযোগেই ঈশ্বরের প্রভাব আত্মার মধ্যে প্রকাশ পাইয়া সকলকে এক বন্ধনে বদ্ধ করিয়া ফেলে। আমাদিগের মিলনের যত্নমধ্যে প্রধান যত্নের বিষয় একত্র উপাসনা, উপাসনা ছাড়িয়া দিয়া অন্য দিক্ দিয়া মিলন সাধন করিতে যত্ন করিলে তাহা প্রকৃত মিলন হইবে না, বিরোধী আত্মাগুলিকে বাহিরে একত্র করিয়া পুনরায় অগ্ন্যুৎপাত হইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। উপাস্যের ঐক্যে সমাজের ঐক্য আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যে এই ঐক্যবন্ধনের মূল অতীব গূঢ় স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, ইহাকে পরিহার করিয়া ঐক্যবন্ধনের চেষ্টা বিফল।

দুঃখের বিষয় আমাদিগের মধ্যে সংশয়বাদ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, একত্র উপাসনা সাধন ভজন করিলেই যদি মিলন হয়, তবে এত বৎসর একত্র সাধন ভজন করিয়া মিলন না হইয়া বিরোধ হইলে কেন? যাঁহারা এখনও একত্র উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের কি মিলন আছে? যাঁহারা এরূপ সংশয়ের কথা উত্থাপন করেন, তাঁহারা অতি কৃপাপাত্র। ইহাঁদের চিত্ত বহির্ম্মুখ, ভিতরের দিকে দৃষ্টি অতি অল্প। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এত বৎসর যাঁহাদিগের সহিত একত্র উপাসনা করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের সহিত সেই উপাসনায় একগোত্রত্ব নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না? যদি না হইয়া থাকিবে, তবে আজও পরস্পরকে লইয়া এত টানাটানি কেন? ভিতরে যে ভয়ানক টান উৎপন্ন হইয়াছে, উহা কোথা হইতে আসিয়াছে? কাহারও সঙ্গে কাহারও রক্তের সম্বন্ধ নাই, কুটুম্বিতাও নাই, তবে কেন জ্ঞাতিত্ব অপেক্ষা সম্বন্ধ গাঢ়তর হইয়া পড়িয়াছে? নিঃসম্বন্ধ লোকের সঙ্গে কে কোথায় বিরোধবিসংবাদে প্রবৃত্ত হয়? আপনার লোকের দোষ দেখিলেই অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হইয়া থাকে। নিঃসম্বন্ধের জন্য কে কোথায় জ্বালা অনুভব করিয়া থাকে? পরহিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া জ্বালানুভব, সে এ জাতীয় নহে, অন্য জাতীয়।

আমরা বলি, আজ পর্য্যন্ত যে মিলনের যত্ন চলিতেছে, এবং আমরা বিশ্বাস করি, আজীবনান্ত চলিবে, উহা একত্র উপাসনার ফল, সুতরাং আমরা সর্ব্বাগ্রে একত্র উপাসনা চাই। উপাসনায় হৃদয়ের মালিন্য তিরোহিত হইবে, বিবিধ প্রকারের যে সংশয় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহা নিরস্ত হইবে, বিয়োজক বিষয় গুলি ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে, এবং উপাসনায় দ্রবীভূত আত্মা সকল একত্র মিলিত হইবে। এই উপাসনার ব্যাঘাতক বিষয় সর্ব্বাগ্রে তিরোহিত হওয়া প্রয়োজন। এইজন্য তৃতীয় প্রস্তাবটির প্রতি সকলেরই মনোযোগ করা আবশ্যক। সেই প্রণালীতে একত্র উপাসনা হওয়া সমুচিত, যাহাতে কাহারও উপাসনার ব্যাঘাত সমুপস্থিত না হয়। আজ পর্য্যন্ত যে প্রণালী প্রচলিত আছে, ঐ প্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটিলে যখন উপাসনার ব্যাঘাত হয়, তখন সকলের সঙ্গে মিলিত উপাসনা সর্ব্বজনসম্মত প্রণালীতে হওয়া আবশ্যক, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ তর্কবিতর্ক নিষ্ফল, কেন না মিলনসাধনের বিষয়ে নির্ব্বিবাদ ভূমিতে দণ্ডায়মান হওয়াই সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

কোন ব্যক্তিবিশেষের গৃহে না হইয়া প্রকাশ্য স্থলে সামাজিক উপাসনা হওয়ার আবশ্যকতা এখন সকলেই অনুভব করিতেছেন। ব্যক্তিবিশেষের গৃহে প্রবেশাধিকার দিলেও সকল লোকে সেখানে যাইতে ইচ্ছা করেন না, কেমন যেন একটা বাধা সকলে অনুভব করেন। এরূপ হইবার কারণ এই, ব্যক্তিবিশেষের গৃহে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ অধিকার, সাধারণের সেখানে কোন অধিকার নাই কেবল একটি অনুমতিমাত্র আছে। অনুমতির সঙ্গে এমন বাধ্যবাধকতা থাকে যে, সেই বাধ্যবাধকতার ভাব মনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে। আমাদিগের উপাসনার জন্য প্রকাশ্য স্থান আছে, যখন সে প্রকাশ্য স্থান হইতে প্রচারকবর্গ বঞ্চিত আছেন, তখন কিছুকালের জন্য অপর একটি প্রকাশ্য স্থান নির্দ্দেশ করা কিছু অন্যায় নহে। কালের নিয়মে যখন চিরনির্দ্দিষ্টপ্রকাশ্য স্থান প্রচারকবর্গকে সাদরে গ্রহণ করিবে, তখনই আর স্বতন্ত্র স্থানের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করেন, সঙ্গীতপ্রচারক সঙ্গীত করেন, ইহা মণ্ডলীর সকলেরই আকাঙ্ক্ষার বিষয়। এত গোলযোগের মধ্যে এ স্পৃহা কাহারও হৃদয় হইতে তিরোহিত হয় নাই। যাঁহারা গণ্ডগোল করিতেছেন অনেকে মনে করিতেছেন, তাঁহারাও সাধারণের স্পৃহানুরূপ স্পৃহাবান্, তবে স্পৃহার সঙ্গে ধর্ম্মের প্রধানোপকরণ গুলির মিলন রাখা

নিতান্ত প্রয়োজন, সেই মিলনের অভাবেই গণ্ডগোল, অন্য কোন কারণে নহে। একত্র উপাসনা সেই গণ্ডগোল নিবারণের অমোঘ শস্ত্র, তাই এবার সেই শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উৎসবক্ষেত্রে অবতরণ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সমুদায় বর্ষ যাঁহার যত দূর সামর্থ্য কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিলেন, এখন বৎসরান্তে একত্র হইয়া বৎসরের পরিশ্রমোপযোগী উৎসাহাদি সঞ্চয় করিতে হইবে। বিধানের মূল বিষয়ের জন্য প্রযত্ন এই উৎসাহাদি সঞ্চয়ের হেতু। তাই মিলনোপযোগী কয়েকটি প্রস্তাব সকলের সমক্ষে উপস্থিত করা গেল, এই প্রস্তাব গুলি কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে সকলে সবিশেষ সাহায্য করিবেন, ইহাই আশা।

স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতা।

স্বাধীনতা এবং শাসনাধীনতা আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর নিকটে দুটি বিষয় হইয়া রহিয়াছে, একটি বিষয় হয় নাই। স্বাধীন বলিলেই, আপনি আপনার অধীন, শাসনাধীন বলিলেই অপরের অধীন বুঝাইয়া থাকে। নিপুণ যুক্তি সহকারেও এ দুইয়ের একত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম করান এক প্রকার সুদূরপরাহত। আজ যদি আমরা এই অসম্ভব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, আমরা কৃতার্থ হইব কি না জানি না, তবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়াই আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত।

স্বাধীনতা বা আপনার অধীনতার অর্থ, বিষয় বা ইন্দ্রিয়াদির অধীন না হইয়া আপনি আপনার অধীন। এখানে যদি আপনার স্বেচ্ছা রুচি বাসনা প্রভৃতির অধীনতা হয়, তথাপি আপনি আপনার অধীন হইল না, এ জন্যই আমরা স্থানান্তরে ঈশ্বরাধীনতাকেই স্বাধীনতারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি। আপনি আপনার অধীন, অথবা প্রকৃতিস্থতা, ইহা বলাও যাহা, প্রকৃতির ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব ইহা বলাও তাহাই। আপনি আপনার অধীন এ কথা যখন বলা যায়, তখন এই আপনি কত দূর বিস্তৃত এইটি দেখা একান্ত প্রয়োজন। সহজ ভাবে ধরিতে গেলে আমার দুইটি দিক্, একটি ভিতরের দিক্, আর একটি বাহিরের দিক্। জগতের সহিত সম্পর্ককালে আমায় বাহিরের দিকে থাকিতে হয়, আত্মচিন্তার সময়ে আমায় ভিতরের দিকে যাইতে হয়। ভিতরের দিকে কয় জন যায়, বাহিরের দিকেই অধিকাংশ লোকের গতি। বাহির ও ভিতর এ দুইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ যখন অপরিহার্য্য, তখন 'আপনি' বলিতে তৎসহ ভিতর ও বাহির গণনায় আনিতে হইবে। স্বাধীনতা অপহরণে ভিতর ও বাহির দুইয়েরই সমান কার্য্যকারিতা আছে। ভিতরের বাসনা প্রভৃতির অনুকূল সামগ্রী বাহিরে আছে, এ দুইয়ের যোগাযোগ এমনই যে ভিতরের বাসনা হইতে বাহিরের বিষয়ের দিকে চিত্ত ধাবিত হইল, অথবা বাহিরের বিষয় দর্শনে ভিতরের বাসনা উদ্দীপিত হইল, ইহা আর ঠিক করিয়া বলিয়া উঠিতে পারা যায় না। এ দুই এমনি মিশ্রিত হইয়া যায় যে, দুইটি পৃথক্ হইয়াও একটি হইয়া যায়। এই ব্যাপারদর্শনে বিষয় ও বিষয়ী এক অভিন্ন সামগ্রীর দুই দিক্, বর্ত্তমানদর্শনকারেরা নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া ঈশ্বরাধীনতা প্রয়োজন, এ কথা যখন আমরা বলি, তখন ভিতর ও বাহির দুইই তৎসহ আসিয়া পড়িতেছে। ঈশ্বরাধীনতার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনতা, ঈশ্বরের আজ্ঞাধীনতা। ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আজ্ঞা ভিতরে যেমন প্রকাশ পায়, বাহিরেও তেমনি প্রকাশ পায়। ঈশ্বর যখন ভিতর ও বাহির দুইই সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তখন আমাদিগের ভিতর ও বাহিরের সম্বন্ধ তাঁহার ইচ্ছা বা আজ্ঞানুরূপ হইলে উভয়তঃ স্বাধীনতা রক্ষা পায়; ইহার বিপরীত হইলেই অধীনতা। আমরা যখন বিষয়াধীন ইন্দ্রিয়াধীন বাসনাধীন হইতে যাই, তখনই আমাদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য অন্তর হইতে শাসনবাক্য উত্থিত হয়, বাহির হইতেও তাদৃশ শাসন যথাসময় আইসে। এই শাসন আর

কিছুই নহে ঈশ্বরের ইচ্ছাপ্রকাশ। ঈশ্বরাধীনতা যখন তাঁহার ইচ্ছাধীনতা বা আজ্ঞাধীনতা, এবং ঈশ্বরাধীনতাই যখন স্বাধীনতা, তখন শাসনাধীনতা এবং স্বাধীনতা দুইই এক হইতেছে। কেন না বিপরীত পথে গমনকালে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আজ্ঞাই শাসনাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আমরা স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতা যে প্রণালীতে আলোচনা করিলাম, তাহাতে এ দুই বস্তু এক ও অভিন্ন বলিয়া সহজে প্রতীত হয়; অথচ পৃথিবীতে এ দুইকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং এ দুই যে এক, কোন প্রকারে কেহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। লোকে যে দুই বস্তুকে এক বলে না, ভিন্নরূপে গ্রহণ করে, তাহাদের ভিন্নতা অবশ্য আছে, অন্যথা সর্ব্বসাধারণের নিকটে এরূপ প্রতীত হয় কেন? পৃথিবীর লোকে যাহাকে স্বাধীনতা বলে, তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, উহা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র, আবার শাসনও প্রকৃত শাসন নহে, উহা প্রভুত্বপ্রকাশ বিনা অন্য কিছু নহে। এরূপ স্থলে পৃথিবীতে এ দুইয়ের নিত্য বিরোধ প্রতীত হইবে, ইহা আর একটা বিচিত্র ব্যাপার কি? আমরা যখন যথার্থতত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত, তখন আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতা কেবল অবিরোধী তাহা নহে, উহা এক এবং অভিন্ন সামগ্রী।

পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতা লইয়া যে প্রকার বিবাদ, ধর্ম্মরাজ্যেও সেই প্রকার বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এরূপ বিবাদের মূল পৃথিবীতেও যাহা, ধর্ম্মরাজ্যেও তাহাই। ধর্ম্মরাজ্যের লোক সকল যদি সম্পূর্ণ পাপপ্রলোভনের অতীত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর এখানে স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতা পৃথক্ বস্তু বলিয়া পরিগ্রহ হইত না। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতাকে যথার্থ দৃষ্টিতে দর্শন না করিয়া অখণ্ড ধর্ম্মসমাজ সর্ব্বত্র খণ্ডাকার ধারণ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টসমাজে দুইটি প্রকাণ্ড সম্প্রদায় এই দুই ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ পৃথক্ আকার ধারণ করিয়াছে। প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় স্বাধীনতা ও রোমাণকাথলিক সম্প্রদায় শাসনাধীনতা স্বীকার করিতে গিয়া চিরবিচ্ছেদের ভূমিতে দাঁড়াইয়াছে। এ দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর ঘৃণা ও নিন্দা ধর্ম্মরাজ্যের একটি কলঙ্ক বলিয়া গণ্য।

নববিধান যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতার একত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু এখানেও যথার্থ তত্ত্ব অনেকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই। নববিধানসমাজে সকলেই বিরোধ বিসংবাদ দর্শন করিতেছেন, কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়া এখানে সুকঠিন। কেহ যে স্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া শাসনাধীনতা উড়াইয়া দিবেন তাহা নববিধানে সম্ভবপর নহে। কার্য্যতঃ না মানিলেও প্রত্যেক নববিধানবিশ্বাসীর মতে দুইয়ের একত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। মতপার্থক্য না ঘটিলে হৃদ্গত পার্থক্য বাহে আকার ধারণ করে না, তাই আজও নববিধানমণ্ডলী দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু এখানেও গূঢ়রূপে বিপদ্ স্থিতি করিতেছে। কোন কোন লোক যে কারণেই হউক, ঈশ্বরের সাক্ষাৎক্রিয়া অস্বীকার করিতে যখন সাহসী হইতেছেন, তখন স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতা যে মতেও এক থাকিবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। ঈশ্বরের সাক্ষাৎক্রিয়া নববিধানের প্রাণ, ঈশ্বরের সাক্ষাৎক্রিয়ায় বিশ্বাস ভিন্ন স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতা কখন এক ও অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইতে পারে না। যাঁহাদিগের এই সাক্ষাৎক্রিয়ায় বিশ্বাস আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে নববিধান আছেন, এবং স্বাধীনতা ও শাসনাধীনতারও একত্ব অবশ্য চিরকালই থাকিবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

এক একটি বিধানের সমাগম এই দেখাইয়া দেয় যে, তাহার বিশেষ বিশেষ ভাব, অখণ্ড্য ও নিত্য। যে বিধানের যিটি মূল ভাব, তাহাকে যুক্তিবলে বা বহু ব্যক্তির বিরুদ্ধ মতের বলে উড়াইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা ফুৎকারে হিমালয় গিরিকে

উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টার সমান। অল্পবুদ্ধি মনুষ্য এরূপ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, ইহাতে বিধানপ্রতিষ্ঠিত বিশেষ ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় না, সে ব্যক্তি আপনি অধঃপতিত হয়।

আবিষ্কৃত সত্য, অনাবিষ্কৃত সত্য, সত্যকে এই দুইভাগে বিভক্ত করিলে এই দেখা যায়, আবিষ্কৃত সত্য গ্রহণ করিয়া তদবলম্বনে অনাবিষ্কৃত সত্য আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। কেহ যদি আবিষ্কৃত সত্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সত্যাবিষ্করণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার সত্যাবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আবিষ্কৃত সত্যে অবিশ্বাস তৎসহকারে একত্র আবদ্ধ সত্যনিচয়ের আবিষ্কারের প্রতিবন্ধক। যখন বিধান সমাগত হয়, তখন ধর্ম্মরাজ্যে নূতন আবিষ্কার হয়। সেই আবিষ্কারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তৎসমসূত্রপাতে অবস্থিত আবিষ্কারের বিষয় কেহ আয়ত্ত করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

মহাপুরুষবাদের সহিত বাক্যের অবতরণ চিরসংযুক্ত রহিয়াছে। 'অবতীর্ণ বাক্য সত্য, আচরণ কখন কখন সত্য, সেই সকল আচরণ সত্য যাহা তাঁহাদিগের বাক্যের অনুরূপ,' প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণ এ কথা বলিয়া বাক্যকে অগ্রগণ্য করিয়াছেন এবং মহাপুরুষগণের আচরণগত দোষের সংস্রব পরিহার করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, তাঁহারা যাহা কিছু বলিয়াছেন, সে সকলই কি গ্রহণীয়? তাঁহাদিগের কথার মধ্যে কি নিত্য ও অনিত্যাংশ নাই? তাঁহাদিগের জীবন যেমন ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়াংশে বিভক্ত ছিল, বাক্যও তেমনি দুই অংশে বিভক্ত। জীবনের লক্ষ্যসংযুক্ত ব্যবহার ও কথা উভয়ই সত্য ও নিত্য। যাহা লক্ষ্যসংযুক্ত নহে, তন্মধ্যে ভ্রম প্রমাদ থাকিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

হদিস।

নমাজে তক্‌বিরের পর যাহা পাঠ হয়।

আবু হরেরা বলিয়াছেন, হজরত মোহম্মদ তক্‌বির ও নির্দ্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতেন, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, তক্‌বির ও পাঠের মধ্যে আপনার নিস্তব্ধতা হয়, তখন আপনি মনে মনে কি বলেন? তিনি বলিলেন, আমি বলিয়া থাকি, হে ঈশ্বর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরতার ন্যায় আমার মধ্যে ও আমার পাপপুঞ্জের মধ্যে দূরতা স্থাপন কর। হে ঈশ্বর, যেমন মলিনতা হইতে শুভ্র বস্ত্র মুক্ত, তদ্রূপ আমাকে পাপ হইতে মুক্ত কর। হে ঈশ্বর, আমার পাপসকলকে জল ও তুষার দ্বারা ধৌত কর।

আলি বলিয়াছেন, হজরত যখন নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন, অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যখন হজরত নমাজের উদ্বোধন করিতেন, তখন তক্‌বির বলিতেন, তৎপর বলিতেন, যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি সত্যভাবে স্বীয় মুখমণ্ডলকে উন্মুখ করিলাম, এবং আমি অংশিবাদীদিগের অন্তর্গত নহি। আমার উপাসনা ও আমার ধর্ম্ম এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সেই বিশ্বপালক পরমেশ্বরের জন্য। তাঁহার অংশী নাই। আমি এই একত্ববাদে আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি মোসলমানদিগের (ঈশ্বরানুগতদিগের) অন্তর্গত। হে ঈশ্বর, তুমিই অধিপতি, তোমা ব্যতীত ঈশ্বর নাই, তুমি আমার প্রভু, আমি তোমার দাস, আমি আপন জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, এবং স্বীয় পাপ বুঝিতে পারিয়াছি, অনন্তর সম্যক্‌রূপে আমার পাপ ক্ষমা কর, তুমি ভিন্ন অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করে না; অপিচ সৎপ্রকৃতির দিকে লইয়া যাও, তোমা ব্যতীত তাহার কল্যাণের দিকে কেহ পথ প্রদর্শন করে না; আমা হইতে প্রকৃতির দোষ অপনয়ন কর, তুমি ভিন্ন তাহার দোষ কেহ নিরাকরণ করে না। তোমার অর্চ্চনাতে আমি দণ্ডায়মান, এবং তোমারই কল্যাণ; সমগ্র মঙ্গল তোমার হস্তে, অকল্যাণ তোমাতে নাই। আমি তোমার প্রতি নির্ভর করি, এবং তোমার নিকটে শরণাপন্ন হই। তুমি সমুন্নত ও গৌরবান্বিত, আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমার নিকটে প্রত্যাবর্ত্তিত হই।" অপিচ যখন তিনি রকু করেন তখন বলেন "হে ঈশ্বর, তোমার জন্য আমি রকু করিয়াছি, (অবনত হইয়াছি) এবং তোমার প্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং তোমার আজ্ঞানুগত হইয়াছি, তোমার জন্য আমার চক্ষু, আমার কর্ণ ও আমার মস্তিষ্ক; এবং আমার অস্থি ও আমার বল তোমার উদ্দেশ্যে অবনত।" পরে যখন স্বীয় মস্তক উত্তোলন করেন তখন বলেন "হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের প্রতিপালক, তোমারই প্রশংসা, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য যাহা কিছু তন্মধ্যে আছে পরিপূর্ণ এবং পরে তুমি যে কিছু সৃষ্টি করিবে তাহা পূর্ণ।" এবং যখন তিনি নমস্কার করেন, তখন বলেন "পরমেশ্বর, আমি তোমাকে নমস্কার করিলাম ও তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম ও তোমার আজ্ঞানুগত হইলাম। আমার মুখমণ্ডল তাঁহাকে নমস্কার করিল যিনি তাহাকে সৃজন করিয়াছেন ও তাহাকে গঠন করিয়াছেন ও তাহার কর্ণ ও তাহার নেত্র উদ্ভেদ করিয়াছেন। ঈশ্বর সমুন্নত, রচনাকারীদিগের মধ্যে তিনি অত্যুত্তম। তৎপর সাক্ষ্যদানের বচন ও তস্‌লিমের মধ্যে শেষ এইরূপ বলিতেন, "হে ঈশ্বর, আমি যে পাপ করিয়াছি ও যাহা পরে করিয়াছি ও যাহা গোপনে করিয়াছি, এবং যাহা প্রকাশ্যে করিয়াছি, যাহা আমি উলঙ্ঘন করিয়াছি, এবং যাহা তুমি আমা অপেক্ষা উত্তম জ্ঞাত তাহা আমার জন্য ক্ষমা কর। তুমিই পূর্ব্ববর্ত্তী তুমিই পশ্চাদ্বর্ত্তী, তোমা ব্যতীত কোন উপাস্য নাই।" অন্য উক্তি আছে যে, তোমাতে কোন অশুভ নাই, তুমি যাহাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছ, সেই সৎপথ প্রাপ্ত, আমি তোমার প্রতি নির্ভর করিতেছি, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তোমা ব্যতীত পরিত্রাতা নাই, তোমার নিকট ব্যতীত আশ্রয়স্থান নাই।

ওনুস বলিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া উপাসকদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। তাহার ঘন নিঃশ্বাস হইতেছিল। তখন সে আল্লাহো আক্‌বর, অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে

হমূদন্ কসিবন্, তইয়বল্ মবারকন্ ফিহে (১)। যখন হজরত নমাজ সমাপ্ত করিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে সেই সকল কথার বক্তা হইয়াছিল? তখন সকল লোক নিস্তব্ধ রহিলেন, পুনর্ব্বার তিনি সেই কথা বলিলেন, তাহাতেও সকল লোক নিস্তব্ধ। তিনি আবার সেই কথার পুনরুক্তি করিলেন এবং বলিলেন কথন সে মন্দ বলে নাই। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, আমি আসিয়াছি এবং আমার ঘন নিঃশ্বাস হইয়াছিল, আমি তাহা বলিয়াছি। তখন হজরত বলিলেন, সত্য সত্যই আমি দেখিয়াছি দ্বাদশ দেবতা সেই শুভ কথার দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তাহাদের কেহ উহা স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। ক্রমশঃ

বিধানতত্ত্ব।

৬ষ্ঠ।

প্রার্থনা।

জিজ্ঞাসু:—মহাশয়, প্রেরিতমণ্ডলী সমবেতভাবে প্রাত্যহিক উপাসনা করিবার সময় বিধানাচার্য্যের প্রার্থনা পড়েন কেন? নবসংহিতায় লিখিত আছে যে, "প্রতি প্রাতঃকালের প্রার্থনা নূতন হইবে। নব প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় তাহা মিষ্ট ও সুন্দর হইবে, নূতন চিন্তা নূতন ভাব এবং উচ্চাভিলাষ প্রতিদিনই তাহাতে থাকিবে।" এইরূপ প্রার্থনা পড়াতে যে সংহিতার এই অভিপ্রায় রক্ষা পায় না? তাহাতে যে নূতন আলোক পাইবার পথ বন্ধ হয়। নূতন বিধানের নবালোকে যাঁহারা চলিবেন, তাঁহাদের পক্ষে কি পুস্তকে লিখিত নির্দ্দিষ্ট প্রার্থনাদি পড়া শোভা পায়? তাহা করিলে যে পুরাতন বিধান হইয়া পড়ে।

আচার্য্য:—ভদ্র, প্রেরিতমণ্ডলীর সমবেত প্রাত্যহিক উপাসনায় যে আচার্য্যের একটী এপ্রার্থনা এক এক দিন পঠিত হয়, তাহার কয়েকটি নিগূঢ় কারণ আছে, তদ্বিষয় বলিতেছি অবহিতপূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রথমতঃ বিধানাচার্য্য স্বীয় অনুগামী প্রেরিতদিগের মধ্যে যে সকল অভাব ও ক্রটি দেখিয়া তজ্জন্য স্বর্গারোহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রার্থনা করিয়াছেন সেই সকল অভাব ও ক্রটি এখনও বিদ্যমান। তিনি বিধানপ্রবর্ত্তক, আচার্য্য ও নেতা ছিলেন, অনুবর্ত্তী প্রেরিতমণ্ডলীর দোষ ক্রটি অভাব অনুভব করিয়া তিনি যেরূপ গভীর প্রার্থনা করিয়াছেন, অন্য এক প্রেরিত অপর প্রেরিতের জন্য সেরূপ প্রার্থনা কখনও করিতে পারেন না। কেন না প্রেরিতগণের পরস্পর সম্বন্ধ স্বতন্ত্র, তাঁহারা কেহই কাহারও নেতা নহেন। আচার্য্য ও নেতার স্থলবর্ত্তী হইয়া যদি কেহ তদ্রূপ প্রার্থনাদি করিতে যান, আমি যতদূর জানি অনেকেই তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন; তাহাতে ভয়ানক গোলযোগ ঘটিবারই সম্ভাবনা। সেরূপ প্রার্থনা করা অন্যের পক্ষে অস্বাভাবিকও হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌আদি এক একটি ঋষিবাক্যে আরাধনাদিতে যেমন মনের দ্বার খুলিয়া যায়, অন্তরে নানা নূতন ভাবের সমুদ্গম হয়, তদ্রূপ আচার্য্যের এক একটী প্রার্থনায় নূতন আলোক ও নূতন ভাবের স্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া থাকে, আত্মার প্রতি গূঢ় দৃষ্টি পড়ে। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্যদেব সে সকল প্রার্থনা করিয়া থাকিলেও এখনও নিত্য নূতন বলিয়া বোধ হয়। ইহা প্রমাণিত। কেন না পূর্ব্বোক্ত ঋষিবাক্যের ন্যায় তাঁহার এক একটী প্রার্থনাবাক্য জ্বলন্ত প্রত্যাদেশপূর্ণ, তাহা পুরাতন হয় না। তৃতীয়তঃ আচার্য্যের শত শত প্রার্থনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, প্রতিদিন যে নির্দ্দিষ্ট একটী প্রার্থনাই পড়া হয় এরূপ নহে. প্রেরিতগণ পালাক্রমে উপাসনার কার্য্য করিয়া থাকেন, যে প্রেরিত যে দিন উপাসনার কার্য্য করেন, তিনি আচার্য্যের বহুশত প্রার্থনার মধ্যে একটী প্রার্থনা নির্ব্বাচন করিয়া পড়েন, আজ যে প্রার্থনা পঠিত হইল, কাল যে তাহাই পড়া হইবে এরূপ নহে। সেই প্রার্থনাযোগে উপাসক নবভাবে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া নিজের ভাষায় পুনর্ব্বার সামাজিক প্রার্থনা করিয়া হৃদগত নব ভাব প্রকাশ করেন, তদ্ভিন্ন নিত্য নূতন স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। এমন অবস্থায় এ প্রকার প্রার্থনাপাঠ সংহিতার বিরুদ্ধ কার্য্য ও পুরাতন বিধানের কার্য্য কেমন করিয়া হয়। ৪র্থতঃ এরূপ আচার্য্যের প্রার্থনা পড়াতে প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভূত হইয়া থাকে, তখন স্বয়ং তিনি যেন উপস্থিত থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছেন প্রেরিত মণ্ডলী এরূপ অনুভব করেন। ইহা কি সামান্য লাভ? তাহা না হইলে ক্রমে ক্রমে আরও তাঁহা হইতে যে দূরে পড়িতে হয়, তাঁহার ভাবময়ী জ্বলন্ত উক্তি সকল ভুলিয়া যাইতে হয়। তাঁহার প্রার্থনা মনকে জাগাইয়া তোলে, নানা অপরাধ ক্রটি স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ নানা কারণে আচার্য্যদেবের প্রার্থনাপাঠ প্রেরিতমণ্ডলীর নিয়মিত প্রাত্যহিক সমবেত উপাসনায় আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যত্র স্বতন্ত্র উপাসনাদি করিতে সচরাচর তাঁহারা এইরূপ প্রার্থনা পাঠের অনুসরণ করেন না।

জি;—কেহ কেহ বলেন যে, নিজের পাপ দুঃখ অভাবের জন্যই প্রার্থনা করিতে হয়, অন্যের জন্য প্রার্থনা করিবার কাহারও অধিকার নাই। আবার কাহাকে কাহাকে দেখা যায় যে, অন্যের জন্য স্পষ্ট ভাবে এমন কি বিশেষ বিশেষ স্ত্রী পুরুষের নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত করিয়া তাঁহাদের সদ্গতির জন্য প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদাদি করিয়া থাকেন। কেহ কেহ প্রার্থনাদিতে অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া আচ্ছা দুই কথা শুনাইয়া দেন। অপরেরের জন্য প্রার্থনাবিষয়ে বিধানাচার্য্যের কিরূপ মত ছিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

আ;—ভ্রাতঃ, প্রার্থনা কতকগুলি বচনবিন্যাস নহে, কোন ব্যক্তিকে তাহা শুনাইবার জন্য নহে। অভাব ও দুঃখের জন্য

---

(১) অর্থ; ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পরমেশ্বরেরই প্রশংসা, প্রচুর প্রশংসা, তাহাতেই প্রকৃষ্ট শুদ্ধতা।

ভগবানের নিকটে আত্মার দীনতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশই প্রকৃত প্রার্থনা। বাইবেল শাস্ত্রেও লিখিত আছে, "কিসের জন্য কি সমুচিত প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না কিন্তু যে কাতর ধ্বনি কথায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না, ঈদৃশ কাতর ধ্বনিতে স্বয়ং পবিত্রাত্মা আমাদিগের হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন।" ভাই, তুমি যে বলিলে অনেকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন, ইহা আমি জানি ও দেখিয়াছি। সভাতে বিশেষ বিশেষ মহিলার পর্য্যন্ত নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের সদ্গতির জন্য প্রার্থনাদি হইয়াছে এরূপ আমি জানি। উত্তর প্রত্যুত্তররূপে প্রার্থনায় প্রার্থনায় পরস্পর কাটাকাটি করিয়া দুই জন প্রার্থী বিবাদ করিয়াছেন এরূপও দৃষ্ট হইয়াছে। প্রবৃদ্ধ জ্যেষ্ঠ জনকে উপদেশ প্রার্থনাদিতে আক্রমণ করিয়া ভৎ'সনা করা হইয়াছে এ প্রকার ঘটনাও বিরল নহে। ইহা প্রার্থনাদির ব্যভিচার। ইহাতে বিশেষ অশুভ ফলই হয়। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ্যে প্রার্থনা হয় তাহার মন ভগ্ন হইয়া যায়, সে লজ্জিত হয়, সরিয়া পড়ে। অপরের জন্য প্রার্থনাদিতে বিধানাচার্য্যের কি মত ছিল তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা বলিতেছি। তাঁহাকে এক জন প্রচারক এক দিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে আত্মার অবনতি ও অভাব দেখিয়া বিশেষ গুরুজন বা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে কি না? তাহাতে তিনি এইরূপ ভাবের কথা বলেন, "পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জনের জন্য সন্তানের প্রার্থনা করা ধৃষ্টতা ও জেঠাম। অপর কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রার্থনা করাও সমুচিত নহে। আমি তোমাদের কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য কখনও প্রার্থনা করি না, পুত্র কন্যার জন্যও প্রার্থনা করি না। আমার প্রার্থনা সাধারণ ভাবে তোমাদের সকলের জন্য হয়। তন্মধ্যে তোমাদের সঙ্গে আমি নিজেও ভুক্ত থাকি। আপনাকে ছাড়িয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করিলে, আমি উচ্চ শ্রেষ্ঠ, ইনি নীচ অধম, আমি পুণ্যাত্মা সাধু হইয়াছি, ইনি পাপী আছেন, এরূপ অসঙ্গত ভাব প্রকাশ পায়, গুরু হওয়ার অহঙ্কারটি আসিয়া পড়ে।" কেশব চন্দ্রের ন্যায় লোক যখন অন্যের জন্য প্রার্থনা করিতে এত দূর সঙ্কুচিত, তখন যাহাদের আজ পর্য্যন্ত চরিত্র কিছুই গঠিত হয় নাই তাহাদের সেরূপ প্রার্থনা করা কত দূর সঙ্গত সহজে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। গুরুগিরি অবিনয় স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে আচার্য্যদেব জন্মদিনের প্রার্থনায় এই সকল কথা বলিয়াছেন ;—

"অনেক বৎসর হইল, হে ভগবান্, আমি ভীত হইয়া মানুষের সম্মানগ্রহণে পশ্চাদ্গামী হইলাম, ভক্তির আতিশয্য-দর্শনে ভীত হইলাম। আমি তোমার সন্তান হইয়া মানুষের কাছে মান মার্য্যদা লইব এরূপ আশা রাখি না। যদি লইতাম, আরও লইতাম, লোক দিত, আরও দিত। এই যে এত বড় নববিধান, এর ভিতর মুঙ্গের নাই, প্রাণের মুঙ্গের নাই। দেখ্‌লে ঠাকুর তোমার প্রসাদে ওসব বন্ধ করিতে পারিলাম তো।" কিন্তু এক জন লোক দাঁড় করিয়াছ। ছেড়েতো দিলাম। রাগ করে বল্লাম এরা প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার কাছে যাক্। মান মর্য্যদা ত লইলাম না। কিন্তু পাঁচ জন যে পাঁচ দিকে গেল। নানা মত হলো, একটা চাই যে শেষ কথা সকলকে মীমাংসা করে দিবে। অনেক লোক মনে হলো আমার।" 'আমি দেখিলাম যুগে যুগে তাই একটা লোককে ধরে পাঁচ জনে চলে। সকল ধর্ম্মে দেখ্‌চি এক জনকে গুরু করে। গুরু যদি গুরুগিরি না চায় তবু শিষ্যেরা তাকে গুরু করে। কিন্তু মা, গুরু হব কি করে? গা যে কাঁপে। ক্ষমতা কৈ, আমি গুরু হতে পারি না যে। মধ্যবর্ত্তী হয়ে এতগুলি লোকের আত্মার ভার লওয়া আমার কর্ম্ম নয় যে। শিষ্য বলিতে পারি না যে হরি, আমি পারি না, দোহাই আমি পারি না।" শ্রীহরি, ইহারা কেন ভাল হলো না? তাহলে যে দুদিক্ বজায় থাকৃত। লোক গুল আমায় গুরু গুরু বলে টানা টানি করিলে পৃথিবীতে যে আবার কুসংস্কার আসিবে। হে ঈশ্বর, এবিষয়ে আমি দোষী নহি, কৃপা করিয়া সকলের কাছে প্রকাশ কর। আমি যে লইব না, লইলাম না, তা তুমি দেখ্‌ছ। গুরুকে গুরু বলা দূরে থাকুক, এঁরা যে ক্রমে আমাকে পায়ের নীচ ফেলিতেছেন, এত দূর হয়েছে, এঁরা আমার মত মানিলেন কিনা আমি তা সকালে আর ভাবি না, বৈকালেও আর ভাবি না। যাঁর যা খুসি কচ্চেন, আরও যদি কিছু দিন থাকি আরও কত স্বেচ্ছাচার দেখিতে হইবে। প্রেমময়, এ সব দেখে মনে হয় গুরু হওয়া বুঝি ছিল ভাল। না হয় আমাকেই লোকে গালাগালি দিত। আমরা ত গালা গালি খাইতে মরিতেই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা কে কোথায় মান মর্য্যদা পেয়েছেন।" 'তাই বল্‌চি যদি মুঙ্গেরের কেল্লার ভিতর বসে এঁরা সাধন কত্তেন, নিরাপদ থাকিতেন। আমার ইহা দোষ কি গুণ, গোলমাল হয়ে গেল।" 'আমার কথা এখন যার খুসি যেটা ইচ্ছা নিচ্চেন, যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্চেন। আমি যেন গরিব বাপের জ্ঞান ভেসে এসেছি। তা করলে ত হবে না, যদি মানিতে হয় ষোল আনা মানিতে হইবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হবে।" "আমি এখন গঙ্গার ধারে বসে ভাব্‌চি কি করিলাম। স্বাধীন প্রচারক তৈয়ার করিলাম, গুরু তৈয়ার করিলাম, যাঁহারা অনেক শিষ্য করিতে পারেন। কিন্তু মা, ওদিক্ উল্‌টে নিলে কি ভয়ানক কাল দাগ। এঁরা শান্তি উপদেশ দেন লোককে, কিন্তু নিজের মনে কত রাগ। এঁরা শিষ্যদের উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা কি রকম চলেন।" "জগদীশ, এই কটি লোককে স্বেচ্ছাচার হতে বাঁচাও, এখন এই আমার বিশেষ প্রার্থনা ও ব্যাকুলতার কথা হয়েছে।" "এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস। আমাকে সেবা করিতে হবে না, এঁদের বাহিরের সেবা আর নেব না, আমি সকলের কাছে ধর্ম্ম শস্তা কর্ত্তে গিয়েছিলাম, আজ ৪৪বৎসর পরে হিসাব মিলাতে পারিলাম না।" "আগেকার গুরু আচার্য্য নয়।

এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকোলি করা, বিশ্বাস দেওয়া। হে প্রাণেশ্বর, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধি পালন করিয়া ষোলআনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি।"

শ্রীদরবারের সঙ্গে বিধিপূর্ব্বক যোগ রক্ষা করিলে, শ্রীদরবারের অনুশাসন ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিলে, "স্বেচ্ছাচারিতা" ও "আত্মাভিমানযুক্ত স্বার্থপরত্ব ব্যক্তিত্ব" পোষণ করা "এবং স্বাধীন প্রচারক" ও "গুরু" হওয়া ইত্যাদি বিধানবিরোধী ভাব হইতে অনেক প্রেরিত রক্ষা পাইতে পারেন। ১৮০২ শক ১৫ই ভাদ্র শ্রীদরবারে আচার্য্যদেব বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে দুই প্রকার লোক আছে, কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। বিশ্বাসীরা কাথলিক শব্দবাচ্য, যাঁহারা ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস করিতে চাহেন না তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট।" বাস্তবিক কতক লোক দরবারের প্রতি ও দলের প্রতি বা অন্যের প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয় তাহাতে অবিশ্বাসী, নিজের প্রতি বিশ্বাসী। ইহাই ভয়ানক বিপদের কারণ।

সম্রাট্ আক্‌বরের উক্তি।

১০০। বহুসংখ্যক জীবের স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধীয় আমোদের এক একটি বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু মনুষ্য স্ত্রী পুরুষ পরস্পর আসঙ্গলিপ্সায় নিরন্তর ব্যাকুল, সম্ভবতঃ এই প্রবর্দ্ধিত অনুরাগে বন্ধুতাবন্ধনের দৃঢ়তা সাধনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এবং পারিবারিক বন্ধন তদুপরি নির্ভর করে।

১০১। হিন্দুস্থানে কেহ পয়গম্বর (সংবাদবাহক) বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন নাই, কেন না এ স্থানে ঈশ্বরত্বের দাবী করিয়াছেন।

১০২। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে যে, অমুকে সুজাত কিংবা কুজাত, তাহারা ভাবে যে তাঁহার বংশে কোন এক ব্যক্তি বাহ্যিক বা আধ্যাত্মিক গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে, সঙ্গীত বিদ্যায় কিংবা ব্যবসায়বিশেষে বিখ্যাত হইয়াছে। এরূপ মনেতে উদিত হয় যে সংকুলোদ্ভব ব্যক্তি সচ্চরিত্র হইয়া থাকে।

১০৩। কেহ কেহ বলেন যে দাতা অপেক্ষা গ্রহীতার প্রেম অধিক, কিন্তু মনে হয় দাতার প্রেম প্রকৃতিগত, উপযুক্ত পাত্র না পাইলে তিনি দান করেন না, দানলাভের পর গ্রহীতার প্রেমের উদয় হয়।

১০৪। হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে জরা মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইব না এই ভাবে জ্ঞানোপার্জ্জনে ও অর্থসংগ্রহে যত্নবান্ হইবে। যখন শারীরিক সুখপ্রিয় লোকেরা এই দুই নিরাশার মূল কারণবশতঃ চেষ্টা যত্ন হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তখন মনে হয় এই দুই প্রয়োজনীয় বিষয় সাধনে কল্যই শেষ দিন জানিয়া অদ্যকার কর্ত্তব্য পরদিনের জন্য রাখিবে না।

১০৫। হিন্দু পণ্ডিত বলেন, সর্ব্বদা মৃত্যুকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া জীবন ও যৌবনের উপর নির্ভর না করিয়া সৎকার্য্য সাধন করিবে। কিন্তু মনে হয় শুভ অন্বেষণে মৃত্যু চিন্তা করা উচিত নয়, মৃত্যুচিন্তা না করিলে নির্ভয় নিষ্কাম হইয়া শুভকে যথোপযুক্ত কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে।

১০৬। আমাদের পয়গম্বরের জীবদ্দশায় তফসির (কোরাণের ব্যাখ্যাপুস্তক) রচিত হয় নাই, তাহা হইলে ভিন্নতা প্রকাশ পাইত না।

১০৭। প্রাচীন লোকেরা বলেন পয়গম্বরদিগেরই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর দুঃখ বিপদ্ হয়, তৎপর ঈশ্বরানুরক্ত মহাজনদিগের হইয়া থাকে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে অন্য অন্য সাধু পুরুষদিগের দুঃখ বিপদ অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া থাকে। ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। সেই মন্দিরের উপযুক্ত লোকেরা কেমন করিয়া এই প্রকার কঠিন পরীক্ষা বিপদের পেষণে পেষিত হইবে।

১০৮। গ্রন্থকার অপেক্ষা যাঁহার জ্ঞানোন্নতি অধিক তাঁহারই গ্রন্থ নির্ব্বাচন করা শোভা পায়। অন্যথা শাস্ত্রজ্ঞান নাই, কেবল নিজের মর্য্যাদা প্রকাশ করা।

১০৯। লোকে সাধুলোকের নামে নিজের সন্তানের নামকরণ করে, যদিচ তাহাতে কল্যাণ হইবে এরূপ তাহাদের অভিপ্রায় থাকুক, কিন্তু ইহা নীতিবহির্ভূত।

১১০। আশ্চর্য্য! যে সকল শিশু বিধি ব্যবস্থার অধীন নহে, লোকে ত্বক্‌চ্ছেদের বিধিপালন তাহাদের সম্বন্ধে আবশ্যক মনে করে।

১১১। শবকে কফন পরিধান করান প্রাচীন রীতি, নতুবা যে মৃত্যুর পথে চলিয়াছে সে কেমন করিয়া বস্ত্রের ভার বহন করিবে। যেরূপ নিঃস্ব ভাবে লোকে পৃথিবীতে আগমন করে সেই ভাবে পরলোকে চলিয়া যায়।

চৈতন্যলীলামৃত প্রণেতার পত্র।

চৈতন্যলীলামৃতের রচয়িতা নওয়াখালির মোন্‌সেফ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা গতবারের ধর্ম্মতত্ত্বে পাঠ করিয়া দুই বিষয়ে আমাদের ভুল হইয়াছে বলিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন সেই পত্র হইতে নিম্ন লিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"সমালোচনার একস্থানে বৃত্তান্তসম্বন্ধে একটী ভুল হইয়াছে, তাহাতেই এপত্র লিখিতে হইল। আপনি লিখিয়াছেন, 'শ্রীখণ্ডের গোস্বামিগণ ইঁহার মাতামহ কুল; সুতরাং শোণিত সম্বন্ধেও ইনি শ্রীচৈতন্যের পারিষদবর্গের সঙ্গে সংযুক্ত।' এ কথা ঠিক নহে। শ্রীখণ্ডের গোস্বামিগণ আমার মাতামহ কুল নহেন; তাঁহারা আমার গ্রামস্থ স্বজাতি এবং কেহ কেহ কুটুম্বও হয়েন। আমার মাতামহকুল নদীয়া জেলার মেহেরপুরের মল্লিক বংশ। এই বংশ শ্রীমদাচার্য্য প্রভুর শাখাপরিবার।

"সমালোচনার এক স্থানে লিখিত আছে, মহাপুরুষবাদ কেমন করিয়া ধর্ম্মের বিরোধী ভাব আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। 'মহাপুরুষবাদ' অর্থে আমি "অভ্রান্ত মহাপুরুষবাদ" লক্ষ্য স্থলে রাখিয়াই শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছি, যেমন গত সংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্বের 'প্রত্যাদেশ শ্রবণ' শীর্ষক প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে যে 'আদেশ শ্রবণ বিষয়ে বড় বড় মহাজনদিগেরও অত্যন্ত ভ্রম দৃষ্ট হয়'। মহাপুরুষ বলিলেই অভ্রান্ত সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া এ দেশের লোক বুঝিয়া থাকে।

"জীবদেহ ধারণ করিলেই যখন অপূর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হইল, তখন অল্লাধিক পরিমাণে ভ্রম প্রমাদ সকলেরই থাকিবে। তবে প্রেরিত মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যিনি যে বিষয়ের প্রেরণা লাভ করেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অভ্রান্ত বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে।

"আমার লেখায় এরূপ বুঝিতে হইবেক না যে আমি সাধুভক্ত মহাজনদিগের অবজ্ঞাসূচক কোন কথা লিখিয়াছি। ঈশা, মুসা, শাক্য গৌর, কেশব প্রভৃতি মহাজন গণের উচ্ছিষ্টের কণিকামাত্র পাইয়া যখন কৃতার্থ হইতেছি, তখন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব থাকিলে মরিয়া যাইব।"

প্রাপ্ত।

আচার্য্যদেবের জন্মোৎসবে পঠিত।

শ্রীকেশবচন্দ্র কে?

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এমন করিয়া আজ অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইয়া গেল; ভারতের গৌরব আনুবীক্ষণিক দৃষ্টিতে ম্রিয়মাণ হইয়াছে বটে,—কিন্তু এ শতাব্দীতে ভারত-গৌরব বিধানের সঞ্জিবনী শক্তি প্রভাবে পুনঃপ্রদীপ্ত হইয়াছে। আজিকার এ আনন্দের দিনে, ভারত উল্লসিত, নব উৎসাহে উচ্ছ্বসিত, উৎসবের উত্তেজনায় মাতোয়ারা, ভাবের প্ররোচনায় আপনা হারা! ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোর নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, "শ্রীকেশবচন্দ্র কে?" কেবল ভারতে কেন? বিচকুট ফল রূপ ধারী জর্ম্মণিপ্রদেশ, বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে উন্নমিত সুসভ্য ইংলণ্ডপ্রদেশ, বিলাসিতার আদর্শ ফরাসী দেশ, যৌবনমদে উন্মত্তপ্রায় আমেরিকা প্রদেশ,—যে দিকে কর্ণপাত করি শুনিতে পাই পৃথিবীময় এক বাক্য, এক হুঙ্কার, এক প্রতিধ্বনি "শ্রীকেশবচন্দ্র কে?'

পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত কত শত মহাপুরুষ কালের অনন্ত গর্ভে বিলীন হইলেন, কত শত লোকের দ্বারা পূজিত হইলেন; কিন্তু তাঁহাদের সময় এত আন্দোলন হয় নি, আজ যেমন। ভগবৎপ্রেরিত সাধু মহাজন জীবনে ভগবদিচ্ছা সুসম্পন্ন করিয়া অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এবং অলৌকিক বলিয়াই তাহার কোনও আন্দোলন হয় নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিধান পরীক্ষার ভীষণ আঘাত সহ্য করিয়াছেন বটে, মোহম্মদের ধর্ম্ম কুঠারাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু লোকের হৃদয়ে প্রশ্নের আভাস মাত্রও অঙ্কুরিত করিতে পারে নাই। অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বহুতর শিষ্য তৎপালনে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এ ভাবে সমস্ত ধর্ম্মবিধানই পর্য্যায়ক্রমে স্বীয় গৌরব এবং আধিপত্য বিস্তার করিল। পুরাতন এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, যাহা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত এক মাত্র হিন্দুধর্ম্মের আরাম স্থান ছিল, কালচক্রে উহাকেও নানা ধর্ম্মবিধান দেখিতে হইল। ধর্ম্মের পর ধর্ম্ম আসিয়া হৃদয়গ্রন্থি শিথিল করিয়া দিল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভীষণ আঘাত করায় ভারতবাসী হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। অবস্থার সঙ্গে ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাই আর্য্যধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া বর্ত্তমান পৌত্তলিকতায় পরিণত হইল। ধর্ম্মের নামে সর্ব্বস্থানে গর্হিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ভারতের পুণ্য, ভারতের পবিত্রতা, সমস্তই একে একে গেল। ভারতমাতা দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার ক্রন্দন স্বর্গে নূতন এক ধর্ম্মের আয়োজন করিতে লাগিল।

সুসময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া গেল; কিন্তু অপর দ্বারা অবশিষ্টভাগের পূরণ হইতে আরম্ভ হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিলেন। এ সময়ই উনবিংশ শতাব্দীর এক প্রধান বিপ্লব। নানা স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ ছড়িয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু সব গুলি অঙ্কুরিত হইল না। ভারতের নানাস্থান হইতে কৃষক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইতে লাগিল; নূতন উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত হইল। বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ, এমন করিয়া বহুদিন চলিয়া গেল। কিন্তু ভারতের শুষ্কপ্রায় সৈকতভূমিতে রোপিত বীজের সম্যক্ পরিস্ফুটন সংঘটিত হইল না। আর হইবেই বা কেমনে? জল সিঞ্চন ব্যতীত কভু কি বৃক্ষোৎপত্তি সম্ভবে? তাই গগনমণ্ডলে ঘন ঘটায় আয়োজন হইতে লাগিল। বায়ু কোণে যে একটুকু শুভ মেঘ দেখা যাইতেছিল, ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল; এবং ঘনীভূত হইয়া মুষলধারে বর্ষিত হইতে লাগিল। বারিধারা প্রাপ্ত হইয়া বীজ সকল অঙ্কুরিত হইল। ইহাকেই মহাত্মা কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। (ক্রমশঃ)

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

আর্য্যরীতি।

চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তুমি এই পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যকে একটি কার্য্যনির্ব্বাহের ভার দেও দেখিবে, সকলেই ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে

পারিবে না। সম্পন্ন করা দূরে থাকুক সকলের তাহাতে প্রবৃত্তি না হওয়াতে তাহারা সেই কার্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশই করিতে পারিবে না। যাহারা প্রবেশ করিবে তাহাদের মধ্যেও হয়ত ২।৪ টি লোক সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ কয়টি বিষয়ে সকলকেই তুল্য শিক্ষিত করিবার যত্ন কর, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক ভিন্ন ভিন্ন গুণ থাকাতে তাহাদের মধ্যে ২ ৪ টি লোক হয়ত ঐ বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলেন। প্রাকৃতিক নিয়মই এই যে আমি যাহা করিতে পারি, তুমি তাহা করিতে পার না, আবার তুমি যে কার্য্য করিতে পার, আমি তাহা করিতে নিতান্তই অক্ষম। এখন বল দেখি, আমাদের এই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য, প্রবৃত্তি ও দক্ষতা এ কি বাহিরের? তুমি এখন অবশ্যই স্বীকার করিবে, এই পার্থক্য বাহিরের নয় অভ্যন্তরের, এবং মনুষ্যের মধ্যে স্বাভাবিক পৃথক্ পৃথক্ গুণ ও কার্য্যক্ষমতা দ্বারাই যে প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণের (জাতির) উৎপত্তি হইয়াছে, মহাভারত পদ্মপুরাণও তাহাই বলিতেছেন। মহাভারতের এই কথা কেবল ভারতবাসীদের মধ্যে সামাবদ্ধ নহে, ইহার অধিকার সকল পৃথিবী যুড়িয়া। এই স্বাভাবিক গুণ ও কার্য্যক্ষমতার পার্থক্য হইতেই পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। পরে যাহাই হউক, কিন্তু প্রথমে ভারতবাসীরাও যে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র বল প্রকাশ করেন নাই, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। প্রত্যেক মনুষ্যের পৃথক পৃথক স্বাভাবিক গুণানুরূপ পৃথক পৃথক কার্য্য ক্ষমতা দ্বারায় যে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভগবদ্গীতা এবং বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় (৪)।

প্রথমতঃ পৃথক্ পৃথক্ চারিটি কার্য্যে মনুষ্যের ঈশ্বরদত্ত (স্বাভাবিক) প্রবৃত্তি, যত্ন ও দক্ষতা দৃষ্টি করিয়া আর্য্যেরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হন। স্বতই যাঁহাদিগকে ঈশ্বরচিন্তা, ধর্ম্মপ্রচার, চিকিৎসা প্রভৃতি সমুদায় আত্মার শান্তিপ্রদ কার্য্যে নিযুক্ত ও তাহাতে সক্ষম দেখিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তাঁহারা ব্রাহ্মণ, যাঁহাদিগকে বাহুবলে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে সুদক্ষ দেখিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাঁহারা স্বভাবতই অর্থানুসন্ধানে ও রাশি রাশি খাদ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত এবং তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বৈশ্য, আর যাঁহারা স্বভাবতই সকলের অধীনে থাকিয়া সকলের অভিপ্রায় মত সুশ্রূষা ও অন্যান্য কার্য্য করিতে সুদক্ষ ছিলেন তাঁহাদিগকে শূদ্রসংজ্ঞা দ্বারায় চিহ্নিত করিয়াছিলেন (৫)। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

প্রথম প্রবন্ধে সম্মিলনবিষয়ে আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছি আশা করি বিধানবিশ্বাসী বন্ধুগণ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। সম্প্রদায় প্রেরিত সমবেত ভাবে ১৮০৬ শকের ১৭ই মাঘ নবদেবালয়ে যে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সকলে একত্র কাজ করিবেন, এক্ষণ সেরূপ সম্মিলিত ভাবে কাজ করিবার সুসময় বলিতে হইবে। কেন না সকল প্রতিবন্ধক চলিয়া গিয়াছে।

টাঙ্গাইল হইতে এক বন্ধু আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "টাঙ্গাইলনববিধান ব্রাহ্ম সমাজের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব ক্রিয়া ৫ই হইতে ৮ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ও ৬ই শুক্রবার প্রাতে মন্দিরে উপাসনা তৎপর সঙ্গীতও সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছে। বিকালে লালগোপালহলে শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু মহাশয় নববিধানবিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার আশাকুটীরে উপাসনা হয়। ৮ই অগ্রহায়ণ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা ও দরিদ্রদিগকে তণ্ডুল বিতরণ হয়, সেই দিন বিকালে নগর সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। তাহাতে বহু ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র যোগ দিয়াছিলেন। উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্থানীয় ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং আরও কতিপয় ভদ্র মহোদয় অর্থ দান করিয়াছেন। দাতাদিগকে ধন্যবাদ। আনন্দময়ী জননীর কৃপায় এবারে উৎসবও খুব আনন্দজনকরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে"।

বিগত ২৪ শে অগ্রহায়ণ পূর্ব্বাহ্ণে সাধু অঘোর নাথের স্বর্গারোহণের দিন স্মরণার্থ তাঁহার সমাধির পার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। বহুসংখ্যক প্রচারক ও বিধানানুগত ব্রাহ্ম সেই উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। উপাসনা অত্যন্ত গভীর হইয়াছিল, তখন যেন সকলে অধ্যাত্ম লোকে সেই সাধুর সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। সাধুর স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরে আচার্য্যদেব ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে একটি উপদেশে উক্ত সাধুর সম্বন্ধে যে সমস্ত উচ্চভাব ও অন্তরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন সেই সুমিষ্ট গভীর উপদেশটি পড়া হইয়াছিল, তচ্ছ্রবণে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উপাসনান্তে সেখানে হবিষ্যান্ন ভোজন হয়। এবার

---

(৪) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
৪। ১৩ শ্লোক, গীতা।

সত্যাভিধ্যায়িনঃ পূর্ব্বং সিসৃক্ষোর্ব্রহ্মণোজগৎ।
অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ সত্ত্বোদ্রিক্তা মুখাৎ প্রজাঃ॥
বক্ষসো রজসোদ্রিক্তাস্তথা বৈ ব্রহ্মণোভবন্।
রজসা তমসা চৈব সমুদ্রিক্তাস্তথোরুজাঃ॥ ৪॥
পদ্ভ্যামন্যাঃ প্রজা ব্রহ্মা সসর্জ্জ দ্বিজসত্তম। বিষ্ণুপুরাণ।

(৫) যাঁহারা স্বাধীন তাঁহাদিগের দ্বারায় কাহারও অধীনতা চলে না। পরের অধীনে থাকিয়া তাঁহারই অভিপ্রায় মত সকল কার্য্য সুন্দর করিয়া করিতে পারাও স্বতন্ত্র ক্ষমতার কার্য্য, এবং এই শ্রেণীর লোকেরও যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা কে না স্বীকার করিবেন? ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ও স্বতন্ত্র গুণ থাকাতেই যে এক জন এক জনের অধীনে থাকিয়া সুন্দর করিয়া তাঁহার সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হন, ইহা বলা বাহুল্য।

সাধুর সমাধিস্তম্ভটি নূতন আকারে সুন্দররূপ নির্ম্মিত দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

ভাই অমৃতলাল বসু প্রিয়ভ্রাতা লালা কাশীরামকে সঙ্গে করিয়া রাওলপিণ্ড হইয়া সীমান্ত প্রদেশ পেশওয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। তিনি রাউলপিণ্ড ও পেশওয়ার নগরে ইংরেজীতে এক একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থ আরও কয়েক দেশে ভ্রমণ ও প্রচার করিয়া তিনি লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গত ২১শে অগ্রহায়ণ শনিবার ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার "বিংশতি শতাব্দীর হিন্দু" বিষয়ে টাউন হলে ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াছেন। মহামান্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার ষ্টুয়ার্ড বেলি সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহামান্য সার চার্লস এলিয়েট সাহেব এবং মাননীয় সার স্বৰল প্রভৃতিও মাননীয় জাষ্টস ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ইয়ুরোপীয় ও বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। টাউনহল লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। বক্তৃতাশ্রবণে সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে ভবানীপুরস্থ লণ্ডনমিশন কলেজে ভাই প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার "চরিত্রের বল" বিষয়ে ইংরেজীতে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। সেই বক্তৃতা শ্রবণের জন্যও লোকের অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। এই প্রকার বক্তৃতায় সাধারণের বিশেষতঃ কলেজ স্কুলের যুবা ছাত্রদিগের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

কয়েক দিন হইতে ভাই বলদেব নারায়ণ আমাদের মধ্যে স্থিতি করিতেছেন। ত্রিহুত প্রদেশ এক্ষণ তাঁহার প্রচারক্ষেত্র। তিনি তথাকার প্রধান নগর মজঃফরপুরে স্থিতি করিয়া সময়ে সময়ে দ্বারভাঙ্গা সীতামারী সমস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে যাইয়া নববিধান প্রচার করিয়া থাকেন, ত্রিহুত রেইল ওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে গমনাগমনের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিছু দিন হইতে মজঃফরপুরে একটি নববিধান সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, হিন্দি ভাষায় উপাসনাদি হয়। তৎপ্রদেশের ৬৭ টি ভদ্রলোক, এবং ২১ জন বাঙ্গালী বাবু প্রতি সপ্তাহে সেই উপাসনার যোগদান করিয়া থাকেন। মজঃফরপুর জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরগ্রামনিবাসী শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ব্রজেন্দ্র বিহারী লাল মৃত্যু কালে ত্রিহুত প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রায় ২৭০ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। সেই সম্পত্তির আয় হইতে তথাকার প্রচারকার্য্য ও মজঃফরপুর সমাজের কার্য্য চলিতেছে। তথায় প্রচারসংক্রান্ত শীঘ্র একটি উর্দ্দু যন্ত্রালয় স্থাপিত হওয়ার প্রস্তাব আছে। মজঃফরনিবাসী উৎসাহী ব্রাহ্ম, ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদেব নারাণ রায় বাহাদুর তথায় নববিধানপ্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। ভাই বলদেবের প্রতি তথাকার লোকেরা বিশেষ উৎপীড়ন ও অন্যায় করিতেছে না। ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহার কার্য্য করিলে তিনি সকল দিক্ পরিষ্কার করিয়া দেন।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ভাই উমানাথ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সত্যশরণ গুপ্ত এবং বিধানবাদী বন্ধু শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়েন্দ্র সেন এম, এ পরিক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিনয়েন্দ্র গত বৎসর ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, এবার দর্শনশাস্ত্রে প্রথম হইয়াছেন।

পরলোকগত পুরাতন বন্ধু বাবু রাজনারায়ণ ধরের মৃত্যুর দিন স্মরণার্থ তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ বঙ্কবিহারী ধরের কলুটোলাস্থ ভবনে গত ২০ শে অগ্রহায়ণ বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ৫। ৬ জন প্রচারক ভাই যাইয়া উপাসনা সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাদিনস্মরণার্থ ঢাকায় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় সদলে কয়েক দিন ব্যাপিয়া উৎসব করিতেছেন। নববিধানমন্দিরে ও অন্যান্য স্থানে উপাসনা উপদেশ সঙ্কীর্ত্তনাদি হওয়ার প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে।

গত শনিবার বীডন উদ্যানে ধর্ম্মসাধনের প্রারম্ভে নীতি পালনবিষয়ে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বনে এবং ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু শিখধর্ম্ম শাস্ত্র অবলম্বনে বক্তৃতা করিয়াছেন। পরিশেষে ভাই বলদেবনারায়ণ হিন্দি ভাষায় অনুতাপবিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন।

"উন্নতি ও অপচয়" পুস্তক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামীতে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিগত ২৮ শে কার্ত্তিক টাঙ্গাইলের সন্নিহিত জালালিয়া গ্রামে ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত রাধানাথ ঘোষের তৃতীয় পুত্রের শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। নবকুমারের নাম শ্রীমান্ সূর্য্যচন্দ্র রক্ষিত হইয়াছে। জগজ্জননী শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

রঙ্গপুর হইতে কোন বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে কিছুদিন হইল ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র দাসের পরলোকগত পিতৃব্যের শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

চট্টগ্রামস্থ বন্ধুর পত্র প্রকাশ করিলে অধিক গোলযোগ হইবারই সম্ভাবনা। অতএব তাহা প্রকাশ করা গেল না।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, গত নবেম্বর মাসে নিম্নলিখিত দান প্রচারভাণ্ডারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত	কুমার	গজেন্দ্রনারায়ণ সাহেব,	দেনীগঞ্জ	১২৲
„	বাবু	মধুসূদন সেন,	কলিকাতা	॥০
„	„	হরিনারায়ণ চৌধুরী,	কাকিনিয়া	৫৲
„	„	হেমেন্দ্রনাথ বসু,	বোওয়ালিয়া	১৲
„	„	নরেন্দ্রনাথ সেন,	কলিকাতা	১৲
„	„	নীলমণি কোঁওয়ার,	মালদহ	১০৲
„	„	কালিদাস চক্রবর্ত্তী,	„	১৲
„	„	অনন্তনাথ সেন গুপ্ত	„	১৲
„	„	জীবনকৃষ্ণ পাল		১৲
„	„	প্রেমচাঁদ বড়াল	কলিকাতা	৩৲
„	„	বিপিন বিহারী সরকার	„	১৲
„	„	শশিচন্দ্র সরকার,	„	১৲
„	„	অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল,	মোকামা	৬৲
„	„	কৈলাসচন্দ্র বসু,	রঙ্গপুর	২৲
„	„	সত্যপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়,	বরাহনগর	২৲
„	„	নটবর দাস,	কলিকাতা	॥০
„	„	প্রসন্নকুমার ঘোষ,	মঙ্গলদহ	১০৲
„	„	কান্তিমণি দত্ত,	রঙ্গপুর	॥০
„	„	ভগবতীচরণ বসু,	ডফ্লাটিং	২৲
„	„	মহেন্দ্রনাথ সান্যাল,		১৲
		একটী ভগিনী		২৲
				৬৩৲

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২ নং বিডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়। সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৬ ভাগ।
২৪ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৮১২ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি, তোমার বিধানে অপ্রতিহত বিশ্বাস না থাকিলে, বল কেহ কি ধর্ম্মরাজ্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? তোমার বিধান প্রবাহক্রমে চলিয়া আসিতেছে, এক দিনের জন্যও তাহার বিচ্ছেদ ঘটে নাই। আমরা জীবন্ত শাস্ত্রে বিশ্বাস করি, আমরা মৃতপুস্তকে আবদ্ধ নই, ইহা তুমিই আমাদিগকে শিখাইয়াছ, কিন্তু এ জীবন্ত পুস্তক যদি আমাদিগের নিজ নিজ জীবন হয়, তবে এ জীবনের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধাননিচয়ের প্রভাব বিদ্যমান, এ কথা কি কখন আমরা অস্বীকার করিতে পারি? যে বায়ুমণ্ডলী মধ্যে আমরা নিয়ত বাস করিতেছি, এই বায়ুমণ্ডলীতে শত শত বিধানের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এমন কি মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাব আমাদিগের আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগের আত্মাকে তৎপ্রভাবের অধীন করিয়াছে, কেবল অধীন করিয়াছে তাহা নহে, তৎসংস্কারবিশিষ্ট করিয়াছে। আমাদিগের পিতা মাতা যে সমুদায় বিধানের প্রভাবের অধীনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, লালিত পালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন, সে সকল বিধানের ক্রিয়া, বলিতে হইবে, আমাদিগের জীবনসঞ্চারের কাল হইতে আমাদিগের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বিভো, তুমি দিন দিন সমাজের যে প্রকার জ্ঞানোন্নতি বিধান করিতেছ, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তোমারই ইচ্ছানুসারে বিজ্ঞান লোকের উপরে আধিপত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ স্থলে এই সুস্পষ্ট কথা যে আর কেহ অস্বীকার করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। তুমি আমাদিগের জীবনের ভিতরে কার্য্য করিতেছ, আর নিদ্রিত বিধানের প্রভাবগুলি জাগ্রৎ হইয়া উঠিতেছে। বৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ যেমন ক্ষেত্রস্থ শক্তির ক্রিয়ায় অন্তর্ব্বর্ত্তী লুক্কায়িত বৃক্ষকে আপনার ভিতর হইতে বিকাশ করিতে সমর্থ হয়, তেমনি আত্মার ভিতরে সমুদায় বিধানজনিত সংস্কার বা শাস্ত্র, হে প্রাণের পরম দেবতা, তোমার ক্রিয়ায় প্রস্ফুটিত হয় এবং অভিব্যক্ত আকার ধারণ করে। হে দীনবন্ধু হরি, প্রত্যেক মানবসন্তানের ভিতরে তুমি বিরাজ করিতেছ; তবে যে কেহ আপনাকে তোমার ক্রিয়াধীন করে, সেই অনন্ত শাস্ত্র অনন্ত বেদের ক্রমিক অভিব্যক্তি তাহার জীবনের ভিতরে দেখিতে পায়। বাহিরের শাস্ত্রসমূহ সেই হৃদয়স্থ শাস্ত্রের প্রতিধ্বনিরূপে প্রতীত হয়। অন্তরে যে শাস্ত্রপ্রকাশ পায়, তদনুসারে বাহিরের শাস্ত্র গৃহীত হইয়া থাকে। যাহার অন্তরে শাস্ত্র প্রকাশ পায় নাই, বহিঃস্থ শত শাস্ত্র পাঠ করিয়াও সে যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারে না। তাই, হে দীনশরণ, তোমার নিকট প্রার্থনা করি, তোমার বিধান যাহা প্রবাহ-ক্রমে জনসমাজকে গঠন করিয়া আসিতেছে, তৎ-প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস অত্যন্ত সুদৃঢ় করিয়া দাও যে, আমরা তোমার ক্রিয়ার সাহায্যে পূর্ব্বাপর বিধাননিচয় জীবনে পূর্ণ করিয়া নিত্য নব নব বিধান গ্রহণে উপযুক্ত হই। হে প্রাণের ঈশ্বর, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর, এই তব চরণে বিনীত ভিক্ষা।

বিধানরহস্য।

আমরা বিস্তীর্ণ সৃষ্টির মর্ম্ম কথঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করিতে ইতিপূর্ব্বে যত্ন করিয়াছি, বিধানসম্বন্ধেও যে কোন কথা আমরা বলি নাই তাহা নহে, তবে কথিত বিষয়কে যদি নবভাবে সমুপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে পাঠক লেখক উভয়ের কৃতার্থতার সম্ভাবনা। অদ্য আমরা বিধানের রহস্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, ভরসা করি, বিধান রহস্য জানিয়া সকলে বিধানের প্রতি নিরতিশয় আস্থাবান্ হইবেন।

প্রথম জ্ঞাতব্য এই, বিধান মনুষ্যের নিকটে কোন্ আকারে আসিয়া থাকে। বিধান কখন সাকার হইতে পারে না। যদি সাকার হয় তবে উহার সর্ব্বত্র প্রবেশাধিকার নাই, তখন আর জন-সমাজকে উহা বিচিত্র গঠন দান করিবে কি প্রকারে? সমগ্র জগৎ সমস্ত জীবমণ্ডলী বিধানশক্তিপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, দিন দিন ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে। এই বিধান কি? ঈশ্বরমুখবিনিঃসৃত বাণী। বাণী অর্থে শব্দ; এই শব্দই বিধান। তবে কি আমাদের ঈশ্বর সাকার, তাঁহার রসনা আছে, সেই রসনা হইতে ক্রমিক শব্দ বিনিঃসৃত হইতেছে, আর সেই শব্দানুসারে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে? বাণী বা শব্দ মানিলে ঈশ্বরকে সাকার মানিতে হয় না। পণ্ডিতেরা শব্দতত্ত্ব লইয়া তুমুল বিচারে প্রবৃত্ত হউন, আমাদিগের নিকটে সে প্রকার বিচারের অবকাশ নাই। আমাদিগের নিকটে ঈশ্বরের ইচ্ছার অভিব্যক্তিই বাণী, উহাই মানবহৃদয়ে শব্দাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শব্দ কিছু বাহিরের ধ্বনি নহে, উহা অন্তরে ভাবরূপে অভিব্যক্ত। ঈশ্বর যাই ইচ্ছা করিলেন জগৎ হউক, অমনি উহা হইল, তিনি যাই সাধক হৃদয়ে থাকিয়া নিজ ইচ্ছাপ্রভাবে নব নব যোগরাজ্য সৃজনের ইচ্ছা করিলেন, অমনি এক একটি বিধান প্রকাশ পাইল। আমাদিগের জীবনে তাঁহার বাণীর অভিব্যক্তি যে এই প্রকারে হইয়া থাকে, তাহা সাধকমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

নব নব যোগরাজ্যসৃজন আমরা বিধাননামে অভিহিত করিলাম। বিধানে ঈশ্বরের ইচ্ছার খেলা ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়, যোগ-রাজ্যের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ সুস্পষ্ট বুঝা যায় না। আমাদিগের মতে যোগে জগৎ সৃষ্ট হয়, যোগে জগৎ রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়; যোগে নব নব বিধান অভিব্যক্ত হয়, যোগে উহা জন-সমাজের উপর আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যোগ ঈশ্বরের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধ বিনা কিছুই হইতে পারে না। জড় জগৎ এই যোগে উৎপন্ন, বিধৃত, বিচিত্রাকারে পরিণত। জীবজগৎও তাহাই, তবে বিশেষ এই, জড় জগৎ সে যোগ বুঝিতে পারে না, জীবজগৎ উহা বুঝিতে সমর্থ। যখনই জীবজগৎ জড় জগতের মত অচেতনপ্রায় হয়, তখনই বিধান আসিয়া যোগ বুঝাইয়া দেয়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের সঙ্গে মিলিত করে। যত বিধান আসিয়াছে, যত বিধান আসিবে, এ লক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণে উহা লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না। বিধান বলি-তেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া বুঝায়। সাক্ষাৎ ক্রিয়া কি কখন কর্ত্তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিনা উৎপন্ন হইতে পারে?

অনেকের মনে বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে, নববিধানের আগমনের পূর্ব্বে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের কথা উঠে নাই। বিধান যদি সাক্ষাৎ যোগ, তবে প্রাচীন বিধানসমুদায়ের গতি কি হইবে? হয় সে

গুলি বিধান নয়, যদি হয় তবে বিধানের লক্ষণান্তর করিতে হইতেছে। বিধানের লক্ষণান্তর করিবারও প্রয়োজন নাই, আর সে গুলিও যে বিধান নয়, তাহাও বলিবার কোন কারণ নাই। সকল বিধানই ঈশ্বরের সাক্ষাৎক্রিয়ার উপরে স্থাপিত, ইহা সমুদায় বিধানের ইতিহাস বলিয়া দিবে। যদি বিধানের অনুগত লোকগণ সকলে বিধানের ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগে নিবদ্ধ হইতে না পারিয়া থাকেন, যাঁহার মধ্য দিয়া বিধান অবতীর্ণ, তিনি যে সাক্ষাৎ যোগে নিবদ্ধ ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সকলের না হউক, অন্ততঃ প্রবর্ত্তকের সাক্ষাৎ যোগ যখন মানিতে হইতেছে, তখন বিধানের লক্ষণ পরিবর্ত্তিত করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। এক ব্যক্তিতে যাহা হইয়াছে তাহাই প্রকৃত বিধানের প্রকাশ, অন্যত্র আধারের অনুপযুক্ততা বশতঃ উহার সম্যক্ প্রকাশ হয় নাই এই মাত্র। যেখানে উপযোগিতা আছে, সেখানেই লক্ষণ প্রকাশ পায়, অন্যত্র উহার পূর্ণ প্রকাশের সম্ভাবনা কি? ঠিক প্রকাশের স্থলে উহার যে আকার, উহাই উহার প্রকৃতি ও লক্ষণ।

প্রত্যেক বিধানের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। বিধানের যাহা সাধারণ লক্ষণ, এ স্থলে আমরা কেবল তাহাই নির্দ্দেশ করিলাম। সমুদায় বিধানই স্পষ্টতঃ হউক অস্পষ্টতঃ হউক ঈশ্বর ও জীবের যোগ নিষ্পন্ন করিয়াছে। ঈশ্বর ও জীবের যোগের পথে যে সকল অন্তরায় আছে, প্রত্যেক বিধান সেই সকল অন্তরায় দূর করিবার জন্য স্বর্গ হইতে বিবিধ উপায় আনয়ন করিয়াছে। এই সকল উপায় কালদেশপাত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া বিধানে বিধানে স্বতন্ত্রতা লক্ষিত হয়, কিন্তু মূলতঃ একই। জীব ও ঈশ্বরের যোগে অন্তরায় অনেক, তন্মধ্যে জীব যে জীবের যোগের পথে অন্তরায় হয় ইহাই অতি সুকঠিন। এ জন্য সকল বিধানই প্রধানতঃ এই অন্তরায় তিরোহিত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছে। এই যত্ন হইতে জগতে নীতির অভ্যুদয়। বিধান নীতির প্রসূতি। অনীতি এ রাজ্যে কখন প্রবেশ করিতে পারে না। এই নীতির সঙ্গে সকলেরই অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। এই নীতির বিস্তৃত মূল কি এক বার দেখা যাউক।

ঈশ্বর পিতা, মনুষ্যমাত্র তাঁহার সন্তান, এই প্রথম নীতির ভূমি। দ্বিতীয় ভূমি ইহার সদৃশ, ঈশ্বরের সন্তানগণ পরস্পর ভ্রাতা। প্রত্যেক মনুষ্যের ঈশ্বরের সহিত ইচ্ছাতে ভাবেতে এক হওয়া, ইহাই প্রথম নীতি। দ্বিতীয় নীতি ঈশ্বরের সহিত একত্বে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে এক হওয়া। ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া ভ্রাতৃগণের সঙ্গে এক হওয়া ইহা যোগ, ইহাকে নীতি বলিবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রথম অবস্থায় ইহা নীতির আকারে প্রকাশ পায়, অন্তিম অবস্থায় ইহা যোগে পরিণত হয়। ইচ্ছা ও ভাবে এক হইতে যত্ন করিতে গিয়া অন্তরে বিরোধ সমুপস্থিত হয়। এই বিরোধের প্রতিবাদকারী বিবেক, এই বিবেক সর্ব্বপ্রথমে নীতির ভূমিতে দণ্ডায়মান। যত বিরোধ ঘুচিয়া আইসে, তত যোগ অভিব্যক্ত হইতে থাকে। রুচিপ্রবৃত্ত্যাদির বিরোধই অন্তরায়, এই অন্তরায় নীতিযোগে নিবৃত্ত হয়, নিবৃত্ত হইলেই বিধানের কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

ঈশ্বরের সহিত রুচিপ্রবৃত্ত্যাদি বিরোধ যে পরিমাণে তিরোহিত হয়, সেই পরিমাণে ভ্রাতার প্রতি অসদ্ভাব অন্তর্হিত হইতে থাকে। নীতির ভূমি বাস্তবিক দুটি নহে, ঈশ্বরের সহিত মিলন সাধিত হইলেই ভ্রাতার সহিত মিলন সাধিত হয়। রুচিপ্রবৃত্ত্যাদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরোধী হইলে, ভ্রাতৃবর্গের সহিত বিরোধ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য বিবেকাধীনতায় ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত যোগ, সেই যোগ সূত্রে ভ্রাতাদিগের সহিত একত্ব ইহাই যোগের রহস্য, এবং এই রহস্য উদ্ভিন্ন হইলেই বিধানের রহস্যও উদ্ভিন্ন হয়। সময়ভেদে অন্তরায় বিবিধ বিধানও বিবিধ, কিন্তু এই সমুদায় বিধানের হেতু এক। বিবেক ঈশ্বরের বাণী। যে বাণীতে জগতের সৃষ্টি, সেই বাণীতে বিধানরাজ্যের সৃষ্টি। যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিয়া

সর্ব্বদা বাণীশ্রবণে অবহিত, এবং বাণীযোগে সমুদায় জীবন পরিচালিত করেন, তাঁহারাই ধন্য ও কৃতার্থ।

কঠিন শাসন।

যেখানে রাজ্য আছে, সেখানেই শাসন আছে, বিনা শাসনে কখন কোন রাজ্য চলিতে পারে না। যদি এই পৃথিবীতে ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে শাসনের বিধি থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, এখানে কোন্ প্রকারের শাসন বিধি থাকিবে? পৃথিবীর রাজ্যে শাসন আছে, তাহার অপব্যবহারও আছে। ধর্ম্মের নামে বিবিধ ধর্ম্মমণ্ডলীতে শাসন প্রচলিত আছে, তাহারও যে কোন অপব্যবহার হয় নাই একথা বলা যাইতে পারে না। অতএব ধর্ম্মের রাজ্য স্থাপন করিতে যদি শাসন সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয়, তবে এমন কোন শাসন-প্রণালী স্থাপিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে অপ-ব্যবহারের সম্ভাবনা অতি অল্প আছে।

মহর্ষি ঈশা স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে আনয়নের জন্য যত্ন করিয়াছেন, এবং পৃথিবীতে এই রাজ্যমধ্যে শস্য ও কণ্টকবৃক্ষ একত্র বর্দ্ধিত হইবে, এ কথাও বলিয়াছেন। শস্য ও কণ্টকবৃক্ষ একত্র বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই শাসনপ্রণালীরও একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি যে শাসনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই কঠোর। যেখানে শাসনের প্রয়োজন, সেখানে মণ্ডলীর মিলিত ভাবে নিষ্পত্তি দান তাঁহার ব্যবস্থা। কিন্তু নিষ্পত্তি দিলেই যে শাসন কার্য্য নিষ্পন্ন হইল তাহা নহে, যে ব্যক্তির প্রতিকূলে নিষ্পত্তি হইল সে যদি তাহা না মানিল, তবে তাদৃশ শাসনের ব্যবস্থা করাও যাহা না করাও তাহা। এ স্থলে মহর্ষি ঈশার শাসন অতি গুরুতর। যদি কেহ মণ্ডলীর শাসন অগ্রাহ্য করে, তবে তাহাকে ধর্ম্মবহির্ভূত জ্ঞান করিয়া তৎসহ তদ্রূপ ব্যবহার করিবে। এ শাসন নিঃসংশয় অতি কঠোর শাসন।

এখন দেখা যাউক, মহর্ষি ঈশার সুকোমল হৃদয় হইতে ঈদৃশ কঠোর শাসনের কথা কেন বিনিঃসৃত হইল। যিনি পাপী তাপীর অন্বেষণে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাহাদিগের দুঃখে সদা কাতর, তাহা-দিগের নিকট স্বর্গের ক্ষমার কথা অবিশ্রান্ত শুনাইতেন, তিনি এরূপ কঠোর শাসনের কথা কি প্রকারে উচ্চারণ করিলেন। তিনি যখন বলিয়াছেন, তখন অবশ্য কোমলতা এবং কাঠিন্য তাঁহাতে সমঞ্জস ভাবে অবস্থিত ছিল বলিয়াই বলিয়াছেন। তিনি কেবল কোমল নহেন, কেবল কঠোর নহেন, উভয় ভাবই তাঁহার ভিতরে ছিল, এবং এ দুইয়ের যথাযথ নিয়োগ তাঁহা হইতে হইত। তাঁহার চরিত্র দেখিয়া বুঝা যায়, কোমল হইবারও স্থল আছে, কঠোর হইবারও স্থল আছে। কোথায় কোমলতা কোথায় কঠো-রতা এইটি নির্দ্ধারিত হইতে পারিলেই চরিত্রের পূর্ণতা সমুপস্থিত হয়। সন্তপ্ত পাপীর প্রতি কঠোর ব্যবহার, ইহা ধর্ম্মহীন নীচ লোকের কার্য্য। আপনি উদ্ধত অহঙ্কারী না হইলে আর কেহ ঈদৃশ পাপীকে পদদ্বারা দলিত করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদিগের চরিত্র শত শত ছিদ্রযুক্ত, অথচ লোক-সমাজে মান্য গণ্য বলিয়া পরিচিত, এই সকল লোক সন্তপ্ত পাপিগণের নির্যাতনে সমধিক অগ্র-সর। তাহারা মনে করে, এই নির্যাতনে নির-তিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া তাহারা অপনা-দিগকে জনসমাজের নিকট শুদ্ধ চরিত্র বলিয়া পরিচিত করিবে, কিন্তু মানবস্বভাবদর্শী ব্যক্তিগণের নিকটে ইহাদিগের সে ধূর্ত্ততা কিছুতেই দাঁড়াইতে পারে না। মহর্ষি ঈশা আবাল্য নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন, তিনি যে সন্তপ্ত পাপীদিগের প্রতি সুকো-মল ব্যবহার করিবেন, ইহা আর একটা বিচিত্র বিষয় কি?

আমরা সন্তপ্ত পাপীর কথা যাহা বলিলাম, উদ্ধত পাপীর প্রতি সে কথা খাটে না। উদ্ধত পাপী কাহারা? যাহারা পাপ করে, অথচ আপনাদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপাদন করে।

অহঙ্কারবিমূঢ়তা বশতঃ যাহারা কোন প্রকার শাসন গ্রাহ্য করে না। ঈদৃশ ফিরুসিগণকে ঈশা কঠোর ভাষায় সম্বোধন করিয়াছেন, ইহা অন্য কোন কারণে নহে, এই কারণে। তিনি বলিয়াছেন ঈশ্বরের পুত্রের সম্বন্ধে যে পাপাচরণ করা হয় তাহার ক্ষমা আছে, কিন্তু পবিত্রাত্মার বিরোধে যে পাপাচরণ করা হয়, তাহার ক্ষমা নাই, এতদ্দ্বারা তিনি অপরাধকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, এক আত্মপ্রতি আর এক পরমাত্মপ্রতি। আত্মপ্রতি যে অপরাধ করিল তাহার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা, যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় ঈদৃশ অনুষ্ঠান করা, তৎপ্রতিকূলে কোন প্রকার অসদ্ভাব হৃদয়ে পোষণ না করা, ঈশ্বরসন্তানমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে আত্মপ্রতি অপরাধ না হইয়া পরমাত্মপ্রতি অপরাধ হইতেছে, সে স্থলে কাহারও ক্ষমা করিবার অধিকার নাই, তৎসমুচিত দণ্ড তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে ঈদৃশ অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড এমনই দৃঢ় নিয়মে প্রতিষ্ঠিত যে, মনুষ্যসন্তানগণ শত আশীর্ব্বাদ করিলেও সে নিয়ম কিছুতেই খণ্ডিত হইতে পারে না। যদি বল, সন্তানের প্রতি অপরাধসম্বন্ধে ঈদৃশ কঠোর নিয়ম কেন নাই? কেন নাই, তাহার কারণ আছে। ক্ষমা করা সন্তানের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ, সে আদেশ প্রতিপালন করা সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের আত্মপ্রতি অপরাধ ক্ষমা না করা, এবং সন্তানের আত্মপ্রতি অপরাধ ক্ষমা করা, এ ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ঈশ্বরাপেক্ষা সন্তান ক্ষমাশীল, এবং এইরূপ মনে করিয়া সম্প্রদায়বিশেষ সন্তানের মহিমা বাড়াইয়া থাকেন, কিন্তু গভীররূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে ঈশ্বর ও তৎসন্তানের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য নাই। ঈশ্বর সর্ব্বথা ক্রোধদ্বেষাদিশূন্য ও সন্তান সম্পূর্ণ ক্রোধদ্বেষাদি শূন্য নহেন। ক্রোধদ্বেষাদিশূন্য না হইলে শাসন করিবার কাহারও অধিকার নাই, এ জন্য শাসন কেবল ঈশ্বরেরই হস্তে, অন্য কাহারও হস্তে নহে। আপনার প্রতি অত্যাচার হইতে ক্রোধদ্বেষাদি সমুৎপন্ন হয়, এজন্য সন্তানের আত্মপ্রতি অপরাধ ঘটিলে সে স্থলে ক্রোধাদির নির্ব্বাণ জন্য ক্ষমা অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বরসম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। তাঁহার প্রতি অপরাধ করিতে গেলে হয় অপরাধী আপনার প্রতি, না হয় অপরের প্রতি অপরাধ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার ঈশ্বরের প্রতি অপরাধ ঘটিয়াছে, সুতরাং যখন ঈশ্বরের আত্মপ্রতি অপরাধ হইতে পারে না, এবং তাঁহার ক্রোধদ্বেষাদিও নাই, তখন তিনি অপরাধীর অপরাধ নিষ্কৃতির জন্য শাসন করিলে কোন দোষ পড়ে না।

ঈশ্বর এবং তৎসন্তান এ দুইয়ের অপরাধিসম্বন্ধে যে পার্থক্য নির্ব্বাচিত হইল, তদ্দ্বারা এই নিষ্পন্ন হইতেছে, মনুষ্য আত্মপ্রতি অপরাধ ক্ষমা করিবে, যে অপরাধ আত্মপ্রতি নহে, ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূলে, তাহা ক্ষমা করিতে সে অনধিকারী। এস্থলে নিশ্চয় ঈশ্বরের শাসন অবতরণ করিবে। ঈশ্বরের শাসন কোন্ প্রণালী দিয়া অবতরণ করিবে? ঈদৃশ একটী প্রণালী চাই, যাহা ক্রোধদ্বেষাদিপরিশূন্য। মহর্ষি ঈশা মণ্ডলীকে ঈদৃশ প্রণালী স্থির করিয়াছেন। মণ্ডলী বহুলোকবিশিষ্ট, সেখানে সকলেরই মন কাহার প্রতি ক্রোধাদিকষায়িত থাকিবে, ইহা কখন সম্ভবপর নহে। সুতরাং যে স্থলে সকলে এক বাক্যে শাসন বাক্য উচ্চারণ করেন, সে স্থলে সেই শাসনবাক্য মধ্যে ঈশ্বরের শাসন অবস্থিতি করিতেছে, ইহা অতি পরিস্ফুট কথা। মহর্ষি ঈশা ঈশ্বরনিদেশে তাই এই প্রণালী পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। মানুষ যখন ঈশ্বরের শাসন অগ্রাহ্য করে, তখনই সে ধর্ম্মবহির্ভূত হয়। সুতরাং মণ্ডলীর শাসন অতিক্রম করাতে সে ব্যক্তিকে ধর্ম্মবহির্ভূত বলা মহর্ষি ঈশার কঠোরহৃদয়তা জন্য নহে, যথার্থ সত্য জগতে প্রকাশ করিবার জন্য।

আমরা যাহা উপরে বলিলাম, তাহাতে আমাদিগের প্রতিজনের কি কর্ত্তব্য তাহাও বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইল। আমাদিগের আপনার প্রতি

যে সকল অপরাধ অপরে করে, আমরা তাহা গণনায় না আনিয়া ক্ষমা করিব ; কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের বিধান ও শাসন অতিক্রম হইতেছে, সেখানে ক্ষমা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। এস্থলে আমাদিগের কঠোরতা সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু ইহা অপরিহার্য্য। আমরা যদি এ স্থলে ক্ষমা করিতে যাই, আমরাও সেই অপরাধীর অপরাধের সমাংশী হইব। সুতরাং লোকতঃ নিন্দাঘৃণাদির ভয় পরিহার করিয়া ঈশ্বরের শাসনে অটল ভাবে স্থিতি আমাদিগের প্রত্যেকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। ঈদৃশ অটল বিশ্বাসিগণ চির কালই পৃথিবীর নিকটে অনুদার বলিয়া নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়াছে, যদি তাঁহাদিগের শ্রেণীতে গিয়া আমরা পড়ি, আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

বিরাগ ও অনুরাগ ছায়া ও আতপের ন্যায় একত্র সম্বদ্ধ। বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই স্বাভাবিক। কোন একটি বস্তুর প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইলে, তাহার বিপরীত বস্তুর প্রতি স্বতই বিরাগ উত্থিত হয়। পাপাসক্ত ব্যক্তি ধার্ম্মিকের প্রতি বিরক্ত, ধর্ম্মানুরক্ত ব্যক্তি পাপের প্রতি বিরক্ত, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যখন ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হয়, তখন পাপের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়া সাধকের আচরণ ও ব্যবহার সাধারণ ব্যক্তিগণের আচরণ ও ব্যবহার হইতে ভিন্ন হয়। এই সকল আচরণকে বৈরাগ্যসম্ভূত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাঁহারা বৈরাগ্যের নাম শুনিয়া ভীত হন, তাঁহারা এই স্বাভাবিক ক্রিয়া স্থিরচিত্তে দর্শন করেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের মনের এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে।

জড় রাজ্যে যে সকল শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহা যেমন স্থিরতর, কোন প্রকারে তাহার ব্যতিক্রম করা যাইতে পারে না, ব্যতিক্রম করিলে মহানিষ্টপাত হয় ; অধ্যাত্মরাজ্যেও তেমনই পরমাত্মার ইচ্ছাসম্ভূত স্থিরতর ব্যবস্থা আছে, যাহা অনতিক্রমণীয় এবং অতিক্রম করিলেই দণ্ডার্হ হইতে হয়। এখানে বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী এ বিচার করিয়া কিছু ফল নাই, স্থিরতর ব্যবস্থার যিনিই কেন প্রতিকূলাচরণ করুন না, তাঁহাকে তজ্জন্য নিপীড়িত হইতেই হইবে। তত্ত্বদর্শী যেমন বলিতে পারেন, তুমি অমুক জড়শক্তির প্রতিকূলচরণ করিয়া অমুক প্রকারের শাস্তিভোগ করিবেই করিবে, তেমনই বলিতে পারেন, তুমি অধ্যাত্মরাজ্যের নীতি ও ধর্ম্মের ব্যবস্থা খণ্ডন করিতে গিয়া তোমার দণ্ডভোগ করিতেই হইবে। এখানে তিনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য হয়, কেন না ইহাই ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট।

এখনকার দার্শনিকগণের মনে একটি ভয় উপস্থিত হইয়াছে, ঈশ্বরকে লইয়া অধিক নাড়া চাড়া করিতে গেলে তাঁহাকে মানুষ করিয়া ফেলা হইবে। আমাদের মত এই যে, আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া যত নাড়া চাড়া হইয়াছে, তদপেক্ষা আরও সহস্রগুণে নাড়া চাড়া করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালের দর্শন ও বিজ্ঞান যখন তাঁহাকে আমাদিগের প্রাণের অতিনিকটে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলে তাঁহাকে আনিয়া বসাইয়াছে, তখন কেনই বা তাঁহাকে লইয়া অধিক নাড়া চাড়া করিতে ভয় হইবে। প্রতিনিঃশ্বাস প্রতি ইন্দ্রিয়াদির সঞ্চালন যখন তাঁহার সঙ্গে দেখা শুনা, তখন অধিক নাড়া চাড়া করিলে তিনি মানুষ হইয়া যাইবেন, এ ভয় কেন? বরং এরূপ নাড়া চাড়া না করিলেই ভয়ের কারণ আছে।

মুদ্রাদোষ।

উপাসনা বক্তৃতাদি করিতে যে স্বরবৈকৃব্য এবং অস্বাভাবিক মুখভঙ্গি ও অন্যান্য অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি হয়, তাহাকে মুদ্রাদোষ বলে। অনেক উপাসক ও বক্তাতে এই মুদ্রাদোষ অল্লাধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক আচার্য্য উপাচার্য্যের মুদ্রাদোষের জন্য সহ উপাসকের উপাসনার ব্যাঘাত হয়, দর্শক ও শ্রোতার মনে বিতৃষ্ণা জন্মে। কেহ কেহ উপাসনা বক্তৃতাকালে এরূপ বিকৃতস্বরে কথা কহেন ও বিকট মুখভঙ্গি, চক্ষুর্ভঙ্গি ও অন্যান্য ভঙ্গি করেন যে, উপস্থিত লোকদিগের পক্ষে তচ্ছ্রবণ ও দর্শন অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে, তাহাতে অনেকে বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। উপাসনাদি কালে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক ও যত দূর সম্ভব শ্রুতিসুখকর এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রকৃতিস্থ হওয়া একান্ত আবশ্যক। অনেকে উপাসনা ও বক্তৃতা করিতে যাইয়া আপনার স্বরের স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে পারেন না, কখন বা নিতান্ত মৃদু ক্ষীণ স্বরে কখন বা কর্কশ বজ্রনিনাদে বাক্য উচ্চারণ করেন, কখন বিকৃত কাঁদুনি স্বরে কথা কহেন, স্বরের স্বাভাবিকতা ও সমতা কিছুতেই রক্ষা পায় না। যাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ কর্কশ ও শ্রুতিকটু তিনি যথেচ্ছ অসংযতভাবে বাক্য উচ্চারণ করিলে উপস্থিত লোকদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করা হয়। তাহার সঙ্গে বিকৃত মুখভঙ্গ নয়নভঙ্গি হস্তভঙ্গি ইত্যাদি হইলেত দর্শকের পক্ষে বড়ই উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি উপাসনাদিতে এরূপ মুখব্যাদান ও দন্ত বিকাশ করেন যে, নিকটে উপাস্থিত লোক দেখিয়া ভয় পায়। কেহ কেহ সামাজিক উপাসনার কার্য্য করিতে বসিয়া ভাবের

বেগে বা অনুতাপের জন্য ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলেন। অন্য লোকের সঙ্গে প্রকাশ্যে উপাসনাদি করিবার সময় আত্মসংবরণ করিয়া সাধকের বাহ্যিক ক্রন্দন সংযত করা একান্ত প্রয়োজন। নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে বা অনুতাপাশ্রুতে প্লাবিত হইবে, স্বরবৈলক্ষণ্য হইবে না, প্রশান্ত ভাব রক্ষা পাইবে, সামাজিক উপাসনাদিতে সাধকের এরূপ স্বাভাবিক ভাব হওয়া আবশ্যক। ভাব যত অন্তরে পুরিয়া ক্রন্দনাদি দ্বারা বাহিরে প্রকাশ হইতে না দেওয়া যায়, ততই ভাবের ভিতরে জমাট থাকে, অন্যথা ভাব অচিরে শুকাইয়া যায়। আত্মদৃষ্টি রাখিয়া একটু সাধন করিলেই স্বরবৈকৃত্যাদি মুদ্রাদোষ সহজে সংযত হয়, যথেচ্ছরূপে চলিলে কখনও হয় না। অনেকে একান্ত আত্মানুরাগ বশতঃ নিজের মুদ্রাদোষ বুঝিতে পারেন না। বরং স্বীয় কর্কশ বিকট স্বরকে মধুর স্বর ও বিকৃত ও অঙ্গ ভঙ্গিকে অঙ্গসৌষ্ঠব মনে করেন। কেহ বুঝাইতে গেলে অভিমান করেন ও রাগিয়া উঠেন। বিধানাচার্য্য যখন স্বীয় পারিষদ প্রচারকদিগকে লইয়া পারিবারিক উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন তখন তাঁহার একজন সহচর অনেক সময় নয়ন উন্মীলন করিয়া উপাসকদিগের ভাব ভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতেন, পরে কাহার কিরূপ মুদ্রাদোষ হয় বলিয়া দিতেন। আচার্য্যের সমুদায়ই স্বাভাবিক ছিল, কেহ কখনও তাঁহার অস্বাভাবিক স্বর ও অঙ্গ ভঙ্গি লক্ষ্য করেন নাই। এক দিন তিনি সেই বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার কিরূপ মুদ্রাদোষ হয় তুমি কি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছ? তাহাতে তিনি বলেন, কোন কোন সময় আপনার বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধভাগ স্পন্দিত ও উর্দ্ধে আকৃষ্ট এবং অধরোষ্ঠ স্ফীত হয়। তখন হইতে আচার্য্যদেব তন্নিবারণে মনোযোগ বিধান করেন, অল্প দিনেই তাহার নিবারণ হয়। যাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ সরস নহে, তিনি উপাসনা বক্তৃতাদিতে কিরূপে সুললিত স্বরে বাক্য উচ্চারণ করিবেন, ইহা যথার্থ। তথাপি অধিক না চেঁচাইয়া আত্মসংবরণপূর্ব্বক সংযতভাবে কথা উচ্চারণ করিলে শ্রোতার তত উদ্বেগজনক হয় না। অস্বাভাবিক ভাবে বিকৃতস্বরে উচ্চারণের দোষে অনেক উচ্চ উচ্চ সত্যও লোকের হৃদয়গ্রাহী হয় না। যাঁহারা চীৎকার করিয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ করেন, তাঁহাদের কিছুই সুখ নাই, অচিরেই তাঁহারা ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন। উপাসনাদিতে সাধকের উজ্জ্বল মুখশ্রী ও পবিত্র স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া কোথায় লোকের মনে ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হইবে, তাহা না হইয়া বিকট বিকৃত ভাব দেখিয়া, শ্রবণকটু ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া অশ্রদ্ধা জন্মিলে বড় দুঃখের বিষয়। যেমন কোন রূপবান্ যুবককে বা রূপবতী যুবতীকে মলিন ছিন্ন বস্ত্র ও তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে লৌহ পিত্তলাদি নির্ম্মিত কদর্য্য অলঙ্কার স্থাপন করিয়া মুখে কালী মাখিয়া প্রকাশ করিলে লোকের চক্ষে তাহাদের সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তি পায় না, বরং তাহারা কুৎসিত কদাকার বলিয়াই প্রতীতি হয়, তদ্রূপ মুদ্রাদোষে বা অশ্লীল ও অযথোচিত ভাব বা ভাষার প্রয়োগে সত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, তাহাতে আর লোকের মন আকৃষ্ট হয় না, বরং বীতরাগ হইয়া উঠে। অতএব উপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া এ সকল দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য।

যদি উপদেষ্টা ও আচার্য্যগণ এসকল গুরুতর বিষয়ে যথেচ্ছাচারী ও অমনোযোগী হন, তবে তাঁহারা অপর লোককে কিরূপে সংশোধন করিবেন।

হদিস।

নমাজে তক্‌বিরের পরে যাহা পাঠ হয়।

২য়।

আয়শা বলিয়াছেন ;—হজরত যখন নমাজ আরম্ভ করিতেন, তখন বলিতেন ;—"হে ঈশ্বর, পবিত্র তুমি ও তোমারই প্রশংসা এবং তোমার নাম কল্যাণপ্রদ ও তোমার প্রতাপ সমুন্নত এবং তুমি ভিন্ন ঈশ্বর নাই।"

জবির বলিয়াছেন ;—হজরত মোহম্মদকে আমি নমাজ পড়িতে দেখিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেন, "আল্লাহো আক্‌বর, কবিরন্ (৩বার) ও "অল্‌হম্‌দো লেল্লাহো কবিরন্" (৩বার) এবং "সবহানাল্লাহো বেক্‌রতন্ আসিলন্" (৩বার) আউজ বেল্লাহে মেনশ্‌শয়তানে, মেন্‌নফ্‌খেহি ও নফ্‌সেহি ও হম্‌জেহি।" অল্‌হম্‌দো লেল্লাহে কসিরন্" মাজের পুত্র আবু দাউদ এই বচনটীর শেষভাগে মেন্‌শ্‌শয়তানের, রজিমে" (তিরস্কারিত শয়তান হইতে) এই বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। ওমর বলিতেন, "এন্‌নফ্‌খেহিল্ কবরে ও নফ্‌সেহিল্ শারে ও হম্‌জেহিল্ মওতাতে।" (১)

জন্দবের পুত্র সমরা হজরতের নমাজপ্রণালী স্মরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হজরত দুই বার নিস্তব্ধ হইতেন, যখন তক্‌বির বলিতেন একবার চুপ করিতেন, যখন "গয়রোল্ মগ্‌জুবে এলয়হিম্ ও লাজ্জালিন্" ফাতেহার এই শেষ বচনটি পড়িতেন, তখন একবার নিস্তব্ধ হইতেন।" কাবের পুত্র আবু এই কথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

আবু হরেরা বলিয়াছেন, যখন হজরত দ্বিতীয় রকু হইতে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন "অল্‌হম্‌দোলেল্লাহে রব্বোল্ আলমিন" পাঠে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং চুপ করিতেন না।

জাবের বলিয়াছেন ;—যখন প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ নমাজ আরম্ভ করিতেন তখন তক্‌বির বলিতেন, তৎপর বলিতেন, "আমার নমাজ, আমার, সাধনা, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্বপালক পরমেশ্বরের জন্য; তাঁহার অংশী নাই, এবং আমি এই একত্ববাদে আদিষ্ট হইয়াছি ও আমি মোসলমান

(১) আরব্য বচনগুলির অর্থ,—"প্রধানতঃ পরমেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" (৩বার) "পরমেশ্বরেরই সম্যক্ প্রশংসা" (৩বার) "পবিত্র ঈশ্বর" (৩বার) শয়তান হইতে, তাহার কুহক হইতে, তাহার কুমন্ত্রণা হইতে, তাহার প্ররোচনা হইতে আমি ঈশ্বরের শরণ লইতেছি।" "তাহার ক্ষিপ্ততাজনক প্ররোচনা হইতে।"

দিগের প্রথম। হে ঈশ্বর আমাকে অত্যুৎকৃষ্ট কার্য্যে ও অত্যুৎকৃষ্ট চরিত্রে উপদেশ দান কর, তুমি ব্যতীত তাহার অত্যুত্তমতা-বিষয়ে কেহ শিক্ষা দান করে না। অসৎ কার্য্য ও অসৎ প্রকৃতি হইতে আমাকে নিবৃত্ত রাখ, তুমি ব্যতীত তাহার অপকারিতা হইতে কেহ রক্ষা করে না।"

মোস্লমার পুত্র মোহম্মদ বলিয়াছেন, হজরত যখন নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হইতেন, তখন ব্যাকুলতার সহিত নমাজ পড়িতেন, বলিতেন, "ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি সত্যভাবে স্বীয় আনন স্থাপন করিতেছি, এবং আমি অংশিবাদী দিগের অন্তর্গত নহি ? এবং মোসলমান দিগের অন্তর্গত।" তৎপর বলিতেছেন, "হে, ঈশ্বর, তুমি ভিন্ন ঈশ্বর নাই, তোমারই পুণ্য তোমারই প্রশংসা" তৎপর পাঠ করিতেছেন।

সম্রাট্ আক্‌বরের উক্তি।

১১৩। যে সে লোকের নিকটে বিশেষতঃ যে সকল উচ্চজ্ঞানী ধর্ম্মাত্মা নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, তাঁহাদের নিকটে সাংসারিক বিষয়ে প্রার্থনা করা বিগর্হিত। তাঁহাদের কাছে চাহিলে নিজের ও তাঁহাদের মর্য্যাদা বিসর্জ্জন করিতে হয়।

১১৪। অন্য জন্তু হইতে মনুষ্যের মানসিক শক্তির ক্রমোন্নতিরূপ ভিন্নতাই তাহার নিত্যতার নিদর্শনস্বরূপ।

১১৫। তাহাই সত্য বাক্য যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ণগত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে, এবং তাহা স্বীকার করা অনিবার্য্য হয়।

১১৬। সেই যে স্বর্গীয় গ্রন্থ বলেন যে, পূর্ব্বকালীন কতকগুলি অপরাধী লোক শূকর ও বানরের রূপে পরিণত হইয়াছিল। লোকের তাহাতেই বিশ্বাস হইয়া থাকে। (১)

১১৭। যদি এরূপ ভাবা যায় যে, কতকগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাহাইতে আর প্রাণের বিচ্ছেদ না হয়, ইহা হইলে যে অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার হইয়া উঠে। বিচিত্রকর্ম্মা বিধাতা যদি মৃৎ প্রস্তর উদ্ভিদ্। ও জীবের মধ্যে ক্রমোন্নত প্রাণের যোগ করেন ও নিম্ন পদ হইতে উন্নত পদে লইয়া যান, এ কেমন হয় ?

১১৮। ধূমের মুখকালিমা, জ্যোতি হইতে তাহার দূরবর্ত্তিতা ও কুসন্তানত্বের পরিচায়ক।

১১৯। বাল্যকালে এবং বার্দ্ধক্যেও চৌর্য্য ক্রিয়া হইয়া থাকে, এজন্য ইহা ব্যভিচার অপেক্ষা জঘন্য। কিন্তু ঘৃণিত ব্যভিচারের প্রবর্ত্তক নিজের ও অপরের জীবন পাপে কলঙ্কিত করিয়া থাকে, এনিমিত্ত ইহা অতিশয় গুরুতর পাপ।

১২০। পশ্বাদির দেহ ভোজন করিয়া আপনার উদরকে পশু পক্ষীর কবরস্থান করা কর্ত্তব্য নহে।

১২১। যে ব্যক্তি জীবন দান করিতে পারে তাহারই জীবহত্যা করা শোভা পায়, এবং যে ব্যক্তি উচ্চ জ্ঞানের আদেশে একার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পক্ষে ইহা সমুচিত।

১২২। মাংসাহারে মনুষ্যের এরূপ প্রবৃত্তি যে, যদি ক্লেশানুভব না হইত তবে তাহারা নিজের মাংস পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া ভক্ষণ করিত।

১২৩। যদি আমার শরীর অত্যন্ত পরিপুষ্ট হইত যে মাংসাহারী দিগের তৃপ্তি সাধন হইতে পারিত ও তাহারা অন্য জীবকে হত্যা করিত না, ভাল ছিল।

১২৪। হস্তীর মাংস ভোজন জনসমাজে প্রচলিত থাকিলে ভাল ছিল, তাহাহইলে বহুজীবের পরিবর্ত্তে একটী জীব মারা যাইত।

১২৫। লোকের জীবন ধারণ ক্লেশকর না হইলে আমি তাহাদিগকে মাংস ভক্ষণে নিবৃত্ত থাকিতে বাধ্য করিতাম, আমি একেবারে এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না, তাহা হইলে অনেক মাংসাহারী, বাধ্য হইয়া মাংস পরিত্যাগ করিবে ও দুঃখ শোকে মুহ্যমান হইবে।

১২৬। জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে যখন আমি আহারার্থ কোন জীবকে হত্যা করিতে আদেশ করিতাম, তখন তত সুখ পাইতাম না, মনের অনুমোদন হইত না। ইহাকেই জীবরক্ষার উপদেশ বলিয়া জানিয়াছি ও তাহাতে জীবদেহভক্ষণে নিবৃত্ত হইয়াছি।

১২৭। লোকের উচিত যে, প্রতিবৎসর আপনার জন্মমাসে মাংসভোজন না করে, তাহাতে ঈশ্বরের গুণবাদ হইবে, এবং সম্বৎসর কুশলে অতিবাহিত হইবে। (২)

১২৮। কসাই, জেলে ও অন্য অন্য জীবহিংসাব্যবসায়ী লোকের আলয় অন্য লোকের আলয় হইতে দূরে হউক, তাহাদের সঙ্গে যাহারা সহবাস করিবে তাহাদিগকে দণ্ডিত হইতে হইবে।

১২৯। যখন আমি ভারতবর্ষে উপনীত হইলাম, তখন হস্তীর প্রতি আমার অতিশয় অনুরাগ হইল, ভাবিলাম যে, এই বিচিত্র বলশালী জন্তুর প্রতি এরূপ অনুরাগ এই সুসংবাদ দান করিতেছে যে, আমি সর্ব্বোপরি বিজয়ী হইব।

১৩০। একজন জ্ঞানী অনুসন্ধান করিলেন যে, গৃধ্রের দীর্ঘায়ুঃ এবং শ্যেন পক্ষীর অল্পায়ুঃ কেন ? উত্তর পাইলেন, প্রথম পক্ষীটি জীবকে পীড়া দান করে না, দ্বিতীয় টি জীব হত্যা করে, ইহাই প্রথমটির দীর্ঘায়ুর ও দ্বিতীয় টির অল্পায়ুর করেন।

১৩১। শ্যেন পক্ষীর খাদ্য জীবদেহমাত্র, তাহাতে যখন তাহার

(১) পুরাকালে কতকগুলি ইহুদি অপরাধী ঈশ্বরের কোপে শূকর ও বানর হইয়াছিল, কোরাণে এরূপ উল্লিখিত আছে।

(২) সম্রাট্ আক্‌বর মাংসাহারে বীতরাগ ছিলেন, কদাচিৎ মাংস ভোজন করিতেন।

অল্পায়ু হইল, তখন নানাবিধ প্রচুর খাদ্য সামগ্রীসত্ত্বে যে সকল মনুষ্য মাংসাহারে বিরত হয় না তাহাদের কি দশা হইবে?

১৩২। মেসরাধিপতি দুরাত্মা ফেরওণ ও মহাত্মা হোসেন মনসুর একই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন সেই কথার মধ্যে একজনের আত্মদর্শন ও অন্যের ঈশ্বরদর্শন এই প্রভেদ ছিল। সেই কথাটি "আনল্ হক" (আমি ঈশ্বর)।

১৩৩। যে পরিমিত শ্রোতা হয়, এবং অল্প কথায় এরূপ বহু অর্থ প্রকাশ করে যে, লোকের হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্ট হয় না, তাহাতেই উপযুক্ততা। বাক্‌পটুতা তাহাই যে জিহ্বাকে জড়িত করিতে হয় না।

প্রাপ্ত।

শ্রীকেশব চন্দ্র কে?

আচার্য্য দেবের জন্মোৎসবে পঠিত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের আবির্ভাবে নবধর্ম্মবিধান এক অভিনব শোভা ধারণ করিল, এবং ন জাত বৃক্ষ গুলি উপযুক্তরূপে পরিপোষিত হওয়ায় সুন্দর সুন্দর পুষ্পে পরিশোভিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। কিন্তু নব ভক্তের তৃষ্ণা ইহাতেও নিবারিত হইল না। তিনি দেখিলেন, নবধর্ম্মে জীবাত্মা এক অপূর্ব্ব অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে, ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন জলবায়ুর অভ্যন্তর প্রদেশ হইতে "গ্রহতারকাদি মণ্ডিত নীলনভের" জ্যোতির্ম্ময় ভূবনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু আলোকের তাড়নে অন্ধকার হৃদয় ছাড়িয়া যায় নি; আঁধারে জীব ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ ছিল, কিন্তু এ আলোকে আর সে টুকও যাইতেছে না। জীবনসংগ্রামে জীব পরিশ্রান্ত হইয়া পার্থিব বস্তুর অসারত্ব উপলব্ধি করিয়াছে বটে, কিন্তু পরিত্যাগে অক্ষম;—পাপের স্বীকারে স্বীকৃত বটে, কিন্তু গোপন করিতেও অনিচ্ছার ভাব নাই; পাপের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত বটে, কিন্তু হৃদয়ের কাঠিন্যহেতু দুঃখ বা অনুতাপ করণে হতচেতন,—সংক্ষেপতঃ স্বর্গ অথবা নরক এই দুয়ের তারতম্য নিরূপণে অসমর্থ। কোথাও জীবের আর সুখ নাই, শান্তি নাই, বিরাম নাই; অশান্তির তাড়নে তাড়িত, মোহিত ও হতচেতন। এখন জীব করে কি? জীবের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ভক্তের প্রাণ কাঁদিল; জীবের পরিত্রাণের জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা হইতে লাগিল। সে প্রার্থনার ফল "অনুপ্রাণন"। স্বর্গের গোপনীয় সংবাদ ধরাতলে প্রকীর্ত্তিত হইতে না হইতেই ভয়ানক আন্দোলন হইতে লাগিল; দ্বিতীয় এক মহাবিপ্লব উপস্থিত হইল। আন্দোলনের ভীষণ তরঙ্গ পর্ব্বতরাজিকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া দূর হইতে দূরতর প্রদেশে গিয়া অবশেষে সাগরগর্ভে বিলীন হইয়া গেল, ঘোরতর আস্ফালন অসারত্বে পরিণত হইল। কেশবচন্দ্রের চক্ষের জল এখানেও বিরাম পাইল না, বর্ষার নদীর ন্যায় তরঙ্গায়িত হইয়া স্বর্গের দ্বারে ভীষণ আঘাত করিতে লাগিল। স্বর্গের দেবতা কর্তৃক নিয়োজিত আত্মা দেবতারই আদেশ জীবনে পালন করিয়া থাকেন; জীবনের কার্য্য এখনও শেষ হয় নি; তাই ভক্ত অধীর। অনুপ্রাণনের জন্য সমাজ যখন দুইভাগে বিভক্ত হইবার উপক্রম হইল, সেবকের জীবনও শেষ হইয়া আসিল। ভক্ত জীবনের শেষ ভাগ নববিধানের জয় ঘোষণায় এবং প্রচারেই পর্য্যবসিত হইল। নববিধানের বিজয়পতাকা প্রযুক্ত গগণে উড্ডীন দেখিয়াই কেশবচন্দ্র স্বর্গে আহূত হইলেন, এবং শেষ সময়ে হাস্যময়ী জননীর সুপ্রসন্ন আস্যের ছায়া মাত্র পৃথিবীকে প্রতিভূস্বরূপ প্রদান করিয়া গেলেন। ভারত হারাইল কেশব, কিন্তু কেশবের হাস্য ভারতের অতুল সম্পত্তি। এ হাস্যের ভিতরেই অদ্যকার সমস্যার মীমাংসা নিহিত রহিয়াছে।

নাটমন্দিরের শেষ যবনিকা পাত হইল; কিন্তু পৃথিবীময় নরনারী সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কেশব কে"? জীব কেশবের ধনে ধনী, কেশবের হাস্যে ধনী, কিন্তু হৃদয় তন্ত্রীতে এখনও ধ্বনিত হইতেছে "কেশবচন্দ্র কে?"—কেশব ভারতবাসী, কেশব সেবক, কেশব ভক্ত, কেশব আচার্য্য, কেশব নবধর্ম্মবিধানে জীবের জীবনদাতা, এবং সুতরাং কেশব [illegible] ইহাতেও পৃথিবীর মন উঠিল না; উচ্চরবে প্রশ্ন হইতে লাগিল "কেশব কে"?

[illegible] নববিধান! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, "কেশব কে?" শিশু! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যুবক! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বৃদ্ধ! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, নারি! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, মুসলমান! তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—বল দেখি কেশব কে? মুসলমান বলে 'কেশব আমার,' খৃষ্টান বলে 'কেশব আমার,' নারীগণ বলে 'কেশব আমার,' বৃদ্ধ বলে 'কেশব আমার,' যুবক বলে 'কেশব আমার,' শিশু বলে 'কেশব আমার,' নববিধান বলে 'কেশব আমার,' পৃথিবীময় এক বাক্য 'কেশব আমার'। বুঝিয়াছি, এ পৃথিবীতে কেশবের পরিচয় পাইব না। তবে কি কেশব আমাদের জন্য নয়? আসিয়াছিলেন কেশব আমাদের জন্য, মরিয়াছেন কেশব আমাদের জন্য, তবে বুঝি না কেন? অথবা বুঝিবই বা কেমনে? যে ভক্তের ধর্ম্ম বোঝে না, ভক্তের দেবতায় যাহার বিশ্বাস নাই, ভক্তকে বোঝা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কেশবকে বুঝিতে হইলে ব্রহ্মকে বিশ্বাস করিতে হইবে, নববিধানকে স্বীকার করিতে হইবে, এবং আদেশবাদ মানিতে হইবে। আদেশ কেশবের রক্ত, নববিধান কেশবের মাংস, বিশ্বাস কেশবের জীবন, এবং ব্রহ্ম কেশবের জীবনী শক্তি। জীবনের প্রতি কার্য্যে মিলন; কথাবার্ত্তাতে মিলন; যোগ, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মে মিলন; উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান এবং প্রার্থনা বা উপদেশে মিলন; চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদে মিলন;

কেশবের মিলন সর্ব্বত্র। কেশবের জীবন মিলনের জীবন; কেশবের কর্ম্ম মিলনের কর্ম্ম। কেশব প্রেরিত হইয়াছিলেন জগৎকে শিক্ষা দিতে; তাই কেশব শিখাইয়া গেলেন এক অভিনব ধর্ম্ম যাহা কখনও হয় নাই। কেবল কি শিখাইয়া গেলেন? না;—মহামিলনের ব্যাপারে যে সুখ, যে শান্তি, এবং যে প্রসন্নতা তাহা জীবনে প্রতিফলিত করিয়া গেলেন। স্বর্গের এ ব্যাপারে স্বর্গেশও যে আনন্দিত হন, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গেলেন, এবং ভবিষ্যদ্বংশ ও যাহাতে এ মিলনের ব্যাপার জীবনে সংসিদ্ধ হইতে দেয় তাহার জন্য ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে প্রসন্নতার চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। কেশবের হাস্যই বর্ত্তমান সময়ের পরিচালক। তাই পুনরপি বলিতেছি কেশবের হাঁসি ভারতের এক অপূর্ব্ব রত্ন।

কেশব হাঁসিল, ভারত মাতার চির দুঃখ দূর হইল। কেশব হাঁসিল, ভারতবাসী নব জীবন লাভ করিল। কেশব হাঁসিল, ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় নিদ্রার সুকোমল ক্রোড় হইতে উত্থিত হইল। কেশব হাঁসিল, নরকেও ব্রহ্মের অবতরণ হইল। কেশব হাঁসিল, জীব মুক্তির দ্বার অবারিত দেখিল।

নিমন্ত্রণ পত্র।

সম্প্রতি ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয় তিন সমাজের সম্মিলিত উপাসনায় যোগ দান করিবার জন্য আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র এবং আমাদের উত্তর নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রেমাস্পদেষু

সমাদরপূর্ব্বকং আবেদনমিদং।

আগামী ২৮শে ডিসেম্বর রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময় আমরা ঈশ্বর কৃপায় সকলে সম্মিলিত হইয়া আমার পার্কষ্ট্রীট ৫২/২ ভবনে ব্রহ্মোপাসনা করিব। আপনি সমান্ধবে তাহাতে যোগ দিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিবেন।

কলিকাতা
২৬ ডিসেম্বর ১৮৯০। } শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পত্রোত্তর।

একান্ত বন্দনীয় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণেষু—

ভক্তির সহিত প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ পত্র পাইয়া আমরা শিরোধারণ করিলাম। আপনি অবগত আছেন, আপনি বা আপনার অনুযায়িবর্গের উপাসনায় যোগ দেওয়ায় আমাদের কোন বাধা নাই। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমরা বিমিশ্র ভাবের উপাসনায় কখনও মিলিত হই নাই। এরূপ না করিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। আপনি যে সেই বিশিষ্ট কারণ বুঝিতে পারেন না, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। আপনি উপাসনার্থ আমাদিগকে কৃপা করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন, ইহাতে আমরা যোগ দিতে অক্ষম হইলাম ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। আপনি আমাদিগের ধর্ম্মপিতা, অথচ বিবেকানুরোধে আপনার গৃহে উপাসনায় যোগ দিতে পারিলাম না, ইহা অবশ্য ক্ষমার যোগ্য হইবে। ঈদৃশ স্থলে আপনার ন্যায় চিত্তদর্শী মহর্ষি ব্যক্তির নিকট আমরা ক্ষমা আশা করিতে পারি।

কলিকাতা, ৬৫/২ বীডনষ্ট্রীট্।
১৩ই পৌষ, ১৮৯০। } আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু।
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন।
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

উৎসববৃত্তান্ত।

মুঙ্গের।

মুঙ্গের হইতে ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বাগচি তথাকার ব্রাহ্মসমাজের চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব বৃত্তান্ত যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার সার নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

গত ৬ই পৌষ শুক্রবার মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিন স্মরণার্থ সন্ধ্যার পর মন্দিরে উপাসনা হয়। ৬ই পৌষ শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় উপস্থিত হন। সে দিন অপরাহ্ণে কেল্লার পূর্ব্ব দ্বারের সম্মুখস্থ প্রশস্ত ক্ষেত্রে এবং বাজারের নিকটে প্রথমতঃ হিন্দিতে সঙ্গীত হয়, তখন ২০০।২৫০শত লোক উপস্থিত ছিল। তৎপর উক্ত শ্রদ্ধেয় ভাই হিন্দিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে উৎসাহের সহিত বক্তৃতা করেন, সকল লোক স্থিরভাবে শ্রবণপূর্ব্বক উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। ৭ই পৌষ রবিবার সমস্ত দিন উৎসব হয়। মন্দির পল্লব পুষ্প পতাকা দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। প্রাতে সাড়ে ছয়টা হইতে দশটা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। উপাসনায় এবার অনেক বাহিরের লোক আসিয়া যোগ দান করিয়াছিলেন। উপদেশ ও প্রার্থনাতে আমাদের দুর্গতি ও বিড়ম্বনার অবস্থা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছিল, তাহাতে সকলেরই প্রাণ বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। মধ্যাহ্নে মন্দিরের পার্শ্বে রন্ধন ও ভোজন হয়, তৎপরে ধর্ম্মালোচনাদি হইয়াছিল। অপরাহ্ণে প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন হয়। সায়ংকালীন উপাসনা প্রাতঃকালীন উপাসনার ন্যায় গভীর ও সুমধুর হইয়াছিল। ৮ই পৌষ পূর্ব্বাহ্ণে সকলে সমবেত ভাবে মন্দিরে উপাসনা করেন। রাত্রিতে সব্ ডেপুটী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর আবাসে পারিবারিক উপাসনা হয়। আবাসবাটী পুষ্প পল্লবাদি দ্বারা সুরুচি সহকারে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। গৃহ বন্ধু বান্ধব দ্বারা পূর্ণ এবং উপাসনা সরস ও মধুময় হইয়াছিল। ৯ই পৌষ প্রাতে

মন্দিরে একত্র উপাসনা এবং রাত্রিতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়ের আবাসে পরিবারিক উপাসনা হয়। বাহিরের অনেক লোক রাত্রির উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। পারিবারিক জীবনে ভগবানের লীলা দর্শন বিষয়ে উপদেশ হয়। ১০ই পৌষ প্রাতে ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা, সন্ধ্যার পর ভ্রাতা চণ্ডীচরণ সিংহের আবাসে পারিবারিক উপাসনা হয়। চণ্ডী বাবু প্রায় বৎসরাধিক হইতে পিড়ীত, তথাপি তিনি বিশেষ উৎসাহ ও যত্নের সহিত উপাসনায় সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর হৃদয়ের গভীর প্রার্থনায় সমস্ত লোক আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পারিবারিক জীবনে কি প্রকারে ভগবানের কৌশল সম্পন্ন হয়, এ বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনাদি হইয়াছিল। ১১ই পৌষ উদ্যানে বিশেষ উৎসব হয়, তরুতলে গভীর উপাসনা, নির্জ্জনসাধন, ধ্যান ইত্যাদি হইয়াছিল। সেই দিবস খ্রীষ্টের জন্মদিন ছিল, তজ্জন্য তাঁহার জীবনের পবিত্র ভাবসম্বন্ধে প্রার্থনাদি হইয়াছিল। বৃক্ষতলে স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক ভোজন করিয়া সকলে বাইবেল পাঠ ও আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। তিনি বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২ই পৌষ প্রাতে পুনর্ব্বার মহেন্দ্র বাবুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা হয়। যেমন পৌত্তলিকেরা তাঁহাদের প্রতিমাকে জলে বিসর্জ্জন করে, আমরা স্বীয় আত্মাকে ভগবানের অনন্ত সত্তাসাগরে বিসর্জ্জন করিব, এই ভাবে উৎসবের শেষ প্রার্থনা হইয়াছিল। আহারান্তে শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদার ভাগলপুরে গমন করিয়াছেন। ভাগলপুর ~~হইতে~~ উৎসবের কোন কোন বন্ধু মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন। উৎসবের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপাসনাদি অত্যন্ত মিষ্ট ও জমাট হইয়াছিল। ভাই দীননাথ মজুমদার প্রায় সমুদায় কার্য্য করিয়াছেন। উপরি উল্লিখিত প্রত্যেক ভ্রাতার ভবনে এক এক দিন প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

আর্য্যরীতি।

চাতুর্ব্বর্ণ্য বিভাগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কেহ কেহ বলেন, ভারত বর্ষীয়েরা তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ শরীরের শ্বেত, গৌর, পীত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যাঁহারা শ্বেত বর্ণ তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, যাঁহারা গৌরবর্ণ তাঁহারাই ক্ষত্রিয়, যাঁহারা পীতবর্ণ তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ তাঁহারা শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন(৬)। কোন পদার্থের পৃথক পৃথক বর্ণ (অঙ্গরাগ) দেখিয়া যেমন সকলেই নীলবর্ণ মেঘ, রক্তবর্ণ জবাপুষ্প, পীতবর্ণ হরিতাল ও শ্যামবর্ণ দূর্ব্বা ইত্যাদি বলিয়া থাকেন, সেই প্রকার মনুষ্যের শরীরের পৃথক পৃথক বর্ণ দেখিয়া মনুষ্যের মধ্যে বর্ণভেদের সৃষ্টি হওয়া সত্য হইলে শ্বেতবর্ণ জবাপুষ্প, রক্তবর্ণ জবাপুষ্প ইত্যাদির ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনুষ্য, রক্তবর্ণ মনুষ্য, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য ইত্যাদি ভাষার দ্বারা ভারতীয় মনুষ্যেরা চিহ্নিত হইতেন, বর্ণশব্দের পূর্ব্বে আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি শব্দ প্রযুক্ত হইত না। বর্ণের প্রাধান্যে ব্রাহ্মণাদি ভেদ হইলে, সামান্য মনুষ্যশব্দের উপরে শ্বেতাদি শব্দ প্রয়োগ করিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বুঝাইত। কিন্তু কখনও তাহা বুঝায় না। শ্বেতবর্ণ মনুষ্য বলিলে কেহ ব্রাহ্মণ বুঝে না; ব্রাহ্মণ বর্ণের অর্থ শ্বেতবর্ণ মনুষ্য হয় না। যাহা হউক, শরীরের বর্ণ দ্বারা শ্রেণী ভাগ হওয়া সত্য হইলে কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণেরা অনায়াসেই শূদ্র হইয়া পড়েন (৭)। ক্রমশঃ

(৬) হিন্দুশাস্ত্রে কোন স্থলে এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহার অর্থ শরীরের বর্ণ নহে, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ।

(৭) ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী, কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি, শর্ম্মোপাধিধারী হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান, আর দেশান্তরবর্ত্তীরাই নদীতীরে শ্মশ্রুধারী শ্বেত কায়, দুয়ে এক সম্প্রদায়, এক আর্য্যবংশ সবে ছিল যুগান্তরে? ভুবনমোহিনী প্রতিভা।

সংবাদ।

আগামী বৃহস্পতিবার হইতে অষ্ট পঞ্চাশৎ মাঘোৎসবের প্রাথমিক বিশেষ উপাসনাদি হইবে। উৎসবে প্রস্তুতির জন্য প্রায় পক্ষ কাল এক এক প্রকার সাধন চলিবে। বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার সময় বীডনষ্ট্রীটস্থ ৬৫।২ সংখ্যক ভবনে বিশেষ [illegible]সনা ও মহাত্মা রামমোহন রায় এবং শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ [illegible] প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে। ভগবানের [illegible]জনদিগের শুভাশীর্ব্বাদ আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

[illegible] বৃহস্পতিবার মহর্ষি ঈশার জন্মদিনে মুদিয়ালিস্থ ব্রাহ্ম-[illegible] সাংবৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। মুদিয়ালিস্থ [illegible]ক্ত সাধক ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেবের নিমন্ত্রণানু-[illegible] কলিকাতা হইতে দরবারাশ্রিত প্রায় সমুদায় প্রেরিত ও বহুবিধানবাদী ব্রাহ্ম সেই উৎসবে যাইয়া যোগ দান করিয়াছেন। উপাসনামণ্ডপ পুষ্পপল্লবাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। উপাসনার আদ্যোপান্ত বিশেষ ভাবের জমাট ছিল। উপদেশের সার এই;—আজ নববিধানের কীর্ত্তনীয়া চৈতন্যের শিষ্যের ভবনে মহর্ষি ঈসার জন্মোৎসব। কেশবচন্দ্র এই দিনে প্রথম হইতে এখানে উৎসব করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এই কীর্ত্তনীয়ার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিয়াছেন, তাঁহাকে না পাইলে আজকার উৎসব হয় না। তিনি আত্মাতে আবির্ভূত। ঈশা নববিধানঅট্টালিকার কোণের পাথর। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের সম্মিলনে এই অট্টালিকা, কেশবচন্দ্র ইহার কারিগর। ঈশা এইরূপ

বলিয়াছেন, সকল বিশ্বাসীর মিলনে স্বর্গরাজ্য, বিশ্বাসী সাধকগণ এক হইয়া যে কথা কহেন ও যে বিধি করেন, তাহা স্বর্গের কথা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহা মানিতে হইবে, যাহারা মানে না তাহারা ধর্ম্মবহির্ভূত। কোন বিধান স্বর্গ হইতে আসিয়া বিনষ্ট হয় না, নিরাশা নাই। মহর্ষি ঈসাকে, অবিশ্বাসী দুরাত্মারা চোরের সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিল, যাহাতে তাঁহার নামপর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় তাহারা চেষ্টা করিল, তাঁহার শিষ্যবর্গকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল. কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাঁহার বিধান জয়যুক্ত হইল। আপাততঃ বিঘ্ন বিপদ্ দেখিয়া অবিশ্বাসীরাই নিরাশ হয়। নববিধান জয়যুক্ত হইবে, যে ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্যের কথা মহর্ষি ঈশা বলিয়াছিলেন নববিধানেই তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবে। বিধান নিত্য, কোন বিধান আসিয়া আবার চলিয়া যায় না ইত্যাদি। ভ্রাতা কুঞ্জবিহারী দেব শিশুত্ব বিষয়ে হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপাসনার পর প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর প্রীতি ভোজন হয়। সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও সঙ্গীত-প্রচারক খাঁটুরায় গিয়াছিলেন। তাঁহারা তথাকার মঙ্গলালয়ে ২।৩ দিন স্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে সৎপ্রসঙ্গ ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তত্রত্য ভদ্রলোকেরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গত শুক্রবার ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরা[illegible] সমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় যাইয়া বক্তৃতা করি[illegible]

তিন চারি দিন ব্যাপিয়া চন্দননগরের উৎসব [illegible] তদুপলক্ষে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল তথায় গিয়াছি[illegible]

সম্প্রতি ভাই বলদেব নারায়ণ খুলনিয়াতে গিয়া[illegible] তথায় কয়েক দিন থাকিয়া তিনি বন্ধুগণকে লইয়া [illegible] উপাসনাদি করিয়াছেন। তিনি খুলনিয়ার ডিপুটী মেজি[illegible] ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নবকুমা[illegible] নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পাদন করিয়াছেন। [illegible] নিহারিকা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। জগজ্জননী শিশুকে [illegible] করুন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে কলেক্টরের[illegible] দার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীকুমার বসুর যত্নে ফরিদপুরে [illegible] হইতে একটি নববিধান সমাজ স্থাপিত হইয়াছে।

ভাই দীননাথ মজুমদার ভগলপুরে আসিয়াছিলে[illegible] হইতে গতকল্য তাঁহার বহরমপুরে যাওয়ার প্রস্তা[illegible] আগামী শুক্রবার হইতে বহরমপুরস্থ গোরাবাজারে[illegible] সমাজের উৎসব আরম্ভ হইবে।

বালেশ্বর হইতে কোন বন্ধু দুঃখের সহিত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তথাকার ব্রাহ্মসমাজের বেদীসম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম আছে যে, কোন অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদ্বারা সমাজের বেদীর কার্য্য সম্পাদিত হইবে না। কিছুকাল হইতে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের জন্য তথাকার একজন উপাচার্য্য বেদীচ্যুত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি একদিন সামাজিক উপাসনার সময় দল বল সহ আসিয়া বলপূর্ব্বক বেদী অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বেদীর কার্য্য করিতে দেন নাই। তজ্জন্য মন্দিরে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছিল। এই বিগর্হিত কার্য্যের জন্য বালেশ্বরের ভদ্রলোক সকল অত্যন্ত দুঃখিত আছেন, আমরাও পত্র পাঠ করিয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও আমরা পত্র খানা অবিকল প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম। কেন না ইহা অতিশয় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। সাধারণ্যে গোলযোগকারীদিগের বিশেষ পরিচয় প্রদান না করাই শ্রেয়ঃ।

ত্রিহুত প্রদেশে মজফঃরপুর, সীতামারী, সমস্তিপুর এই তিন স্থানে তিনটি নববিধান সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার সমাজ উঠিয়া গিয়াছিল, শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গত শনিবার ঈডন্ উদ্যানে উপাধ্যায় ও ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে দিন অন্য দিন অপেক্ষা লোক অধিক হইয়াছিল।

গত শুক্রবার প্রাতে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়ের প্রথম পুত্রের জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। দরবারাশ্রিত প্রায় সমুদায় প্রেরিত ও অপর কয়েক জন বন্ধু সেই উপাসনায় যোগ দান করিয়াছেন।

বিগত ৭ই পৌষ রবিবার মধ্যাহ্নে ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র এক্সাইস কানুনগো শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেনের হাবড়াস্থ আবাসে উপাসনা হইয়াছিল। ৪।৫ জন প্রেরিত [illegible] গিয়াছিলেন। ভাই গিরিশ চন্দ্রের বৃদ্ধা জননী ও বৃদ্ধা বিধবা ভগিনী তথায় স্থিতি করিতেছেন, ভগিনী বিশেষ যত্নের সহিত রন্ধন করিয়া সকলকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

ভাই অমৃতলাল বসু লাহোর হইতে বাঁকিপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। লাহোর ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের নগরসঙ্কীর্ত্তনের সময় গুরুসিংহ সভার ও সত্যসভার ভ্রাতৃগণ ভাই অমৃতলালের সঙ্গে কীর্ত্তনে যোগ দান করিয়াছিলেন। ভাই অমৃতলাল বসু লাহোরে অবস্থানকালে অনেক বন্ধুর ভবনে সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন।

বম্বেনিবাসী ভ্রাতা নগরকার মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় নবসংহিতা অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদিত সংহিতা মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী পুরুষের নিকটে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।

গত কল্য ভাই গৌরগোবিন্দ রায় রাজসাহি গমন করিয়াছেন।

টাঙ্গাইলস্থ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ তালুকদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত নববিধান তসঞ্জীবনী পুস্তিকার দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ভগবদ্ভক্তি, প্রেমিক সন্তানের উক্তি, ঈশ্বর এক, প্রার্থনা কর, নববিধানের মনুষ্য, গৃহ শুভ সংবাদ এই কয়েকটি বিষয় আছে। ইহা বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।

☞ এই পত্রিকা ৬৫।২ নং বিডনষ্ট্রীট দেব-যন্ত্রে শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।